

ভক্তিরত্নাকর ।

—:~:~:~:— ১২৬০
পূজাপাদ শ্রী শ্রীনরহরিচক্রবর্তি
প্রণীত ।

শ্রীরামবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থকর্তৃক
সংশোধিত ।

—
শ্রীরামদেবমিশ্রকর্তৃক
প্রকাশিত ।



দ্বিতীয় সংস্করণ

মুর্শিদাবাদ ;

বহরমপুর—“রাধারমণযন্ত্রে”

শ্রীজানকীনাথসাহা-প্রিন্টার কর্তৃক

মুদ্রিত ।

চৈতন্যাব্দ ৪২৬। বৈশাখ ।

সূচীপত্র ।

নিম্নের

পৃষ্ঠা ।

১। প্রথম তরঙ্গে ৩

গুরুদেবের জন্মবিবরণ, গোপালদেব, নরোত্তম, লোকনাথ, জ্ঞানানন্দ, স্বামীদেব ও যোগেশ্বরদেবের বিবরণ। গুরুদেব, ভক্তিমাহারাজ, জীবগোষ্ঠা-
দেব প্রভৃতির সপ্ত পুরুষের নাম, রূপ, মনোভাব, জীব ও জন্মদায়ক যোগাযোগ
কর্তা। গোষ্ঠাধিপতির গুরুবর্ণন, ইনিবাসাচার্যের কথাদি, শ্রীমহাপ্রভুর
জন্ম ॥

২। দ্বিতীয় তরঙ্গে ৩৪

দেবত্বপ্রাপ্তির আখ্যান, গুরুদেবের জন্মের বিবরণ, ইনিবাসাচার্যের জন্ম-
কর্তা, তৃতীয় যোগেশ্বরদেবের কথার ও যোগেশ্বরের গুরুদেব, জগাই মাইই উদ্ধার,
শ্রীজিনামক পুত্রের উদ্ধার ॥

৩। তৃতীয় তরঙ্গে ২৬

ইনিবাস, গুরুদেবের গুরুদেবের গুরুদেব ও জগদগুরুদেবের গুরুদেব, ইনিবাসের
গুরুদেবের গুরুদেব, গুরুদেবের গুরুদেব ও ইনিবাসের গুরুদেব ॥

৪। চতুর্থ তরঙ্গে ১২১

ইনিবাসের গুরুদেবের গুরুদেবের গুরুদেব ও জগদগুরুদেবের গুরুদেব, ইনিবাসের
গুরুদেবের গুরুদেব, গুরুদেবের গুরুদেব ও ইনিবাসের গুরুদেব ॥

(ক)

বিবরণ।

পৃষ্ঠা

৫। পঞ্চম তরঙ্গে ১৪

শ্রীনাথবের সঙ্গে মধুরার শ্রীনিবাসের নানা প্রসঙ্গ ও কতীষ বিচারক মধুরামাহায়া, মধুরার ও বুদ্ধাধিনের বিবিধ হানিধর্ষণ, গোবর্ধন আখ্যা বলরামের রাস, রাধাগোবিনদের যোগদীর্ঘ ও কালিহর্য বর্ণন, কখন ও মহাপ্রভুর লীলা, রাসহলীদর্শন প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রের বিবিধ রহস্য কখন, রাগ রাগিনী মুচ্ছনা ও গ্রামাদির বর্ণনা, বাঁদ্য অভিনয় পতাকা রাস, অষ্টকানীর নিতালীলা, কুলন, গালা ও নায়ক নায়িকার সম্বন্ধ ভেদ বর্ণন ॥

৬। ষষ্ঠ তরঙ্গে ৪৫৫

শ্রীভ্রামানন্দের সঙ্গে আগমন ও মিলন, শ্রীমদ্বন্দ্যোহরের রাধা-লীলা দ্বির মিলনপ্রসঙ্গ, গোপীনাথের প্রকট, শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের মিলন ভাবনা ও গোবর্ধনে রহস্যদর্শন, গোবিনদের আজ্ঞা-মালা প্রাপ্তি, গোবর্ধন গণের সমাধিহানে শ্রীনিবাসের বিদায়, হরদাসচরণের বৃত্তান্ত, কুলন প্রভৃতির হানে বিদায় ও গ্রন্থরত্ন লইয়া শ্রীনিবাসের পৌরী আগমন ॥

৭। সপ্তম তরঙ্গে ৪৮৮

বনবিষ্ণুপুত্র বীরহাবীর রাজ্য গ্রহণের চুরি কয়েন ও গ্রন্থাতে তাঁহার দশা হরণ, শ্রীনিবাসের সহিত রাজার সাক্ষাৎ কার, গ্রন্থচুরি ও পুনঃপ্রাপ্তির সম্বন্ধ বুদ্ধাধিনে নরোত্তমসমীপে প্রেরণ, বীরহাবীরের ভক্তি, জ্ঞানানন্দের উৎকলে যাত্রা, গৌরিদাসপণ্ডিতের চরিত, হৃদয়চৈতন্যের আখ্যান, শ্রীনিবাসের বাজি-গ্রাম, কাটোরা ও নবদীপে ভ্রমণাদি ॥

৮। অষ্টম তরঙ্গে ৫২৮

নরোত্তম ও উদ্ধারপণ্ডিতের সহিত মিলন, মণ্ডগ্রাম অধিকা শান্তিপুর ও পুন্ডরহ ভ্রমণাদি, লীলাচল নরোত্তমের দর্শনাদি ও পদাধরণপণ্ডিতের সহিত মিলন, শ্রীনিবাসের রামচন্দ্রকবির সহ মিলন ॥

৯। নবম তরঙ্গে ৫৬৪

বীরহাবীর রাজার উৎকর্ষা, গোবিন্দকবিরাজের তেপিয়া বৃন্দবিভে বাস

বিবরণ

পৃষ্ঠা।

৩. বৃন্দাবন গমন, গোবিন্দের পূর্ব বিবরণ, রামচন্দ্রের "কবিতা" উপাধি, বীরহাবীর রাক্ষাস শ্রীনিবাস আচার্য্যহামে দীক্ষাগ্রহণ, শ্রীখণ্ড ও কাটোয়ার হস্তগণের শ্রীনিবাসের ও গদাধরপণ্ডিতের মহোৎসব, শ্রীনিবাসের শ্রীমহাগীত পাঠ, বীরহাবীর রূপধি আশ্রয় নন্দনপ্রাপ্তি, নরহরিনরকার প্রভৃতির সঙ্গীত, শ্রীখণ্ড হস্তগে মহাস্তগণের বিদায় ॥

১০। দশম তরঙ্গে ৬১১

হরিনন্দানন্দোর্বাস মহোৎসব, কাকনগড়িয়া গ্রামে মহাস্তগণের আগমন, শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন আগমন ও গোবিন্দের দীক্ষা, শ্রীমদোক্তমঠাকুরের ছয় বিগ্রহের ও খেতরির ভ্রমণ, জাহ্নবীদেবীর খেতরি তটতে মহাস্তগণের সহিত কাটোয়ার গমন, পুনশ্চ খেতরিতে ছয় বিগ্রহের অভিষেকাদি জ্ঞানানন্দ ও নবদেবের খেতরি হস্তগে গমন ॥

১১। একাদশ তরঙ্গে ৬৫৮

খেতরিতে সঙ্গীতনে শ্রীমদোক্তমঠাকুরের আবির্ভাব, জাহ্নবীদেবীর কল্ক পাব ও যবন দ্বারা উদ্ধার, জাহ্নবীর বৃন্দাবন গমন ও সকল স্থানে দর্শন গিলনাড়ি, জাহ্নবীর গোড়ো খেতরি আগমন, বড়গঙ্গাদানন্দে বিবাহ, জাহ্নবীর একচক্রা গমন, নিত্যানন্দের জন্ম ও বাল্যলীলা, একচক্রা দক্ষ, ও নিত্যানন্দের গৃহত্যাগ, জাহ্নবীর নবদীপাদি স্থানে গমনাগমন ॥

১২। দ্বাদশ তরঙ্গে ৭০৭

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রামচন্দ্রের নবদীপে প্রবেশ ও নবদীপমাহাত্ম্য, নবদীপের চতুর্দিকে পরিক্রমা ও মাধাপুর, জামগর, বিবাহফারী, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী, নিত্যানগরপ্রভৃতি গ্রামের জাদিসমুদাত্ত, মহাপ্রভুর জন্ম ও বাল্যলীলা, বিদ্যারত্ন, দ্বিধিধরির সহিত বিচার, চুড়া ও বজ্রহুজাদি ক্রিয়া, অগ্ন্যধর্ম্মের অস্তর্জ্ঞান, মহাপ্রভুর লক্ষ্মীদেবীর সহ বিবাহ, লক্ষ্মীর অস্তর্জ্ঞান বিজ্ঞানির সহ বিত্তীর বিবাহ, মহাপ্রভুর গরাধামে গমনাগমন, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সহ মিলন, জগাই মাধাই উদ্ধার, শচীমাতার অপরাধ ক্ষমণ, বিররাম প্রভৃতি সঙ্গীত, শ্রীনিবাস-অঙ্গণে মহাপ্রভুর নৃত্যাদি, সুরারিও প্রভৃতি

বিষয়।

১০৩

শ্রীরাঘচন্দ্রের অষ্টকপাঠ, মহাপ্রভুর কল্পিবীবেশে নৃত্য, ঐক্যবীর্ষী ও নানাবিধ নৃত্য, বাগ্মলীলা বনভোজনাদি, হোলিখেলা নিত্যানন্দের গৌরীচরণ, মন, অষ্টপ্রভুর বৃত্তান্ত জন্মস্থান শ্রীহট্টসমীপে লবণাক্ষরের নানাদর্শ, পত্নীমাতা কুসুমচাঁচী ও নাট্যদেবীর বিবরণ, নিত্যানন্দের বিবাহ শ্রীনিবাসচাঁচীর স্বপ্নে নানা রহস্য দর্শন ॥

১৩। ত্রয়োদশ তরঙ্গে ১০৩

বীরহাটীর রাজার যজ্ঞগ্রামে আগমন ত বিবিধ প্রসঙ্গ, জাহ্নবী প্রেরিত শ্রীশ্রীগোপীনাথের শ্রীরাধিকামূর্তির প্রসঙ্গ, রঘুনন্দনচাঁকুরের সঙ্গোপন বর্ণন, গৌরীচাঁকুর সহি শ্রীনিবাসচাঁচীর বিবাহ, গঙ্গাচাঁকুর রাণীর ও বীরভদ্রপ্রভুর বিবাহ, বীরভদ্রে বনগমন ও নানা স্থান দর্শন, বীরভদ্রের গৌড়ে আগমন ॥

১৪। চতুর্দশ তরঙ্গে ১০৩

শ্রীজীবগোস্থামির বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে সংস্কৃত পত্রিকা প্রেরণ ও ঐ পত্রিকা পাঠ, মল্লাগ্রাম হইতে বোরাঙ্কুরের আগমন, তথার গোবিন্দচক্রবর্তির গৃহে শ্রীরাধাচাঁকুরের প্রকাশ ও অতিথি মনোহর, তথা হইতে ধেমারিগমন, বীরচন্দ্রপ্রভুর তিন পুত্রের জন্ম ও রাঢ়দেশে কান্দরানিবাসী জয়গোপালদাস নামক কারুকের প্রসাদ লভনদোষে বর্জন, কান্দরা হইতে বীরচন্দ্রের শ্রীনিবাসস্থানে ঐ বিষয়ের পত্র প্রেরণ ও কান্দরাতে জ্ঞানদাস ও মল্লাচাঁকুরের কথা ॥

১৫। পঞ্চদশ তরঙ্গে ১০৫

উৎকলদেশের শ্রীজ্ঞানানন্দপ্রভুর, রসিক ও মুরারী নামক দুই ভ্রাতার কথা; শ্রীনিবাসচাঁচীর অন্তিমাবস্থা শ্রীহরিরাম আচাঁচীর কথা এবং রামকৃষ্ণচাঁচীর ও "শ্রীশ্রীকৃষ্ণরাজ-জিউ" বিগ্রহের কথা, নরোত্তমচাঁকুরের শিষ্যগণাচার্যগণচক্রবর্তির আখ্যান ॥

গ্রন্থাব্যাহার—অর্থাৎ কোন তরঙ্গে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও গ্রন্থসম্পূর্ণতার প্রার্থনা ॥

মদ্যারের বিজ্ঞাপন ।

স্বামীজী আশা ২ নং একটুকালে যে সকল ভক্তস্বামীর
 হইতাহিল, শ্রী শ্রীপূজ্যশাসন কৃষ্ণদাস-কবিরাজগোবিন্দ
 মহাশয়, অসংখ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে স্বামীজীর শ্রীশ্রীদাম-
 চাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীলোচনবাস চাকুর মহা-
 শয়নিকামঙ্গলে তাহা কিছু কিছু বর্ণন করিয়াছেন, এবং
 বর্ণন করেন নাই, বাহা অবশিষ্ট রাখিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীনি-
 বাস মাচাচাকুর শ্রীশ্রীনরোত্তমচাকুর-মহাশয় প্রভৃতি যে সমস্ত
 পদ্য লিখিয়াছেন, হইরাছেন, তাহাদিগে মাত্র চারিটি পদ্য
 আছে। বিবেচনা পূজ্যশাসন শ্রী শ্রীবিজ্ঞানচাকুর-
 শ্রী শ্রীবিজ্ঞানচাকুর পুত্র শ্রী শ্রীনরহরিকাকুর "মহাশয়
 নামান্তর" ম বা রসরস নরহর" তিনি এই অসংখ্য
 ভক্তিবাহিনী-রূপে এই দুইদায় বিজ্ঞানচাকুর বর্ণন করিয়াছেন।
 শ্রী শ্রীমদ্যার-চাকুর মহাবলম্বী বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থখানি
 পঠন করিবেন, ইহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন, তাহা
 তত্ত্বের সমুদায় মস্তিষ্কার জানিতে পারিবেন, এই
 কর-গ্রন্থের প্রতি কেহ অবজ্ঞা করিবেন না, ইহা
 উপকার করিবে, আমি বৈষ্ণবসিঙ্গের মস্তাবায়ে এই
 চাকুর-গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, যথাসাধ্য
 ইহার প্রকাশন করিতে ক্রটি করিব না। অতঃ পরে
 চৈতন্য ৪০২ । কার্তিক ।

নিঃ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যাসাগর

বহরমপুর—রাধাকৃষ্ণ

শ্রীহরিকৃষ্ণদাস গিণী পণ্ডা

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন ।

বৈষ্ণবপ্রবর অমুগ্রাহক গ্রাহকমহোদয়গণের নিকট নিবেদন এই যে, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ১৩১১ সালের ২৬ শে আশ্বিন পরলোক গমন করেন, আমি তাঁহার বৈবাহিক অর্থাৎ তাঁহার পুত্রবধূর পিতা । বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র ও কন্যা কেহ না থাকায়, তিনি পরলোক গমনের পূর্বে তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধারমণদেবঠাকুর, শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ-মহাপ্রভু এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সেবাইংরূপে আমাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া যান, আমি তদবধি তাঁহার সম্বন্ধে সত্বান হইয়া উক্ত সেবাকার্য্য ও গ্রন্থাদি মুদ্রাক্ষনকার্য্য পরিচালন করিতেছি । সম্প্রতি ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থখানী একেবারে নিঃশেষ হওয়ায় কাশীম্বাজারের বৈষ্ণবপ্রবর গোড়রাজর্ষি, ধর্ম্মরাজ, চৈতন্যগর মহারাজ শ্রীল শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্রনন্দী বাহাদুরের প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশের সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাসবিহারিসাধ্বা-তীর্থদেবশায়ের দ্বারা উক্তরূপে সংশোধনপূর্ব্বক দ্বিতীয়সংস্করণ মুদ্রাঙ্কনে প্রকৃত হইলাম । বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত জানিতে হইলে এই গ্রন্থই একমাত্র আদর্শ । গ্রাহকমহোদয়গণ এই ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থখানী সাদরে, গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিলে আমার পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের সফলতা জ্ঞান করিব । ইত্যাদি বিস্তারণ । চৈতন্যাদ ৪২৬ । বঙ্গাব্দ ১৩১৯শী বৈশাখ ।

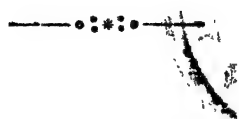
নিঃ—শ্রীরামদেব মিশ্র

বহরমপুর—রাধারমণবর,

শ্রীহরিতত্ত্বপ্রদায়িনী সভা ।

ভক্তিরত্নাকর

প্রথম তরঙ্গ ।



শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দাভ্যাং নমঃ ॥

শ্রীমং কীর্তনমঙ্গলালয়-মহামাধুর্য্যবারাং নিত্ব
শশ্বদুভক্তিরসপ্রদ প্রবিলসং-শ্রীপ্রেমহেমাচল ।
সৰ্বানর্থনিবর্তকপ্রিয়তনো লীলাবিলাসাম্পদ
শ্রীমদেগৌরহরে প্রসীদ জগতাং ভক্তৈকনাথ প্রভো ॥ ১ ॥
শ্রীমদেগৌরপদারবিন্দমধুপ শ্রীভট্টগোপাল হে
মায়াবাদতমঃপ্রভাকর-রূপাসিকো দ্বিজেন্দ্রপ্রভো ।
শ্রীমদ্বৈষ্ণবভট্টনন্দন মহাসমুদ্রভূষাঢ্য হে
সংসারাময়মর্দন-প্রণতহৃদ্যোদপ্রদ ত্রাহি মাং ॥ ২ ॥
শ্রীভট্টগোপালপাদাজভূষ-শ্রীভক্তিরত্নপ্রদানৈকদম্ব ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দনপ্রেমরূপ পাহি প্রভো শ্রীনিবাসদ্বিজেন্দ্র ॥ ৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-প্রেমকল্লভমস্ত্র হি ।
শ্রীনিবাসপ্রভোনিত্যং শাখাবর্গানহং ভজে ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্বৈক্যবসংকীর্ণং সৰ্বানর্থনিবৰ্ত্তকঃ ।

ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থঃ শ্রয়তাং শ্রয়তাং মুদা ॥ ৫ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বেশ্বর । ভক্তিপ্রিয় ভুবনমোহন-
কলেবর ॥ লক্ষ্মীনাথ শচীজগন্নাথের নন্দন । নিত্যানন্দা-
দ্বৈত গদাধর প্রাণধন ॥ ওহে প্রভো বেদাদি তোমার যশো-
গায় । কে বা না মোহিত এই তোমার লীলায় ॥ শ্রীগুর
শ্রীভক্তশক্তি প্রকাশাবতার । এ সকল রূপে প্রভু বিলাস
তোমার ॥ তোমার বিলাস ঐছে বন্দে বিজ্ঞগণ । অস্ত্রে
উপদেশে মহাশুভের কারণ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।

তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তিঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ॥

গুরু কৃষ্ণ ভক্ত শক্ত্যবতার প্রকাশ । এই ছয় রূপে
কৃষ্ণ করেন বিলাস ॥ কৃপা বিনা এ তত্ত্ব জানিতে শক্তি
কার । অশ্রু অগোচর এই তোমার বিহার ॥ স্বয়ং ভগবান্
তুমি সবার আশ্রয় । কর যে উচিত নিবেদিতে পাই ভয় ॥
জয় জয় শ্রীগুরু করুণারত্নখনি । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমদাতা-
শিরোমণি ॥ জয় নিত্যানন্দ রাম করুণার সিন্ধু । ভুবন-
পাবন দীন দুঃখিতের বন্ধু ॥ প্রভু কৃষ্ণচৈতন্যের স্বরূপ
প্রকাশ । তুমি পূর্ণ কর সে সবার অভিলাষ ॥ জয় জয়
শ্রীঅদ্বৈতদেব দয়াময় । করিল এ জীবের দারুণ দুঃখ ক্ষয় ॥
তুমি কৃষ্ণচৈতন্যের অংশ অবতার । কে বর্ণিতে পারে প্রভু

মহিমা তোমার ॥ জয় জয় গদাধর-পণ্ডিতগোসাঞি । প্রভু
শক্তি শ্রেষ্ঠ তুয়া গুণ অন্ত নাই ॥ জয় প্রভু তত্ত্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস-
পণ্ডিত । দেবের দুর্লভ তুয়া চরিত্র বিদিত ॥ জয় শ্রীস্বরূপ
পূর্ণ কর মোর আশ । জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস ॥
জয় নরহরি গৌরদাস শুক্লান্বর । জয় শ্রীমুকুন্দ বাসু মাধব
শঙ্কর ॥ জয় বিদ্যানিধি পুণ্ডরীক মহা আর্ধ্য । জয় বাসুদেব
সার্বভৌম-ভট্টাচার্য্য ॥ জয় গদাধরদাস পণ্ডিত শ্রীমান্ । জয়
জগদীশ কানীশ্বর ভগবান্ ॥ জয় জয় শ্রীপরমানন্দ-ভট্টাচার্য্য ।
জয় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী চেষ্ঠাশ্চর্য্য ॥ জয় বিজয়-হরিদাস
আচার্য্যানন্দন । জয় রায়-রামানন্দ কমল-নয়ন ॥ জয় লোক-
নাথ শ্রীভূগর্ত্ত প্রেমময় । জয় সনাতন রূপ রসের আনয় ॥
জয় কানীমিশ্র গোপীকান্ত যতীধর । জয় অভিরাম বংশী
সারঙ্গসুন্দর ॥ জয় জয় শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী । জয়
শ্রীগোপালভট্ট বেকটসন্ততি ॥ জয় রঘুনাথভট্ট রঘুনাথদাস ।
জয় শ্রীরাঘব গোবর্দ্ধনারণ্যে বাস ॥ জয় শ্রীহৃদয়ানন্দ আচার্য্য-
রতন । জয় চিরঞ্জীবসেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ জয় কানু ধনঞ্জয়
বিজয় রামাই । জয় শ্রীস্বরদ্ধিমিশ্র শ্রীজীবগোসাঞি ॥ জয়
শ্রীভাগবাচার্য্য মাধব শ্রীধর । জয় দাস-বৃন্দাবন গুণের সাগর ॥
জয় কৃষ্ণদাস-কবিরাজ মহাশয় । জয় শ্রীনিবাসাচার্য্য গৌর-
প্রেমময় ॥ জয় শ্রীঠাকুর-মহাশয় নরোত্তম । জয় শ্যামানন্দ
ভক্তিবৃর্ত্তি মনোরম ॥ জয় জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত যত ।
পরম-মঙ্গল নাম কে কহিবে কত ॥ অনন্ত চৈতন্যভক্ত চরিত্র

অপার । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক জীবন সবার ॥ কহিতে বাঢ়য়ে
 সাধ ভক্তের চরিত । প্রেমভক্তিময় ভক্ত-ইচ্ছা মনোহিত ॥
 ভক্ত-ইচ্ছামতে গৌরচন্দ্র অবতার । ভক্তসঙ্গে নিরন্তর অদ্বুত-
 বিহার ॥ ব্রহ্মা শিব শেষ যাঁর অন্ত নাহি পায় । কলিয়ুগে
 হেন লীলা করে গৌররায় ॥ ত্রিবিধ চৈতন্যলীলা আনন্দের
 ধাম । আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড নাম ॥ আদিখণ্ডে প্রধা-
 নাতি-বিদ্যার বিলাস । মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্তন প্রকাশ ॥
 শেষখণ্ডে ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি । নিত্যানন্দ স্থানে
 সমর্পিয়া গোড়াকৃতি ॥ সন্ন্যাসির শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
 নিত্যানন্দদ্বৈত সহ কৈল কলি ধন্য ॥ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত নিত্যা-
 নন্দ হলধর । গৌরচন্দ্রের এ অভিন্ন কলেবর ॥ নিত্যা-
 নন্দদ্বৈত চেক্টা বুঝিতে কে পারে । সদা শ্রীচৈতন্যপ্রেম-
 সমুদ্রে সাঁতারে ॥ পরস্পর কথায়ূত কন্দলের প্রায় । সে
 কথা শুনিতে কার হিয়া না জুড়ায় ॥ মরি মরি এ দৌহার
 বলাই লইয়া । দেশে দেশে ফিরি যেন দৌহ গুণ গাইয়া ॥
 প্রভু গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দদ্বৈতসঙ্গে । বিহরয়ে শ্রীনবদ্বীপেতে
 নানারঙ্গে । প্রভুর এ লীলা যত অমৃতের ধার । মহানন্দে
 ভক্তগণ পিয়ে অনিবার ॥ ভুবন পবিত্র হয় গৌরাঙ্গলীলায় ।
 প্রভুভক্তদ্রোহী স্পর্শ কভু নাহি পায় ॥ প্রভুপরিকর অনু-
 এহ করে যারে । সেই সে ভুবয়ে এই লীলার পাথারে ॥
 প্রকটাপ্রকট লীলা দুই ত প্রকার । কভু অপ্রকট কভু
 প্রকটবিহার ॥ প্রকটে মেরূপ অপ্রকটে সেই মত । ভক্ত

সহ প্রভু বিহরয়ে অবিরত ॥ নদীয়া বিহরে সদা শচীর তনয় ।

এ সব প্রেমদ স শাস্ত্রে ব্যক্ত কয় ॥

তথাহি চৈতন্যভাগবতে ॥

অদ্যাপিহ সেই ভাষা করে গৌররায় : কোন কোন
ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥ প্রভুর শ্যাম ভক্তি নিত্য-পরি-
কর । ইথে অন্যমত যার সেই ত পামর ॥

তথাহি ॥

নিত্যানন্দাধৈত-চৈতন্যমেকং

তদ্বৎ নিত্যালঙ্কৃতব্রহ্মসূত্রং ।

নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্য্যা

ভাতং নিত্যে ধাম্নি নিত্যং ভজাম ॥

সর্ব অবতারের সকল ভক্ত লৈয়া । বৃন্দাবনচন্দ্র গৌর
বিহরে নদীয়া ॥ নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয় । গৌর-শ্যাম-
রূপে প্রভু সদা বিলসয় ॥ গৌর-রূক্ষে ভেদবুদ্ধি করয়ে ঘে-
ছার । নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ভেদবুদ্ধি তার ॥

গৌর-রূক্ষ যাহার জীবন আশ্রয় । তাহার সর্বস্ব নবদ্বীপ
বৃন্দাবন ॥ যে সুখবিলাস নবদ্বীপ বৃন্দাবনে । ভক্তকৃপা
হইলে সে সব মগ্ন জানে ॥ এছে প্রভুভক্তের বালাই লৈয়া
মরি । এবে যে কহিয়ে তাহা শুন যত্ন করি ॥ পূর্বে কৈলু
শ্রীভট্টের মঙ্গলাচরণ । সেই ক্রম মতে কিছু করি নিবেদন ॥
শ্রীগোপালভট্ট প্রভু প্রেমানন্দ কন্দ । সর্বভাবে যার আশ্রয়
গৌরচন্দ্র ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য সে ভক্তিরসভূপ । শ্রীভট্টের

কৃপাশাত্র প্রেমের স্বরূপ ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য-ঠাকুরের শাখা-
গণ । ভক্তিরসময় সবে বিদিত ভুবন ॥ এ সবার নামামৃত
হুইব বিস্তার । গণ সহ গৌরাঙ্গ সর্বস্ব এ সবার ॥ পুনঃ
পুনঃ নিবেদিয়ে শুন বন্ধুগণ । করহ সর্বস্ব কৃষ্ণচৈতন্যচরণ ॥
প্রভুতে অনন্ত যেহো প্রভু তার বশ ॥ জগৎ ব্যাপিল এই
প্রভুর স্রবশ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু ভক্তের জীবন । ভক্ত বিনা
প্রভুর অন্ত নাহি মন ॥ প্রভুর ইচ্ছায়ে ভক্ত জন্মে স্থানে
স্থানে । সময় পাইয়া প্রভু মিলে ভক্তসনে ॥ প্রভু ভক্ত
মিলনবিলাস দৌহাকার । বিবিধ প্রকারে বর্ণিলেন বিজ্ঞ-
বর ॥ যে যে রূপে বর্ণিল সে সব সত্য হয় । ইথে যে
কুতর্ক করে সেই যায় ক্ষয় ॥ যদি কহ একবাক্যে দেখি
ভিন্ন রীতি ! সে হো'ক কলান্তর ভেদ জ্ঞান স্রসঙ্গতি । প্রভু-
ইচ্ছা হৈতে ভক্ত-ইচ্ছা বলবান্ । প্রভু সে করিতে জানে
ভক্তের সম্মান ॥

কোন ভক্ত আসিয়া মিলয়ে প্রভুসনে । কোন ভক্তে
প্রভু গিয়া মিলে ভক্তস্থানে ॥ শ্রীগোপালভট্টে প্রভু দক্ষিণে
মিলিলা । মহা অনুগ্রহে আপনাকে জানাইলা ॥ সংক্ষেপে
কহিয়ে এথা ভট্টবিবরণ । শ্রীগোপালভট্ট হন বেক্ষটনন্দন ॥
শ্রীবেক্ষটভট্টের নিবাস দক্ষিণেতে । বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ
সকল শাস্ত্রেতে ॥ ত্রিমল্ল বেক্ষট আর শ্রীপ্রবোধানন্দ । এ
তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র ॥ লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক
এ পূর্ব্বতে । রাধাকৃষ্ণরসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে ॥ দক্ষিণ

ভ্রমণকালে প্রভু গৌররায় । ভট্টগৃহে চারিমাংস আনন্দে
গোড়ায় ॥ চৈতন্যচন্দ্রের চারু দক্ষিণভ্রমণ । চৈতন্যচরিতা-
মৃতে বিশেষ বর্ণন ॥ গোপালভট্টের নাম অব্যক্ত তথায় ।
বেঙ্কটভট্টের বংশ আছে উক্ত তার ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

শ্রীবৈষ্ণব এক শ্রীবেঙ্কটভট্ট নাম । প্রভুর নিমন্ত্ৰণ কৈল
করিয়া সম্মান ॥ নিজঘরে লৈয়া কৈল পাদপ্রক্ষালন । সে
জল বংশের সহ করিল ভক্ষণ ॥ অন্ত্র ব্যক্ত গোপাল বেঙ্কট-
তনয় । প্রভু-পাদোদক পানে হৈল প্রেমোদয় ॥ করয়ে
বতন কত স্থির হৈতে নারে । বিপুল পুলক অঙ্গে বলমল
করে ॥ কিবা গোপালের শোভা সর্বত্র সুন্দর । জিনিয়া
চম্পক চারু বর্ণ মনোহর ॥ কিবা মুখপদ্ম দীর্ঘ নয়নযুগল ।
কিবা ভুরু ভাল নাসা তিলক উজ্জ্বল ॥ ক্রটিযুগ গণ্ড
কিবা গ্রীবার বলনি । কিবা বাহু বক্ষঃ পীন ক্ষীণ মাজা
খানী ॥ কিবা জানু জজ্ঞায়ুগ চরণ ললাম ॥ পরিধেয় বসন
ভূষণ অনুপম ॥ তিলে তিলে গোপালের বাঢ়য়ে সৌন্দর্য্য ।
দেখিয়া অদ্ভুত তেজঃ কেবা ধরে ধৈর্য্য ॥ নিজগৃহে
শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাইয়া । পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহরক
হইয়া ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং ॥

বন্দে শ্রীভট্টগোপালং বিজেন্দ্রং বেঙ্কটাজ্জং ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ সেবানিযুক্তঃ নিজালয়ে ॥

শ্রীগোপালভট্টে প্রভু ঘে রূপা করিল । তাহা বিস্তারিয়া
 এখা বর্ণিতে নারিল ॥ তথাপি কহিয়ে কিছু গোপালচরিত ।
 প্রভুর সেবায় সদা স্বাভাবিক প্রীত ॥ প্রভুর সন্ন্যাস গোপা-
 লেরে নাহি ভায় । নির্জনে ঘাইয়া খেদ করয়ে সদায় ॥
 বিধাতার প্রতি কহে গদ গদ ভাষে । ওরে বিধি কেনে
 জন্মাইলি দূরদেশে ॥ নদীয়াবিহার স্থখে করিয়া বঞ্চিত ।
 ক্ষোভাইলি প্রভুর এ বেশ বিপরীত ॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাণনাথ
 রাধিকার । করাইলা তাঁহারে সন্ন্যাস অঙ্গীকার ॥ এত কহি
 ভাসে ছুই নেত্রের ধারায় । তেজয়ে নিশ্বাস দীর্ঘ অগ্নিশিখা-
 প্রায় ॥ পুনঃ কহে বিধিরে করিব কিবা রোষ । জানিনু
 কেবল এ আপন কৰ্মদোষ ॥

এছে কত কহিয়া রহিলা মৌন ধরি । গোপালের অন্তর
 জানিলা গৌরহরি ॥ অকস্মাৎ গোপালেরে নিদ্রা আকর্ষিল ।
 স্বপ্নচ্ছলে নবদ্বীপ প্রত্যক্ষ হইল ॥ দেখায় প্রভুর তথা অদ্বুত-
 বিহার । প্রভুসঙ্গে বিলসে স্থখের নাহি পার ॥ নিত্যানন্দা-
 দৈত প্রেমাবেশে কোলে কৈল । না জানি কি কহিতেই
 নিদ্রাভঙ্গ হৈল ॥ গোপাল ব্যাকুল হৈয়া চায় চারি ভিতে ।
 চলেয়ে প্রভুর আগে নাৱে স্থির হৈতে ॥ গোপাল আইল
 জানি উল্লাস অশেষ । প্রভু হৈলা শ্যামল সুন্দর গোপবেশ ॥
 দেখয়ে গোপাল-শোভা রহিয়া নির্জনে । সুবর্ণবরণ অঙ্গ
 হৈল সেই ক্ষণে ॥ ভুবন মোহয়ে সে না রূপের ছটায় ।
 চাঁচর কেশের ঝুঁটা পিঠেতে লোটায় ॥ চন্দন তিলক ভালে

সুর কামকনি । সতীধর্ম হরে দীর্ঘ নয়ন-চাহনি ॥ কত শত
 শরৎ চান্দ্রের মদ নাশে । কি নব ভঙ্গিতে হাসি অমিয়া
 বরিষে ॥ পরিধের ত্রিকচ্ছ বসন অমুপম । ভূষণে ভূষিত
 অঙ্গভঙ্গী মনোরম ॥ মালতীর মালা গলে দোলে অনিবার ।
 দেখি গোপালের মনে হৈল চমৎকার ॥ চরণে পড়িয়া পুনঃ
 চাহে প্রভুপানে । সম্মাসির শিরোমণি দেখে সেই ক্রমে ॥
 প্রভু গৌরচন্দ্র গোপালেরে স্থির করি । উপদেশ কৈল
 বৈছে কহিতে না পারি ॥ পুনঃ কহে অচিরে যাইবা বৃন্দা-
 বন । মিলিব দুর্লভ রত্ন রূপসনাতন ॥ মোর মনোবৃত্তি
 দৌছে প্রকাশ করিব । তোমার শিষ্যের দ্বারে জগৎ
 ব্যাপিব ॥ এত কহি গোপালেরে করি প্রভু কোলে ॥
 গোপালের অঙ্গসিক্ত কৈল নেত্রজলে ॥ কহিল এ সব কথা
 রাখিহ গোপনে । হইল পরমানন্দ গোপালের মনে ॥
 গোপালের গৌরঙ্গসেবায় দেখি প্রীত । ক্রীবেকটভট্ট হৈলা
 মহা উল্লসিত ॥ গোপালে সৌপিল গৌরচন্দ্রের চরণে ।
 দিবা রাত্রি আনন্দে গোড়ায় প্রভুসনে ॥ চারিমান পরে
 প্রভু করিব গমন । ইহা মনে করিতে অধৈর্য্য তিন জন ॥
 ত্রিমল্ল বেঙ্কট ক্রীপ্রবোধানন্দ তিনে । বিচারয়ে প্রভু বিনা
 রহিব কেমনে ॥ মো সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে ।
 কাবেরীপ্রানেতে সঙ্গে কেবা লৈয়া যাবে ॥ রঙ্গনাথে কেবা
 বা করিবে সঙ্গীর্তন । কে দিবে অধমে সে দুর্লভ ভক্তিধন ॥
 আসিবে অসংখ্য লোক কাহার দর্শনে । এ সব ভবনগুণ

হ'বে প্রভু বিনে ॥ এঁছে কত কহে নেত্রে বহে অক্রোধার ।
 মনের উবেগ যত না করে প্রচার ॥ চারিমাশ পরে প্রভু
 হইলা বিদায় । তিন ভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায় ॥ শ্রীচৈতন্য
 ভট্টের মন্দির হৈতে চলে । ভট্ট লোটাইয়া পড়ে প্রভুপদ-
 তলে ॥ প্রভু তিন ভাতায় করিয়া আলিঙ্গন । কহিল অনেক-
 রূপ প্রবোধবচন ॥ গোপালে প্রবোধি প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমিয়া ।
 নীলাচলে ভক্তসঙ্গে মিলিলা আসিয়া ॥ গোড় বৃন্দাবনে পুনঃ
 গমনাগমন । হইল অনেক প্রিয়ভক্তের মিলন ॥ সম্মাসির
 শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । ভক্তের দ্বারায় কলিজীবৈ কৈল
 ধন্য ॥ নীলাচলে কৈল বাস ভক্তের ইচ্ছায় । নিজ-মনো-
 বৃত্তি প্রভু ভক্তে সে জানায় ॥ ॥ এথা শ্রীবেঙ্কটভট্ট তিন সহো-
 দর । প্রভুর বিচ্ছেদে হৈলা অত্যন্ত কাতর ॥ গোপাল
 হইলা বৈছে প্রাণনাথ বিনে । কে, বর্ণিতে পারে যে দেখিল
 সেই জানে ॥ বিদায়ের কালে প্রভু করি আলিঙ্গন । আজ্ঞা
 কৈল শীঘ্র হ'বে বাহিত পূরণ ॥ সেই কথা সদাই বিচার
 করে মনে । কত দিনে প্রভু লৈয়া যা'বে বৃন্দাবনে ॥
 গোপাল গৌরাক্ষপ্রেমে মত্ত, অনিবার । ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাতে
 সর্বত্র জয় যার ॥ গৌরগুণ, মহিমা যে সর্বত্র একাংশে ।
 মায়াবাদ খণ্ডন করয়ে অনায়াসে ॥ গোপালভট্টের শ্লাঘা করে
 শিষ্টগণ । কিরূপে করিল এঁছে বিদ্যা উপার্জন ॥ কেহ
 কহে শ্রীপ্রবোধানন্দ যত্ন কৈল । অল্পকাল হৈতে অধ্যয়ন
 করাইল ॥ পিতৃব্য-কুপায় সর্বশাস্ত্রে হৈল জ্ঞান । গোপা-

লের সম এখা নাই বিদ্যাবান ॥ কেহ কহে প্রবোধানন্দের
গুণ অতি । সর্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী ॥ পূর্ণব্রহ্ম
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান । তাঁর প্রিয়, তা বিনা স্বপনে নাহি
আন ॥

হরিভক্তিবিলাসে ॥

ভক্তেবিলাসাংশিনুতে প্রবোধা-

নন্দস্ত শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্ত ।

গোপালভট্টো রঘুনাথদাসঃ

ললিতাবয়ব রূপ-সনাতনোচ ॥

পরমবৈরাগ্য স্নেহমূর্তি মনোরম । মহাকবি গীত বাদ্য
নৃত্যে অল্পম ॥ যার কাব্য শুনি হৃদ বাঢ়য়ে সবার ।
প্রবোধানন্দের মহামহিমা অপার ॥ এঁছে পরম্পর মহা
আনন্দহৃদয় । শ্রীপ্রবোধানন্দ গোপালের গুণ কয় ॥ প্রবোধা-
নন্দের ভাটুপুত্র শ্রীগোপাল । সর্বমতে সুশিক্ষিত পরম-
দয়াল ॥ পিতা মাতা যারে দেখি মহাহৃদ পায় । সন্তত নিমগ্ন
মাতা পিতার সেবায় ॥ বেকটভট্টেরে কহে এক বিপ্রবর ।
সর্বপ্রকারেতে যোগ্য তোমার কুণ্ডর ॥ এঁছে ভক্তিপ্রদা
এখা না পাই দেখিতে । কি অপূর্ব প্রীত তোমা দৌহার
সেবাতে ॥ শুনিয়া বেকটভট্ট উল্লাসহৃদয় । বাল্যবস্থা হৈতে
গোপালের চেষ্টা কয় ॥ যৈছে নীলাচলে জগন্নাথের দর্শনে ।
যৈছে ক্ষুধা ব্যাকরণ আদি অধ্যয়নে ॥ যৈছে পূর্ণব্রহ্ম
কৃষ্ণচৈতন্যে সেবিল । ক্রমে ক্রমে সব সেই বিপ্র নিবে-

দিল ॥ শুনি^১ বৃদ্ধ বিপ্র অতি আনন্দ অন্তর । বেকটেরে
 প্রশংসি গেলেন নিজ-ঘর ॥ গোপালের মাতা পিতা মহা-
 ভাগ্যবান্ । ক্রীচৈতন্যপদে যে সোঁপিল মনঃ প্রাণ ॥ বৃন্দা-
 বন যাইতে পুজেরে আজ্ঞা দিয়া । দৌহে সঙ্গোপন হৈলা
 প্রভু সোঙরিয়া ॥ কত দিনে গোপাল গেলেন বৃন্দাবন ।
 রূপ সনাতনসঙ্গে হইল মিলন ॥ অন্তর্যামী প্রভু নীলাচলে
 সেই ক্ষণে । জানিলেন গোপাল আইল বৃন্দাবনে ॥ এক-
 দিন মিশ্রগৃহ হইতে উল্লাসে । চলিলেন গোপীনাথ গদাধর-
 পাশে ॥ গদাধর প্রতি গোরাচাঁদের যে ভাব । অনেক
 স্বকৃতিফলে তাহা^২ হয় লাভ ॥ নিত্যানন্দ গদাধর দৌহার যে
 রীতি । কহিতে তাহার লেশ কাহার শক্তি ॥ অদ্বৈতের
 সহ গদাধরের যে ক্রিয়া । সে সব শুনিতে কার না জুড়ায়
 হিয়া ॥ ক্রীবাসপণ্ডিত ক্রীপণ্ডিত গদাধরে । প্রাণের অধিক
 জানে শুণে সদা বুঝে ॥ প্রভু-হরিদাস প্রভু-গদাধরসনে ।
 যে আনন্দ হয় তাহা বলে কোন্ জনে ॥ পণ্ডিত ক্রীগদাধর
 দাস-গদাধরে । কি অদ্ভুত প্রেম তাহা কে বুঝিতে পারে ॥
 ক্রীগৌরসুন্দর গদাধরের জীবন । গদাধরসঙ্গে রঙ্গ না হয়
 বর্ণন ॥ হেন গদাধরের আশ্রয়ে প্রভু গিয়া । বসিলেন ভক্ত-
 গণে বেষ্টিত হইয়া ॥ যে অপূর্ব শোভা তাহা কে পারে
 বর্ণিতে । ভাগ্যবন্ত লোকগণ দেখে চারি ভিতে ॥ সম্মাসির
 শিরোমণি প্রভু-গৌররায় । ভক্তগণ প্রতি কহে মধুর ভাষায় ॥
 বহুদিন ত্রজের সম্বাদ না পাইয়া । না জানিয়ে আমার কেমন

করে হিয়া ॥ অবশ্য চাহিয়ে তথা পত্নী পাঠাইতে । এত
 কহিতেই পত্নী আইল ব্রজ হৈতে ॥ লিখিলেন পত্নীতে
 শ্রীরূপ সনাতন । গোপালভট্টের বৃন্দাবন আগমন ॥ শুনি
 মহাপ্রভুর আনন্দ হৈল অতি । গোপালের কথা কিছু কহে
 সব প্রতি ॥ দক্ষিণ-ভ্রমণে অতি আনন্দ অন্তরে । চারিমাংস
 রহিল বেকটভট্ট-ঘরে ॥ গোপালভট্ট বেকটভট্টের নন্দন ।
 অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ ॥ পাইয়া পিতার আজ্ঞা
 গোপাল উল্লাসে । করিল আমার সেবা অশেষ বিশেষে ॥
 পরমদয়ালু কৃষ্ণ তারে কৃপা কৈলা । সেই এ গোপালভট্ট
 বৃন্দাবনে আইলা ॥ প্রাণের সমান মোর রূপ সনাতন ।
 তাহার গমনমাত্রে লিখিলা লিখন ॥ শুনিয়া প্রভুর অতিমধুর
 বচন । পরম আনন্দে পূর্ণ হৈলা ভক্তগণ ॥ রূপ সনাতন-
 গুণে প্রভু মগ্ন হৈয়া । বৃন্দাবনে পত্নী পাঠায়েন যত্ন পাইয়া ॥
 লিখয়ে পত্নীতে প্রিয় রূপ সনাতনে । পাইল আনন্দ গোপা-
 লের আগমনে ॥ নিজ-ভ্রাতা সম ভট্ট-গোপালে জানিবে ।
 মধ্যে মধ্যে শুভ সমাচার পাঠাইবে ॥ যে যে গ্রন্থ বর্ণিলা
 বর্ণিবা যত আর । অচিরে সে সব হ'বে সর্বত্র প্রচার ॥
 গ্রন্থরত্ন বিতরণ করিবেন যেন । বুঝি কৃষ্ণ-ইচ্ছায় প্রকট
 হৈল তেঁহ ॥ এছে পত্নী পরিধেয় বস্ত্রাদিক দিয়া । শীঘ্র
 সে মনুষ্যে পাঠাইলা ছুট হৈয়া ॥ তিঁহ বৃন্দাবনে গোপা-
 মির পাশ গেলা । শ্রীভোর কোপীন বহির্বাস পত্নী দিলা ॥
 বৃন্দাবনে যে আনন্দ হইল সবার । সে সকল বিস্তারি না

পারি বর্ণিবারে ॥ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুহুঁ প্রেমময় । শ্রীগো-
পালভট্ট সহ অদ্বুত প্রণয় ॥ করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হৈল ভট্ট-
মনে । সনাতনগোস্বামী জানিলা সেই ক্ষণে ॥ গোপালের
নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন । করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন ॥
শ্রীবিগ্রহসেবা গোপালের ইচ্ছা হৈল । শ্রীগোবিন্দ শ্রীরূপেরে
স্বপ্নে আদেশিল ॥ শ্রীরূপগোস্বামী ভট্টে প্রাণসম জানে ।
শ্রীরাধারণসেবা করাইলা তানে ॥ এ সব প্রসঙ্গ আগে হইব
বিস্তার । গোপালভট্টের ঢেঁকা অতিচমৎকার ॥ লোকনাথ
ভূগর্ত পণ্ডিত-কাশীধর । শ্রীপরমানন্দ কৃষ্ণদাস বিজয়ধর ॥
এ সবার সহ যৈছে প্রেম আচরণ । তাহা এক মুখে কিছু না
হয় বর্ণন ॥ বৃন্দাবনে সদা সনাতন রূপসঙ্গে । বিলসয়ে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকথা-রঙ্গে ॥ সনাতন প্রেমে পরিপূরিত অন্তর ।
অপূর্ব শ্রীরূপ-সখ্যে সুখ নিরন্তর ॥ ভট্টের জীবন এক শ্রী-
রাধারমণ । সেবারসে অত্যন্ত নিমগ্ন অনুরাগ ॥ সৰ্ব্বাভীষ্ট
পূর্ণ করে আপনার গুণে । যারে দেখি সবার আনন্দ বৃন্দা-
বনে ॥

তথাহি প্রাচীনৈরপ্যুক্তং ॥

সনাতনপ্রেমপরিপ্লুতাস্তরং

শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলং ।

নমামি রাধারমণৈকজীবনং

গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদং ॥

শ্রীগোপালভট্টের এ সব বিবরণ কেহ কিছু বর্ণে কেহ

না করে বর্ণন ॥ না বুঝিয়া মর্থ ইথে কতক যে করে ।
 অপরাধ-বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চারে ॥ পরমরসিক পূর্ব পূর্ব
 কবিগণ । বর্ণিতে সমর্থ হৈয়া না করে বর্ণন ॥ পশ্চাতে
 বর্ণিব করি মনে বিচারিয়া । রাখয়ে সে সকলের স্মৃতির
 লাগিয়া ॥ প্রভুলীলা বর্ণিল ঠাকুর বৃন্দাবন । দক্ষিণ-ভ্রমণ
 আদি না কৈল বর্ণন ॥ ব্যাসরূপ তঁহ তাঁর কে বুঝে আশয় ।
 পশ্চাৎ বর্ণিব বেদব্যাস ঐছে কয় ॥ কৃষ্ণদাস-কবিরাজ
 তাঁরে দৈন্ত্য করি । দক্ষিণ-ভ্রমণ আদি বর্ণিল বিস্তারি ॥
 রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে । বর্ণিব যে কবিগণ
 তাহার নিমিত্তে ॥ যৈছে ইন্দ্ৰদেব স্মৃতে অম্বাদি ভুঞ্জিয়া ।
 পাত্রে অবশেষ রাখে শিষ্যের লাগিয়া ॥ কবি রীতি এ কিন্তু
 বর্ণিতে নাহি অন্ত । কৃতক ছাড়িয়া আশ্বাদহ ভাগ্যবন্ত ॥
 প্রভু আর প্রভু-ভক্তগণের চরিত । বিবিধ প্রকারে বর্ণে হৈয়া
 সাবহিত ॥ ভক্ত-ইচ্ছা প্রবল জানিয়া কবিগণ । প্রভু-ভক্তে
 সন্মোহিয়া করেন বর্ণন ॥ কৃষ্ণদাস-কবিরাজ মহাহক্ট হৈয়া ।
 বর্ণিলেন গ্রন্থ অনেকের আজ্ঞা লৈয়া ॥ শ্রীগোপালভট্ট হক্ট
 হৈয়া আজ্ঞা দিল । গ্রন্থে নিজ-প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল ॥
 কেনে নিষেধিল ইহা কে বুঝিতে পারে । নিরন্তর অতি-
 দীন মানে আপনারে ॥ কবিরাজ তার আজ্ঞা নারে লঙ্ঘি-
 বার । নামমাত্র লিখে অন্ত না করে প্রচার ॥ লোকনাথ-
 গোস্বামিহ ঐছে আজ্ঞা কৈল । প্রাচীন বৈষ্ণবমুখে এ সব
 শুনিলা ॥ অন্তে অসাক্ষাতে কিছু করিল বর্ণন । অতি

অলৌকিক এ ভট্টের গুণগণ ॥ বৃন্দাবনে ভট্টের যে বিদ্যার
বিলাস । গ্রন্থের বাহুল্যে এথা না কৈনু প্রকাশ ॥ করিলেন
কৃষ্ণকর্ণায়ুতের টিপ্পনী । বৈষ্ণবের পরম আনন্দ যাহা শুনি ॥
শ্রীগোপালভট্ট শুদ্ধ ভক্তিপথে আৰ্য্য । তিলে তিলে করে
অলৌকিক সব কার্য্য ॥ কত দিনে তথাই মিলিলা শ্রীনিবাস ।
অনুগ্রহ করি ভট্ট পুরাইল আশ ॥ শ্রীনিবাস শিষ্য হৈয়া
প্রভুর আদেশে । ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিলা আসি গোড়দেশে ॥
শ্রীরূপাদি দ্বারা প্রভু শাস্ত্র প্রকাশিলা । গ্রন্থ প্রকাশিতে
শ্রীনিবাসে শক্তি দিলা ॥ আচার্য্য অভিন্ন শ্রীঠাকুর-মহাশয় ।
নিজকৃত শ্লোকে ব্যক্ত কৈল শক্তিদয় ॥

তথাহি ॥

শ্রীরূপপ্রমুখৈকশক্তি-কতমেনাবিকরোতি প্রভু-
গ্রন্থোৎসং বিতনোতি শক্তিপরয়া শ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া ।
দ্বৈ শক্তিী প্রকটীকৃতে করুণয়া ক্ষৌণীতলে যেন স-
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির্মম কদা দৃগ্গোচরং যাস্ততি ॥

শ্রীনিবাস-আচার্য্য শাস্ত্রজ্ঞ শিরোমণি । ভক্তিশাস্ত্র প্রচারি
অবনি কৈল ধনি ॥ করিল অনেক শিষ্য প্রভু-ইচ্ছামতে ।
রামচন্দ্র গোকুলাদি বিদিত জগতে ॥ রামচন্দ্র শ্রীগোকুলানন্দ
প্রেমালায় । এসঙ্গে জানাই এথা কিছু পরিচয় ॥ রামচন্দ্র
গোবিন্দ এ দুই সহোদর । পিতা চিরঞ্জীব ষাতামহ দামো-
দর ॥ দামোদরসেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে । য়েঁহ মহাকবি
নাম বিদিত জগতে ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দকবিরাজকৃত-

সঙ্গীতমাধবনাটকে ॥

পাতালে বাহুকির্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ ।

গোঁড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ ॥

দামোদর-কবি মহাযুক্তিপরায়ণ । কোনরূপে লজ্বিতে
নারয়ে কোন জন ॥ এক দিগ্বিজয়ী অল্পে পরাভব হৈয়া ।
অপুত্রক হও শাঁপ দিল ছুঃখ পাঞা ॥ দামোদর প্রসন্ন করিল
নানামতে । তেঁহ কহে হ'বে কণ্ঠা ধন্যা সে জগতে ॥ জন্মিব
তাহার গর্ভে পুত্র-রত্নদয় । মে ছুঁহ প্রভাবে হ'বে অমঙ্গল
ক্ষয় ॥ বিপ্রবরে সুনন্দা নামেতে হৈল কণ্ঠা । দিনে দিনে
বাড়ে মহারূপে গুণে ধন্যা ॥ খণ্ডবাসী নারীগণ সবে প্রশং-
সয় । হইল বিবাহযোগ্যা পাত্র অশ্বেষয় ॥ দামোদর-কবি-
রাজ মহাভাগ্যবান্ । চিরঞ্জীবসেনে কৈল কণ্ঠা সম্প্রদান ॥
এছের বাহুল্যভয় উপজয়ে চিতে । বিবাহকৌতুক তেঞি
নারি বিস্তারিতে ॥ ভাগীরথী-তীরে গ্রাম কুমারনগর ।
অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি সুন্দর ॥ সেই গ্রামে চিরঞ্জীব-
সেনের বসতি । বিবাহ করিয়া গণ্ডে করিলেন স্থিতি ॥ কি
কহিব চিরঞ্জীবসেনের আখ্যান । খণ্ডবাসী সবে জানে প্রাণের
সমান ॥ শ্রীচৈতন্যপ্রভুর পার্শদ বিজ্ঞবর । নিরন্তর সঙ্কীৰ্তনে
উন্মত্ত অন্তর ॥ খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব বিদিত সর্বত্র । দীনহীনে
কৈল য়েঁহ ভক্তিরস-পাত্র ॥ চৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুর মিলনে ।
বর্ণিলেন খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবসেনে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন । খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর
স্থলোচন ॥ চিরঞ্জীবসেন মহাবিজ্ঞ সর্বমতে । খণ্ডে বিলসয়ে
নিজ-পত্নীর সহিতে ॥ অরুন্ধতীসম পতিব্রতা পত্নী তাঁর ।
পরম-সুশীলা অলৌকিক চেষ্ঠা যাঁর ॥ যৈছে পিতা মাতা
তৈছে পুত্র রামচন্দ্র । রামচন্দ্র জন্মি জন্মাইল মহানন্দ ॥
শিশুকাল হৈতে চেষ্ঠা অতিমনোহর । শ্রী পুরুষ সবে দেখে
প্রাণের সোসর ॥ মহাতেজোময় মূর্তি সৌন্দর্য্যে মদন । অল্প-
কালে বহু বিদ্যা কৈল উপার্জন ॥ রামচন্দ্রে দেখি বিজ্ঞ-
লোকে বিচারয় । দেবতার অংশ এ অন্তথা কভু নয় ॥
বৈদ্যকূলে প্রকট হইল ইচ্ছামতে ॥ মনুষ্যের ভ্রমে কেহ না
পারে চিনিতে ॥ বৈষ্ণবের গণ বহু করে অনুভব । এ বৈষ্ণব
হৈলে হ'বে অনেক বৈষ্ণব ॥ এইরূপ নানা কথা নানা জনে
কয় । রামচন্দ্রসেন সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য তারে
যৈছে শিষ্য কৈল । সে অতি-বিস্তার এথা বর্ণিতে নারিল ॥
কবিরাজ খ্যাতি হৈল শ্রীরূপাবনেতে । ইহা বিস্তারিয়া কহিয়ে
এথাতে ॥ শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্য্য প্রেমরাশি । শ্রীজীবগোস্বামী
আদি রূপাবনবাসী ॥ সবে তাঁর কৃত কাব্য শুনি তাঁর মুখে ।
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিল মহাসুখে ॥ রামচন্দ্রকবিরাজ সর্ব-
গুণময় । যাঁর অভিনীত নরোত্তম-মহাশয় ॥

তথাহি সঙ্গীতমাধবনাটকে—

স্বধূন্তাস্তীরভূমৌ সরজনিনগরে গোড়ভূপাধিপাত্রা-

হু ক্লগ্যাঙ্ঘ্রিযুভক্তাদপি সুপরিচিতাং শ্রীচিরঞ্জীবসেনাং ।
 যঃ শ্রীরামেন্দুনাং সমজনি পরমঃ শ্রীস্বনন্দাভিধায়াং
 সোহয়ং শ্রীমাদ্রামাথে স হি কবিনৃপতিঃ সম্যগাসীদভিম্নঃ ॥
 রামচন্দ্র নরোত্তম দৌহার যে রীত । আগে জানাইব এথা
 কহি যে কিঞ্চিৎ ॥ তনু মনঃ প্রাণ নাম একই দৌহার ।
 কবিরাজ-নরোত্তম নাম এ প্রচার ॥ নরোত্তম-কবিরাজ কহে
 সর্বজন । কথাদ্বয়মাত্র যৈছে নরনারায়ণ ॥ রামচন্দ্র নরোত্তম
 বিদিত জগতে । হইল যুগল নাম সবে সুখ দিতে ॥ দৌহে
 সর্বশাস্ত্রেতে পরম-বিচক্ষণ । অনায়াসে কৈল মহাপাষণ্ড
 খণ্ডন ॥ শুদ্ধভক্তি প্রদানে নিপুণ নিরন্তর । অনন্ত রসিক
 সর্বমতে বিজ্ঞবর ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

যৌ শব্দভগবৎপরায়ণপরৌ সংসারপারায়ণৌ
 সম্যক্ সাহিত্যতত্ত্ববাদপরমৌ নিঃশেষসিদ্ধাশ্রমৌ ।
 শব্দভক্তিরসপ্রদানরসিকৌ পাষণ্ডহন্যুণ্ডনা-
 বন্যোন্মাদপ্রিয়তাভরেণ যুগলীভূতাবিনৌ তৌ নুমঃ ॥
 শ্রীনরোত্তমের ক্রিয়া কহিতে কি পারি । সর্বতীর্থদর্শী
 আকুমার ব্রহ্মচারী ॥

তত্রৈব ॥

আকুমারব্রহ্মচারী সর্বতীর্থদর্শী পরমভাগবতোত্তমঃ
 শ্রীলনরোত্তমদাসঃ ॥

যৈছে সে প্রভাব তাহা কেবা নাহি জানে । যাঁর জন্ম

কৃষ্ণচৈতন্যের আকর্ষণে ॥ মাঘী-পূর্ণিমায জন্মিলেন নরো-
ত্তম । দিনে দিনে বৃদ্ধি হইলেন চন্দ্রসম ॥ সর্বপ্রকারেতে
গৃহে হইলা প্রবীণ । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগুণে মগ্ন রাত্রি দিন ॥
প্রেমভক্তিময় মূর্তি প্রভুর ইচ্ছাতে । মহারাজ বিষয় না ভায়
কিছু চিতে ॥ অল্পকালে এই চিন্তা করে রাত্রি দিন । কি-
রূপে ছাড়িব গৃহ হ'ব উদাসীন ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দা-
দ্বৈতগণে । করিয়ে বিজ্ঞপ্তি অশ্রু বরে দু'নয়নে ॥ স্বপ্ন-
চ্ছলে প্রভু গণসহ দেখা দিয়া । প্রিয় নরোত্তমে স্থির কৈল
প্রবোধিয়া ॥ অকস্মাৎ গোড়রাজ-মনুষ্য আইল । গোড়ে
রাজস্থানে পিতা পিতৃব্য চলিল ॥ এই অবসরে রক্ষকেরে
প্রতারিলা । প্রকারে মাযের স্থানে বিদায় হইলা ॥ অতি-
সুচরিতা মাতা নাম নারায়ণী । পুত্রগত প্রাণ চেষ্টা কহিতে
কি জানি ॥ স্বচ্ছন্দে আছেন মাতা পুত্রের পালনে । পুত্র যে
ছাড়িবে ঘর ইহা নাহি জানে ॥ এথা নরোত্তম অতিসঙ্গোপন
হইয়া । করিলেন যাত্রা প্রভুচরণ চিন্তিয়া ॥

কিবা নব্য ঘোষন সে পরমসুন্দর । কার্তিক-পূর্ণিমা দিনে
ছাড়িলেন ঘর ॥ ভ্রমিয়া অনেক তীর্থ বৃন্দাবনে গেলা ।
লোকনাথগোস্বামির স্থানে শিষ্য হৈলা ॥ শ্রাবণমাসের পৌর্ণ-
মাসী শুভক্ষণে । করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে ॥
শ্রীলোকনাথের অতি অদ্ভুত চরিত । প্রসঙ্গ পাইয়া এথা
কহিয়ে কিঞ্চিৎ ॥ যশোর-দেশেতে তালগৈড়াগ্রামে স্থিতি ।
মাতা নীতা পিতা পদ্মনাভচক্রবর্তী ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং ॥

শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈকসেবাসম্পৎসমম্বিতং ।

পদ্মনাভাত্মজং শ্রীমল্লোকনাথপ্রভুং ভজে ॥

পদ্মনাভ প্রভু অদ্বৈতের প্রিয় অতি । লোকনাথ হেন বুদ্ধ
বিপ্রেস সন্ততি ॥ লোকনাথ-গৃহে সদা রহয়ে উদাস । সর্ব-
ত্যাগী নবদীপে আইলা প্রভুপাশ ॥ প্রভু-গৌরচন্দ্র অতি
অনুগ্রহ কৈল । বৃন্দাবনে যাইতে ত্বরায় আজ্ঞা দিল ॥ ঐছে
আজ্ঞা হইল ইথে আছে প্রয়োজন । প্রভু করিবেন শীঘ্র
সন্ন্যাসগ্রহণ ॥ সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন বৃন্দাবনে । এই
হেতু আগে পাঠাইতে ইচ্ছা মনে ॥ লোকনাথ বৃষিলেন এ
সব আভাষ । দুই এক দিনে প্রভু করিবে সন্ন্যাস ॥ শ্রী-
চাঁচর কেশের হইব অদর্শন । ইথে প্রাণ কিরূপে ধরিবে
প্রিয়গণ ॥ ঐছে বহু চিন্তামাত্রে ব্যাকুল হইল । কাঁদিতে
কাঁদিতে প্রভুপদে প্রণমিল ॥ অন্তর্ধামী প্রভু লোকনাথে
আলিঙ্গিয়া । করিলেন বিদায় গোপনে প্রবোধিয়া ॥ লোক-
নাথ প্রভুপদে আত্মসমর্পিল । প্রভুগণে প্রণমিয়া গমন
করিল ॥ দুঃখী হৈয়া কৈল বহু তীর্থপর্যটন । কত দিন
পরেতে গেলেন বৃন্দাবন ॥ এথা ভক্তাধীন প্রভু সন্ন্যাস
করিয়া । নীলাচলচন্দ্রে দেখে নীলাচল গিয়া ॥ তথা হৈতে
গেলা প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে । তাহা শুনি লোকনাথ চলিলা
দক্ষিণে ॥ দক্ষিণ হইয়া প্রভু আইলা বৃন্দাবন । লোকনাথ
শুনি ব্রজে করিলা গমন ॥ প্রভু বৃন্দাবন হৈয়া প্রয়াগে

চলিলা । লোকনাথ ব্রজে আসি ব্যাকুল হইলা ॥ প্রভাতে
 প্রয়াগ যাত্রা করিব এ মনে । স্বপ্নে প্রভু প্রবোধি রাখিলা
 বৃন্দাবনে ॥ লোকনাথ প্রভু-আজ্ঞা লজ্জিতে নারিল । অজ্ঞাত-
 রূপেতে ব্রজবনে বাস কৈল ॥ কত দিন পরে রূপ-সনাতন-
 সনে । হইল মিলন কি আনন্দ বৃন্দাবনে ॥ শ্রীগোপালভট্ট
 আদি প্রভু-গণ যত । সবা সহ যৈছে স্নেহ কে কহিবৈ কত ॥
 ভৃগুভেঁতে স্নেহ যৈছে জগতে প্রচার । লোকনাথ সহ দেহ
 ভিন্নমাত্র তাঁর ॥ প্রভু লোকনাথ সর্বপ্রকারে প্রবীণ । শ্রীমদ্-
 গোবিন্দাদি সেবা কৈল কত দিন ॥ প্রেমেতে বিহ্বল সদা
 বৈরাগ্যের সীমা । ভুবনে প্রচার যার অদ্ভুত মহিমা ॥ হরি-
 ভক্তিবিলাসে গোসাঞি সনাতন । মঙ্গলাচরণে যে নাম গ্রহণ ॥

তথাহি ॥

কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্তু

শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ স লোকনাথঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী-গ্রন্থের প্রথমেতে । যে নাম গ্রহণ কৈল
 মঙ্গলনিমিত্তে ॥

তথাহি ॥

বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্ ।

শ্রীমৎকাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকং ॥

লোকনাথ ব্রজে সদা ভ্রমণ করিয়া । কৃষ্ণলীলাস্থান দেখি
 আনন্দিত হইয়া ॥ ছত্রবনপার্শ্বে উমরাও নামে গ্রাম । তথা
 শ্রীকিশোরীকুণ্ড শোভা অনুপম ॥ সেই স্থানে কত দিন

রহেন নির্জনে । করিব বিগ্রহসেবা এই চেষ্টা মনে ॥ জানি-
লেন প্রভু লোকনাথ উৎকণ্ঠিত । অনুরূপে বিগ্রহ লইয়া
উপস্থিত ॥ শ্রীরাধাবিনোদ নাম কহি সমর্পিলা । সেই ক্ষণে
তঁহ তথা অদর্শন হৈলা ॥ লোকনাথগোসাঞি চিস্তয়ে মনে
মনে । কে হেন বিগ্রহ দিয়া গেল কোন্‌ খানে ॥ চিস্তায়
বাকুল লোকনাথে নিরখিয়া । শ্রীরাধাবিনোদ তথা কহেন
হাসিয়া ॥ এই উমরাওগ্রামে বিপিনে বসতি । এই যে
কিশোরীকুণ্ড এথা মোর স্থিতি ॥ তোমার উৎকণ্ঠা দেখি
বাকুল হইল । কে মোরে আনিবে মুঞি আপনি আইল ॥
শীঘ্র করি মোরে কিছু করাও ভরণ । শুনি প্রেমধারা নেত্রে
বহে অনুক্ষণ ॥ মহাস্থখে শীঘ্র পাক করি ভুঞ্জাইল । পুষ্প-
শয্যা রচিয়া শয়ন করাইল ॥ পল্লবে বাতাস করেলেন কত-
ক্ষণ । মনের আনন্দে কৈল পাদসম্বাহন ॥ তনু মনঃ প্রাণ
প্রভুপদে সমর্পিলা । সে রূপমাধুর্য্যামৃত-পানে মগ্ন হৈলা ॥
শীঘ্র করি এক ঝোলা নির্মাণ করিল । রাধাবিনোদের যেন
মন্দির হইল ॥ পরম অদ্ভুতরূপে ঝোলা হইল আলা । অনু-
ক্ষণ বকে রাখে যেন কণ্ঠমালা ॥ গ্রামবাসী কুটীর করিয়া
দিতে চায় । বৃক্ষমূল বিনা লোকনাথে নাহি ভায় ॥ পরম-
বিরক্ত স্বনির্বাহ যা'তে হয় । তাহা সে গ্রহণক্রিয়া অন্তে কি
বুঝয় ॥ কত দিন রহি কুণ্ডে আইলা বৃন্দাবন । রাখিলা
গোম্বামী সবে করিয়া যতন ॥ কত দিন পরম আনন্দে গোড়া-
ইল । তার পর বিচ্ছেদাগ্নি-জ্বালায় ব্যাপিল ॥ সনাতন রূপ

আদি হৈলা অদর্শন । তাহাতে যে দশা তাহা না হয় বর্ণন ॥
 সনাতন-রূপগুণে কান্দে দিবা রাতি । প্রভুর ইচ্ছাতে দেহে
 জীবনের স্থিতি ॥ হেনই সময়ে নরোত্তম তথা গিয়া । গুরু-
 সেবা যথোচিত কৈলা হর্ষ হৈয়া ॥ সেবায় প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষা-
 মন্ত্র দিল । নরোত্তমে রূপার অবধি প্রকাশিল ॥ শ্রীগোপাল-
 চর্চ আদি যত বিজ্ঞবর । নরোত্তমে জানে সবে প্রাণের
 সোসর ॥ তথা শ্রীঠাকুরমহাশয় নাম হৈল । শ্রীজীবের স্নেহ
 যত বর্ণিতে নারিল ॥

শ্রীনিবাস-আচার্য্য মিলিলা সেই ঠাঞি । তেঁহ "যত স্তম্ভ
 পাইল তার অন্ত নাই ॥ শ্যামানন্দ সহ তথা হইল মিলন ।
 কহিয়ে কিঞ্চিৎ এথা তার বিবরণ ॥ দণ্ডেশ্বরগ্রামে বাস
 সর্ব্বাংশে প্রবল । মাতা শ্রীদুরিকা পিতা শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল ॥
 সন্দোপকুলেতে শ্রেষ্ঠ অতি-সুচরিত । কৃষ্ণ সে সর্ব্বস্ব তার
 ভক্তে অতিপ্রীত ॥ শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল দুরিকার গুণগণ । এত্বে
 বাহুল্যভয়ে না হ'য়ে বর্ণন ॥ ধারেন্দ্র-বাহাদুরপুরেতে পূর্ব্ব-
 স্থিতি । শিষ্টলোক কহে শ্যামানন্দজন্ম তথি ॥ কোন মতে
 মণ্ডলের নাহি প্রতিবন্ধ । পুত্র কন্যা গত হৈলে, হৈল শ্যামা-
 নন্দ ॥ জন্মিলেন শ্যামানন্দ অতি-শুভক্ষণে । যে দেখে
 বারেক তার মহানন্দ মনে ॥ পুত্র-তেজ দেখি কৃষ্ণ কহয়ে
 পত্নীরে । করহ যতন যদি কৃষ্ণ রক্ষা করে ॥ গ্রামবাসী
 স্ত্রীগণ কহয়ে বার বার । এখন দুখীয়া নাম রহুক ইহার ॥
 মাতা পিতা দুঃখ সহ পালন করিল । এই হেতু দুখী নাম

প্রথমে হইল ॥ শ্রীঅন্নপ্রাশন চূড়াকরণ সময় । যে স্থখ
হইল তাহা কহিল না হয় ॥ কখন না যায় অন্য বালকের
মেনে । ব্যাকরণ আদি পাঠ হইল অল্পকালে ॥ দিনে দিনে
বাড়ে দেখি সবার উল্লাস । পরম অদ্ভুত চেষ্টা হইল প্রকাশ ॥
গৌর-নিত্যানন্দাঐতগণের চরিত । বৈষ্ণবের মুখে শুনে
হৈয়া সাবহিত ॥ নিরন্তর সেই গুণ করয়ে কীর্তন । নদীর
প্রবাহপ্রায় ঝরে ছু'নয়ন ॥ সদা রাধাকৃষ্ণলীলামৃত করে
পান । পিতা-মাতাসেবায় অত্যন্ত সাবধান ॥ পিতা মাতা
পুত্রে যোগ্য দেখিয়া কহয় । কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লহ যথা মনে
লয় ॥ শুনিয়া দৌহার বাক্য কহে বোড়হাতে । মোর
প্রভু হৃদয়চৈতন্য অম্বিকাতে ॥ প্রভু-গৌরদাস-পণ্ডিতের শাখা
তঁহে । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-প্রিয় য়েঁহ ॥ তাঁর গৃহে
সাক্ষাৎ বিহরে ছুই ভাই । তথা শিষ্য হই গিয়া যদি আজ্ঞা
পাই ॥ যদি কহ দূরদেশে যাইবে কেমনে । তা'তে এক
যুক্তি মুণ্ডি বিচারিছু মনে ॥ দেশবাসী লোক বহু গঙ্গাস্নানে
চলে । কোনই সন্দেহ নাই এই সঙ্গে গেলে ॥ মোরে
আজ্ঞা দেহ দৌহে হইয়া সদয় । মোর যত অভিলাষ যেন
সিদ্ধি হয় ॥ শুনিয়া পুত্রের বাক্য আনন্দ পাইল । প্রভু-
ইচ্ছামতে পুত্রে অনুমতি দিল ॥ বিদায় হইয়া আইলা
অম্বিকানগরে । শ্রীহৃদয়চৈতন্য দেখিয়া হক্টে তারে ॥ জিজ্ঞা-
সিলা কি নাম আইলা কি কারণে । শূনি নিবেদিল সব
প্রভুর চরণে ॥ শ্রীহৃদয়চৈতন্যের দয়া উপজিল । দুঃখী নাম

পূর্বে কৃষ্ণদাস নাম থাইল ॥ শ্যামানন্দ নাম ব্যক্ত হ'বে
বৃন্দাবনে । জানাইল ভঙ্গিতে জানিল বিজ্ঞগণে ॥ দুঃখী
কৃষ্ণদাস নাম হইল বিদিত । নিজ-ইচ্চসেবায় হইল নিযো-
জিত ॥ শ্রীহৃদয়চৈতন্যচাকুর প্রেমময় । সেবায় হইলা মহা-
প্রমত্তহৃদয় ॥ শিষ্য করি প্রভুপদে কৈল সমর্পণ । শ্রীশ্যামা-
নন্দের হইল বাঞ্ছিত পূরণ ॥

তথাহি শ্যামানন্দশতকে ॥

যং লোকা ভুবি কীর্তয়ন্তি হৃদয়ানন্দস্য শিষ্যং প্রিয়ং

সখ্যে শ্রীমুখলস্য যং ভগবতঃ প্রেষ্ঠানুশিষ্যং তথা ।

স শ্রীমান্ রমিকেন্দ্রমন্তকমগিশ্চিহ্নে মমাহর্নিশং

শ্রীরাধাপ্রিয়নর্মমর্মস্তু রুচিং সম্পাদয়ন্ ভাসতাং ॥

শ্যামানন্দে অনুগ্রহ করি কিছু দিনে । আজ্ঞা দিল শীঘ্র
করি যাহ বৃন্দাবনে ॥ শুনি বাক্য ব্যাকুল হইয়া নিবেদয় ।
নিকটে থাকিয়ে প্রভু এই আজ্ঞা হয় ॥ হৃদয়চৈতন্য পুনঃ
করি আলিঙ্গন । প্রেমাবিষ্ট হইয়া কহে যাহ বৃন্দাবন ॥
দুঃখী কৃষ্ণদাস বহু ক্রন্দন করিয়া । হইলা বিদায় প্রভুপদে
প্রণমিয়া ॥ প্রভু-নিত্যানন্দ-চৈতন্যের দরশনে । উথলিল
প্রেম অশ্রুধারা ছু'নয়নে ॥ করিয়া বিলাপ বহু ভূমে প্রণ-
মিল । প্রভু-পরিকর স্থানে বিদায় হইল ॥ নবদ্বীপ আদি
স্থান করিলা দর্শন । সর্বত্র মাগিল প্রেমভক্তি মহাধন ॥
শ্রীগৌড়মণ্ডল বলি করয়ে ফুৎকার । মুখ বুক বাহিয়া পড়য়ে
অশ্রুধার ॥ নিত্যানন্দাঈত-চৈতন্যের পরিকর । লইতে সে

সব নাম কান্দে নিরন্তর ॥ প্রভুকে প্রার্থনা পুনঃ করে বারে
বারে । শ্রীগৌড়মণ্ডল কৃপা করুন আমারে ॥ মহাস্তোর মনো-
বৃত্তি বুঝে কোন্ জন । এসঙ্গে कहিয়ে গৌড়প্রার্থনা কারণ ॥
শ্রীগৌড়মণ্ডল-চিন্তামণি সবে কয় । গৌড়কৃপা হৈতে সর্ব-
বাঞ্ছা-সিদ্ধি হয় ॥

তথাহি গীতে ॥

গৌরাস্তোর দুটি পদ, যার ধনসম্পদ, সে জানে ভকতি-
রস সার । গৌরাস্ত-মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয়
নিখিল ভেল তার ॥ যে গৌরাস্তোর নাম লয়, তার হয়
প্রেমোদয়, তার মুখিঃ যাও বলিহারি । গৌরাস্তগুণেতে ঝুরে,
নিতালীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি অধিকারী ॥ গৌরা-
স্তোর সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি জানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-
পাশ । শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয়
ব্রজভূমে বাস ॥ গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা
ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ । গৃহে বা বনেতে থাকে, হা
গৌরাস্ত বলি ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥ ১ ॥

ঐছে বহু মহাস্ত গৌড়ের গুণগায় । শ্যামানন্দ গৌড়-
ভূমি সতত ধৈর্য ॥ প্রভু-আজ্ঞামতে অতি উৎকণ্ঠিত মন ।
বহু তীর্থ দেখি শীঘ্র গেলা বৃন্দাবন ॥ বৃন্দাবনে গিয়া করে
অপূর্ণ সাধন । দেখিতেই সবার জুড়ায় নেত্র মন ॥ শ্যাম-
সুন্দরের মহানন্দ জগাইল । শ্যামানন্দ নাম পুনঃ বৃন্দাবনে
হৈল ॥ শ্রীজীবগোস্বামী চাকু চেঁকা নিরখিয়া । পড়াইল ভক্তি-

গ্রন্থ নিকটে রাখিয়া ॥ বৃন্দাবনে বৈসে যত প্রভু-পরিকর ।
 | শ্যামানন্দে দেখি সবে আনন্দ অন্তর ॥ বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ
 যে যে কার্য্য করে । সে কেবল শ্রীগুরুদেবাজ্ঞা অনুসারে ॥
 শ্রীশ্যামানন্দের চারু চরিত্র শুনিয়া । এথা শ্রীহৃদয়চৈতন্যের
 'হর্ষ হিয়া ॥ শ্রীজীবগোস্বামিরে লিখয়ে পত্রীদ্বারে । দুঃখী
 কৃষ্ণদাস-শিষ্যে সোঁপল তোমারে ॥ ইহার যে মনোভীষ্ট
 ; পূরিবে সর্ব্বথা । কত দিন পরে পুনঃ পাঠাইবে এথা ॥
 শ্যামানন্দে কহিয়া পাঠান নিরন্তর । শ্রীজীবে জানিবে তুমি
 আমার সোসর ॥ সাবধান হ'বে ভক্তিরত্ন উপার্জনে । অপ-
 রাধ নহে যেন বৈষ্ণবের স্থানে ॥ এইরূপ শিষ্যে সদা করে
 সাবধান । গুরু-অনুগ্রহে শ্যামানন্দ ভাগ্যবান্ ॥ কত দিনে
 গোড়়ে আসি প্রভু-ইচ্ছামতে । শ্রীমুরারি আদি শিষ্য কৈল
 উৎকলেতে ॥ এ সব প্রসঙ্গ এথা না কৈল বিস্তার । শ্রীনরো-
 ভ্তমের সহ প্রণয় অপার ॥ বৃন্দাবনে নরোত্তম প্রেমানন্দে
 ভাসে । প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ আইলা গোড়়দেশে ॥ যে প্রকারে
 গোড়়দেশে হৈল আগমন । সে সকল বিস্তারিয়া হইব
 বর্ণন ॥ শ্রীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত । বিপ্রকুলোদ্ভব
 মহাকবি বিদ্যাবন্ত ॥ শ্রীনরোত্তমের গোড়় ব্রজ উৎকলেতে ।
 গমনাগমন কিছু বর্ণিলেন গীতে ॥

তথাহি গীতঃ ।

-১

যথারাগঃ ।

প্রভু-নরোত্তম গুণনিধি । কনক-কমল জিনি, স্নকোমল
তনু খানো, না জানি গঢ়িল কোন্ বিধি ॥ গোরাপ্রেমে মত্ত
হৈয়া, রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া, পরম আনন্দ বৃন্দাবনে ।
পাইয়া অমূল্য ধন, কৈলা আত্মসমর্পণ, প্রভু-লোকনাথের চরণে ॥
কৃপা করি লোকনাথ, করিলেন আত্মসাৎ, হইল গমন গোড়-
দেশে । শ্রীগোড়-ভ্রমণ করি, গিয়া নীলাচলপুরী, পুনঃ
গোড়ে করিলা প্রবেশ ॥ প্রভু-পরিকর যত, অমুগ্রহ কৈল
কত, কি অদ্ভুত গীত প্রকাশিলা । এ দাস বসন্ত ভণে,
পাষণ্ডী অহরগণে, করুণা করিয়া উদ্ধারিলা ॥ ১ ॥

ঐছে নানা মতে সবে করিলা বর্ণন । এবে যে কহিয়ে
তাহা করহ শ্রবণ ॥ নরোত্তম যে সময়ে গোড়দেশ আইলা ।
প্রভু-লোকনাথ সে সময়ে আজ্ঞা কৈলা ॥ শ্রীগোরাঙ্গ কৃষ্ণের
শ্রীবিগ্রহসেবন । শ্রীবৈষ্ণবসেবা শ্রীপ্রভুর সঙ্কীর্তন ॥ যৈছে
আজ্ঞা কৈলা তৈছে হইলা তৎপর । কৈল ছয় সেবা শ্রী-
বিগ্রহ মনোহর ॥ অতি সে তাৎপর্য সদা নিমগ্ন সেবায় ।
শুনিতে সে সব নাম পরাগ জুড়ায় ॥

তথাহি তৎকৃতপদ্যে ॥

গোরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন ।

রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোহস্ত তে ॥

କହିତେ କେ ପାରେ ତାର ଯେହେ ଶୁଦ୍ଧାଚାର । କାୟମନୋ-
ବାକ୍ୟେ ଶ୍ରୀବୈଷ୍ଣବସେବା ଧାର ॥ ପରମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଦା ମନ୍ତ୍ରୀର୍ତ୍ତନୋଃ-
ସବ । ସେ ଶୁଖସମୁଦ୍ରେ ଭାସେ ଆପାମର ସବ ॥ ଗୌଡ଼ଦେଶେ
ଗୌରାନନ୍ଦେର ପ୍ରିୟ-ପରିକର । ନରୋତ୍ତମେ ଦେଖି ସବେ ଆନନ୍ଦ
ଅନ୍ତର ॥ ଶ୍ରୀଜାହ୍ନବୀଦେବୀ ନୂର୍ଯ୍ୟାପଞ୍ଚିତ-ଦୁହିତା । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ-
ପ୍ରେୟସୀ ସେ ଜଗତେ ପୂଜିତା ॥ ପ୍ରେମଭକ୍ତିରତ୍ନ ପ୍ରଦାନେ ପ୍ରବୀଣା
ସେହି । ଶ୍ରୀଠାକୁର-ମହାଶୟ ନାମେ ଛକି ତେଁହ ॥ ଦେଖି ଅଲୌ-
କିକ ପ୍ରେମ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ । ଶ୍ରୀଜାହ୍ନବୀଦେବୀ ମହା ଆନନ୍ଦେ
ବିହ୍ବଳ ॥ କୃପା କରି ଶ୍ରୀଧେତୁରୀପ୍ରାଣେତେ ଆମିୟା । କରସେ
ସବାରେ ତୃପ୍ତ ମନ୍ଦର୍ଶନ ଦିୟା ॥ ଶ୍ରୀମତୀ ଜାହ୍ନବୀଦେବୀର ଅନୁଗ୍ରହ
ସତ । ମୋ ଛାର ପାମର ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିବ ବା କତ ॥ ଶ୍ରୀଠାକୁର-
ମହାଶୟ ପରମ ଉଦାର । ସାରେ କୃପା କୈଳ ମର୍ବସିଦ୍ଧି ହୈଳ
ତାର ॥ ପ୍ରଭୁ-ଇଚ୍ଛାମତେ ଶିଷ୍ୟ କୈଳ କତ ଜନ । ରାମକୃଷ୍ଣ-
ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗଙ୍ଗାନାରାୟଣ ॥ ମନ୍ତ୍ରୋପାଦି ସବେ ହୈଳା ଭକ୍ତିପଥେ
ଆର୍ଯ୍ୟ । ଶ୍ରୀନରୋତ୍ତମେର ସବ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ॥ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ-
କବିରାଜ ହୈୟା ଆନନ୍ଦିତ । ବର୍ଣ୍ଣିଲେନ ଗୀତେ କିଛି ସାହାର
ଚରିତ ॥

ତଥାହି ଗୀତଂ ଯଥା ॥

ଜୟରେ ଜୟରେ ଜୟ, ଠାକୁର-ନରୋତ୍ତମ, ପ୍ରେମଭକ୍ତି ମହା-
ରାଜ । ବା କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଭିମ୍ନ କଲେବର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର-କବିରାଜ ॥ ଶ୍ରୀ ॥
ପ୍ରେମ-ଅକୃଟମଣି, ଭୃଗୁ ଭାବାବଳୀ, ଅମ୍ବୁହି ଅମ୍ବୁ ବିରାଜ । ନୃପ-
ଆସନ, ଧେତୁରୀ ମାହି ବୈଠଳ, ମଙ୍ଗଳି ଭକତମଞ୍ଜରୀ ॥ ମନାତନ-

রূপকৃত, এছ শ্রীভাগবত, অনুদিন করত বিচার । রাধামাধব,
যুগল উজ্জ্বলরস, পরমানন্দ সুখসার ॥ শ্রীসঙ্কীৰ্ত্তন, বিষয়-
রসোন্মত, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নাহি জান । যোগ দান ব্রত, আদি ভয়ে
ভাগত, রোয়ত করমগেয়ান ॥ ভাগবতশাস্ত্রগণ, যো দেই
ভকতিধন, তাক গৌরব করু আপ । সাঙ্খ্য-মীমাংসক, তর্ক-
দিক যত, কম্পিত দেখি পরতাপ ॥ অভকতচোর, হৃদূরহি
ভাগি'রহু, নিয়ড়ে নাহি পরকাশ । দীনহীন জনে, দেয়ল
ভকতিধনে, বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥ ১ ॥

গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিগয় । সৰ্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যা কবি
সবে প্রশংসয় ॥ শ্রীজীব-শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে । পরমা-
নন্দিত যার গীতামৃতপানে ॥ কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন
তথাই । কত শ্লাগা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞি ॥

তথাহি ॥

শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্র-চন্দনগিরেশচঞ্চলসন্তানিলে-
নানীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্ ।
শ্রীমজ্জীব-স্বরাজি পাশ্রয়জুষো ভৃগ্বান্ সমুদ্ভাদয়ন্
সৰ্ব্বস্থাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরং ॥

শ্রীজীবগোস্বামী পত্নীদ্বারে ব্রজ হৈতে । পুনঃ পুনঃ
লেখে গীতামৃত পাঠাইতে ॥ শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ গীতামৃত-
গণে । গোস্বামির আদেশে পাঠান বৃন্দাবনে ॥ এ সব প্রশঙ্গ
আগে হ'বেন স্থিার । শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ প্রাণ সবাংকার ॥

যবে যে বর্ণয়ে তাহা পরায়ুত হয় । নরোত্তম-কবিরাজ আদি
আশ্বাদয় ॥ যখন যা' বর্ণিতে কহয়ে বিজ্ঞগণে । তখন তা'
বর্ণয়ে পরানন্দ মনে ॥ হরিনারায়ণ-রাজা বৈষ্ণবপ্রধান ।
রামচন্দ্র বিনা তিঁহ না জানয়ে আন ॥ তিঁহ বৈছে শিষ্য হইলা
যে শিষ্য করিল । সে সব প্রসঙ্গ এথা বর্ণিতে নারিল ॥
হরিনারায়ণ-কবিরাজে নিবেদিল । শ্রীরামচরিত্রগীত তারে,
বর্ণি দিলা ॥

তথাহি গীতং ।

যথারূপং ।

জয় জয় রাম, রাম রঘুনন্দন, জনকসুতা নিজ-কান্ত । সুর
নর বানর, খচর নিশাচর, বহু গুণ গাওয়ে অনন্ত ॥ জয় জয়
দুর্বাদল, নব জলধর, কঙ্কনয়ন রণধীর । ডাহিনে নিহিত
শর, বামে ধনুর্দ্ধর, জলনিধি কোটি গভীর ॥ পাছুকা ধরত,
ভরত ভরতানুজ, ছত্র চামর নাহি ছোড়ি । শিব চতুরানন,
সনক সনাতন, সম্মুখে রহে করষোড়ি ॥ হৃদয়ে আনন্দিত,
মারুতনন্দন, ভরত চরণ করু সেবা । গোবিন্দদাস, হৃদয়ে
অবधारল, হরিনারায়ণ অধিদেবা ॥ ১ ॥

এছে শ্রীসন্তোষদত্ত অনুমতি দিল । সঙ্গীতমাধব নাম
নাটক বর্ণিল ॥ রাধাকৃষ্ণ পূর্বরাগ অপূর্ব তাহাতে । শুনিয়া
সন্তোষদত্ত পরমানন্দচিত্তে ॥ প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু সন্তোষ
আখ্যান । যাহার শ্রবণে তৃপ্ত কর্ণ মনঃ প্রাণ ॥ রাজধানী
স্থান পদ্মাবতী-তীর্থবর্তী । গোপালপুর নগর সুন্দর বসতি ॥

তথা বিলসয়ে রাজা কৃষ্ণানন্দদত্ত । শ্রীপুরুষোত্তমদত্ত পরম-
মহত্ত্ব ॥ জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ । এ দুই ভ্রাতার
প্রীতে লোকের আনন্দ ॥ শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীল নরো-
ত্তম । পূর্বে জানাইল যার চরিত্রানুপম ॥ শ্রীপুরুষোত্তমের
তনয় সন্তোষাখ্য । শ্রীকৃষ্ণানন্দের ভ্রাতৃপুত্র কার্যে দক্ষ ॥
গৌড়রাজামাত্য প্রজাপালনে প্রবীণ । অত্যন্ত প্রভাব অশ্র-
যাহার অধীন ॥ সর্বপ্রকারে সবার আনন্দ বাঢ়য় । অতি-
বিদ্যাবান্ শাস্ত্রপ্রসঙ্গ সদায় ॥ শ্রীমন্নরোত্তমের ভ্রাতা ও শিষ্য
তার । গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবসেবায় শুদ্ধাচার ॥

তথাহি সঙ্গীতমাধবনাটকে—

পদ্মানতা-ভীরবর্ভী গোপালপুর-নগরবাসী গোড়াধি-
রাজমহানাত্য, শ্রীপুরুষোত্তমদত্ত-সত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষ-
দত্তঃ, স হি শ্রীনরোত্তমদত্তসত্তম-মহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ
পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্যঃ, তেনচ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রকটলীলানু-
সারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্বরাগাদিবিলাসার্থং সঙ্গীতমাধবং
নাটকং বিরচয়্য নানারত্নাদিদানেন নাম্না পুরস্কৃত্য সম-
র্পিতমস্তি ॥ ১ ॥

পুনঃ ॥

যোহন্তঃ প্রেমগুণৈর্নিবধ্য যুগপৎ শ্রীরাধিকামাধবৌ
হৃৎপদ্মন বহির্নিধায় জগতাং ভদ্রোদয়ায় স্কুটং ।
সাক্ষাদেব নিজালয়েচ বিদধে সেবাং সমস্তার্পণৈ-
স্তস্মাদপ্যপরোহস্তি কোহত্র স্কৃতী সন্তোষদত্তাদলং ॥

পুনঃ ॥

অহো শ্রীগৌরান্নো ব্রজদয়িতরাধারমণতঃ

সদা রাধাকান্তপ্রকট-হরিদেহ-ব্যতিকরাঃ ।

সভা কিং শোভা কিং কিম্বাক্ত গুরুসেবা-সমভব-

ন্ন সন্তোষাদন্যঃ পরমহহ সন্তোষভবনং ॥

সন্তোষদত্তের মহা আশ্চর্য্য ক্রিয়ায় । পরস্পর লোকে
সন্তোষের গুণ গায় ॥ কেহ কহে বুঝি কেহ সহায় আছয় ।
নহিলে এ ভক্তিধন প্রাপ্তি নাহি হয় ॥ কেহ কহে বুঝি কবি-
রাজ-নরোত্তম । ইহার সহায় তেঞি বুদ্ধি অনুপম ॥

তথাহি সঙ্গীতমাধবনাটকে—

যৎসহায়ো সদা শ্রীমৎকবিরাজ-নরোত্তমো ।

তশ্চৈবমীদৃশী বুদ্ধিঃ কিমাশ্চর্য্যায় কল্পতে ॥

শ্রীসন্তোষদত্তের আশ্চর্য্য ভক্তিপ্রথা । গ্রন্থ-বাহুল্যার্থে
বিস্তারিতে নারি এথা ॥ শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ সহ অতিশ্নেহ ।
সকল অভিন্ন দৃষ্টে ভিন্নমাত্র দেহ ॥ শ্রীখেতরীগ্রামে এ সকল
প্রিয়সঙ্গে । কবিরাজ-নরোত্তম বিলসয়ে রঙ্গে ॥ অল্পে জানা-
ইল এই দৌহার যে রীত । এ প্রসঙ্গ শ্রবণে উপজে কৃষ্ণে
প্রীত ॥ শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছাসেবা যে প্রকার । আগে জানা-
ইব ইহা করিয়া বিস্তার ॥ এবে কহি পূর্বে যে করিল নিবে-
দন । শ্রীগোবুলানন্দচক্রবর্তী-বিবরণ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহা-
প্রভুর পার্বদ । দ্বিজ-হরিদাসাচার্য্য যে খণ্ডে বিপদ ॥ প্রেম-
ভক্তি মহান্নত্নপ্রদানে প্রবীণ । সঙ্কীর্্তনরসেতে উন্মত্ত রাত্রি

দিন ॥ তার পুত্র গোকুলানন্দ শ্রীদাসদ্বয় । শিশুকাল হৈতে
 সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ অনায়াসে হৈলা সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ।
 সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে উন্মত্ত অনুক্ষণ ॥ কি কহিব শ্রীগোকুলানন্দের
 মহিমা । শ্রীনিবাস-আচার্য্যের অনুগ্রহ সীমা ॥ যৈছে আজ্ঞা
 কৈল পিতা গোকুলের প্রতি । তৈছে শিষ্য হৈয়া গুরুপদে .
 হৈল রতি ॥ মহাবিক্ত শ্রীদাসের তৈছে ভক্তিপ্রথা । বিশেষ
 জানিবে আগে এ অদ্ভুতকথা ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য পরমদয়া-
 ময় । এ সকল শিষ্যসঙ্গে স্থখে বিলসয় ॥ ভক্তিতত্ত্ব উপ-
 দেশ করয়ে সদায় । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগুণে জগৎ মাতায় ॥ শ্রীনি-
 বাস-আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস । ব্যাপিল যাহার যশে এ ভূমি
 আকাশ ॥ শ্রীনিবাস-জন্মাদি চরিত্র মনোহর । বৈষ্ণবের সাধ
 এ শুনিতে নিরন্তর ॥ বৈষ্ণবের চেক্টা কিছু বুঝিতে নারিল ।
 মো হেন মূর্খেরে বর্ণিবারে আজ্ঞা দিল ॥ তা' সবার আজ্ঞা-
 বল হৃদয়ে ধরিয়া । যে কিছু কহিব তা' শুনিবে হৃষ্ট হইয়া ॥
 শ্রীনিবাস-চরিত্র শুনিতে যার মন । তারে স্প্রসন্ন গৌর-
 ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ইহা শুনইতে যার উল্লাস অন্তরে । প্রভু-
 নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত কৃপা তারে ॥ প্রভু-গদাধর শ্রীবাসাদি
 ভক্তগণ । ইথে রতি যার তারে দেন ভক্তিদন ॥ ইহার
 চরিত্রে যার নাহিক বিশ্বাস । এই সব তাহার করয়ে সর্ব-
 নাশ ॥ শ্রীনিবাস-চরিত্র শুনহ সর্বজন । অনায়াসে হ'বে সব
 বাঞ্ছিত-পূরণ ॥ প্রসঙ্গে পাইয়া ইথে আর যে বর্ণিব । সে
 সব শুনিতে মহা আনন্দ বাঢ়িব ॥ অতি-সুমধুর এই শ্রবণ-

পরসে । বহিমুখ সম্মুখ হইব অনায়াসে ॥ পুনঃ পুনঃ নিবে
দিয়ে অহে শ্রোতাগণ । নিরন্তর কর এই গ্রন্থ আশ্বাদন ॥

এস্থনাম থুইল বিজ্ঞে ভক্তিরত্নাকর । বিবিধ তরঙ্গ ইথে
অতিমনোহর ॥ শ্রীভক্তগোষ্ঠীর পাদপদ্ম ধরি শিরে । সতত
‘ডুবহ এই ভক্তিরত্নাকরে ॥ ভক্তের সম্পত্তি ভক্তি কহে সর্ব-
জন । ভক্তে দিলে মিলে এই ভকতি-রতন ॥ জয় জয় ভক্তি-
দেবি ! কৃপা কর দীনে । অভিনায় পূর্ণ নহে ভক্তিস্পর্শ বিনে ॥
বহু জন্ম করে যদি বিবিধ সাধন । তথাপি দুর্লভ কৃষ্ণপদে
ভক্তিধন ॥ প্রভুপদে সে ধন পাইতে যার নাথ । সে করুক
নিরন্তর ভক্তিরসাস্বাদ ॥ ভক্তিরত্ন যত্ন করি রাখহ হিয়ায় ।
সবার প্রধান ভক্তি সর্বশাস্ত্রে গায় ॥

তথাহি পাদ্মে ॥

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিভুক্তির্ভজাদিপুণ্যতঃ ।

সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥

শ্রীভক্তির মহিমা কহিতে সাধ্য কার । ভক্তিরসাস্বাদিতে
চৈতন্য-অবতার ॥ হেন অবতারের বালাই লৈয়া মরি । মহা-
নীচে কৈল কৃষ্ণ ভক্তি-অধিকারী ॥ নহিলে এ ভক্তিরত্ন রাখে
লুকাইয়া । কখন না দেয় ছুটে ভুক্তি মুক্তি দিয়া ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ॥

রাজন্ পতিগুরুরলং ভবতাং যদূনাং

দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ কচ কিঙ্করো বঃ ।

অশ্বেষমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো

মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্য ন ভক্তিযোগং ॥

ব্রহ্মার দুর্লভ ভক্তি কেবা ইহা পায় । হইল সুলভ কৃষ্ণ-
চৈতন্য-রূপায় ॥ প্রভুর অভিন্ন নিত্যানন্দ বলরাম । মহাবিশু-
অবতার শ্রীঅদ্বৈত নাম ॥ মরি মরি কি অদ্বুত করুণা দৌহার ।
জগত ভরিয়া কৈল ভক্তির পাথার ॥ শ্রীপণ্ডিত-গদাধর আদি
প্রভুর শক্তি । রূপা করি কায়ে বা না দিল কৃষ্ণভক্তি ॥
শ্রীবাসাদি যতেক প্রভুর ভক্তগণ । মহানন্দে ভক্তিধন কৈল
বিতরণ ॥ ভক্তিদাতা গোরাগুণ কে বর্ণিতে পারে । আপনি
করয়ে দান করায়ে সবারে ॥ স্থানে স্থানে ভক্তগণে করি
নিয়োজিত । পরমদুর্লভ ভক্তি করিল বিদিত ॥ দিলেন
পশ্চিমদেশে রূপ সনাতনে । তথা প্রকাশিলা ভক্তিশাস্ত্রের
প্রমাণে ॥ বর্ণিলেন গ্রন্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস । লক্ষ লক্ষ ভক্তি-
অঙ্গ তাহাতে প্রকাশ ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ মহাসূর । যাহা
শুনি ভক্তচিহ্নে আনন্দ প্রচুর ॥ দুই মহারথী প্রভু-ভক্তপ্রিয়-
পাত্র । কৃষ্ণভক্তি লভে এ দৌহার স্মৃতিমাত্র ॥ শ্রীজীব-
গোস্বামী আদি যত মহাশয় । ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশি ভুবন কৈল
জয় ॥ শ্রীজীবগোস্বামীর গুণ কে বর্ণিতে পারে । সনাতন-
গোস্বামির পূর্ণকৃপা যারে ॥ শ্রীসনাতনের অতি অদ্বুতচরিত ।
শ্রীমদ্ভাগবতে যার অতিশয় প্রীত ॥ প্রথম বয়সে স্বপ্নে এক
বিপ্রবর । শ্রীমদ্ভাগবত দেই আনন্দ অন্তর ॥ স্বপ্নভঙ্গে সনা-
তন ব্যাকুল হইলা । প্রাতে সেই বিপ্র শ্রীমদ্ভাগবত দিলা ॥

পাইয়া শ্রীভাগবত মহাহর্ষচিত্তে । মগ্ন হৈলা প্রভু-প্রেমায়ুত-
সমুদ্ভেতে ॥ শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ যৈছে আশ্বাদিল । তাহা
শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিল ॥ শ্রীসনাতনের পূর্ব কহি
সঙ্ক্ষেপেতে । শ্রীজীবগোস্বামী বিস্তারিলা তোষণীতে ॥

তথাহি লঘুতোষণ্যাং ॥

যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চ জাগরে ।

স্বপ্নদৃষ্টাদেব বিপ্রাং প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ ॥

মমজ্জুঃ শ্রীভগবতঃ প্রেমায়ুত-মহাস্বধৌ ।

তেষামেব হি লেখোহয়ং শ্রীসনাতননামিনাং ॥

তদেতদ্বিনিবেদ্যাপি কিঞ্চিদন্যদ্বিবক্ষ্যা ।

অথো তদজ্জি জীবেন জীবেনেদং নিবেদ্যতে ॥

শ্রীজীবগোস্বামির সপ্ত পুরুষ প্রচার । প্রথম হইতে নাম
কবিতা সবার ॥ শ্রীসর্বজ্ঞ জগদগুরু নাম বিপ্ররাজ । মহা-
পূজ্য যজুর্বেদী গোত্র-ভরদ্বাজ ॥ সর্ববেদে অধ্যাপক মহা-
পরাক্রম । কর্ণাটদেশের রাজা নাহি যার সম ॥ সর্বমহী-
পতি সদা পূজয়ে যাহারে । যৈছে লক্ষ্মীবস্ত তাহা কে
কহিতে পারে ॥ ১ ॥

তার পুত্র অনিরুদ্ধদেব ইন্দ্রসম । চন্দ্রেও করয়ে স্পর্ধা
যশঃ সর্বোত্তম ॥ মহীপতি পূজিত বেদজ্ঞ লক্ষ্মীবান্ । পৃথি-
বীতে বিখ্যাত মহিমীবর তান্ ॥ রূপেশ্বর হরিহর নামে পুত্র-
দ্বয় । বহু গুণ সর্বত্র বিদিত অতিশয় ॥ শাস্ত্রে বিচক্ষণ
জ্যেষ্ঠপুত্র রূপেশ্বর । শাস্ত্রে মহাপ্রবীণ কনিষ্ঠ হরিহর ॥

বিভাগ করিয়া দৌহে দিয়া রাজ্যভার । শ্রীকৃষ্ণের ধামপ্রাপ্তি
হইল পিতার । কত দিন পরে লোক-সজ্জাট করিয়া । লইল
জ্যেষ্ঠের রাজ্য কনিষ্ঠ হরিয়া ॥ রাজ্য গেলে রূপেশ্বর পত্নীর
সহিতে । অমল আশে যত্ন আইলা পৌরস্ত্যদেশেতে ॥
শ্রীশিখরেশ্বর সখ্য তাতে স্থখ পাই । রূপেশ্বরদেব বাস
করিল তথাই ॥ ২ ॥

শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নাম । পরমসুন্দর সর্বগুণে
অনুপম ॥ অঙ্গসহ যজুর্বেদাদিক অধ্যয়নে । পরম অপূর্ব
যশঃ বিদিত ভুবনে ॥ কি অপূর্ব পদ্মনাভদেবের চরিত ।
শ্রীজগন্নাথের প্রেমে সদা উল্লসিত ॥ পদ্মনাভ নৃপ সে শিখর-
ভূমি হৈতে । আইলেন গঙ্গাতীরে বাস স্পৃহা চিতে ॥ নব-
হট্টগ্রামে বাস কৈল মহাশয় । নৈহাটি নাম যার সর্বলোকে
কয় ॥ তথা পদ্মনাভদেব মহাহর্ষচিত্তে । শ্রীপুরুষোত্তমমूर्তি
পূজয়ে যত্নেতে ॥ করি যজ্ঞ উৎসব পরমানন্দ হৈল । অষ্টা-
দশ কন্যা পঞ্চ পুত্র জন্মাইল ॥ ৩ ॥

শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথ নারায়ণ । মুরারি মুকুন্দ এই পুত্র
পঞ্চ জন ॥ পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠ সর্বকনিষ্ঠ মুকুন্দ । সর্বাংশে
প্রবীণ সর্বোত্তম গুণবান্দ ॥ ৪ ॥

শ্রীমুকুন্দদেবের নন্দন শ্রীকুমার । বিপ্রকুল-প্রদীপ পরম-
শুদ্ধাচার ॥ সদা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া নিভূতে করয় । কদাচার
জনস্পর্শে অতিভীত হয় ॥ যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন ।
করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ ॥ জাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ

হৈল মনে । ছাড়িলেন নবহট্টগ্রাম সেই ক্ষণে ॥ নিজগণ
সহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা । বাকলাচন্দ্রদ্বীপ-গ্রামেতে বাস
কৈলা ॥ যশোরে কতয়াবাদ নামে গ্রাম হয় । গর্তায়াতহেঁতু
তথা করিল আলায় ॥ ৫ ॥

কুমারদেবের হৈল অনেক সম্ভান । তার মধ্যে তিন পুত্র
বৈষ্ণবের প্রাণ ॥ সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ এই ত্রয় । স্বগোত্র
অন্যত্র যে অর্চিত অতিশয় ॥ ৬ ॥

তথাহি তত্রৈষ ॥

উদ্যাকারুপদক্রমাপ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিণী

জিহ্বা কল্পলতাত্রয়ী মধুকরী ভূয়ো নরানৃত্যতে ।

রেজে রাজসভাসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমপতিঃ

শ্রীসর্বজ্ঞ-জগদগুরুভূবি-ভরদ্বাজাম্বয়গ্রামণীঃ ॥ ১ ॥

পুত্রস্তশ্চ নৃপশ্চ কশ্যপতুলামারোহতো রোহিণী-

কাস্তম্পর্দ্ধিবশোভরঃ সুরপতেস্তলাপ্রভাবোহভবৎ ।

সর্বক্ষমাপতিপূজিতোহখিলযজুর্বেদৈকবিশ্রামভূ-

লক্ষ্মীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগ্মিবান্ ॥২

মহিষো ভূপশ্চ প্রথিতবশসস্তশ্চ তনয়ো

প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বর-হরিচরাখ্যৌ গুণনিধৌ ।

তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে এবলতরভাবঃ বহুবিধে

জগান্মন্যঃ শাস্ত্রে নিজনিজগুণপ্রেরিততয়া ॥ ৩ ॥

বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপু-পুত্রপ্রস্থিতিদিনে

পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বরহরিহরাভ্যাং কিল দদৌ ।

নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ

স্বরাজ্যাদার্য্যাণাং কুলতিলকমভ্রংশয়দসৌ ॥ ৪ ॥

- শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমরিভিনিধুঁতরাজ্যঃ ক্রমা-
দষ্টাভিস্তরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌরস্ত্যদেশং যযৌ ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্তা বিসয়ে সখ্যঃ স্তথং সংবসন্
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদগুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধং ॥ ৫ ॥

যজুর্বৈদঃ সাক্ষো বিততিরপি সর্কোপনিষদাং

রসজ্ঞায়াং যন্তা স্ফুটমঘটয়ন্তাণ্ডবকলাং ।

জগন্নাথ প্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং

ন যাতঃ কেষাং বাস কিল নৃপ-রূপেশ্বরস্ততঃ ॥ ৬ ॥

বিহায় গুণশেখরঃ শিখরভূমিবাগম্পৃহাং

স্ফুরৎ-স্বরতরঙ্গিণীতটনিবাস-পর্য্যতস্তকঃ ।

ততো দনুজমর্দনকিত্তিপূজ্যপাদঃ ক্রমা-

দ্বাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী ॥ ৭ ॥

মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্তা যজ্ঞতন্ত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ

কণ্ঠাষ্টাদশাকেন সার্কমভবন্নেতস্তা পঞ্চাভ্রজাঃ ।

তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খনু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো

ধীরঃ শ্রীল মুরারিরুত্তমগুণঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী ॥ ৮ ॥

জাতস্তত্র মুকুন্দ তৌ বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ

কক্ষিদ্রোহমবাপ্য সংকুলজনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ ।

তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণপ্রেষ্টাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে

যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহচ পুনশ্চক্রুস্তরামর্জিতং ॥ ৯ ॥

সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ ভক্ত ভূপ । সর্বজ্যেষ্ঠ সনাতন
 অনুজ শ্রীরূপ ॥ সবার অনুজ শ্রীবল্লভ প্রেমময় । শ্রীজীব-
 গোস্বামী হন তাঁহার তনয় ॥ এ তিন ভ্রাতাব যৈছে গৃহে
 ব্যবহাব । গ্রাহের দাহল্যভয়ে নারি বর্ণিবার ॥ সনাতন
 রূপ মহামন্ত্রী সর্বাংশেতে । শুনিলেন রাজা শিষ্ট-লোকের
 মুখেতে ॥ গোড়ে রাজা যবন অনেক অধিকার ! সনাতন
 রূপে আনি দিল রাজ্যভার ॥ সেজ্জভয়ে বিবয় করিল অঙ্গী-
 কার । এ দুই প্রভাবে রাজ্যহুপি হৈল তার ॥ রাজা হর্ষে
 দিল রাজ্য পৃথক্ করিয়া । রাজ্যভোগ করণে কিঞ্চিৎ কর
 দিয়া ॥ গোড়ে রামকেলিগ্রামে করিযোন বাস । ঐশ্বৰ্য্যের
 সীমা অতি অদ্ভুতবিলাস ॥ ইন্দ্রময় সনাতন রূপের সভাতে ।
 আইসে শাস্ত্রজগণ নানা দেশ ছৈতে ॥ গায়ক নাদক নর্ত্ত-
 কাদি কবিগণ । সর্বদেশী সকলে নিমুক্ত সর্বাঙ্গ ॥ নিরন্তর
 করেন অনেক অর্থব্যয় । কোনরূপে কারু অসন্মান নাহি
 হয় ॥ সদা সর্বাশাস্ত চর্চা করে দুই জন । অনায়াসে করে
 দৌহে খণ্ডন স্থাপন ॥ আয়সূত্রপ্যাগ্যা নিজকৃত যে করয় ।
 সনাতন রূপ শুনিলে মে দৃঢ় হয় ॥ এঁছে যবে সর্বপ্রকারেতে
 দৃঢ় হঞা । সনাতন রূপগুণ গায় স্তব পাঞা ॥ সর্বত্র
 ব্যাপিল এ দৌহার গুণগণ । কণাটদেশাদি হৈতে আইলা
 বিপ্রগণ ॥ সনাতন রূপ নিজ-দেশস্থ ব্রাহ্মণে । বাসস্থান
 দিলা সবে গঙ্গা-সন্নিধানে ॥ ভট্টগোষ্ঠী-বাসে ভট্টবাটী নামে
 গ্রাম । সকলে শাস্ত্রজ্ঞ সর্বমতে অনুপম ॥ রামকেলিগ্রামে

সে সকল বিপ্র লৈয়া । ব্যবহার-কার্য্য সব সাধে হর্ব হৈয়া ॥
বৈষ্ণবসম্প্রদায়গণে রূপ সনাতন । যেরূপ আদরে তাহা না
হয় বর্ণন ॥ নবদ্বীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ যত । কহিতে না
পারি তা' সবারে ভক্তি কত ॥ শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচ-
স্পতি । মণ্যে মণ্যে রামকেলিগ্রামে তাঁর স্থিতি ॥ সর্ব-
শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলা যার ঠাঞি । যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে
সাধা নাঞি ॥ সনাতনকৃত শ্রীদশম-টিপ্পনীতে । লিখিলা গুরুর
নাম মঙ্গলনিমিত্তে ॥

তথাহি দশমটিপ্পত্যাং ॥

ভট্টাচার্য্যং সার্করভোমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরুন্ ॥

বন্দে বিদ্যাভূষণং গোড়দেশবিভূষণং ।

বন্দে শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্য্যং বসপ্রিয়ং ।

রামভদ্ৰং তথা বার্য্যবিনাসং চোপদেশকং ॥

সনাতন রূপের সাবন যে প্রকার । সে সকল বিস্তারি
কহিতে সাধ্য কার ॥ বাড়ীর নিকটে অতিনিভৃত স্থানেতে ।
কদম্বকানন রাশাষ্ট্রামকুণ্ড তাতে ॥ বন্দাবনগীলা তথা করয়ে
চিন্তন । না ধরে দৈরব্য নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥ শ্রীবিগ্রহ
নন্দনমোহনসেবায় রত । সদা খেদ উক্তি তাহা কহিব বা
কত ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বিহরে নদীয়া । সদা উৎকণ্ঠিত
তাঁর দর্শন লাগিয়া ॥ পিতা পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার ।
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিকার ॥ যবন দেখিলে পিতা
প্রাণশিঁচত করয় । হেন যবনের সঙ্গে নিরন্তর হয় ॥ করি

মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান । এ হেতু আপনা মানে স্নেহের
সমান ॥ যৈছে মনোরুত্তি তাহা কিছু নানি হয় । ইথে
অতি-দীনহীন আপনা মানয় ॥ যবে মগ্ন হন দৈন্য-সমুদ্ভ-
মাবারে । স্নেহাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে ॥ নীচ-
জাতি সঙ্গে সদা নীচ-ব্যবহার । এই হেতু নীচজাত্যাদিক
উক্তি তাঁর ॥ বিপ্ররাজ হৈয়া মহাখেদযুক্তান্বরে । আপনাকে
বিপ্র-জ্ঞান কভু নাহি করে ॥

শ্রীচৈতন্য-কৃপা যাঁরে তাঁর ঐছে রীতি । আপনা উত্তম
বুদ্ধি নহে কদাচিৎ ॥ সদা একরস আপনাকে নীচ মানে ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে ভক্তের তত্ত্ব জানে ॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । যৈছে দৈন্য করে তৈছে না করয়ে অন্য ॥
তার ভক্ত দৈন্যরসে নিমগ্ন সদায় । দৈন্যে যে আনন্দ তাহা
জানে গৌররায় ॥ সনাতন রূপের অন্বরে হৈল গাহা ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জানিলেন তাহা ॥ ভক্তেরে মিলিতে প্রভু
কত ভঙ্গী জানে । রামকেলি আইলা যাইতে বৃন্দাবনে ॥
প্রভুরে দেখিতে লক্ষ লক্ষ লোক ধায় । যবনেহ আনন্দে
প্রভুর গুণ গায় ॥ সনাতন রূপ হিয়া আনন্দে উথলে । সঙ্গে-
পনে গিয়া পড়ে প্রভুপদতলে ॥ দন্তে তৃণ ধরি দৈন্য কৈল
যে প্রকার । সে সব শুনিতে প্রাণ বিদরে সবার ॥ শ্রীভক্ত-
বৎসল প্রভু দৈর্ঘ্য নাহি বাঞ্চে । সনাতন রূপের দৈন্যেতে
প্রাণ কান্দে ॥ চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে এ লিখন । দৈন্য ছাড়
তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ যৈছে দৈন্য কৈল তাহা

কিছু ব্যক্ত তথা । গ্রহের বাহ্যভায়ে না লিখিলু এথা ॥
 সর্বাংশে উত্তম হৈয়া এঁছে দৈন্য করে নীচ স্নেহ পাণী শুনি
 আপনা দিকারে ॥ বিপ্রগণে বিশ্বয় এ মর্শ্য না বুঝিল । প্রভু
 ভক্তদ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল ॥ অহে ভাই ! কে বুঝিতে
 পারে প্রভুহিয়া । ভক্তাদীন হন ভক্তগুণ প্রকাশিয়া ॥ রামা-
 নন্দদ্বারে কন্দর্পের দর্পনাশে । দামোদর-দ্বারে নিরপেক্ষ
 পরকাশে ॥ হরিদাসদ্বারে মহিষতা জানাইল । সনাতন রূপ-
 দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল ॥ জিতেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ মহিষতা
 দৈন্য । এ চারি অবধি ব্যক্ত কৈলা শ্রীচৈতন্য ॥ সনাতন
 রূপ দৈন্য না পারি বুঝিতে । মূর্খগণ ইথে তর্ক করে নানা
 মতে ॥ মহাঘোর নরক বাহিতে বার সাধ । সে করুক
 এঁছে কুতর্কাদি অপরাধ ॥ গণসহ সনাতন রূপে কৃপা করি ।
 রামকৈলি হৈতে বাত্রা কৈলা গৌরহরি ॥ সনাতন রূপ
 শ্রীবল্লভ তিন ভাই । যে স্থখে ভাসিল তা' কহিতে সাধ্য
 নাই ॥ কেশব ছত্রীন আদি যত বিজ্ঞগণ । হইল কৃতার্থ
 পাই প্রভুর দর্শন ॥ শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল ।
 অতি-প্রাচীনের যুখে এসব শুনিল ॥ অল্পকালে শ্রীজীবের বুদ্ধি
 চমৎকার । ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে অতি অধিকার ॥ সনাতন
 রূপ ভ্রাতুষ্পুত্রে নিরখিয়া । করে অতি অনুগ্রহ স্নেহ প্রকা-
 শিয়া ॥ শ্রীজীব-চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে । প্রভু-রূপমাধুরী
 গদাই চিন্তা করে ॥ অধ্যাপক স্থানে শাস্ত্র পড়ে নিরন্তর ।
 দেখিয়া সবার অতি প্রসন্ন অন্তর ॥ সবে কহে দেব-অংশে

জনম ইহার । নহিলে কি অল্পকালে এত অধিকার ॥ যৈছে
 সনাতন রূপ বল্লভ সুন্দর । তৈছে শ্রীজীবেরাক মৌন্দর্য্য
 মনোহর ॥ ঐছে কত কহে তাহা বর্ণিতে না পারি । 'এ
 হেন শ্রীজীবের বালাই লৈয়া মরি ॥ সনাতন রূপ মহামন্ত্রী
 সর্ব্বমতে । উপায় স্বজিল মহাবিষয় ছাড়িতে ॥ প্রভুরে
 মিলিতে পুরুষচরণ করিল । প্রভুর সম্বাদহেতু লোক নিযো-
 জিল ॥ পূর্বে পরিজনে পাঠাইলা সাবহিতে । কত চন্দ্রদীপে
 কত ফতয়াদেতে ॥ শ্রীরূপ বল্লভ সহ নৌকায় চাড়িয়া ।
 বহু ধন লৈয়া গৃহে গেলা হর্ষ হৈয়া ॥ বিপ্র বৈষ্ণবাদি সব
 ধন বাঁটি দিল । প্রভু ব্রজে গেলেন শুনয়া যাত্রা কৈল ॥
 বৃন্দাবন হৈতে প্রভু প্রয়াগে আইলা । প্রয়াগে বাইয়া রূপ
 বল্লভ মিলিলা ॥ পবন আনন্দে কৃপা করি গৌরহরি । বহু
 বৃন্দাবনে পাঠাইলা শীঘ্র করি ॥ সনাতন রাজকার্য্য করে
 লোকদ্বারে । আপনি না যায় শাস্ত্র-বিচারয়ে ঘরে ॥ বিশ
 ত্রিশ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতে লইয়া । ভাগবত-বিচারয়ে সভাতে
 বসিয়া ॥ চৈতন্যচরিতামৃতে এসব বর্ণিল । সনাতন কাশী
 গিয়া প্রভুরে মিলিল ॥ সনাতনে বৈছে কৃপা কে বর্ণিতে
 পারে । বার অঙ্গমলা ছাড়ায়েন নিজ-করে ॥ প্রভুপ্রিয় কবি-
 কর্ণপূর গ্রন্থ কৈল । সনাতনে যে প্রসাদ তাহা জানাইল ॥

তথাহি ॥

গৌড়েন্দ্রশ্চ সভাপিভূষণ-মণিস্ত্যক্তা য শ্চান্দ্রাংশ্রিয়ং
 রূপশ্চা গ্রজ এক এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে ।

অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণমরসো বাহ্যাবধূতাকৃতিঃ

শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদামিতি ॥

• তং সনাতনম্পাগতমক্সো-

দৃষ্টপূর্বনতিমাত্রদয়ার্দঃ ।

আলিলিঙ্গ পরিষায়তদোর্ত্যাং

মানুকম্পমথ চম্পকগোরং । ইতি ॥

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা

বুপ্তেতি তাং প্যাপায়িতুং বিশেষ্য ।

কৃপায়তেনাভিসিষেচ নাপ-

স্তত্বেব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥

সনাতনে প্রভু অনুগ্রহ নিরখিয়া । কাশীবাসী ভক্তের
হইল হর্ষ হিয়া ॥ প্রভু-আজ্ঞামতে ব্রজে গেলা সনাতন ।
ব্রজ হৈতে আইলা রূপ না হৈল মিলন ॥ এথা প্রভু নীলা-
চলে আসি কিছু দিনে । রূপ সনাতন লাগি উৎকণ্ঠিত মনে ॥
শ্রীরূপ বল্লভ সহ উল্লাসিত হিয়া । নীলাচল চলে শীঘ্র গোড়-
দেশ দিয়া ॥

শ্রীরূপের অনুজ বল্লভ বিজ্ঞবর । অনুপম নাম খুইল
শ্রীগৌরসুন্দর ॥ রঘুনাথ বিনা যেঁহ অণ্ড নাহি জানে । সদা
মত্ত রঘুনাথ বিগ্রহসেবনে ॥ সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথ চৈতন্য-
গোসাঞি । আপনা মানয়ে ধন্য এছে প্রভু পাই ॥ কি বলিব
বল্লভের মহিমা অশেষ । শ্রীরূপ বল্লভে লৈয়া আইলা গোড়-
দেশ ॥ শ্রীবল্লভ অপ্রকট হৈলা গঙ্গাতীরে । নীলাচলে গেলা

রূপ কিছু দিন পরে ॥ নীলাচলে প্রভু-ভক্তগণের দর্শনে ।
 যে আনন্দ হইল তা' বর্ণিব কোন্ জনে ॥ গণসহ শ্রীচৈতন্য
 অদ্বৈত নিতাই । যে কৃপা করিল রূপে কহি সাধ্য নাই ॥
 কত দিন রহি প্রভু ভক্ত-আড্রাগতে । বৃন্দাবনে চলিলেন
 গোড়দেশ-পথে ॥ গোড়ে যে আছিল অর্থ তাহা আনাইলা ।
 কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বাঁটি দিলা ॥ নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রজে
 করিল গমন । চৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে এ লিখন ॥ বৃন্দাবন
 হৈতে শ্রীগোস্বামী সনাতন । ঝাড়িখণ্ড-পথে কৈলা নীলাদ্রি
 গমন ॥ কিছু দিনে আসি নীলাচলে প্রবেশিলা । সনাতনে
 দেখি প্রভু মহাহর্ষ হৈলা ॥ কি অদ্ভুত স্নেহে সর্বভক্ত মিলা-
 ইল । কিছু দিন রাখি পুনঃ ব্রজে পাঠাইল ॥ বৃন্দাবনে
 সনাতন শ্রীরূপে মিলিলা । চৈতন্যচরিতামৃতে ইহা বিস্তারিলা ॥
 এ দৌহার কৃপালেশ হয় যার প্রতি । তার হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
 পদে রতি ॥ গোস্বামির পুরোহিত বিপ্রেস কুমার । বৃন্দা-
 বনে গেলা কৃপা হইল দৌহার ॥ অথবাঙ্গা ছিল ছাড়ি
 উল্লাসিত মনে । শিষ্য হইলা সনাতনগোস্বামির স্থানে ॥
 অদ্যাপিহ মাড়গ্রামে তাহার সন্তান । প্রভু সনাতন বিনা না
 জানয়ে আন ॥ সনাতন রূপ করুণায় আর্দ্র হৈলা । মথুরা-
 মণ্ডলে লুপ্ততীর্থ ব্যক্ত কৈলা ॥ বৃন্দাবন হইতে শ্রীজীবেরে
 আকর্ষিল । শ্রীজীবগোস্বামী গোড়ে উদ্ভিন্ন হইল ॥ শ্রীজীব-
 গোস্বামী গৈছে গেলা বৃন্দাবন । সে অতি আশ্চর্য্য কিছু
 করি নিবেদন ॥ যে হইতে গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে ।

সেই হৈতে শ্রীজীবের কিবা হৈল মনে ॥ নানা রত্নভূষা পরি-
 ধেয় সুস্বাদাস । অপূর্ব শয়ন-শয্যা ভোজনবিলাস ॥ এ সব
 ছাড়িল কিছু নাহি ভায় চিতে । রাজ্যাদি বিষয়বার্তা না
 পারে শুনিতে ॥ শ্রীজীবের চেষ্ঠা দেখি শিষ্ট-লোকগণে ।
 কেহ কারু প্রতি কহে সন্মোহবচনে ॥ অহে ভাই ! কুমার-
 দেবের পুত্রগণ । তার মধ্যে বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞ তিন জন ॥ সনা-
 তন শ্রীরূপ বল্লভ এই তিন । সর্বত্যাগ করিয়া হইলা উদা-
 সীন ॥ কি অদ্ভুত বৈরাগ্য মমতামাত্র নাই । ঐছে নিরপেক্ষ
 না দেখিয়ে কোন ঠাই ॥ গঙ্গাতীরে বল্লভের হৈল পরলোক ।
 অল্পকালে শ্রীজীব পাইলা মহাশোক ॥ শ্রীজীবের এ হেন
 ঐশ্বর্য্যে নাই মন । কহিতে বিদরে হিয়া হইল যেমন ॥ এক
 দিন তাঁরে মুঞি দেখিছু বিরলে । নিরন্তর ভাসে ছুই নয়নের
 জলে ॥ কেহ কহে অহে ভাই ! এই সত্য হয় । জানিহ
 শ্রীজীবের কৃষ্ণকৃপা স্ননিশ্চয় ॥ অল্পবয়সে অতিগভীর অন্তর ।
 শ্রীমদ্ভাগবতে জানে প্রাণের সোসর ॥ সদা কৃষ্ণকথা-সুখ-
 সমুদ্রে সাঁতারে । অণু কথা কেহ ভয়ে কহিতে না পারে ॥
 এক দিন দেখিল হইয়া অলঙ্কিত । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি হইলা
 মুচ্ছিত ॥

ধরণী-লোটায় ধৈর্য্য ধরন না যায় । মুখ বন্ধ ভাসে ছুই
 নেত্রের ধারায় ॥ করয়ে কতেক খেদ কান্দিয়া কান্দিয়া ।
 দেখিতে সে দশা কার না বিদরে হিয়া ॥ কেহ কহে অহে
 ভাই ! বিচারিছু মনে । শ্রীজীব ছাড়িব ঘর অতি অল্পদিনে ।

কেহ কহে কৈছে এ ভ্রমিব স্কুমার । কেহ কহে অনুরাগ
 প্রবল ইহার ॥ কেহ কহে বিপ্রকুল-প্রদীপ এ হয় । এই
 গেলে হ'বে সব অন্ধকারময় ॥ ঐছে কত কহে সবে ব্যাকুল
 অন্তরে । শ্রীজীবে ছাড়িয়া কেহ নাহি যায় ঘরে ॥ নিরন্তর
 শ্রীজীবের এই চিন্তা মনে । ঘরে হৈতে বাহির হইব কত-
 ক্ষণে ॥ একদিন একাকী বসিয়া সন্ধ্যাকালে । শ্রীনামকীর্তনে
 সিন্ত হয় নেত্রজলে ॥ করয়ে যতন ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ।
 দুই বাহু উর্দ্ধে তুলি কহে বারে বারে ॥ অহে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-
 চৈতন্য নিত্যানন্দ ! । অহে করুণার সিদ্ধু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ! ॥
 অহে রূপাময় শ্রীপ্রভুর প্রিয়গণ ! । মো হেন পতিতে কর
 রূপার ভাজন ॥ ঐছে কত কহে কণ্ঠরুদ্ধ ক্ষণে ক্ষণে ।
 নিশি শেষ হৈল নিদ্রা নাহিক নয়নে ॥ শ্রীভক্তবৎসল প্রভু
 প্রভুর ইচ্ছায় । শ্রীজীব দেখয়ে স্বপ্ন কিঞ্চিৎ নিদ্রায় ॥ রাম-
 কেলিগ্রামে যৈছে দেখিল স্বপনে । সেই রূপ দেখে গৌর-
 চন্দ্র গণমনে ॥ সঙ্কীৰ্ত্তনমধ্যে নৃত্য করে গৌররায় । ব্রহ্মার
 দুর্লভ প্রেমে জগৎ মাতায় ॥ লক্ষ লক্ষ লোক ধাইয়া আইসে
 চারিপাশে । হরি হরি ধ্বনি হয় এ ভূমি আকাশে ॥ ঐছে
 দেখা দিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্ধান । স্বপ্নভঙ্গে জীবের ব্যাকুল
 হৈল প্রাণ ॥ পুনঃ শ্রীজীবেরে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ । শ্রীজীব
 দেখয়ে কিবা অপূর্ব স্বপন ॥ কহিব সে স্বপ্ন পূর্ব কহিয়
 কিঞ্চিৎ । পরম অদ্বুত এই শ্রীজীব-চরিত ॥ শ্রীজীব বালক-
 কালে বালকের সনে । শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি

জানে ॥ কৃষ্ণ বলরাম মূর্তি নির্মাণ করিয়া । করিতেন পূজা
 পুষ্প চন্দনাদি দিয়া ॥ বিবিধ ভূষণ বস্ত্রে শোভা অতিশয় ।
 অনিমিষ-নেত্রে দেখি উল্লাসহৃদয় ॥ কনক-পুতলীপ্রায় পড়ি
 ক্ষিতিতলে । করিতে প্রণাম সিন্ধু হৈলা নেত্রজলে ॥ বিবিধ
 মিক্তান্ন অতিথিতে ভোগ দিয়া । ভুঞ্জিতেন প্রসাদ বালকগণে
 লৈয়া ॥ কৃষ্ণ বলরাম বিনা কিছুই না ভায় । একাকীও দৌহে
 লইয়া নির্জনে খেলায় ॥ শয়ন-সময়ে দৌহে রাখয়ে বক্ষেতে ।
 মাতা পিতা কোতুকেও না পারে লইতে ॥ কৃষ্ণ বলরাম
 প্রতি অতিশয় প্রীত । দেখিয়া বালক-চেষ্টা সবে উল্লাসিত ॥
 চৈতন্য নিতাই তার বাল্যকাল হৈতে । যৈছে প্রেমাধীন
 বাক্ত করয়ে স্বপ্নেতে ॥ হইলা প্রত্যক্ষ প্রভু কৃষ্ণ বলরাম ।
 শ্যাম শুক্লরূপ দৌহে আনন্দের ধাম ॥ দৌহার অদ্ভুত বেশ
 কন্দর্পমোহন । অপের ভঙ্গিতে মত্ত করে ত্রিভুবন ॥ ঐছে
 দৌহে দেখি পুনঃ দেখে গৌরবর্ণ । বলমল করয়ে জিনিয়া
 শুদ্ধ স্বর্ণ ॥ দুহুঁ অঙ্গ-সৌরভে ব্যাপিল ত্রিভুবন ॥ তাহে
 দৈর্ঘ্য ধরে ঐছে নাহি কোন জন ॥ শ্রীজীবের মনে মহা
 হৈল চমৎকার । অনিমিষ-নেত্রে শোভা দেখয়ে দৌহার ॥
 ভাসয়ে দীঘল দুটি নয়নের জলে । লোটাইয়া পড়ে দুই
 প্রভুপদতলে ॥ করুণাসমুদ্রে গৌর নিত্যানন্দরায় । পাদপদ্ম
 দিলেন শ্রীজীবের মাথায় ॥ পরম-বাৎসল্যে পুনঃ করে
 আলিঙ্গন । কহিল অমৃতময় প্রবোধবচন ॥ শ্রীগৌরসুন্দর
 মহাপ্রেমাবিষ্ট হৈয়া । প্রভু-নিত্যানন্দপদে দিল সমর্পিয়া ॥

নিত্যানন্দ শ্রীজীবে কহয়ে বার,বার । 'এই মোর প্রভু হো'ক
সর্বস্ব তোমার ॥ ঐছে প্রভু-অনুগ্রহে পুনঃ প্রণমিতে ।
দৌহে অদর্শন দেখি নারে স্থির হৈতে ॥ নিদ্রাভঙ্গ হৈতে
দেখে নিশি পোহাইল । অধ্যয়ন-ছলে নবদ্বীপে যাত্রা কৈল ॥
চন্দ্রদ্বীপবাসী-লোক বিচারিল মনে । অবশ্য শ্রীজীব যাইবেন
বৃন্দাবনে ॥ শ্রীজীব সঙ্গের লোকে বিদায় করিয়া । ফতেয়া
হইতে চলে এক ভৃত্য লৈয়া ॥ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া পথে কি
অদ্ভুত গতি । শ্রীজীবে দেখিয়া কেহ কহে কারু প্রতি ॥
দেখ দেখ এই কোন্ রাজার কুমার । কনক-চম্পকবর্ণ তনু
মনোহর ॥ কি অপূর্ব বদনমাধুরী প্রাণ হরে । কিবা দীর্ঘ-
নয়ন নাসিকা শোভা করে ॥ কিবা ভুরু ললাট শ্রবণ চারু
কেশ । কিবা গণ্ড গ্রীবা কি অদ্ভুত বক্ষঃদেশ ॥ কিবা হস্ত-
পদ নখাবলী বিলসয় । কিবা ক্ষীণ মধ্য জঙ্ঘ জামু পদদ্বয় ॥

অপূর্ব তুলসীমালা কণ্ঠে স্তব্ধকোমলে । কিবা শুভ্র সূক্ষ্ম
চারু যজ্ঞসূত্র গলে ॥ অহে ভাই ! ইহার বালাই লৈয়া মরি ।
মনে হয় নিরন্তর রাখি নেত্রভরি ॥ কেহ কহে ভাই সব !
ইহারে দেখিয়া । না জানিয়ে আমার কেমন করে হিয়া ॥
কেহ কহে অহে ! ঐছে হয় মোর মন । করিব অবশ্য ইহঁ
সম্মানগ্রহণ ॥ এইরূপ বহে কত ব্যাকুল-হিয়ায় । শ্রীজীব
পরম-প্রেমাবেশে চলি যায় ॥ নবদ্বীপ প্রবেশিতে এই ধ্বনি
হইল । সনাতন শ্রীকৃষ্ণের ডাহুস্পূহ আইল ॥ শ্রীজীবের
চেষ্টা দেখি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত । কিবা জিজ্ঞাসিল তবে হইলা

বিস্মিত ॥ শ্রীজীব শ্রীনবদ্বীপमध्ये প্রবেশিল । দেখি নব-
দ্বীপ-শোভা বিস্ময় হইল ॥ অষ্টকোশ নবদ্বীপ বসতি সুন্দর ।
স্থানে স্থানে বাপী পুষ্পবাটী সরোবর ॥ সুরধুনী-তীর বন
পুলিন দেখিয়া । কে আছে এমন যার না জুড়ায় হিয়া ॥
শ্রীজীব বিহ্বল হৈয়া করয়ে গমন । সেই পথে আইসে বৈষ্ণব
কত জন ॥ শ্রীজীব দেখিয়া সবে মনের উল্লাসে । শীঘ্র
গেলা শ্রীপণ্ডিত শ্রীবাস-অবাসে ॥ নিত্যানন্দপ্রভু তথা প্রিয়-
গণসঙ্গে । বসিয়া আছেন মহাপ্রেমানন্দরঙ্গে ॥ শ্রীবাস-
পণ্ডিতে প্রভু হাসিয়া কহয় । শ্রীজীব আসিব মোর মনে হেন
লয় ॥ প্রভু-আগে সে বৈষ্ণব কহে ধীরে ধীরে । শ্রীজীব
আইলা প্রভু-ভবন-বাহিরে ॥ শুনি নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত
হৈলা । শ্রীজীবেরে শীঘ্র লোকদ্বারে আনাইলা ॥ শ্রীজীব
অধৈর্য্য হইলা প্রভুর দর্শনে । নিবারিতে নারে অশ্রদ্ধারা
ছু'নয়নে ॥ করয়ে যতেক দৈগ্ধ কহনে না যায় । লোটা'ইয়া
পড়ে প্রভু-নিত্যানন্দপায় ॥ নিত্যানন্দপ্রভু মহাবাৎসল্যে
বিহ্বল । ধরিল শ্রীজীব-মাথে চরণযুগল ॥ শ্রীজীবেরে অনুগ্রহ
সীমা প্রকাশিলা । ভূমি হৈতে তুলি দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥
প্রভু প্রেমাবেশে কহে তোমার নিমিত্তে । আইলাম শীঘ্র
এথা খড়দহ হৈতে ॥ এছে কত কহি শ্রীজীবেরে স্থির
কৈলা । শ্রীবাসাদি ভক্ত অনুগ্রহ করাইলা ॥ নিকটে রাখিয়া
অতি আনন্দহিয়ায় । শ্রীজীব পশ্চিমদেশে করয়ে বিদায় ॥
বিদায়ের কালে মহাব্যাকুল হইলা । শ্রীজীব শ্রীনিত্যানন্দপদে

প্রণমিলা ॥ শ্রীজীবমস্তকে প্রভু অর্পিয়া চরণ । করিয়া
 কতেক স্নেহ কৈল আলিঙ্গন ॥ প্রভু কহে শীঘ্র ব্রজে করহ
 প্রয়াণ । তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থান ॥ শ্রীজীব
 করিলা যাত্রা প্রভু-আজ্ঞা পাঞা । সর্বভক্তগণের ত্রিচরণ
 বন্দিঞা ॥ শ্রীবাস-পণ্ডিত আদি ভাগবতগণ । শ্রীজীবে যে
 স্নেহ কৈল না হয় বর্ণন ॥ নবদ্বীপ হইতে পরমানন্দ মনে ।
 শ্রীজীবগোস্বামী কাশী গেলা কত দিনে ॥ তাঁহা রহে শ্রীমধু-
 সূদন-বাচস্পতি । সর্বশাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি ॥
 তেঁহ শ্রীজীবেরে দেখি অতিস্নেহ কৈলা । কত দিন রাখি
 বেদান্তাদি পড়াইলা ॥ শ্রীজীবের বিদ্যাবল দেখি বাচস্পতি ।
 যে আনন্দ হৈল তাহা কহি কি শক্তি ॥ কাশীতে শ্রীজীবেরে
 প্রশংসে সর্বটাই । ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহ নাই ॥
 কাশী হৈতে শ্রীজীব গেলেন বৃন্দাবন । তথা অনুগ্রহ কৈলা
 রূপ সনাতন ॥ সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ তিন ভাই । এ তিনের
 চরিত্র বর্ণিতে অন্ত নাই ॥ রঘুনাথদাস শ্রীপুরুষোত্তম হৈতে ।
 বৃন্দাবন গেল যৈছে না পারি কহিতে ॥ সনাতন রূপ রঘু-
 নাথ এই তিনে । রঘুনাথ চেক্টাদিক বিদিত ভূবনে ॥

তথাহি লঘুতোষণ্যাং ॥

আদিঃ শ্রীল-সনাতনসুদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ

শ্রীমদ্বল্লভনামধেয়বলিতো নির্বেদ্য যে রাজ্যতঃ ।

আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ

সাত্ৰাজ্যং থলু ভেজিরে মুরহরপ্রোমাখ্যভক্তিপ্রিয়ে ॥ ১০ ॥

যঃ সৰ্বাবরজঃ পিতা মম সতু শ্রীরাম-মাসে দিবান্
 গঙ্গায়্যাং দ্রুতগগ্ৰজৌ পুনরমু বৃন্দাবনং সঙ্গতো ।
 যাভ্যাং মাথুরগুপ্ততীর্থনিবহো ব্যক্তীকৃতো ভক্তির-
 পুচ্চৈঃ শ্রীভজরাজনন্দনগতা সৰ্বত্রসম্বন্ধিতা ॥ ১১ ॥
 যন্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
 কৃষ্ণপ্রেম-মহার্ণবোশ্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দীব্যতি ।
 দৃষ্টান্তপ্রকরপ্রভাভরমতীতৈ্যবানয়োদ্রাজতো-
 স্তল্যস্তদ্বপদং মতস্তিভুবনে শাস্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ ॥ ১২ ॥

সনাতন রূপ বিলসয়ে বৃন্দাবনে । ছুহুঁ মনোবৃত্তি কৃষ্ণ
 বিনা কেবা জানে ॥ সনাতন রূপে মহা অনুগ্রহ কৈলা ।
 গোপাল বালক-ছলে সাক্ষাৎ হইলা ॥ দিলেন অপূৰ্ব্ব ক্ষীর
 কহিতে কি আর । সনাতন রূপের সুখের নাহি পার ॥ হেন
 সনাতন রূপ প্রভুর আজ্ঞাতে । বর্ণিল যতেক তাহা ব্যাপিল
 জগতে ॥ শ্রীরূপ শ্রীহংসদূত আদি গ্রন্থ কৈলা । সনাতন
 ভাগবতামৃতাদি বর্ণিলা ॥ শ্রীবৈষ্ণবতোষণী করিয়া সনাতন ।
 শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন ॥ আজ্ঞা পাঞা
 জীব লঘুতোষণী করিলা । যৈছে করিলেন তাহা তথাই
 লিখিলা ॥ চৌদশত সপ্ত ছয়ে সম্পূর্ণ বৃহৎ । পনরশত
 চারিশকে লঘু সুসম্মত ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

গোপালবালকব্যাজাদয়য়োঃ সাক্ষাদ্ভুব হ ।

সাক্ষাচ্ছ্রীযুত-গোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া ॥ ১৩ ॥

তয়োরনুজস্বক্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকং ।
 শ্রীমদ্রুকবসন্দেশশ্চন্দোহর্কাদশকং তথা ॥ ১৪ ॥
 স্তবশ্রোংকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী ।
 প্রেমেন্দুমাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ স্প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৫ ॥
 বিদম্ভ-ললিতাগ্রাধ্য-মাধবং নাটকদ্বয়ং ।
 ভাগিকা-দানকেল্যাথ্য রসামৃতযুগং পুনঃ ॥ ১৬ ॥
 মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা ।
 সঙ্ক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতেচ সংগ্রহাঃ ॥ ১৭ ॥
 তথাগ্রজকৃতেশ্বর্গ্যঃ শ্রীল-ভাগবতামৃতং ।
 হরিতত্ত্ববিলাসশ্চ তট্টীক। দিক্প্রদর্শিনী ॥ ১৮ ॥
 লীলাস্তবষ্টিপ্লনীচ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী ।
 বা সঙ্ক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্জয়া ॥ ১৯ ॥
 অবুদ্ধা বুদ্ধা বা যদিহ ময়কালেখি সহসা
 তথা যদ্বাচ্ছেদিদ্রয়মপি সहेরন্ পরমমী ।
 অহো কিম্বা যদযন্মনসি মম বিষ্ণোরিতমভূ-
 দমীভিস্তন্মাত্রং যদি বলমলং শঙ্কিতকুলৈঃ ॥ ২০ ॥
 শকে ষট্‌সপ্ততিমনো পূর্ণেণ টিপ্লনী শুভা ॥ ১৪৭৬ ॥
 সঙ্ক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপট্টকগণিতে তথা ॥ ১৫০৪ ॥ ২১ ॥
 এই ত কহিল গোস্বামির গ্রন্থগণ । পুনঃ বিবরিয়া কহি
 করহ শ্রবণ ॥ শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস-অধিকারী । তিঁহ
 নিজ-গ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারি ॥ সনাতনগোস্বামির গ্রন্থ-
 চতুর্কয় । টীকাসহ ভাগবতামৃত-খণ্ডদ্বয় ॥ ১ ॥ হরিতত্ত্ব-

বিলাসটীকা দিক্‌প্রদর্শিনী । ২ । বৈষ্ণবতোষণী নাম দশম-
টিপ্পনী ॥ ৩ ॥ লীলাস্তুব দশমচরিত যারে কয় । সনাতন-
গোঁস্বামির এই চতুর্কয় ॥ ৪ ॥

তথাহি ॥

তয়োর্জ্যেষ্ঠশ্চ কৃতিষু শ্রীসনাতননামিনঃ ।

সিদ্ধান্তগ্রন্থসন্দোহাল্লেক্সোল্লেক্সো বিন্দীয়তে ॥

প্রথমাদিদ্বয়ং খণ্ডযুগ্মং ভাগবতামৃতং ।

হরিভক্তিবিলাসশ্চ তটীকা-দিক্‌প্রদর্শিনী ॥

লীলাস্তুব-টিপ্পনীচ নাম্না বৈষ্ণবতোষণী ॥

শ্রীরূপগোস্বামী গ্রন্থ মোড়শ করিল । লীলা সহ সিদ্ধা-
স্তের সীমা প্রকাশিল ॥ কাব্য হংসদূত আর উদ্ধবসন্দেশ ।
কৃষ্ণজন্মতিথি বিধি বিধান অশেষ ॥ ৩ ॥

গণোদ্দেশদীপিকা বৃহৎ-লঘুদ্বয় । স্তবমালা বিদ্যমাধব
রসময় ॥ ৭ ॥

ললিতমাধব বিশ্রলস্তের অবধি । দানলীলাকৌমুদী আনন্দ-
মহোদধি ॥ দানকেলিকৌমুদী বিদিত এই নাম । ভক্তিরমা-
মৃতসিন্ধু গ্রন্থ অনুপম ॥ ৯ ॥

শ্রীউজ্জলনীলমণি গ্রন্থ রসপুর । প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা-
গ্রন্থ স্নমধুর ॥ ১২ ॥

মথুরামহিমা পদ্যাবলী এ বিদিত । নাটকচন্দ্রিকা লঘু-
ভাগবতামৃত ॥ ১৬ ॥

বৈষ্ণব-ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল । কৃষ্ণদাসকবিরাজে

বিস্তারিতে দিল ॥ অষ্টকাললীলা তা'তে অতিরসায়ন ।
ভাগ্যবন্ত জন সে করয়ে আশ্বাদন ॥ সজ্জেকপে করিল আর
বিরুদ্ লক্ষণ । গ্রন্থের গণনামধ্যে না কৈল গণন ॥ গোবিন্দ-
বিরুদাবলী লক্ষণ তাহার । দৌহে এক এ হেতু লক্ষণে এ
প্রচার ॥

তথাহি ॥

তয়োরনুজস্মৈষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকং ।

শ্রীমদ্বৃদ্ধবসন্দেশঃ কৃষ্ণজন্মতিথের্বিধিঃ ॥

বহুল্লঘুতয়া খ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা ।

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াপাক্ত স্তবমালা মনোহরা ॥

বিদম্ভমাধবঃ খ্যাতস্তথা ললিতমাধবঃ ।

দানলীলাকৌমুদীচ তথা ভক্তিরসামৃতং ॥

উজ্জ্বলাখ্যো নীলমণিঃ প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা ।

মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা ॥

সজ্জিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতেচ সংগ্রহাঃ ॥

গোপালবালকব্যাজাদ্যয়োঃ মাক্ষাদভূব হ ।

নন্দাত্মজঃ স গোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া ॥

এই ত মধ্যমগোশ্বামির গ্রন্থগণ । তার মধ্যে কহি স্তব-
মালাবিবরণ ॥ পৃথক্ পৃথক্ স্তব গোশ্বামী বর্ণিল । শ্রীজীব-
সংগ্রহে স্তবমালা নাম হৈল ॥

তথাহি তৎকৃতপদ্যং ॥

শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃত্য কৃত্য ।

সুবমালামুজীবেন জীবেন সমগৃহত ॥

রঘুনাথদাম-গোশ্বামির গ্রন্থত্রয় । সুবমালা নাম সুবাবলী
যারে কয় ॥ ১ ॥ শ্রীদানচরিত মুক্তাচরিত মধুর । বাহার
শ্রবণে মহাছুঃখ হয় দূর ॥ ৩ ॥

তথাহি ॥

রঘুনাথভিধেয়স্য তয়োর্মিত্রমীশ্বরঃ ।

সুবমালা-দানমুক্তাচরিতং কৃতিষ্টিতং ॥

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত । হরিনামায়তব্যাক-
রণ দিব্য রীতি ॥ ১ ॥ সূত্রমালিকা ধাতুসংগ্রহ স্বপ্রকার । ৩ ।
কৃষ্ণার্চাদীপিকাগ্রন্থ অতিচমৎকার ॥ ৪ ॥ গোপালবিরুদা-
বলী রসায়নশেষ । ৬ । শ্রীমাধবমহোৎসব সর্বাংশে বিশেষ ॥ ৭ ॥
শ্রীসঙ্কল্প কল্পবৃক্ষগ্রন্থ এ প্রচার । ৮ । ভাবার্থসূচকচম্পু অতি-
চমৎকার ॥ ৯ ॥ গোপালতাপনী টীকা ব্রহ্মসংহিতার । ১১ ।
রসায়নটীকা শ্রীউজ্জ্বলটীকা আর ॥ ১৩ ॥ যোগদার-সুবের
টীকাতে স্মরণতি । ১৪ । অগ্নিপুராণগ্রন্থ শ্রীগায়ত্রী ভাষ্য
তথি ॥ ১৫ ॥ পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন । ১৬ । শ্রীরা-
ধিকার-পদস্থিত চিহ্ন ভিন্ন ॥ ১৭ ॥ গোপালচম্পু পূর্ব উত্তর
বিভাগেতে । ১৮ । বর্ণিলেন কি অদ্ভুত বিদিত জগতে ॥ সপ্ত
সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবতরীতি । তত্ত্ব ভগবৎ পরমাত্ম কৃষ্ণভক্তি-
প্রীতি ॥ ৬ ॥ এই ছয় ক্রমসন্দর্ভ সপ্ত হয় । ৭ । প্রয়োজ-
নাভিধেয় সম্বন্ধ ইথে ত্রয় ॥ ২৫ ॥

তথাহি ॥

শ্রীমদ্বল্লভপুত্র-শ্রীজীবন্ত কৃতিষূদ্যতে ।

শব্দানুশাসনং নান্না হরিনামায়ুতং তথা ॥

তৎসূত্রমালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ ।

কৃষার্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপলবিরুদাবলী ॥

রসায়ুতশ্চ শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ ।

সঙ্কল্প-কল্পরক্ষো যশ্চম্পূর্ত্তাবার্থসূচকঃ ॥

টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ ।

রসায়ুতশ্চোজ্জ্বলশ্চ যোগমার-স্তবশ্চ ॥

তথা চার্মিপুরণস্থ-গায়ত্রীবিবৃতিরপি ।

শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তানামথাপিচ ॥

লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্বন্দ্বাবনেশ্বরী ।

তস্তাঃ কর-পদস্থানাং চিহ্নানাপ্য সমাহৃতিঃ ॥

পূর্বোক্তরত্নতয়া চম্পূদ্বয়ী যাচ ত্রয়ী ত্রয়ী ।

মন্দর্ভাঃ সপ্ত বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতশ্চ বৈ ॥

তদ্বাখ্যো ভগবৎসংস্কৃতঃ পরমাত্মাখ্য এবচ ।

কৃষ্ণভাক্তপ্রীতিসংস্কৃতঃ ক্রমাখ্যঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ ॥

সম্বন্ধশ্চ বিদ্যেশ্চ প্রয়োজনমিতি ত্রয়ং ।

হস্তামলকবৈবন্ত সত্তিরাদৈঃ প্রকাশিতং । ইত্যাদয়ঃ ॥

এই ত কহিল চারি গোস্বামির বর্ণন । ঐছে বহু বর্ণিলা

অন্য ভক্তগণ ॥ এসব গ্রন্থের মর্ম্ম সে বুঝিতে পারে ।

ভক্তিরত্নাকর অন্যগ্রন্থ হৈল নায়ে ॥ বেদ পুরাণেতে গায়

ভক্তির বড়াই । ভক্তিবলে ভক্তের অসাধ্য কিছু নাই ॥
 ভক্তির মহিমা বেদ পুরাণে বাখানে । ভক্তির মহিমা সে
 জানয়ে ভক্তজনে ॥ অহে বন্ধুগণ মুঞি এই ভিক্ষা চাও ।
 সদা ভক্তি ভক্তের মহিমা যেন গাও ॥ ভক্ত-ভক্তিদেবী মহা-
 পামণ্ডির গণ । এ সবার স্পর্শ যেন না হয় কখন ॥ জয় বাজ্রা-
 কল্পতরু গৌরভক্তগণ ! । কৃপা কর শ্রীনিবাসপদে রহু
 মন ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য-ঠাকুর গুণমণি । যাঁর ভক্তিদানে ধন্য
 মানয়ে ধরণী ॥ গোড় নীলাচল বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস । আপনার
 মনোরুতি করিলা প্রকাশ ॥ যদি মোর ভাগ্য থাকে হইবে
 বিস্তার । এবে সূত্ররূপে কহি জন্মাদিক তাঁর ॥ (শ্রীচাণ্ডি-
 নামে গ্রাম সুরধুনীতীরে । তথাই জন্মিলা বিপ্র-চৈতন্যের
 ঘরে ॥ শ্রীচূড়াকরণ আদি তথাই হইল । অল্পে ব্যাকরণ
 আদি অধ্যয়ন কৈল ॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রগুণ শুনি প্রেমাবেশে ।
 শ্রীখণ্ড হইয়া ক্ষেত্রে চলয়ে উল্লাসে ॥) নীলাচলে শ্রীচৈতন্য-
 চন্দ্রগণসনে । করিব দর্শন এই অভিলাষ মনে ॥ কত দূরে
 শুনি শ্রীচৈতন্য-সঙ্গোপন । ঐছে হইল দেহে যেন না রহে
 জীবন ॥ শ্রীভক্তবৎসল প্রভু ভক্ত-প্রাণনাথ । অতিশীঘ্র স্বপ্ন-
 ছলে হইলা সাক্ষাৎ ॥ করিল প্রবোধ সে প্রভুর আজ্ঞা
 পাঞা । দেখে প্রভু শ্রিয়গণে নীলাচলে যাঞা ॥ তথা
 প্রভুপার্বদ পরমকৃপা কৈলা । তাঁ' সবার আজ্ঞামতে গোড়-
 দেশে আইলা ॥ সতত ব্যাকুল হিয়া নায়ে প্রবোধিতে ।
 প্রবঃ নীলাচল চলে শ্রীখণ্ড হইতে ॥ জাজপুর আগে গিয়া

করিল প্রবণ । গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী সঙ্গোপন ॥ মুচ্ছিত
 হইয়া ভূমে পড়ি গড়ি যায় । করয়ে ক্রন্দন শুনি পাষণ
 মিলায় ॥ স্বপ্ন-ছলে পণ্ডিত-গোসাঞি প্রবোধিলা । তথা
 হইতে পুনঃ গোড়দেশেতে চলিলা ॥ ক্ষিপ্তপ্রায় যেখানে
 সেখানে বসি রয় । মনের উদ্বেগ কারে কিছুই না কয় ॥
 একদিন গোড়পথে করিতে গমন । শুনিলেন নিত্যানন্দাঈত-
 সঙ্গোপন ॥ হইলেন যৈছে তাহা কে পারে কহিতে । ত্যজিব
 জীবন এই দঢ়াইল চিতে ॥ স্বপ্ন-ছলে দুই প্রভু দিয়া দরশন ।
 প্রবোধিল স্নেহে কহি মধুর বচন ॥ প্রভাতে উঠিয়া গোড়ে
 গমন করিলা । নবদ্বীপ আদি যত সর্বত্র ভ্রমিলা ॥ ক্রীতগু
 হইয়া শীঘ্র বৃন্দাবন গেলা । শ্রীগোপালভট্ট-পদে আত্মসম-
 র্পিলা ॥ নরোত্তমসঙ্গে তথা হইল মিলন । গোস্বামিগণের
 গ্রন্থ কৈল অধ্যয়ন ॥ সে সকল গ্রন্থরত্ন প্রদান করিতে ।
 আইলেন গোড়ে সব গোস্বামী-আজ্ঞাতে ॥ বনবিষ্ণুপুরে
 রাজা গ্রন্থ চুরি কৈল । গ্রন্থ দিয়া পাদপদ্মে আত্মসমর্পিলা ॥
 শ্রীসরকার-ঠাকুর বিবাহ করাইলা । কিছু দিন পরে পুনঃ
 বৃন্দাবনে গেলা ॥ পুনঃ বৃন্দাবন হৈতে আইলা গোড়দেশ ।
 নরোত্তম সহ স্তম্ব বাটল অশেষ ॥ প্রভু-বীরচন্দ্র মহা অনু-
 গ্রহ কৈলা । দিবা নিশি সঙ্কীৰ্ত্তনরসে মগ্ন হৈলা ॥ ভক্তি-
 গ্রন্থরত্ন দান করিলা সর্বত্র । পাষণ্ড পামর যত হইলা
 পবিত্র ॥ করিলা যতক শিষ্য সে সব সহিতে । হইলা
 উল্লাসে ভক্তিরস আবাদিতে ॥ গোড়দেশে অশেষ আনন্দ

প্রকাশিলা । পুনঃ কত দিন পরে বৃন্দাবনে গেলা ॥ গোড়
বৃন্দাবনভূমি গমনাগমন । এ সব শ্রবণে হয় বাঞ্ছিতপূরণ ॥
কহিলাম সূত্র কিছু হইবে বিস্তার । কৃপা করি শ্রোতাগণ !
কর অঙ্গীকার ॥ মুঞি অতি অজ্ঞ কাব্যকৌশল না জানি ।
যেন তেন মতে ভক্তচরিত্র বাখানি ॥ কুতর্কি তৎপরগণে
পরিহরি দূরে । নিরন্তর ডুব এই ভক্তিরত্নাকরে ॥ শ্রীনিবাস-
আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি । ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে মঙ্গলাচরণে নানাপ্রস-
ঙ্গানুকথনে শ্রীনিবাসাচার্য্য-জন্মাদিসূত্রবর্ণনং নাম প্রথমস্তরঙ্গঃ
সমাপ্তঃ ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

ভক্তিরত্নাকর ।

দ্বিতীয় তরঙ্গ ।

—:~::~:—

জয় জয় গৌর-কৃষ্ণ ভুবনমোহন । নদীয়ার নাথ ভক্ত-
জনের জীবন ॥ জয় জয় নিত্যানন্দ দেব হলধর । জয় জয়
শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য ঈশ্বর ॥ জয় জয় গদাধর-পণ্ডিত শ্রীবাস ।
জয় শ্রীশ্বরূপ বক্রেশ্বর হরিদাস ॥ জয় বামুদেব সার্বভৌম
বৃহস্পতি । জয় রায় রামানন্দ রসের মুরতি ॥ জয় পুণ্ডরীক
বিদ্যানিধি-মহাশয় । জয় শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিত সঞ্জয় ॥ জয়
বিদ্যাবাচস্পতি জগতে প্রচার । জয় জয় চক্রবর্তী শ্রীনাথ
উদার ॥ জয় গদাধরদাস দাস নরহরি । জয় শ্রীমুকুন্দ প্রেম-
ভক্তি-অধিকারী ॥ জয় বামুদেব গৌরীদাস ধনঞ্জয় । জয় বন-
মালী শ্রীগরুড়-মহাশয় ॥ জয় জয় বল্লভ-আচার্য্য সনাতন । জয়
হরিদাস-দ্বিজ আচার্য্যনন্দন ॥ জয় জয় রূপ সনাতন দয়াময় ।
জয় শ্রীগোপালভট্ট প্রেমের অলয় ॥ জয় রঘুনাথভট্ট রঘুনাথ-
দাস । জয় শ্রীমজ্জীব যাঁর অদ্বুতনিলাস ॥ জয় শ্রীভূ-
গর্ত্ত লোকনাথ ষষ্ঠীধর । জয় শ্রীবুদ্ধিমিশ্র শ্রীচন্দ্রশেখর ॥
জয় কাশীমিশ্র গোপীকান্ত ভগবান্ । জয় শ্রীহৃদয়ানন্দ
কমলনয়ন ॥ জয় জগন্নাথসেন শ্রীমধুসূদন । জয় সেন-

চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন ॥ জয় শ্রীসারঙ্গ অভিন্নানুগুণমণি । জয়
 শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন-প্রেমথনি ॥ জয় কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-মহাশয় ।
 জয় শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস প্রেমময় ॥ জয় শ্রীঠাকুর-মহাশয়
 নরোত্তম । জয় শ্যামানন্দ ভক্তিমূর্ত্তি মনোরম ॥ জয় জয়
 শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তগণ । সবে প্রেমভক্তি-দাতা পতিত-
 পাবন ॥ অনন্ত চৈতন্যভক্ত-চরিত্র অপার । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র
 সর্বস্ব সবার ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয় । এবে
 বা' কহিব শুন হইয়া সদয় ॥ ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী শ্রীচাখন্দি-
 গ্রাম । তথা বৈসে বিপ্র-শ্রীচৈতন্যদাস নাম ॥ পূর্বের গঙ্গা-
 ধর-ভট্টাচার্য্যখ্য ইহার । এ নান হইল যৈছে শুন সে
 প্রকার ॥ নবদ্বীপচন্দ্র গৌর গুণের সাগর । গঙ্গসহ নদীয়া
 বিহরে নিরন্তর ॥ প্রকারে সকলে জানাইয়া মনঃকথা ।
 কণ্টকনগরে আইলা শ্রীভারতী যথা ॥ সন্ন্যাসগ্রহণ করি-
 বেন গৌররায় । হইল সর্বত্র ধ্বনি শুনি লোকে ধায় ॥
 কি বালক যুবা বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষগণ । হইল মোহিত করি
 গৌরানন্দদর্শন ॥ শ্রীচারু চাঁচরকেশ-পানে সবে চাঞা । চিত্রের
 পুতলিপ্রায় রহে দাণ্ডাইঞা ॥ স্ত্রী পুরুষগণের মনেতে হয়
 ভীত । তাহা একমুখে বা কহিবে কেবা কত ॥ অন্তর্দামী
 গৌরচন্দ্র কহে সবা প্রতি । আশীর্ব্বাদ কর কৃষ্ণ হউক
 ভকতি ॥ ঐছে কহি রহে প্রভু ভারতীর ঠাই । ভারতীরে
 কহে বিলম্বের কার্য্য নাই ॥ ভারতী ব্যাকুল কিছু না পারে
 কহিতে । নাপিত আইল তথা প্রভুর আজ্ঞাতে ॥ আজ্ঞা না

লজিয়া প্রণমিয়া পদতলে । শ্রীমন্তকে হস্ত দিয়া ভাগে নেত্র-
জলে ॥ শ্রীশিখা মুগুন করি প্রভুর ইচ্ছায় । কি কৈনু কি
কৈনু বলি ভূমিতে লোটায় ॥ শ্রীমন্তকে দেখি শ্রীশিখার
অদর্শন । চতুর্দিকে লোক সব করয়ে ক্রন্দন ॥ ক্ষিতি সিন্ধু
অসম্ভ্য লোকের নেত্রজলে । কেহ কিছু না শুনে ক্রন্দন-
কোলাহলে ॥ কিবা স্ত্রী পুরুষ ধৈর্য্য ধরিতে না পারে । শিরে
করাঘাত করি নিন্দে বিধাতারে ॥ গঙ্গাধর-ভট্টাচার্য্য ছিলেন
তথায় । প্রভুর সন্ন্যাস দেখি কান্দে উভরায় ॥ সিন্ধু হইলা
বিপ্র দুই নয়নের জলে । মুচ্ছাপন্ন হইয়া পড়িল ভূমিতলে ॥
প্রভুর ইচ্ছায় মাত্র রহিল জীবন । কতক্ষণ পরে কিছু পাইল
চেতন ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম প্রভুর হইল । শ্রীচৈতন্যনাম বিপ্র-
কর্ণে প্রবেশিল ॥ শ্রীচৈতন্য নাম বিপ্র লয় বার বার । নিরন্তর
দুই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ কণ্টকনগরে স্থির হইতে না
পারে । চলিলেন ক্ষিপ্তপ্রায় গঙ্গা-তীরে তীরে ॥ চৈতন্য
চৈতন্য বলি ডাকয়ে সদায় । স্নান ভোজনাদি ক্রিয়া কিছু
নাহি ভায় ॥ এইরূপে চাখন্দিগ্রামেতে প্রবেশিলা । গঙ্গাধরে
দেখি সবে বিস্ময় হইলা ॥ কিছু দূরে থাকি অতিসাত্ত্বিক
ব্রাহ্মণ । গঙ্গাধর-ভট্টাচার্য্যে করে নিরীক্ষণ ॥ কেহ কারু প্রতি
কহে এবা কি আশ্চর্য্য । হইলেন ক্ষিপ্ত গঙ্গাধর-ভট্টাচার্য্য ॥

কেহ কহে ইহঁ ক্ষিপ্ত হইলা যে নিমিত্তে । তাহা কিছু
জানি আগি শুন একচিত্তে ॥ ঈশ্বরংশ নিমাই-পাণ্ডিত নদী-
য়ার । পরমসুন্দর সূর্য্যসম তেজঃ য়ার ॥ তাঁহার প্রভাব

অতি-বিদিত সংসারে । গৃহ ছাড়ি আইলা তিঁহ কণ্টক-
নগরে ॥ পরম অপূর্ব বেশ কন্দর্পমোহন । তাহা ত্যাগ
করি কৈল সম্যাসগ্রহণ ॥ শ্রীকেশবভারতী সম্যাস করাইলা ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম পণ্ডিতের ধুইলা ॥ দেখিয়া সম্যাস কেহ
ধৈর্য্য নাহি বাঞ্চে । চতুর্দিকে ব্যাকুল হইয়া লোক কান্দে ॥
রহিয়া গগন-পথে কান্দে দেবগণ । বিনা মেঘে বৃষ্টি লোক
তর্কিল তখন ॥ গঙ্গাধর অধৈর্য্য সে কেশ অদর্শনে । হা
চৈতন্য বলি ক্ষিপ্ত হৈলা সেই ক্ষণে ॥ সর্বক্রিয়া-রহিত
সদাই ঝরে আঁখি । কিরূপে হইবে ভাল উপায় না দেখি ॥
কেহ কহে ইহঁ চৈতন্যের দাস হয় । চৈতন্য করিবে ভাল
এই মনে লয় ॥ ঐছে কত কহি গঙ্গাধর-বিপ্রবরে । শ্রীচৈতন্য-
দাস বলি ডাকে বারে বারে ॥ শ্রীচৈতন্যদাস নাম শুনি
আপনার । করয়ে উত্তর চিত্তে হর্ষ অনিবার ॥ গঙ্গাধর
পূর্ব নাম কেহ নাহি কয় । শ্রীচৈতন্যদাস বলি সকলে
ডাকয় ॥ এইরূপে হৈল নাম শ্রীচৈতন্যদাস । কত দিনে
স্থির হৈয়া কৈল গ্রামে বাস ॥ চাখন্দিগ্রামের অতিপ্রাচীন
ব্রাহ্মণ । তাঁর মুখে এ সকল করিল শ্রবণ ॥ (চৈতন্যদাসের
অলৌকিক ভক্তিক্রিয়া । তৈছে তাঁর পত্নী পতিব্রতা লক্ষ্মী-
প্রিয়া ॥ অপুত্রক কিন্তু নাই কোনই বাসনা । প্রভুর
ইচ্ছাতে হৈল পুত্রের কামনা ॥ শ্রীচৈতন্যদাস-বিপ্র কহে
পত্নী স্থানে । অকস্মাৎ পুত্রের কামনা হৈল কেনে ॥ হয়েছে
উদ্বিগ্ন চিত্ত পুত্রের লাগিয়া । কিরূপে হইব স্থির কহ বিচা-

রিয়া ॥ লক্ষ্মীপ্রিয়া কহে শীঘ্র চল নীলাচল । প্রভুর দর্শনে
 পূর্ণ হইবে সকল ॥ ইহা শুনি চৈতন্যদাসের হর্ষ হিয়া ।
 চলিলেন শীঘ্র দৌহে যাজিগ্রাম দিয়া ॥ যাজিগ্রামে বলরাম-
 বিপ্রের বসতি । শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা অতিশুদ্ধ রীতি ॥
 দুই চারি দিবস রহিলা সেই খানে । তথা হৈতে যাত্রা কৈলা
 অতিশুভক্ষণে ॥ কন্যা জামতারে বিপ্র করিলা বিদায় ।
 কহিলা কাতরে প্রণমিতে প্রভুপায় ॥ শ্রীচৈতন্যদাস-বিপ্র
 আনন্দে বিহ্বল । বিদায়-সময়ে দেখে পরম-মঙ্গল ॥ নীলা-
 চল যাইতে বহু লোক-গতাগতি । চলিলেন দৌহে হৈল
 অপূর্ব সঙ্গতি ॥ একদিন রাতে শ্রী পুরুষ দুই জন । করয়ে
 অনেক খেদ করিয়া ক্রন্দন ॥ এ হেন মনুষ্য জন্ম হেলে
 হারাইলু । প্রভুপাদপদ্ম কহু স্মরণ না কৈলু ॥ হেন ভাগ্য
 হ'বে কি দেখিব নেত্রভরি । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথের মাধুরী ॥
 এঁছে বহু কহি বিপ্র করিলা শয়ন । নিদ্রাচ্ছলে দেখে স্বপ্নে
 অপূর্ব স্বপন ॥) কিশোর বয়স্ শ্যামসুন্দর স্বরূপ । ত্রিভঙ্গ-
 ভঙ্গিমা কোটি কন্দর্পের ভূপ ॥ শিরে শিখিপাখা পরিধেয়
 পীতাম্বর । শ্রীমুখের শোভা জিনি কোটি সুধাকর ॥ ভূষণে
 ভূষিত অঙ্গ চন্দনে চর্চিত । বাজায় মুরলী বা'তে জগৎ
 মোহিত ॥ এঁছে দেখি পুনঃ তাঁরে দেখে গৌরবর্ণ । ঝলমল
 করয়ে জিনিয়া শুদ্ধবর্ণ ॥ রক্তপ্রান্ত মেঘবর্ণ বস্ত্র পরিধান ।
 আর সব পূর্বমত রসের নিধান ॥ পুনঃ গৌরবিগ্রহ নিরীখে
 অন্য বেশ । দণ্ড কমণ্ডলুদারী শিরে শৃঙ্গকেশ ॥ পুনঃ তাঁরে

দেখে শ্যামমূর্তি মনোহর । পদ্মপত্রপ্রায় নেত্র পরমসুন্দর ॥
 বলভদ্র স্তম্ভদ্রা সহিত বিলসয় । ব্রহ্মাদি করয়ে স্তব আনন্দ-
 হৃদয় ॥ ঐছে বহু রহস্য দেখয়ে বিপ্রবর । অকস্মাৎ নিদ্রা-
 ভঙ্গে ব্যাকুল অন্তর ॥ লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রবোধ করিলা নানা-
 মতে । মনের আনন্দে বিপ্র চলিলা প্রভাতে ॥ কত দিনে
 নীলাচলে উত্তরিলা গিয়া । প্রভুর দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত
 হিয়া ॥ অন্তর্ধামী প্রভু সেই সিংহদ্বার-পথে । আইসেন
 নিজ-প্রিয়পরিকর সাঁথে ॥ কি অপূর্ব গমন গজেন্দ্রগতি
 জিনি । চরণ-চালনে ধন্য মানয়ে ধরণী ॥ কনক-পর্বত জিনি
 গৌরকলেবর । জিনিয়া সে তেজঃ প্রভাতের প্রভাকর ॥
 শ্রীমুখমণ্ডলে কত চাঁদের উদয় । মধুর হাসিতে সদা সুধা-
 রসি হয় ॥ দশনচ্ছটায় কন্দর্পের দর্প হরে । নাসিকাসৌন্দর্য্য
 দেখি কেবা দৈর্ঘ্য ধরে ॥ আকর্ণপধ্যন্ত দুই নয়নকমল ।
 ললাটে চন্দনটীকা করে ঝলমল ॥ ভুবনমোহন কণ্ঠে তুল-
 সীর দাম । হেরি পরিসর বক্ষঃ সূরছয়ে কাম ॥ পরিধেয়
 অরুণ-বসন মনোহর । আজানুলম্বিত ভুজ জিনি করিকর ॥
 অপূর্ব উদরশোভা করয়ে ত্রিবলী । নাভিপদ্মে বিলসে
 ভ্রমর লোমাবলী ॥ সিংহের গরব হরে ক্ষীণ মাজাখানী ।
 মধুর নিতম্ব উরু রামরস্তু জিনি ॥ লখিমীলালিত চারু
 চরণযুগল । নখের কিরণে করে ধরণী উজ্জ্বল । (হেন গৌর-
 চন্দ্রে বিপ্র-পত্নীর সহিতে । অনিঘিষ-নেত্রে হেরে রহি এক
 ভিতে ॥ যে অঙ্গে পড়য়ে দিঠি সেই অঙ্গে রহে । অবিরত

নয়নে আনন্দধারা বহে ॥ সে কেশবিহীন শ্রীমন্তক নির-
 থিতে । যে দশা হইল তাহা কে পাবে কহিতে ॥ শ্রীকৃষ্ণ-
 চৈতন্যপ্রভু চাহি নেত্রকোণে । রূপানুধা বৃষ্টি কৈলা বিপ্র-
 ভাগ্যবানে ॥ মধুর বচনে বিপ্র কহে প্রবেশিয়া । জগন্নাথ
 তোমা আনাইলা হৃদে হৈয়া ॥ চল চল জগন্নাথ করহ দর্শন ।
 করিবে কামনা পূর্ণ শ্রীপদ্মলোচন ॥ শ্রীমুখচন্দ্রের বাক্য শুনি
 বিপ্রবর । ভূমিতে পড়িয়া কৈল প্রণতি বিস্তর ॥ তনু
 মনঃ প্রাণ প্রভুপদে সমর্পিল । অন্তর্যামী প্রভু বিপ্রে আত্ম-
 সাৎ কৈল ॥ প্রভু কহে গোবিন্দে এ নিরীহ ব্রাহ্মণ ।
 নির্বিলসে করাহ জগন্নাথ-দরশন ॥ এত কহি গৌরচন্দ্র ভক্ত-
 গোষ্ঠীসনে । চলিলেন নীলাচলচন্দ্র-দরশনে ॥ শ্রীচৈতন্যদাস
 প্রভুগণে নমস্করি । করিলেন দৈন্ত যত কহিতে না পারি ॥
 চৈতন্যদাসের চেষ্টা দেখি সর্বজন । কৈল উচিত হৈল
 সর্বত্র মিলন ॥ প্রভুর আদেশে প্রভুপরিকর সনে । চলিলেন
 বিপ্র জগন্নাথ-দরশনে ॥ সচল অচল ব্রহ্ম দোঁহে এক ঠাই ।
 দেখি বিপ্র মনে যে আনন্দ অন্ত নাই ॥ করিল অনেক স্তুতি
 সঙ্গোপন করি । হাসিয়া বিপ্রের পানে চাহে গৌরহরি ॥
 জগন্নাথ-চরণে বিপ্রেরে সমর্পিল । ভঙ্গী করি গোড়দেশ
 যাইতে আজ্ঞা দিল ॥ জগন্নাথ দেখি প্রভু ভক্তগোষ্ঠীসনে ।
 আইলেন প্রিয় কাশীমিশ্রের ভবনে ॥ শ্রীচৈতন্যদাস-বিপ্র
 প্রভু-আজ্ঞা পাঞা । গেলেন আপন বাসা মহাহৃদে হৈঞা ॥
 নিজ নিজ বাসায় চলিলা ভক্তগণ । পরস্পর কহে সবে

বিপ্রে'র কখন ॥ আর দিন সবে গোবিন্দে'রে জানাইল ।
 না বুঝি'লু এই বিপ্র কি কামনা কৈল ॥ গোবিন্দ কহয়ে
 ইথে' আছে'য়ে রহ'ন্ত । প্রভু-ইচ্ছামতে ব্যক্ত হইবে অবশ্য ॥
 হেনই সময়ে প্রভু গোবিন্দে ডাকিয়া । (কহয়ে গভীর নাদে
 ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥ পুত্রের কামনা করি আইল ব্রাহ্মণ ।
 শ্রীনিবাসনামে তার হইব নন্দন ॥ শ্রীকৃপাদি দ্বারে ভক্তিশাস্ত্র
 প্রকাশিব । শ্রীনিবাসদ্বারে গ্রন্থরত্ন বিতরিব ॥ মোর শুদ্ধ-
 প্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস । তারে দেখি সর্বচিন্তে বাঢ়িল
 উল্লাস ॥ শীঘ্র গোড়দেশে বিপ্র করাহ গমন । এঁছে বহু
 কহি কৈল ভাবসম্মরণ ॥ এথা স্বপ্ন-ছলে হৈল জগন্নাথদেশ ।
 না কর বিলম্ব বিপ্র যাহ গোড়দেশ ॥ জন্মিব তোমার এক
 পুত্র প্রেমময় । অল্পকালে সর্বশাস্ত্রে হইব বিজয় ॥ এঁছে
 স্বপ্ন দেখি বিপ্র ভাবে মনে মনে । এ স্থখ ছাড়িয়া আমি
 যাইব কেমনে ॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরচন্দ্র জগন্নাথ । মো হেন
 পামরে করিলেন আত্মসাৎ ॥ (কহিতে প্রভুর চারু চরিত্র
 মঙ্গল । পত্নীর সহিত বিপ্র কান্দিয়া বিহ্বল ॥ ' হেনকালে
 গোবিন্দ আইলা সেই খানে । যত্ন করি বিপ্রে লৈয়া গেলা
 প্রভু-স্থানে ॥ প্রভুপ্রিয় বিপ্রে নিজ-ভৃত্য সঙ্গে দিয়া । আনি-
 লেন নীলাচলচন্দ্রে দেখাইয়া ॥ হাসি কহে জগন্নাথ প্রসন্ন
 তোমা'রে । তুঞা মনোরথ সিদ্ধি হইব অচিরে ॥ শীঘ্র গোড়-
 দেশ তুমি করহ গমন । নিরন্তর করিবে শ্রীনামসঙ্কীৰ্তন ॥
 এত কহি বিপ্রে প্রভু করিলা বিদায় । চলে বিপ্র কাতরে

প্রণমি প্রভুপায় ॥ বিনায়ের কালে প্রভু ভূত্যের যে রীতি ।
 তাহা বর্ণিবারে নাহি আমার শক্তি ॥ প্রভু-পরিকরের চরণে
 প্রণমিল । করিয়া বিনয় দৈন্ত্য বিদায় হইল ॥ শ্রীচৈতন্যদাস
 বিপ্রের বিদায়-সময় । হইল ব্যাকুল ভক্তগণের হৃদয় ॥ (যাত্রা
 কৈল বিপ্র পত্নী-সহিত সঙ্করে । পতিতপাবনে প্রণমিয়া
 সিংহদ্বারে ॥ কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র পথে চলি যায় ।
 যে তারে দেখে তার নয়ন জুড়ায় ॥ গোড়দেশে আইলা
 বিপ্র প্রভুর আদেশে । এ সকল কথা ব্যক্ত হৈল সর্বদেশে ॥
 মনের উল্লাসে যাজ্ঞগ্রামে উত্তরিল । বলরামশর্মা প্রতি
 সকল কহিল ॥ দুই চারি দিবস থাকিয়া সেই খানে । বল-
 রাম সহ আইলা নিজ-বাসস্থানে ॥ গ্রামবাসী সুহৃদগণ গমন
 শুনিয়া । শ্রীচৈতন্যদাস-বিপ্রের মিলিলা আসিয়া ॥ পাঁচ মাত
 দিবস রহিয়া বলরাম । মনের আনন্দে আইলেন যাজ্ঞ-
 গ্রাম ॥ শ্রীচৈতন্যদাসের ভাগ্যের সীমা নাই । শ্রীচৈতন্যদাস
 বিপ্র রহে যেই ঠাই ॥ শ্রীচৈতন্যদাসের কি প্রেম অনর্গল ।
 কৃষ্ণকথারসে সদা হয়েন বিহ্বল ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের পদে সম-
 পিয়া মনঃ । নিভূতে করয়ে নিজ্য নানসঙ্কীৰ্তন ॥ শ্রীচৈতন্য-
 দাসের অপূৰ্ণ ভক্তিরীতি । গ্রামবাসী কেহ কেহ দেখি পায়
 প্রীতি ॥ কেহ কেহ কহে এ সকল অনর্থক । এই হেতু
 ধনহীন হৈলা অপুত্রক ॥ শুনিয়া এ সব বাক্য ব্রাহ্মণী
 ব্রাহ্মণে । কারে কিছু না কহে হাসয়ে মনে মনে ॥ খণ্ডাইতে
 এই সব লোকের দুঃখতি । কত দিনে লক্ষ্মীপ্রিয়া হৈল

গর্তুবতী ॥ যে হইতে হৈল শুভ গর্তের আধান । সেই
 হৈতে ছুট লোকে করয়ে সম্মান ॥ স্ত্রীগণের সাধ লক্ষ্মী-
 প্রিয়ারে দেখিতে । দেখিলে বাঢ়য়ে প্রীত না পারে যাইতে ॥
 কোথা হৈতে নানা দ্রব্য উপনীত হয় । গর্তের সঞ্চারে সর্ব-
 চিত্ত আকর্ষয় ॥ প্রসব-সময় আসি হৈল উপনীত । বন্ধুগণ
 সহিত বিপ্রেস হর্ষচিত ॥ বৈশাখ-পূর্ণিমা দিবা রোহিণী-
 নক্ষত্র । শুভক্ষণে লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রসবিল পুত্র ॥ শ্রীনিবাস
 জন্মকালে যে গঙ্গল হৈল ।) গ্রন্থের বাহুল্যে তাহা বর্ণিতে
 নারিল ॥ শ্রীচৈতন্যদাস-বিপ্র পুত্র-জন্মকালে । দেখিলেন
 বিবিধ রহস্য স্বপ্নচ্ছলে ॥ অপূর্ব পুত্রের শোভা সর্বসম্বলক্ষণ ।
 কনকচম্পক পারা অঙ্গের কিরণ ॥ মহানন্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী
 দুই জনে । সমর্পিল পুত্রে গৌরচন্দ্রের চরণে ॥ পুত্র-জন্ম
 শুনিয়া যতেক আপ্তগণ । গবে আইলা শ্রীচৈতন্যদাসের
 ভবন ॥ পুত্রে আশীর্বাদ করি মনের উল্লাসে । কহিল
 অনেক অতি-সুখধুর ভাষে ॥ (স্ত্রীগণ বালকে দেখি জুড়ায়
 নয়ন । ধান্য দূর্বা দিয়া সবে করয়ে কল্যাণ ॥ শ্রীচৈতন্য-
 দাসের মৌভাগ্য-স্লাঘা করে ।) কেহ ছাড়ি যাইতে নারয়ে
 নিজ-ঘরে ॥ দিনে দিনে বাঢ়ে পুত্র চন্দ্রের সমান । নেত্র-
 ভরি দেখয়ে যতেক ভাগ্যবান ॥ কত দিন পরে বিপ্র পরম
 উল্লাসে । পুত্র-মুখে অন্ন দিল অপূর্ব দিবসে ॥ প্রথমে
 করিল যৈছে শ্রীনামকরণ । বিস্তারের ভয়ে তাহা না কৈল
 বর্ণন ॥ সবে কহে শ্রীনিবাস নাম সে ইহার । ইহা না

জনিযে পূর্বে এ নাম প্রচার ॥ এঁছে কত কহে সবে
 হইয়া উল্লাস । সর্বচিন্তাকর্ষণ করয়ে শ্রীনিবাস ॥ কত দিনে
 হানাতুঁড়ি ষেড়ায় অঙ্গণে । সে কোতুক দেখি উল্লাসিত
 সর্বজনে ॥ ধরিয়া মায়ের করাঙ্গুলি চলে পায় । চলিতে
 স্থলিত হৈয়া চারিপানে চায় ॥ (জননী-অঙ্গুলি ছাড়ি পড়ে
 মহীতলে । হাসিয়া জননী শীঘ্র তুলি লয় কোলে ॥ অন্য
 বিপ্রপত্নী কহি সস্নেহ বচন । কোলে লৈয়া করে চারু বদন-
 চুম্বন ॥ এঁছে পরম্পর শ্রীনিবাসে কোলে করি । যে আনন্দ
 মনে তাহা কহিতে না পারি ॥ একদিন লক্ষ্মীপ্রিয়া মনের
 উল্লাসে । শ্রীনিবাস প্রতি কহে স্নমধুর ভাষে ॥ অরে
 বাপ বল দেখি গৌরবিশ্বস্তর । লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়াপতি শচীর
 কুমার ॥ গদাধর প্রাণনাথ শ্রীশ্রীবাসেশ্বর । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
 নিত্যানন্দ হলধর ॥ বল দেখি শ্রীঅবৈতপ্রভু দয়াময় । বল
 দেখি রাধাকৃষ্ণ শ্রীনন্দতনয় ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদন-
 মোহন । এঁছে কহে প্রভুপরিকর-নামগণ ॥ শুনি শ্রীনি-
 বাস অতি উল্লাস অন্তরে । কিছু উচ্চারয়ে কিছু উচ্চারিতে
 নারে ॥ শুনি সে অমৃতবাক্য জুড়ায় শ্রবণ ॥ পরম আনন্দে
 করে পুজের পালন ॥ পঞ্চ-ষৎসরের হইলেন শ্রীনিবাস ।
 পড়িতে চাহেন শুনি সবার উল্লাস ॥ বিদ্যারম্ভ করাইলা কত
 দিন পরে । পড়া নামমাত্র অনায়াসে সব স্ফুরে ॥ কত দিন
 পরে চূড়াকরণ হইল । শ্রীযজ্ঞোপবীত স্বন্ধে অদ্বুত শোভিল ॥
 অল্পদিনে ব্যাকরণ কোষ অলঙ্কার । তর্কাদি পড়িল লোকে

হৈল চমৎকার ॥ ধনঞ্জয়-বিদ্যাবাচস্পতি ভাগ্যবান্ । নিজ-
সাধ্যমতে করিলেন বিদ্যাদান ॥ চাখন্দিতে বৈসে বিদ্যা-
বস্ত্র বহু জন । শ্রীনিবাসে দেখি সবে সঙ্কোচিত হন ॥ বিষ্ণু-
পরায়ণ যে প্রাচীন বিপ্রবর্ষ্য । তা'রা সব পরস্পর কহে
কি আশ্চর্য্য ॥ অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে হৈল জ্ঞান ।
সদা সুনির্মল ভক্তি-পথে সাবধান ॥ বহু দিন হৈতে বাস
হইল এথাই । এমন বালক মোরা কভু দেখি নাই ॥ কিবা
কাঁচা সোণার বরণ তনুখানী । কিবা সে মুখের ধোভা
কি মধুর বাণী ॥ হাসিতে খসয়ে সুধা দশন সুন্দর । কিবা
দুটী দীঘল-নয়ন মনোহর ॥ কিবা নাসা শ্রুতি গণ্ড ভুরু
ভালদেশ । কিবা মাখে চিকন চাঁচর চারু কেশ ॥ কিবা
বাহু-বলনী ললিত বক্ষঃ পীন । নিরুপম উদর-মাধুর্য্য কোটি-
ক্ষীণ ॥ কিবা জানু-জজ্ঞা সুকোমল পদদ্বয় । দেব-অংশ
বিনা কি মনুষ্যে ঐছে হয় ॥ শ্রীচৈতন্যদাস যৈছে অপুত্রক
ছিল । তৈছে প্রভু আনন্দের মূর্ত্তি পুত্র দিল ॥ কেহ কহে
ইহার বালাই লৈয়া মরি । না দেখি কি করে হিয়া পাশ-
রিতে নারি ॥ কেহ কহে সংসারে পাইয়ে মহাদুঃখ । ইহারে
দেখিলে মনে উপজয়ে সুখ ॥ কেহ কহে মোর পুত্র কন্যা
বহু হয় । তাহা হৈতে শ্রীনিবাসে স্নেহ অতিশয় ॥ শ্রীচৈতন্য-
দাসেরে কহিব কোন ছলে । ইহার বিবাহ যেন দেন অল্প-
কালে ॥ ঐছে পরস্পর কহি করে আশীর্ব্বাদ । নেত্রে
জলি রাখে সদা মনে এই সাধ ॥ চাখন্দিতে জন্ম শ্রীনিবাসের

ଯେ ରୀତି । ଏ ସକଳ କଥା ହେଲ ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତ ॥ ଚାନ୍ଦି-
 ନିକଟ ସେ ସେ ଭକ୍ତେର ଆଳୟ । ତଥା ଶ୍ରୀନିବାସେର ଗନ୍ତନ ସଦା
 ହୟ ॥ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦସୋମ ଆଦି ଅଧିଷ୍ଠା ଅନ୍ତରେ । ଶ୍ରୀଗୌର-
 ଚନ୍ଦ୍ରେର ଲୀଳାସୁତେ ସିଦ୍ଧ କରେ ॥ କହିତେ କି ଜାନି ସବେ ସେ
 ଆନନ୍ଦ ପାୟ । ସବାକାର ଇଚ୍ଛା ଭରି ରାଖି ଯିବାର ॥ ତିଳେ
 ତିଳେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ନେହେର ପ୍ରକାଶ । ସବେ କହେ ଗୌରପ୍ରେମ-ସୁର୍ତ୍ତି
 ଶ୍ରୀନିବାସ ॥ ଶ୍ରୀନିବାସ-ପ୍ରସନ୍ନ ସର୍ବତ୍ର ସବେ କୟ । ଶ୍ରୀନିବାସେ
 ଦେଖିତେ ସବାର ସାଧ ହୟ ॥ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀନରହରି ଶ୍ରୀରଘୁନନ୍ଦନ ।
 ଶ୍ରୀନିବାସେ ଦେଖିତେ ଉଦ୍ଘିଷ୍ଟ ଅନୁକ୍ଷଣ ॥ ଶ୍ରୀନିବାସ ତା' ସବାର
 ଦର୍ଶନନିମିତ୍ତେ । ସଦା ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଏକା ନାରୀ ଯାହିତେ ॥ ଅକ-
 ସ୍ମାତ୍ ଯାଜ୍ଞିଗ୍ରାମ ହେତେ କେହ ଆଇଲା । ଶ୍ରୀନିବାସ ତାର ସହ
 ଯାଜ୍ଞିଗ୍ରାମ ଗେଲା ॥ ଠାକୁର-ଶ୍ରୀନରହରି ଗୋଷ୍ଠୀର ସହିତେ । ଗଙ୍ଗା-
 ସ୍ନାନେ ଆଇସେନ ଯାଜ୍ଞିଗ୍ରାମ-ପଥେ ॥ ତଥା ଶ୍ରୀନିବାସେ ଦେଖି ସେ
 ଆନନ୍ଦ ମନେ । ତାହା ଏକସୁଖେ ବା ବର୍ଣ୍ଣିବେ କୋନ୍ ଜନେ ॥
 ଶ୍ରୀନିବାସ ଶ୍ରୀମରକାର-ଠାକୁରେ ଦେଖିଲା । ହଇଲା ଅଧିଷ୍ଠା ସ୍ଥଳେ
 ଉଦ୍ଘଳି ଯିଲା ॥ ଅତି-ଦୀନ ପ୍ରାୟ ହେଲା ପ୍ରଣାମ କରିତେ । ଠାକୁର
 କରିଲା କୋଳେ ବିଛଳ ସ୍ନେହେତେ ॥ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରତି କହେ
 ସୁଧୁର ବଚନ । ତୋମାରେ ଦେଖିଲା ଜୁଡ଼ାଇଲ ନେତ୍ର ମନ ॥ ବଡ଼
 ସାଧ ଥିଲ ବାପୁ ତୋମାରେ ଦେଖିତେ । ଏତ କହି ହସ୍ତପଦ୍ମ
 ବୁଲାଇ ଅଙ୍ଗେତେ ॥ ଶ୍ରୀନିବାସ କରଯୋଡ଼ କରି ନିବେଦୟ । ଏହି
 କ'ରୋ ସେନ ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୟ ॥ ଯୁକ୍ତି ଅତି ଅଜ୍ଞ କିଛି
 କହିତେ ନା ଜାନି । ସର୍ବପ୍ରକାରେତେ ରକ୍ଷା କରିବା ଆପନି ॥

এছে কত কহি নেত্রে ধারা নিরন্তর । ঠাকুর প্রবোধি আজ্ঞা
কৈল বাহুঘর ॥ শ্রীসরকার-ঠাকুরের অদ্বুত মহিমা । ব্রজে
মধুমতী যে গুণের নাই সীমা ॥

যথা—শ্রীগৌরগণোদ্দেশে ॥

পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা ।

অধুনা নরহর্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥

যথা—শ্রীমদ্রূপকৃতপদ্যং ॥

শ্রীবৃন্দাবনবাসিনো রসবতী রাধাঘনশ্যাময়ো-

রাসোল্লাসরসাত্মিকা মধুমতী সিদ্ধান্তুগা যা পুরা ।

সেয়ং শ্রীসরকারঠাকুর ইহ প্রেমার্থিতঃ প্রেমদঃ

প্রেমানন্দমহোদধিবিজয়তে শ্রীখণ্ড-ভূপণ্ডকে ॥

যথা—শ্রীকর্ণপুরকৃতপদ্যং ॥

শ্রীচৈতন্যগহা প্রভোরতিকৃপামাধ্বীকসম্ভাজনঃ

সান্দ্রপ্রেমপরম্পরা কবলিতং বাচঃ প্রফুল্লং মুদা ।

শ্রীখণ্ডে রচিতস্থিতিং নিরবধি-শ্রীখণ্ডচর্চার্কিতং

বন্দে শ্রীমধুমত্যাধিবলিতং কঙ্কিন্মহাপ্রেমদং ॥

এছে বহু চরিত্র বর্ণয়ে বিজ্ঞগণ । শ্রীনিবাসে যৈছে স্নেহ
না হয় বর্ণন ॥ শ্রীসরকার-ঠাকুরের আজ্ঞামুত পানে । যে
আনন্দ হৈল তাহা কে বর্ণিতে জানে ॥ চাখন্দিগ্রামেতে
শীঘ্র গেলা শ্রীনিবাস । নিরন্তর শুনে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥
একদিন পৌরানের স্মরণ চরিত । জিজ্ঞাসে পিতার স্থানে

হৈয়া উল্লাসিত ॥ বিপ্র কহে ব্রহ্মাদি'না পায় অন্ত য়ার ।
 তাঁর লীলা কহিব কি মুঞি জীব ছার ॥ শুন শুন শ্রীনিবাস
 কহিয়ে তোমায় । বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ বিশ্বস্তরায় ॥ নব-
 দ্বীপে বাল্যাবেশে বিহরে যখন । সে সময়ে আমরা করিয়ে
 অধ্যয়ন ॥ ভক্তিমর্শ না বুঝিয়া তর্কাদি পড়িয়ে । বহি-
 মূখগণ-সঙ্গে সদাই রহিয়ে ॥ দিনে দিনে প্রভুলীলা শুনি
 চমৎকার । সদা মনে করিয়ে যাইব দেখিবার ॥ ছুটসঙ্গ-
 মতে তথা যাইতে না পারি । তা' সবার অহঙ্কার সহিতেও
 নারি ॥ বিদ্যামদে সে সবে কাহকে নাহি গণে । প্রভুর
 প্রসঙ্গে হান্ত করে সর্বজনে ॥ মহাভুখ পাই মনে নহে
 সম্বরণ । বিধি প্রতি প্রার্থনা করিয়ে অনুক্ষণ ॥ ত্বরিতে
 হউক এ সবার দর্পচূর্ণ । শুন সে প্রসঙ্গ বিধি যৈছে কৈল
 পূর্ণ ॥ অকস্মাৎ দিগ্বিজয়ী নবদ্বীপে আইলা । তাহার
 প্রভাবে সবে কম্পিত হইলা ॥ সরস্বতীদেবী তার ভক্তিতে
 অধীন । এ হেতু সে মহাকবি শাস্ত্রেতে প্রবীণ ॥ তারে
 পরাজয় করে হেন কেহ নাই । চিন্তিত সকল অধ্যাপক
 ঐক ঠাই ॥ চাণন্দিনিবাগী আদি যত বিদ্যাবান্ । শুনি সে
 প্রসঙ্গ স্থির নহে কারু প্রাণ ॥ সে সময়ে সরস্বতী-পতি
 নারায়ণ । নিমাই-পণ্ডিত নাম পাঠ ব্যাকরণ ॥ ব্যাকরণে
 অধ্যাপক বহু শিষ্য-সঙ্গে । শ্রীজাহ্নবী-ভীরে বিলসয়ে মহা-
 রঙ্গে ॥ দিগ্বিজয়ী অপূর্ব বালক নিরখিয়া । চলিলেন বিদ্যা-
 মদে হাসিয়া হাসিয়া ॥ নিকটে যাইতে প্রভু করি পুরস্কার ।

কহিলেন গঙ্গার মহিমা বর্ণিবার ॥ বহু শ্লোক কৈল তিঁহ
 কণেক বর্ণন । অতি সে আশ্চর্য্য সর্ব্বমতে নিদূষণ ॥ তার
 মধ্যে প্রভু এক শ্লোকার্থ পুছিল । করিতে শ্লোকার্থ তিন
 স্থানে দোষ দিল ॥ করিতে নারিয়া নিজ-শ্লোকার্থ সঙ্গতি ।
 প্রভু-আগে দিগ্বিজয়ী লজ্জা পাইল অতি ॥ তথাপিহ
 প্রভু তাঁর করিল সম্মান । প্রভুগুণে মগ্ন দিগ্বিজয়ী ভাগ্য-
 বান্ ॥

সরস্বতী তাঁরে প্রভু-পরিচয় দিল । দিগ্বিজয়ী প্রভুপদে
 আত্মসমর্পিল ॥ নিমাইর স্থানে দিগ্বিজয়ী পরাভব । শুনি
 মহাহর্ষ হৈলা ভট্টাচার্য্য সব ॥ নিমাই-পণ্ডিত কৈলা দিগ্বি-
 জয়িজয় । এই কথা-সকল সর্ব্বত্র লোকে কয় ॥ মোর
 অধ্যাপক আদি যত বিদ্যাবান্ । ছাড়িল মনুষ্যবুদ্ধি হইল
 দিব্য জ্ঞান ॥ কি কহিব বাপ অলৌকিক লীলা তাঁর । দেখে
 মহাভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার ॥ কত দিন বিদ্যাবিলাসাদি
 করি রঞ্জে । গয়া করিবারে গেলা বহু লোক সঙ্গে ॥
 লোকশিক্ষাহেতু এ প্রভুর ব্যবহার । গয়া হৈতে আসি
 কৈলা সে প্রেম প্রচার ॥ অলৌকিক প্রেমচেফা দেখি
 শিষ্যগণে । পরস্পর প্রশংসয়ে মহানন্দ মনে ॥ পূর্ব্ব
 প্রভু-ইচ্ছামতে কেহ না চিনিল । শ্রীবাসাদি ভক্ত সবে
 আশীর্ব্বাদ কৈল ॥ ভক্ত-অনুগ্রহ জানাইয়া সর্ব্বোপরি ।
 লুকাইতে নারে ভক্তপ্রিয় গৌরহরি ॥ হইলেন ব্যক্ত প্রভু
 ভুবনমোহন । চিনিলেন পরমকৌতুকে ভক্তগণ ॥ শ্রীবাস-

পণ্ডিত শ্রীপণ্ডিত-গদাধর । শ্রীমুরারিগুপ্ত হরিদাস বিজ্ঞ-
 বর ॥ শুক্লাশ্বর-ব্রহ্মচারী আদি পরিকর । প্রভু-গুণে মগ্ন
 হইলেন নিরন্তর ॥ মিলিলেন মহারঙ্গে অদ্বৈত-গোসাঞি ।
 কি কহিব তাঁহার গুণের অস্ত নাঞি ॥ প্রভু-বলদেব নিত্যা-
 নন্দ অবধূত । গৌরচন্দ্র-সঙ্গে তাঁর মিলন অদ্বুত ॥ নিত্যা-
 নন্দাঈবত শ্রীবাসাদি লৈয়া সঙ্গে । বিহরয়ে প্রভু নবদ্বীপে
 মহারঙ্গে ॥ অহে বাপু শ্রীনিবাস কহি তোৰু ঠাই । 'এই অব-
 তারে করুণার সীমা নাই ॥ না ধরয়ে অস্ত্র না মারয়ে কারু
 প্রাণে । উদ্ধার করয়ে সে দুর্লভ প্রেমদানে ॥' প্রভুর, উৎ-
 সাহ পাপ-পাষণ্ডি তারিতে । এ হেতু দুর্জয় দুষ্-প্রভাব
 কলিতে ॥ জগাই মাধাই নামে দুই দম্ভ্যরাজ । যার ভয়ে
 কাঁপে সব নদীয়াসমাজ ॥ মদ্য মাংস বিনা তার ভক্ষণ না হয় ।
 তারে দেখি কেহ স্থির হইতে নাহয় ॥ করয়ে কুক্রিয়া যত
 তার অস্ত্র নাই । আমরাহ তার ভয়ে ভাবিত সদাই ॥
 দেখিয়া দৌরাভ্যা বিজ্ঞগণে বিচারয় । ঈশ্বর-বিহীনে ইহার
 শাস্তা কেহ নয় ॥ রাবণ কংসাদি সে ইহার সম নহে ।
 এই মত কত কথা পরস্পর কহে ॥ সে দুই পাপিরে প্রভু
 উদ্ধার করিলা । নিত্যানন্দ দয়ালু জগতে জানাইলা ॥
 একদিন গৌরচন্দ্র কহে হর্ষ হৈয়া । উদ্ধারহ জীবে কৃষ্ণ
 উপদেশ দিয়া ॥ শুনি প্রভু-নিত্যানন্দ হরিদাস-সঙ্গে । কৃষ্ণ-
 নাম উপদেশ করি ফিরে রঙ্গে ॥ পড়ুয়া অধম মিলি নিন্দয়ে
 সদাই । যাইতে কহিল যথা জগাই মাধাই ॥ কৃষ্ণনাম

শুনি দৌহে ক্রোধযুক্ত হঞা । এ দৌহারে মারিতে আইল
দৌহে ধাঞা ॥ মদে মত্ত মাধাই কহি বাক্য বজ্রাঘাত ।
নিত্যানন্দদেবের করিল রক্তপাত ॥ তথাপিহ নিত্যানন্দ
করণালাগর । চিন্তয়ে দৌহার হিত আনন্দ অন্তর ॥ শুনি
গৌরচন্দ্র মহাক্রোধযুক্ত হৈল । নিত্যানন্দ-অনুগ্রহে অনুগ্রহ
কৈল ॥ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র একদেহ হয় । লীলাকারণেতে
ভিন্ন সর্বলোকে কর ॥ জগাই মাধাই দুই প্রভুপদে ধরি ।
কহিল যতেক তাহা কহিতে না পারি ॥ যদপি সকল দোষ
ক্ষমা করি প্রভু । করিলেন আশ্রয়শ্রী শাস্তি নহে তবু ॥
জগাই মাধাই কহে কান্দিয়া কান্দিয়া । ঐছে আজ্ঞা কর
যেন স্থির হয় হিয়া ॥ শুনি সেই প্রভু হৃষ্ট হৈয়া দুইজনে ।
আজ্ঞা দিল গঙ্গাস্নান-ঘাট সম্মার্জনে ॥ তবে দৌহে আপনা
মানিয়া দীন অতি । গঙ্গাঘাট মার্জন করয়ে নিতি নিতি ॥
হইলেন দুই ভাই প্রভু পরিকর । ঘাঁর নাম লৈলে ঘুচে
পাষণ্ড-অস্তর ॥ এই কথা সর্বলোকে হইল বিদিত । উদ্ধা-
রিণা মহাভৃষ্টে নিমাই-পণ্ডিত ॥ পঢ়ুয়া অধম অতি-বিস্মিত
হইয়া । কেহ কারু প্রতি কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥ অহে
ভাই নিমাই-পণ্ডিত কিবা জানে । জগাই মাধাইরে আনিল
নিজগণে ॥ কোথাহ না দেখি যে ইহার পরাভব । ঐছে
পাছে হয় নদীয়ার লোক সব ॥ কেহ কহে আপনাকে সাব-
ধান হ'বে । দুই চারি দিনে সব দেখিতে পাইবে ॥ ঐছে
কহি পঢ়ুয়া আপনা ধন্য মানে । কিরয়ে সকলে সদা ছিদ্ৰ-

অশ্বেষণে ॥ অহে বাপু শ্রীনিবাস সে ছুই উদ্ধারে । হইল
আমরা সবে নির্ভয় অন্তরে ॥ নবদ্বীপে সদা মহা আনন্দ-
পাঁথার । সবে সঙ্কীৰ্তনেই উন্নত অনিবার ॥ পাবণ্ডি-সংকল
তথা কতক প্রকারে । যবনের ভয় জানাইয়া হান্স করে ॥
কাজিনামে যবন প্রতাপ অতিশয় । নবদ্বীপ আদি তার
অধিকার হয় ॥ গোড়েতে যবন রাজা তার প্রিয় অতি ।
কাজিরে লজ্বিতে নাহি কাহার শকতি ॥ এ দেশের লোক
সব কাঁপে তার ডরে । দেবপূজা স্বচ্ছন্দে করিতে কেহ
নায়ে ॥ তিঁহ হেন দুর্লভ কীর্তন-দ্বৈশ কৈল । এ হেতু প্রভু
মহাক্রোধ উপজিল ॥ একদিন রাত্রে প্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে ।
বিহরণে নবদ্বীপে সঙ্কীৰ্তনরঙ্গে ॥ যে অপূৰ্ব শোভা হইল
নদীয়ানগরে । লক্ষ-মুখে তাহা কেহ বর্ণিতে না পারে ॥
প্রভু-ইচ্ছামতে নদীয়ার লোক সব । ঘরে ঘরে করে মহা-
মঙ্গল উৎসব ॥ লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বলে কোতুক অপার ।
রাত্রিকে দিবস জ্ঞান হইল সবার ॥ আত্মবিস্মরিত লোক
ভ্রমে চারি ভিতে । দেবতা মনুষ্য কেহ না পারে চিনিতে ॥
লক্ষ লক্ষ লোক মিলি করয়ে কীর্তন । খোল করতালশব্দে
ভেদয়ে গগন ॥ নৃত্য-পদাঘাতে ক্রিতি করে টলমল । হইল
অদ্ভুত জয়ধ্বনি কোলাহল ॥ সিংহপরাক্রম জিনি সবে বল-
বান্ । কাজি মার কাজি মার বলি করিলা পয়ান ॥ সে গর্জন
শুনিতে পাষণ্ডি মরে ফাটি । ভাদ্রিল কাজির ঘর দ্বার পুষ্প-
বাটী ॥ কাজি-বক্ষঃ বিদারিতে প্রভু পূৰ্ব দিনে । হইলা

নৃসিংহ, কাজি দেখিল নয়নে ॥ জানিলেন নিমাই মনুষ্য কভু
নয় । এ কথা সবার নিবাক্ত করি কয় ॥ শুনি মন
নানা কথা কহে পদস্পর্শে ॥ তৎকালে মহাশয়
নগরে ॥ লোকে গিয়া কহে সেনে পাণ্ডিত-নিমাই ।
কীর্তন সে লোকের সজ্জা নাই ॥ সার নার করি সনে আ-
এথায় । ভাঙ্গি ঘর দ্বার বৃক্ষ না দেখি উপায় ॥ এ ব-
শ্রবণে কাজি মহাভয় পাঞা । চলিলেন প্রভু-আগে অশ্রু-
যুক্ত হঞা ॥ প্রভুরে দেখিয়া কৈল আত্মসমর্পণ । কহিতে
না আইসে যৈছে করিল স্তবন ॥ পতিতপাবন গৌরমুন্দর-
বিগ্রহ । ভাগ্যবন্ত কাজিরে করিলা অনুগ্রহ ॥ এ সব
আশ্চর্য্য কথা শুনি শিকগণ । নিশ্চয় জানিলা গৌরচন্দ্র-
নারায়ণ ॥ ঐছে নবদ্বীপে প্রভু রঙ্গে বিলসয় । শুনিতে সে
সব কথা চিত্তে কোভ হয় ॥ মনে কৈনু যাজিগ্রাম হইতে
আগিয়া । দেখিব ঐ গৌরচন্দ্রে নবদ্বীপে গিয়া ॥ শীঘ্র যাজি-
গ্রামে গিয়া কাণ্ড মনোদধনু । কণ্টকনগরে অতি উল্লাসে
আইনু ॥ তথা শ্রীভারতীস্বামী মহাতেজোময় । মোর প্রাত
তঁার অনুগ্রহ অতিশয় ॥ যাজিগ্রাম কণ্টকনগরে যবে যাই ।
তঁারে দেখি কখন বা রহি তঁার ঠাঁই ॥ মনে কৈনু তঁার
স্থানে বিদায় হইয়া । নবদ্বীপে যা'ব গৌরদর্শন লাগিয়া ॥
এই কথা চিত্তে বিচারিয়া তথা যাই । হেনকালে দেখিয়ে
লোকের ধাওয়া ধাই ॥ বাল বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষ কত শত
মহাভিড় হইল চলিতে নাই পথ ॥ জিজ্ঞাসিলে কহে যা'ব

ভারতীর বর । নদীয়া হৈতে আইলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥
 শুনিতে এ বাক্য যেন হাতে চাঁদ পাইলু । শ্রীকেশবভারতী-
 স্বামির স্থানে গেলু ॥ দেখিলাম শ্রীগৌরসুন্দরে নেত্র ভরি ।
 ভুবনমোহন প্রতি-অঙ্গের মাধুরী ॥ কি ছার কনকচাঁপা
 বিহ্যৎ কেশর । সে রূপে তুলনা নাই ভুবন ভিতর ॥ অশ্রু
 চাঁচর কেশে জগৎ মাতায় । কেবা না ভুগয়ে গণ্ড ললাট-
 ছটায় ॥ অবগণ্যগণ ভুরু পরমসুন্দর । আকর্ণপয়াস্ত নেত্র
 নানা মনোহর ॥ কোটি কোটি চন্দ্রমা জিনিয়া চন্দ্রমুখ ।
 দেখিতেই ঘুচে কোটি জনমের দুঃখ ॥ আজানুলম্বিত দুই
 বাহু বক্ষঃ পীন । সিংহের শাবক জিনি কটিদেশ ক্ষীণ ॥
 নিতম্ব মধুর উরু চরণভঙ্গিতে । কোটি কোটি কন্দর্প নারদে
 স্থির হৈতে ॥ রাঙাপদতল দোখ মনে বিচারিল । কত শত
 অরুণ শরণ বৃদ্ধি লৈল ॥ অরে বাপু শ্রীনিবাস কি বলিব
 তোরে । ভুবিনু সে গোরারূপ-অনিয়াপাঁথারে ॥ তথা
 কেহ কারু প্রতি যত্নে জিজ্ঞাসয় । এথা কেনে হইল গৌর-
 চন্দ্রের বিজয় ॥ তিঁহু কহেন করিবেন মল্ল্যাসগ্রহণ । ভুবন-
 মোহন কেশ হ'বে অদর্শন ॥ এ বাক্য শুনিতে মোর উড়িল
 পরাণ । হেনকালে নাপিত দেখিল বিদ্যমান ॥ নাপিতে
 নাপিতক্রিয়া কৈল যে প্রকারে । তাহা দেখি কেবা ধৈর্য্য
 ধরিবারে পারে ॥ শ্রীমন্তকে হৈল শ্রীকেশের অদর্শন । উঠিল
 ক্রন্দনধ্বনি ব্যাপিল ভুবন ॥ এই কথা কহিতে কহিতে নিপ্র-
 বর । হইলা মুচ্ছিত নেত্রে ধারা নিরন্তর ॥ পিতার মুখেতে

এই প্রমদ শুনিয়া । শ্রীনিবাস কান্দে অতি-ব্যাকুল হইয়া ॥
কতক্ষণ পরে বিপ্র শ্রীচৈতন্যদাস । ক্রীড়াচর কেশ বলি
ছড়িয়ে নিঃশ্বাস ॥ অনেক যত্নেই স্থির তৈয়া নেত্র মেলে ।
দেখে পুত্র কান্দয়ে পড়িয়া ভূমিতলে ॥ দিহল হইয়া বিপ্র
পুত্র কোলে বসি । আশীর্বাদ করে যথা কর গৌরহরি ॥
স্বাচিন্দ্র অক্ষয় সূঁচি কোরে দেহে দেহাশঙ্ক ॥ স্থির করি কহে
কত প্রমত্তের পারা । নীলাচলে কৈল যৈছে প্রভুর দর্শন ।
প্রেমাবেশে কহিল সে সব বিবরণ ॥ যৈছে প্রভু নীলাচলে
করয়ে বিহার । সে সব কহিতে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
নিত্যানন্দ অরৈতের চরিত্র কহিল । প্রভু-পরিকরের চরিত্র
জানাইল ॥ কহিল প্রভুর যৈছে ব্রজেতে বিহার । নবদ্বীপে
যে লাগি হইলা অবতার ॥ শুনিয়া পিতার মুখে এ সব
প্রমদ । শ্রীনিবাস অধৈর্য্য ধরিতে নারে অঙ্গ ॥ শুনিতে
গৌরাঙ্গলীলা বড় সাধ মনে । লক্ষ লক্ষ শ্রুতি বাঞ্ছে বিধা-
তার স্থানে ॥ অনুরাগে রক্তবর্ণ নেত্রে ধারা বয় । পুনঃ
পুনঃ পিতার চরণে প্রণময় ॥ আত্মবিস্মরিত শ্রীনিবাস প্রেমা-
বেশে । নিাত নিতি ঐছে জিজ্ঞাসয়ে পিতা-পাশে ॥ এক-
দিন শ্রীচৈতন্যদাস-বিপ্রবর । পুত্র প্রতি কহে অতি-সম্মেহ
অস্তর ॥ অহে বাপু মাতার পালনে যোগ্য হইলা । মাতা-
লহ তোমারে সকল সমর্পিলা ॥ এবে মাতা সহ তোমা রাখি
যাজিগ্রামে । মনে হয় শীঘ্র যাই বৃন্দাবনধামে ॥ বৃন্দাবনে
রূপ সনাতনাদি দ্বারায় । কৈল অলৌকিক কার্য্য প্রভু গৌর-

৫৫

স্বায় ॥ অহে বাপু সে দৌহার অদ্বুতচরিত । দেখিলে মনুষ্য-
জ্ঞান নহে কদাচিত ॥ যে সময়ে দর্শন করিলু সে দৌহার ।
সে সময় ঐছে বুদ্ধি না ছিল আমার ॥ এবে আপনাকে ধন্ত
করিয়া মানিলু । সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে যৈছে দর্শন করিলু ॥ নব-
দ্বীপ আদিস্থিত অধ্যাপকগণ । প্রায় রামকেলিগ্রামে সবার
গমন ॥ মোর অধ্যাপক অগ্রগণ্য চাঞ্চন্দিতে । রামকেলি
হৈতে লোক আইল তাঁরে লৈতে ॥ চলিলেন অধ্যাপক মোরা
সঙ্গে গেলু । শুভক্ষণে রামকেলিগ্রামে প্রবেশিলু ॥ সনাতন
রূপের ভবন-সম্মিধানে । হইল সবার বাসা পরমসম্মানে ॥
অধ্যাপকগণ মহা উল্লাসহিয়ায় । চলিলেন সনাতন রূপের
সভায় ॥ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণে গেষ্টিত হইয়া । ইন্দ্রসম সভামধ্যে
আছেন বসিয়া ॥ কনক-সুন্দর তনু অতিতেজোময় । দেখিতে
দৌহার শোভা কেবা মৈর্য্য হয় ॥ কিবা মন্দহাস্য মুখে স্তথের
অবধি । কিবা দীর্ঘ-নয়ন নির্মল কোন্‌ বিধি ॥ কিবা বাহু
বক্ষঃ কটিদেশ মনোহর । তুলনা দিবার নাই সর্বাস্তসুন্দর ॥
অধ্যাপক সঙ্গে গিয়া দেখিলু সাক্ষাতে । করিলেন সবার
সম্মান নানা মতে ॥ ঐশ্বর্যের সীমা অহঙ্কারমাত্র নাই ।
কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি মাগে সর্বটাই ॥ ছুই ভাই সর্বশাস্ত্রে
পরমপণ্ডিত । জ্যেষ্ঠ সনাতন রূপ কানষ্ঠ বিদিত ॥ নানা-
দেশী পণ্ডিতের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে । বহু অর্থ দিয়া পরি-
তোষে সর্বজনে ॥ সে দৌহার শাস্ত্র ব্যাখ্যা অধ্যাপক শুনি ।
যে শ্রাব্য করয়ে তাহা কহিতে না জানি ॥ মহামন্ত্রী দৌছে

রাজবিষয়ে প্রধান । কোন মতে কারু না করয়ে অসম্মান ॥
গোড়ে বাদসার ভাগ্য কহিল না হয় । সনাতন রূপে প্রীতি
করে অতিশয় ॥ শুনিও লোকের মুখে সে সত্য সকল ।
সে চেষ্টা দেখিয়া কেবা না হয় বিহ্বল ॥ কত দিন রহি তথা
হইয়া বিদায় । চলিলেন অধ্যাপক উল্লাসহিয়ায় ॥ সনাতন
রূপ আনন্দিত সর্বমতে । কিবা সে বৈষ্ণবক্রিয়া বিখ্যাত
জগতে ॥ রামকেলি হৈতে মোরা শীত্র আইনু ঘরে । প্রভুর
সম্মান তার কিছু দিন পরে ॥ সম্মান করিয়া প্রভু গেলা
নীলাচলে । তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ বৈষ্ণব-সকলে ॥ সম্মা-
নীর শিরোমণি শচীর নন্দন । নীলাচল হৈতে যাত্রা কৈলা
বৃন্দাবন ॥ রামকেলিগ্রামেতে আসিয়া গণসহ । সনাতন রূপে
কৈলা মহা অনুগ্রহ ॥

নহিল গগন ভ্রজে ক্ষেত্রে ফিরি গেলা । পুনঃ প্রভু বৃন্দা-
বনে গমন করিলা ॥ এথা রামকেলিগ্রামে রূপ সনাতন ।
শুনিলেন মহাপ্রভু গেলা বৃন্দাবন ॥ কি বলিব দৌহার প্রবল
অনুরাগ । অনায়াসে দৌহে করিলেন সর্বত্যাগ ॥ শ্রীরূপের
ভ্রাতা শ্রীবল্লভ তার নাম । পরমবৈষ্ণব পূর্বের নাম অনুপম ॥
তা'সহ প্রথমে রূপ ভ্রজে যাত্রা কৈলা । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে
প্রয়াগে মিলিলা ॥ শ্রীরূপেরে দেখি প্রভু যে আনন্দ মনে ।
যে কৃপা করিল তা' দেখিল ভাগ্যবানে ॥ এথা রামকেলিতে
গোস্বামী সনাতন । হইয়া অস্পষ্ট ভ্রজে করিলা গমন ॥
কাশী গিয়া প্রভুর শ্রীচরণ দেখিল । না জানি কি স্থখের

সমুদ্র উপলিস ॥ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সর্বেশ্বর । সনাতনে
দোখ স্নেহে বিহ্বল অন্তর ॥ মনের আনন্দে বহু উপদেশ
কৈল । সনাতনে অনুগ্রহ-গীতা জানাইল ॥ সনাতন রূপের
শ্রীব্রজেন্দ্রে গমন । এ সব দেশেতে গুনিলেন সর্বজন ॥ কেহ
কোনরূপে যৈবা নায়ে ধরিবার । হইল সবার মনে মহা-
চমৎকার ॥ এমন ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিল কেমনে । দিবা রাত্রি
এই কথা কহে সর্বজনে ॥ কিবা স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ যুবা-
গণ । সবে গায় ব্রজে গেলা রূপ সনাতন ॥ অধ্যাপকগণ
রূপ সনাতন বিনে । রামকৈলি হইতে দুঃখে গেলা অন্য
স্থানে ॥

সনাতন রূপের বৈরাগ্যে সবে দুঃখী । এক কৃষ্ণভক্তগণ
হৈলা মহাত্মী ॥ বৃন্দাবনে আচার্য্য শ্রীরূপ সনাতন । প্রভু-
মনোবৃত্তি প্রকাশিলা দুই জন ॥ লুপ্তদীর্ঘ ব্যক্ত করি শাস্ত্র-
প্রমাণেতে । শ্রীরূপগোস্বামির এক চিন্তা হৈল চিতে ॥
শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ ব্রজেন্দ্রকুমার । সদা যোগপীঠে স্থিতি
শাস্ত্রে এ প্রচার ॥ হেন শ্রীগোবিন্দদেবে না পাই দর্শন ।
গ্রামে গ্রামে বনে বনে করয়ে ভ্রমণ ॥ ব্রজবাসী ঘরে ঘরে
অন্বেষণ করি । যমুনার তীরে রহে ধৈর্য্য পরিহরি ॥ একদিন
এক ব্রজবাসী অকস্মাৎ । শ্রীরূপগোস্বামী আগে হইলা
সাক্ষাৎ ॥ পরমহৃদয় তঁহ মধুরবচনে । শ্রীরূপে করয়ে
স্বামী দুঃখী দেখি কেনে ॥ তাঁহার মধুর বাক্যে চিত্ত
স্বাকর্ষিল । শ্রীরূপগোস্বামী ক্রমে সব নিবেদিল ॥ ব্রজবাসী

কহে চিন্তা না করিহ মনে । গোমাটিলা খ্যাতি যোগপীঠ
বৃন্দাবনে ॥ * তথা কোন গাভীশ্রেষ্ঠ পূর্বাহ্নসময় । দুহু দেহ
প্রতিদিন উল্লাসহৃদয় ॥ শ্রীগোবিন্দদেব তথা আছেন গোপনে
এত কহি রূপে লৈয়া গেলা সেই খানে ॥ স্থান জানাইয়া
তিঁহ অদর্শন হৈতে । মূর্ছিত হইয়া রূপ পড়িলা ভূমিতে ॥
কতক্ষণ পরে রূপ পাইয়া চেতন । নিবারিতে নারে নেত্রে
ধারা অনুক্ষণ ॥ শ্রীরূপগোস্বামী কোটি-সমুদ্রগভীর । প্রভুর
রহস্য জানি হইলেন স্থির ॥ মনের উল্লাসে কহে ব্রজবাসি-
গণে । শ্রীগোবিন্দদেব প্রভু আছেন এখানে ॥ শুনি ব্রজ-
বাসী প্রেমে বিহ্বল হইলা । বাল বৃদ্ধ আদি সবে গোমাটিলা
আইলা ॥ কেহ কারু প্রতি কহে সহাস্রবদনে । গোমাটিলা
যোগপীঠ জানিনু এখানে ॥ যত্নে যোগপীঠভূমি খননের
কালে । কৈল বলরাম আজ্ঞা দেখ মধ্যস্থলে ॥ যোগপীঠ-
মধ্যে প্রভু-ব্রজেন্দ্রনন্দন । হইলা সাক্ষাৎ কোটি-কন্দর্প-
মোহন ॥

তথাহি ব্রজস্থ-শ্রীহরিদাসপণ্ডিতগোস্বামিনঃ শিষ্য-

শ্রীরাধাকৃষ্ণগোস্বামিকৃতসাধনদীপিকায়াং ॥

প্রভোরাজ্ঞাপালনার্থং গত্বা বৃন্দাবনান্তরে ।

ন দৃষ্ট্বা শ্রীবপুস্তত্র চিন্তিতঃ স্বান্তরে স্বধীঃ ॥

ব্রজবাসিজ্ঞানান্ত গৃহেষুচ বনে বনে ।

গ্রামে গ্রামে ন দৃষ্ট্বাতু রোদিতশ্চিন্তিতো বুধঃ ॥

একদা বসতস্তস্য যমুনায়াস্তটে শূচো ।

ব্রজবাসিজনাকারঃ স্তম্ভরঃ কশ্চিদাগতঃ ॥

তং দৃষ্ট্বা কথিতং তেন হে পতে দুঃখিতো নু কিং ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনস্তস্মৈ স্নেহকর্ষিতমানসঃ ॥

প্রেমগম্ভীরয়া বাচা দূরীকৃতমনঃক্রমঃ ॥

কথয়ামাস তং সর্বং তং নিদেশং মহাপ্রভোঃ ॥

স শ্রুত্বা সর্ববৃত্তান্তমাগচ্ছেতি ব্রবন্নমুং ।

শুমাট্টিলা ইতি খ্যাতে তত্র নীত্বাববীৎ পুনঃ ॥

অত্র কাচিদাবাং শ্রেষ্ঠা পূর্বাঙ্কে সমুপাগতা ।

দুঃখস্রাবং বিকূর্বাণাপ্যহন্থহনি যাতি ভোঃ ॥

স্মাৎশিচিভে বিমৃশ্যৈতদুচিতং কুরু যাম্যহং ।

শ্রীরূপস্তম্ভচঃ শ্রুত্বা রূপং দৃষ্ট্বাচ মূর্ছিতঃ ॥

পুনঃ ক্ষণান্তরে ধীরো ধৈর্য্যং ধৃত্বোপচিস্তয়ন্ ।

জ্ঞাতসর্বরহস্যোহপি লোকানুকৃতচেষ্টিতঃ ॥

ব্রজবাসিজনানাহ শ্রীগোবিন্দোহত্র বিদ্যতে ।

এতচ্ছ্রুত্বাতু তে সর্বৈ প্রেমসংভিন্নচেতসঃ ॥

মিলিত্বা বালবৃদ্ধৈশ্চ তাং ভূমিং সমশোধয়ৎ ।

যোগপীঠস্থ মধ্যস্থং পশ্যন্তং কৃষ্ণমীশ্বরং ॥

সাক্ষাদ্বজেন্দ্রতনয়ং কোটি-মন্মথমোহনং ।

রুরধুস্তাং ধরাং যত্নাদ্রাগশ্যাজ্ঞানুসারতঃ ॥

শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকটধ্বনি হৈতে । উল্লাসে অসংখ্য
লাক ধায় চারি ভিতে ॥ মিশাইয়া নমুসে ব্রহ্মাদি দেবগণ ।

সকল উল্লাসে করে গোবিন্দদর্শন ॥ তিলাঙ্কে লোকভিড়

নিবৃত্ত না হয় । কোথা হৈতে আইসে কেহ লখিতে নারয় ॥
 গোবিন্দ-প্রকটমাত্রে শ্রীরূপগোসাঞি । ক্ষেত্রে পত্নী পাঠা-
 ইলা মহাপ্রভু-চাঞি ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু পার্শদ সহিতে ।
 পত্নী পড়ি আনন্দে না পারে স্থির হৈতে ॥ কাশীশ্বর প্রতি
 প্রভু কহয়ে নির্জনে । তোমারেই যাইতে হইল বৃন্দাবনে ॥
 কাশীশ্বর কহে প্রভু তোমারে ছাড়িতে । বিদরে হৃদয়, যে
 উচিত কর ইথে ॥ কাশীশ্বর-অস্তর বুঝিয়া গৌরহরি । দিল
 নিজ-স্বরূপবিগ্রহ যত্ন করি ॥ প্রভু সে বিগ্রহ সহ অনাদি
 ভুঞ্জিল । দেখি কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল ॥ শ্রীগৌর-
 গোবিন্দ নাম প্রভু জানাইলা । তাঁরে লৈয়া কাশীশ্বর বৃন্দা-
 বনে আইলা ॥ শ্রীগোবিন্দ দক্ষিণে প্রভুরে বসাইয়া । কল্পে
 অদ্বুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং মহাপ্রভু-

পার্শদ-শ্রীমুখশ্রুতকথা ॥

একদা শ্রীমহাপ্রভুঃ শ্রীকাশীশ্বরং কথিতবান্ ।

ভবান্ শ্রীবৃন্দাবনং গত্বা শ্রীরূপসনাতনয়োরস্তিকং নিবসত্বিতি ॥

সতু তচ্ছব্দা হর্ষবিস্মিতোহভূৎ । মর্কজ্ঞশিরোমণি-
 স্তদ্বদয়ং জ্ঞাত্বা গৌরঃ পুনঃ কথিতবান্ । শ্রীজগন্নাথ-
 পার্শ্ববর্তিনং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহমানীয়-স্বয়ং ভগবতানেন মমাভেদং
 জানীহি । এবমেনং সেবস্ব ।

তচ্ছব্দা সতুষ্টীং বভূব । ততো বিগ্রহস্য বপুষা
 শ্রীকৃষ্ণেন মহাপ্রভুণাচ একত্র ভোজনং কৃতং ।

ততঃ শ্রীকাশীশ্বরো দণ্ডবৎ প্রণম্য গৌরগোবিন্দবিগ্রহং
বৃন্দাবনং প্রাপয়ামাস । সোহয়ং শ্রীগোবিন্দপার্শ্ববর্তি-
মহাপ্রভুঃ ॥

পদকান্ত্যাজিতমদনো মুখকান্ত্যা খণ্ডিতকমলমণিগর্ভঃ ।
শ্রীরূপাশ্রিতচরণঃ কৃপয়তু ময়ি গৌরগোবিন্দঃ ॥ ১ ॥

গোবিন্দের লীলা অতি অদ্ভুত অপার । কে বুঝিতে
পারে কৃপা না হইলে তাঁর ॥ প্রকটাপ্রকটলীলা দুই মত
হয় । অপ্রকটে মৌনমুদ্রা রূপে বিলসয় ॥ অহে শ্রীনিবাস
কত কহিব তোমারে । শ্রীগোবিন্দ প্রকট হইলা রূপদ্বারে ॥
শ্রীরূপে শ্রীবৃন্দা স্বপ্নচ্ছলে জানাইল । ব্রহ্মকুণ্ডতট হৈতে
তাঁরে প্রকাশিল ॥ শ্রীবৃন্দাদেবীর শোভা মহিমা অপার ।
সর্বকার্য্য সিদ্ধি হয় হৈলে কৃপা তাঁর ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং ॥

ব্রহ্মকুণ্ডতটোপান্তে বৃন্দাদেবী প্রকাশিতা ।

প্রভোরাজ্জাবলেনাপি শ্রীরূপেণ কৃপাক্ষিনা ॥ ২ ॥

চূড়ায়াং চারুরল্লান্মরমণিমুকুটং বিভ্রতীং মূর্দ্ধি দেবীং

কর্ণবন্ধেচ দীপ্তে পুরটবিরচিত্তে কুণ্ডলে হারিহারান্ ।

নিষ্কং কাঞ্চীং সুহাসাং ভুজকটতুলাকোটিকাঙ্গীশ্চ বন্দে

বৃন্দাং বৃন্দাবনান্তঃ সুরচিরবসনাং শ্রীল-গোবিন্দপার্শ্বে ॥৩॥

শ্রীবৃন্দায়াঃ পদাঙ্গং সুরমুনিস কলৈশ্চাপি ভক্ত্যানুবন্দ্যং

প্রেম্না সংসেবমানং কলিকলুমহরং সর্ববাস্তুপ্রদঞ্চ ।

বক্তব্যং চাত্র কিস্বানু যদনু ভজতো দুর্লভে দেবলোকৈঃ
 শ্রীমদ্বন্দাবনেহস্মিন্ নিবসতি মনুজঃ সর্বদুঃখৈর্বিনুক্তঃ ॥
 • অহে শ্রীনিবাস শ্রীরূপের কস্ম যত । তাহা আমি এক-
 মুখে কহিব বা কত ॥ সনাতনগোস্বাস্বামির অদ্ভুত বিলাস ।
 মধ্যে মধ্যে করেন শ্রীমহাবনে বাস ॥ মদনগোপাল তথা
 বালকসহিতে । যমুনাপুলিনে খেলে দেখয়ে সাক্ষাতে ॥
 মদনগোপাল সনাতন-প্রেমাধীন । স্বপ্নচ্ছলে সনাতনে কহে
 একদিন ॥ সনাতন তোমার কুটীর মোরে ভায় । বহাবন
 হৈতে আমি আসিব এথায় ॥ এত কহি প্রভু হইলেন অদ-
 র্শন । প্রেমাবেশে বিহ্বল হইলা সনাতন ॥ প্রভুর ভঙ্গিমা
 ভক্ত জানে ভাল মতে । মদনগোপাল আইলা রজনী-প্রভাতে ॥
 সনাতন মনে হৈল আনন্দ প্রচুর । পত্র-কুটিরেতে সেবা
 করেন প্রভুর ॥ মহারাজকুমার শ্রীমদনমোহন । তিঁহ শুষ্ক-
 রুটি ভুঞ্জে, দুঃখী সনাতন ॥ সনাতন মনঃ জানি মদনগোপাল ।
 মিজসেবা বৃদ্ধি-ইচ্ছা হইল তৎকাল ॥ হেনকালে মূলতান্-
 দেশীয় একজন । অতিশয় ধনাঢ্য সর্বাংশে বিচক্ষণ ॥ কপূর
 ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস । নৌকা হৈতে নামি আইলা
 গোস্বামির পাশ ॥ গোস্বামির চরণে পড়িল লোটাইয়া ।
 কৈল কত দৈন্য নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ সনাতন তারে বহু
 অনুগ্রহ কৈলা । শ্রীমদনমোহন-চরণে সমর্পিলা ॥ শ্রীমদন-
 মোহনে দেখিয়া কৃষ্ণদাস । ভূমে পড়ি প্রণময়ে ছাড়ি
 দীর্ঘশ্বাস ॥

সেই দিন মন্দিরের আরম্ভ করিল । নানা রত্নভূষণে
 ভূষিত করাইল ॥ পরিধেয় বস্ত্রাদি সে বিবিধ প্রকার । রাখা-
 ইলা যত্ন করি পৃথক্ ভাণ্ডার ॥ ভোগের সামগ্রী নানা প্রকার
 করিলা । ভুঞ্জিবেন প্রভু ইথে মহাহর্ব হৈলা ॥ মদন-
 গোপালে দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে । ব্রজবাসিগণ ভাসে সুখের
 সাগরে ॥ সজ্জেকপে কহিল এ প্রসঙ্গরসায়ন । মদনমোহন
 সনাতনের জীবন ॥ অহে বাপু শ্রীনিবাস কহিতে কি আর ।
 প্রভু ভক্তদ্বারে কৈল আপনা প্রচার ॥ শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্য্য-
 মহাশয় । শ্রীমধুপণ্ডিত অতিশয়ের আশ্রয় ॥ দৌহে প্রেমা-
 ধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার । পরম-দুর্গম চেষ্টা কহে সাধ্য
 কার ॥ বংশীবট নিকট পরম-রম্য হয় । তথা গোপীনাথ
 মহারঙ্গে বিলসয় ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং ॥

যন্তেন স্প্রকটিতো গোপীনাথো দয়ান্বুধিঃ ।

বংশীবটতটে শ্রীমদধুনোপতটে শুভে ॥

অকস্মাৎ দর্শন দিলেন রূপা করি । শ্রীমধুপণ্ডিত হৈলা
 সেবা-অধিকারী ॥ শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্য্য-মহাশয় । শ্রীমধু-
 পণ্ডিত তাঁর স্নেহ অতিশয় ॥ অহে শ্রীনিবাস গোপীনাথের
 দর্শনে । কহিতে কে জানে যে আনন্দ বৃন্দাবনে ॥ হরয়ে
 সবার গনঃ অঙ্গের ছটায় । করিতে দর্শন লক্ষ লক্ষ লোক
 ধায় ॥ শ্রীগোপীনাথের চারু চরিত্র মধুর । যে শুনে বারেক
 তার তাপ যায় দূর ॥ শ্রীব্রজের কথা ভক্তমুখে যে শুনিছে ।

সে অতিবিস্তার তার কিছু শুনাইনু ॥ অহে শ্রীনিবাস প্রাণ
করয়ে কেমন । হেন দিন হ'বে কি, যাইব বৃন্দাবন ॥ শ্রী-
চৈতন্যদাস ঐছে কহিতে কহিতে । নয়নে বহয়ে ধারা নারে
নিবারিতে ॥ পিতার চরণ ধরি কান্দে শ্রীনিবাস । মনে মনে
কহে কি পূরিবে মোর আশ ॥ পিতা পুত্রে স্থির হইলেন
কতক্ষণে । কি অদ্ভুত প্রেমের প্রতাপ কেবা জানে ॥ কৃষ্ণ-
কথা বিনা কিছু নাহি ভায় চিতে । হেন পিতাপুত্রের উপমা
নাহি দিতে ॥ পিতাপুত্র-সম্বাদ শুনয়ে যেই জন । অনা-
য়াসে পায় সে দুর্লভ ভক্তিধন ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য-চরণ চিন্তা
করি । ভক্তিরত্নাকর কহে দাস-নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে "শ্রীনিবাসজন্মাদি প্রস-
ঙ্গানুকথনে বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দাদিপ্রকটবর্ণন নাম দ্বিতীয়
তরঙ্গ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

ভক্তিরত্নাকর ।

। তৃতীয় তরঙ্গ

—••••—

জয় নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরমুন্দর ! জয় নিত্যানন্দ অবধূত
হলধর ॥ জয় শান্তিপূরনাথ অদ্বৈত-ঈশ্বর । জয় গৌরপ্রিয়
শ্রীপণ্ডিত-গদাধর ॥ জয় জয় পণ্ডিত-ঠাকুর-শ্রীনিবাস । জয়
হরিনামামৃত মগ্ন হরিদাস ॥ জয় প্রেমময় শ্রীস্বরূপ দামোদর ।
জয় শ্রীমুরারিগুপ্ত গুণের সাগর ॥ জয় বাসুদেব সার্বভৌম-
মহাশয় । জয় রায়-রামানন্দ রসের আলায় ॥ জয় গৌরী-
দাস শ্রীপণ্ডিত-বক্রেশ্বর । জয় নরহরি শ্রীমুকুন্দ কাশী-
শ্বর ॥ জয় জগদীশ গৌরীদাস ধনঞ্জয় । জয় সনাতন রূপ
গুণের আলায় ॥ জয় জীব গোপাল ভৃগব্র্ত লোকনাথ । জয়
রঘুনাথভট্ট ভুবনে বিখ্যাত ॥ জয় রঘুনাথদাস শ্রীকুণ্ডনিবাসী ।
জয় জয় শ্রীরাঘব গোবর্দ্ধনবাসী ॥ জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম
রামচন্দ্র । জয় দীন দুঃখির জীবন শ্যামানন্দ ॥ জয় শ্রীঠাকুর
মোর বৈষ্ণবগোসাঞি । জগৎ পবিত্র হয় যঁার গুণ গাই ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলায় । এবে যে কহিয়ে শুন
হইয়া সদয় ॥ গৌরগুণে মগ্ন শ্রীনিবাসের অন্তর । শ্রীপিতা
মাতার সেবা করে নিরন্তর ॥ পিতা মাতা দৌহার যে স্নেহ
পুত্র প্রতি । সে সব কহিতে নাই আমার শক্তি ॥ কি

আনন্দ চাখন্দিগ্রামেতে প্রতি-ঘরে । তিলার্দ্রেক শ্রীনিবাসে
ছাড়িতে না পারে ॥ শ্রীনিবাস সবারে তোষয়ে নানামতে ।
শ্রীনিবাসে সবে প্রশংসয়ে হর্ষচিতে ॥ চাখন্দিতে যৈছে শ্রীনি-
বাস বিলসয় । তাহা একমুখে কি কহিতে সাধ্য হয় ॥ কত
দিনে পিতার হইল পরলোক । পুত্রমুখ দেখি মাতা পাসরিল
শোক ॥ কিছু দিন পরে শ্রীনিবাস-মহাশয় । যাজিগ্রামে
গেলা মাতামহের আশ্রয় ॥ যুক্তি স্থির করিলেন মাতার
সহিত । যাজিগ্রামে বাস এবে হয় ত উচিত ॥ গ্রামবাসী
লোক সব এ কথা শুনিল । পরম আনন্দে বাসযোগ্য স্থান
কৈল ॥ যাজিগ্রাম-সমীপাদি * সবার উল্লাস । সর্বপ্রাণা-
ধিক হইলেন শ্রীনিবাস ॥ ভক্তিরসে মগ্ন শ্রীনিবাস অনুক্ষণ ।
দেখি মহাহর্ষ চৈতন্যের প্রিয়গণ ॥ নিরন্তর শ্রীনিবাস ভক্ত-
গোষ্ঠী † পাশে । শুনয়ে চৈতন্যলীলা অশেষবিশেষে § ॥
প্রভুগণ সহ বিলসয়ে নীলাচলে । শুনিতে সে সব কথা হৃদয়
উথলে ॥ হইলা উদ্বিগ্ন শ্রীনিবাস মহাধীর । নীলাচলে চলিতে
কুরিলা মন স্থির ॥ কত অভিলাষ চিন্তে হয় ক্ষণে ক্ষণে ।
মো পামরে প্রভু কি দিবেন দরশনে ॥ প্রভুভক্তগণ কৃপা
করিবে কি মোরে । তা' সবার পদধূলি ধরিব কি শিরে ॥
মোহেন অযোগ্যে শ্রীপণ্ডিত-গদাধর । চরণ-নিকটে কি

* যাজিগ্রামের নিকট অন্ত্যান্ত গ্রামবাসীদিগের

† ভক্তগোষ্ঠী,—ভক্তসমাজ ॥

§ অশেষ প্রকারে ॥

রাখিবে নিরন্তর ॥ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভু শুনিবেন যবে । সে
 শ্রীমুখ-বাক্য কর্ণে প্রবিষ্ট কি হ'বে ॥ দেখিব কি নীলাচল-
 চন্দ্র জগন্নাথ । শ্রীহৃৎদ্রাদেবী প্রভু-বলরাম সাঁথ ॥ এঁছে
 বহু কহে, ধারা বহে দু'নয়নে । চলিলেন খণ্ডে * স্থির
 হৈয়া কতক্ষণে ॥ দেখি শ্রীবিগ্রহ কৈল প্রণতি অপার ।
 নিরন্তর দুই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রিয়-
 পার্শ্বদগণেরে । ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বারে বারে ॥
 ঠাকুর-শ্রীনরহরি প্রেমের আবেশে । শ্রীভুজ পসারি কোলে
 কৈল শ্রীনিবাসে ॥ স্নেহে শ্রীনিবাস-অঙ্গ সিঞ্জে নেত্রজলে ।
 জিজ্ঞাসে কুশল যেন কত সুখা চালে ॥ শ্রীনিবাস কহয়ে
 যাইব নীলাচল । আজ্ঞা দেহ দেখি গিয়া শ্রীপদকমল ॥
 শুনিতে এ বাক্য অতি উদ্বিগ্নহৃদয় । আজ্ঞা দিল বাহ শীঘ্র
 বিলম্ব না সয় ॥ পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে গদগদবচন । প্রভু
 করিবেন এই লীলাসঙ্গোপন ॥ অদ্বৈত-আচার্য্য তর্জা করি
 পাঠাইল । তর্জা † প্রহেলীতে মনোরুতি প্রকাশিল ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলার

উনবিংশ পরিচ্ছেদে ।

“বাউলকে ‡ কহিও লোক হইল আউল । বাউলকে
 কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥ বাউলকে কহিও কায়ে

* শ্রীখণ্ডগ্রামে ॥

‡ তর্জা,—উপহাস (ঠাট্টা) । প্রহেলী,—হেঁহালী ॥

‡ বাউল অর্থাৎ বাতুল (উন্মত্ত) । আউল (এলোগেলো বা উৎকৃষ্ট) ॥

নাহিক আউল । বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥”
 তর্জা-অর্থ প্রভু অণু ছলে ব্যক্ত কৈল । সেই হৈতে সকল
 ভক্তের চিন্তা হৈল ॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর কেবা জানে মর্ম্ম তাঁর ।
 না জানি যে কখন করিবে অঙ্ককার ॥ এত কহিতেই নেত্র-
 জলে সিক্ত হৈল । শ্রীনিবাসে ব্যাকুল দেখিয়া প্রবোধিল ॥
 পথের সঙ্গতি করি দিল সেইক্ষণে । ঠাকুরের যে স্নেহ
 বর্ণিবে কোন্ জনে ॥ শ্রীরঘুনন্দন আসি তথায় মিলিল ।
 শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিয়া প্রেবাবিষ্ট হৈল ॥ খণ্ডবাসী প্রভুর
 যতেক ভক্তগণ । যথাযোগ্য সবা সহ হইল মিলন ॥ সব-
 কার স্থানে শীঘ্র হইয়া বিদায় । যাজিগ্রাম গিয়া সব নিবেদিল
 গায় * ॥ যত্নপূর্ব্বক বিদায় হইয়া মাতা স্থানে । চলিলেন
 নীলাচলে প্রভুর দরশনে ॥ মাঘ-শুক্রাপঞ্চমী দিবস শুভক্ষণ ।
 মনের উল্লাসে শ্রীনিবাসের গমন ॥ কৈশোর বয়স্ অতিসুন্দর
 শরীর । যে দেখে বারেক সে হইতে নারে স্থির ॥ কেহ
 কহে ইহঁ কোন রাজার তনয় । পদব্রজে চলে, অনুরাগ
 অতিশয় ॥ কেহ কহে ইহঁ হন গৌরপরিকর । নহিলে কেনে
 নেত্রে এত ধারা নিরন্তর ॥ কেহ কহে ইহাতে সন্দেহ কিছু
 নাঞি । সকল করিতে পারে গৌরাঙ্গগোসাঞি ॥ কেহ
 কহে অহে সে দেখিয়া গোরাচাঁদে । কি নারী পুরুষ কেহ
 স্থির নাহি বাঁধে ॥ কেহ কহে গৌরচন্দ্র ব্রজেন্দ্রকুমার ।
 নীলাচলে দেখিলাম অদ্ভুত বিহার ॥ কেহ কহে উৎকলে

ভাগ্যের সীমা নাই । সচল অচল দুই প্রভু এক ঠাই * ॥
 কেহ কহে গৌর জগন্নাথ এক হয় । ইথে যার ভেদবুদ্ধি সেই
 যায় ক্ষয় ॥ এইরূপ কহে কত পথিক-সকলে । শ্রীনিবাস-
 চেষ্টা দেখি ভাসে নেত্রজলে ॥ আনন্দ-আবেশে শ্রীনিবাস
 চলি যায় । ক্ষেত্র হৈতে যে আইসে প্রণমে তাঁহায় ॥ প্রভু
 ভক্তগণের পুচ্ছেন সমাচার । শুনিতে সে সব কথা আনন্দ
 অপার ॥ উড়িয়া যাইতে পাখা, প্রভুরে প্রার্থয় । দিবা নিশি
 চলে পথে শ্রম না জানয় ॥ মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন ।
 কত দূরে শুনিল চৈতন্য-সঙ্গোপন ॥ মহাপ্রভু অদর্শন এ
 বাক্য শুনিতে । যে দশা হইল, তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥
 কত শত করাঘাত করে নিজশিরে । ছিঁড়িয়া ফেলেন কেশ,
 নখে বক্ষঃ চিরে ॥ আপনা ধিকার করে কান্দিয়া কান্দিয়া ।
 সে বিলাপ শুনি যায় পাষাণ গলিয়া ॥ মূর্ছিত হইয়া ভূমে
 পড়ে বারবার । নেত্রধারা দেখি প্রাণ বিদরে সবার ॥ অতি
 কদর্থনে ঽ হইল দিবা অবসান । নিশ্চয় করিল “দেহে না
 রাখিব প্রাণ” ॥ অগ্নিকুণ্ড করি তাহে করিব প্রবেশ । তবে
 সে ঘূচিবে মোর এ দারুণ ক্লেশ ॥ ঐছে বিচারিতে রাত্রি
 হৈল দণ্ড চারি । লইয়া প্রভুর নাম কান্দে উচ্চ করি ॥
 প্রভু-ইচ্ছা মতে হৈল নিদ্রা আকর্ষণ । স্বপ্নচ্ছলে গৌরচন্দ্র
 দিলেন দর্শন ॥ বিদ্যুতের পুঞ্জ জিনি শ্রীঅঙ্গ-সুন্দর । শ্রীমুখ-

* সচল মহাপ্রভু, — অচল জগন্নাথ ॥

‡ অতিকষ্টে

মণ্ডল জিনি কোটি সুধাকর ॥ আকর্ণপর্যাস্ত দুই লোচন
বিশাল । আজানুলম্বিত ভুজ গলে বনমাল ॥ বরিশে অমৃত-
দারা মধুর হাসিতে । কে ধরে ধৈর্য শোভা বারেক দেখিতে ॥
তকতবৎসল প্রভু ভুবনমোহন । স্বপ্ন-ছলে দেখা দিয়া রাখিল
জীবন ॥ শ্রীনিবাস-মস্তকে শ্রীচরণ অর্পিল । প্রেমাবে
প্রভু অতিশয় আশ্বাসিল ॥

তথাহি শ্রীনৃসিংহকবিরাজকৃত-নবপদ্যে ॥

গম্বুঃ শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভো-

শ্চৈতন্যস্য কৃপাস্বপ্নের্জনমুখাচ্ছ্রুতীরোধানতাং * ।

দুঃখোহঘৈঃ স মুহুমূর্ছ-ভগবান্ দৃষ্ট্বা তক্তব্যথা-

নাশ্বাসাতিশয়ঃ দয়ামভিবদন্ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্ ॥

শ্রীনিবাসে বাৎসল্য প্রকাশি ভগবান্ । ক্ষণেক থাকিয়া
স্বপ্নে হৈল অন্তর্দান ॥ প্রভু অদর্শন হৈলে হৈল নিদ্রাভঙ্গ ।
বাটিল বিচ্ছেদ দুঃখমমুদ্রতরঙ্গ ॥ শ্রীনিবাসে মহাদুঃখী দেখি
গৌরহরি । পুনঃ স্বপ্ন-ছলে কিছু কহে ধীরি ধীরি ॥ গদাধর
আদি মোর প্রিয়-পরিকর । নিরীখে তোমার পথ ব্যাকুল
অস্তর ॥

বিলম্ব না কর শীঘ্র যাহ নীলাচল । এত কহি নিজ-হস্তে
পৌছে নেত্রজল ॥ অতিশ্নেহে আলিঙ্গন করি বার বার ।
অন্তর্দান হৈলা প্রভু শচীর কুমার ॥ নিদ্রাভঙ্গ হৈল নিশি
প্রভাত দেখিয়া । চলে শ্রীনিবাস প্রভু-চরণ চিস্তিয়া ॥ নীলা-

চলে শ্রীনিবাস গেল কত দিনে । শ্রীনরেন্দ্রশৌচ দেখি ধারা
 ছ'নয়নে ॥ শ্রীনরেন্দ্ররাজা শৌচ-মহাপাত্র * তার । এ
 ছ'য়ের নামে সরোবর এ প্রচার ॥ মহাপ্রভু জলজীড়া কৈল
 নরেন্দ্রেতে । এ সকল কথা পূর্বে শুনি গৌড়েতে ॥ সে
 সকল ভাবিতে অধৈর্য্য হৈল মন । কতক্ষণ তীরে বসি করিলা
 ক্রন্দন । উথলিল প্রেমসিন্ধু না রে স্থির হৈতে † । ধরণী
 লোটায়, চেক্টা কে পারে বুঝিতে ॥ বাহু প্রকাশিয়া সিক্ত
 হৈয়া নেত্রনীরে । নরেন্দ্র প্রণমি চলিলেন ধীরে ধীরে ॥ হইল
 অনেক রাত্রি বিচারিয়া মনে । সিংহদ্বার-সমীপে রহিল এক
 স্থানে ॥ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া করে নামসঙ্কীর্তন । নদীর প্রবাহ
 পারা ‡ করে ছ'নয়ন ॥ ধরিতে না পারে অঙ্গ, লোটায়
 ভূমিতে । নিদ্রা আকর্ষণ হৈল প্রভুর ইচ্ছাতে ॥ বলরাম
 স্তভদ্রা সহিত জগন্নাথ । কৃপা করি স্বপ্নচ্ছলে হইল সাক্ষাৎ ॥
 কি অদ্ভুত বাৎসল্য কে বুঝে হেন রঙ্গ । নেত্র ভরি দেখিল,
 হইল নিদ্রাভঙ্গ ॥ শ্রীনিবাস অতিশয় ব্যাকুল হইল । হেন-
 কালে এক বিপ্র তথায় আইল ॥ তিঁহ কহে অহে বাপু ব্রাহ্মণ-
 কুমার । দুঃখে দগ্ধ হৈলা, নাহি ভক্ষণ তোমার ॥ শ্রীমহাপ্রসাদ
 লহ করহ ভোজন । প্রসাদ সমর্পি তিঁহ হৈল অদর্শন ॥
 শ্রীনিবাস ব্যগ্র হৈয়া বিচারিছে মনে । মোর ঐছে দুঃখ

* গোচনামক নরেন্দ্রের প্রধান মন্ত্রী ॥

† স্মরণিতে ইতি পাঠান্তর ॥

‡ পারা অর্থাৎ তুল্য । অথবা “তুল্য” পাঠান্তর ॥

ইহঁ জানিল কেমনে ॥ শ্রীমহাপ্রসাদ মোরে করি সমর্পণ ।
 দেখিতে দেখিতে হইলেন অদর্শন ॥ এঁছে বিচারিতে চিত্তে
 চিন্তাযুক্ত হৈল । হইয়া সাক্ষাৎপ্রায় প্রভু প্রবোধিল ॥ প্রভু
 জগন্নাথ-অনুগ্রহে হর্ষমনে । শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলেন সেই-
 ক্ষণে ॥ নরেন্দ্রশৌচের জল জলপাত্রে ছিল । যত্নে হস্ত-
 প্রক্ষালন করি পান কৈল ॥ প্রভু নামসঙ্কীর্তন করে ধীরে
 ধীরে । কিছু নিদ্রা আকর্ষিল কতক্ষণ পরে ॥ স্বপ্নে দেখে
 শ্রীগৌর বেষ্টিত পরিকর । দেবগণमध्ये যেন শোভে পুরন্দর ॥
 গদাধর-পণ্ডিত প্রভুর আগে বসি । পড়ে ভাগবতসুধা চালে
 রাশি রাশি ॥ অশ্রু কম্প ভাবাদি ভূষিত সর্বজন । হেন
 শোভা শ্রীনিবাস করেন দর্শন ॥ মনের বাঞ্ছিত সব সফল
 হইল । কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গে অতিদুঃখ পাইল ॥ পুনঃ নাম-
 সঙ্কীর্তন করে মহাশয় । পুনঃ অকস্মাৎ কিছু নিদ্রা আক-
 র্ষয় ॥ পুনঃ স্বপ্নে দেখে সেই সিংহদ্বার-পথে । আসিছেন
 গৌরচন্দ্র পরিকর সাঁথে ॥ কনক-পর্বত জিনি গৌরকলে-
 বর । আজানুলম্বিত ভুজ ভঙ্গী মনোহর ॥ শ্রীমুখমণ্ডলে
 কত চাঁদের উদয় । হাসে মন্দ মন্দ সদা সুধারূপি হয় ॥ আকর্ণ
 পর্য্যন্ত দুই নয়নকমল । পরিপূর্ণ প্রেমজলে করে টলমল ॥
 ডুবনমোহন কণ্ঠে তুলসীর দাম । পরিধেয় অরুণবসন অনু-
 পাম ॥ ॐ ॥ বালমল করে দিক্ অঙ্গের শোভায় । নিজ-প্রেমে
 মহামত্ত চলে সিংহপ্রায় ॥ হেন শোভা দেখিতেই হইল

বিহ্বল । ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল ॥ ধরণী লোটা'য়ে
পড়ে প্রভুর চরণে । করুণ-নয়নে প্রভু চায় ভূতাপানে ॥ হাসি
প্রভু কহে দুঃখ না ভাবিহ আর । তোমার হৃদয়ে সদা বিশ্রাম
আমার ॥ এত কহি অন্তর্দীন হৈলা দয়াময় । নিদ্রাভঙ্গ
হৈল দেখে প্রভাত-সময় ॥ অনেক যতনে স্থির হৈয়া সেই-
ক্ষণে । মার্কণ্ডে * চলেন জিজ্ঞাসিয়া কোন জনে ॥ প্রাতঃ-
কৃত্য করি কৈল মার্কণ্ডেতে স্নান । শ্রীনিবাসে দেখি
সবে জুড়ায় নয়ন ॥ শ্রীনিবাস চলয়ে মার্কণ্ডে প্রণমিয়া ।
তথা কোন বন্ধে পুছে অতি-ব্যগ্র হৈয়া ॥ গদাধর-পণ্ডিত-
গোস্বামী আছে কোথা ? । তিঁহ কহে লইয়া যাইব, তিঁহ
যথা ॥ এত কহি শ্রীনিবাস-সঙ্গে আগে যায় । উলটি উলটি
শ্রীনিবাস-পানে চায় ॥ শ্রীগোপীনাথের পুষ্পবাটী † মনো-
হর ! দেখাইল এখানে রহেন গদাধর ॥ যাহ বাপু তার দশা
কি কব তোমা'রে । প্রভুর বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিতে না পারে ॥
ক্ষেত্রশূণ্য হৈল ভাগ্য-মন্দ মো সবার । এত কহি গেলা
বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ উদার ॥ শ্রীনিবাস দেখি তার কাতর অন্তর ।
প্রণমিয়া তারে কৈল বিনতি বিস্তর ॥ অতি-শীঘ্র শ্রীগোপী-
নাথের আগে গিয়া । পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে ভূমে লোটাইয়া ॥
অনিমিত্ত নেত্রে দেখে শ্রীমুখ-সুন্দর । অশ্রু কম্পে পরিপূর্ণ
হৈল কলেবর ॥ শ্রীনিবাসে দেখি সবে পুছে ব্যগ্রচিত্তে ।
কার পুত্র, কি নাম, আইলা কোথা হৈতে ? ॥ শুনি কহে

গোড়দেশ হইতে আগমন । শ্রীনিবাসনাম-বিপ্র চৈতন্য-
নন্দন ॥ শুনিয়াই এই বাক্য ভাসে প্রেমজলে । সবাই
ধাইয়া শ্রীনিবাসে করে কোলে ॥ কেহ গেলা শ্রীপণ্ডিত-
গোস্বামির স্থানে । তিঁহ একা বসিয়াছেন পরম-নির্জনে ॥
যে অদ্ভুত দশা তাহা कहনে যায় । সেই জানে, সে সময়ে
যে দেখিল তায় ॥ হেমপুঞ্জ জিনি অঙ্গ-বলনি সুন্দর * ।
হইল মলিন যেন দিবা ঃ শশধর ॥ দেখিতে চাঁদের সাধ যে
মুগমগুল । শুখাইল যেন বারিবিহীন কমল ॥ অরুণ-কমল-
নেত্রে ধারা নিরন্তর । ভিজয়ে সে সকল কোমল-কলেবর ॥
সম্মুখে শ্রীভাগবত, তাহা ভিজি যায় । কিছু স্মৃতি নাই অগ্নি
জ্বলয়ে হিয়ায় ॥ অত্যন্ত গদগদ-কণ্ঠ শ্লোক উচ্চারিতে ।
মহাধীর শ্রীপণ্ডিত নারে স্থির হইতে ॥ শ্রীগৌরসুন্দর বলি
মুদয়ে নয়ান । ছাড়য়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ অনল সমান ॥ গৌরাঙ্গ-
বিচ্ছেদে শ্রীপণ্ডিত-গদাধর । খেরুপ হইল তাহা প্রভু-অগো-
চর ॥ শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ করিবার তরে । আছয়ে জীবন-
মাত্র নিশ্চল-শরীরে ॥ কিছু বাহ্যস্বর্ভি হৈল প্রভু-ইচ্ছা-
মতে । হেনই সময়ে কেহ কহে ষোড়হাতে ॥ শ্রীগোড়
হইতে আইলেন শ্রীনিবাস । যাঁর পিতা নাম বিপ্র-শ্রীচৈ-
তন্যদাস ॥ শুনি কহে আন দেখি জুড়াই নয়ন । শ্রীনিবাসে
লইয়া গেলেন সেইক্ষণ ॥ শ্রীনিবাস-চাহি প্রভু গদাধর-পানে ।

* বলনি,—নিঃশ্বাস (গড়ন) ॥

† দিনের চন্দ্রতুলা মলিন ॥

ভূমে পড়ি প্রণময়ে ধারা ছু'নয়নে ॥ পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীনি-
বাসে নিরখিয়া । উঠিলেন শীঘ্র ছুই বাহু পসারিয়া ॥ আইস
বাপু বলি তুলি লইলেন কোলে । শ্রীনিবাসে স্নান করাইল
নেত্রজলে ॥ পরমবাৎসল্যে বসাইয়া নিজপাশে । স্নমধুর
বাক্যে স্থির কৈল শ্রীনিবাসে ॥ যদ্যপি শ্রীপ্রভুর বিয়োগে
মহাছুঃখ । তথাপিহ শ্রীনিবাসে দেখি পায় সুখ ॥ বহু করি
কহে নিজ-লোক সঙ্গে দিয়া । শ্রীনিবাসে আনহ সর্বত্র মিলা-
ইয়া ॥ এথা পরস্পর শুনিলেন তত্তগণ । পণ্ডিতের পাশে
শ্রীনিবাসের গমন ॥ সবে উৎকণ্ঠিত শ্রীনিবাসেরে দেখিতে ।
শ্রীনিবাস গেলা সার্বভৌমের বাটীতে ॥ তথায় শ্রীরাম-রামা-
নন্দের গমন । দৌহে কসি গায় গৌরচন্দ্র-গুণগণ * ॥ শ্রীনি-
বাস গিয়া দৌহে দর্শন করিল । ভূমিতে পড়িয়া ছুই চরণ
বন্দিল ॥ মহাশোকসমুদ্রে ভাসয়ে ছুই জনে । শ্রীনিবাসে
দেখি সুখ উপজিল মনে ॥ দৌহে উঠি শ্রীনিবাসে কৈল
আলিঙ্গন । প্রেমজলে কৈল শ্রীনিবাসেরে সিঞ্চন ॥ পুনঃ পুনঃ
শ্রীনিবাস পড়ে পদতলে । নিরন্তর ভাসে ছুই নয়নের জলে ॥
দেখি শ্রীনিবাস-দশা কান্দে ছুই জন । পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাসে
করে আলিঙ্গন ॥ দৌহার বাৎসল্য কিছু কহেন না যায় ।
করে ধরি দৌহে নিজ-নিকটে বসায় ॥ দৌহে মহাধীর মহা-
মধুব বচনে । শ্রীনিবাসে স্থির করিলেন কতক্ষণে ॥ সঙ্গে যে

আছিল তারে কহে মুহুভাবে । সর্বস্ব মিলাও প্রা^৭ নহে মন ।
 বাসে ॥ চলিলেন শ্রীনিবাস বিহ্বল অন্তর । যথা বা^৮ গমিল
 পণ্ডিত-বক্রে^৯শ্বর ॥ ভূমে পড়ি তাঁর পাদপদ্মে প্রণমিল^{১০}
 শ্রীনিবাসে দেখি শ্রীপণ্ডিত সুখী হৈলা ॥ আইস বাপ ব^{১১}না
 তুলি লইলেন কোলে । শ্রীনিবাস-অঙ্গ সিঞ্চিলেন নেত্রজলে^{১২}স
 বসাইল নিকটে বাৎসল্য অতিশয় । অঙ্গে হস্ত দিয়া কথ^{১৩}
 কহে সুধাময় ॥ ভাল হৈল আইলা শীঘ্র দেখিনু তোমারে ।
 বহু কার্য্য প্রভু সাধিবেন তোমা-দ্বারে ॥ এত কহি অধৈর্য্য
 হইলা মহাশয় । পরম-বাৎসল্যে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয় ॥ যদ্য-
 পিহ শ্রীনিবাসে নারয়ে ছাড়িতে । তথাপিহ আজ্ঞা দিল
 সবারে মিলিতে ॥ শ্রীনিবাস পুনঃ প্রণমিয়া শ্রীচরণে । চলি-
 লেন অশ্রুধারা বরে ছু'নয়নে ॥ শ্রীপরমানন্দ আদি সম্মাসি-
 সকল । প্রভুর বিয়োগে সবে অত্যন্ত বিকল ॥ বসিয়া
 উঠিতে শক্তি নাহিক কাহার । প্রভুর ইচ্ছাতে দেহ আছয়ে
 সবার ॥ মৃতপ্রায় হইয়া আছয়ে নিরজনে * । দিবস রজনী
 স্মৃতি নাহি কারু মনে ॥ শ্রীনিবাস যাইয়া করিল দরশন ।
 মহাযত্নে বন্দিলেন সবার চরণ ॥

শ্রীনিবাসে দেখিতে সবার হর্ষোদয় । ভূমি হৈতে তুলি
 পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয় ॥ শ্রীনিবাসে পাইয়া পাইল যেন প্রাণ ।

৭ বিকল অর্থাৎ যাহার ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্যে অক্ষম ॥

* নিজনে ॥

শ্রীনিবাসে করাইলা স্নান ॥ শ্রীনিবাস হৈল মহা-
 ভূমে পতি ॥ ৩ বিহ্বল । মুগ বুক বহিয়া পড়য়ে নেত্রজল ॥ শ্রীনি-
 বাসে স্থির করি কতক্ষণ পরে । আত্মা দিল বাহ বাপু মিলহ
 বাসারে ॥ শ্রীনিবাস গেলা শিখি-মহাতি-ভবন । বহু জন-
 পে তথা হইল মিলন ॥ শ্রীনিবাস প্রণমিতে কৈলা সবে
 কালে । শ্রীনিবাস ভিজ়ে তা' সবার নেত্রজলে ॥ শ্রীনিবাস
 কহে কিছু কান্দিতে কান্দিতে । শুনিয়া সে সব বাক্য নারে
 (১) স্থির হৈতে ॥ কানাইখুটিয়া কহে শুন শ্রীনিবাস । আজি
 তুমি কৈলা অঙ্ক-নয়ন প্রকাশ ॥ ভগ্নীর সহিত শিখিমহাতি
 কহয়ে । তোমায় দেখিব, তাই জীবন আছয়ে ॥ শ্রীপট্টনায়ক
 বাণীনাথ আদি যত । শ্রীনিবাসে কোলে করি কহে এই মত ॥
 আত্মা দিল শ্রীনিবাসে রাখি কতক্ষণ । মিলহ সর্বত্র দেখি
 জুড়া'ক নয়ন ॥ আত্মা পাঞা শ্রীনিবাস সজলনয়নে । চলি-
 লেন গোবিন্দ শঙ্কর দরশনে ॥ দেখে গিয়া দুইজন নির্জনে
 বৈসয়ে । গৌরান্ধ-বিয়োগে শুষ্ক, বাতাসে হালায়ে ॥ শ্রীনি-
 বাস দুহু' আগে পড়ে ভূমিতলে । দৌহে শ্রীনিবাসে তুলি
 করিলেন কোলে ॥ কহিলেন কত কথা ব্যাকুলহিয়ায় ।
 শুনিতে সে সব দুঃখ পাষণ মিলায় ॥ শ্রীনিবাস উচ্চৈঃ-
 স্বরে করয়ে ব্রন্দন । ভূমিতে পাড়িয়া হইলেন অচেতন ॥
 শ্রীনিবাস-দশা দেখি দৌহে স্থির করে । যত্নে আত্মা দিল

* শিখিমহাতি একজন ভক্ত ॥ (১) পারে না ॥

। মিলায় অর্থাৎ মিলিয়া যায় ॥

মাই মিলহু সবারে ॥ চলিলেন শ্রীনিবাস স্থির নহে মন ।
 গোপীনাথ-আচার্য্যের কৈল দরশন ॥ ভূমিতলে পড়ি প্রণমিল
 তাঁর পায় । তিঁহু কোলে কৈল অতিব্যাকুল-হিয়ায় ॥ শ্রীকৃষ্ণ-
 চৈতন্য বলি প্রেমজলে ভাসে । কোলে করি ছাড়িতে না
 পারে শ্রীনিবাসে ॥ শ্রীনিবাস কান্দে তাঁর চরণ ধরিয়া । সে
 দশা দেখিতে কে ধরিতে পারে হিয়া ॥ কতক্ষণে গোপীনাথ
 আপনা সম্বরিত * । শ্রীনিবাসে পাশে বসাইল স্থির করি ॥
 ধীরে ধীরে কহে কথা অমৃতের ধার । তোমারে দেখিতে
 মান ছিল সখাকার ॥ এই কত দিন প্রভু হৈল অদর্শন ।
 তদীচ্ছায় নহিল তোমার আগমন ॥ দুঃখ না ভাবিহু আরে বাপু
 শ্রীনিবাস । তোমার হৃদয়ে সদা প্রভুর বিলাস ॥ ঐছে কত
 কহি আজ্ঞা দিল মিল সবে । চলিলেন শ্রীনিবাস সে দর্শন-
 গোভে ॥ এইরূপ সর্বত্র মিলিলা প্রেমাবেশে । সবেই
 করিল রূপা প্রিয় শ্রীনিবাসে ॥ প্রভুর বিয়োগে দশা যেরূপ
 সবার । লক্ষ লক্ষ মুখে কেবা পারে বর্ণিবার ॥ শ্রীবিগ্রহ
 সৌন্দর্য্যরূপে ঐ রয়ে য়েছে । শ্রীনিবাস সর্বত্র দেখিল সবে
 তেছে ॥ প্রিয়-শ্রীনিবাসে রূপা করিবার তরে । এ হেন
 বিয়োগে প্রাণ রহিল শরীরে ॥ স্বরূপের রত্ননাথে দর্শন না
 পাঞা । কান্দে শ্রীনিবাস অতিব্যাকুল হইঞা ॥ প্রভুর

* সম্বরিত,—নিজে দীপ হইয়া ॥

। সৌন্দর্য্যরূপে অর্থাৎ নিশ্চলভাবে

বিরোগ স্বরূপের অদর্শন । মহাছুঃখে রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবন ॥
এই হেতু দেখা না হইল তাঁর সনে । করিল বিলাপ বহু
স্বরূপ-সদনে * ॥ রঘুনাথ ছিল যথা সে স্থান দেখিয়া ।
ছাড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস সে গণ মোঙরিয়া ॥ শ্রীরঘুনাথের গুণ
বর্ণিবেক কে । শ্রীযদুনন্দন-আচার্য্যের শিষ্য যে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে দশমাস্ত্রে

যিযাসুন্ প্রতি শিবানন্দবাক্যং । ৬০৫ পৃঃ ।

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ স্তমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-

স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো নাদৃশাং ।

শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেক-সততস্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো

বৈরাগ্যস্থ নিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাং § ॥

শুনিলেন প্রতাপরুদ্রের সমাচার । যৈছে তাঁর চেষ্ঠা,
তাহা কহে সাধ্য কার ॥ প্রভু-কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের বিদ্যামানে ।
পুত্রে রাজ্য সমর্পিল মঙ্গল-বিধান ॥ বাসুদেব-সার্বভৌম
রামানন্দ-সনে । নিরন্তর মগ্ন প্রভু-চরিত্র কীর্তনে ॥ পরম
আনন্দে দিবা রাত্রি গোড়াইতে । অকস্মাৎ উদ্রেকে নারহে
স্থির হৈতে ॥ হেনকালে প্রভু-অদর্শন-কথা শুনি । অঙ্গ-
আছাড়িয়া রাজা লোটায় ধরণী ॥ শিরে করাঘাত করি হৈলা

* সদনে অর্থাৎ গৃহে ॥

§ তিষ্ঠতামিতি নির্দারণে বস্তু, তিষ্ঠতাং মধ্যে ইত্যর্থঃ । অর্থাৎ নীলাচল-
বাসী সকলেরই পরিচিত ॥

অচেতন । রায়-রামানন্দমাত্র রাখিল জীবন ॥ প্রভুর বিয়োগ
রাজা সহিতে না পারে । নীলাচল হইতে রহিল কত দূরে ॥
ইহা শুনি শ্রীনিবাস ভাসে নেত্রজলে । না হইল রাজার
দর্শন নীলাচলে ॥ ঐছে কত জন সঙ্গে না হইল দেখা ।
মানে নিজ-দুর্দৈব দুঃখের নাই লেখা ॥ শ্রীনিবাস শীঘ্র সমু-
দ্রের কূলে গেলা । হরিদাস-ঠাকুরের সমাধি দেখিলা ॥
ভূমিতে পড়িয়া কৈল প্রণতি বিস্তর । নিজ-নেত্রজলে সিক্ত
হৈল কলেবর ॥ শ্রীহরিদাসের চেষ্টা পূর্বে যে শুনিল ।
সে সব চিস্তিতে চিত্ত ব্যাকুল হইল ॥ হা হা প্রভু হরিদাস
বলিতে বলিতে । মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে ॥
অলৌকিক প্রেমচেষ্টা না হয় বর্ণন । প্রভু-ইচ্ছামতে * মাত্র
হইল চেতন ॥ ভাগবতগণ শ্রীসমাধি-সন্নিধানে । শ্রীনিবাসে
স্থির কৈল সম্নেহবচনে ॥ পুনঃ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি প্রণমিয়া ।
যে বিলাপ কৈল তা' শুনিতে দ্রবে হিয়া ॥ সঙ্গে যে ছিলেন
তিঁহ বহু শ্রীনিবাসে । লইয়া গেলেন শীঘ্র পণ্ডিতের
পাশে ॥ পণ্ডিত-গোসাঞি পুনঃ করিলেন তারে । ইহঁ-
লৈয়া যাহ জগন্নাথ দেখিবারে ॥ সিংহদ্বার-পথে চলিলেন
শ্রীনিবাস । অত্যন্ত তেজঃ যেন সূর্য্যের প্রকাশ ॥ ধূলায় ধূসর
সে কোমল-কলেবর । অরুণ-নয়ন-জলে ভাসে নিরন্তর ॥
যে বারেক নিরীখে শ্রীনিবাস-পানে । সে অতি অধৈর্য্য,

অর্থাৎ প্রভুই ইচ্ছাপূর্ব্বক ডক্তবর শ্রীনিবাসকে চেতন করিলেন ।

ধারা বহয়ে নয়নে ॥ কেহ শ্রীনিবাস আগে চলয়ে ধাইয়া ।
 গমনের শোভা দেখে সম্মুখে রহিয়া ॥ কেহ কহে অহে
 ভাই দেখ শ্রীনিবাসে । ইহার হৃদয়ে কুমুদচৈতন্য বিলাসে ॥
 কেহ কহে যে কহিলে এই ত সম্ভব । নহিলে কি এত স্নেহ
 করে ভক্ত মন ॥ প্রভুর বিয়োগে ভক্ত রহে মৃতপ্রায় ।
 তথাপিহ শ্রীনিবাসে দেখি স্মৃতি পায় ॥ কেহ কহে মো
 সবার যুঁচাইতে ব্যথা । শ্রীনিবাসে জগন্নাথ^১ আনিলেন এথা ॥
 কেহ কহে পূর্বে প্রভু সে আভা করিল । তাহা মো সবার
 নেত্রে প্রত্যক্ষ হইল ॥ কেহ কহে অলপ বয়স্ সুকুমার ।
 দেখিতে এ দশা প্রাণ বিদরে আগার ॥ এইরূপ কত কথা
 কহে পরস্পরে । শ্রীনিবাস আসি প্রণমিলা সিংহদ্বারে ॥
 প্রথমেই পতিতপাবনে নিরখিয়া । চলিলেন কিছু আগে
 প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ আপনাকে দীনহীন মানে নিরন্তর ।
 নৃসিংহদেবের স্তুতি করেন বিস্তর ॥ অতিবত্তে প্রণমিয়া
 নৃসিংহদেবেরে । সাবধানপূর্বক প্রবেশিল শ্রীমন্দিরে ॥ সর্ব-
 চিন্তাকর্ষি (১) রহে দূরে দাঁড়াইয়া । নীলাচলচন্দ্রে দেখে
 নয়ন ভরিয়া ॥ নীলাচলচন্দ্রের মাধুর্য্য মনোহর । সজল-
 জলদ ঘট (২) জিনি কলেবর ॥ শ্রীপদ্মলোচনদ্বয় ত্রিভু-

(১) অর্থাৎ শ্রীনিবাস শ্রীমন্দিরে দাঁড়ানকালে নিজ প্রেমময় ও স্নেহের
 সূৰ্ত্তিতে সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন ॥

(২) ঘট, —সমুদ্র ।

বন লোভা । কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শ্রীমুখের শোভা ॥
 পরম অদ্ভুত, বাহু ভঙ্গীর সুসমা । নানারত্ন-ভূষণে ভূষিত
 মনোরমা ॥ বিবিধ পুষ্পের মালা চরণপর্য্যন্ত । ক্রমে বিল-
 সময়ে শোভা কে করিবে অন্ত ॥ নানাপুষ্পচূড়া চারুশিরে
 সুশোভয় । ঝলকে ললাটে কোটি কন্দর্পবিজয় ॥ এঁছে
 জগন্নাথদেবে করি সন্দর্শন । বলদেবচন্দ্রে দেখি জুড়ায় নয়ন ॥
 ইন্দু কুন্দ চন্দন রজতগিরি জিনি (১) । ঝলমল করে অঙ্গ
 অদ্ভুত-লাবণি (২) ॥ শ্রীমুখচন্দ্রের শোভা ভুবন ভূলায় ।
 নেত্রপদ্ম-ভঙ্গীতে কন্দর্প মূর্ছা পায় ॥ নিরুপম ভুজ চারু
 ললাট শোভিত । নানারত্ন পুষ্পের ভূষণে বিভূষিত ॥ হেন
 বলরাম-শোভা দেখে শ্রীনিবাস । ধরিতে না পারে অঙ্গ
 বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ শ্রীসুভদ্রা-মুখপদ্ম করিয়া দর্শন । নেত্র ভরি
 দেখিলেন চক্র-সুদর্শন ॥ শ্রীজগন্নাথের প্রিয়সেবক উল্লাসে ।
 শ্রীমালা প্রসাদ বস্ত্র দিল শ্রীনিবাসে ॥ চক্রবেড় (৩) মধ্যেতে
 যতেক দেবালয় । মহাযত্নে সকল দেখিল মহাশয় ॥ শ্রীনিবাসে
 য়েঁহ করাইলেন দর্শন । তিঁহ হৈয়া আইলা গোপীনাথের
 ভবন ॥ পুনঃ গোপীনাথ-পাদপদ্ম নিরখিল । অতি সে
 সৌন্দর্য্য সুধাসমুদ্রে ডুবিব ॥ শ্রীপাণ্ডত-গোষ্ঠামির নিকটে

(১) রজতগিরি,—কৈলাসপর্বত । যে বলদেবের অঙ্গ চন্দ্র, কুন্দপুষ্প,
 চন্দন এবং কৈলাসশৈল হইতেও সমাধিক ধবল ও মনোহর ॥

(২) অদ্ভুতলাবণি,—আশ্চর্য্য লাবণ্য ॥

(৩) চক্রবেড়,—গোল প্রাচীরমধ্যে ॥

পুনঃ গেলা । 'তিঁহ মহাপ্রসাদ সেবনে আজ্ঞা দিলা ॥ শ্রীনি-
 বাস বৈসে মহাপ্রসাদ সেবনে । নেত্রে অশ্রুধারা বহে
 প্রসাদ-দর্শনে ॥ আশ্চর্য্য মৌরভ পাই হৃদয় উথলৈ । মহা-
 বত্রে ভুঞ্জয়ে প্রণমি ভূমিতলে ॥ কত লৈব নাম সে প্রসাদ
 নানাভাতি । ভুঞ্জিলেন শ্রীনিবাস ভক্তিরসে মাতি ॥ শ্রীমহা-
 প্রসাদ সেবা করি কতক্ষণে । চলিলেন শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামির
 স্থানে ॥ পণ্ডিত-গোসাঞি মহাপিরহে জর্জর । দু'নয়নে প্রেম-
 ধারা বহে নিরন্তর ॥ প্রসাদ সেবনে জিজ্ঞাসিয়া শ্রীনিবাসে ।
 পরমবাৎসল্যে বসাইলা নিজপাশে ॥ কি অপূর্ব্ব স্নেহে পুনঃ
 কহে আধ আধ । ভাগবত পড়িতে তোমার ছিল সাধ ॥
 পড়াইতে তোমাতে আমারো ছিল সাধা । কারে কি কহিব,
 হৈল বিপরীত বাধা ॥ এত কহি কিছুকাল রহে গৌন পরি ।
 চাহে শ্রীনিবাস-পানে আপনা সম্বরি ॥ মধ্যে মধ্যে শ্রীমদ্ভাগ-
 বত-অর্থ কহে । যাঁহার শ্রবণে কোন সন্দেহ না রহে ॥ শ্রীনি-
 বাসে দেখ এই কুপার অবধি । এ হেন সময়ে শুনায়েন
 যথাবিধি ॥ পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে বৃন্দাবন যা'বে । তথা এ
 সকল মনোরথ পূর্ণ হ'বে ॥ এথা যে আছেন এস্থ, তাহা
 জীর্ণ হৈল । এত কহি শ্রীনিবাসে এস্থ আনি দিল ॥ শ্রীনিবাস
 ক্রোধে করিয়া নমস্কার । অক্ষর দেখিতে নেত্রে বহে অশ্রু-
 ধার ॥ শ্রীচৈতন্যপ্রভু গদাপর নেত্রজলে । মধ্যে মধ্যে বর্ণ-
 লোপ পাঠ নাহি চলে ॥ দেখিতে দেখিতে যৈছে হৈলা
 শ্রীনিবাস । তাহা দেখি গোসাঞির চিন্তে হৈল ত্রাস ॥ কি

অপূর্ব স্নেহ স্থির করি শ্রীনিবাসে । করিলেন অনুগ্রহ
অশেষবিশেষে ॥ শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামির বাৎসল্য চমৎকার ।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে নারি বর্ণিবার ॥ শ্রীনিবাসে গোড়দেশে
যাইতে আজ্ঞা দিল । সর্বত্র বিদায় পাত্র হইতে কহিল ॥

পণ্ডিতের প্রাণসম দাম সখাধর । তাঁর লাগি করিলেন
আক্ষেপ বিস্তর ॥ খণ্ডবাসী নরহরি আদি যত জনে । কহিতে
কহিল যা', তা' ছুঁকর শ্রবণে ॥ গোস্বামির ঐছে আজ্ঞা শুনি
শ্রীনিবাস । মাথায় ভাগিয়া যেন পড়িল আকাশ ॥ লজ্জিতে
না পারে আজ্ঞা, ব্যাকুল হইয়া । যে কৈল বিলাপ, তা'
শুনিতে কাটে হিয়া ॥ কায়মনোবাক্যে কৈল চরণ বন্দন ।
প্রদক্ষিণ করি কৈল অনেক রোদন ॥ শ্রীগোপীনাথের
পাদপদ্মে প্রণমিয়া । চলিলেন শ্রীনিবাস আজ্ঞাসমর্পিয়া ॥
শ্রীজগন্নাথের গিয়া করিল দর্শন । অনেক প্রার্থনা কৈল
করিয়া রোদন ॥ ক্ষেত্রবাগী সকল-ভক্তের স্থানে গিয়া ।
করয়ে প্রণাম বহু ভূমে লোটাইয়া ॥ দুই নেত্রে অশ্রুধারা
বহে অনিবার । সে দশা দেখিতে প্রাণ বিদরে সবার ॥
প্রেমাবেশে করে সবে দৃঢ় আলিঙ্গন । শ্রীনিবাসে ছাড়িতে
না পারে কোন জন ॥ ব্যাকুল হইয়া সবে বিদায় করিল ।
কহিল যে সব, তাহা বর্ণিতে নারিল ॥ মরি মরি স্নেহের
বালাই লৈয়া মরি । রহিলেন সবে সে গমন-পথ হেরি ॥
কেহ কেহ সঙ্গেতে চলিয়া কত দূরে । সুদগ্ধ করিয়া দিল
গোড়ে যাইবারে ॥ শ্রীনিবাস গোড়দেশে গমন করিল ।

পণ্ডিত-গোস্বামির স্থানে সবে জানাইল ॥ শ্রীনিবাসে পাঠা-
ইয়া হৈল যে প্রকার । তাহা কি কহিব চিন্তে সংশয় সবার ॥
এথা শ্রীনিবাস চিন্তা করে অনুক্ষণ । পুনঃ কি পাইব শ্রী-
গোস্বামির দর্শন ॥ এঁছে বহু আশঙ্কা সে চরণ ভাবিয়া ।
নির্বিলে আইলা খণ্ডে ব্যাকুল হইয়া ॥ শ্রীনিবাসে দেখিয়া
ঠাকুর-নরহরি । করিলা ক্রন্দন শ্রীনিবাস-গলা ধরি ॥ শ্রীনি-
বাসে যত্নে জিজ্ঞাসেন সমাচার । শ্রীনিবাস কহে নেত্রে বহে
অশ্রুধার ॥ প্রভুর বিয়োগ যৈছে প্রভুপরিকর । বিস্তারি
কহিতে নারে ব্যাকুল অন্তর ॥ পণ্ডিত গোস্বামির কথা
কহিতে কহিতে । মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে ॥
শ্রীনিবাস-দশা দেখি প্রভু নরহরি । অনেক বহনে স্থির কৈলা
বক্ষে ধরি ॥ শ্রীরঘুনন্দন আদি যত প্রভুগণ । শ্রীনিবাসে
দেখি স্থির নহে কোন জন ॥ যে প্রকার হৈল, তাহা কহিতে
কি পারি । সবে স্থির কৈল শ্রীঠাকুর-নরহরি ॥ শ্রীনিবাস
সেই রাত্রি রহিয়া খণ্ডেতে । প্রাতঃকালে পুনঃ চলিলেন
ক্ষেত্রপথে ॥ মনে বিচারয়ে গোস্বামির স্থানে গিয়া । রহিব
এবার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ॥ এইরূপ নানা কথা উপজে
অন্তরে । দেখিলেন কত জন আইসে কত দূরে ॥ ব্যগ্র
হৈয়া তা' সবারে পুছে সমাচার । কেবা কি কহিবে হিয়া
বিদীর্ণ সবার ॥ কতক্ষণে কহিলেন করিয়া ক্রন্দন । শ্রীপণ্ডিত-
গোস্বামী হইলা অদর্শন ॥ শ্রীনিবাস ব্যাকুল এ বাক্য-বজ্রা-
ঘাতে । মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে ॥ শ্রীনিবাসে

দেখি সবে করে হাস হাস । কেনে বা কহিনু মোরা এ
কথা ইহায় ॥ কেহ কহে জিজ্ঞাসিলে কহিতেই হয় । এবে
ঐছে করহ জীবন যৈছে রয় ॥ শ্রীনিবাসে লইয়া ব্যাকুল
সর্বজন । বিনয় প্রকারে করাইলেন চেতন ॥ শ্রীনিবাস
তা' মদন-পানে নিরখিয়া । বরে করাঘাত শিরে উমড়য়ে
হিয়া ॥ হা হা প্রভু গদাধর কহে বার বার ॥ তেজয়ে নিঃশ্বাস
দীর্ঘ নেত্রে অশ্রুধার ॥ কণে কহে অহে প্রভু নির্দয় হইয়া
এই হেতু মো অজ্ঞেরে দিলা পাঠাইয়া ॥ এইরূপ অনেক
কহয়ে আৰ্ত্তনাদে । শুনিতে সে মন বাক্য পশু পক্ষী কান্দে ॥
কত রাত্রে নিদ্রায় নিশ্চল কলেবর । স্বপ্নে দেখা দিয়া
প্রবেশিলা গদাধর ॥ তদাপিহ শ্রীনিবাস ধৈর্য্য নাহি বাঞ্ছে ।
হা হা প্রভু-গৌর গদাধর বলি কান্দে ॥ ক্ষিপ্তপ্রায় যাজপুর-
গ্রাম-সন্নিধানে । ভ্রমে কত দূরে কিছু স্মৃতি নাই মনে ॥
একদিন স্বপ্নে গৌরগদাধর-মনে । স্নেহে শ্রীনিবাসে স্থির
করিলা যতনে ॥ নবদ্বীপ হইয়া শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন । এত
কহি দৌহে হইলেন অদর্শন ॥ স্বপ্নভঙ্গে শ্রীনিবাস নারে
স্থির হৈতে । গোড়দেশে যাত্রা কৈল রজনী-প্রভাতে ॥
প্রেমাবেশে নিরন্তর বরষে নয়ান । যে বারেক দেখে সে
ধরিতে নারে প্রাণ ॥ কিবা সে গমন একা চলে রাজপথে
সেই পথে কত জন আইসে গোড় হৈতে ॥ শ্রীনিবাসে দেখ
গাই কেহ কেহ কয় । শুনিয়াছি শ্রীনিবাস সেই এই কয়

নীলাচল হৈতে ইহঁ আইসে অল্পদিনে । গোড়ের বৃত্তান্ত
 বুঝি কিছু নাহি জানে ॥ ঐছে কত কহি সবে নিরুটে
 আইসে । ক্রীনিবাস তা' সবারে যতনে জিজ্ঞাসে ॥ কোথা
 হৈতে আইলা, কেনে ক্ষীণ কলেবর । পুনঃ পুনঃ পুছে কিছু
 না পায় উত্তর ॥ কেহ অধোমুখে কহে করিয়া ক্রন্দন ।
 নিত্যানন্দাদৈত দৌহে হৈলা অদর্শন ॥ শুনিতেই অঙ্গ
 আছাড়িয়া ভূমে পড়ে । নিশ্চয় করিল, প্রাণ না রাখিব
 ধড়ে ॥ কেশ ছিঁড়ি হস্তাঘাত করয়ে মাথায় । কান্দে
 উচ্চৈঃস্বরে শুনি পাষাণ মিলায় ॥ কি হৈল কি হৈল বণি
 নথে বক্ষঃ চিরে । উর্দ্ধবাহু করিয়া কহয়ে বারে বারে ॥
 হা হা গৌর নিত্যানন্দাদৈত গদাধর । হা হা শ্রীস্বরূপ-প্রভু
 প্রাণের সোসর ॥ মো হেন অধমে এই দুঃখ ভুঞ্জাইতে ।
 অসময়ে জন্মাই রাখিলা পৃথিবীতে ॥ করিব উচিত, প্রাণ
 যৈছে বাহিরায় । প্রভাতে জ্বালিয়া অগ্নি প্রবেশিব তায় ॥
 ঐছে মহাদুঃখে দক্ষি রাত্রিশেষ কৈল । প্রভু-ইচ্ছামতে কিছু
 নিদ্রা আকর্ষিল ॥ স্বপ্নচ্ছলে নিত্যানন্দাদৈত দয়াময় । ক্রীনি-
 বাস আগে আসি হইলা উদয় ॥ কনক-অরুণ কিবা নিতাইর
 তনু । ঝলমল করে জ্বিনি প্রভাতের ভানু ॥ পিরিতি অমিয়া §
 মাখা মধুর লাবণি । সে নব ভঙ্গীতে কোটি মদন-নিছনি ॥
 বদনসৌন্দর্য্য কিবা তাহে মুছ হাস । যেন স্নানশ্রল কোটি-
 চান্দ্রের প্রকাশ ॥ শিরে অকুন্তল চারু তিলক কপালে । অবগে

কুণ্ডল গণ্ডতটে বলমলে ॥ ভুরু-ভৃঙ্গপাঁতি নেত্রকমল বিশাল ।
 শুকচঞ্চু নাসা কুন্দদশন রসাল ॥ পরিমর বক্ষঃ কি মধুর
 মহিমা । আজানুলম্বিত বাহু সুষমার * সীমা ॥ ত্রিবলি-
 বলিত নাভি গভীর মধুর । ক্ষীণ কটি সিংহের গরব করে
 দূর ॥ উলট † কদলী জানু জগৎ মোহয় । চরণে নৃপুরু
 বীণা চলিতে বাজয় ॥ করে চারু লগুড় * কনক-গণিগয় ॥
 বারেক দেখিতে দ্রবে পাষাণহৃদয় ॥ অদ্বৈত-গোসাঞি-
 শোভা পরমসুন্দর । কনকপর্দিত জিনি তনু মনোহর ॥
 ললাটে তিলক, গলে তুলসীর দাম । সুদীর্ঘ লোচন দেখি
 মুরুছয়ে কাম ॥ চান্দের গরব নাশে হাসিমাখা মুখ । দশন-
 ছটায় যেন বরিষয়ে স্রুথ ॥ আজানুলম্বিত বাহু করিশুভ
 জিনি । পরিমর বুক কিবা ক্ষীণ মাজাখানী ॥ উরু নিরুপম
 চারু চরণমাপুরী । দেখিলে মাতয়ে জগতের নর নারী ॥
 হেন ছুই প্রভুরে দেখিয়া শ্রীনিবাস । ভাসয়ে নয়নজলে বাঢ়য়ে
 উল্লাস ॥ লোটাইয়া পড়িল দৌহার পদতলে । ছুঁছ পাদ-
 পদ্ম সিক্ত কৈল নেত্রজলে ॥ নিতাই অদ্বৈত দৌছে দেখি
 শ্রীনিবাসে । ভাসাইল প্রেমজলে মনের উল্লাসে ॥ পসা-
 রিয়া বাহু অতিবাৎসল্যহৃদয় । শ্রীনিবাসে কোণে করি যত্নে
 প্রবোধয় ॥ তুমি যে করিলা মনে সে উচিত নহে । সাধিক

* সুষমা,—পরমশোভা ॥

† উলট,—উদ্ধমূল কদলী ॥

* লগুড়,—লাম্বী ॥

অনেক কার্য্য তোমার এ দেহে ॥ গোঁড়ে তোমা দেখিতে
উদ্বিগ্ন বহু জন । তা' সবারে দেখি শীঘ্র যাহু বৃন্দাবন ॥
এছে বহু কহি শ্রীনিবাসে স্থির কৈল । পুনঃ শ্রীনিবাস
প্রভুপদে প্রণমিল ॥ শ্রীনিবাস-মাথে দৌহে ধরিল চরণ ।
পরমবাৎসল্যে কৈল পুনঃ আলিঙ্গন ॥ শ্রীনিবাসে বিদায়
করিয়া দুই জনে । দৌহে অদর্শন হইলেন সেইক্ষণে ॥ নিদ্রা-
ভঙ্গে শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইল । রজনী-প্রভাতে তথা হৈতে
যাত্রা কৈল ॥ কিছু দিনে উৎকলের সীমা ছাড়াইলা । মধ্য-
দেশ হৈয়া গোড়দেশে প্রবেশিলা ॥ খণ্ডে গিয়া প্রভু-প্রিয়-
গণ দর্শনেতে । যে হইল পরস্পর, না পারি বর্ণিতে ॥ শ্রী-
প্রভুর স্বপ্নাদেশ করিয়া স্মরণ । নবদ্বীপ-পথপানে করয়ে
গমন ॥ লোকমুখে শুনে নদীয়ার সমাচার । না ধরে দৈরঘ্য
নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ নবদ্বীপ যাইতে উদ্বেগ বাড়ে মনে ।
দুই দিবসের পথ চলে একদিনে ॥ পথেতে যাইতে চিন্তে
উপজয়ে ঝাহা । একমুখে কেবা বা বর্ণিতে পারে তাহা ॥
শ্রী শ্রীনিবাসের এই নদীয়া-গমন । যে করে শ্রবণ, তারে
মিলে ভক্তিধন ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি । ভক্তি-
রত্নাকর কহে দাস-নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরিত-
বর্ণনে তম্বীলাচলগমনং পুনর্গোঁড়াগমনং নাম তৃতীয়স্তরঙ্গঃ
সমাপ্তঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

ভক্তিরত্নাকর ।

চতুর্থ তরঙ্গ ।

—•••—

জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীর নন্দন । অনাথের নাথ ভক্তজনের
জীবন ॥ জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর তনয় । ভুবনপাবন প্রভু
অতিদয়াময় ॥ জয় জয় গদাধর মাধবনন্দন । জয় জয় শ্রীবা-
সাদি প্রভুভক্তগণ ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয় । এবে
যে कहিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ নবদ্বীপপ্রাপ্তে শ্রীনিবাস ব্যগ্র
হঞা । করয়ে ক্রন্দন নবদ্বীপ-পানে চাঞা ॥ বৃক্ষমূলে
বসিয়া রহিলা কতক্ষণ । অনেক যতনে কৈল ধৈর্য্যাবলম্বন ॥
নবদ্বীপে গৌরান্দের বিলাস আশ্চর্য্য । সে সব ভাবিতে পুনঃ
হইল অধৈর্য্য ॥ নবদ্বীপ-প্রবেশিতে দেখে চমৎকার । ভক্ত-
গোষ্ঠী সহ প্রভুর প্রকটবিহার ॥ (পরম অদ্ভুত গৌরান্দের
গুণগাই । নবদ্বীপাঙ্গনা সব করে ধাওয়া ধাই ॥ ভুবনমঙ্গল
সঙ্কীৰ্ত্তন ঘরে ঘরে । আনন্দের নদী বহে নদীয়ানগরে ॥)
দেখি আনুবিম্বরিত হৈল শ্রীনিবাস । কে कहিতে পারে
যেছে বাঢ়িল উল্লাস ॥ ঐছে কতক্ষণ দেখি, দেখে তার পর ।
জুংগের সমুদ্রে সবে ভাসে নিরন্তর ॥ শ্রীনিবাস বিম্বিত হইয়া
আগে যায় । প্রভুর আলয় কোথা সবারে শুধায় ॥ কেহ
কিছু নাহি কহে ভাসে নেত্রজলে । শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইয়া

পথে চলে ॥ হা হা গৌর-গদাধর প্রাণনাথ বলি । করয়ে
ফুৎকার উর্দ্ধে ছুই বাজ তুলি ॥ হা হা প্রভু-নিত্যানন্দাদৈত
দয়াময় । এত কহি হৈলা মহা অধৈর্য্যহৃদয় ॥ পাষণ বিদরে
ঐছে করয়ে ক্রন্দন । তথা অকস্মাৎ আইলেন একজন ॥
অপূর্ব বালক দেখি বিস্মিত হইয়া । প্রভুর বাড়ীর পথ দিল
দেখাইয়া ॥ বাড়ীর নিকটে গিয়া চাহি চারি পানে । কাষ্ঠের
পুতলিপ্রায় রহে এক স্থানে ॥ শ্রীবংশীবদন দেখি বিনা
পরিচয় । মনে বিচারয়ে শ্রীনিবাস এ নিশ্চয় ॥ নিকটে
আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিল । শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সব
নিবেদিল ॥ শ্রীবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে । শ্রীনিবাসে
দিক্ত কৈল নিজ-নেত্রজলে ॥ শ্রীনিবাস ভূমে পড়ি চাহে
প্রণমিতে । শ্রীঠাকুর-বংশী না ছাড়য়ে কোলে হৈতে ॥ (শ্রী-
ঈশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া-মায়ে কহাইতে (১) । চলিলেন শ্রীবংশী-
বদন সাবহিতে (২) ॥ এথা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয়-দামী প্রতি
কয় । দেখিনু স্বপন কহি, মনে যে আছয় ॥ ভুবনমোহন
প্রভু মোর প্রাণপতি । আইলা আমার আগে কি মধুর গতি ॥
কামের গরবনাশে সে রূপের ছটা । তাহে কি উপমা ছার
বিজুরীর ঘটা ॥ কিবা চারু-চন্দনে চর্চিত সব তনু । শরদের
চাঁদ বাঁটি লেপিয়াছে যনু * ॥ ভূষণে ভূষিত সে বসন পঙ্কি-

(১) বংশীবদন ঠাকুরনামক একজন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয়শিষ্য, ঈশ্বরী বিষ্ণু-
প্রিয়ামাতাকে জানাইবার জন্ত চলিলেন ॥

(২) সাবহিতে,—সাবধানচিত্তে ॥ * যনু অর্থাৎ যেন বা যে প্রকার ॥

ধানে । লোভায় যুবতিলাজ ভয় নাহি মনে ॥ আহা মরি
 চাঁচর চিকন, চারু চুলে । কিবা সে সৌরভ তায় কেবা নাহি
 ভুলে ॥ দুটী আঁখি দীঘল কমলদল জিনি । না ধরে ধৈর্য
 কেহ দেখি সে চাহনি ॥ আজানুলম্বিত বাহু ভঙ্গী মনোহর ।
 জগৎ মাতায় কিবা বক্ষঃ পরিসর ॥ সে চাঁদবদনে অতিমন্দ
 মন্দ হাসি । না জানি কি অমিয়া বরিষে রাশি রাশি ॥ কত
 না আদরে মোরে বসায় আসনে । ধীরে ধীরে কহে মোরে
 মধুর-বচনে ॥ শ্রীনিবাসনামে এক ব্রাহ্মণকুমার । পাইল
 যতেক দুঃখ লেখা নাহি তার ॥ অদ্য আসিবেন তিঁহ
 তোমার দর্শনে । আপনা জানিয়া কৃপা করিবা তাহানে ॥
 ঐছে কত কহি কি আনন্দ প্রকাশিয়া । হৈলা অদর্শন
 দুঃখে বসিনু জাগিয়া ॥ বুঝিনু সে মোর প্রাণনাথ প্রিয়
 অতি । মনে হেন হয় তার হ'বে শীঘ্র গতি ॥ হেনকালে
 শ্রীবংশীবদন জানাইলা । নীলাচল হৈতে শ্রীনিবাস এথা
 আইলা ॥ শুনি ঈশ্বরীর ইচ্ছা হইল দেখিতে । শ্রীনিবাস
 গেলেন শ্রীঈশ্বরী-সাক্ষাতে ॥ প্রেমধারা নেত্রেতে বহয়ে
 নিরন্তর । ধরণী-লোটাঞা কৈল প্রণতি বিস্তর ॥ শ্রীনিবাস
 প্রণময়ে শুনিয়া ঈশ্বরী । দাঁড়াইল সঙ্গোপনে গৌরাঙ্গ-
 স্মরণি ॥ প্রভুর বিচ্ছেদ-দাবানলে জ্বলে হিয়া । তথাপি উল্লাস
 শ্রীনিবাসে নিরখিয়া ॥ বাৎসল্যানুগ্রহে কহি মধুর-বচন ।
 শ্রীনিবাস-মস্তকে দিলেন শ্রীচরণ ॥ শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইতে
 আজ্ঞা দিয়া । হইলেন স্তব্ধ নেত্রজলে ভাসে হিয়া ॥ শ্রীনি-

বাসে দিল কেহ প্রসাদ বিরলে । পাইলা প্রসাদ, মিত্র হৈয়া
 নেত্রজলে ॥ প্রতিদিন শ্রীনিবাস করয়ে দর্শন । ঈশ্বরীর
 ক্রিয়া যৈছে না হয় বর্ণন ॥ প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল
 নেত্রেতে । কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন-ভূমিতে ॥ কনক
 জিনিয়া অঙ্গ সে অতিমলিন । কৃষ্ণচতুর্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ ॥
 হরিনামসম্বাদ্য পূর্ণ তণ্ডুলে করয় । সে তণ্ডুল পাক করি
 প্রভুকে অর্পয় ॥ তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ । কেহ
 না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন ॥ শ্রীনিবাসে সন্দর্শন দিয়া
 দিনে দিনে । যে দশা হইল, তা' বর্ণিবে কোন্ জনে ॥
 তখনি সে অনুভব কৈল সর্বজন । শ্রীনিবাসে কৃপাহেতু এ
 দেহ ধারণ ॥ শ্রীনিবাস-ভাগ্য প্রশংসয়ে সর্বজন । শ্রীনি-
 বাস সম নাই কৃপার ভাজন ॥ অগ্রচ্ছলে শচীমাতা শ্রীনিবাস
 প্রতি । যে কৃপা করিল, তা' বর্ণিতে কি শক্তি ॥)

নবদ্বীপগ্রামে হৈল এ বাক্য প্রকাশ । আইলেন গৌর-
 প্রেমপাত্র শ্রীনিবাস ॥ শ্রীনুরারি শ্রীবাস পণ্ডিত-দামোদর ।
 সঞ্জয় বিজয় ব্রহ্মচারী শুক্লাশ্বর ॥ দাম-গদাধর আদি প্রভু-
 প্রিয়গণ । শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ কৈল সর্বজন ॥ যদ্যপি প্রভু-
 বিচ্ছেদে সবে মৃত্যুপ্রায় । তথাপিহ পাইলা সুখ প্রভুর
 ইচ্ছায় ॥ শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ করিবার তরে । এ হেতু প্রকট
 রাখিলেন পরিকরে ॥ (শ্রীবাস-গৃহিণী আদি পতিব্রতাগণ ।
 শ্রীনিবাসে যে বাৎসল্য না যায় লিখন ॥ শ্রীনিবাসে রাখি
 সবে কিছু দিন পরে । আত্মা দিল শীঘ্র বৃন্দাবন যাইবারে ॥

সদ্যত্র বিদায় হৈয়া ব্যাকুলহৃদয়ে । শান্তিপূর চলে প্রভু-
 অদ্বৈত আনয়ে ॥ শান্তিপূর প্রবেশিতে মহাছুঃখী হৈলা ।
 প্রভু শ্রী অদ্বৈত দেখা দিয়া প্রবোধিলা ॥ শ্রীনিবাস স্থির নহে
 মনে মনে গণি । কি আশ্চর্য্য দেখিনু, এ ভ্রম অনুমানি ॥
 ঐছে বিচারিতে পুনঃ হইল আদেশ । ঘুচিল মনের ভ্রম
 উল্লাস অশেষ ॥ ভাসয়ে নেত্রের জলে মে মগ্ন ভাবিয়া ।
 প্রভুর মন্দিরে শীঘ্র উভরিল গিয়া ॥ শ্রীনিবাস-গমন শুনিয়া
 সর্বজন । দেখিতে সবার হৈল উৎকণ্ঠিত মন ॥ প্রভুর
 বিয়োগে সবে ব্যাকুল অন্তর । হইয়াছে সবার দুর্বল কলে-
 বর ॥ প্রাণগাত্র আছে পিতা মাতার শরীরে । শ্রীনিবাসে
 বোলাইয়া লৈল অন্তঃপুরে ॥ শ্রীনিবাস কৈল চরণবন্দন ।
 অনুগ্রহ করি মাথে দিল শ্রীচরণ ॥ — নেত্রে অশ্রুধারা
 নিরন্তর বহে । গদ গদ বাক্যে কিছু শ্রীনিবাসে কহে ॥
 অহে নাপু শ্রীনিবাস আছি পথ-চাহিয়া । ভাল কৈলে আইলা
 স্তম্ভ পাইনু দেখিয়া ॥ চিরজীবী হইয়া থাকহ পৃথিবীতে ।
 জীবের মঙ্গল হ'বে তোমার দ্বারাতে ॥ এ হেন দুর্লভ প্রেম-
 ভক্তি বিলাইবা । ভক্তের সর্বদা ভক্তিশাস্ত্র প্রচারিবা ॥
 কেহ কেহ তোমাতে মিলিবে কত দিনে । এ সকল ছুঃখে
 স্থির হ'বে তাহা হনে ॥ হইবেক তোমার অনেক অনুচর ।
 সঙ্কীৰ্ত্তন-স্থখেতে ভাসিবা নিরন্তর ॥ শীঘ্র করি যাইতে হইবে
 ব্রন্দাবন । তথা শিয়া হ'বে, হ'বে বাঞ্ছিত পূরণ ॥ কত কহি
 মদনগোপালে সমর্পিল । নিজ-পুত্র ভৃত্যগণে সবে মিলাইল ॥

শ্রীনিবাসে যে বাৎসল্য নারি বর্ণিবার । বিদায় করিলা কহি
 অনেক প্রকার ॥ সবারে বন্দিয়া শ্রীনিবাস-মহাশয় । খড়-
 দহ গেলা প্রভু-নিত্যানন্দালয় ॥ শ্রীনিবাসে দেখি শ্রীপর-
 মেশ্বরীদাস । মহাছুঃখী তথাপিহ পাইল উল্লাস ॥ মনে
 দঢ়াইল এই শ্রীনিবাস হয় । নিকটে আসিয়া পাইলেন পরি-
 চয় ॥ খড়দহগ্রামেতে ব্যাপিল এই কথা । আইলেন চাখ-
 ন্দির শ্রীনিবাস এথা ॥ শ্রীনিবাসে দেখিতে উদ্বিগ্ন সর্বজন ।
 যথা শ্রীনিবাস তথা করিল গমন ॥ এথা শ্রীপরমেশ্বরীদাস
 শ্রীনিবাসে । লইয়া গেলেন শীঘ্র প্রভুর আবাসে ॥ * শ্রীনিবাস
 ভাসয়ে সদাই নেত্রজলে । / প্রণমি পড়িলা ঈশ্বরীর পদতলে ॥
 শ্রীবৃজাঙ্ঘ্রী বীরভদ্রের সহিত । শ্রীনিবাসে দেখিয়া পাইলা
 মহাপ্রীত ॥ যদ্যপি দারুণ দুঃখ সহনে না যায় । তথাপি
 জন্মিল সুখ সবার হিয়ায় ॥ দিন চারি পাঁচ রহিলেন সেই
 খানে । শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে কোন জনে ॥) সূর্য্য-
 দাস গৌরীদাস পণ্ডিত-মহেশ । তথা বহু ভক্ত কৃপা করিল
 অশেষ ॥ (শ্রীজাঙ্ঘ্রী-প্রভু আদি ব্যাকুল অন্তরে । আজ্ঞা
 করিলেন বৃন্দাবন যাইবারে ॥ শ্রীবৃজাঙ্ঘ্রী পুনঃ স্নেহাবেশে
 কয় । শীঘ্র যা'বে অভিরাম গোপাল-আলয় ॥) শ্রীনিবাস
 প্রণমিয়া হইলা বিদায় । নিরন্তর ভাসে ছুই নেত্রের ধারায় ॥
 নিত্যানন্দ-গুণে মহাব্যাকুল হইলা । তাঁর ইচ্ছামতে নানা
 রহস্য দেখিলা ॥ শ্রীনিবাস সে আনন্দ-সমুদ্রে ভাসিল । অভি-
 রাম-নিকটে যাইতে যাত্রা কৈল ॥ অতি অনুরাগে পথে

করয়ে গমন । বীরলোক যাইতে সঙ্গী হৈল একজন ॥
 প্রাচীন ব্রাহ্মণ খানাকূলে তাঁর স্বর । শ্রীনিবাসে জিজ্ঞাসয়ে
 প্রসন্ন অন্তর ॥ কি নাম তোমার বাপ যাইবা কোথায় ।
 শ্রীনিবাস নিবেদিল প্রণমিয়া তায় ॥ শুনি বিপ্র কহয়ে বিহ্বল
 হৈয়া প্রেমে । শুনিহু তোমার কথা খড়দহগ্রামে ॥ আইস
 বাপু শ্রীনিবাস তোমা' করি কোলে । এত কহি কোলে
 লৈয়া ভাসে নেত্রজলে ॥ শ্রীঠাকুর-অভিরাম গুণের আলায় ।
 তোমাতে করিবে অনুগ্রহ অতিশয় ॥ অভিরাম-গোস্বামির
 প্রতাপ প্রচণ্ড । যারে দেখি কাঁপে সদা দুর্জয় পাষণ্ড ॥
 নিত্যানন্দ-আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর । জগতে বিদিত যার
 রূপা মনোহর ॥ অহে শ্রীনিবাস কত কহিব তোমাতে ।
 জীব-উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্র-ঘরে ॥ সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত
 পরম-মনোরম । নৃত্য গীত বাদ্যে বিশারদ নিরুপম ॥ প্রভু-
 নিত্যানন্দ বলরামের ইচ্ছাতে । করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের
 গৃহেতে ॥ (শ্রীঅভিরামের পত্নী নাম শ্রীমালিনী । তাঁহার
 প্রভাব যত কহিতে না জানি ॥) অহে শ্রীনিবাস শ্রীঠাকুর-অভি-
 রাম । কৃষ্ণলীলাকালে এই প্রসিদ্ধ শ্রীদাম ॥ এবে সেই
 পূর্বক্রিয়াদ্বারে ব্যক্ত হৈলা । কোন ভূতে শ্রীদামরূপেতে
 দেখা দিলা ॥ শ্রীঠাকুর-অভিরাম প্রেমমূর্তিময় । সর্বলোকে
 পূজ্য যশঃ কেবা না ঘুময় ॥

তথাহি তচ্ছাখা-শ্রীবেদগর্তা-

চার্য্যকৃতপদ্যে ॥

(শ্রীদামাখ্যং পুরা প্রেমমূর্তিঃ বিপ্রশিরোমণিঃ ।

শ্রীমালিনীপতিং পূজ্যমভিরামমহং ভজে ॥) ।

অহে শ্রীনিবাস কি অপূর্ব তাঁর রীত । শ্রীবিপ্রহংসেবা
লাগি হৈলা উৎকণ্ঠিত ॥ গোপীনাথ স্বপ্ন-ছলে সাক্ষাৎ
হইলা । এথা মোর স্থিতি কহি স্থান দেখাইলা ॥ সেই
স্থান খনন করিয়া অভিরাম । পাইলেন গোপীনাথমূর্তি অনু-
পম ॥ সর্বত্র হইল ধ্বনি ধায় সর্বলোক । করিতেই দর্শন
পাসরে দুঃখ শোক ॥ গোপীনাথ প্রকট কুণ্ডের দিব্য জল ।
স্নান পানে সবে হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ রামকুণ্ড বলি খ্যাতি
হইল তাহার । লোক-গতায়াত যত গীমা নাই তার ॥
(মালিনী শ্রীঅভিরাম নিজগণ' লৈয়া । শ্রীগোপীনাথের সেবা
করে হর্ব হৈয়া) ॥ মধ্যে মধ্যে প্রভু-নিত্যানন্দগণ মনে । আই-
সেন প্রিয়-অভিরামের ভবনে ॥ একদিন প্রেমানন্দে মত্ত
অভিরাম । করিলেন সে ভগ্নিমা অনুপাম ॥ সখ্যরমা-
বেশে বংশী বাজাইতে চায় । ইতি উতি ফিরে নিজ-বংশী
নাহি পায় ॥ শতাব্দিক লোকে যারে নারে চালাইতে । হেন
কার্ত্তে বংশী করি ধরিলেন হাতে ॥ তাহা দেখি সবে মহা-
বিস্মিত হইলা । মধ্যে মধ্যে এছে তার অলৌকিক-লীলা ॥
এবে নিত্যানন্দ বলরাম-অদর্শনে । সদা দীর্ঘধাম, কথা
নাহি কারু মনে ॥ 'সে অতিদুর্গম-চেক্টা বুঝে ভাগ্যবান ।
দেখিবা সাক্ষাতে বাপু হ'বা সাধন ॥ এত কহি বিপ্র
অতিস্নেহযুক্ত হৈয়া । শ্রীঅভিরামের বাড়ী দিল দেখাইয়া ॥

শ্রীনিবাস করি বিপ্র-চরণবন্দন । করিলেন নিত্যানন্দচন্দ্রের
 স্মরণ ॥ ঈশ্বরীর আজ্ঞাবল হৃদয়ে ধরিয়া । শ্রীঅভিরামের
 গৃহে উত্তরিল গিয়া ॥ প্রণতি করিয়া বহির্দ্বারেতে রহিল ।
 বীরলোকে শ্রীনিবাস-গমন ব্যাপিল ॥ অভিরাম-ঠাকুর শ্রীপ্র-
 ভুর নিরছে । সদা প্রেমাবেশে কারে কিছুই না কহে ॥
 শ্রীনিবাস আইলা জানি হাসে মন্দ মন্দ । পরীক্ষা করিব
 মনে কৈল অনুবন্ধ ॥ দশ কড়া কড়ি দিল নির্দাহ করিতে ।
 ইহঁ মথাযোগ্য দ্রব্য কিনিল তাহাতে ॥ তথা দারুকেশ্বর-
 নদীর তীরে গেলা । রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ স-র্গিলা ॥
 হেনকালে ঠাকুর পাঠাইল চারিজন । তাঁরে দোহা শ্রীনিবাস
 উল্লসিত মন ॥ প্রণমিয়া চারিজনে তাহা ভুঞ্জাইলা । আপ-
 নিও সেই মহাপ্রসাদ পাইলা ॥ শ্রীনিবাস-চরিত্রে সবার
 হর্ব হিয়া । ঠাকুরে কহয়ে আইলাগ তৃপ্ত হৈয়া ॥

এ সব পরীক্ষা অন্তে শিক্ষা করাইতে । শ্রীনিবাসে
 আনাইলা আপন সাক্ষাতে ॥ শ্রীজয়মঙ্গলনামে চাবুক তাঁহার ।
 শ্রীনিবাস-অঙ্গে স্পর্শাইলা তিনবার সনের উল্লাসে সে
 চাবুক স্পর্শাইয়া । খল খল হাসে শ্রীনিবাসে কিছু কৈয়া ॥
 প্রেমাবেশে পুনঃ সে চাবুক স্পর্শাইতে । শ্রীমালিনীদেবী
 আসি ধরিলেন হাতে ॥ মালিনী কহয়ে ধৈর্য্য ধরহ গোসাঞি ।
 কৈলা অনুগ্রহ যে তাহার সীমা নাই ॥ শ্রীনিবাস বালক
 নারিবে স্থির হৈতে । প্রেমে মত্ত হৈলে কার্য্য সাধিবে কি
 মতে ॥ ঐছে পরস্পর কহি প্রদম্ভহিয়ায় । দৌহে হস্ত

ধরে শ্রীনিবাসের মাথায় ॥ শ্রীনিবাস পড়িলা দৌহার পদ-
 তলে । দৌহে তোলাইয়া সিক্ত কৈল নেত্রজলে ॥ দৌহে
 যত স্নেহ কৈলা শ্রীনিবাস প্রতি । সে সকল কহিতে কি
 আমার শক্তি ॥ সমর্পিয়া রাধা গোপীনাথের চরণে ।
 দৌহে আচ্ছাদিলেন যাইতে বৃন্দাবনে ॥) শ্রীকৃষ্ণনগর
 খানাকুলবাসী বত । শ্রীনিবাসে দেখি স্নেহ বাড়ে অবি-
 রত ॥ সর্ববৈষ্ণবের স্থানে হইয়া বিদায় । শ্রীখণ্ডে আইলা
 পুনঃ ব্যাকুলহিয়ায় ॥ শ্রীঠাকুর-নরহরি শ্রীরঘুনন্দন । শ্রীনি-
 বাসে দেখি কৈল গাঢ় আলিঙ্গন ॥ পুছিলা সকল বৃত্তান্ত
 ধীরে ধীরে । নিবেদিল শ্রীনিবাস ভাসি নেত্রনীরে ॥ ঠাকুর-
 শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন । অনুমতি দিলেন যাইতে বৃন্দাবন ॥
 শ্রীনিবাসে ঠাকুর লইয়া পুনঃ কোলে । ছাড়িতে না পারয়ে
 ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ পণের সন্ধান সব দিলেন কহিয়া ।
 বিদায়ের কালেতে বিদীর্ণ হৈল হিয়া ॥ শ্রীঠাকুর-নরহরি
 শ্রীরঘুনন্দনে । দৌহে প্রণমিয়া যাত্রা কৈল শুভক্ষণে ॥ যৈছে
 পথে চলে তাহা না হয় বর্ণন । যাজিগ্রামে গিয়া কৈল মাতার
 দর্শন ॥ সকল বৃত্তান্ত নিবেদিয়া তাঁর আগে । শীঘ্র বৃন্দাবন
 যাইবারে আচ্ছাদি মাগে ॥ শুনিয়া মাতার চিত্ত ব্যাকুল হইল ।
 শ্রীনিবাসে নিষেধ করিতে না পারিল ॥ দিন পাঁচ সাত পুত্র
 যত্নেতে রাখিলা । শ্রীনিবাস আশ্বাসিয়া বিদায় হইলা ॥ পুনঃ
 পুনঃ প্রণমিয়া মায়ের চরণে । চলিলেন মিলি গ্রামবাসী সর্ব-
 জনে ॥ অগ্রহায়ণ শুক্ল-দ্বিতীয়ায় গৃহ হৈতে । রহিলেন

কত দূরে কার চেকামতে ॥ অগ্রদ্বীপ আদি গ্রামে ভক্ত
ঘরে ঘরে । বিদায় হইয়া আইলা কণ্টকনগরে ॥ মহাপ্রভু
কৈল যথা সন্ন্যাসগ্রহণ । তথা প্রেমাবেশে কৈল অনেক
ক্রন্দন ॥ তথা হৈতে ত্বরায় বাইয়া মৌড়েশ্বর । শিবের
দর্শনে হৈল প্রসন্ন অন্তর ॥ তথা জনগণ শ্রীনিবাসে নিবে-
দিল । যৈছে সর্পভয়ে প্রভু পরিত্রাণ কৈলা ॥ কুণ্ডলিদমন-
স্থান দেখি শ্রীনিবাস । প্রভু-নিত্যানন্দ বলি ছাড়ে দীর্ঘ-
শ্বাস ॥ সৰ্ব্বচিত্তাকর্ষী শ্রীনিবাস বিজ্ঞবর । একচক্রা গেলা
যথা হাড়োওয়া-ঘর ॥ তথা প্রবেশিতে শ্বেতদ্বীপ হৈল জ্ঞান ।
নেত্র ভরি দেখে নিত্যানন্দ-জন্মস্থান ॥ নিত্যানন্দ-প্রভু যথা
কৈল রামলীলা । সে সকল স্থান দেখি ব্যাকুল হইলা ॥
উর্দ্ধবাহু করি নিত্যানন্দগুণ গায় । নিরন্তর ভাসে দুই নেত্রের
ধারায় ॥ ধূলায় ধূসর-অঙ্গ ভূমিতে লোটায় । প্রভু-ইচ্ছা-
মতে নিদ্রা করিল সহায় ॥ স্বপ্নাচ্ছলে সাক্ষাৎ দেখয়ে মহা-
রঙ্গ । বিহরয়ে নিত্যানন্দ সঙ্গিগণ-সঙ্গ ॥ প্রভুগণ-সহ শোভা
করিয়া দর্শন । বাটিল আনন্দ জুড়াইল নেত্র মন ॥ নিদ্রা-
ভঙ্গ হইলে দুঃখ হইল অশেষ । প্রভু কৈল বৃন্দাবন-গমনে
আদেশ ॥ শ্রীনিবাস একচক্রাগ্রামে নমস্করি । চলিলেন
নিত্যানন্দচরণ সোঙরি ॥ যে যে গ্রামে দিয়া শ্রীনিবাস চলি
বায় । সে সকল গ্রামবাসী দেখিবারে ধায় ॥ নানা যত্ন করে
সবে কিছু ভুঞ্জাইতে । শ্রীনিবাস করেন সবার সুখ যা'তে ॥
কত দিনে গয়াক্ষেত্রে উত্তরিল গিয়া । বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখে

প্রেমাবিক্ট হৈয়া ॥ তথা মহাপ্রভু পুরীশ্বরের মিলন । সে
 সব সোঙরি নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥ কিবা স্ত্রী পুরুষ যেন
 দেখে শ্রীনিবাসে ॥ সে হয় অধৈর্য্য সদা নেত্রজলে ভাসে ॥
 কিবা মধ্য-যৌবন পরমানন্দময় । দেখিলে বারেক সঙ্গ
 ছাড়িতে নারয় ॥ এইরূপ সৰ্ব্বচিত্ত করি আকর্ষণ । কাশী
 গিয়া দেখে চন্দ্রশেখর-ভবন ॥ তথা চন্দ্রশেখরের শিষ্য-মহা-
 শয় । শ্রীনিবাসে দেখি হৈল আনন্দহৃদয় ॥ পরিচয় পাইয়া
 প্রেমে অধৈর্য্য হইলা । শ্রীনিবাসে কোলে করি কান্দিতে
 লাগিলা ॥ প্রভুর যেখানে স্থিতি, তাহা দেখাইয়া । দুই
 চারি দিবস রাখিল যত্ন পাঞা ॥ কাশীতে যে ছিল প্রভু-
 অনুগত জন । তাঁ' সবার সহ তথা হইল মিলন ॥ বিদায়
 হইয়া অতি-দ্বরায় চলিলা । অবোধা প্রয়াগ দেখি প্রেমা-
 বিক্ট হৈলা ॥ তথা হৈতে ব্রজে চলিলেন শ্রীনিবাস । উপ-
 জয়ে অন্তরে অনেক অভিলাষ ॥ রূপ-সমাতন-পাদপদ্ম হৃদে
 ধরি । যথুরানগরে প্রবেশিলা তাড়াতাড়ি ॥ কংস মারি বিশ্রাম
 করিলা কৃষ্ণ যথা । সেই শ্রীবিশ্রামঘাট উত্তরিলা তথা ॥
 দুই চারি বিপ্র আইসেন সেই পথে । শ্রীবৃন্দাবনের কথা
 কহিতে কহিতে ॥ কেহ কহে সহে কি এতেক বিড়ম্বন ।
 কি সুখ খাইতে আছে, এ ছার জীবন ॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা কিছু
 বুঝা নাহি যায় । ক্রমে ক্রমে রত্নশূন্য হইল এথায় ॥ নীলাচলে
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমর্দেশ্বর । হইলেন সকলের নেত্র-অগোচর ॥
 সে অতিদুঃসহ বাক্য করিয়া শ্রবণ । কাশীশ্বর-গোষামৌ হইলা

মঙ্গোপন ॥ রঘুনাথভট্ট ভাগবত-বক্তা য়েঁহ । প্রভুর বিয়োগে
 অদর্শন হৈলা তিঁহ ॥ এই কত দিনে শ্রীগোসাঞি-সনাতন ।
 মো সবার নেত্র হৈতে হৈলা অদর্শন ॥ এবে অপ্রকট হৈলা
 শ্রীরূপগোসাঞি । দেখিয়া আইনু সে দুঃখের সীমা নাঞি ॥
 শ্রীগোপালভট্ট রঘুনাথ আদি যত । বিচ্ছেদাগ্নি-জ্বালায়
 জ্বলিছে অবিরত ॥ মো সবার ভাগ্য মন্দ বুঝিনু এখানে ।
 নহিলে এ স্থখে দুঃখ দেখি কি নয়নে ॥ এইরূপ অনেক
 আক্ষেপ করি যায় । শ্রীনিবাস ব্যগ্র হৈয়া জিজ্ঞাসিল তায় ॥
 সনাতন রূপ অপ্রকট-বিবরণ ॥ তিঁহ শ্রীনিবাসে কহে করিয়া
 ক্রন্দন ॥ শুনি শ্রীনিবাস ভাসিলেন নেত্রজলে । মূর্ছিত
 হইয়া পড়িলেন ভূমিতলে ॥ হায় হায় কি শুনিনু বলি পুনঃ
 উঠে । ধূলায় পূসর-অঙ্গ পুনঃ মহী-লুঠে ॥ পুনঃ কহে হা হা
 প্রভু রূপ সনাতন । মো অধম-প্রতি কেনে হইলে এমন ॥
 না দেখিনু শ্রীচরণ না পূরিল আশ । এত কহি নখে বক্ষঃ
 চিঁরে শ্রীনিবাস ॥ দেখিয়া ধরিল হস্ত মাথুর-ব্রাহ্মণ । কৈল
 বহু যত্ন প্রাণ-রক্ষার কারণ ॥ মথুরানিবাসী সবে হইল
 বিস্মিত । করিল প্রবোধ বহু না হৈল সম্মত ॥ শ্রীনিবাস
 প্রণামিয়া মাথুর-ব্রাহ্মণে । উলটি চলিল পুনঃ পূর্বদেশ-পানে ॥
 মনে বিচারয়ে গোড়কেন্দ্রে প্রভুগণ । সবে আজ্ঞা কৈল শীঘ্র
 যাহ বৃন্দাবন ॥ এই বেঁধু কৈল আজ্ঞা, তাহা না বুঝিনু ।
 ভাগ্যহীন তেঁঞি শীঘ্র আসিতে নারিনু ॥ দারুণ বিধাতা
 কৈল এত বিড়ম্বন । তথাপিহ পাপদেহে আছেয়ে জীবন ॥

ঐছে বিচারিতে দুই নেত্রে ধারা বয় । নিঃশব্দ হইয়া পুনঃ
 আৰ্ত্তনাদে কয় ॥ অহে সনাতন রূপ গুণের সাগর । রঘুনাথ-
 ভট্ট শ্রীপণ্ডিত-কাশীশ্বর ॥ শুনিলাম তোমরা পরমকৃপাময় ।
 মো হেন দুঃখিরে কেনে হইলে নির্দয় ॥ ঐছে কত কহয়ে
 ছাড়িতে চাহে প্রাণ । পড়ে অঙ্গ-আছাড়ি, না জানে স্থানা-
 স্থান ॥ এইরূপ কত দূর যাইতে রাত্রি হৈল । পথে এক
 বৃক্ষ দেখি কথাই রহিল ॥ করয়ে বিলাপ অতিব্যাকুল
 অন্তরে । সে সব শুনিতে দারু পাষণ বিদরে । নিকটস্থ
 গ্রামবাসী লোক তাহা শুনি । যেরূপ হইলা তাহা কহিতে
 না জানি ॥ শ্রীনিবাস জাগে রাত্রি করিয়া ক্রন্দন । প্রভু-
 ইচ্ছামতে হৈল নিদ্রা আকর্ষণ ॥ সনাতন রূপ আদি অতিকৃপা-
 বান্ । স্বপ্নচ্ছলে হৈলা শ্রীনিবাসে বিদ্যমান ॥ পরম অপূর্ব
 শোভা গোস্বামী সবার । দেখি শ্রীনিবাস-চিত্তে আনন্দ
 অপার ॥ পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ ভাসে নেত্রজলে । ভূমে
 লোটাইয়া পড়িলেন পদতলে ॥ শ্রীনিবাস-মাথে সবে চরণ
 অর্পিলা । আলিঙ্গিয়া বিবিধ প্রকারে প্রবোধিলা ॥ শ্রীনি-
 বাস তনুক্ষীণ দেখি বার বার । শ্রীহস্ত বুলান অঙ্গে নেত্রে
 অশ্রুধার ॥ পুনঃ শ্রীগোস্বামী শ্রীনিবাস-মুখ চাঞা । কহয়ে
 গধুর কথা প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ অহে বাপ শ্রীনিবাস কহিতে
 কি হয় । এবে নহে তোমার এ বিষাদসময় ॥ মো সহ অভিন্ন
 শ্রীগোপালভট্ট হন । তাঁর স্থানে কর গিয়া শ্রীগন্তগ্রহণ ॥
 করিহু যে গ্রহণ সে সব লইয়া । অতি অবিলম্বে গোঁড়ে

প্রচারিবে গিয়া ॥

তথাহি নবপদ্যে ॥

স্বপ্নে শ্রীল-সনাতনে সহ তে শ্রীরূপনামাদয়ঃ

প্রোচুস্তং নহি তে বিষাদসময়ো গোপালভট্টোহস্তি যৎ ।

তস্মান্মদ্রবরং গৃহাণ সকলান্ এত্য়ংস্তথাস্মৎকৃতান্

গত্বা গোড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান্ শিক্ষয় ॥

এছে বহু কহি শ্রীনিবাসে কৃপা করি । হইলেন অন্তর্দ্বান
গৌরাঙ্গ-সোণুরি ॥ শ্রীনিবাস সে দর্শন বাক্যামৃত পিয়া ।
হইলা বিহ্বল প্রাতে চলে উলটিয়া ॥ পুনঃ কি আশ্চর্য্য
প্রবেশিতে বৃন্দাবন । আগে দৃষ্টি হৈল দুই গোসাঞি-গমন ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুহুঁ এক মেলে । সেই রাত্রে শ্রীজীবে
কহয়ে স্বপ্নচ্ছলে ॥ বৈশাখমাসের এই বিংশতি দিনেতে ।
হইবে অপূর্ব সঙ্গ কহিল পূর্বেতে ॥ তিঁহ আজি আসি
প্রবেশিবে বৃন্দাবনে । পাইবে পরমানন্দ তাহার মিলনে ॥
শ্রীগোবিন্দদেবের আরতি সন্ধ্যাকালে । অশ্বেষিবে তাঁরে
লোক-ভীড় অল্প হৈলে ॥ কনক-চম্পক কাস্তি ক্ষীণ কলে-
বর । অলপ বয়স্ নেত্রে ধারা নিরন্তর ॥ গোড় হৈতে মহা-
দুঃখে করিল গমন । এথাই শুনিল মো সবার অদর্শন ॥ দেহ-
ত্যাগ করিবে নিশ্চয় কৈল চিতে । দেখা দিয়া তারে প্রবোধিলু
নানা মতে ॥ কহিতে না আইসে যৈছে ব্যাকুলহৃদয় । তারে
দেখিলেই, তার পা'বে পরিচয় ॥ শ্রীগোপালভট্ট-স্থানে দীক্ষা
করাইবা । অধ্যয়ন হৈলে সব গ্রন্থ সমর্পিবা ॥ শ্রীগোড়-

মণ্ডলে শীঘ্র করা'বে গমন । তিঁহ বিতরিবে লোকে ঐশ্বর্য-
গণ ॥ আর কি বলিব শ্রীনিবাসের দ্বারায় । সাধিবে অনেক
কার্য্য প্রভু-গৌররায় ॥ শ্রীজীবের প্রতি ঐছে অনেক কহিয়া ।
শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামিরে কহে গিয়া ॥ আইল তোমার
শ্রীনিবাস গোড় হৈতে । পাইল অনেক দুঃখ না পারি
কহিতে ॥ তারে শিষ্য করি, তার জুড়াইবে প্রাণ । ঐছে
বহু কহি হইলেন অন্তর্দ্বান ॥

প্রভাতসময়ে ঐছে আদেশ পাইয়া । রূপ সনাতন বলি
উঠয়ে কান্দিয়া ॥ হেনই সময়ে শ্রীজীবের আগমন । তারে
দেখি কৈলা কিছু দৈর্য্যাবলম্বন ॥ প্রথময়ে শ্রীজীব ভাসয়ে
নেত্রজলে । শ্রীভট্ট-গোস্বামী শ্রীজীবেরে লৈল কোলে ॥
নয়নের জলে সিক্ত কৈল তার দেহ । গুমড়য়ে হিয়া, না
ধরিতে পারে থেহ ॥ পরস্পর স্পাদেশ কহিতে কহিতে ।
যে দশা হইল, তাহা নারি বিবরিতে ॥ কতক্ষণে শ্রীভট্ট-
গোস্বামী স্থির হৈয়া । শ্রীজীবে করিলা স্থির অনেক কহিয়া ॥
রাধারমণের সিংহাসন যাত্রা হন । এ হেতু হইয়া ব্যস্ত
করে আয়োজন ॥ শ্রীজীব প্রণমি পুনঃ ভট্ট-গোস্বামিরে ।
চলিলেন শীঘ্র করি আপন কুটীরে ॥ শ্রীনিবাস লাগি অতি
উৎকণ্ঠা বাড়িল । শ্রীনিবাস-গমন সর্ব্বত্র জানাইল ॥ কত-
ক্ষণে আসিবেন এই মনে হয় । ক্ষণে ক্ষণে গিয়া পথপানে
নিরীখয় ॥ এথা শ্রীনিবাস অতি উদ্ভিগ্ন হইয়া । নিরীখয়ে
শোভা বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া ॥ নানা পুষ্পপুঞ্জে মঞ্জু ভ্রমর

গুপ্তরে । স্থানে স্থানে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে ॥ কোকি-
 লাদি পক্ষী শব্দ করে রসায়ন । চারিদিকে ফিরে যুগ আদি
 পশুগণ ॥ নানা বৃক্ষ লতায় বেষ্টিত মনোহর । দেখিতে এ
 সব নেত্রে অশ্রু নিরন্তর ॥ ব্রজবাসি-বৈষ্ণবের আলস
 দেখিলা । শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরপাশে গেলা ॥ গোবি-
 ন্দের দর্শন করিয়া সন্ধ্যাকালে । আনন্দে উমড়ে হিয়া, ভাসে
 নেত্রজলে ॥ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ভূমে পড়ি গড়ি যায় । রহি-
 লেন এক ভিতে প্রভুর ইচ্ছায় ॥ মহালোকভীড় সন্ধ্যা-
 আরতিসময় । শ্রীনিবাসে শ্রীজীবগোস্বামী অব্ধেষয় ॥ শ্রীনি-
 বাস এক ভিতে আছেন পড়িয়া । অকস্মাৎ সেই স্থানে
 প্রবেশিল গিয়া ॥ ভাবের বিকার দেখি শ্রীজীব-গোসাঞি ।
 এই শ্রীনিবাস জানি রহে সেই ঠাঞি ॥ ভাব-সম্ভরণ হই-
 লেন কতক্ষণে । ভূমে হৈতে তুলিলেন শ্রীজীব আপনে ॥
 শ্রীনিবাস নিজ-নেত্রজলে মিস্ত হৈয়া । শ্রীজীব-গোসাঞি-
 পদে পড়ে প্রণমিয়া ॥ শ্রীজীব ব্যাকুল হৈয়া স্তম্ভুর ভাষে ।
 হুই বাহু পসারি ধরিল শ্রীনিবাসে ॥ দৃঢ় আলিঙ্গিয়া বন্ধু
 বলি সম্বোধয় । বিনা জিজ্ঞাসায় পাইলেন পরিচয় ॥ পর-
 স্পর মিলনেতে যে আনন্দ হৈল । তাহা বিস্তারিয়া এথা
 বর্ণিতে নারিল ॥ শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য-পরিকর । শ্রীনি-
 বাসে দেখি তাঁর আনন্দ অন্তর ॥ একমুখে তাঁর গুণ কহন না
 হয় । তিঁহ গোবিন্দের অধিকারী সে সময় ॥ শ্রীনিবাসে
 শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইঞা । প্রসাদি তাম্বুল মালা দিল যত

পাঞা ॥ কে বর্ণিতে পারে তিঁহ যত স্নেহ কৈল ।

বাস-গমন সর্বত্র ব্যক্ত হৈল ॥ শ্রীজীব-গোস্বামী প্রিয়-
শ্রীনিবাসে লৈয়া । নিজ-বাসস্থানে গেলা মহাহৃষ্ট হৈয়া ॥
এথা রাধাদামোদর করিলা শয়ন । এই হেতু রাত্রিযোগে
নহিল দর্শন ॥ শ্রীজীব নিভূতে বাসা দিল শ্রীনিবাসে । শ্রীনি-
বাস রহে তথা মনের উল্লাসে ॥ বৈশাখী পূর্ণিমানিশি শোভা
চমৎকার । প্রফুল্লিত নানা পুষ্প সৌগন্ধ বিস্তার ॥ নানা
বৃক্ষ ললার মাধুর্য্য নিরীখয় । নেত্রে নিদ্রা নাহি হৈল প্রভাত-
সময় ॥ প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া সারি স্নানাদি করিয়া । শ্রীজীব-
গোস্বামিপদে প্রণমিল গিয়া ॥ শ্রীজীবগোস্বামী বন্ধুপ্রায়
আচরিল । রাধাদামোদরের দর্শন করাইলা ॥ শ্রীনিবাস-
হৃদয়েতে আনন্দ উথলে । পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে পড়ি ভূমি-
তলে ॥ অতিথর্ব্ব অপূর্ব্ব বিগ্রহ মনোহর । নিরখিতে নেত্রে
ধারা বহে নিরন্তর ॥ নেত্র ভরি দর্শন করিলা কতক্ষণ ।
রাধাদামোদর শ্রীজীবের প্রাণধন ॥ স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধা-
দামোদরে । স্বহস্তে নির্মাণ করি দিল শ্রীজীবেরে ॥ শ্রীজী-
বের চরিত-বর্ণিতে নাহি পার । শ্রীরূপের পাদপদ্ম সর্ব্বস্ব
সাঁহার ॥ এ সব প্রসঙ্গ নানা ভাষা সমস্কৃতে । বর্ণিলেন
পূর্ব্ব কবি বিখ্যাত জগতে ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং ॥

.. শ্রীরূপচরণবন্দরোগিণং ব্রজবাসিনং ।

শ্রীজীবং সততং বন্দে মন্দেষানন্দদায়িনং ॥

রাধাদামোদরো দেবঃ শ্রীরূপেণ প্রতিষ্ঠিতঃ ।

জীবগোস্বামিনে দত্তঃ শ্রীরূপেণ রূপাক্রিনা ॥

জানাইনু সন্মম্পে প্রকটবিবরণ । রাধাদামোদর এক
জীবের জীবন ॥ নিরন্তর শ্রীজীবের পরম উল্লাস । দেখিয়া
শ্রীরাধাদামোদরের বিলাস ॥ মধ্যে মধ্যে ভক্ষ্যদ্রব্য মাগে
শ্রীজীবেরে । শ্রীজীব দেখয়ে প্রভু ভুঞ্জে যে প্রকারে ॥ এক-
দিন বাজায় বাঁশী হাসিয়া হাসিয়া । শ্রীজীবে কহয়ে মোরে
দেখহ আসিয়া ॥ কৈশোর বয়স্ বেশ ডুবনমোহন । দেখি-
তেই শ্রীজীব হইল চেতন ॥ চেতন পাইয়া হিয়া আনন্দে
উথলে । ভাসয়ে দীঘল দুটি নয়নের জলে ॥ প্রসঙ্গে কহিনু
কিছু ঐছে বহু হয় । রাধাদামোদর সর্ব্বাচিন্ত আকর্ষয় ॥
শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসে রূপা কৈল । রাধাদামোদরের
চরণে সমর্পিল ॥ শ্রীরূপগোস্বামির সমাধি সেই খানে । তথা
শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলেন আপনে ॥ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি দর্শন
করিয়া । নেত্রজলে ভাসে ভূমে পড়ে প্রণমিয়া ॥ শ্রীজীব
প্রবোধি শীত্ৰ লৈয়া শ্রীনিবাসে । গেলা শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বা-
মির পাশে ॥ শ্রীভট্ট-গোস্বামী বসি আছেন নির্জনে । নির-
ন্তর অশ্রুধারা বহে ছ'নয়নে ॥ শ্রীনিবাস শ্রীভট্ট-গোস্বামি-
পানে চাঞা । হইলা অধৈর্য্য ভূমে পড়ে লোটাইঞা ॥
পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে নেত্রে ধারা বয় । শ্রীজীব দিলেন শ্রীনি-
বাস-পরিচয় ॥ যদ্যপি দক্ষয়ে ভট্ট বিচ্ছেদ-অগ্নিতে । তথাপি
আনন্দ শ্রীনিবাস-নিরখিতে ॥ স্নেহে শ্রীনিবাস-মাথে ধরি

শ্রীচরণ । বসিতে কহিল, কহি সম্মেহবচন ॥ পুনঃ শ্রীনি-
 বাসে সমাচার জিজ্ঞাসিল । শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সব নিবে-
 দিল ॥ শুনিয়া গোস্বামী অতিব্যাকুল অন্তরে । মহাত্মঃখ
 পাইলা কহয়ে বারে বারে ॥ পুনঃ শ্রীনিবাসের সৌভাগ্য প্রশং-
 সিল । সনাতন রূপ স্বপ্নাবেশে জানাইল ॥ শ্রীজীবগোস্বামী
 গোস্বামির কথা শুনি । অবসর মতে কহে স্তম্ভুর বাণী ॥
 শ্রীনিবাস দীক্ষাহেতু ব্যাকুলহিয়ায় । গোস্বামির অনুমতি
 হৈল দ্বিতীয়ায় ॥ শ্রীজীবগোস্বামী মহামনের উল্লাসে । শ্রীরাধা-
 রমণে দেখাইলা শ্রীনিবাসে ॥ শ্রীরাধারমণমূর্তি অতিমনো-
 হর । ভাগ্যবন্ত জনের সে নয়নগোচর ॥ অতিস্তম্ভুর ভঙ্গী
 বিদিত ভুবনে । প্রকট-সময়ে মহানন্দ বৃন্দাবনে ॥ প্রকট-
 প্রসঙ্গ শুন কহিয়ে কিকিৎ । শ্রীরাধারমণ ভট্ট-গোস্বামি-
 বিদিত ॥ শ্রীগৌরানন্দেব আজ্ঞা দিল গোস্বামিরে । শালগ্রাম
 হৈতে তুমি দেখিবে হরিরে ॥ গৌরান্দ-আদেশে ভট্ট শ্রীরূপে
 প্রকাশে । রূপগোস্বামিহ তবে কহে প্রেমাবেশে ॥ শ্রীগো-
 বিন্দদেব হন সর্বস্ব তোমার । তথাপি পৃথক্ সেবা কর
 ইচ্ছা তাঁর ॥ তবে কত দিন পর শালগ্রাম হৈতে । আপনি
 প্রকট হৈলা লোকের বিদিতে ॥ কে বুঝিতে পারে শ্রী-
 গোস্বামির আশয় । হৈলা কি অপূর্ব ভঙ্গী ভুবনবিজয় ॥
 শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন । ক্রমে এ তিনের যুগ
 বন্ধঃ শ্রীচরণ ॥

তিন প্রভু একত্র দর্শন এক ঠাঞি । ঐছে পরিপাটী

পূর্ব চিন্তিল গোসাঞি ॥ সনাতনগোস্থামী ভূগৰ্ত্ত আদি
যত । শ্রীরাধারমণসেবা দেখি উল্লাসিত ॥ শ্রীবৈশাখমাসে
শ্রীপূর্ণিমা শুভক্ষণে । শ্রীরাধারমণ রসিলেন সিংহাসনে ॥
মহামহোৎসব সিংহাসন-বিজয়েতে । ভট্টপ্রেমাদীন প্রভু
বিখ্যাত জগতে ॥ এমত প্রকট রাধারমণ সুন্দর । বর্ণিলেন
ভাষা সমস্কৃতে বিজ্ঞবর ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং ॥

গোবিন্দপাদসৰ্বস্বং বন্দে গোপালভট্টকং ।

শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিযোগে যেন পৃথক্ সেবা প্রকাশিতা ॥

শ্রীরাধারমণো দেবঃ সেবায়া বিষয়ো মতঃ ।

কৃতিনা শ্রীল-রূপেণ মোহয়ং যোহসৌ বিভাবিতঃ ॥

আজ্ঞায়াঃ কারণং তত্র প্রামাণিকমুখাচ্ছতং ॥

তত্র প্রসিদ্ধমেব ॥

শ্রীমৎপ্রবোধানন্দস্য ভ্রাতৃপুত্ররূপালয়ং ।

শ্রীমদগোপালভট্টং তং নোমি শ্রীব্রজবাসিনং ॥

তথাহি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যঠাকুরশ্রীমুখা-
ধারায়াম্ ॥

শ্রীমদনোহরায়কৃতশ্রীমদনরাগবল্লাভঃ ॥

শ্রীরাধিকা সহিত শ্রীমদনগোপাল । বৃন্দাবনেশ্বরী সহ
শ্রীগোবিন্দলাল ॥ বৃষভানুকুমারী সহ শ্রীগোপীনাথ । দর্শন-
সেবায় জন্ম মানিল কৃতার্থ ॥ নিজে সেবা করিতেই উৎকণ্ঠা
বাটিল । বুঝি গোসাঞির দ্বারে প্রভুর ইচ্ছা হৈল ॥ এক-
দিন রূপমাত্র উপলক্ষ্য করি । মনের আকৃতি মনে বিচার

আচরি ॥ শ্রীগোপালভট্ট-গোসাঞি জানি অভিলাষ । স্বয়ং
রূপ শ্রীগোপালে করিলা প্রকাশ ॥ সগণ উৎসব করি
অভিষেক কৈল । শ্রীরাধারমণসেবা প্রকট হইল ॥ মন্দির
করিয়া নিজ-সেবা করি দিল । অতি-বিলক্ষণ তাহা কহিল
নহিল ॥

ঐছে রাধারমণের প্রকটবিষয় । অল্পে জানাইলু ইথে
সর্বস্বখোদয় ॥ শ্রীরাধারমণ ভট্ট-গোপালের প্রাণ । তাহা
বিনা শয়নে স্বপনে নাহি আন ॥ শ্রীরাধারমণ-শোভা পিয়ে
নেত্র ভরি । শ্রীগোপালভট্টগুণ-অনঙ্গমঞ্জরী ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপি-

কায়াং । ১৮৪ শ্লোকঃ ॥

অনঙ্গমঞ্জরী যাসীং সাদ্য গোপালভট্টকঃ ।

ভট্ট-গোস্বামিনং কেচিদাত্তঃ শ্রীগুণমঞ্জরীং ॥

রাধারমণের রূপে গুণে মত্ত হইয়া । নানা পুষ্পবেশ
করে অনুমতি পাইয়া ॥ সেবায় পরমানন্দ বাড়ে ক্রমে ক্রমে ।
শ্রীগৌরচন্দ্রের সেবা সদা পড়ে মনে ॥ নিজ-গৃহে পিতার
আজ্ঞায় গোরাচান্দে । সেবিলেন মোড়রি ধৈর্য নাহি বাক্ষে ॥
হইয়া বিহ্বল ভাসে নেত্রের ধারায় । ঘন ঘন শ্রীরাধারমণ-
পানে চায় ॥ গোপালের প্রেমাধীন শ্রীরাধারমণ । শ্রীগৌর-
সুন্দরমূর্তি হৈলা সেই ক্ষণ ॥ নবীন বয়স্, বেশ ভূষন মাতায় ॥
মুরুছে মদনকোটি রূপের ছটায় ॥ শোভা নিরখিতে হিয়া
আনন্দে উথলে । কি দেখিলু বলিয়া পড়য়ে মহীতলে ॥

বিপুল পুলক আঁখি জলে ভাসি যায় ॥ শ্রীরাধারমণ গোরা-
 চাঁদগুণ গায় ॥ শ্রীগোপালভট্টের যে অভিলাষ মনে । শ্রী-
 রাধারমণ পূর্ণ করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ জগতে বিদিত অতি-
 নিক্রম রীতি । শ্রীরাধারমণ গোপালের প্রাণপতি ॥ হেন
 রাধারমণের দর্শন করিয়া । শ্রীনিবাস ভূমিতলে পড়ে প্রাণ-
 মিয়া ॥ ভাসয়ে নয়নজলে নারে স্থির হৈতে । কহিতে
 মনের কথা কত উঠে চিতে ॥ শ্রীরাধারমণে আত্মনিবেদন
 করি । করিলা দর্শন কতক্ষণ ধৈর্য্য ধরি ॥ শ্রীজীবগোস্বামী
 প্রিয়-শ্রীনিবাসে লৈয়া । চলিলেন শ্রীরাধারমণে প্রণমিয়া ॥
 লোকনাথ ভৃগুভৃগোস্বামী পাশে গেলা । তথা শ্রীনিবাসের
 গমন জানাইলা ॥ যদ্যপি দৌহার অতি-ব্যাকুলহৃদয় । শ্রীনি-
 বাস আইলা শুনি হৈল হর্ষোদয় ॥ শ্রীনিবাস বন্দিলেন
 দৌহার চরণ । দৌহে অতিবাৎসল্যে কৈল আলিঙ্গন ॥
 কোলে হৈতে ছাড়িতে মারয়ে প্রেমাবেশে । নেত্রজলে সিক্ত
 করিলেন শ্রীনিবাসে ॥ শ্রীরাধাবিনোদ-পাদপদ্মে সমর্পিল ।
 দৌহে শ্রীনিবাসে অতি অনুগ্রহ কৈল ॥ শ্রীনিবাস শ্রীরাধা-
 বিনোদ-দরশনে । যৈছে প্রেমাবেশ তা' বর্ণিবে কোন্ জনে ॥
 শ্রীনিবাসে লইয়া শ্রীজীব সেই ক্ষণ । করিলেন গিয়া গোপী-
 নাথের দর্শন ॥ শ্রীনিবাস শ্রীগোপীনাথের দরশনে । হইলা
 অধৈর্য্য, ধারা বহে ছু'নয়নে ॥ তথা শ্রীপরমানন্দ শ্রীমধু-
 পণ্ডিত । শ্রীনিবাসে দেখি সবে হৈলা উল্লাসিত ॥ করিলা
 যতেক স্নেহ না হয় বর্ণন । তথা হৈতে দেখে গিয়া মদন-

মোহন ॥ শ্রীনিবাস মদনমোহনে নিরখিয়া । না ধরে ধৈর্য
প্রেমে উখলয়ে হিয়া ॥

মদনগোপালে প্রণময়ে বার বার । মুখ বুক বহিয়া পড়য়ে
অশ্রুধার ॥ শ্রীনিবাস স্থির হইলেন কতক্ষণে । শ্রীজীব-
গোস্বামী মিলাইলা সব' সনে ॥ কৃষ্ণদাস-ব্রজচারী আদি
যত জন । সবে প্রেমাবেশে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ শ্রীনিবাস
সবার চরণে প্রণমিল । সবে শ্রীনিবাসে মহা অনুগ্রহ কৈল ॥
সনাতনগোস্বামির সমাধি দর্শনে । শ্রীনিবাসে লইয়া চলিলা
সর্ব্বজনে ॥ সনাতনগোস্বামির সমাধি দেখিয়া । শ্রীনিবাস
পড়িলেন ভূমে লোটাইয়া ॥ শ্রীনিবাস হৈলা যৈছে না হয়
বর্ণন । শ্রীনিবাস-কান্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন ॥ সবে অতিশয়
স্নেহ করি শ্রীনিবাসে । করিল প্রবোধ কত সুমধুর ভাষে ॥
শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসেরে লইয়া । আইলা আপন বাসা
অতিশ্রুত হৈয়া ॥ কল্য প্রাতঃকালে শ্রীনিবাসে শ্রীগোসাঞি ।
করিবেন শিষ্য জানাইলা সর্ব্বঠাঞি ॥ শ্রীনিবাস আপনার
ভাগ্য প্রশংসিল । সে দিবস বিবিধ প্রসঙ্গে গোড়াইল ॥
তার পরদিন স্নান করি শ্রীনিবাস । শ্রীজীবের সঙ্গে গেলা
গোস্বামির পাশ ॥ এথা ভট্ট-গোস্বামী পরমপ্রেমময় । রাধা-
রমণের পরিচর্যা করয় ॥ শ্রীজীবগোস্বামী গোস্বামিরে
প্রণমিয়া । শ্রীনিবাস-প্রসঙ্গ কহিলা হর্ষ হৈয়া ॥ শ্রীনিবাস
গোস্বামিচরণে প্রণময় । দেখি গোস্বামির হৈল প্রসন্নহৃদয় ॥
শ্রীনিবাসে শ্রীরাধারমণ-সন্নিধানে । করিলেন শিষ্য আতি-

অপূর্ব বিধানে, সাধন-প্রক্রিয়া অতিযত্নে জানাইল । শ্রীরাধা-
রমণ গৌরচন্দ্রে সমর্পিল ॥ শ্রীনিবাস পড়িয়া গোসাঞিপদ-
তলে । করিল অনেক দৈন্য ভাসি নেত্রজলে ॥ গোসাঞির
নেত্রধারা নহে নিবারণ । সর্বসিদ্ধি হোক বলি কৈল
আলিঙ্গন ॥

শ্রীজীবেরে স্নেহে শ্রীনিবাসে সমর্পিল । শ্রীনিবাস-
প্রণমিতে তিঁহ প্রণমিল ॥ শ্রীজীবগোস্বামী আলিঙ্গয়ে শ্রীনি-
বাসে । হইলা অধৈর্য্য দৌহে নেত্রজলে ভাসে ॥ শ্রীনিবাস-
শিষ্যকথা ব্যাপিল সর্বত্র । শ্রীনিবাস সবার পরমস্নেহপাত্র ॥
আইলেন সবে রাধারমণ-দর্শনে । শ্রীনিবাস দর্শন করিলা
সর্বজনে ॥ হৈল যে উৎসব, তাহা কে পারে বর্ণিতে । সবে
মহাহর্ষ শ্রীনিবাসের চরিতে ॥ তার পর-দিবস শ্রীজীব শ্রীনি-
বাসে । পাঠাইলা শ্রীকৃষ্ণেতে গোস্বামির পাশে ॥ শ্রীনিবাসে
দেখি স্নেহে শ্রীদাস-গোসাঞি । অনুগ্রহ কৈল যত তার
অন্ত নাই ॥ শ্রীরাঘব কৃষ্ণদাস-কবিরাজ আদি । শ্রীনিবাসে
কৈল সবে কৃপার অবধি ॥ তিন দিন রহি রাধাকৃষ্ণ গোব-
র্দ্ধনে । সবা' অনুমতি লৈয়া আইলা বৃন্দাবনে ॥ পাইয়া
সবার আজ্ঞা পরমসন্তোষে । পাঠারম্ভ কৈল শীঘ্র অপূর্ব
দিবসে ॥ শ্রীমদ্ভাগবত গোস্বামির গ্রন্থগণ । অনায়াসে স্ফুরে
দেখি হর্ষ সর্বজন ॥ একদিন শ্রীজীব উজ্জল-বিলোকয় ।
উদীপনবিভাবের পদ্য বিচারয় ॥

তথাহি উজ্জলনীলমণে

উদ্দীপনবিভাবে ॥

সখি রোপিতো দ্বিপত্রঃ, শতপত্রাক্ষেণ যো ব্রজদ্বারি ।

সোহয়ং কদম্বডিম্বঃ, ফুল্লো বল্লভবধুস্তদতি ॥

এ শ্লোকের ভাবব্যাখ্যা ক্ষুণ্ণ না হইল । শ্রীজীব-গোস্বামী শ্রীনিবাসে জিজ্ঞাসিল ॥ শ্রীনিবাসে শ্রীরূপগোস্বামী ক্ষুরাইলা । কৈল ভাব ব্যাখ্যা, শুনি সবে হর্ষ হৈলা ॥ এ শ্লোকের ভাবব্যাখ্যা অতিচমৎকার । বিস্তারিলা শ্রীউজ্জ্বল-গ্রন্থে টীকাকার ॥ সবে শ্রীনিবাস-শক্তি দেখিয়া বিস্ময় । পরস্পর বিবিধ প্রকারে প্রশংসয় ॥ সর্বত্রানুমতি লৈয়া শ্রীজীব উল্লাসে । “শ্রীআচার্য্য-পদবী” দিলেন শ্রীনিবাসে ॥ ইথে শ্রীনিবাস অতিলজ্জায়ুক্ত হৈলা । শ্রীজীব জানিয়া স্নেহা-বেশে সম্বোধিলা ॥ শ্রীজীবগোস্বামি-আজ্ঞায় আচার্য্য অনু-ক্ষণ । ব্রজবাসিবৈষ্ণবে করান অধ্যয়ন ॥ একদিন শ্রীনি-বাস বসিয়া নির্জনে । হইয়া ব্যাকুল, কথা কহে মনে মনে ॥ নরোত্তম-নামমাত্র শ্রবণে শুনিল । শ্রবণমাত্রেতে মহা আনন্দ পাইল ॥ তিঁহ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের কৃপাপাত্র । তাঁহারে দেখিলে না ছাড়িব তিলমাত্র ॥ না জানি তাঁহার দেখা পাব কত দিনে । ঐছে বিচারিতে অশ্রু ঝরে ছু’নয়নে ॥ প্রভু-ইচ্ছামতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল । স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরূপগোস্বামি দেখা দিল ॥ তিঁহ কহে কালি দেখা হ’বে তার সনে । এত কহি অন্তর্দ্বান হৈলা সেইক্ষণে ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য পরমহর্ষ হৈলা । তার পরদিন নরোত্তমেরে মিলিলা ॥ দৌছে

দৌহা দেখি নেত্রে বহে অশ্রুধার । স্বাভাবিক প্রেমোদয়
 হইল দৌহার ॥ শ্রীনিবাস কহে বিধি সদয় হইল । নরোত্তম
 হেন রত্ন আনি মিলাইল ॥ ঐছে কত কহে স্নেহে বিবশ
 হইয়া । সে সব শুনিতে কার্ না জুড়ায় হিয়া ॥ নরোত্তমে
 আলিঙ্গন করে বারে বারে । শ্রীনিবাস কোলে হৈতে ছাড়িতে
 না পারে ॥ শ্রীসীতামাতার বাক্য করিয়া স্মরণ । কতক্ষণে
 কৈলাচার্য্য ধৈর্য্যাবলম্বন ॥ নরোত্তম শ্রীনিবাসাচার্য্যে প্রণ-
 মিয়া । করিল অনেক দৈন্য অশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥ শ্রীনিবাসা-
 চার্য্য নরোত্তম-প্রেমময় । সর্বত্র ব্যাপিল এই দৌহার প্রণয় ॥
 নরোত্তম মহানন্দে নিমগ্ন হইল । প্রভু-লোকনাথ-পদে আত্ম-
 মমর্পিল ॥ নরোত্তম-চেক্টা দেখি প্রভু-লোকনাথ । দীক্ষামন্ত্র
 দিয়া স্থখে কৈলা আত্মসাত ॥ শ্রীগোপালভট্ট আদি সবে
 কৃপা কৈল । শ্রীজীব-গোস্বামী পাঠারম্ভ করাইল ॥ অল্প-
 দিনে বহু শাস্ত্র হৈল অধ্যয়ন । দেখি হেন শক্তি প্রশংসয়ে
 সর্বজন ॥ অন্যের দুর্গম ঐছে প্রকাশে আশয় । শ্রীজীব-
 গোস্বামী সদা হর্ষ অতিশয় ॥ সর্বত্রই সবার লইয়া অনু-
 মতি । নরোত্তমে দিলেন “শ্রীমহাশয়” খ্যাতি ॥ বৃন্দাবনে
 আনন্দ হইল সবার । শ্রীজীবের স্নেহ যত নারি বর্ণিবার ॥
 শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রেমের ভাজন । শ্রীজীবের যেন দুই
 বাহু দুই জন ॥ শ্রীরূপ সনাতনগুণে মগ্ন হইয়া । সদা ভক্তি-
 রস আশ্বাদয়ে দৌহা লৈয়া ॥ এ সব শুনিতে যার প্রসন্ন
 অন্তর । তারে ভক্তিরত্ন দেন প্রভু-বিশ্বস্তর ॥ শ্রীনিবাস=

আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি । ভক্তিরত্নাকর কহে দাস-নর-
হরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যস্ব
গৌড়ভ্রমণ-বৃন্দাবনগমনাদিবর্ণনং নাম চতুর্থস্তরঙ্গঃ ॥ ৪ ॥ * ॥

ভক্তিরত্নাকর ।

পঞ্চম তরঙ্গ ।



জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ সর্বেশ্বর । জয় জয় নিত্যানন্দ-
দেব হলধর ॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত ভক্তিদাতা-শিরোমণি । জয়
শ্রীপণ্ডিত-গদাধর প্রেমথনি ॥ জয় জয় শ্রীবাসপণ্ডিত দীন-
বন্ধু । জয় সনাতন রূপ করুণার সিদ্ধু ॥ জয় দয়াময় শ্রী-
প্রভুর ভক্তগণ । অনুগ্রহ কর সবে লইনু শরণ ॥ জয় জয়
শ্রোতাগণ গুণের আলায় । এবে যে कहিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম-মহাশয়ে । শ্রীজীবের স্নেহ যৈছে
কহিল না হ'য়ে ॥ একদিন শ্রীজীব-গোস্বামী কৈল মনে ।
দৌহে পাঠাইব শীঘ্র সর্বত্র দর্শনে ॥ সঙ্গে কে যা'বেন মনে
এঁছে বিচারিতে । রাঘব-গোসাঞি আইলা গোবর্দ্ধন হৈতে ॥
শ্রীজীব-গোস্বামী তাঁরে দেখি হর্ষ হৈয়া । জিজ্ঞাসিল কুশল
আসনে বসাইয়া ॥ তিঁহ কহে ব্রজে আমি করিব ভ্রমণ ।
এই হেতু হৈল শীঘ্র আমার গমন ॥ শ্রীজীব কহয়ে ভাল
হৈল সর্বমতে । শ্রীনিবাস নরোত্তম যা'বেন সঙ্গেতে ॥ শুনি
শ্রীরাঘব অতি আনন্দ পাইলা । হেনকালে শ্রীনিবাস নরোত্তম
আইলা ॥ দুহুঁ প্রণমিতে দৌহে কৈলা আলিঙ্গন । হইল
দৌহার মহা উল্লাসিত মন ॥ শ্রীজীব-গোস্বামী নরোত্তম শ্রীনি-
বাসে । শ্রীবনভ্রমণকথা কহিল উল্লাসে ॥ শুনি শ্রীনিবাস

নরোত্তম হর্ষ মনে । সর্বত্র বিদায় হইলেন সেই ক্ষণে ॥
 শ্রীজীব-গোস্বামী মহা মনের সন্তোষে । করিল বিদায় নরোত্তম
 শ্রীনিবাসে ॥ শ্রীরাঘব শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া । গেলেন
 গথুরা অতি উল্লাসিত হৈয়া ॥ শ্রীকেশবদেবের মন্দির-সন্নি-
 ধানে । রহিলেন শ্রীমুখুন্নি ছিলেন যেখানে ॥ শ্রীমুখুন্নি-রায়ের
 কহিয়া গুণগণ । সন্ধ্যা-সময়েতে কৈলা শ্রীনামকীর্তন ॥ প্রেমা-
 নন্দে সদা মত্ত রাঘব-গোসাঞি । রাঘবের চরিত্র কহিতে
 অস্ত নাঞি ॥ দাক্ষিণাত্য বিপ্র মহাকুলীন প্রচার । পরম-
 বৈষ্ণব ক্রিয়া কে বর্ণিবে তাঁর ॥ দীনহীনে অনুগ্রহসীমা দেখা-
 ইলা । ভক্তিরত্নপ্রকাশাদি গ্রন্থ যে বর্ণিলা ॥ যাহার সর্বস্ব
 শ্রীপর্বত-গোবর্দ্ধন । গোবর্দ্ধনে বাস সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদেশদৌপি-

কায়ঃ । ১৬২ শ্লোকঃ ॥

শ্রীরাধাপ্রাণরূপা যা শ্রীচম্পকলতা ব্রজে ।

সাদ্য রাঘবগোস্বামী গোবর্দ্ধনকৃতস্থিতিঃ ॥

ভক্তিরত্নপ্রকাশাখ্যগ্রন্থে যেন প্রকাশিতঃ ॥

মধ্যে মধ্যে ব্রজেতে ভ্রমণ করে রঙ্গে । মধ্যে মধ্যে রয়ে
 দাস-গোস্বামির সঙ্গে ॥ কভু কভু একযোগে আসি বৃন্দাবনে ।
 মহানন্দ পায় প্রভুগণের দর্শনে ॥ রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যচরিত্র
 সদা গায় । না ধরে ধৈর্য নেন্ত্রজলে ভাসি যায় ॥ ধূলায় ধূসর
 স্পৃহা নাই ভক্ষণেতে । প্রবল বৈরাগ্যচেকা কে পারে
 বুঝিতে ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রেমভক্তিময় । দৌহে এক

জানি মেহ করে অতিশয় ॥ প্রদোষ-সময়ে দৌঁহে কহয়ে
বিরলে । কৃষ্ণের অশেষ লীলা মথুরামণ্ডলে ॥ মথুরামণ্ডলে
রাজা বজ্রনাভ হৈলা । কৃষ্ণলীলা নামে বহু গ্রাম বসাইলা ॥
শ্রীবিগ্রহসেবা কৈলা কুণ্ডাদি প্রকাশ । নানারূপে পূর্ণ হৈল
তঁার অভিলাষ ॥ কত দিন পরে সব হৈল গুপ্তপ্রায় । তীর্থ-
প্রসঙ্গাদি কেহ না করে কোথায় ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ব্রজেন্দ্র-
কুমার । মথুরা আইলা হৈলা কোতুক অপার ॥ করিয়া
ভ্রমণ কিছু দিগদর্শাইলা । সনাতন রূপদ্বারে সব প্রকাশিলা ॥
যদ্যপি সে সব স্থান বেদ্য সে দৌঁহার । তথাপি করিলা শাস্ত্র-
রীত অঙ্গীকার ॥ নাশা শাস্ত্র প্রমাণ করিয়া সঙ্কলন । করি-
লেন ব্রজেন্দ্রে ভ্রমণ দুই জন ॥ গুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিল যত্ন
করি । ব্যক্ত কৈল রাধাকৃষ্ণ-রসের মাধুরী ॥ প্রভুপ্রিয় রূপ
সনাতনের রূপায় ॥ মথুরামহিমা এবে সর্বলোকে গায় ॥
মথুরামণ্ডল এই বিংশতি যোজনে । যুচয়ে পাতক সব যথা
তথা স্নানে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বিংশতির্যোজনানান্ত মাথুরং মম মণ্ডলং ।

যত্র তত্র নরঃ স্নাতো মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥

যেছে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূর করে । যেছে বজ্রভয়েতে
পর্ব্বত কাঁপে ডরে ॥ গরুড় দেখিয়া যেছে সর্প পায় ভয় ।
যেছে মেঘঘটা বায়ুস্পর্শে দূর হয় ॥ যেছে তত্ত্বজ্ঞানে দুঃখ না
রহে কিঞ্চিৎ । সিংহে দেখি যেছে মৃগ হয়েত কম্পিত ॥

তৃণপুঞ্জ অগ্নিসংযোগেতে হয় যৈছে । মথুরাদর্শনে সর্বপাপ
ক্ষয়স তৈছে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

সূর্য্যোদয়ে তমো নশ্যেৎ যথা বজ্রভয়াঙ্গগাঃ ।

ভাস্কং দৃষ্ট্বা যথা সর্পা মেঘা বাতহতা ইব ॥

তত্ত্বজ্ঞানাদযথা ছঃখং সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ ।

তথা পাপানি নশ্যন্তি মথুরাদর্শনাৎ ক্রণাৎ ॥

অন্যদ্যথা পাদ্মে পাতালখণ্ডে হরগৌরীসংবাদে ॥

যথা তৃণসমূহস্ত জ্বলয়ন্তি স্কুলিঙ্গকাঃ ।

তথা মহান্তি পাপানি দহতে মথুরাপুরী ॥

বিংশতি যোজন এই মথুরামণ্ডলে । পদে পদে অশ্বমেধ-
মজ্জ-পুণ্য মিলে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বিংশতিযোজনানাস্ত মাথুরং সম মণ্ডলং ।

পদে পদে অশ্বমেধীয়ং পুণ্যং নাত্র বিচারণং ॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানেতে যে পাপ উপার্জয় । অন্যত্র কৃত
সে পাপ মথুরা নাশয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অন্যত্র হি কৃতং পাপং মথুরায়াং বিনশ্যতি ।

জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি যৎ পাপং সমুপার্জিতং ॥

বহু জন্মার্জিত পাপ মথুরা বিনাশে । মথুরামহিমা সর্ব-
পুরাণে প্রকাশে ॥

পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥

বৃহজ্জন্মনি পাপানি সঞ্চিতানি নিবৰ্ত্ততে ।
মথুরাপ্রভাবং পাপং নশ্চান্তি ক্ষণমাত্রতঃ ॥
মথুরায় কৈলে পাপ মথুরা নাশয়ে । স্থিতি হইলে ধর্ম
অর্থ কাম মোক্ষ পায় ॥

তথাহি বায়ুপুরাণে ॥

মথুরায়াং কৃতং পাপং মথুরায়াং বিনশ্চতি ।
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাখ্যং স্থিত্বা তত্র লভেম্বরঃ ॥
অন্যত্র প্রারব্ধ পাপ ভুঞ্জে দশ বর্ষ । মথুরাতে সে পাপ
ভুঞ্জয়ে দিন দশ ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥

অন্যত্র দশভির্বর্ষৈঃ প্রারব্ধং ভুঞ্জতে তু যং ।
কিল্বিষং তন্মহাদেবি মাথুরে দশভির্দিনৈঃ ॥
সর্বতীর্থ অধিক শ্রীমথুরা নিশ্চয় । কৃষ্ণপ্রিয় স্থান ঐছে
অন্যত্র না হয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ন বিদ্যতেচ পাতালে নাস্তরীক্ষে ন মানুষে ।
সমস্ত মথুরায়া হি প্রিয়ং মম বস্তুন্ধরে ॥
ভারতবর্ষেতে ফল মিলে বহু দিনে । সে ফল মিলয়ে
এই মথুরাস্বরূপে ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদবাক্যং ॥

ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষশতানিচ ।

যৎফলং ভারতে বর্ষে তৎফলং মথুরাং স্মরন্ ॥

যে না দেখি মথুরা, দেখিতে যেবা যায় । যথা তথা মৈলে
সে মাথুরে জন্ম পায় ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥

ন দৃষ্ট্বা মথুরা যেন দিদৃক্ষা যস্য জায়তে ।

যত্র তত্র স্মৃতস্তাস্মৈ মাথুরে জন্ম জায়তে ॥

সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমথুরা বহু তীর্থাশ্রয় । মথুরাতে তীর্থ যত
সঙ্খ্যা নাহি হয় ॥

তথাহি জাদিবারাহে ॥

ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানিচ ।

তীর্থসঙ্খ্যাচ বহুধে মথুরায়াং ময়োদিতা ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

রজসাং গণনা ভূমেঃ কালেনাপি ভবেন্ প ।

মাথুরে যানি তীর্থানি তেষাং সঙ্খ্যা ন বিদ্যতে ॥

মথুরানিবাস সর্বশাস্ত্রে উপদেশে । সর্বসিদ্ধি হয় এই
মথুরানিবাসে ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥

কুরু ভো কুরু ভো বাসং মাথুরীয়াং পুরীং প্রতি ।

যত্র গোপ্যশ্চ গোবিন্দস্ত্রৈলোক্যস্য প্রকাশকঃ ॥

তথাহি তত্ৰৈব ॥

রে রে সংসারমঘাত্য শিক্ষামেকান্ততঃ শৃণু ।

যদীচ্ছসি স্থখং মান্দ্রং বাসং কুরু মনোঃ পুরে ॥
 যে মথুরা তেজি করে স্পৃহা অত্রেতে । সে অতিপামর
 নুঙ্ক প্রভুর মায়াতে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোহন্যত্র কুরুতে রতিং ।
 নৃচো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়ায়া ॥
 তথাহি স্কান্দে মথুরাপণ্ডেচ ॥
 মথুরামপি সংপ্রাপ্য যোহন্যত্র কুরুতে স্পৃহাং ।
 ছবুর্দ্বৈস্তস্য কিং জ্ঞানমজ্ঞানেন বিমোহিতঃ ॥
 যার কোন গতি নাই সর্বপ্রকারেতে । মথুরা তাহার
 গতি বিদিত শাস্ত্রেতে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ ।
 যেমাং কাপি গতির্নাস্তি তেমাং মথুপুরী গতিঃ ॥
 সারাং সারতরং স্থানং গুহানাং গুহমুত্তমং ।
 গতিমেষ্যমানানাং মথুরা পরমা গতিঃ ॥
 মথুরাতে স্থয়ং কৃষ্ণাস্থিতি নিরন্তর । সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র
 বিস্তারিত মনোহর ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যে নহি বিদ্যতে ।
 যন্তাং বসাম্যহং দেবি মথুরায়ান্ত সর্বদা ॥
 তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ॥

তত্তাত গচ্ছ তদ্রং তে যমুনায়ান্তটং শুচি ।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ॥

হত্বাচ লবনং রক্ষো মধুপুত্রং মহাবলং ।
শত্রুশ্চো মথুরানাম-পুরীং যত্র চকার বৈ ॥
তত্রৈব দেবদেবশ্চ সান্নিধ্যং হরিমেধনঃ ।
সৰ্বপাপহরে তস্মিন্ তপস্তুর্থে চকার সঃ ॥

তথাহি বায়ুপুরাণে ॥

চত্বারিংশদেবাজনানাং ততস্ত্ব মথুরা স্থিতা ।
তত্র দেবো হরিঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং তিষ্ঠতি সৰ্বদা ॥
শ্রীকৃষ্ণকৃপাতে মথুরায় রতি হয় । পুণ্য দান তপাদিতে
অলভ্য নিশ্চয় ॥

তথাহি আদিপুরাণে ॥

ন তং পুণ্যৈর্ন তদানৈর্ন তপোভির্ন তজ্জপৈঃ ।
ন লভ্যং বিবিধৈর্বাগৈর্লভ্যতে মদনুগ্রহাৎ ॥
শ্রীবিষ্ণুকৃপয়া নুনং তত্র বাসো ভবিষ্যতি ।
বিনা কৃষ্ণপ্রসাদেন ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি ॥

তথাহি পাদ্মে উত্তরখণ্ডে ॥

হরৌ যেষাং স্থিরা ভক্তিভূয়সী যেষু তংকৃপা ।
তেষামেবহি অন্যানাং মথুরায়াং ভবেদ্রতিঃ ॥
মথুরা লভ্য ভগবদ্ব্যনাদিতে হয় । অন্তথা অপ্রাপ্য মধু-
পুরী স্থনিশ্চয় ॥

তথাহি পাদে নির্বাণথণ্ডে ॥

বদা বিষ্ণুদ্বাস্তপ আদিনা জনাঃ

শুভাশ্রয়া ধ্যানধনা নিরন্তরং ।

তদৈব পশ্যন্তি মমোত্তমাং পুরীং

ন চান্যথা কলশতৈর্দ্বিজোত্তম ॥

শ্রীমথুরা মোক্ষপ্রদা সর্বপ্রকারেতে । পুরাণাদি কহে
ব্যক্ত বিদিত জগতে ॥

তথাহি আদিবाराহে ॥

যা গতির্যোগবুক্তস্ত ব্রহ্মজ্ঞস্ত মনীষিণঃ ।

সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ মথুরায়াং নরস্তচ ॥

তীর্থে চৈব গৃহে বাপি চত্বরে পথি চৈব হি ।

যত্র তত্র য়তা দেবী মুক্তিং যাস্তি ন চান্যথা ॥

কাশ্যাদিপূর্যো যদি সন্তি লোকে

তাসান্ত মপ্যে মথুরৈব ধন্যা ।

আজন্মমৌজীকৃত-মুহুদ্যদাহৈ-

নৃণাং চতুর্ধা বিদধাতি মোক্ষং ॥

কুমি-কীট-পতঙ্গাদ্যা মথুরায়াং য়তা হি যে ।

কুলাং পতন্তি যে ব্রহ্মাস্তেহপি যাস্তি পরাং গতিং ॥

তথাহি পাদে পাতালথণ্ডে ॥

চাণ্ডালপুরুষস্ত্রীণাং জীবহিংসারতস্তচ ।

মথুরা-পিণ্ডদানেন পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

প্রণাল্যামিষ্টকে চেতি শ্মশানে ব্যোম্মি মক্ষকে ।

অট্টালে বা মূতা দেবি মাথুরে মুক্তিমাগ্ন্যুঃ ॥

তথাহি মৌরপুরাণে ॥

অস্তীহ মথুরা নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ।

কৃষ্ণপাদরজোমিশ্রবালুকাপূতবীথিকা ॥

তথাহি ॥

স্পার্শেন রজসস্তৃতা মুচ্যতে জন্মবন্ধনাং ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে ॥

মথুরায়াং বসিষ্যামি যাস্ম্যামি মথুরামহং ।

ইতি যশ্র ভবেদ্রু দ্বিঃ সোহপি বন্ধাং প্রমুচ্যতে ॥

বিষ্ণুলোকপ্রদ এই মথুরামণ্ডল । সৰ্ব্বমতে নাশয়ে জীবের
অমঙ্গল ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

যে পশ্যন্ত্যুচ্যতং দেবং মাথুরে দেবকীপুত্রং ।

তে বিষ্ণুলোকমাসাদ্য ক্ষরন্তে ন বদাচন ॥

তথাহি ॥

যাত্রাং করোতি কৃষ্ণাশ্র শ্রদ্ধয়া যঃ সমাহিতঃ ।

সৰ্ব্বপাপবিনিমুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

তথাহি পাদো পাতালখণ্ডে ॥

স্রিয়ো স্নেচ্ছাশ্চ শূদ্রাশ্চ পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ ।

মথুরায়াং মূতা যেচ তে যান্তি পরমাং গতিং ॥

সৰ্পদন্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাস্থবিনাশিতাঃ ।

লঙ্কাপন্থত্যবো যেচ মাথুরে হরিলোকগাঃ ॥

সৰ্বাভীকপ্রদ শ্রীমথুরা শাস্ত্রে কয় । যার যে কামনা
তারে তাহি মিলয় ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

সত্যং সত্যং মুনিশ্রেষ্ঠ ক্রবে শপথপূৰ্বকং ।

সৰ্বাভীকপ্রদং নাত্মমথুরায়ঃ সমং কচিৎ ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

ক্ষেত্রপালো মহাদেনো বৰ্ভতে যত্র সৰ্বদা ।

যত্র বিশ্রান্তিতীর্থঞ্চ তত্র কিং দুৰ্লভং ফলং ॥

ত্রিবর্গদা কামিনাং চ মুমুক্শুনাঞ্চ মোক্ষদা ।

ভক্তীচ্ছোৰ্ত্তনিতা সা বৈ মথুরামাশ্রয়েদ্বধুঃ ॥

শ্রীমথুরামণ্ডল প্রপঞ্চাতীত হন । কে বর্ণিতে পারে
মথুরার গুণগণ ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অনৈব কাচিৎ সা সৃষ্টিবিধাতুৰ্য্যতিরেকিণী ।

ন যৎ ক্ষেত্রগুণান্ বক্তুমীশ্বরোহপীশ্বরো যতঃ ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে ॥

তন্মণ্ডলং মাথুরং হি বিষ্ণুচক্রোপরি স্থিতং ।

পদ্মাকারং সদা তত্র বৰ্ভতে শাস্তং নৃপ ॥

দেবত্রয় রূপ শ্রীমথুরা মনোহিত । মাথুরশব্দের অর্থ
পুরাণে বিদিত ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥

মাকারেচ খুকারেচ রকারে চান্তসংস্থিতে ।

নিম্পন্নো মধুরাশব্দ ওঁকারস্ত ততঃ সমঃ ॥
 মহারুদ্রো মকার-স্মাছুকারো বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ ।
 অকারোহস্তস্ত ব্রহ্ম স্মাৎ ত্রিশব্দং মাধুরং ভবেৎ ॥
 অতঃ শ্রেষ্ঠতমং ক্ষেত্রং সত্যমেব ভবন্ত্যত ।
 সা ত্রিদেবময়ী মূর্তি মধুরা তিষ্ঠতে সদা ॥
 শ্রীমদ্বিষ্ণুভক্তি মধুরাতে লভ্য হয় । বিবিধ প্রকারে নানা
 পুরাণেতে কয় ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥
 অন্তেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু মুক্তিৰেবং মহাফলং ।
 মুক্তৈঃ প্রার্থ্যা হরেৰ্ভক্তির্মধুরায়ান্ত লভ্যতে ॥
 ত্রিরাত্রমপি যে তত্র বসন্তি মনুজা মূনে ।
 হরিদৰ্দ্দ্যাং স্মৃৎ তেষাং মুক্তানামপি দুর্লভং ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥
 ত্রৈলোক্যবৰ্দ্ধিতীর্থানাং সেবনাদুর্লভা হি বা ।
 পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মধুরা স্পর্শমাত্রতঃ ॥

তথাহি স্কান্দে মধুরাখণ্ডে ॥
 স্মরন্তি মধুরাং যেচ মধুরেশং বিশাম্পতে ।
 সৰ্ব্বতীর্থফলং তেষাং স্মাচ্চ ভক্তিহরৌ পরে ॥
 স্বতো মধুরা পরমফল বিতরয় । হেন মধুরার কেবা না
 করে আশ্রয় ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥
 অহো মধুপুৰী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী ।

দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥

আদিবারাহে ॥

যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং সংসারস্য চ মোক্ষণং ।

মথুরা গীয়তে নিত্যং কৰ্ম্মণা মনসাপিচ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরামণ্ডল সৰ্ব্বোত্তম । বিংশতিযোজন সীমা
অতি মনোরম ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বিংশতিযোজনানাস্তু মাথুরং মম মণ্ডলং ॥

মথুরামণ্ডলসীমা যাযাবর হৈতে । শৌকরী বটেশ্বর
পর্যন্ত শাস্ত্রমতে ॥ যাযাবর বিপ্র নামে যাযাবর স্থান ।
আদি শূকরের নামে শৌকরী আখ্যান ॥ বটেশ্বর শিব যেহৌ
সবার পূজিত । শ্রীশূরসেনের রাজ্য সৰ্ব্বত্র বিদিত ॥ বরাহদশন
হৃদ এবে কহয়ে লোকেতে । যাযাবর শৌকরী প্রসিদ্ধ
পুরাণেতে ॥

তথাহি পান্দে যমুনায়াহায়ে ॥

রম্যমপ্সরসং স্থানং যস্মিন্ চঞ্চলতাং গতঃ ।

যাযাবরঃ পুরা বিপ্রস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

চিরকালং প্রতপ্তঃ তমিদ্ৰশাপায়িনাঙ্গিতঃ ।

স্পৃষ্ট্ৱা বারিকণেনমং মোচয়িত্বাথ পাতকাদিত্যাদয়ঃ ॥

তত্রৈব ॥

পুনঃ স প্রাঙ্মুখী ভূষা সংপ্রাপ্তঃ শৌকরীং পুরীং ।

যস্যঃ ধরাং সমুদ্বর্ত্তয়ুৎপন্নশ্চাদিশূকরঃ ॥

বৈছে বাযাবর শৌকরী সীমার প্রচার । ঐছে সর্ব-
দিশা বিশ যোজন বিস্তার ॥ বহু তীর্থ হয় এই বিশ যোজ-
নেতে । তার মধ্যে বিশেষ কহয়ে পুরাণেতে ॥ দ্বাদশ
যোজন ব্যক্ত মথুরামণ্ডল । তথা বহুতীর্থ রামকৃষ্ণ-ক্রীড়া-
স্থল ॥

তথাহি মথুরাথণ্ডে ॥

মথুরামণ্ডলং তদ্ধি যোজনানাস্তু দ্বাদশ !

তত্র তীর্থসহস্রাণি কৃষ্ণরামক্রিয়াগিচ ॥

তত্রাপি বৈশিষ্ট্য এই মথুরাপ্রবরা । চতুর্বিংশতি ক্রোশ-
ময়ী মনোহরা ॥ কুমদবনাদিদ্वादশারণ্য সংযুতা । সর্বসিদ্ধি
প্রদায়িনী সর্বত্র বিদিতা ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

গব্যুতির্দ্वादশময়ী দ্বাদশারণ্যসংযুতা ।

তত্রাপি মথুরাদেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥

তত্রাপি বৈশিষ্ট্য শ্রীমথুরা পদ্মাকৃতি । কেশঘ্ন কেশবদেব
কর্ণিকায় স্থিতি ॥

তত্রাহি আদিবারাহে ॥

ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্বেষাং মুক্তিদায়কং ।

কর্ণিকায়ং স্থিতো দেবি কেশবঃ কেশনাশনঃ ॥

কর্ণিকায়ং যুতা যেতু তে নরা মুক্তিভাগিনঃ ।

পত্র মধ্যে যুতা যেচ তেষাং মুক্তির্বহুধরে ॥

পশ্চিম পত্রেতে হরিদেব মনোহর । গোবর্দ্ধন নিবাসী
পরমানন্দকর ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

পশ্চিমে চ হরিং দেবং গোবর্দ্ধননিবাসিনং ।

দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং কিং মনঃ পরিতপ্যসে ॥

উত্তরে শ্রীগোবিন্দ পরমানন্দময় । বাহার দর্শনে সর্ব-
পাপে মুক্ত হয় ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

উত্তরেণ তু গোবিন্দং দৃষ্ট্বা দেবং পরং শুভং ।

নামৌ পততি সংসারে বাবদাহুতসংপ্লবং ॥

পূর্বপত্রে বিশ্রান্তিসংজ্ঞক দেবস্থিতি । বাহার দর্শনে
মনুষ্যের হয় মুক্তি ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং দেবং পূর্বপত্রে ব্যবস্থিতং ।

যং দৃষ্ট্বা তু নরো যাতি মুক্তিং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

শ্রীবরাহদেব শোভে দক্ষিণপত্রেতে । সর্ব সিদ্ধি মনু-
ষ্যের যার কৃপা হৈতে ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

দক্ষিণেন তু মাং বিদ্ধি প্রতিমাং দিব্যরূপিণীং ।

মহাকাশস্বরূপাঞ্চ তাম্ কেশবসম্মিতাং ॥

মাং দৃষ্ট্বা মনুষ্যো দেবি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

মধুরায় নিবাস আদিকলি বিশেষে । যে ফল মিলয়ে

তাহা পুরাণে প্রকাশে ॥ জ্যৈষ্ঠে শুক্লা দ্বাদশী মথুরা স্নান
করি । মিলয়ে পরম গতি দেখিলে শ্রীহরি ॥

আদিবারাহে ॥

জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লাদশ্যাং স্নাত্বাতু নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।

মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং ॥

চাতুর্মাস্য মথুরায় ফল অতিশয় । পৃথিবীর যত তীর্থ
মথুরে বৈসয় ॥

আদিবারাহে ॥

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্গমাংসিচ ।

মথুরায়াং গমিয়াস্তি ময়ি স্পৃশ্যে বহুধরে ॥

ঐছে ভাদ্র-জ্যৈষ্ঠাদিক কালে যাহা । কহিতে কি
পুরাণাদি শাস্ত্রে ব্যক্ত তাহা ॥ মধুবনান্তর্গত মথুরাপুরী
যার । মাহাত্ম্য কহিতে কেহ নাহি পায় পার ॥ মধুদৈত্য-
বধ এথা কৈলা ভগবান্ । এই হেতু মধুবন মথুরা আখ্যান ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

মধোর্বনং প্রথমতো যত্র বৈ মথুরাপুরী ।

মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণা বিশ্বমূর্তিনা ॥

এখানে যতেক তীর্থ লেখা নাই তার । সে সব তীর্থের
নাম কহে শক্তি কার ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

তস্মিন্ মধুবনে রাজন্ দুর্ঘটঃ কিং হরিপ্রিয়ে ।

বক্তুং নামানি তীর্থানাং শক্যতে ন ময়াধুনা ॥

এঁছে মথুরার মহা-মাতাজ্ঞান কতিতে । রাঘবপণ্ডিত হর্ষে
 নারে স্থির হৈতে । মথুরা পুরীতে বহুই জনে ।
 প্রাতঃক্রিয়া করি চলে মথুরা ভ্রমণে । আগে গেলা সনোড়িয়া
 বিপ্র যথা ছিল । যার ঘরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিক্ষা কৈলা ॥
 মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামির যেহঁ শিষ্য । যে দেখিল গৌরান্দের
 পরম রহস্য ॥ শ্রীরাঘবপণ্ডিত কহয়ে শ্রীনিবাসে । এথা গৌর-
 চন্দ্র নৃত্য কৈলা প্রেমাবেশে ॥ আইল অসংখ্য লোক প্রভুর
 দর্শনে । সবে মহামত হইলা শ্রীনামকীর্তনে ॥ সবার নেত্রে-
 তে অশ্রুঝরে অনিবার । ব্রজেন্দ্রনন্দন জ্ঞান হইল সবার ॥
 তিলান্ধক ছাড়িয়া যাইতে কেহো নারে । সবে সাঁতারয়ে
 প্রেমসমুদ্র পাথারে ॥ এথাতে অদ্ভুত গৌরচন্দ্রের বিলাস ।
 এত কহি শ্রীরাঘব ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ গৌরচন্দ্রের লীলা
 করিয়া শ্রবণ । শ্রীনিবাস নরোত্তম করয়ে ক্রন্দন ॥ করিতে
 বিলাপ অতি অধৈর্য্য অন্তর । হইলেন বিপ্রাঙ্গণে ধূলায় ধূসর ॥

ক্ষণে ক্ষণে কত না তরঙ্গ উঠে চিতে । কতোক্ষণে স্থির
 হৈয়া চাহে চারিভিতে ॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে রাঘবপণ্ডিত ।
 শুনিবু প্রাচীনমুখে এ কথা বিদিত ॥ তীর্থপর্যটন কালে
 অদ্বৈতগোসাঞি । দেখি মথুরার শোভা ছিল এই ঠাঞি ॥
 মথুরায় অন্য দেলী এক বিপ্রাধম । বৈষ্ণবে নিন্দয়ে সদা এ
 তার নিয়ম ॥ পণ্ডিতাভিমानी দুই সকল প্রকারে । মথুরার
 শিষ্ট লোক কাঁপে তার ডরে ॥

এক দিন প্রভু-অদ্বৈতের সন্নিধানে । করয়ে বৈষ্ণবনিন্দা

ছঃসহ জীবণে ॥ শুনি অদ্বৈতের ক্রোধাবেশ অতিশয় ।
 কাঁপে ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয় ॥ মহাদর্প করিয়া কহয়ে
 বার বার । ওরে রে পাষণ্ড তোর নাহিক নিস্তার ॥ চক্র
 লইয়া হাতে এই দেখ বিদ্যমান । তোর মুণ্ড কাটিয়া করিব
 খান খান ॥ এত কহিয়াই প্রভু চতুর্ভুজ হৈলা । দেখি
 বিপ্রাধম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলা ॥ কর জোড় করিয়া কহয়ে
 বার বার । যে উচিত দণ্ড প্রভু করহ আমার ॥ ছঃসঙ্গ-
 প্রযুক্ত মোর বুদ্ধিনাশ হৈল । না জানি বৈষ্ণবতত্ত্বে অপরাধ
 কৈল ॥ কৈনু অপরাধ যত সংখ্যা নাই তার । মো হেন
 পাষণ্ডে প্রভু করহ উদ্ধার ॥ এত কহি বিপ্রাধম করয়ে
 রোদন । চতুর্ভুজ মূর্তি প্রভু কৈলা সম্বরণ ॥ দেখিয়া বিপ্রের
 দশা দয়া হৈল মনে । অমুগ্রহ করি কহে মধুর বচনে ॥
 কৈলা অপরাধ মহানরকে ভুঞ্জিতে । এবে যে কহিয়ে তাহা
 কর সাবহিতে ॥ আপনাকে সাপরাধ হৈয়া সর্বকণ ।
 সর্বত্যাগ করি কর নামসঙ্কীৰ্ত্তন ॥ প্রাণপণ করি সমস্তো-
 শিবা বৈষ্ণবেরে । সদা সাবধান হবা বৈষ্ণবের দ্বারে ॥
 ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে নিযুক্ত হইবে । দেখিলে যে মূর্তি
 তাহা গোপনে রাখিবে ॥ ঐছে কত কহি প্রভু গেলেন
 ভ্রমণে । বিপ্র মহামত্ত হৈলা শ্রীনামকীর্তনে ॥ মধুরায়
 বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে গিয়া । করয়ে রোদন মহাদৈন্য প্রকা-
 শিয়া ॥ দেখিয়া বিপ্রের চেষ্টা বৈষ্ণব সকল । প্রসন্ন হইয়া
 চিস্তে বিপ্রের মঙ্গল ॥ কেহো কহে অকস্মাৎ আশ্চর্য

দেখিয়ে । কেহো কহে আছয়ে কারণ নিবেদিয়ে ॥ মথুরার
আসি.এক তৈরিক ব্রাহ্মণ । ছিলেন গোপনে তাঁর তেজ
সূর্য্যসম ॥ বিচারিনু সে ঈশ্বর মনুষ্য আকার । তাঁর অনুগ্রহে
বিপ্র হৈল এ প্রকার ॥ দেখিয়া বিপ্রের ভক্তি ঐছে কত
কয় । এ স্থান দর্শনে ভক্তিরত্ন লভ্য হয় ॥ অহে শ্রীনিবাস
দেখ কিবা সুশোভিত । এই অর্দ্ধচন্দ্রস্থান মাহাত্ম্য বিদিত ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

তদ্র মধ্যতু যং স্থানমর্দ্ধচন্দ্রব্যবস্থিতং ।

তত্রৈব বাসিনো লোকা মুক্তিং যাস্তি ন সংশয়ঃ ॥

অর্দ্ধচন্দ্রেতু যঃ স্নানং কৰোতি নিয়তাশনঃ ।

তেনৈব চাক্ষুয়া লোকাঃ প্রাপ্তাস্তৈব ন সংশয়ঃ ॥

অর্দ্ধচন্দ্রে যুতা দেবি মম লোকং ব্রজন্তি তে ।

অন্যত্রতু যুতা দেবি অর্দ্ধচন্দ্রে কৃতক্রিয়াঃ ॥

তেহপি মুক্তিং গমিষ্যন্তি দাহাদিকরণৈর্বিনা ॥

বাবদস্থান্যর্দ্ধচন্দ্রে যস্য তিষ্ঠন্তি দেহিনঃ ।

তাবং স পাপকর্তাপি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

এত কহি শ্রীনিবাসাচার্য্য করে ধরি । মনের আনন্দে
পুনঃ কহে ধীরি ধীরি ॥ মধুবনান্তর্গত মথুরা তেজোময় । কাল
বিশেষেতে যাত্রা ফল অতিশয় ॥ সর্ব্বপাপ দূরে যায় মথুরা
ভ্রমণে । অন্যেও পবিত্র হয় তাহার দর্শনে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ব্রহ্মল্লশ্চ সুরাপশ্চ গোম্মো তদ্ব্রতস্তথা ।

মথুরাং প্রদক্ষিণীকৃত্য পূতো ভবতি পাতকাং ॥

অন্যদেশাগতো দূরাং পরিক্রামতি যো নরঃ ।

তস্য সন্দর্শনাদেব পূতাঃ স্যুর্গতকল্মষাঃ ॥

এই দেখে বহুদেব দৈবকীর ঘর । এথা জন্মিলেন কৃষ্ণ
জগত জেশ্বর ॥ জন্মস্থানমাহাত্ম্য পুরাণে ব্যক্ত কয় । কাল
বিশেষে ফলের সীমা নাহি হয় ॥

তথাহি স্কান্দে ॥

জপোপবাসনিরতো মথুরারাং ষড়ানন ।

জন্মস্থানং সমাসাদ্য সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

পাদ্মে ॥

কার্ত্তিকে জন্মসদনে কেশবস্য চ যে নরাঃ ।

সকুংপ্রবিষ্ঠা যে কৃষ্ণং তে যান্তি পরমব্যয়ং ॥

অহে শ্রীনিবাস কর কেশব দর্শন । এথা শ্রীচৈতন্য কৈলা
অদ্ভুত নর্তন ॥ ভাসিল সকল লোক প্রেমের বন্যায় । সবে
কহে ইহেঁ। এই শ্রীকেশব রায় ॥ কেশবের মাহাত্ম্য কহিতে
সাধ্য কার । সপ্তদ্বীপ প্রদক্ষিণ প্রদক্ষিণে যার ॥ কেশব
কীর্ত্তমে সর্বপাপ যায় ক্ষয় । কাল বিশেষে যে ফল অস্ত নাহি
হয় ॥

আদিবারাহে ॥

প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন সপ্তদ্বীপা বহুধরা ।

প্রদক্ষিণং কৃত্ব যেন মথুরায়ান্ত কেশবে ॥

ইহ জন্মকৃতং পাপমন্যজন্মকৃতং চ বৎ ॥

তৎ সৰ্বং নশ্যতে শীঘ্রং কেশবস্য চ কীর্তনে ॥

দেখ দেখ কি আশ্চর্য্য মধুরানগরে । শ্রীভগবানের মূর্তি
সদা শোভা করে ॥ দীর্ঘবিষ্ণু পদ্মনাভ স্বয়ম্ভুব নাম । যে
দেখে সৰুং তার পূরে সৰ্ব্ব কাম ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

দীর্ঘবিষ্ণুং সমালোক্য পদ্মনাভং স্বয়ম্ভুবং ।

মধুরায়াং সৰুদেবি সৰ্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥

দেখ শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণের পরিবার । একানংশা * দেবী
যশোদা দেবকী আর ॥ মহাবিদ্যেশ্বরী এ সভার দর্শনেতে ।
ব্রহ্মহত্যা হৈতে মুক্ত ব্যক্ত পুরাণেতে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

একানংশা ততো দেবীং যশোদাং দেবকীং তথা ।

মহাবিদ্যেশ্বরীং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ॥

এই মহাদেব ভূতেশ্বর ক্ষেত্রপাল । দৃষ্টিমাত্র হরে পাপ
পরম দয়াল ॥ কৃষ্ণভক্তি লভে কৈলে ইহার পূজন । ইহাতে
যে বিমুগ তাহার বিড়ম্বন ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

মধুরায়াঞ্চ দেব জ্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি ।

জয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ ॥

দৃষ্ট্বা ভূতপতিং দেবং বরদং পাপনাশনং ।

তেন দৃষ্টেন বহুধে মাধুরং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥

* একা মুখা অনংশা অংশকলা রহিতা পূর্ণা ইত্যর্থঃ । ইনিই “নন্দগোপ-
গৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা” সূতরাং শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া ।

তথাহি নির্বাণথণ্ডে ॥

যত্র ভূতেশ্বরো দেবো মোক্ষদঃ পাপিনামপি ।

নম প্রিয়তমো নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরঃ পরঃ ॥

কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতে পাপপুরুষঃ ।

যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সংপূজয়েন্নহি ॥

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ প্রায়ন্তে মানবানমাঃ ।

ভূতেশ্বরং যে স্মরান্তি ন নরান্তি স্তবন্তি বা ॥

এই দেখ মহাতীর্থ শ্রীবিজ্ঞান্দি নাম । কংসে বধি কৃষ্ণ
এথা করিলা বিজ্ঞান ॥ অহে শ্রীনিবাস এথা ন্যাসিশিরো-
মণি । কৈল যে অদ্ভুত কৰ্ম্ম কহিতে না জানি ॥ কিবা শ্রী
পুরুষ বাণ বদ্ধ যুবা যত । সবে চতুর্দিকে ধায় হইয়া উন্মত্ত ॥
লক্ষ লক্ষ লোক সব কহে উভরায় । সম্ম্যাসির শিরোমণি
আইলা মথুরায় ॥ ঐছে কত কহি সবে ভাগে নেত্রজলে ।
উর্দ্ধবাহু করি চতুর্দিকে হরি বলে ॥ ভুবনমোচন গৌর-
চন্দ্র-শোভা দেখি । ফিরাইতে নারে কেহ অনিদিখ
আঁখি ॥ প্রভু পূর্ণ কৈল সৰ্ব লোক আভলায় । বিজ্ঞান-
তীর্থেতে ঐছে অদ্ভুত বিলাস ॥ বিজ্ঞান্দি তীর্থ মাহাত্ম্য
বিদিত জগতে । পরম দুর্লভ পদপ্রাপ্তি বিজ্ঞান্দিতে ॥ সব-
পাপ হরে সংসারের ক্লেশ যত । বিজ্ঞান্দি স্নানের ফল কে
কহিবে কত ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাথণ্ডে ॥

তত্র তীর্থং মহারাজ বিজ্ঞান্দি লোক বিশ্রুতং

ভ্রমিত্বা সৰ্বতীর্থানি বিজ্ঞান্দিং যাস্তু শাস্বতাঃ ॥

তথাহি দৌরপুরাণে ॥

ততো বিশ্রান্তি তীর্থাখ্যং তীর্থমংঘোবিনাশনং ।

সংসারমরুৎসকার ক্লেশনিশ্রান্তিদং নৃণাং ॥

তত্র তীর্থে কৃতস্নানো যোহর্চয়েচ্চ্যুতং নরঃ ।

স মুক্তো ভবদম্বাপাদমৃতহায় কল্পতে ॥

পাদ্মে যমুনামাহাজ্যে ॥

ক'লন্দপার্ব্বতোত্তেদে মথুরায়াং তথা পুরি ।

প্রত্যঙ্গুগাংক শৌকর্যাং ভাগীরথ্যাশ্চ সঙ্গমে

কলমুত্তরকুলোক্তং তং কালিন্দ্যাং শতাধিকং ॥

তদেবং কোটিগুণিতং বিশ্রান্তং কথ্যতে বুধৈঃ ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যানিশ্চিতং ।

যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি সগ লোকে মহীয়তে ॥

এই গুণশ্রম দেব দেখ রম্যস্থানে । সর্বতীর্থ ফলপ্রাপ্তি
ইহার দর্শনে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

সর্বতীর্থেষু যং স্নানং সর্বতীর্থেষু যং ফলং ।

তং ফলং লভতে দেবি দৃষ্ট্বা দেবং গুণশ্রমং ॥

অহে শ্রীমবাস এই অর্দ্ধচন্দ্র স্থিত । শ্রীমমুনা তীর্থ চতু-
বিংশতি বিদিত ॥ এই অবিমুক্ত তীর্থ স্নানে মুক্তি হয় ।
প্রাণত্যাগে বহুনোক প্রাপ্ত স্থানশ্চর ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অবিমুক্তে নরঃ স্নাতো মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং ।

তত্রাথ যুগ্মতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি
এই দেখ গুহ্যতীর্থ এথা স্নান কৈলে । সংসারেতে যুক্ত
হয় বিম্বলোক মিলে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অস্তি চান্যতরদ্ গুহ্যং সৰ্বসংসারমোক্ষণং ।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

দেবের দুর্লভ এ প্রয়াগতীর্থ নাম । অগ্নিস্কোম ফল
মিলে এথা কৈলে স্নান ॥

তথাহি সৌরপুরাণে ॥

প্রয়াগনাম তীর্থন্তু দেবানামপি দুর্লভং ।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি অগ্নিস্কোমফলং লভেৎ ॥

এই কনখল তীর্থ এথা কৈলে স্নান । পরম ঐশ্বর্য লভে
পুরাণে প্রমাণ ।

তথাহি আদিবারাহে ॥

তথা কনখলং তীর্থং গুহ্যতীর্থং পরং মম ।

স্নানমাত্রেন তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে ॥

এই দেখ মহাতীর্থ তিন্দুক আখ্যান । বিম্বলোক প্রাপ্তি
হয় এথা কৈলে স্নান ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং নাম নামতঃ ।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে

এই সূর্য্যতীর্থ পাপ নাশয়ে সকলি । এথা তপ কৈলা
বিরোচনপুত্র বলি ॥ চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ সংক্রান্তি রবিবারে । রাজ-

সূর্য কল লভে স্নান যেই করে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ততঃ পরং সূর্য্যতীর্থং সৰ্ব্বপাপপ্রানোচনং ।

বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্যস্ত্রারাধিতঃ পুরা ॥

আদিতোহহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।

তগ্নিন্ স্নাতো নরো দেবি রাজসূর্যফলং লভেৎ

এই দেখ বটস্বামিতীর্থ তীর্থোত্তম । বটস্বামী সূর্য্য এথা
বিখ্যাত ভুবন ॥ ভক্তি পূৰ্ণএতীর্থ সেবনে রোগ ক্ষয় । ঐশ্বর্য্য
লভ্য উত্তম গতি অশেষ হয় ॥

তথাহি শৌরপুবাণে ॥

ততঃ পরং বটস্বামিতীর্থাখ্যং তীর্থমুত্তমং ।

বটস্বামোতি বিখ্যাতো যত্র দেবো দিবাকরঃ ॥

ততীর্থং চৈব যো ভক্ত্যা রবিবারে নিষেবতে ।

প্রাপ্নোত্যারোগ্যমৈশ্বর্য্যমশেষচ পরমাং গতিং

এই ধ্রুবতীর্থ ধ্রুবতপস্যার স্থান । ধ্রুবলোকপ্রাপ্তি ধ্রুব
হয় কৈলে স্নান ॥ তীর্থমুখ্য এথা শ্রাদ্ধে পিতৃলোক তরে ।
সৰ্ব্বতীর্থ ফল পায় জপাদি যে করে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

যত্র ধ্রুবেণ সন্তপ্তমিচ্ছয়া পরমং তপঃ ।

তত্রৈব স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে ॥

ধ্রুবতীর্থেতু বহুধে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ ।

পিতৃন্ সন্তারয়েৎ সৰ্ব্বান্ পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ ॥

তথাহি গৌরপুরাণে ॥

ধ্রুবতীর্থমিতি খ্যাতং তীর্থমুখ্যং ততঃ পরং ।

যত্র স্নানরতো মোক্ষো ধ্রুবএব ন সংশয় ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যং ফলং হি নৃণাং ভবেৎ ।

তস্মাচ্ছতগুণং তীর্থে পিণ্ডদানে ধ্রুবস্য চ ॥

ধ্রুবতীর্থে জপো হোমস্তপোদানং সমর্চনং ।

সর্বতীর্থাচ্ছতগুণং নৃণাং তত্র ফলং ভবেৎ ॥

দেখ ঋষিতীর্থ ধ্রুব তীর্থের দক্ষিণে । বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি
হয় এ তীর্থের স্নানে ॥ কৃষ্ণাশ্রয় ঋষিতীর্থ পুরাণেতে কয় ।

এথা স্নান কৈলে কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্য ঋষিতীর্থং প্রকীৰ্ত্তিতং ।

যত্র স্নাতো নরো দেবি মঙ্গলোকে মহীয়তে ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

তস্মিন্ মথুরান পুণ্যস্থানতীর্থং হরেঃ প্রিয়ং ।

স্নানমাত্রেন ভূপাল হরৌ ভক্তি- পরাং লভেৎ ॥

এই মোক্ষ তীর্থ ঋষিতীর্থ দক্ষিণেতে । এথা মোক্ষ প্রাপ্তি

অবগাধন যাত্রেত ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্য মোক্ষতীর্থং বহুধরে ।

স্নানমাত্রেন তত্রাপি মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥

এই কোটীর্থ দেবদুর্লভ এখায় । স্নান দান করে যে সে

বিষ্ণুলোক পায় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

তত্রৈব কোটি তীর্থং তু দেবানামপি দুর্লভং ।

তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে ॥

এই বোধিতীর্থ এথা পিণ্ডপ্রদানেতে । পিতৃলোক প্রাপ্তি

হয় কহে পুরাণেতে ॥

তথাপি আদিবারাহে ॥

তত্রৈব বোধিতীর্থাখ্যদেবানামপি দুর্লভং ।

পিণ্ডং দত্ত্বাতু বস্ত্রধে পিতৃলোকং স সচ্ছতি

এ দ্বাদশতীর্থ শুভ বিশ্রাম দক্ষিণে । সর্বপাপ মুক্ত হয়

এ সব স্মরণে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

দ্বাদশৈতানি তীর্থানি দেবানাং দুর্লভানিচ ।

তেমাং স্মরণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

দেখ নবতীর্থ অসিকুণ্ড উত্তরেতে । এঁছে তীর্থ না হয় না

হবে পৃথিবীতে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

উত্তরে ত্বসিকুণ্ডাচ্চ তীর্থং চ নবসঙ্গকং ।

নবতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥

ত্রৈলোক্য বিদিত এই তীর্থ সংযমন । এথা স্নানে কল

বিষ্ণুলোকেতে গমন ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ততঃ সংযমনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং ।

তত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোকং স গচ্ছতি ॥

এ ধারাপতন তীর্থস্নানে হরে শোক । পায় মহৈশ্বর্য
প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ধারাপতনকে স্নাত্ব নাকপৃষ্ঠে স মোদতে ।

অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

এই নাগতীর্থ তীর্থোত্তম শাস্ত্রে কহে । স্নানে স্বর্গপ্রাপ্তি
গৈলে পুনর্জন্ম নহে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ততঃ পরং নাগতীর্থং তীর্থানামুত্তমোত্তমং ।

ষত্র স্নাত্বা দিবং যাস্তি যে মৃতাস্তেহপুনর্ভবাঃ ॥

সর্ষপাপ নাশে ঘণ্টাতরঙ্গপ্রধান । সূর্যলোকে পূজ্য এথা
করয়ে যে স্নান ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ঘণ্টাতরঙ্গকং তীর্থং সর্ষপাপবিমোচনং ।

তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি সূর্যলোকে মহীয়তে ॥

এই ব্রহ্মতীর্থ তীর্থোত্তম এ বিদিত ! স্নানাদিতে বিষ্ণু-
লোক প্রাপ্তি হুনিশ্চিত ॥

তথাহি আদিপুরাণে ॥

তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রহ্মলোকেহতিবিষ্ণুতং ।

তত্র স্নাত্বাচ পীত্বাচ সংযতো নিয়তাসনঃ

ব্রহ্মণা সমমুজাতো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

অহে শ্রীনিবাস এই সোমতীর্থ স্থল । দেখহ যমুনাবারি

বহয়ে নির্মল ॥ এথা অভিসিক্ত হৈলে সর্বসিদ্ধি হয় । সোম-
লোকে স্থখী-ইথে নাহিক সংশয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

সোমতীর্থেতু বস্ত্রে পরিব্রজে বমুনাস্তসি ।

তত্রাভিসেকঃ কুর্ক্বীত স্বস্বকর্মাপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥

মোদতে সোমলোকেতু এবমেব ন সংশয়ঃ ॥

সরস্বতীপতন তীর্থে যেই স্নান করে । অবর্ণ* হয়েন যতি
পাপ যায় দূরে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

সরস্বত্যশ্চ পতনং সর্বপাপহরং শুভং ।

তত্র স্নাত্বা নরো দেবি অবর্ণোহপি যতির্ভবেৎ ॥

চক্রতীর্থ বিখ্যাত দেখহ ত্রীনিবাস । এথা স্নান করয়ে
ত্রিরাত্র উপবাস ॥ স্নানগাত্রে মনুষ্যের ব্রহ্মহত্যা যায় ।
কহিতে কি পরম দুর্লভ ফল পায় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

চক্রতীর্থং তু বিখ্যাতং মাথুরে মম মণ্ডলে ।

যন্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥

স্নানগাত্রেণ মনুষ্যো মৃচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ॥

দেখহ দশাশ্বমেধ তীর্থ পূর্বের ঋষি । এথা প্রভু পূজা সদা
কৈল স্থখে ভাসি ॥ হেন তীর্থে নিয়ত যে সবে স্নান করে ।
স্বর্গপদ দুর্লভ না হয় সে সবারে ॥

* অবর্ণ অর্থাৎ নীচ জাতি ও যতি (ক্রিতিজিয় বা সরাসী) হন

তথাহি আদিবারাহে ॥

দশাশ্বমেধমুবিভিঃ পূজিতং সৰ্বদা পুরা ।

তত্র যে আস্তি নিয়তাস্তেষাং স্বর্গো ন দুর্লভঃ ॥

এই বিঘ্নরাজতীর্থ কলুষ নাশয় । এথা স্নান কৈলে বিঘ্ন-
রাজ না পীড়য় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

তীর্থন্ত বিঘ্নরাজস্য পুণ্যং পাপহরং শুভং ।

তত্রৈব স্নাতং মনুজং বিঘ্নরাজো ন পীড়য়েৎ ॥

এই দেখ কোটিতীর্থ পরম মঙ্গল । এথা স্নানমাত্রে মিলে
গঙ্গাকোটি ফল ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ততঃ পরং কোটিতীর্থং পবিত্রং পরমং শুভং ।

তত্রৈব স্নানমাত্রেন গঙ্গাকোটিকলং লভেৎ ॥

বিনা বিশ্রাস্তি উত্তর দক্ষিণে তাহার । দ্বাদশ দ্বাদশ চতু-
র্দ্বিংশতি প্রচার ॥

তথাহি মধুরাখণ্ডে ॥

চতুর্দ্বিংশতি তীর্থানি তত্তীর্থাদক্ষিণোত্তরে ।

দশাশ্বমেধপর্য্যন্তং মোক্ষাস্তঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥

অহে ত্রিনিবাস চতুর্দ্বিংশতি ঘাটেতে । মহাপ্রভু কৈলা
স্নান মহানন্দ চিতে ॥ প্রতিঘাটে হৈল যৈছে প্রেমের আবেশ ।
তাহা এক বর্ণিতে জানেন মাত্র শেষ * ॥ লক্ষ লক্ষ লোক
স্নান কৈল প্রভুসঙ্গে । ভাসিল সে সব লোক প্রেমের

তরঙ্গে ॥ সকল দেবতা আসি মনুষ্যে মিলয় । সবে কহে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয় ॥ এঁছে মথুরায় অতি অদ্ভুত বিলাস ।
মথুরাতে আর তীর্থ দেখ শ্রীনিবাস ॥ এই বিশ্বনাথতীর্থ
গোকর্ণাখ্য নাম । বিষ্ণুপ্রিয় ভুবনে বিদিত অনুপম ॥

তথাহি সৌরপুরাণে ॥

ততো গোকর্ণতীর্থাখ্যং তীর্থং ভুবনবিশ্রুতং ।

বিদ্যতে বিশ্বনাথস্য বিষ্ণোরত্যস্তবল্লভং ॥

প্রতিদিন এই কৃষ্ণগঙ্গা-স্নান কৈলে । পঞ্চতীর্থ হৈতে
দশগুণ ফল মিলে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

পঞ্চতীর্থাভিষেকাচ্চ যং ফলং লভতে নরঃ ।

কৃষ্ণগঙ্গাদশগুণং দৃশ্যতে তু দিনে দিনে ॥

বৈকুণ্ঠতীর্থ-স্নানেতে মহাফল পায় । সর্বপাপে মুক্ত হৈরা
বিষ্ণুলোকে যায় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বৈকুণ্ঠতীর্থে যঃ স্নাতি মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ।

সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

এই অসিকুণ্ডতীর্থ দেখ শ্রীনিবাস । এথা স্নানে বহু ফল পুরাণে
প্রকাশ ॥ শ্রীবরাহ নারায়ণী লাঙ্গলী বামনে । কুণ্ডে স্নান
করিয়ে দেখয়ে চারি জনে ॥ সাগর পর্য্যন্ত তীর্থ যত মথুরায় ।
সে সকল পরিক্রমা ফল মিলে তায় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

একা বরাহসংজ্ঞা চ তথা নারায়ণী পরা ।

বামনাচ তৃতীয়া বৈ চতুর্থী লাঙ্গলী শুভা ॥
 এতাশ্চতশ্চো যঃ পশ্যেৎ স্নাত্বা কুণ্ডেহুসিসংজ্ঞকে ।
 চতুঃসাগরপর্য্যন্তা ক্রান্তা তেন ধরা ধ্রুবঃ ॥
 তীর্থানাং মধুরাণাঞ্চ সর্কেদ্যাং ফলমশ্বুতে ॥
 এই চতুঃসামুদ্রিক নাম কুপ হয় । এথা স্নান কৈলে দেব-
 লোকে বিলসয় ॥ ।

তথাহি আদিবারাহে ॥
 চতুঃসামুদ্রিকং নাম কুপং লোকেষু বিপ্রকৃতং ।
 তত্র স্নাতো নরো ভদ্রে দেবৈস্তু সহ মোদতে ॥
 অহে শ্রীনিবাস এই যমুনামহিমা । কেসা কত কহিবে
 কহিতে নাই সীমা ॥ গঙ্গা হৈতে শতগুণ মধুরানগুলে ।
 বিকুলোকে পূজ্য যমুনায় স্নান কৈলে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥
 গঙ্গা শতগুণা প্রোক্তা মাধুরে মম মণ্ডলে ।
 যমুনা বিপ্রকৃতা দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
 তত্র তীর্থানি গুহ্যানি ভবিষ্যন্তি মমানঘে ।
 যেষু স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥
 যমুনার জলে স্নান পানে সে কীর্তনে । পুণ্য লভে পরম-
 মঙ্গল সে দর্শনে ॥ স্নান পানে পবিত্র সপ্তম কুল হয় । জ্ঞান-
 ত্যাগে পরম গতি এ স্থনিশ্চয় ॥

তথাহি মাৎস্যে যুধিষ্ঠিরনারদসম্বাদে ।
 তত্র স্নাত্বাচ পীত্বাচ যমুনায়াং যুধিষ্ঠির ।
 কীর্তনাম্নততে পুণ্যং দৃষ্ট্বা ভজ্যানি পশ্যন্তি ॥

অবগাহ্যচ পীত্বাচ পুনাত্যাসপ্তমং কুলং ।
 প্রাণাংস্ত্যজতি যন্তত্র প্রয়াতি পরমাং গতিং ॥
 ইথে শ্রদ্ধা য়ে করে অক্ষয় ফল তার । সচ্চিদানন্দাদি
 স্বয়ং যমুনা প্রচার ॥

তথাহি বিষ্ণুধর্মোত্তরে ॥
 যত্র সচলকালিন্দ্যাং কৃত্বা শ্রদ্ধাং নরাধিপ ।
 অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে ॥
 তথাহি পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে মরীচিস্বর্গে—
 রসো যঃ পরমাধারঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ ।
 ব্রহ্মেতু্যপনিষদগীতঃ স এব যমুনা স্বয়ং ॥
 কালবিশেষে যমুনা স্নানাদিক ফল । অশেষ বিশেষে বর্ণে
 পুরাণ সকল ॥ অহে শ্রীনিবাস এই কালিন্দী কৃপাতে । মিলয়ে
 বাঞ্ছিত ফল বিদিত জগতে ॥ লোহ স্বর্ণ হয় স্পর্শমণি-স্পর্শে
 যৈছে । পাপ যায় পুণ্য কৃষ্ণাজলস্পর্শে তৈছে ॥

তথাহি স্কান্দে ॥
 যথা স্পর্শমণিস্পর্শাং লোহং মাতি স্তবর্ণতাং ।
 তথা কৃষ্ণাজলস্পর্শাং পাপং গচ্ছতি পুণ্যতাং ॥
 এই শ্রীমাধুরবিপ্র মহিমা অপার । নিজমুখে কহে প্রভু
 বিবিধ প্রকার ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

‡ অনূচো মাধুরো যশ্চ চতুর্বেদস্তথাপরঃ ।

চতুর্বেদং পরিত্যজ্য মাধুরং ভোজয়েদ্বিজং ॥

* কৃষীবলো ছুরাচারো ধর্মমার্গপরাজুখঃ ।
 ইদৃশোহপি পূজনীয়ো মাথুরো মম রূপধ্বক্ ॥
 মাথুরাণাং চ যদ্রূপং তন্মে রূপং বহুধ্বরে ।
 একস্মিন্ ভোজিতে বিশ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতাঃ ॥
 মাথুরা মম পূজ্যা হি মাথুরা মম বল্লভাঃ ।
 মাথুরে পরিতুষ্টে বৈ তুষ্টোহহং নাত্র সংশঃ ॥
 ভবন্তি পুণ্যতীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানিচ ।
 মঙ্গলানি চ সর্বানি যত্র তিষ্ঠন্তি মাথুরাঃ ॥
 অহে শ্রীনিবাস শ্রীমথুরাবাসী যত । সবে বেদ পুরাণে
 মহিমা বহুমত ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ ।

তেহপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মন্ত্রাসাদান্ন সংশয়ঃ ॥

মথুরাবাসিনো লোকাঃ সর্বে তে মুক্তিভাজনাঃ ।

অপি কীটপতঙ্গা বা তির্য্যগ্গোনিগতাপি ॥ ১ ॥

পরদাররতা যেচ যে নরা অজতেন্দ্রিয়াঃ ।

মথুরাবাসিনঃ সর্বে তে দেবা নরবিগ্রহাঃ ॥

তথাহি পাণ্ডে নির্ব্বাণথণ্ডে ॥

মথুরাবাসিনাং যেতু দোষঃ পশ্যন্তি পামরাঃ ।

তে স্বদোষঃ ন পশ্যন্তি জন্মমৃত্যুসহস্রদং ॥

অহে শ্রীনিবাস দেখ মথুরানগর । অশেষ কৃষ্ণের লীলা-

* কৃষীবলঃ কর্ষকঃ (হালিকঃ কৃষকো) বা ॥

১ অএ সিদ্ধিঃ আর্দ্রঃ ইতি প্রতীয়তে ॥

স্থান মনোহর ॥ কৃষ্ণপ্রিয় সুদামা মালির ঘর এথা । কহিতে
 কি সর্বত্র বিদিত বার কথা ॥ কংসের রজকে কৃষ্ণ বধি এই
 খানে । কোতুকে অপূর্ব বস্ত্র পরে গগনেন ॥ এই পথে কৃষ্ণ
 কংস-নিকটে চলিলা । শোভা দেপি মথুরানাগরী মুগ্ধ হৈলা ॥
 এথা কৃষ্ণ ধনুক ভাঙ্গিয়া মহারঙ্গে । চলয়ে অদ্ভুতগতি সখাগণ
 সঙ্গে ॥ কুবলয়াপৌড় এথা পথ রুদ্ধ কৈল । কৃষ্ণ তারে বধিয়া
 কোতুকে দস্ত নিল ॥ এই রঙ্গস্থল এথা মল্লযুদ্ধ কৈলা । এই
 মঞ্চস্থান কংস এথাই বসিলা ॥ এথা নন্দাদিক গোপ বসিলেন
 স্তখে । কৃষ্ণ মল্লযুদ্ধ কৈল দেখিলা কোতুকে ॥ কৃষ্ণ মহা-
 কোতুকে কংসের হরে প্রাণ । এই কংসখালি এথা কংসের
 নির্বাণ * ॥ শ্রীকুঞ্জার মন্দির আছিল এই খানে । এই দেখ
 কুজাকূপ সর্বলোকে জানে ॥ কুজা সহ কৃষ্ণের যে অদ্ভুত
 বিলাস । তাহা ত্রিজগৎ মাঝে হইল প্রকাশ ॥ বলদেবকৃষ্ণ
 কৃষ্ণকূপ এই হয় । এথা রামকৃষ্ণ গণসহ বিলসয় ॥ অহে
 শ্রীনিবাস নরোত্তম এই খানে । যে আনন্দ হৈল তা কহিতে
 কেবা জানে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র মথুরা ভ্রমিয়া । বসিলা
 অসংখ্যলোকে বেষ্টিত হইয়া ॥ ভাবাবেশে মহাপ্রভু হৈলা যে
 প্রকার । তাহা দেখি লোকের হইল চমৎকার ॥ মাথুর ভ্রাক্ষ-
 ণ-গণ পরস্পর কয় । কপটমম্বাসী এই কৃষ্ণ সুনিশ্চয় ॥ অতি
 অলৌকিক কে বুঝিবে এনা রঙ্গ । আপনা গোপন কৈল ধরি
 গৌর অঙ্গ ॥ কেহ কহে মো সবার ভাগ্য অতিশয় । দেখি-
 লাম মথুরাতে প্রভুর বিজয় ॥ এঁছে কহে কতলোকে মনের

* নির্বাণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কংসকে যেস্থানে আকর্ষণ ও বধ করেন ॥

উল্লাসে । দেখি গৌরমাধুর্য পরমানন্দে ভাসে ॥ এঁছে কত
 কহিতে শ্রীরাঘবপণ্ডিত । হইলা অধৈর্য্য চিস্তি-চৈতন্যচরিত ॥
 শ্রীনিবাস নরোত্তম ধৈর্য্য নাহি বাঞ্চে । হা হা প্রভু বলিয়া
 ভূমিতে পড়ি কান্দে ॥ শ্রীরাঘবপণ্ডিতের চরণে ধরিয়া । দৌছে
 কত কহে শুনি বিদরয়ে হিয়া ॥ শ্রীপণ্ডিত স্থির হৈয়া দৌছে
 স্থির কৈল । মথুরার আর যে তীর্থ দেখাইল ॥ শ্রীনিবাস প্রতি
 কহে স্নমধুর ভাষ । এই খানে গোপাল ছিলেন এক মাস ॥
 শ্রীরূপগোস্বামী সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণে । হইলা বিহ্বল শ্রীগো-
 পাল সন্দর্শনে ॥ পাইয়া গোস্বামিগণে মথুরানিবাসী ! আনন্দে
 নিমগ্ন না জানয়ে বিদানিশি ॥ দেখ শ্রীনিবাস এই বৃক্ষ পুরা-
 তন । এথা ক্রোড়ারত পূর্বের রোহিণীনন্দন ॥ সেই প্রভু নিত্য-
 নন্দ তীর্থ পর্যাটনে । মথুরায় আসিয়া রহিলা এই খানে ॥
 পূর্ব জন্মভূমি দেখি উল্লাস হিয়ায় । অলঙ্কিত সে আবেশে
 সর্বত্র বেড়ায় ॥ অবধূতচন্দ্রে দেখি মথুরার লোক । পাইলা
 মহানন্দ পাশরিলা ছুংখ শোক ॥ এস্থান দর্শনে সব তাপ যায়
 দূর । নিত্যানন্দ পদে ভক্তি বাড়য়ে প্রচুর ॥ আঁকা করি শুনয়ে
 যে মথুরাব্রজ । অনায়াসে হয় তার বাঞ্ছিত পূরণ ॥ রাঘব-
 পণ্ডিত অতি মনের উল্লাসে । শ্রীনিবাস প্রতি কিছু কহে বৃহ
 তাসে ॥ ষাদশবিপিনযুক্তা শ্রীমথুরাপুরী । পুণ্যা পাপহরা
 শুভা অপূর্ব মাধুরী ॥

তেন দৃষ্টাচ সা রম্যা বাসবস্য পুরী তথা ।

বনৈর্ষাদশভিযুক্তা পুণ্যা পাপহরা শুভা ॥

ষাদশবিপিন সর্বপূরণে প্রমাণ । শুনিতে সে সব নাম

হুড়ায় পরাগ ॥ মধু তাল কুমদ বহুলা কাম্য আর । খদির
ক্লীবন্দানন যমুনা এ পার ॥ শ্রীভদ্র ভাগীর বিহ্ন লোহি মহা-
ন । যমুনার ও পার এ মনোজ্ঞ কানন ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে ॥

ভদ্র শ্রীলোহ-ভাগীর-মহা-তাল-খদিরকাঃ ।

বহুলা কুমদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা ॥

দ্বাদশৈতান্যরণ্যানি কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে ।

পূর্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাশ্রিতং হুতমং ॥

স্কান্দে ॥

মহাবনং গোকুলাখ্যং মধু বৃন্দাবনং তথা ।

পূর্বেতু পঞ্চ ভদ্রাদ্যাস্তালাদ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে ॥

অন্যেছোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণক্লীড়ারসস্থলং ॥

॥ * ॥ ইতি দ্বাত্রিংশং ॥ * ॥

অহে শ্রীনিবাস এই দেখ মধুবন । সর্বকাম পূর্ণ হুত
করিলে দর্শন ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমনুভমং ।

যদুর্কট্ । মনুজো দেবি সর্বান্ কামানবাঞ্ছয়াং ॥

তত্র কুণ্ডং স্বচ্ছজলং নীলোৎপলবিভূষিতং ।

তত্র স্নানেন দানেন বাঞ্ছিতং ফলমাঞ্ছয়াং ॥

তালবনে প্রভু তাল রক্ষক অহরে । বধিল কোঁতুকে
হুত সবার অন্তরে ॥

স্কান্দে মধুরাখণ্ডে ॥

অহো তালবনং পুণ্যং যত্র তালৈর্হতোহহরঃ ।

হিতায় বাদবানীশ আশ্রয়ীড়নকায় চ ॥

দেখহ কুমুদবন পরম আশ্চর্য্য । এথা গতি নাহে বিষ্ণু-
লোকে হয় পূজ্য ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বনং কুমুদনকৈব তৃতীয়বনমুক্তমং ।

বত্র গতা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

অহে শ্রীনিবাস দেখ মথুরা পশ্চিনে । দম্ভবক্রে বধে
কৃষ্ণ এই উপবনে ॥ বজ্রনাভ খুইল নাম দতিহা ইহার ।
দতি উপবন পদ্মপুরাণে প্রচার ॥ দম্ভবক্র প্রসঙ্গে কহিলে
এক কথা । যাহার শ্রবণে ঘুচে মরমের ব্যথা ॥ ব্রজে হৈতে
গণ সহ নন্দাদি সকলে । কৃষ্ণ লাগি গেলা কুরুক্ষেত্রে যাত্রা-
চ্ছলে ॥ হইল কৃষ্ণের সহ সবার মিলন । যথা যে উচিত
কৈল ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণ সবে সন্তোষিয়া ।
কহিলেন ব্রজে শীত্র মিলিত আসিয়া ॥ কৃষ্ণ বাক্যামৃত-
পান করি হৃষ্ট চিতে । বিদায় হইয়া সবে আইলা তথা হৈতে ॥
কৃষ্ণ লাগি রহিলেন যমুনার পারে । সর্ব মনোবৃত্তি কৃষ্ণে
লৈয়া বাবে ঘরে ॥ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ সবে বিদায় করিয়া ।
হইলেন ব্যাকুল ধরিতে নারে হিয়া ॥ ছারকা যাইয়া শীত্র বধি
শিল্পপালে । মথুরা আইলা দম্ভবক্র বধচ্ছলে ॥ দম্ভ বক্র
বধিয়া যমুনা পার হৈলা । যথা নন্দাদিক তথা দ্বারায় চলিলা ॥
কৃষ্ণ দেখি ধায় গোপ আনন্দে বিহ্বল । আয়োরে আয়োরে
বলি করে কোলাহল ॥ মিলিলা সবারে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সবে লৈয়া ॥
নিজালয়ে আইলা শ্রীবমুনা পার হৈয়া ॥ হইলা পরমানন্দ
ব্রজে ঘরে ঘরে । পূর্ব মত সবা সহ শ্রীকৃষ্ণ বিহরে ।

আয়োরে বলিয়া গোপ যেখানে মিলিল । আয়োরে নামেতে
গ্রাম তথাই হইল ॥ নন্দাদিক সবে বাস কৈলা যেই খানে ।
গৌরবাই সে গ্রামের নাম কে না জানে ॥ যে রূপে এ নাম
হৈল শুনহ'সে কথা । চানা নামে এক বৃহদগ্রাম আছে তথা ॥
সেই চানা গ্রামের বিশিষ্ট জমিদার । শ্রীনন্দরায়ে'র সহ অতি
শ্রীতি তার ॥ কুরুক্ষেত্রে হৈতে নন্দগমন শুনিয়া । মহাহর্ষে
জাগ্রসরি আনিলেন গিয়া ॥ বাস করাইলা সে গৌরব সীমা
নাই । এই হেতু গ্রাম নাম হৈল গৌরবাই ॥ এবে সে গ্রামের
নাম গৌরাই করয় । চানা আয়োরে গ্রামাদির নিকটস্থ হয় ॥
এ গ্রাম প্রসঙ্গ অন্যত্রেও প্রচারয়ে । আর যে যে গ্রাম নাম
কহিল না হয়ে ॥

তথাহি শ্রীগোপালচম্পূপদ্যে ॥

কথঞ্চিদপি মাথুরানমুগতাঃ কুরুগাং স্থলা-

দ্রজেন্দ্রমুখগোচুহঃ পুনরুপৈতুমাঙ্গালয়ং ।

বিরক্তমনসস্তদা তপনজাং সমুদ্ভীৰ্য্য গো-

রুইতি বিদিতস্থলে ব্রজনবাসয়ন্ দূরতঃ ॥

গোকুলপতিরিত্তি নাম্না গৌরব ইতি তদেগারয়ীত্যপিচ ।

সংস্কৃতজং প্রাকৃতজং গ্রামজমাখ্যানমঞ্চতি স্থানং ॥

গোকুলপতিরিত্তি নাম্না খ্যাতং গোকুলপতেঃ স্থানং ।

পুরুষোত্তম ইতি যদ্বৎ পুরুষোত্তমধাম বিখ্যাতং ॥

সে সকল গ্রাম হয় কৃষ্ণলীলাস্থান । মনের আনন্দে তা
দেখেয়ে ভাগ্যবান্ ॥ এঁছে কত কহিয়া পণ্ডিত হর্ষমনে ।
পরিক্রমাপথে চলে শ্রীবন ভ্রমণে ॥ আদি বারাহেতে যৈছে
কৈল নিরূপণ । সেরূপ ন হিব ক্রমে হইব শুভমন ॥ রাধা-

পণ্ডিত পথে যাইতে যাইতে । মনে মৈল যষ্ঠীকরাটবী দেখা-
ইতে ॥ পরিষ্কমা পথ ছাড়ি অন্য পথে গিয়া । শ্রীনিবাসে
কহে যষ্ঠীকরা প্রবেশিয়া ॥ পূর্বে যষ্ঠীকরাটবী নাম সে
ইহার । এবে যষ্ঠীঘরা নাম লোকেতে প্রচার ॥ দেখ শ্রীনিবাস
এই শকটারোহণ । কৃষ্ণপ্রিয় স্থান এ পরম রম্য হন ॥ ভ্রমর
গুঞ্জরে সদা পুষ্পের কাননে । পরম আনন্দ হয় একুণ্ডের
স্থানে ॥ এথা উপাস্য একরাত্র করে যে । বিদ্যাধর লোকে
সুখে বিলসয়ে সে । কালবিশেষেতে কল বহুবিধ হয় । এবে
এ শকটা গ্রাম নাম লোকে কয় ॥

তথাহি আদিবরাহে ॥

শকটারোহণং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মগ ।

মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদর্শয়োজনে ॥

অনেকানি মহাস্রাণি ভ্রমরাণাং বসন্তি বৈ ।

তত্রাভিষেকং কুর্ক্বীতৈকরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥

সত্বে বিদ্যাধরঃ লোকং গম্মা তু রমতে সুখং ॥

গরুড় গোবিন্দ এই দেখ শ্রীনিবাস । এথা করিলেন কৃষ্ণ
অদ্ভুত বিলাস ॥ শ্রীদাম গরুড় হৈয়া খেলয়ে আনন্দে । চতু-
ভুজ গোবিন্দ চতুয়ে তার ক্ষেপে ॥ গরুড় গোবিন্দ দুই শোভা
অতিশয় । এই হেতু গরুড়গোবিন্দ নাম কয় ॥

তথাহি লঘুভাগবতায়তে ॥

যথা শ্রীদাম্নি তাক্ষস্বং প্রাপ্তে মোহপি চতুর্ভুজ ইত্যাদি ॥

এছে কত স্থান দেখাইয়া দুইজনে । পূর্ব পরিষ্কমা-
পথে আইলা হর্ষ মনে ॥ দূরে হৈতে কহে দেখ গন্ধেশ্বর-
স্থান । কৃষ্ণ গন্ধদ্রব্য পরে তেঁই এ আখ্যান ॥ দেখহ

মাতোঙা গ্রাম কুণ্ড স্নানিষ্ঠল । শান্তনু মূনির এই তপস্যার
স্থল ॥ এত কহি শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া । আগে চলে নানা
রম্যস্থান দেখাইয়া ॥ রামবপুশিত কহে হটয়া উল্লাস । শ্রীবল্ল-
লাবন এই দেখ শ্রীনিবাস ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনভ্রমণ কালেতে ।
প্রেমাবেশে মত্ত হৈয়া আইলা এই পথে ॥ লক্ষ লক্ষ গাভীগণ
উর্দ্ধপুচ্ছে ধায় । চতুর্দিকে বেড়ি গৌরচন্দ্র পানে চায় ॥ শ্রী-
গৌরসুন্দর হস্তে স্পর্শি গাভীগণে । প্রকাশয়ে পূর্বের যৈছে
কৈলা গোচারণে ॥ যুগাদিক পশু শিগি কোকিলাদি পক্ষ ।
মহামত্ত চতুর্দিকে ফিরে লক্ষ লক্ষ ॥ বৃক্ষগণ পুষ্পবৃষ্টি করে
গৌরচন্দ্রে । দেখয়ে অসংখ্য লোক পরম আনন্দে ॥ কেহো
কহে অহে ভাই মনে হেন বাসি । ব্রজেন্দ্রনন্দন এই কপট
সম্যাসী ॥ শ্যাম সূচিকণ রূপ আচ্ছন্ন করিয়া । গৌররূপ ধরি
ফিরে লোক প্রভারিয়া ॥ ঐছে কত কহে লোক অধৈর্য্য
হিয়ায় । সর্বমনোরথ সিদ্ধ করে গৌররায় ॥ অহে শ্রীনিবাস
এই বল্ললানেনেতে । দেখহ অপূর্ণ কুণ্ড পদ্মবন মাতে ॥ আর
এই সঙ্কর্ষণ কুণ্ড অনুপম । আর মানসরসী পরম মনোহর ॥
এ সব দর্শন স্থানে বল্ল ফল হয় । লক্ষ্মীসহ কৃষ্ণে বেথে পুরা-
ণেতে কয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

পঞ্চমং বল্ললং নাম বনানং বনযুগ্মমং ।

তত্র গত্বা নরো দেবি অগ্নিস্থানং স গচ্ছতি ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

বল্লা শ্রীহরেঃ পত্নী তত্র তিষ্ঠতি সর্বদা ।

ভগ্নিন্ পদ্মবনে রাজন্ বল্পুণ্ডলানিচ ।

“তত্ৰৈব রমতে বিকূলক্ষ্ম্যা সার্কিং সদৈব হি ।

তত্র সৰ্ব্বগং কুণ্ডং তত্র মানসরো নৃপ ॥

যন্তত্র কুরুতে স্নানং মধুমাগে নৃপোত্তম ।

স পশ্যতি হরিং তত্র লক্ষ্ম্যা সহ বিশাংপতে ॥

ওই যে ময়ূর গ্রাম কৃষ্ণ ওই খানে । দেখে ময়ূরের নৃত্য
প্রিয়াগণ মনে ॥ কি অপূর্ব লক্ষ লক্ষ ময়ূরমণ্ডলী । রাই কাণু
গানে চায় উর্দ্ধে পিচ্ছ তুলি ॥ ময়ূরের মধ্যে রাই কাণু বিল-
সয় । নাচয়ে নাচায় কি অদ্ভুত হর্ষোদয় ॥ চতুর্দিকে করতালি
দিয়া সখীগণ । দেখয়ে অদ্ভুত শোভা ভুবনমোহন ॥ ওই দেখ
দক্ষিণ গ্রামাদি কথোদূরে । ও সব স্থানেতে কৃষ্ণ আনন্দে
বিহরে ॥ দক্ষিণ গ্রামেতে কৃষ্ণ রঙ্গে বিলসয় । দক্ষিণা *
নাগিকা ভাব ব্যক্ত অতিশয় ॥ আগে এ বসতি গ্রাম দেখ
শ্রীনিবাস । এখা বৃষভাসুর রাজা করিলেন বাস ॥ যতীকরা রাওল
পর্যন্ত নন্দ রহে । রাওল গ্রামের নাম এবে রাল কহে ॥ বসতি
নিকট রামকৃষ্ণ তোষ স্থানে । মহাতোষে বিলসে সকল সখা-
গনে ॥ এই আগে দেখহ আরিট নামে গ্রাম ; এখা কৃষ্ণচন্দ্রের
বিলাস অনুপম ॥ আরিক অশুর আইলা বৃষরূপ ধরি । পরম
কোতুকে তারে বধিলা শ্রীহরি ॥ কোতুকে শ্রীরাধাঙ্গম্পর্শিতে
কৃষ্ণ চায় । হাঁসিয়া রাধিকা কহে ইহা না জুয়ায় ॥ যদ্যপি
অশুর সে ধরয়ে বৃষাকৃতি । তারে বধ কৈলা হৈলা অপবিত্র
অতি ॥ যদি সর্বতীর্থে স্নান পার করিবারে । তবে সে ঘৃণ্যে
দোষ কহিল গোনারে ॥ হাঁসিয়া কহয়ে কৃষ্ণ অমধুর বাণী ॥
এখাই করিব স্নান সর্বতীর্থ জানি ॥

* দক্ষিণা অর্থাৎ পশ্চিম অশুকুল স্ত্রী ॥

এত কহি পদাঘাত কৈলা মহীতলে । পরিপূর্ণ হৈল কুণ্ড
 সর্বতীর্থজলে ॥ নিজ নিজ পরিচয় দিয়া তীর্থগণ । সাক্ষাৎ
 হইয়া কৃষ্ণ করিলা স্তবন ॥ শ্রীরাধিকা সহ সখীগণে দেখা-
 ইয়া । স্নান কৈল কৃষ্ণ তীর্থগণে সম্মোহিয়া ॥ অর্দ্ধরাত্র হইতেই
 হৈলসমাধান । অদ্যাপিহ লোকে তৈছে কুণ্ডে করে স্নান ॥
 সখীসহ শ্রীরাধিকা শুনি কৃষ্ণপ্রগল্ভ বচন । সখীসহ শীঘ্র
 কুণ্ড করিল গমন ॥ হইল অপূর্ণ রাধিকার সরোবর । দেখিয়া
 কৃষ্ণের অতি আনন্দ অন্তর ॥ সর্বতীর্থময়ী শ্রীমানসীগঙ্গাজলে ।
 করিলেন কুণ্ড পূর্ণ অতিকুতূহলে ॥ এই ইচ্ছা জানি কৃষ্ণতীর্থে
 নিদেশিতে । প্রবেশে রাধিকাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ড হৈতে ॥ তীর্থ-
 গণ করি বহুস্তুতি রাধিকার । মানয়ে সৌভাগ্য মহাহর্ষ অনি-
 বার ॥ দুই কুণ্ড পরিপূর্ণ হৈল তীর্থজলে । সখীসহ দৌছে
 শোভা দেখে কুতূহলে ॥ নানা রক্ষণতায় বেষ্টিত কুণ্ডদ্বয় ।
 দৌহার আশ্চর্য্য কেলিস্থান এই হয় ॥

তথাহি স্তবানল্যাং ব্রজবিলাসে ॥

নীপৈশ্চম্পকপালিভিনববরাশোকৈরসালোৎকরেঃ

পুন্নাগৈর্বকুলৈলবঙ্গলতিকাবাসস্তিকান্তিবৃতৈঃ ।

হৃদ্যং তৎপ্রিয়কুণ্ডয়োস্তটমিলম্মধ্যপ্রদেশং পরং

রাধামাধবয়োঃ প্রিয়স্থলগিদং কেল্যাস্তদেবাশ্রয়ে ॥

শ্রীরাধিকাকুণ্ড সর্বদিকে নিরুপম । ললিতাদি অষ্ট সখী
 কুঞ্জ মনোরম ॥ স্তবলাদি কুঞ্জ শ্যামকুণ্ড সর্বদিশে দৌছে
 বিলসয়ে অতি অশেষ বিশেষে ॥

গীতে যথা ।

রাগ সারঙ্গ ॥

নাগরবব, পরমধীর, রহি রাধাকুণ্ডতীর, নিরখত অতি
মঙ্গলময় মধুর সরসী শোভা । নিরমল পরিপূরিত জল, তঁহি
কত কত ভাঁতিকমল, অতুলিত অলিবলিত মঞ্জু গুঞ্জত চিত
লোভা ॥ লঘু লঘু নব পবন সঙ্গ, উপজত যুছতর তরঙ্গ, প্রমু-
দিত জলচরচয় বহু, ফিরত কত রঙ্গে । ঝলকত মণিখচিত
ঘাট, চয় বিচিত্র চিত্র নাট, মণ্ডিত কুটিমণ্ডপ, সদনালয় মদ
ভঙ্গে ॥ প্রফুল্লিত সুরমালাহি অরু, নৌপ বকুল চম্পকতরু,
উচ্চ রুচির রচিত রতন দোলা তহি সাজে । উলসিত শুক
প্রায়ত ঘন, শুনি শুনি উনমত খগগণ, নৃত্যত শিখী কুহু কুহু
কুহু, কোকিল কল গাজে । কনকবেদী বিলসত বন, সেবিত
ষড়ঋতু অনুখন, বিকসিত কত কুসুম স্রসম, মৌরভ অনুপামা ।]
বেষ্টিত ললিতাদি কুঞ্জ, নিরমিত রসজ্বলিত পুঞ্জ, ধৈর্য ভর
ভঞ্জন ভণ, নরহরি স্তবধামা ॥

রাগ সারঙ্গ ॥

রাধা মগনয়নি গোরি, নাগর করবাহু জোরি, প্রমুদিত
চিত নিরখত, ঘনশ্যাম সরসী শোভা । নিরমল পরিপূর্ণ বারি,
শীঘ্রভর গরব হারি, মন্দ পবন পরশত যুছ বীচি ভুবন
লোভা ॥ বিকসিত নবকুঞ্জ নিকর, গুঞ্জত মধুমত্ত ভ্রমর, মঞ্জু
নটত খঞ্জন জনরঞ্জন অনুপামা । সারস লস হংস লাখ, ফির-
তহি তহি চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ কীর কোকিল শিখী, কলরব
অভিরামা ॥ ঝলকত সর তীর অতুল, কুসুমিত ওরুবল্লী

বকুল, বলয়িত জল ছলক ছাঁহ, ছুটত ছবি ভারী । অভিনব
কুটি মৃগুপ গগ, মণ্ডিত কত বেদি রতন, স্নগঠন গনি জড়িত
ঘাট, লোচন রুচিকারী ॥ চৌদিশ রস ঝরত পুঞ্জ, বেষ্টিত
স্বলাদি কুঞ্জ, স্নরুচি রচনা তাঁহি কত, তাঁতি ভবন ভ্রাজে ।
ষড় ঋতু কত সেবন ঘন, অদভুত মহিমা স্নরগণ, গায়ত নরহরি
অনুধন, ধ্যায়ত হৃদি মাঝে ॥

অরিস্ত কুণ্ডাখ্যে শ্যাম কুণ্ড সবে কয় । এই দুই কুণ্ডের
মহিমা অতিশয় ॥ এই দুই কুণ্ডে স্নান যেই জন করে । রাজ-
সূয় অশ্বমেধ ফল মিলে তারে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অরিস্ত রাধাকুণ্ডাভ্যাং স্নানাৎ ফলমবাধ্যতে ।

রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং নাত্র কার্য্য বিচারণা ।

অহে শ্রীনিবাস রাধাকুণ্ডের মহিমা । পুরাণে বিদিত এ
কহিতে নাই সীমা ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে ॥

দীপোৎসবে কার্তিকে চ রাধাকুণ্ডে যুধিস্থির ।

দৃশ্যতে সকলং বিখ্যং ভুতৈবিকুণ্ডরায়ণৈঃ ॥

পাশ্বে কার্তিকমাহাত্ম্যে ।

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ ।

কার্তিক বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নানং হরেঃ প্রিয়ং ॥

নরো ভক্তো ভবেদ্বিপ্র তৎস্থিতস্য প্রতোষণং ।

যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তম্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।

সর্বগাপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যস্ত বল্লভা ॥

তৎকুণ্ডে কার্তিকেহষ্টম্যাং স্নানাপূজ্য জনার্দনং ।

প্রবোধন্যাং যথা প্রীতস্তথা প্রীতস্ততো ভবেৎ ॥

দেখ শ্রীনিবাস রাধাশ্যামকুণ্ড দ্বয় । চতুর্দিকে বনশোভা
মুনীন্দ্রে গোহয় ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন ভ্রমণ করিয়া । এই তমা-
লের তলে বসিলা আসিয়া ॥ অরিন্দ্রগ্রামীয় লোকগণে
জিজ্ঞাসিল । কুণ্ডদ্বয় বার্তা কেহ কহিতে নারিল ॥ সন্ধেতে
আইলা বিপ্র মথুরা হইতে । তারে জিজ্ঞাসিল সেহো না
পারে কহিতে ॥ প্রভু সে সর্বজ্ঞ গুপ্ততীর্থ নিরীক্সয় । দুই
ধান্য ক্ষেত্র হইয়াছে কুণ্ডদ্বয় । তথা অন্নজলে স্নান করি
হর্ষ চিতে । শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিলেন নানা মতে ॥ লইয়া
মুত্তিকা যত্নে তিলক করিল । দেখি গ্রামী লোক মহা বিস্ময়
হইল ॥ কেহো কহে এই যে সন্ন্যাসী মহাশয় । কোথা
হৈতে অকস্মাৎ করিলা বিজয় ॥ কেহ কহে অহে ভাই
ইহারে দেখিতে । না জানি কি করে হিয়া না পারি
বুঝিতে ॥ কেহ কহে মনুষ্য সন্ন্যাসী কভু নয় । কহিতে
না পারি মোর মনে যাহা হয় । কেহ কহে ইহার সন্ন্যাসী
কহে কে । এইরূপে এই বেশে কৃষ্ণ হয় এ ॥ দেখহ তাহার
সাক্ষী নানা পক্ষিগণ । নিকটে আসিয়া সবে করয়ে দর্শন ॥
শুক পিক সুখে কৃষ্ণ সম্বোধন করে । নাচয়ে ময়ূর মহা-
উল্লাস অন্তরে ॥ নানা শব্দ করে পক্ষী কর্ণ রসায়ন । দেখ
কি অদ্ভুত প্রফুল্লিত বৃক্ষগণ ॥ অহে ভাই এ কপট সন্ন্যাসী
উপরে । দেখ লতা সহ বৃক্ষ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥ হরিণ হরিণী-
গণ সমীপে আসিয়া । একদৃষ্টে রহিয়াছে মুখ পানে চাইয়া ॥
উল্লসিছে বাইয়া আইসে ধেমুগণ । চতুর্দিকে বেড়ি মুখ-
করে নিরীক্ষণ ॥ দেখ আনন্দাশ্রু বরে সবার নয়নে । ইহাতে

সূচায় দেখা হৈল বহু দিনে ॥ অহে ভাই ভাগ্য প্রশংসিয়ে
 বারে বারে । হেন রূপে হেন বেশে দেখিনু কৃষ্ণেরে ॥ অহে
 ভাই এ প্রভু চরণে নমস্কার । লোকে জ্ঞান দিতে বুঝি এই
 অবতার ॥ কালী গোরী নামে এই ধান্য ক্ষেত কৈলু ।
 ইহার কৃপাতে কুণ্ডল্য সে জানিলু ॥ এঁছে সবে পরম্পর
 নানা কথা কয় । শ্রীদর্শনামৃত পানে মত্ত অতিশয় ॥ কুণ্ড
 দেখি প্রভুর যে হৈল ভাবাবেশ ॥ ব্রহ্মাদিক বর্ণিতে নারয়ে
 তার লেশ ॥ অহে শ্রীনিবাস ধান্য ক্ষেত্র কুণ্ডল্য । এবে
 জলে পরিপূর্ণ হৈল অতিশয় ॥ এরূপ হইল যৈছে ধান্য-
 ক্ষেত গিয়া । শুন সে প্রসঙ্গ কহি সংক্ষেপ করিয়া ॥ অকস্মাৎ
 রঘুনাথ মনে এই হৈল । কুণ্ডল্য জলে পূর্ণ হৈলে হৈত
 ভাল ॥ অর্থের আকাঙ্ক্ষা কিছু ইহাতে বুঝায় । এত বিচা-
 রিয়া হইলেন স্তব্ধ প্রায় ॥ আপনাকে ধিকার করয়ে বার বার
 কেনে এ বাসনা মনে হইল আমার ॥ বিবিধ প্রকারে নিজ
 গন বুঝাইয়া । রহয়ে নির্জনে অতি সাবনান হৈয়া ॥ ভক্ত
 মনে যে হয় তা না হয় অন্যথা । কৃষ্ণ সে করেন পূর্ণ ভক্ত
 মনঃকথা ॥ কোন এক ধনী বদরিকাশ্রমে গিয়া । প্রভুকে
 দর্শন কৈল বহু মুদ্রা দিয়া ॥ নারায়ণ তারে আজ্ঞা করিলা
 স্বপ্নেতে । মুদ্রা লৈয়া যাহ ব্রজে আরিট গ্রামেতে । তথা
 রঘুনাথ দাস বৈষ্ণব প্রধান ॥ তার আগে দিবা মুদ্রা লৈয়া
 মোর নাম ॥ যদি এই মুদ্রা তেঁহো না করে গ্রহণ । তবে
 এই কথা তারে করাবে স্মরণ ॥ কুণ্ডল্য জলে স্নান পানের
 লাগিয়া । করিয়াছ মনে তা করহ মুদ্রা লৈয়া ॥ এত কহি
 বিদায় করিলা সেই ক্ষণে । আরিট গ্রামেতে তেঁহ আইলা

হর্ষ মনে ॥ রঘুনাথ দাস গোস্বামির আগে গিয়া ভূমে
 পড়ি প্রণময়ে মূদ্রা ভেট দিয়া ॥ এতু যৈছে আত্মা কৈল
 সে সব कहিলা । শুনি রঘুনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিলা ॥ কত
 ক্ষণে কহে প্রণামিয়া বার বার । শীত্র কুণ্ডলয়ের করহ পক্ষা
 দ্বার ॥ শুনি মহাজন মহা আনন্দ হইলা । সেই ক্ষণে বহু-
 লোক নিযুক্ত করিলা ॥ শীত্র কুণ্ডল খোদাইল যত্ন মতে ॥
 শ্যামকুণ্ড বক্র যৈছে শুন সাবাহতে ॥ শ্যামকুণ্ডতীরে এই
 বৃক্ষ পুরাতন । সবে স্থির কৈল কালি করিব ছেদন ॥ স্বপ্নে
 রাজা যুধিষ্ঠির কহে রঘুনাথে । বৃক্ষ রূপে মোরা পক্ষ আচ্ছিয়ে
 এথাতে ॥ কালি প্রাতে মানস পাবন ঘাটে গিয়া । করিবেন
 বৃক্ষা পক্ষ বৃক্ষ নিরখিয়া । স্বপ্ন দেখি রঘুনাথ রজনী
 প্রভাতে ॥ দেখে এক বৃক্ষে পক্ষ বৃক্ষ ক্রম মতে ॥ বৃক্ষের
 ছেদন সবে বারণ করিল । এই হেতু শ্যামকুণ্ড চৌরস
 রহিল ॥ নির্মল জলেতে পরিপূর্ণ কুণ্ডলয় । দেখ রঘুনাথ
 হৃষ্ট হৈল অতিশয় ॥ দিবারাত্র রঘুনাথ বৃক্ষতলে রহে ।
 কুটীর করিতে তাঁর কড় ইচ্ছা নহে ॥ এক দিন সনাতন
 বৃন্দাবন হৈতে । এথা আইলা শ্রীগোপালভট্টের বাসাতে ॥
 মানস পাবন ঘাটে চলিলেন স্নানে । দেখে এক ব্যাত্র জল
 পিয়ে সেই খানে ॥ রঘুনাথ ধ্যানাবেশে আছেন বলিয়া ।
 ব্যাত্র বনে গেলা তাঁর নিকট হইয়া ॥ কত ক্ষণে রঘুনাথ
 চাহে চারি পানে । দেখেন শ্রীসনাতন আইসেন স্নানে ॥
 ভূমিতে পড়িয়া সনাতনে প্রণমিল । সনাতন স্নেহাবেশে
 আলিঙ্গন কৈল ॥ রঘুনাথ প্রতি স্নেহে কহে ধীরে ধীরে ।
 বৃক্ষতল হৈতে এবে রহিবে কুটীরে ॥ জানাইয়া বিশেষ

গোসাঞী গেলা স্নানে । কুটীরের আরম্ভ হইল সেই দিনে ॥
 অন্য হিত হেতু রঘুনাথ সেই হৈতে । রহিলেন কুটীরে গোসা-
 ঞ্জির আজ্ঞামতে ॥ অহে শ্রীনিবাস রঘুনাথ চেন্টা যত । এক
 মুখে তাহা আমি কহিব বা কত ॥ দাসনামে এক ব্রজবাসী
 এথা রয় । দাসগোস্বামির তারে স্নেহ অতিশয় ॥ তেঁহো এক
 দিন সখীস্বলী গ্রামে গেলা । বৃহৎ পলাশপত্র দেখি তুলি
 নিলা ॥ দাসগোস্বামির কথা মনে মনে কহে । অন্নাদিক ভ্যাগ
 কৈলা দারুণ বিরহে ॥ এক দোনা তক্রু পিয়ে নিয়ম তাহার ।
 ইথে কিছু অতিরিক্ত হইব আহার ॥ ঐছে মনে করি যারে
 আসি দোনা কৈলা । তাহে তক্রু লৈয়া রঘুনাথ আগে
 আইলা ॥ নব্যপত্র দোনা দেখি জিজ্ঞাসে গোসাঞি । এ বৃহৎ
 পত্র আজি পাইলা কোন ঠাঞি ॥ দাস কহে সখীস্বলী গেলু
 গোচারণে । পাইয়া উত্তম পত্র আনিবু এখানে ॥ সখীস্বলী
 নাম শুনি ক্রোধে পূর্ণ হৈলা । তক্রুসহ দোনা দূরে ফেলাইয়া
 দিলা ॥ কত ক্ষণে স্থির হৈয়া কহে দাস প্রতি । সে চন্দ্রা-
 বল্লর গ্রাম না বাইবা তথি ॥ তৈহা শুনি দাস ব্রজবাসী স্থির
 হৈয়া । জানিলেন সাধক দেহেতে মিলি ক্রিয়া ॥ এ সবার এই
 দেহ নিত্যসিদ্ধ হয় । ইথে যে পানর সেই করয়ে সংশয় ॥
 অহে শ্রীনিবাস এক দিন রঘুনাথ । ভুঞ্জিলেন মানসে প্রসাদি
 দুধ ভাত ॥ হইল অজীর্ণ দেহ ভার অতিশয় । কৈছে দেহ
 ভার হৈল কেহ না বুঝায় ॥ শ্রীমল্লবপুত্র শ্রীবিট্ঠনাথ শুনি ।
 ছুই চিকিৎসক লৈয়া আইলা আপনি ॥ নাড়ী দেখি চিকিৎ-
 সক কহে বার বার । দুধ অন্ন খাইলা ইহোঁ ইথে দেহ ভার ॥
 শ্রীবিট্ঠনাথ কহে হইয়া বিস্ময় । দুধ অন্ন ইহায়ে সম্ভব

কভু নয় ॥ রঘুনাথ কহে এই স্তম্ভ্য বচন । মানসে করিলু
মুই দুদ্ধাগ ভোজন ॥ শুনিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার ।
ঐছে রঘুনাথ ক্রিয়া কি কহিব আর ॥ অহে শ্রীনিবাস এ
নিশ্চয় জ্ঞান চিতে । রাধাকুণ্ড বাস রঘুনাথ কৃপা হৈতে ॥

শ্রীকুণ্ড শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা গুঞ্জাহার । শ্রীরঘুনাথের এই
সেবা সুপ্রচার ॥ পরম উজ্জ্বল কুণ্ডে বৃক্ষলতাগণ । দেখ রাধা-
শ্যাম কুণ্ড দ্বয়ের মিলন ॥ এই মাল্যহারি কুণ্ড অহে শ্রীনিবাস ।
মুক্তামালা ছলে এথা অদ্ভুত বিলাস ॥ শ্রীমুক্তাচরিত্র গ্রন্থে
এ সব বিস্তারি । বর্ণিল শ্রীরঘুনাথদাস কৃপা করি ॥ এই শিব-
খোর ভাণ্ডখোর কুণ্ডদ্বয় । এত কহি রাঘবের উল্লাস হৃদয় ॥
ঐছে আর কুণ্ড নানা স্থান দেখাইয়া । শ্রীদাসগোস্বামী আগে
গেলা দৌহে লৈয়া ॥ শ্রীরাঘবপণ্ডিত সকল নিবেদিল । শুনি
দাসগোস্বামির চিন্তে হর্ষ হৈল ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম অতি
সাবধানে । ভূমে পড়ি প্রণমিলা গোস্বামিচরণে ॥ গোস্বামির
শুদ্র দেহ দুর্ব্বলাতিশয় । তথাপি উঠিয়া ছুই বাহু পসারয় ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তমে আলিঙ্গন করি । শ্রীনিবাস প্রতি কি
কহিলা ধীরি ধীরি ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তথায় আইলা ।
তঁারে প্রণমিতে যে উচিত তেঁহো কৈলা ॥ শ্রীনিবাসে জানে
তেঁহো প্রাণের সমান । কহিতে কি পরম অদ্ভুত চেষ্টা তান ॥
দাসগোস্বামির প্রিয় দাস ব্রজবাসী । তেঁহো সেই খানে শীত্র
মিলিলেন আসি ॥ আর যে যে বৈষ্ণব ছিলেন কুণ্ডতীরে ।
শ্রীনিবাস নরোত্তম মিলে সে সবার ॥ সবে হৃষ্ট হৈয়া স্নানে
অনুসন্তি দিল । ভক্ষণ সামগ্রী অতি শীত্র করাইলা ॥ দৌহে
স্নান করিবারে গেলা শীত্র করি । নয়ন ভারিয়া দেখে কুণ্ডের

মাধুরী ॥ স্নবলের কুঞ্জ শ্যামকুণ্ডের উত্তরে । তথা ঘাট মানস
পাবন শোভা করে ॥ মানস পাবন রাধিকার প্রিয় ঐতি ।
তথা বৃক্ষরূপে পঞ্চ পাণ্ডবের স্থিতি ॥ সেই ঘাটে দৌঁহে স্নান
কৈল প্রেমাবেশে । ষাটিল দৌঁহার স্নগ্ন অশেষ বিশেষে ॥
শ্রীগোপালভট্টগোস্থামির কুটীর যথা । শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা
করিলেন তথা ॥ সে দিবস পরম আনন্দে গোড়াইয়া । চলিলা
পণ্ডিত প্রাতঃকালে দৌঁহে লৈয়া ॥ শ্রীকুণ্ডদক্ষিণে মুখরাই
গ্রাম হয় । তথা গিয়া পণ্ডিত শ্রীনিবাস প্রতি কয় ॥ রাধি-
কার মাতামহী মুখরা প্রাচীনা । তার এই বাসস্থান জানে
সর্বজন ॥ এথা মহাকৌতুক মুখরা অলক্ষিত । রাধাকৃষ্ণ
মিলায় হইয়া উল্লসিত ॥ এত কহি আগে গিয়া কহে শ্রীনি-
বাসে । বহু লীলাস্থলী গোবর্দ্ধন চারিপাশে ॥ দেখহ কুসুম-
মরোবর এই বনে । দৌঁহার অন্ত্রুত রঙ্গ কুসুমচয়নে ॥ এই যে
নারদ কুণ্ড নারদ এথাতে । তপঃ করি কৈলা পূর্ণ যে ছিল
মনেতে ॥ মুনি মনোরথ ব্যক্ত পুরাণে অশেষ । মনোরথ সিদ্ধি
হেতু বৃন্দা উপদেশ ॥ এই রত্নসিংহাসন ইথে বহু কথা । রত্ন-
সিংহাসনে শ্রীরাধিকা ছিল এথা ॥ শঙ্খচূড় বধের কারণ
এথা হৈতে । যৈছে কৃষ্ণ বধে তা বিদিত ভাগবতে ॥ এই দেখ
পালিগ্রাম অপূর্ব উদ্যান । পালিকা নামেতে যুথেশ্বরী বাস-
স্থান ॥ ওই দেখ দূরে যমুনা অত গ্রামেতে । তথা বিলসয়ে
কৃষ্ণ সখাগণ সাথে ॥ ইন্দ্রধ্বজবেদী এই এথা নন্দরায় । করি-
তেন ইন্দ্রপূজা সর্বলোকে গায় ॥ এই দেখ কৃষ্ণ এথা করে
গোচারণ । বংশীস্থানে নিকটে আনয়ে ধেনুগণ ॥ এ ঋণ-
মোচন পাপমোচন আখ্যান । ঋণপাপ ঘুচে কুণ্ডলয়ে কৈলে

স্নান ॥ এই দেখ সঙ্কর্ষণ কুণ্ড তেজোময় । এথা স্নান কৈলে
মনোরথ সিদ্ধ হয় ॥ এই পরামৌলি গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস ।
বসন্তসময়ে এথা করিলেন রাস ॥ এই দেখ চন্দ্রসরোবর অনু-
পম । এথা রাসাবেশে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্রাম ॥ দেখহ গন্ধর্বকুণ্ড
অতি রম্যস্থল । এথা কৃষ্ণ গুণগাণে গন্ধর্ব বিহ্বল ॥ গোবর্দ্ধনে
বসন্তরাসেতে রঙ্গ যত । পরম মধুর তা বর্ণিবে কেবা কত ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকে ॥
রাসে শ্রীশতবন্দ্যাসুন্দরসখাবৃন্দাঙ্কিতা সৌরভ-
ভ্রাজৎকৃষ্ণরসালবাহুবিলসৎকণ্ঠী মধৌ মাধবী ।
রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাসস্থলী সা পরা
যস্মিন্ কঃ স্বকৃতী তমুমতময়ে গোবর্দ্ধনঃ নাজ্রয়েৎ ॥

দেখ পৈঠ নামে গ্রাম অতি সুশোভিত । পৈঠ নাম হৈল
যেছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ ॥ রাসে কৃষ্ণ অন্তর্দান হৈলা এই বনে ।
কৃষ্ণে অন্বেষণ করি ফিরে গোপীগণে ॥ চতুর্ভূজ হৈয়া কৃষ্ণ
সাক্ষাৎ হইল । রাই দৃষ্টে দুই ভূজ দেহে প্রবেশিল ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনৌলমণৌ ॥

বথা নায়িকা প্রকরণে ৫ । ৬ শ্লোকৌ ॥

ভূজাচতুষ্টয়ং কাপি নশ্বণা দর্শয়ন্নপি ।
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রেম্ন দ্বিভূজঃ ক্রিয়তে হরিঃ ॥
রাসারত্তবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে হৃগাকীগণৈ-

দৃষ্টং গোপয়িতুং সমুদ্রকূরধিয়া যা স্তূৰ্ণ সন্দর্শিতা ।

রাধায়াঃ প্রণয়স্য হস্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং ।

সাঁ শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাছতা ॥

দেহে * পৈঠে দ্বিভুজ এ কোতুক অপার । এই হেতু
পৈঠ নাম লোকেতে প্রচার ॥ পৈঠগ্রাম আদি রম্য স্থান
দেখাইয়া । গোঁরীতীর্থে পণ্ডিত আইলা উলটিয়া ॥ পণ্ডিত
উল্লাসে কহে দেখ শ্রীনিবাস । এই গোঁরীতীর্থে হয় অদ্ভুত
বিলাস ॥ গোঁরীতীর্থে নীপ রক্ষরাজ মনোহর । নীপকুণ্ড
দেখ এই পরম সুন্দর ॥ এই আনিয়োর গ্রাম গিরিসন্নিধানে ।
এথা যে কোতুক তা কহিতে কেবা জানে ॥ নন্দাদিক গোপ
ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করি । কৃষ্ণের কথায় পূজে গোবর্দ্ধন গিরি ॥
বিবিধ সামগ্রী গোবর্দ্ধনে ভোগ দিলা । কৃষ্ণ এক রূপে তথা
সকল ভুঞ্জিলা । মেঘ হৈতে গভীর বচন উচ্চারণ । আনিয়োর
আনিয়োর বার বার কয় ॥ গোপগোপী ভুঞ্জায়েন কোতুক
অপার । এই হেতু আনিয়োর নাম সে ইহার ॥ অন্নকূট স্থান
এই দেখ শ্রীনিবাস । এস্থান দর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে । ৭৫ শ্লোকঃ ॥

ব্রজেন্দ্রবর্ষ্যার্পিতভোগমুচ্চৈ-

ধ্বংস্বা বৃহৎ কায়মহারিরুৎকঃ ॥

বরেণ রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্কত্রে

যত্রাম্বকূটং তদহং প্রপদ্যে ॥

এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড মহিমা অনেক । এথা ইন্দ্র কৈল
গোবিন্দের অভিষেক ॥

* পৈঠে অর্থাৎ প্রবেশ করে ।

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে । ৭৪ শ্লোকঃ ॥
 নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াং স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ
 স্বর্গঙ্গানলিলৈশ্চকার সুরভিদ্ধারাভিষেকোৎসবং ।
 গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতা রাজ্যে ক্ষুটং কৌতুকা-
 তৈর্ভ্যং প্রাহুরভুং সদা ক্ষুরতু তদগোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ ॥
 এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড স্নানে ফল যত । পুরাণে প্রচার তাহা
 কে বর্ণিবে কত ॥

তথাহি মথুরাথণ্ডে ॥
 যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যত্নবৈরিণা ।
 গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদং ॥
 এথা শক্র কৃষ্ণে স্তুতি কৈল নানা মতে । বহুফল শক্র-
 তীর্থ স্নান তর্পণেতে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥
 অন্নকূটস্য সান্নিধ্যে তীর্থং শক্রবিনিশ্চিতং ।
 তস্মিন্ স্নানে তর্পণে চ শতক্রতুফলং লভেৎ ॥
 কুণ্ডের নিকট দেখ নিবিড় কানন । এথাই গোপাল ছিলা
 হৈয়া সঙ্গোপন ॥ দাননির্বর্তন কুণ্ড দেখ এই খানে । এ অতি
 গোপন স্থান অন্যে নাহি জানে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে । ৭৮ শ্লোকঃ ॥
 নিভৃতমঞ্জনি যস্মাদাননিবৃত্তিরস্মি-
 ম্নত ইদমভিধানং প্রাপ যত্নং সভায়াং ।
 রসবিমুখনিগূঢ়ে তত্র তজ্জৈকবেদ্যে
 সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্তনেন ॥
 মাধবেন্দ্র পুরী এথা ছিলা বৃক্ষতলে । গোপাল দিলেন

দেখা দুহুদান ছলে ॥ গোপালের স্থান ওই দেখহ পর্বতে ।
 মধ্যে মধ্যে গোপালের স্থিতি গাঠুলিতে ॥ দেখহ অঙ্গরাকুণ্ড
 গোবর্দ্ধন অন্তে । এথা স্নান করয়ে পরম ভাগ্যবন্তে ॥ এই
 দেখ পলাশের বৃক্ষ পুরাতন । শ্যামটাক কহে লোকে এ অতি
 নির্জন ॥ এত কহি আগে চলে মনের উল্লাসে । নিজ বাস-
 স্থানে গিয়া কহে শ্রীনিবাসে ॥ এই মোর গোফা আমি রহিয়ে
 এথাই । দেখি গোবর্দ্ধন শোভা মহাসুখ পাই ॥ এই গোবর্দ্ধন
 গুহা অতি মনোহর । এথা রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে নিরন্তর ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে । ৬৫ শ্লোকঃ ॥

যেষাং কাপি চ মাধবো বিহরতে স্নিগ্ধবর্ষস্যোৎকরৈ-
 স্তদ্ধাতু দ্রবপুঞ্জচিত্রিততরৈস্তৈস্তৈঃ স্বয়ং চিত্রিতঃ ।

খেলাভিঃ কিল পালনৈরপি গবাং কুত্ৰাপি নন্দোৎসবৈঃ
 শ্রীরাধা সহিতো গুহাসু রমতে তান্ শৈলবর্ষ্যান্ ভজে ॥ ৪০ ॥

দেখ ঐরাবত পদচিহ্ন ইন্দ্র এথা । কহিলেন কৃষ্ণের
 অদ্বুত কৃপা কথা ॥ দেখহ সুরতিকুণ্ড মহিমা অপার । এথা
 নানা কৌতুক কহিতে সাধ্য কার ॥ দেখ রুদ্রকুণ্ড শোভা
 নির্জন কাননে । এথা মহাদেব মগ্ন হৈল কৃষ্ণধ্যানে ॥ এই
 যে কদমখণ্ডি কৃষ্ণ এই খানে । চাহি রহে রাধিকা গমনপথ
 পানে ॥ অহে শ্রীনিবাস এই দানঘাটি স্থান । রসিকেন্দ্র কৃষ্ণ
 এথা সাধে গব্য দান ॥ এই খানে শ্রীচৈতন্য সঙ্গের বিপ্রেয়ে ।
 জিজ্ঞাসেন দান প্রসঙ্গাদি ধীরে ধীরে ॥ দান প্রসঙ্গাদি বিপ্র
 কহিল বিবরি । শুনি হর্ষে মন্দ মন্দ হাসে গৌরহরি ॥ প্রেমাবেশে
 করি হরি দেবের দর্শন । করয়ে অদ্বুত নৃত্য দেখে সর্বজন ॥
 প্রেমে মত্ত লোক নেত্রে বহে অশ্রুধার । সবে কহে এই হরি

দেব অবতার ॥ যৈছে প্রভু আপনা প্রকাশে গোবর্দ্ধনে । অহে
শ্রীনিবাস তা বর্ণিতে কেবা জানে ॥ দানঘাট পরমনিজ্জর্ন
স্থান হয় । দানঘাট নাম কেহ কৃষ্ণবেদী কয় ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে । ৭৭ শ্লোকঃ ॥
ঘটক্রীড়া কুতকিতমনা নাগরেন্দ্রো নবীনো
দানীভূত্বা মদননৃপতের্গব্যদানচ্ছলেন ।
যত্র প্রাতঃ সখিভিরভিতো বেষ্টিতঃ সংরুরোধ
শ্রীগাঙ্ক্ষাং নিজগণবৃত্তাং নৌমি তাং কৃষ্ণবেদীং ॥

এথা দান লীলার উপমা নাহি দিতে । বর্ণিল শ্রীরূপ দান-
কেলিকৌমুদীতে ॥ এই দেখ ব্রহ্মকুণ্ড মহিমা অপার । চারি-
পার্শ্বে তীর্থ চারু পুরাণে প্রচার ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে ॥

অত্র জাতং ব্রহ্মকুণ্ডং ব্রহ্মণা তোষিতো হরিঃ ।
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং জাতানিচ সরাংসিচ ॥

আদিবারাহে ॥

হৃদং তত্র মহাভাগে দ্রুমগুল্মলতায়ুতং ।
চত্বারি তত্র তীর্থানি পুণ্যানিচ শুভানিচ ॥
ইন্দ্রং পূর্বেণ পার্শ্বেন যমতীর্থস্ত দক্ষিণে ।
বারুণং পশ্চিমে তীর্থং কুবেরং চোত্তরেণতু ।
তত্র মধ্যে স্থিতশ্চাহং ক্রীড়ায়ৈষ্যে যদৃচ্ছয়া ॥

দেখহ মানসগঙ্গা শ্রীকৃষ্ণ এথায় । নৌকা বিহারাদি করে
আনন্দ হিয়ায় ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে । ৬৪ শ্লোকঃ ॥

গাঙ্কর্ষিকা মুরবিমর্দননৌবিহার
লীলাবিমোদরসনির্ভর ভোগিমূলে ।
গোবর্দ্ধনোজ্জ্বলশিলাকুলমুগ্ধমুখী
বীচীভরৈরবতু মানসজাহ্নবী মাং ॥

শ্রীমানসগঙ্গাবারি পরম নির্মল । কে কহিতে পারে এথা
যেছে স্নান ফল ॥ এত কহি হরিদেবে দর্শন করিয়া । গোব-
র্দ্ধন মহিমা কহয়ে হর্ষ হৈয়া ॥ অহে শ্রীনিবাস গোবর্দ্ধনানন্দ-
ময় । মথুরা হইতে অষ্ট ক্রোশ পথ হয় ॥ মথুরা পশ্চিম ভাগ
গোবর্দ্ধন ক্ষেত্র । বিষম সংসার দুঃখ বায় দৃষ্টিমাত্র ॥ মানস-
গঙ্গায় স্নান করে যেই জন । গোবর্দ্ধনে হরিদেবে করয়ে
দর্শন ॥ অন্নকূট গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করে । তার গতাগতি কভু
না হয় সংসারে ॥ এই গোবর্দ্ধন কৃষ্ণ বাম করে ধরি । ব্রজ
রক্ষা কৈল ইন্দ্র গর্ভচূর্ণ করি ॥ গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণের স্ত্রণের
নাই সীমা । বিবিধ প্রকারে গায় পুরাণে মহিমা ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অস্তি গোবর্দ্ধনং নাম ক্ষেত্রং পরমদুর্লভং ।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদেবাজননয়ং ॥
অন্নকূটং ততঃ প্রাপ্য কুর্যাদস্য প্রদক্ষিণং ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তিদেবি সত্যং ব্রবীমি তে ॥
স্বাস্থ্য মানসগঙ্গায়াং দৃষ্ট্বা গোবর্দ্ধনে হরিং ।
অন্নকূটং পরিক্রম্য কিং জনঃ পরিতপ্যতে ॥
ইন্দ্রস্য বর্ষতোহত্যর্থং গবাং পৌড়াকরং জলং ।
তাসাং সংরক্ষণার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া ॥

কালে মথুরাধিপে ॥

গোবর্দ্ধনশ্চ ভগবান্ যত্র গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ ।

রক্ষিতা যাদবাঃ সর্বৈ ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাং ॥

অহো গোবর্দ্ধনং বিমুখ্যত্র তিষ্ঠতি সর্বদা ।

তত্র ব্রহ্মা শিবো লক্ষ্মীর্বসত্যেব ন সংশয়ঃ ॥

আদিবারাহে ॥

গোবর্দ্ধনং পরিক্রম্য দৃষ্ট্বা দেবং হরিং প্রভুং ।

রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥

অহে ক্রীনিবাস গোবর্দ্ধন সম্মিধানে । ছিলা এক বিপ্র অর্থ-
বস্ত সবে জানে ॥ তেঁহো সদা বিহ্বল বলাই চাঁদে প্রীত ।
নিরন্তর চিন্তে বলরামের চরিত ॥ অবশ্য দিবেন দেখা দঢ়া-
ইয়া মনে । করয়ে ভ্রমণ এই গোবর্দ্ধন বনে ॥ বিপ্রে'র
সৌভাগ্য কিছু কহনে না যায় । অকস্মাৎ হৈল আচ্ছা মিলিব
তোমায় ॥ নিত্যানন্দ রাম প্রিয়ভক্তের কারণে । তীর্থ পর্য্যটন
রঙ্গে আইলা গোবর্দ্ধনে ॥ এথাই রহিলা আসি দেখিয়া নির্জন ।
সর্বচিত্তাকর্ষে মূর্ত্তি কন্দর্প মোহন ॥ দূরে দেখি গেই বিপ্র
চিন্তে মনে মনে । কোথা হৈতে অবধূত আইলা এখানে ॥
করিল বিপিন আলো অঙ্গের ছটায় । এ নহে মনুষ্য মাত্র মনু-
ষ্যের প্রায় । হবে মনোরথ সিদ্ধি ইহার কৃপাতে ॥ এত বিচা-
রিয়া বিপ্র নারে স্থির হৈতে ॥ দধি দুগ্ধ ছেনা নবনীত আদি
লৈয়া । প্রভু আগে আসি কিছু কহে প্রণমিয়া ॥ অহে অব-
ধূত যোর এই নিবেদন । কৃপা কর দেখি যেন রোহিণীনন্দন ॥
কর অঙ্গীকার মুণ্ডি যে কিছু আনিল । শুনি প্রভু হাসি মহা-
কৌতুকে ভুঞ্জিল ॥ অবশেষ লৈয়া বিপ্র নিজস্থানে গেলা ।

করিতে ভক্তগুণ প্রেমে বিহ্বল হইলা ॥ পুন আর প্রভু আগে
যাইতে নারিল । প্রায় সন্ধ্যা সময়েতে নিদ্রা আকর্ষিল ॥

স্বপ্নচ্ছলে প্রভু নিত্যানন্দ দেখা দিলা । দেখি অবধূতচন্দ্রে
বিপ্র হর্ষ হৈলা ॥ বলদেব মূর্তি প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে । বিপ্র
লোটাইয়া পড়ে প্রভুর চরণে ॥ কিবা বলদেব মূর্তি ভুবন-
মোহন । ঝল মল করে অঙ্গে নানা আভরণ ॥ বিপ্রে অনুগ্রহ
করি অদর্শন হৈতে । নিদ্রা ভঙ্গ হৈল বিপ্র চাহে চারি ভিতে ॥
যথা প্রভু অবধূতে করিলা দর্শন । তথাই চলয়ে শীতস্থির নহে
মন ॥ হৈল দৈববাণী ধৈর্য্য ধরহ এখনে । এথা হৈতে যাবে
তথা রজনি বিহানে ॥ শুনি বিপ্র মনে মনে করয়ে বিচার ।
হইগ সফল আশা যে ছিল আনার ॥ পাইলু প্রভুরে এবে না
দিব ছাড়িয়া । ঘুচাইব এই বেশ চরণে পড়িয়া ॥ রজনি
প্রভাতে আনাইয়া স্বর্ণকার । পরাইব প্রভুরে বিবিধ অল-
ঙ্কার ॥ এত কাহিতেই নিদ্রা কৈল আকর্ষণ । স্বপ্নচ্ছলে নিত্যা-
নন্দ দিলা দরশন ॥ বিবিধ ভূষণেতে ভূষিত কলেবর । দেখি
বিপ্ররাজ স্তুতি করয়ে বিস্তর ॥ প্রভু অন্তর্দ্বান হৈলে নিদ্রা
ভঙ্গ হৈল । প্রাতে প্রভু আগে গিয়া সব জানাইল ॥ মন্দ মন্দ
হাসি প্রভু বিপ্র করে ধরি । জানাইলা সর্বতত্ত্ব অনুগ্রহ
করি ॥ বিপ্র প্রতি কহে পুন মধুর বচনে । অলঙ্কার পরাইতে
করিয়াছ মনে ॥ বিপ্র কহে যে দেখিলু প্রভুর ভূষণ । তা সম
নির্মাণ করে কে আছে এমন ॥ ভক্তাধীন প্রভু কহে কত দিন
পরে । অবশ্য ভূষিত হব নানা অলঙ্কারে ॥ এবে এ অপূর্ব
গোবর্দ্ধনের শিলায় । স্বর্ণ বদ্ধ করি দেহ রাখিব গলায় ॥ স্বর্ণ
বদ্ধ করি বিপ্র শিলা দিলা আনি । রাখিলা গলায় অবধৌত

শিরোমণি ॥ ব্রহ্মাদি তুল্য নিত্যানন্দের এ লীলা । ইহা
অন্যে প্রকাশিতে বিপ্রে নিষেধিলা ॥ ভক্তপ্রীতে কিছু দিন
রহিলা এখানে । মিলয়ে তুল্য প্রীত এস্থান দর্শনে ॥ এই
চক্রতীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস । ইহার রূপাতে পূর্ণ হয় অভি-
লাষ ॥ চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধনে । শ্রীরাধাকৃষ্ণের
দোলা ক্রীড়া এই খানে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে । ৮৯ । ৮০ শ্লোকৌ ॥

গীরি ব্রহ্ম কদম্বখণ্ড স্মনো রুদ্রাস্পরো গৌরিকা-
জ্যোৎস্নামোক্ষণ মালাহারবিবুধারীন্দ্রধ্বজাদ্যাখ্যায়া ।
যানি শ্রেষ্ঠ সরাসি ভাস্তি পরিতো গোবর্দ্ধনাদ্রেয়মু-
নীড়ে চক্রকতীর্থ দৈবত গিরি শ্রীরত্নপীঠান্যপি ॥
অহো দোলাক্রীড়া রসবর ভরোং ফুল্লবদনৌ
মুহুঃ শ্রীগন্ধর্ব্বা গিরিবরধরৌ তৌ প্রতিমধু ।
সখীবৃন্দং যত্র একটিমুদান্দোলয়তি তৎ-
প্রসিদ্ধং গোবিন্দস্থলমিদমুদারং বত ভজে ॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রীগোস্বামী সনাতনে । চক্রতীর্থ আজ্ঞা
কৈল রহিতে এখানে ॥ এথা বাস কৈল অতি উল্লাস অন্তরে ।
এই দেখ তাঁর কুটি বনের ভিতরে ॥ প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরি-
ক্রমা তাঁর । ভ্রময়ে দ্বাদশ ক্রোশ ঐছে শক্তি কার ॥ বৃদ্ধ-
কালে মহাশ্রম দেখি গোপীনাথ । গোপবালকের ছলে
হইলা সাক্ষাত ॥ সনাতন তনু ঘর্ম্ম নিবারি যতনে । অশ্রু-
যুক্ত হৈয়া কহে মধুর বচনে ॥ বৃদ্ধকালে এত শ্রম করিতে

নারিবা । অহে স্বামি যে কহি তা অবশ্য মানিবা ॥ সনাতন
কহে কুহ মানিব জানিয়া । শুনি গোপ গোবর্দ্ধনে চড়িলেন
গিয়া ॥ নিজ পদ চিহ্ন গোবর্দ্ধন শিলা আনি । সনাতনে
কহে পুন স্তমধুর বাণী ॥ অহে স্বামি লহ এই কৃষ্ণপদচিন ।
আজি হৈতে করিবে ইহার প্রদক্ষিণ ॥ সব পরিক্রমা সিদ্ধ
হইব ইহাতে । এত কহি শিলা আনি দিলেন কুটীতে ।
শিলা সমর্পিয়া কৃষ্ণ হৈল অদর্শন । বালকে না দেখি ব্যগ্র
হৈল সনাতন ॥ সনাতনে ব্যাকুল দেখিয়া অদৃশ্যেতে । নিজ
পরিচয় দিলা বিহ্বল স্নেহেতে ॥ সনাতন নিজ নেত্রজলে সিক্ত
হৈলা । করি কত খেদ চিত্তে ধৈর্যাবলম্বিলা ॥ সনাতন
প্রেমাধীন ব্রজেন্দ্রকুমার । এই পুষ্পবনে করে বিবিধ বিহার ॥
শ্রীরাধিকা আইসেন সখীগণ সনে । তা সবারে আশুসরি
আনে এই থানে ॥ মানসী গঙ্গার এই ঘাটে নৌকা লইয়া ।
করেন সবাবে পার নাবিক হইয়া ॥ শ্রীরাধিকা সহ এথা
অদ্রুত বিলাস । ললিতাদি সখী পূর্ণ কৈলা অভিলাষ ॥

তথাহি শ্রীস্তুবাবল্যাং গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকে ৬ শ্লোকঃ ॥

যস্যাং মাধবনাবিকো রসবতীমাধায় রাধাং তরৌ

মধ্যে চঞ্চলকেনিপাতবলনাত্রাসৈঃ স্তবত্যান্ততঃ ।

স্বাভীকং পণমাদদে বহতি সা যস্মিন্ মনোজাহ্নবী

কস্তং তন্নবদম্পতি প্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥

এই সোঁকরাই গ্রামে কৌতুক বাটিল । সখীগণ কৃষ্ণের
শপথ করাইল ॥ শপথ করিয়া কৃষ্ণ কহে বার বার । শ্রীরা-
ধিকা বিনু কড়ু না জানিয়ে আর ॥ অহে শ্রীনিবাস এই
সখীস্থলী গ্রাম । চন্দ্রাবলীস্থিতি এবে সখিধরা নাম ॥

এই দেখে উদ্ধব বসিয়া এই খানে । কৃষ্ণকথা কহে দ্বারকার
 প্রিয়াগণে ॥ এই গোবর্দ্ধন পাশে কৃষ্ণ মহারঙ্গে । খেলয়ে
 বিবিধ খেলা গোপগণ সঙ্গে ॥ দেখে রামকৃষ্ণ দুই ভাই এই
 খানে । বসিলেন বেষ্টিত হইয়া সখাগণে ॥ এত কহি
 পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাসে । রাধাকৃষ্ণতীরে গেলা মনের
 উল্লাসে ॥ শ্রীগোবিন্দঘাট গোবিন্দের প্রিয় অতি । তথা
 স্নান করি কহে শ্রীনিবাস প্রতি ॥ অহে শ্রীনিবাস এই
 বৃক্ষের তলায় । হইল যে রঙ্গ তাহা কহিয়ে তোমায় ॥
 একদিন সনাতন গোবর্দ্ধন হৈতে । এথা আইলা রূপ রঘু-
 নাথেরে দেখিতে ॥ শ্রীরূপগোস্বামী পদ্য করয়ে রচনা ।
 বেণীর উপমা দিল ব্যালাঙ্গনা কণা ॥ সনাতন গোস্বামী
 দেখিয়া কিছু কয় । দিলা এ উপমা ইহা হয় বা না হয় ॥ এত
 কহি আসিয়া নামিলা কুঞ্জজলে । দেখয়ে বালিকাগণ
 খেলে বৃক্ষতলে ॥ বালিকা মস্তকে বেণী পিঠেতে লোটায় ।
 সনাতন দেখে সর্প ভ্রম হৈল তায় ॥ বালিকার প্রতি কহে
 অভিযাত্র হৈয়া । মাথায় চড়য়ে সর্প পৃষ্ঠদেশ দিয়া ॥ অবোধ
 বালিকাগণ হও সাবধান । এত কহি নিবারিতে করিলা
 পয়ান ॥ সনাতনে অতিশয় ব্যাকুল দেখিয়া । অন্তর্দীন
 হৈলা সবে ঈষৎ হাসিয়া ॥ সনাতন বিহ্বল হইলা এই
 খানে । স্থির হইয়া গেলা রূপ গোস্বামির স্থানে ॥ রূপে
 কহে যে লিখিলা সেই সত্য হয় । শ্রীরূপ জানিল সনা-
 তনের হৃদয় ॥ মনের আনন্দে শ্রীগোস্বামী সনাতন । কতকণ
 রহিয়া গেলেন গোবর্দ্ধন ॥ শ্রীরূপ গোস্বামীহ গেলেন বৃন্দা-
 বনে । কহি কিছু আসিয়া ছিলেন যে কারণে ॥ ললিত-

মাধব বিপ্রলভ সীমা যাতে । পূর্বে দিয়া ছিলা রঘুনাথে
 আশ্বাদিতে ॥ এহ পাঠে রঘুনাথ দিবানিশি কান্দে । হইল
 উন্মাদ ছুঃখে ধৈর্য নাহি বান্দে ॥ কভু দূরে রহে গিয়া এহ
 পরিহরি । কভু ভূমে পড়ি রহে এহ বন্ধে করি ॥ খেনে
 খেনে নানা দশা হয় উপস্থিত । সবে চিন্তা যুক্ত যবে হয়েন
 মুচ্ছিত ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী মনে ঔষধ বিচারি । দানকেলি-
 কোমুদী বর্ণিলা শীঘ্র করি ॥ রঘুনাথে কহে ইহা কর আশ্বা-
 দন । পূর্ব এহ দেহ মোরে করিব শোধন ॥ রঘুনাথ এহরত
 ছাড়িতে না পারে । শোধন করিব শুনি দিলা শ্রীরূপেয়ে ॥
 দানকেলি পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর । স্থখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা
 নিরন্তর ॥ সনাতন রূপ রঘুনাথ রীত যত । অহে শ্রীনিবাস
 তা কহিব আমি কত ॥ এত কহি পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাসে ।
 চলিলা বাসায় অতি মনের উল্লাসে ॥ রাধাকুণ্ড নিকট আছয়ে
 যে যে স্থান । সে সব দর্শনে শীঘ্র করিলা পয়ান ॥ শ্রীনিবাস
 প্রতি কহে রাঘব পণ্ডিত । এই নিমগ্রামনাম আছে এ বিদিত ॥
 'গোবর্দ্ধন হৈতে সবে নির্গত হইয়া । প্রাণাধিক নির্মল
 কৃষ্ণ মুখ চায়া ॥

তথাহি স্তবাবলাং ব্রজবিলাসে ॥ ৪৩ শ্লোকঃ ॥

প্রাণেভ্যোহ্যপ্যধিকপ্রিয়ৈরপি পরং পুত্রৈর্যুকুলস্য বাঃ

স্নেহাং পাদসরোজযুগ্মবিগলদ্বন্দ্বস্য বিলোঃ কণং ।

নির্মল্যোক্তাশিখণ্ডহৃদরশিরশ্চুর্নাস্ত গোপ্যশ্চিরং

ভালাং পাদরজাংসি সন্ততমহং নির্মল্যমি ক্ষুণ্টং ॥

দেখহ পাটল গ্রাম এথা সখীসঙ্গে । পাটল পুন্স চয়ন
 করেন রাই সঙ্গে ॥ এই ডেরাবণি গ্রাম বঠীঘরা হৈতে ।

এথা ডেরা কৈলা নন্দ নন্দীশ্বর যাইতে ॥ এই কুঞ্জে নবাগ্রাম
দেখহ অগ্রেতে । শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জ সীমা হয় এথা হৈতে ॥ এবে
লোক কহয়ে কুঞ্জেরা নামে গ্রাম । এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস
অনুপম ॥ এই সূর্যকুণ্ডগ্রাম মোয়নাখ্যা হয় । দেখ সূর্য
বিগ্রহ বিপিনে সূর্যালয় ॥ সখী সহ সূর্য পূজে রাই মহাঅখে ।
কৃষ্ণ পুরোহিত হৈয়া পূজায় কোঁতুকে ॥ কৃষ্ণ শ্রীতিদাতা
এই সূর্য দয়াময় । কহিতে কি মহিমা কেবা না আরাধয় ॥

তথাহি ॥

যমুনা জনকং সূর্য্যং সৰ্বরোগাপহারকং ।

মঙ্গলালয়রূপং তং বন্দে কৃষ্ণরতিপ্রদং ॥

এই আগে দেখহ কেউনাই নামে গ্রাম । এথা রাই

বিহনে ব্যাকুল ঘনশ্যাম ॥ কেউনা আই শ্রীকৃষ্ণ দূতীরে
পুছয় । এ হেতু কেউনাই এবে কোনাই কহয় ॥ হেনো
দেখ ভদায়র নাম গ্রাম হয় । এই খানে ভদ্রা যুথেশ্বরী
বিলসয় ॥ ওই দেখ মগহেরা গ্রাম ওই খানে । কৃষ্ণের
গমন পথ হেরে সৰ্বজনে ॥ যেকূপ ব্যাকুল সবে কহিল
না হয় । এবে লোকে মঘেরা ইহার নাম কয় ॥ এঁছে আর
নানা লীলা স্থান দেখাইয়া । আইলেন রাধাকুণ্ডে উল্লাসিত
হৈয়া ॥ এ সকল দর্শন শ্রবণে যার রতি । অনাগাসে ঘুচে
তার দারুণ দুর্গতি ॥ সে দিবস রাধাকুণ্ডতটেই রহিলা-
কৃষ্ণ কথায় সেই নিশা প্রভাত করিলা ॥ এঁছে পরিক্রমা করি
গোবর্দ্ধন দিয়া । গেলেন গাঠুলি গ্রামে উল্লাসিত হৈয়া ॥
রাধব পণ্ডিত শ্রীনিবাস প্রতি কয় । কহিয়ে গাঠুলি গ্রাম

নাম বৈছে হয় ॥ এথা হোলি খেলি দৌহে বৈসে সিংহাসনে ।
 সখী দুহু বস্ত্রে গাঁঠি দিলা সঙ্গোপনে ॥ সিংহাসন হৈতে
 দৌহে উঠিলা যখন । দেখয়ে বসনে গাঁঠি হাসি সখীগণ ॥
 হইল কোতুক অতি দৌহে লজ্জা পাইলা । ফাণ্ডয়া লইয়া
 কেহ গাঁঠি খুলি দিলা ॥ এ হেতু গাঠুলি এ গুলাল কুণ্ডলে ।
 এবে ফাণ্ড দেখে লোক বসন্তের কালে ॥ এত কহি গোপা-
 লের দর্শনে চলিলা । দেখি গোপালের সৌন্দর্য্যধৈর্য্য হইলা ॥
 বিট্ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ । তাহার দর্শনে হৈল পরম
 আগ্রহ ॥ শ্রীবিট্ঠলনাথভট্ট বল্লভতনয় । করিলা যতেক প্রীতি
 কহিল না হয় ॥ মধ্যে মধ্যে গোপালের গাঠুলিতে বাস । সর্ব্ব-
 মতে পূর্ণ করে ভক্ত অভিলাষ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্যাসির
 শিরোমণি । ষাঁর তীর্থপর্য্যটনে ধন্য এ ধরণি ॥ মথুরা শ্রীবৃন্দা-
 বন কুণ্ড গোবর্দ্ধনে । যে লীলা প্রকাশে তা দেখয়ে ভাগ্য-
 বানে ॥ ভক্তভাবে প্রভু না লজ্জয়ে গোবর্দ্ধন । ইচ্ছা হৈল
 গোপালের করিতে দর্শন ॥ গাঠুলী গ্রামে গোপাল আইলা
 ছল করি । তাঁরে দেখি নৃত্য গীতে মগ্ন গৌরহরি ॥ শ্রীমহা-
 প্রভুর অলৌকিক প্রেমাবেশ । দেখিতেই কারু না রহিল
 ধৈর্য্য লেশ ॥ সে সময়ে গোপালের সেবা অধিকারী । সেই
 দুই বিপ্র যারে শিষ্য কৈলা পুরী ॥ মাধবেন্দ্র কৃপাতে গৌড়িয়া
 বিপ্র দ্বয় । বৈরাগ্যে প্রবল প্রেমভক্তি রসময় ॥ কহিতে কি
 সে দুই বিপ্রের অদর্শনে । কথো দিন সেবে কোন ভাগ্যবন্ত
 জনে ॥ শ্রীদাসগোস্বামী আদি পরামর্শ করি । শ্রীবিট্ঠলেশ্বরে
 কৈলা সেবা অধিকারী ॥ পিতা শ্রীবল্লভভট্ট তাঁর অদর্শনে ।
 কথোদিন মথুরায় ছিলেন নির্জনে ॥ পরম বিহ্বল গৌরচন্দ্রের

লীলায় । সদা সাবধান এবে গোপাল সেবায় ॥ গোপালের
 গুণ কহি রাঘবপণ্ডিত । গাঠুলি হইতে চলে হৈয়া উল্লসিত ॥
 কথো দূরে গিয়া শ্রীনিবাস প্রতি কয় । এই দেখ রেহেজ
 নামেতে গ্রাম হয় ॥ এথা ইন্দ্র অতি হীন মানি আপনায় ।
 কৃষ্ণ আগে যান করি সুরভি সহায় ॥ আর এই লীলাস্থলী অতি
 তেজোময় । দেখ দেবশীর্ষস্থান কুণ্ড স্তশোভয় ॥ সখা সহ
 দেখিয়া কৃষ্ণের গোচারণ । এথা মহাহর্ষে স্তুতি কৈলা দেব-
 গণ ॥ দেখ মুনিশীর্ষস্থান কুণ্ড স্তগাধুরী । এথা কৃষ্ণে পাইলা
 মুনিগণ তপ করি ॥ এই দেখ রামকৃষ্ণ এ সকল স্থানে । সখা
 সহ নানা ক্রীড়া কৈলা গোচারণে ॥ এই প্রমোদনা গ্রামে
 কৃষ্ণ কুতূহলে । দিগেন প্রমোদ ব্রজসুন্দরী সকলে ॥ এই হেতু
 প্রমোদনা নাম গ্রাম হয় । এবে পরমাদনা সকল লোকে
 কয় ॥ এই সেতু কন্দরা পরম রম্য স্থান । দেখি আদি বজ্রি-
 নারায়ণ কৃপাবান্ ॥ পরম অপূর্ব সেবা বনের ভিতর । গন্ধ
 শিলা রগিয়া পর্বত মনোহর ॥ এথা কৃষ্ণ আনি নন্দাদিক
 গোপগণে । খেদ দূর কৈল দেখাইয়া নারায়ণে ॥ এই আগে
 দেখ শুক কদম্বকানন । এথা স্তখে ময় রাধাকৃষ্ণ সখীগণ ॥
 বিবিধ প্রকার ক্রীড়া করে এই থানে । রচিয়া ঝুলনারঞ্জে ঝুলয়ে
 জীবনে ॥ এই ইন্দ্রোলিতে ইন্দ্র ময় কৃষ্ণধানে । এবে গ্রাম
 ইন্দরোলি কহে সর্কজনে ॥ অহে শ্রীনিবাস এই দেখ সন্নি-
 ধান । কনোয়ারো গ্রাম কণ্ঠমুনি তপস্থান ॥ এই দেখ সর্ব-
 বনোত্তম কাশ্যবন । বিষ্ণুলোকে পূজ্য এথা করিলে গমন ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমং ।

তত্র গহ্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

সর্বকাম ফলপ্রদ কাম্যবন হয় ! যথা তথা কৈলে স্নান
সর্বদুঃখ ক্ষয় ॥

তথাহি স্কান্দে মধুরাণ্ডে ॥

ততঃ কাম্যবনং রাজন্ যত্র বাল্যে স্থিতো ভবান্ ।

স্নানমাত্রেণ সর্বেষাং সর্বকামফলপ্রদং ॥

এই কাম্যবনে কুঞ্চলীলা মনোহর । করিবে দর্শন স্থান
কুণ্ড বহুতর ॥ অহে শ্রীনিবাস দেখ বিষ্ণুসিংহাসন । শ্রীচরণ
কুণ্ড এথা ধুইল চরণ ॥ কি বলিব অহে এই স্থানের মহিমা ।
ব্রহ্মাদি বর্ণিয়া যার নাহি পায় সীমা ॥ দেখ মহা তেজোময়
শিব কামেশ্বর । গুরুড় আসনস্থান অতি মনোহর ॥ এই ধর্ম-
কুণ্ড ধর্মরূপে নারায়ণ । এথা বিলসয়ে শোভা না হয় বর্ণন ॥
এইত বিশোকা নাম বেদী সবে জানে । পঞ্চপাণ্ডবের কুণ্ড
দেখ এই খানে ॥ এই মণিকর্ণিকা সকল লোকে গায় । বিশ্ব-
নাথ প্রভাবাদি অনেক এথায় ॥ এ বিমল কুণ্ড স্নানে সর্বপাপ
ক্ষয় ॥ এথা প্রাণত্যাগে বিমূলোক প্রাপ্তি হয় ॥

তথাহি জাদিবারাহে ॥

বিমলম্যচ কুণ্ডেচ সর্বং পাপং প্রমুচ্যতে ।

যন্তত্র মুঞ্চতি প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

বিমলকুণ্ডের কথা কথা নাহি যায় । এথা শ্রীবিমলাদেবী
 রহেন সদায় ॥ দেখহ যশোদাকুণ্ড পরম নির্মল । এথা গোচা-
 রয়ে কৃষ্ণ হইয়া বিহ্বল ॥ দেখহ নারদকুণ্ড নারদ এখানে ।
 হৈল মহা অদৈর্য্য কৃষ্ণের লীলা গানে ॥ এই যে কামনাকুণ্ড
 জানে সর্বজন । এথা পূর্ণ হয় সব মনের কামনা ॥ এই সেতু-
 বন্ধকুণ্ড ইথে বহু কথা । সমুদ্র বন্ধন লীলা কৈল কৃষ্ণ এথা ॥
 এই লুকলুকানী মিচলি স্থান হয় । এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস
 অতিশয় ॥ মিচলীর অর্থ নেত্র মুদ্রিত এখানে । লুকলুকা-
 নিতে সুখ বাড়ে লুকায়নে ॥ লুকলুকানী মিচলীকুণ্ড সুশোভয় ।
 এ অতি নিবিড় বন অন্ধকার ময় ॥ দেখ কাশীকুণ্ড গয়া প্রয়াগ
 পুষ্কর । গোমতী দ্বারকাকুণ্ড নির্জ্জন সুন্দর ॥ এই তপকুণ্ড
 মুনি তপস্যার স্থান । এই ধ্যানকুণ্ড কৃষ্ণ কৈলা রাধাধ্যান ॥
 শ্রীচরণচিহ্ন দেখ পর্বত উপরে । এই ডীড়াকুণ্ডে কৃষ্ণ জল-
 ক্রীড়া করে ॥ শ্রীদামাদি পঞ্চ গোপকুণ্ড মনোহর । ঘোষরাণী-
 কুণ্ড এই পরম সুন্দর ॥ ঘোষরাণী যশোধর গোপের ছুহিতা ।
 গোপরাজ কন্যার বিবাহ দিলা এথা ॥ দেখহ বিহ্বলকুণ্ড রাই
 এই খানে । হইলা বিহ্বল কৃষ্ণ মুরলীর গানে ॥ এই শ্যাম-
 কুণ্ড এথা শ্যাম রসময় । রাধিকার পথ পানে নিরখিয়া রয় ॥ শ্রী-
 ললিতাকুণ্ড এ বিশাখাকুণ্ড নাম । এথা দোহে পূর্ণ কৈলা কৃষ্ণ
 মনস্কাম ॥ দেখ মানকুণ্ড রাধা মানিনী এথায় । মানভঙ্গ কৈল
 কৃষ্ণ কোতুক কথায় ॥ এ মোহিনীকুণ্ডে কৃষ্ণ মোহিনী
 হইলা । যে মোহিনীরূপে সুধা প্রদান করিলা ॥ দেখ এ
 দোহনীকুণ্ড গোদোহন স্থান । বলভদ্রকুণ্ড এই ব্রহ্মার
 নিশ্চান ॥ এই সূর্য্যকুণ্ড কৃষ্ণকুণ্ড সম্বন্ধানে । কৃষ্ণে স্তুতি

কৈলা সূর্য্য রহি এই খানে ॥ চন্দ্রসেন পর্ব্বভে এ] পিছলিনি
শিলা। এথা সখা সহ কৃষ্ণ খেলে এই খেলা ॥ ভগ্নিতে
বসিয়া খর্ব্ব পর্ব্বত উপরে । পিছলি নাময়ে ঐছে পুনঃ পুনঃ
করে ॥ দেখ গোপিকারমণ কামসরোবর । কে বর্ণিব এথা
যে বিলাস মনোহর ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

তত্র কামসরো রাজন্ গোপিকারমণঃ সরঃ ।

তত্র তীর্থসহস্রানি সরাংগিচ পৃথক্ পৃথক্ ॥

এই কামসরোবর মহাসুখগয় । কামসরোবরে কাম
মাগর কহয় ॥ দেখহ সুরভিকুণ্ড শোভা অতিশয় । গোগোপ
সহিত কৃষ্ণ এথা বিলসয় ॥ এই চতুর্ভূজকুণ্ড পরম নির্জ্জন ।
এথা যে কোঁতুক তাহা না হয় বর্ণন ॥ দেখহ ভোজনস্থলী
কৃষ্ণ এই খানে । করিলেন ভোজনকোঁতুক সখা মনে ॥
দেখহ বাজনশিলা অহে শ্রীনিবাস । এথা নানা বাদ্যে হয়
সবার উল্লাস ॥ পরশুরাম-স্থিতিস্থান করহ দর্শন । এথা
সিংহাসনে বসিলেন নারায়ণ ॥ এ সন্তনকুণ্ড বেদকুণ্ড দামো-
দর । এ গন্ধর্ব্বকুণ্ড পৃথুদক কুণ্ডবর ॥ দেখহ অযোধ্যাকুণ্ড
পরম নির্জ্জন বিস্তারিতে নারি এ কুণ্ডের বিবরণ ॥ শ্রীনৃসিংহ-
কুণ্ড দেখ অর্ঘ্যাকুণ্ড আর । এ মধুসূদনকুণ্ড মহিমা প্রচার ॥
রোহণীকুণ্ড গোপালকুণ্ড গোদাবরী । দেখহ দেবকীকুণ্ড
অপূর্ব্ব মাধুরী ॥ চৌর্য্যখেলা স্থান এ পর্ব্বতে ব্যোমাহরে ।
বধিলা কোঁতুকে কৃষ্ণ এই গোফা দ্বারে ॥ দেখহ প্রহ্লাদ-
কুণ্ড লক্ষ্মীকুণ্ড আর । কাম্যবনে যত তীর্থ লেখা নাই তার ॥
কৃষ্ণক্ৰীড়া স্থান এই পর্ব্বত উপর । এথা হৈতে দেখ চতুর্দিক্

মনোহর ॥ ওই ধূলাউড়া গ্রাম দেখে শ্রীনিবাস । এথা গাভীপদরেণু
 ন্যাপিল আকাশ ॥ উধানামে গ্রাম ওই সর্ব লোকে কয় ।
 এথা রহি উদ্ধব গেলেন নন্দালয় ॥ এ আটোরগ্রাম রম্য নির্জন
 এখায় । কৃষ্ণাষ্টপ্রহর মগ্ন হয়েন ক্রীড়ায় ॥ দেখেহ কদম্বখণ্ডী
 স্বর্ণহারগ্রাম । রত্নকুণ্ড চতুর্মুখ স্থান অনুপম ॥ স্বর্ণহার
 স্থানেতে বিলাস অতিশয় । সোনার সোনার নাম এবে
 কয় ॥ দেখেহ পর্বত এথা কৃষ্ণ গোচারণে । যে আনন্দ পান
 তা কহিতে কেবা জানে ॥ বৃষভানুপুর এ বর্ষণ নাম কয় ।
 পর্বতসমীপে বৃষভানুর আশ্রয় ॥ অপূর্ব পর্বত এথা ব্রজেন্দ্র-
 কুমার । করিলেন দানলীলা অন্য অগোচর ॥ এই থানে
 রাধিকার মানভঙ্গ কৈল । এথা কৃষ্ণ বিবিধ বিলাসে মত্ত হৈল ॥
 পর্বতদ্বয়ের মধ্যে এ সঙ্কীর্ণ পথে । যে কোঁতুক তাহা কেহ
 না পারে কহিতে ॥ এবে এ সাঁকরিখোর নাম সবে কয় ।
 দান মান বিলাস পর্বত গড় ত্রয় ॥ অহে শ্রীনিবাস শ্রীরাধিকা
 সখী সনে । বাল্যাবেশে নানা খেলা খেলিলা এখানে ॥
 রাধিকার অপূর্ব বয়স-সন্ধিকালে এথা মহা উল্লাসে বিলসে
 সখী মিলে ॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ উদীপনে বয়ঃসন্ধৌ ৬ শ্লোকঃ ॥
 বাল্য যৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্ঘ্যতে ॥

বাল্যযৌবনের সন্ধি ঐছে চমৎকার । এক রাজ্য অন্য
 যৈছে করে অধিকার ॥

তদ্বৎথা তত্রৈব ১১ শ্লোকঃ ॥

বাল্যং কিকিণিমাহরতু্যপচয়ং জাহ্নবা নিতম্বো গুণী

স্বস্য ধ্বংসমবেত্য বস্তু বস্তুভির্যোগং হ্রস্বমধ্যমং ।
 বক্ষঃ সাধু ফলদায়ং বিচিন্তুতে রাজোপহারক্ষমং
 রাধায়ান্তরুঁরাজ্যমঞ্জতি নবে কৌণীপতো যৌবনে ॥
 এই কুঞ্জে সখী রাধিকার বেশ করি । দেখে নব্য যৌব-
 নের শোভা নেত্র ভরি ॥

তথাহি তত্রৈবোদীপনে নব্যযৌবনলক্ষণে ১২ শ্লোকঃ ॥
 দরোস্তিমস্তনং কিঞ্চিচ্চলাক্ষং মঞ্জুলশ্মিতং ।
 মনাগপি স্ফুরদ্ভাবং নব্যং যৌবনমুচ্যতে ॥
 এ নীপকাননে স্তখে রাধা বিলসয় । ব্যক্ত যৌবনের শোভা
 সখী নিরিখয় ॥

তথাহি তত্রৈবোদীপনে ব্যক্তযৌবনলক্ষণং ১২ শ্লোকঃ ॥
 বক্ষঃ প্রব্যক্তবক্ষোজং মধ্যকং স্তবলিত্রয়ং ।
 উজ্জ্বলানি তথাঙ্গানি ব্যক্তে স্ফুরতি যৌবনে ॥
 সকল সম্ভবে ব্যক্তযৌবনী সদাই । অনঙ্গ চাতুরী রস-
 বর্দ্ধিনী সে রাই ॥ এ মদনকুঞ্জে স্তখে সখীর সঙ্গেতে । কিবা
 সে অদ্ভুত শোভা পূর্ণযৌবনেতে ॥

তথাহি তত্রৈবোদীপনে পূর্ণযৌবনলক্ষণে ৪১ শ্লোকঃ ॥
 নিতম্বো বিপুলো মধ্যং কৃষ্ণমঙ্গবরদ্যুতিঃ ।
 পীনো কুচাবুরুযুগ্মং রম্ভাভং পূর্ণযৌবনে ॥

কি বলিব এ তমাল কুঞ্জে সখীগণ । করাইল ছলে রাধা-
 কৃষ্ণের মিলন ॥ চিকমৌলী গ্রাম পূর্বে এই চিত্রশালী । এথা
 রাই বিচিত্র বেশেতে দক্ষ আলি ॥ পর্বতগহ্বরে দেখ
 নিবিড় কানন । এবে লোকে কহে এই গহবর বন ॥ এ
 শীতলাকুণ্ড স্বেষ্টিত বৃক্ষগণ । দেখহ দোহনি কুণ্ড এথা

গোদোহন ॥ ভভরারো গ্রাম এই কৃষ্ণের এখানে । ভরিল
নয়নে অশ্রু রাধিকা দর্শনে ॥ ভভরারো অর্থ অশ্রুযুক্ত নেত্রে
কয় । এবে লোকে প্রসিদ্ধ ডাভারো নাম হয় ॥ দেখ মুক্তা-
কুণ্ড এথা রাধিকা সুন্দরী । মুক্তাক্ষেত কৈলা কৃষ্ণ সহ বাদ
করি ॥ বৃষভানুপুর পূর্বে দেখ ভানুখোর । অতি স্নিগ্ধ
সলিল শোভার নাই ওর ॥ দেখহ পিয়ালসরোবর গ্রামো-
ত্তরে । প্রিয়া প্রিয় দৌহে এথা নানাক্রীড়া করে ॥ জিয়াল
বৃক্ষের বন এথা অতিশয় । শোভা দেখি সখীসহ দৌহে হর্ষ
হয় ॥ এই পিলুখোর এথা পিলুফল ছলে । সখী সহ রাই
কাণুক্রীড়া কুতূহলে ॥ ভানুখোর পিলুখোর এনে লোকে কয় ।
ভানু পিলু সরোবর পূর্বে নাম হয় ॥ বর্ষাণ নিকট এই নদী যে
ত্রিবেণী । এথা কৃষ্ণলীলা যৈছে কহিতে না জানি ॥ দেখ
কৃষ্ণ লীলাস্থলী অতি অনুপম । কথোলুপ্ত হৈল বজ্রকৃত যে
যে গ্রাম ॥ এই প্রেমসরোবর দেখ শ্রীনিবাস । এথা প্রেম-
বৈচিত্র্য ভাবের পরকাশ ॥ দেখহ বিহ্বলকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণ এথাতে ।
হইলা বিহ্বল রাই নাম অবগেতে ॥ এ সঙ্কেত কুঞ্জে সখী
সঙ্কেত করিয়া । রাই কাণু দৌহারে আনেন যত্ন পাইয়া ॥
অলঙ্কিত প্রথম গমন শুভক্ষণে । পূর্বরাগে সজ্জেকপ মিলন
এই খানে ॥ পূর্বরাগে যে কোঁতুক কহিল না হয় । পূর্ব-
রাগলক্ষণ শাস্ত্রেতে নিরূপয় ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিপ্রলম্বপ্রকরণে ৫ শ্লোকঃ ॥

রতিধী সঙ্গমাং পূর্বাং দর্শনপ্রবণাদিজা ।

তয়োঃস্মীলতি প্রাট্ঠঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ॥

দেখ কৃষ্ণকুণ্ডাদিক স্থান মনোহর । সঙ্কেতে অবশ্য

লীলা অন্য অগোচর ॥ নন্দীশ্বর বর্ষণ গ্রামীষ লোকচর । তা
সভার গুতাগতি এই পথে হয় ॥ এই পথে শ্রীরাধিকা পিতার
ঘর হৈতে । জাবট গ্রামেতে যান শশুরালয়েতে ॥ এ অপূর্ব
বন স্নিগ্ধ ছায়া নিরন্তর । নানা শব্দ করে পক্ষী গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
দেখ শ্রীনিবাস নন্দীশ্বর নন্দালয় । এথা গূঢ়রূপে রামকৃষ্ণ
বিলসয় ॥

তথাহি শ্রীদশমে ৪৪ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকঃ ॥

পূর্ণা বত ব্রজভূমো যদয়ঃ নুলিঙ্গো

গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমালাঃ ।

গাঃ পালয়ন্ মহাবলঃ কণয়ংশ্চ বেণুং

বিক্রীড়য়াৎকতি গিরিত্রয়মার্চ্চি তাজ্জিঃ ॥

এই দেখ নন্দের বসতি সীমান্বান । নন্দের ভবন পূর্বে
অপূর্ব উদ্যান ॥ জাবট হইতে শ্রীরাধিকা সখী সাথে । নন্দের
আলয়ে আইসেন এই পথে ॥ অহে শ্রীনিবাস এ পাবন সরো-
বরে । স্নান করি কৃষ্ণে যে দেখয়ে নন্দীশ্বরে ॥ শ্রীনন্দ শ্রী-
বশোদার করিলে দর্শন । সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ তার হয় সেইক্ষণ ॥

তথাহি মথুরামাহাত্ম্যে ॥

পাবনে সরসি স্নাত্বা কৃষ্ণং নন্দীশ্বরে গিরৌ ।

দৃষ্ট্বা নন্দং বশোদাঞ্চ সর্ব্বাভীষ্টমবাগ্নুয়াং ॥

এ পাবন সরোবর কৃষ্ণপ্রিয় অতি । দেখি এ অপূর্ব
শোভা কেবা ধরে ধৃতি ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৫৯ শ্লোকঃ ॥

কদম্বানাং ত্রাটৈতমধুপকূলঝঙ্কারললিতৈঃ

পরীতে যত্বেব প্রিয়সলিললীলাহুতিমিষেঃ ।

• মুহূর্গোপেন্দ্রম্যাজ্জমভিসরন্ত্যমুজ্জদৃশো-

বিনোদেন প্রীত্যা তদ্বিদমবতাৎ পাবনসরঃ ॥

দেখ নন্দীশ্বর চতুর্দিকে কুণ্ডবন । কৃষ্ণবিলাসের স্থান
 ভুবনপাবন ॥ পর্ষত উপরে দেখ পুন্ড্রের সহিতে । শ্রীনন্দ-
 যশোদা শোভে অপূর্ব গোফাতে ॥ অহে শ্রীনিবাস এথা
 শ্রীচৈতন্যরায় । করিতে দর্শন গিয়া প্রবেশে গোফায় ॥
 শ্রীনন্দ যশোদা দুই দিকে দুই জন । মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখি
 প্রফুল্লনয়ন ॥ শ্রীনন্দ শ্রীযশোদার চরণ বন্দিয়া । কৃষ্ণের
 সর্বাঙ্গ স্পর্শে উল্লাসিত হৈয়া ॥ প্রেমের আবেশে নৃত্য গীত
 আরম্ভিল । দেখিয়া সকল লোক বিস্ময় হইল ॥ কেহো
 কহে ইহৌত মনুষ্য কভু নয় । মনুষ্যে এমন শোভা সম্ভব কি
 হয় ॥ কেহো কহে ইহৌ নৈকুণ্ঠের নারায়ণ । মনুষ্যের রূপে
 ভ্রজে করয়ে ভ্রমণ ॥ কেহো কহে অহে মোর মনে এই হয় ।
 পুন বা প্রকট হৈলা নন্দের তনয় ॥ নহিলে এগন চেষ্টা হইব
 বা কেনে । পুনঃ পুনঃ পড়ে নন্দ যশোদাচরণে ॥ নিরন্তর
 শ্রীপদনয়নে অশ্রু ঝরে । না জানি কি করযুড়ি কহে ধীরে
 ধীরে ॥ কি বলিব অহে ভাই ইহার দর্শনে । কৃষ্ণ এ নিশ্চয়
 মোর হৈল এই মনে ॥ ঐছে কত কহি ভাসে প্রেমের তরঙ্গে ।
 হরি বোল বলিয়া নাচয়ে প্রভুসঙ্গে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসির
 শিরোমণি । এথা যে প্রকাশে প্রেম কহিতে না জানি ॥ এই
 যে তড়াগতীর্থ সর্বত্র বিদিত । চতুর্দিকে কিবা বৃক্ষলতা
 সুশোভিত ॥ অহে শ্রীনিবাস অল্পে কহি আর কথা । দেবমীড়
 পুত্র পর্জন্মের বাস এথা ॥ কৃপা করি নারদ আসিয়া নন্দী-

শ্বরে । লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্র দিলা পর্জুন্যে ॥ পর্জন্য তড়াগ-
তীর্থে তপস্যা করিল । নিজাভীষ্ট পূর্ণ পঞ্চ নন্দন হইল ॥
উপনন্দ অভিনন্দ নন্দ নাম আর । সনন্দ নন্দন পঞ্চ ভ্রাতা এ
প্রচার ॥ সেই এ তড়াগ দেখ কৃষ্ণপ্রিয় হন । ভক্তের প্রার্থনা
সদা তড়াগসেবন ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬০ শ্লোকঃ ॥

পর্জন্যেন পিতামহেন নিতরামারাদ্য নারায়ণং

ত্যাঙ্ক্যাহারমভূতপুত্রক ইহ স্বীয়াঅজে গোষ্ঠপে ।

যত্রাবাপি সুরারিহা গিরিধরঃ পৌত্রো গুণৈকাকরঃ

ক্ষুণ্ণাহারতয়া প্রসিক্তমবনৌ তন্মে তড়াগং গতিঃ ॥

ক্ষুণ্ণাহার সরোবর দেখ ক্রীনিবাস । কি বলিব এথা যৈছে
কৃষ্ণের বিলাস ॥ ধোয়নিকুণ্ড এ নন্দীশ্বরের ঈশানে । দধিপাত্র
ধৌতজল রহে এই খানে ॥ এই কৃষ্ণকুণ্ডে দেখ কদম্বের বন ।
এথা বিহরয়ে রঙ্গে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ দেখহ ললিতাকুণ্ড ললিতা
এথায় । রাধিকারে আনি ছলে কৃষ্ণেরে মিলায় ॥ পরম
আশ্চর্য্য সূর্য্যকুণ্ড এই খানে । হইলা অধৈর্য্য সূর্য্য কৃষ্ণদর-
শনে ॥ এই যে বিশাখাকুণ্ড করহ দর্শন । এথা মহারঙ্গে রাই
কাণুর মিলন ॥ দেখ পৌর্ণমাসীকুণ্ড পরম নির্জনে । পৌর্ণ-
মাসী রহে পর্ণকুটীরে এখানে ॥ রাধাকৃষ্ণ বিলাসে উল্লাস
অনিবার । যৈছে তাঁর ক্রিয়া তা বুঝিতে শক্তি কার ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ২৫ শ্লোকঃ ॥

গুঢ়ং তৎসুবিদগ্ধতর্কিতসখীদ্বারোন্নয়ন্তী তয়োঃ

প্রেক্ষা হৃষ্ঠবিদগ্ধয়োঃনুদিনং মানাভিসারোৎসবং ।

রাধামাধবয়োঃ সখামৃতরসং যৈবোপভুঙক্তে মুহু-
 র্গোষ্ঠে ভব্যবিধায়িনীঃ ভগবতীং তাং পৌর্ণমাসীং ভজে ॥
 এথা নান্দীমুখীর আশ্রয় মনোহর । যেহ রাধাকৃষ্ণ স্নেহে
 সখী নিরস্তর ॥ শ্রীনান্দীমুখীর চারু চরিত্রে যতনে । বর্ণিছেন
 পূর্বে মহাভাগবতগণে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৩৪ শ্লোকঃ ॥

অবন্তীতঃ কীর্ত্তেঃ শ্রবণভরতো মুগ্ধহৃদয়া
 প্রগাঢ়োৎকর্থাভিব্রজভুবমুরীকৃত্য কিল বা
 মুদা রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরসস্বতং বর্দ্ধয়তি তাং
 মুখীং নান্দীপূর্বাং সততমভিবন্দে প্রণয়তঃ ॥

দেখহ পরম রম্য কুঞ্জ টাঁই টাঁই । এ সকলস্থানে কৃষ্ণ-
 লীলা অস্ত নাই ॥ এই শ্রীযশোদাকুণ্ড যশোদা এখানে । দেখ
 রামকৃষ্ণ ক্রীড়া করে সখাসনে ॥ অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ প্রেমা-
 নন্দময় । বিবিধ বয়সে এথা বিলাসাতিশয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে

প্রথম লহর্যাং ১৫৮ শ্লোকঃ ॥

বয়ঃ কোমারপৌগণ্ডকৈশোরমিতি তত্রিধা ।

কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি ।

আ ষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরং ॥

কৌমারবয়সে কৃষ্ণে যশোদা এখানে । প্রকাশে যে বাৎ-
 সল্য তা কহিতে কে জানে ॥ কৌমারবয়সাবেশে কৃষ্ণ নির-
 স্তর । বাঢ়ান মায়ের স্নেহ অন্য অগোচর ॥

তথাহি তত্রৈব ১৫৯ শ্লোকঃ ॥

উচিত্যাত্ত্ব কোমারং বক্তব্যং যৎসলে রসে ॥

পৌগণ্ড বয়সে কৃষ্ণ এ নীপকাননে । উপজে কৌতুক যে
তা দেখে প্রিয়গণে ॥ পৌগণ্ড বয়স আদি মধ্য শেষত্বয় ।
ইথে যে খেলাদি সে পরমানন্দময় ॥

তথাহি তত্রৈব ১৫৯ শ্লোকঃ ॥

পৌগণ্ডং প্রেমসি তথা তত্ত্বংখেলাদিযোগতঃ ।

তত্রৈব পশ্চিমবিভাগে ৩ লহর্যাং ২৩ শ্লোকঃ ॥

আদ্যং মধ্যং তথা শেষং পৌগণ্ডক ত্রিণা ভবেৎ ॥

আদ্য পৌগণ্ডে কৃষ্ণাঙ্গ শোভাতিহৃন্দর । এথা যৎস
চারাদি চেষ্টা মনোহর ॥

তথাহি তত্রৈব ৫৪ শ্লোকঃ ॥

অধরাদেঃ স্নলোহিত্যং জঠরস্যাচ তানবং ।

কন্দুগ্রীবোদগমাদ্যক পৌগণ্ডে প্রথমে সতি ॥

পুষ্পমণ্ডন-বৈচিত্রী-চিত্রাণি গিরিধাতুভিঃ ।

পীতপটুহুকূলাদ্যমিহ প্রোক্তং প্রসাধনং ॥

সর্বাটবীপ্রচারেণ নৈচিকীচয়চারণং ।

নিযুক্তকেলি নৃত্যাদিশিষ্কারস্তোহত্র চেষ্টিতং ॥

মধ্য পৌগণ্ডেতে প্রায় কৈশোর স্পর্শয়ে । বিলসে এখান
চেষ্টা কহিল না হয়ে ॥

তথাহি তত্রৈব ২৫ শ্লোকঃ ॥

নাগা স্নশিখরা তুঙ্গা কপোলৌ মণ্ডলাকৃতী ।

পার্শ্বাদ্যঙ্গং স্নবলিতং পৌগণ্ডে সতি মধ্যমে ॥

উক্ষীষঃ পটুসূত্রোথপাশেনাত্ত তড়িষিষা ।

বষ্টিঃ শ্যামা ত্রিহস্তোচ্চা স্বর্ণাগ্রেত্যাদি মণ্ডনং ॥

ভাণ্ডীর ক্রীড়নং শৈলোদ্ধারণাদ্যঞ্চ চেষ্টিতং ।

তত্রৈব ২৭ শ্লোকঃ ॥

পৌগণ্ডমধ্য এবায়ং হরিদ্রীব্যান্ বিরাজতে ।

মাঘুর্য্যাস্তুতরূপদ্বাং কৌশোরাগ্রাংশভাগিব ॥

শেষপৌগণ্ডেতে অঙ্গ সৌষ্ঠবাতিশয় । চেষ্টাস্তুত এথা

সখা সঙ্গে বিলসয় ॥

তথাহি তত্রৈব ২৮ শ্লোকঃ ॥

বেণী নিতম্বলম্বাগ্রা নীলালকলতাছুতিঃ ।

অংসরোস্তঙ্গতেত্যাди পৌগণ্ডে চরমে সতি ॥

উষ্ণীষে বক্রিমা লীলা সরসীরূহপাণিতা ।

কাশ্মীরেণোদ্ধপুণ্ডাদ্যমিহ মণ্ডনমীরিতং ॥

তত্রৈব ২৯ শ্লোকঃ ॥

অত্র ভঙ্গী গিরাং নন্দনমৈঃ কৰ্ণকথারসঃ ।

এষু গোকুলবালানাং শ্রীশ্লাঘেত্যাदि চেষ্টিতং ॥

আদ্য মধ্য অন্ত্য ত্রিধা কৌশোর বয়সে । সৰ্ব্বচিত্তাকর্ষে
এই বিপিনবিলাসে ॥

কথাহি তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে ১ লহর্যাং ১৫৯ । ১৬০ শ্লোকৌ

শ্রৈষ্ঠ্যমুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ ।

প্রায়ঃ সৰ্ব্বরসৌচিত্যাদত্রোদাহ্রিয়তে ক্রমাৎ ॥

আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ ।

প্রথম কৈশোরে বর্ণোজ্জ্বল চাক্র শোভা । বিহরে এ
কুঞ্জে নানা চেষ্টা মনোলোভা ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

বর্ণসোজ্জলতা কাপি নেত্রান্তে চারুগচ্ছবিঃ ।

রোগাবলিপ্রকটতা কৈশোরে প্রথমে সতি ॥

তত্রৈব ১৬১ শ্লোকঃ ॥

বৈজয়ন্তীশিখণ্ডাদি নটপ্রবরবেশতা ।

বংশীমধুরিমা বজ্রশোভা চাত্র পরিচ্ছদঃ ॥

তত্রৈব ১৬২ শ্লোকঃ ॥

খরতাত্র নখাগ্রাণাং ধনুরান্দোলিতা জ্রবোঃ ।

রদানাং রঞ্জনং রাগচূর্ণৈরিত্যাди চেষ্টিতং ॥

মধ্যকৈশোরে এ কুঞ্জপুঞ্জে বিলসয় । কন্দর্পমোহন চেষ্টি
কহিল না হয় ॥

তথাহি তত্রৈব ১৬৩ শ্লোকঃ ॥

উরুদ্বয়স্য বাহোশ্চ কাপি শ্রীরসস্তুখা ।

মূর্ত্তেমধুরিমাধ্যকৈশোরে সতি মধ্যমে ॥

মুখং স্মিতবিলাসাঢ্যং বিভ্রমোস্তরলে দৃশ্যে ।

ত্রিজগন্মোহনং গীতমিত্যাদিরিহ মাধুরী ॥

বৈদক্ষীসারবিস্তারঃ কুঞ্জকেলিমহোৎসবঃ ।

আরম্ভো রাসলীলাদেরিহ চেষ্ঠাদিসৌষ্ঠবঃ ॥

যে শেষ কৈশোর বয়সে নব ঘোষন । এ কুঞ্জ জৌড়ায় রক্ত
চেষ্ঠা মনোরম ॥

তথাহি তত্রৈব ১৬৪ শ্লোকঃ ॥

পূর্বেভোহপ্যধিকোৎকর্ষং বাচমঙ্গানি বিজ্ঞতি ।

ত্রিবলিব্যক্তিরিত্যাধ্যং কৈশোরে চরমে সতি ॥

তত্রৈব ১৬৫ । ১৬৬ শ্লোকৌ ॥

ইদমেব হরেঃ প্রাট্জর্নবঘোষনমুচ্যতে ।

অত্র গোকুলদেবীনাং ভাবসংস্পর্শশালিতা ॥

অভূতপূর্বকণ্ঠপতন্ত্রলীলোৎসবাদয় ইতি ॥

এ সকল রম্যস্থলে কৃষ্ণ রসময় । চতুর্নিধি কৈশোর বয়সে
বিলসয় ॥

তথাহি উজ্জ্বলনৌলমণৌ উদ্দীপনপ্রাকরণে ৫ শ্লোকঃ ॥

বয়শ্চতুর্বিধস্তত্র কথং মধুরে রসে ।

বয়ঃসঙ্কিস্তথানব্যাং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমাদিতি ॥

দেখহ করেলকুণ্ড করিলের বন । এথা কৃষ্ণ রহি শোভা
করে নিরীক্ষণ ॥ নন্দীশ্বর পার্বতে কৃষ্ণের পদ চিন । দেখয়ে
প্রভাব বহু কহয়ে প্রাচীন ॥ এ মধুসূদনকুণ্ড পুষ্প বনাস্তরে ।
কৃষ্ণ-মহাহর্ষ এথা ভ্রমর গুঞ্জরে ॥ দেখ পাণিহারি কুণ্ড পরম-
নির্মল । ভোজনের কালে কৃষ্ণ পিয়ে এই জল ॥ এই যে
রন্ধনাগার দেখ শ্রীনিবাস । রোহিণী সহিতে রাধার রন্ধনে
উল্লাস ॥ এই খানে সখাসহ কৃষ্ণের ভোজন । শতপাদ আসি
এথা করয়ে শয়ন ॥ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ অবশেষাম ভুঞ্জিয়া ।
বাটী মধ্যে এ স্নিগ্ধ আরামে বৈসে গিয়া ॥ অলঙ্কিত সখী
কৃষ্ণে আনিয়া মিলায় ॥ উপজে কোতুক যত কেবা অস্ত
পায় ॥ এথা শ্রীযশোদা রামকৃষ্ণ সাজাইয়া । বিপিনে
বিদায় দিতে বিদরয়ে হিয়া ॥ সখাগণ মধ্যে রামকৃষ্ণ এই
পথে । চলে গোচারণে শোভা উপমা কি দিতে ॥ এই
খানে যশোদা রাধায় করি কোলে । বাবটে বিদায় দিতে
ভাসে নেত্রজলে ॥ ললিতাদি সখীগণ প্রতি স্নেহ যত ।
এক মুখে তাহা কহিবেক কেবা কত ॥ যশোদা রেহিণী
সখী সহ রাধিকার । করিয়া বিদায় স্থির হইবারে নারে ॥

দেখ দমিমুখের স্থান এই হয় । এই যে দেখহ দেবী-
প্রভাবাতিশয় ॥ পৌর্ণমাসী আসি যশোদায় কত কৈয়া ।
এই পথে যান নিজালায়ে হর্ষ হৈয়া ॥ এই কথো দূরে বৃন্দা-
দেবী এ নির্জ্জনে । দৌহে মিলাইতে যুক্তি বিচারয়ে মনে ॥
দৌহে মিলাইয়া সখী সহ স্নেহে ভাসে । এ হেন বৃন্দার গুণ
কেবা না প্রকাশে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৩১ শ্লোকঃ ॥

প্রতিনবনকুঞ্জং প্রেমপূরণে পূর্ণা

প্রচুরসুখভিপ্লবৈর্ভূষয়িত্বা ক্রমেণ ।

প্রয়াতি বত বৃন্দা তত্র নীলোৎসবঃ যা

প্রিয়গণবৃত্তরাধাকৃষ্ণমোস্তাং প্রপদ্যে ॥

এ সাহসিকুণ্ড সখী কৃষ্ণে এই থানে । জন্মাইয়া সাহস
মিলায় রাই সনে ॥ এথা বৃক্ষ ডালে রচি বিচিত্র হিড়োর ।
ঝুলে রাই কাণু সখীসহ স্নেহে ভোর ॥ এই মুক্তাকুণ্ড এথা
নন্দের কুয়ার । মুক্তাক্ষেত কৈল হৈল কোতুক অপার ॥ অহে
শ্রীনিবাস এই অক্রুরের স্থান । কহিতে তাহার কথা বিদরে
পরাণ ॥ গধুরা হইতে কংসপ্রেরিত অক্রুর । রাঘবকৃষ্ণ
লইয়া যাইবেন মধুপুর ॥ এ হেতু আসিয়া এথা চিন্তে মনে
মনে । কৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন দেখে এই থানে ॥ প্রেমেতে বিহ্বল
এথা হইলা অক্রুর । অক্রুরের স্থান এই লোকে কহে ক্রুর ॥
দেখহ যোগিয়া স্থান উদ্ধব এখানে । কহিলেন যোগকথা
বিবিধ বিদানে ॥ উদ্যোগিয়াস্থান এই উদ্ধব এখায় । গোপী-
ক্রিয়া দেখি মন্য মানে আপনায় ॥ এই ঠাই উদ্ধব নন্দাদি
প্রবোধিলা । দেখিয়া অদ্ভুত ভাব অধৈর্য্য হইলা ॥ কখনোদিস

উদ্ধব ছিলেন এইখানে । সৰ্ব্ব কার্য্যসিদ্ধ হয় এ স্থান দৰ্শনে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৯ শ্লোকঃ ॥

পূৰ্ণঃ প্রেমরসৈঃ সদা মুররিপোদাসঃ সখাচ প্রিয়ং

স্বপ্রাণান্বদতোহপি তৎপদযুগং হিত্বেহ মাগান্ দশ ।

প্রীত্যা যো নিবসন্তদীয়কথয়া গোষ্ঠং মুহুর্জীবয়-

ত্যায়াতং কিল পশ্য কৃষ্ণমিতি তং মূৰ্দ্ধ্না বহাম্যুদ্ধবং ॥

অহে ক্রীনিবাস সখাসহ কৃষ্ণ এথা । নিচারয়ে গোচারণে
যাইবেন যথা ॥ এ সব গোশালা স্থান দেখে ক্রীনিবাস । এথা
গোপগণ সহ কৃষ্ণের বিলাস ॥ স্তবলাদি সহ কৃষ্ণ উল্লাসিত-
চিত্তে । অতিশয় শোভা এই বিপিন যাইতে ॥

গীতে যথা । ধানাক্রীঃ ॥

আজু পিপিনে আওত কাণ, মুরতি মুরত কুসমবাণ, যমু
জলধর রুচির অঙ্গ, ভঙ্গি নটবর সোহনী । জৈষত হাসিত বয়ান-
চন্দ, তরুণি নয়ন নয়ন কন্দ, গিন্স অধরে মুরলি ধূলি, ত্রিভু-
বন মনমোহিনী ॥ কুসুম মিলিত চিকুর পুঞ্জ, চৌদিকে ভ্রমরা
ভ্রমরী গুঞ্জ, পিঞ্জ নিচয় রচিত মুকুট, মকরকুণ্ডল দোলনী ।
চঞ্চলনয়ন খঞ্জন যোর, সঘনে খাওত শ্রবণ ওর, গীম সোহত
রতন রাজ, মোতিমহার শোলনী ॥ কটি পাত পট কিঙ্করী
রাজ, মদগতি জিতি কুঞ্জর রাজ, জামুলস্থিত কদম্বমাল, মত্ত
মধুকর ভোরণী । অরুণ বরণ চরণ কঞ্জ, তরুণ তরুণি কিরণ
গঞ্জ, গোবিন্দদাস হৃদয় রঞ্জ, মঞ্জু মঞ্জীর বোলনী ॥

দেখহ গোবৎস বন্ধনের শঙ্কুগণ । পূজে ব্রজস্রী অন্যাপি
করিয়া যতন ॥ নন্দাশ্রমে কৃষ্ণলীলাস্থান বহু হয় । যথা যে
বিলাস তা কহিতে সাধ্য নয় ॥ এই পরিক্রমাপথ দক্ষিণ

বামেতে । কৃষ্ণলীলাস্থান বহু কে পারে কহিতে ॥ নন্দীশ্বর
চতুষ্পার্শ্বে দেখি কথো স্থান । পুন এই পথে আগে করিব
পয়ান ॥ এত কহি চলিলেন নন্দগ্রাম হৈতে । বাঢ়য়ে আনন্দ
চাহিতেই চারিভিতে ॥ শ্রীনিবাসে কহে এ শোভার নাহি
ওর । নন্দীশ্বর বায়ুকোণে দেখ গেছুখোর ॥ এই গেছুখোরে
গেছু লইয়া উল্লাসে । সখা সহ রামকৃষ্ণ মত্ত খেলা রসে ॥
এই দেখ কদম্বকানন শোভাময় । এথা বলরাম নানা রঙ্গে
বিলসয় ॥ এই থানে বলদেব করিলা শয়ন । কৃষ্ণ করিলেন
তাঁর পাদসম্বাহন ॥

তথাহি পূর্নগোপালচম্পূ দ্বাদশপূরণে ৪৮ গীতং ॥

রমতে রামং পরিতঃ কৃষ্ণঃ, সখীগণগীতগুণেষু সতৃষ্ণঃ ।

অনুগায়তি পিকষট্পদগানং, পরিজল্পতি শুকহংসসমানং ॥

এবং চক্রচকোর বকাদি, অনুরোতি স্ফুটহাসবিবাদি । দ্বীপি-
মুখার্চিতভোতিপশূনাং, রুতিমিব সৃজতি ভয়ায় শিশূনাং ॥
পক্ষিমুগাদিকমহবহবচনং, বিরচিতনামভিরাহচ সকলং ।
ভ্রমতি সখা যদি তস্মিন্ কোহপি, কর্ষতি বিহসনপ্রণয়মুতাপি ॥
দূরগপশুমাহুয়তিচ নান্না, কৃতগোগোপমনোরমসান্না । গব্যা-
হৃতৌ শিখিনাং হুতিঃ, জাতা যদসৌ ঘনরুতিভূতিঃ ॥ ব্যতি-
যুজ্ঞানো ভ্রাত্ৰা স্বকরং, শংসতি হসতি সখীহিতনিকরং ।
সখিভির্বিশ্রময়ন্নমার্ধ্যং, প্রণয়তি তৎপদলালনকার্য্যং ॥ স্তল-
লিতপল্লবতল্লবিধানঃ, স্তম্ভদূরুশ্চিরমূর্দ্ধানিধানঃ । কেলিশ্রমমমু-
হতশয়নেহঃ, পুণ্যতমৈরূপবীজিতদেহঃ ॥ অত্রচ কৈরপি
লালিতচরণঃ, অস্ত্রভূখ্যাদপরিচরণঃ । যঃ স্নিগ্ধানাং গান-
বিনোদৈঃ, নিদ্রামিতবান্ স্বরকৃতমোটৈঃ ॥ স্বরতাং তমঃ

কিমপি মনস্, সময়ঃ সহজে নানাবস্থাঃ । বয়মিহ কেবা
লুক্মন্যাঃ, লুকা যস্মিন্ শুকমুখধন্যাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকঃ ॥

কচিং ক্রীড়াপরিশ্রান্তঃ গোপোঃসঙ্গোপবহ্নং ।

স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যাঁষাং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥

এই গুপ্তকুণ্ড এথা গুপ্তে নানারঙ্গ । ভ্রময়ে কাননে কৃষ্ণ-
সুবলাদি সঙ্গ ॥ ঐ দেখে মেহেরান গ্রামে সবে জানে । অতি-
নন্দগোপের গোশালা ঐ খানে ॥ অহে শ্রীনিবাস আর এই
রম্যস্থান । এই দেখে যাওগ্রাম যাবট আখ্যান ॥ যাবটগ্রামেতে
বিলাসের স্থান যত । সে অতি আশ্চর্য্য তাহা কে কহিবে
কত ॥ দেখে অভিমন্যুর আশ্রয় এই খানে । এথা বিলসয়ে রাই
সখীগণ সনে ॥ অভিমন্যু শ্রীযোগমায়ার প্রভাবেতে । রাধিকা
কা কথা ছায়া না পায় স্পর্শিতে ॥ অভিমন্যু রহে নিজ গো-
গোপ সমাজে । জটিল কুটিল সदा রহে গৃহকায়ে ॥ সখী
সুচতুরা কৃষ্ণে আনিয়া এথায় । দৌহার বিলাস দেখে উল্লাস
হিমায় ॥ জটিল কুটিল অভিমন্যু ভাঁড়াইয়া । বিলসে
কৌতুকে কৃষ্ণ এথাই আসিয়া ॥ মুখরা নাতিনী এথা দেখিয়া
উল্লাসে । জটিলার প্রতি কত কহে মূঢ় ভাষে ॥ এই খানে
কুটিল হইয়া মহাধ্বংস । রাধিকায় দুঃখিত করয়ে পরামর্শ ॥
ঐ পথে রাধিকা চলেন সূর্যালয়ে । কদম্বকাননে রহি কৃষ্ণ
নিরিখয়ে ॥ পথে আসি রাধিকার বস্ত্র আকর্ষয় । রাই কাণে
দৌহার কৌতুক অভিশয় ॥

সুখমালা গীতাবল্যাং যথা ।

বানাস্ত্রীঃ । ৬৩৬ পৃং । ১—৬ ।

ন কুরু কদম্বনগত্রে সরগ্যাং । মানবলোক্য সত্যীশসরগ্যাং ॥
চঞ্চল মুঞ্চ পটাকল ভাগং । করবাণাধুনা ভাস্কর জাগং ॥
ঐ ॥ ন রচয় গোকুলবীর বিলম্বং । বিদধে বিধুমুখ বিনতি
কদম্বং ॥ রহসি বিভেদি বিলোলদৃগম্বং । বীক্য সনাতন
দেব ভগম্বং ॥

এই কৃষ্ণকুণ্ড বটরক্ষাদি বেষ্টিত । এথা শ্রীকৃষ্ণের লীলা
অতি স্থললিত ॥ এই যুক্তাকুণ্ড গ্রীষ্মসময়ে এথায় । মুক্তা-
ময় ভূষা সখী রাইরে পরায় ॥ এ পীবনকুণ্ড নদী কদম্ব-
কাননে । সুখে রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে সখীগনে ॥ পরম কোতুকী
কৃষ্ণ সখীপ্ত পাইয়া । রাধিকা অধর হুধা পিয়ে মত্ত হৈয়া
এই যে লাড়িলীকুণ্ড ললিতা এথায় । সঙ্গোপনে রাই কাণু
মিলন করায় ॥ দেখহ নারদকুণ্ড অহে শ্রীনিবাস । এথা
জ্ঞান কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥ এই থানে মূনি রাধিকারে
বর দিল । হইল অমৃতহস্তা সবেই জানিল ॥ শ্রীরাধিকা
এথা দাঁড়াইয়া সখী সনে । দেখেন শ্রীকৃষ্ণ যবে যান গোচা-
রণে ॥ সখাগগ সঙ্গ রঙ্গে বেণু বাজাইয়া । গোচারণে যান
কৃষ্ণ এই পথ দিয়া ॥ ভুবনমোহন কৃষ্ণ গোগোপ অধ্যেতে
রাই নেত্রে নেত্র সমর্পয়ে অলঙ্কিতে ॥

গীতে যথা ।

লসন্ত অতি, প্রচণ্ড প্রতাপ, ধেনু ভুবন বন্দিত ইয়া ।
চঞ্চল খুররেণু, গত দিবি দেব, বৃন্দনন্দিত ইয়া ॥ আয়ত বন

প্রপন্ন রঞ্জন, গমন মঞ্জু কুঞ্জর গঞ্জন, যুততর তমু স্ফটিকনা-
 জ্ঞন, নৃত্যত দৃগ, নবীন খঞ্জন, কাগিনীগণ ধৈর্য্য বিভঞ্জন; গোপ
 মধ্য বিলসত ইয়া । বিকসিত শ্বেত সরোজ কানন, বিজয় স্বচ্ছ
 ঝলকতাননা, মঞ্জু অলকাবলি অলি সম, শ্যামরঙ্গ তরলিত
 ইয়া । তা তা থিরী মিরী কিটি ঝিক্ ঝিক্, ঝাঙ্কিটি তা ঝুক,
 ঝুক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্, তেনাতি আই আইয়া । আইয়া শ্যামঘন
 স্বর্ণিত ইয়া ॥ ধ্রু ॥ বাজত যন্ত্র, স্ফগান স্ফুটতি, সুরযুক্ত মধুরিম
 ছন্দয়া । বংশীধ্বনি শুনি, রাধিকা গৃহ তেজে, সহ সখীবৃন্দয়া ।
 ললিত নটবর, বেশ নিরখত, নয়ন অনিমিত্ত নন্দয়া । প্রবল
 মনসিজ, অঙ্গ থর হর, কম্প গতি অতি মন্দয়া ॥ তা তা
 তাকুট, তাকুট নাকুট, তাকু থৈ তা, থৈ থৈ দিগ তা, থৈতা,
 তা তা কিটিক্, থো দি কিটি তক্, থুমা ক্রমকট ঝাঁ ঝাঁ
 কিটিঝক্, ঝাঙ্কণা ঝাঙ্কণা কৃণা কৃণা । মিলত দৃগন্তে, কলিত
 দৌ অন্তর, কো জানত অদ্ভুত লগণা ॥ কোতুক অধিক,
 হোত ব্রজবীধন, শোভা দিঙ্কু শ্যামঘন মগনা । বিলসত শ্যাম-
 ঘন মগনা । দিগ দিগ থৈ থৈ থৈ থৈ থৈতা, ধিধি কট ধিধি
 কট তি, আই আইয়া । ঝাঁ কিন কিন ঝাঁ, কিন কিন কিন
 ঝাঁ, ঝাঁ কিন কিন ঝাঁ, ঝাঁ ঝাঁঙ্কণা ঝাঁঙ্কণা কৃণা কৃণা কৃণা ॥

অহে ঐনিবাপ এই যাবট গ্রামেতে । রাধিকারে মিলে

কৃষ্ণ অতি কোতুকেতে ॥ ননদ কুটিল খাস জটিল
 রাধার । লখিতে না পারে কৃষ্ণ চাতুর্য্য অপার ॥ কহিতে কি
 সে সকল স্থখের নাই অন্ত । বিবিধ প্রকারে আনন্দদরে
 ভাগ্যবন্ত ॥

গীতে যথা ॥ কচিদপি সময়ে যথা রাগ ।

নাগুর বর বর, বরজ ধৃতিহর, হরষ হিয়া পিয়া রসভরে ।
কুসুম সজ্জ করি, মালিনাবেশ ধরি, যাবটপুর পরবেশ করে ॥
আপনি আপনারে, হেরিয়া বারে বারে, বসনে ঝাঁপি মুখ
বিহসিয়া । অতি মধুরস্বরে, কহয়ে ঘরে ঘরে, কে লিবে হার
আইস লহসিয়া ॥ কোকিল যিনি বাণী, শুনিয়া বিনো-
দিনী, বিশাখা সখী সঞে কহে কথা । অপূর্ব হার হবে,
পাছে বা কেহো লিবে, তুরিতে মালিনীরে আন এথা ॥
বিশাখা শুনি বাণী, পরম সুখ মানি, মালিনী প্রতি কহে হের
আইস । ফিরায়া মালিনীরে, লইয়া আসে ঘরে, আদরে
কহে এই থানে বৈস ॥ মালিনী পানে চায়া, রাধিকা চলে
ধায়া, আনন্দ পায়া মনে মনে ভাবে । এক্রপ এ মালিনে, না
দেখি কোন থানে, বুঝি এ সুরপুর বাসী হবে ॥ এমতি চিতে
বাসি, মালিনী কাছে বসি, কহয়ে তুয়া হার দেখি ওহে ।
শুনি দেখায় হার, উপমা নাহি যার, শোভায়ে সবাকার মন
মোহে । রাধিকা রসবতী, মদনভরে অতি, পীড়িত পুন পুল-
কিত হিয়া । চাহিয়া হার পানে, বিচার করে মনে, এক্রপ
গাথে মোর প্রাণপিয়া ॥ সুন্দরী থির নহে, মালিনী প্রতি
কহে, মনে করি প্রাণ দিয়ে তোরে ॥ শুণ কি কব আমি,
ধন্য ধন্য হে তুমি, মূল্য যে হয় তাহা কহ মোরে ॥ মালিনী
কহে শুন, না বলি পুন পুন, মিছা না কহি কভু কার কাছে ।
এ হার পরাইব, ও গজমতি লিব, মাজিলে যে দিবে তা লব
পাছে ॥ মালিনী প্রতি ধনি, কহয়ে প্রিয়বাণী, যে চাহি লেহ
তাহা নিজ বলে । শুনিয়া রসে ভাসি, ঈষত হাসি হাসি,

পরান হার রাধিকার গলে ॥ কত যতন করি, কুচির কুচঙ্গির,
উপরে সাজাইয়া করে ঝাঁপে । মালিনী পরশিতে, উল্লাস
বাসি চিত্রে, অমনি ধনি থরহরি কাঁপে ॥ বুঝিয়া নরহরি,
যতেক সহচরী, রহয়ে দূরে হরষিত মন । নিভৃত মন্দিরেতে
না পারে থির হৈতে, অনঙ্গ রঙ্গে মাতে দুই জন ।

কচিচ্চ পৌরবী ॥

নাগরবর বরজশশী, নারী স্রবেশ ধরি বিহসি, রম্যেয় ভরে
বাঘট পুরে প্রবেশ করয়ে । যিনি সজল জলদ ঘটা, ললিত
প্রতি অঙ্গের ছটা, পহিরে বাস ভূষণ শোভা পরাণ হরয়ে ॥
রাধিকা তাঁরে নিরখি দূরে, বারেক আঁখি ফিরাইতে নারে,
কহয়ে নিজ সখীর প্রতি করেনে ধরিয়া । এ ধনি কোথা
হইতে আইলো, দেখহ রূপে করিল আলো, আনহ এথাই
ইহাঁরে অতি যতন করিয়া ॥ বিনোদিনীর বাকুলবাণী, শুনিয়া
সখী মরম জানি, সে ধনি যথা আইসে তথা ভুরিতে চলে ।
চতুর করি নিকটে গিয়া, মধুর তর বচন কৈয়া, হৈয়া হরষ
লৈয়া, তারে স্রব্রবেশে নিলয়ে ॥ আইসে পাশে উলাসে
ধনি, বসিয়া তারে রমণী মণি, আদরে কহে কখন আমি না
দেখি তোমারে । অশেষ স্রুথ পাইলু আজি, নিশ্চয় বলি কপট
ভেজি, কি কায়ে একা যাইছ, কোথা বলহ আমারে ॥
অমিয়া সম বচন শুনি, অধিক স্রুথে মগন ধনি, দরিদ্র জন
যেন পরম রতন পাইল । স্চাৰু চান্দ বদন পানে, চাহিয়া
কহে চাতুরী মনে, শুন গো যদি পুছিলে কিছু কহিতে
হইল ॥ অধিক সাধে মনের মত, শিথিলু বেশ রচনা যত,
করিলু শ্রম অশেষ তাহে হইয়া নবীন । সে সব প্রকাশি-

বার করে, ফিরিয়ে এই বরজ পুরে, গুণ বিচার করয়ে হেম
না পাইয়া প্রযোণা ॥ তাহাতে এক রমণী মোরে, কহিল সুখা
ফিরহ পুরে, এথা পরম চতুরা অভিমতুর ঘরণী । রূপে গুণে
কি হবেক রমা, জগতে কেহো নাহিক সগা, যাহার পদ পরশে
ধন্য মানয়ে ধরণী ॥ আছয়ে বহু নায়িকা এথা, কত না কব
তাদের কথা, তিলেক বশ করিয়া যারে রাখিতে নারয়ে । সে
শ্যাম শশী স্বঘর বর, নাহিক কেহো যাহার পর, তাহার
প্রেমে অদীন হৈয়া সতত ফিরয়ে ॥ যাহ সে খানে মানহ কথা,
গুণের পূজা হইলে তথা, এতেক শুনি অন্তরে অতি উল্লাস
হইলু । কি কব তুয়া আগে সে বাণী, আইলু তাঁর বচন মানি,
যে রূপ তেঁহো কহিল তাহা দেখিতে পাইলু ॥ এ বাণী শুনি
সুন্দরী রাই, অন্তরে অতি আনন্দ পাই, কহেন বেশ রচহ
ওগো আপন জানিয়া । পাইয়া অনুমতি স্তভাসে, উছাহে
উঠি বৈশয়ে পাশে, বেশের যত সামগ্রী দাগী দেওয়ে আনিয়া ।
যতনে ধনি ধৈর্য গরী, মধুর পৃষ্ঠ মাধুরী হেরি, রচয়ে বেণী
কণি নিরখি মুনিরে মোঘয়ে । পবন রসে হরষ হিয়া, নয়নে
চারু কাজর দিয়া, আচরে মুখ মোছয়ে সাধে অধিক সোহয়ে ॥
সুচারু টাঁপা পরায়া কানে, আপনা ধন্য করিয়া গানে, সো-
পিয়া সিঁথে সিন্দূর ভালে সূচিত্র রচয়ে । নাসায় দিয়া বেশর
খানি, দোলায়া কহে মধুর বাণী, উপমা নাহি মদন ইথে
মুরছে নিচয়ে । চিবুকে চারু কস্তুরী বিন্দু, দিতে উথলে
আনন্দসিন্ধু, তা দেখে দুবে নির্মিত আঁখি ফরাতে নারয়ে ।
পরশি কুচ রুচির তর, কাচুলি দিতে অখির কর, ভূধরধর
স্থিতি বেশ না ধরিতে পারয়ে ॥ অতুল তনু সঘনে কাঁপে,

হুতনে মুখ ও মুখে ঝাঁপে, তা দেগি সখী কাহে চিবুকে অঙ্গুলি
ধরিয়া । ইকি বিষম না শুনি কানে, রমণী হৈয়া রমণী সনে,
এরূপ ক্রিয়া করহ ওগো কিরূপ করিয়া ॥ অপূর্ব বেশ রচিলে
ভূমি, কি কব নিজ সখীরে আমি, না বুঝি যারে তারে আপন
করিয়া জানয়ে । ভাল যে কেহ নাহিক এধা, নহে এ অতি
লাজের কথা, কারে কব এ দুঃখ নিষেধ কভু না মানয়ে ॥
শুনিয়া স্মিতনদনী রাই, লজ্জিত শ্যাম পানেতে চাই, কহয়ে
ওহে চপল ইথে কেবা না হাসিবে । নাগর কহে কর উচিত,
বাঁধহ ভুজ পাশে তুরিত, তব সে ঘনশ্যাম অখের সাগরে
ভাসিবে ॥

কচিচ্চ গৌরী ॥

শ্যাম স্ননাগর বর অথকারি, কুন্দলতা সহ যুগতি নিচারি,
অপরূপ নারী বেশ ধরে রাই দরশন আশে হরষ হৈয়া ।
যশোদা প্রেমিত কুন্দলতা সতী, যাবটেতে চলে অতুলিত
গতি, তা সহ স্তম্ভর চলে চারু করে খারি করি কিছু সামগ্রী
লৈয়া ॥ প্রবেশি যাবটে জটিলার পায়, প্রণময়ে হেরি হরষ
হিয়ায়, হাতে ধরি অভিমন্যুর, জননী কহে কত ভাঁতি মধুর
কথা । কুন্দলতা তহি চাতুরি প্রকাশি, সামগ্রী দেখায়া
নিকটেতে বসি, যশোমতি বাণী কৈয়া অনুমতি পাইয়া চলে
রাই বিলসে যথা ॥ রসবতী অতি আনন্দ হইয়া, হাসি কুন্দ-
লতা পানেতে চাহিয়া, কত কত মতে কোঁতুকেতে পাশে
বৈসায়য়ে সাধে ধরিয়া হাতে । প্রাণ পিয়া কথা পুছিয়া যতনে,
পুন কহে রাই চাহিয়া তা পানে, এ নব রঙ্গিণী কোথাতে

পাইলে কেন বা আইস তোমার সাথে ॥ শুনি কুন্দলতা আন-
ন্দোক্তভাসি, কহে আগাদের, পড়স নিবাসি, এ নবীমা বধু
অধিক সাধের, পাছে পরিচয় দিব যে আমি । মোর মুখে শুনি
তুয়া গুণকথা, নিকি সাধ করে আসিনারে এথা, দেহি বিয়া-
কূল আনিলাম আজি, নিজ জন সম জানিব তুমি ॥ বহু গুণে
বিহি গড়িল ইগারে, জগতে উপমা দিব বা কাহারে, সদা
থাকে অতি গোপনে, আপন কাষে বিচক্ষণা চরিত চারু । কি
কহিব আর চাতুরীর কথা, পরশিতে নাশে দেহাদির বেধা,
সুখময়ী তুয়া সখীগণ মাঝে হেন যত্নকর নাহিক কারু ॥ শুনি
বিনোদিনী উলসিত চিত্তে, মনে হৈল তনু পরশ করাইতে,
বুঝি কুন্দলতা শ্যামাবধু প্রতি, কহে ভঙ্গি করি ঈষত হাসি ।
সফল হল যে মনে ছিল সাধা, আপন করিয়া নিল তোহে
রাধা, তাহে চারু কর কমলে চরণ চাপিয়া সিক্তহ অমিয়া
রাশি ॥ শুনি বাণী মনে মানি মহাস্বথ, আঁখিভরি হেরি সুধা-
মাখা মুখ, পালঙ্কের পাশে বসি হাসে যত্ন, চরণপরশে রসের
ভরে । চক্কি চঞ্চল কাঁপে রাইতনু, বাতাতুর হেমলতা
তড়িৎ যনু, অনুপম গুণ প্রকাশি হাসিয়া শ্যাম শশী ধির
হইতে নারে ॥ অপরূপ ছুঁ ছুঁ হ মনলোভা, প্রেমরঙ্গে বহু
বাতে ছুঁ ছুঁ শোভা, ভঙ্গ নহে নব আলিঙ্গন, ঘন চুস্বন বিপুল
পুলক অঙ্গে । দূরে সখীগণ মনে মহাস্বথে, বিহসি বসনে
ঝাপি রহে মুখ, আঁখি কোণে ঠারা ঠারি করি, পরিহাস করে
কুন্দলতার সঙ্গে ॥ সময় জানিয়া পুন কুন্দলতা, হাসি বিনো-
দিনী পাশে আসি তথা, হেরি শ্যাম পানে রাই প্রতি কহে,
একি বিপরীত করিলা তুমি । বধু আলিঙ্গিলে বজ্রুর ভাণে,

না জানি যে ও কি করিবেক মনে, এমতি যদি তুয়া জিয়া
জানিতু, তবে না ইহাঁরে আনিতু আমি ॥ রাই রঙ্গে কহে
নতমুখী হৈয়া, বুঝিলাম লাজে তিনাজলি দিয়া, এইরূপ বেশ
বনাইয়া নিজ, দেয়রে লইয়া বিলস নিতি । এত দিন ইহা
গোপনে আছিল, যে সে হউক্ এবে প্রকাশ হইল, এমতি
দোহে কহে কত, তা শুনি ঘনশ্যাম মন মগন অতি ॥

পুনঃ । গোবী ।

শ্যাম স্নানাগর, রমের সাগর, গর গর রাই দরশ আশে ।
চন্দ্রোদয় হেরি, দ্বিজবেশ ধরি, চলিলা যাবটে জটীলা
পাশে ॥ দেখি দ্বিজবর, জুড়ি ছুই কর, প্রণমিয়া তারে জটীলা
কহে । আজু ধন্যমানি, শুনি তুয়া বাণী, গোল কেনে
আইলা গোপের গৃহে ॥ শুনি দ্বিজরাজ, কহে আছে কাজ,
চন্দ্র পূজি আজি কিছু না খাইনু । তুয়া বধু খানি, পতিব্রতা
জানি, তাঁর হাতে কিছু লইতে আইনু ॥ জটীলা শুনিয়া,
আনন্দিত হৈয়া, বিশাখারে কহে মধুর বাণী । রাধা আছে
বধা লৈয়া যাহ তথা, যে চান তা দিবে স্নকৃতি মানি ॥
করষোড় করি, চরণেতে ধরি, আশীর্বাদ নিতে কহিবে
তারে । অমঙ্গল যাবে, মঙ্গল হইবে, ধেনুধন এই দ্বিজের
বরে ॥ এতেক শুনিয়া, দ্বিজে সঙ্গে লইয়া, আইলেন যথা
রমণী গণি । শাস্ত্রী বচন, কৈল নিবেদন, পরম আনন্দ
পাইলা শুনি ॥ অপূর্ব আসনে, বসাইয়া ব্রাহ্মণে, প্রণমি
বিনয় বচন কৈয়া । দধি দুগ্ধ যত, আদি যত যত, আনি

নিকটে যতন পায়া ॥ দ্বিজ বেরি বেরি, রাই পানে হেরি,
 বিশাখারে কহে শুনহ সখি । নিতি নানা ছান্দে, পূজিয়ে
 যে চান্দে, সে চান্দ ইহঁর বদনে দেখি ॥ পাইলু সমীপে,
 উপেক্ষি কিরূপে, আগে সুধাপান করিতে হৈল । এত কহি
 হাসি, প্রেমরসে ভাসি, রায় মুখশশি চুষন কৈল ॥ বিনোদিনী
 কহে, ইকি কর অহে, ব্রাহ্মণ হইয়া এমন কেনে । দ্বিজ কহে
 ভুখ, খেল মন দুখ, সুখ পাই মুখ অমৃত পানে ॥ রোষে রস-
 বতী, বিশাখার প্রতি, কহে না বুঝি এ তোমার খেলা ।
 বিশাখিকা ভণে, জানিলাম মনে, অলৌকিক শাস্ত্রী বোর
 লীলা ॥ শুনি শশিমুখী, হাসে নত আখি, তা দেখি ঘনশ্যাম
 প্রিয় হাঁসি । রাইয়ে ক্রোড়ে করি, কাঁপে থরহরি, কিবা সে
 অনঙ্গ রঙ্গেতে ভাসি ॥

কি বলিব অহে শ্রীনিবাস নরোত্তম । ব্রহ্মার দুর্লভ কৃষ্ণ-
 লীলা মনোরম ॥ সর্ব ভাষা বিজ্ঞ কৃষ্ণ রসের মুরতি । কোকি-
 লাদি শব্দ উচ্চারিতে প্রাপ্ত অতি ॥ সংক্লেত প্রযুক্ত মিলে
 অভিমন্যাগয়ে । দৈবযোগে কোন দিন মিলন না হয়ে ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ॥

সংক্লেতীকৃত কোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ক্বতো

দ্বারোন্মোচন লোলশঙ্খবলয়কাণং মুহুঃ শৃণুতঃ ।

কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতী বাক্যেন দূনাঙ্গনো

রাধাপ্রাঙ্গণকোণ কোলিবিটপী ক্রোড়ে গতা সর্বরী ॥

কৃষ্ণ মহা কৌতুকী পরমানন্দময় । ক্রোকিল সৌভাগ্য
 হেঁতু সে শব্দে মিলয় ॥ যাবটের পশ্চিমে এ বঁদ মনোহর ।

লক্ষ লক্ষ কোকিল কুহরে নিরন্তর ॥ এক দিন কৃষ্ণ এই
বনেতে আসিয়া । কোকিল সদৃশ শব্দ করে হর্ষ হৈয়া ॥
সকল কোকিল হৈতে শব্দ সুমধুর । যে শুনে বারেক তার
ধৈর্য যায় দূর ॥ জটিল। কহয়ে বিশাখারে প্রিয় বাণী । কোকি-
লের শব্দ এঁছে কভু নাহি শুনি ॥ বিশাখা কহয়ে এই মো
সভার মনে । যদি কহ এ কোকিলে দোষ গিয়া বনে ॥ বৃদ্ধা
কহে যাও শুনি উল্লাস অশেষ । রাই সখী সহ বনে করিলা
প্রবেশ ॥ হৈল মহাকৌতুক স্রুথের সীমা নাই । সকলেই
আসিয়া মিলিলা এক ঠাই ॥ কোকিলের শব্দ কৃষ্ণ মিলে
রাধিকারে । এ হেতু কোকিলাবন কহয়ে ইহারে ॥ অহে
শ্রীনিবাস দেখ অঁজনক গ্রাম । এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস
অনুপম ॥ শ্রীরাধিকা নিজবেশ করয়ে নির্জনে । হইলা ভূষিত
নানা রত্নাদি ভূষণে ॥ কেশবক্লনাদি করি অঞ্জন পরিতে ।
অকস্মাৎ বংশীধ্বনি প্রবেশে কর্ণেতে ॥ সেই ক্ষণে শ্রীরাধিকা
সখীগণ সঙ্গে । এথা আসি কৃষ্ণ মিলিলেন মহারঙ্গে ॥ আঙু-
সরি আনি কৃষ্ণ বিহ্বল হইলা । বৃন্দানিরচিত পুষ্পাগনে বসা-
ইলা ॥ দেখে অঙ্গ শোভা নেত্রে না দেখে অঞ্জন । জিজ্ঞা-
সিতে বৃত্তান্ত কহিলা সখীগণ ॥ রমের আবেশে কৃষ্ণ অঞ্জন
লইয়া । দিলেন রাধিকা নেত্রে মহা হর্ষ হৈয়া ॥ অঞ্জনের ছলে
নানা পরিহাস কৈল । এ হেতু এ স্থান নাম অঁজনক হৈল ॥
এই বিদ্যুৎহারি গ্রাম বিজ্ঞো আরি কয় । এ গ্রাম প্রসঙ্গ শুনি
কেবা না দ্রবয় ॥ অহে শ্রীনিবাস ব্রজে অকুর আসিতে ।
হৈল এই ধ্বনি আইলা রামকৃষ্ণ নিতে ॥ রাত্রি বাস আনন্দে
করিয়া নন্দালায়ে । নন্দাদিক সহ প্রাতে মথুরা চলে ॥ ব্রজ

শূন্য হৈল রামকৃষ্ণের গমনে । কহিতে কি তাহা যে দেখিল
 সেই জানে ॥ কৃষ্ণের দেখিতে ধায় ব্রজাঙ্গনাগণ । নদীর
 প্রবাহ প্রায় বারয়ে নয়ন ॥ সে দশা দেখিতে দারু পাষণ
 বিদরে । লক্ষ লক্ষ মুখে তা বর্ণিতে কেহ নারে ॥ চতুর্দিকে
 ব্যাকুল কৃষ্ণের প্রিয়াগণ । এথা কৃষ্ণ রথেতে করিলা আরো-
 হণ ॥ কৃষ্ণমুখ পদ্মে গোপী নেত্র সমর্পিলা । হা হা প্রাণনাথ
 বলি মূচ্ছিত হইলা ॥ স্থির বিজুরির পুঞ্জ আকাশ হইতে ।
 বৈছে পড়ে তৈছে গোপী পড়ে পৃথিবীতে ॥ বিজুরির পুঞ্জ
 জ্ঞান হইল স্ভার । এই হেতু বিজোআরিনুনাম সে ইহার ॥
 পরশো নাম গ্রাম এই দেখহ অগ্রেতে । পরশো নাম হৈল
 বৈছে কহি সঙ্ক্ষেপেতে ॥ রথে চড়ি কৃষ্ণ মথুরায় যাত্রা কৈলা
 গোপিকার দশা দেখি ব্যাকুল হইলা ॥ লোকদ্বারে কহিলেন
 শপথ থাইয়া । কালি পরশ্বের মধ্যে মিলিব আসিয়া ॥ এ
 হেতু পরশোনাম হইল ইহার । কহিতে না জানি বৈছে চেষ্টা
 গোপিকার ॥ পরশো নিকট এই শী নামেতে গ্রাম । সঙ্ক্ষেপে
 কহিয়ে বৈছে হইল শী নাম ॥ এথা কৃষ্ণচন্দ্র ধৈর্য্য ধরিতে
 না পারে । গোপিকার দশা দেখি কহে বারে বারে ॥ মথুরা
 হইতে শীঘ্র করিব গমন । এই হেতু শীঘ্র শী কহয়ে সর্বজন ॥
 রথে চড়ি কৃষ্ণচন্দ্র চলে মথুরায় । কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ হৈলা
 মৃত্যু প্রায় ॥ অসংখ্য গোপীর নেত্র অঙ্গন সহিতে । নেত্র
 অশ্রু বুক বাহি পড়ে পৃথিবীতে ॥ একত্র হইয়া জল চলে
 নদী পারা । সবে কহে এই হয় যমুনার ধারা ॥ এই গোপি-
 কার প্রেম অশ্রুময় স্থান । অহে শ্রীনিবাস এ দেখয়ে ভাগ্য-

যান ॥ দেখ এই কামাই করাল গ্রাম হয় । কামাই গ্রামেতে
 বিশাখার জন্ম হয় ॥ ললিতার স্থান এই করাল গ্রামেতে ।
 সুধোণী গ্রামেও বাস বিদিত ব্রজেতে ॥ এই করল গ্রামেতে
 চন্দ্রাবলী স্থিতি । করালার পুত্র গোবর্দ্ধন যার পতি । চন্দ্র-
 ভানু পিতা ইন্দুমতী মাতা যার । চন্দ্রাবলী হন জ্যেষ্ঠ ভগ্নী
 রাধিকার ॥ শ্রীচন্দ্রাবলীর পিতা পঞ্চ সহোদর । সকলের
 জ্যেষ্ঠ বৃষভানু নৃপবর ॥ চন্দ্রভানু রত্নভানু স্বভানু শ্রীভানু ।
 ক্রমে এ পঞ্চের সূর্য্য সম তেজ যশু ॥ গোবর্দ্ধন মল্ল চন্দ্রা-
 বলীর সহিতে । সখীস্বলী গ্রামে কভু রহে করালতে ॥ পদ্মা
 আদি যুথেশ্বরী রহি এই ঠাই । বৃষ্ণে যৈছে মিলে সে কৌতুক
 অন্ত নাই ॥ ওই যে পিয়াসো গ্রামে কৃষ্ণে প্যাস * হৈল ।
 বলদেব আনিজল কৃষ্ণে পিয়াইল ॥ এ সাহার গ্রামে উপ-
 নন্দের বসতি । অধিক বয়স মন্ত্রণাতে বিজ্ঞ অতি ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১৬ শ্লোকঃ ॥

শ্বেতশ্মশ্রু ভরণে সুন্দরমুখঃ শ্যামঃ কৃতী মন্ত্রণা

ভিজ্জঃ সংসদি সন্ততং ব্রজপতেঃ কুর্কব্ধং স্থিতিং যোহচ্ছিতঃ ।

স্বপ্রাণার্কবুদখণ্ডনৈর্মুরভিদং ভ্রাতুঃ স্ততং তোষয়েৎ

সাহারে নিবসন্ স গোষ্ঠমবতাম্মোপনন্দঃ সদা ॥

উপনন্দ গোপের অদ্ভুত স্নেহ প্রথা । যার পুত্র স্বভদ্র
 কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥ শ্রীনন্দের প্রিয় গুণ কহিল না হয় ।
 পরম পণ্ডিত কৃষ্ণে স্নেহ অতিশয় ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ১৭ শ্লোকঃ ॥

শ্যামঃ সূক্ষ্মগতির্বুবাতিমধুরোজ্যোতির্বিদ্যামগ্রণীঃ

পাণ্ডিত্যৈর্জিতগীষ্পপতিব্রজপতেঃ সৰ্বো কৃতাবস্থিতিঃ ।

কৃষ্ণং পালয়তীহ যঃ প্রিয়তয়া প্রাণানুদৈরপ্যলং

মল্লেনাপুপনন্দসুখমিহ তং প্রীত্যা শ্রুতদ্রং কুমঃ ॥

শ্রুতদ্রের ভার্য্যা কুন্দলতা নাম যার । কৃষ্ণ সে জীবন যেই
সখী রাধিকার ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৩২ শ্লোকঃ ॥

সখ্যেনালং পরমরুচিরা নশ্মভবোন রাধাং

পাকার্থং যা ব্রজপতিমহিষ্যাজ্জায়া সম্ময়ন্তী ।

প্রেম্মা শশ্বৎ পথি পথি হরেবর্ত্তয়া তর্পয়ন্তী

তুষ্যত্বতাং পরমিহ ভজে কুন্দপূর্ব্বাং লতাং তাং ॥

সাহার গ্রামেতে যে আনন্দ দিবা রাত্তি । তাহা বিবরিয়া
কহে কাহার শক্তি ॥ এই সাঁখি নামে গ্রাম দেখ এই খানে।
শঙ্খচূড় দুটে কৃষ্ণ বধিলা আপনে ॥ শঙ্খচূড় মাথে মণি ছিল
তাহা লৈয়া । বলদেব পাশে আসি দিলা হর্ষ হৈয়া ॥ এই
কথোদূর যথা ছিল। বলরাম । তখী রামকুণ্ড এবে রামতলাও
নাম ॥ বলদেব মণি মধুমঙ্গল দ্বারায় । রাধিকারে দিলা মহা-
কৌতুক তাহায় ॥ অহে জীনিবাস নরোত্তম এই খানে । কৌ-
তুকে বিহ্বল রাই সখীগণ সনে ॥ ছত্রবনে কৃষ্ণে রাজা করি
সখাগণ । রাজ আজ্ঞা বলে করে সর্ব্বত্র শাসন ॥ মধুমঙ্গলাদি
সবে প্রগল্ভ বচনে । কৃষ্ণের দোহাই দিয়া ফিরে বনে বনে ॥
মহারাজ ছত্রপতি নন্দের কুমার । তাঁর এ রাজ্যেতে নাই অন্য
অধিকার ॥ যদি কেহ পুষ্পচয়নেতে এথা আইসে । তবে দণ্ড
দিব তারে লৈয়া রাজা পাশে ॥ ললিতাদি সখী ক্রোধে কহে

বার বার । রাধিকার রাজ্যে কে করয়ে অধিকার ॥ ঐছে কত
 কহি ললিতাদি সখীগণ । রাধিকারে উমরাও কৈলা সেইক্ষণ ॥
 উমরাও যোগ্য সিংহাসনে বসি রাই । সখীগণ প্রতি কহে চতু-
 দিকে চাই । মোর রাজ্যে অধিকার করে যেই জন । পরাভব
 করি তারে আন এই ক্ষণ ॥ শুনি সজ্জ হৈয়া চলে যুদ্ধ করি-
 বারে । বন্দা বিনির্গত পুষ্পযষ্টি লৈয়া করে ॥ সহস্র সহস্র
 সখী চলে চারি ভিতে । স্বলাদি সখা তাহা দেখে দূর হৈতে ॥
 মধুমঙ্গলে নৈ না কহিয়া পলাইল । কোন সখী গিয়া মধুমঙ্গলে
 ধরিল ॥ পুষ্পমালা দিয়া হস্ত বন্ধন করিলা । উমরাও পাশে
 শীত্ৰ লইয়া আইলা ॥ দেখি মধুমঙ্গলে কহয়ে বার বার । কার
 রাজ্যে করাও তাহার অধিকার ॥ তোমা সব সহ দণ্ড দিব সে
 রাজারে । যেন ঐছে কৰ্ম্ম আর কভু নাহি করে ॥ শুনি মধু
 কহয়ে করিয়া মুণ্ড হেট । ঐছে দণ্ড কর যাতে ভরে মোর
 পেট ॥ উমরাও কহে এই পেটার্থি ব্রাহ্মণে । ছাড়ি দেহ
 যাউক রাজার সমিধান ॥ সখীগণ দিলা মধুমঙ্গলে ছাড়িয়া ।
 বন্ধন সহিত মধু চলিল ধাইয়া ॥ মহাদর্পে রাজা বসি রাজ-
 সিংহাসনে । মধুমঙ্গলেবে কহে ঐছে দশা কেনে ॥ বিমর্শ
 হইয়া মধু কহে বার বার । তোমাতে করিনু রাজা এই ফল
 তার ॥ তেহঁ উমরাও তাঁর প্রতাপ অপার । তুমি কি করিবে
 তাঁর রাজ্যে অধিকার ॥ যে কন্দর্প জগতের ধৈর্য্য ধন হরে ।
 সে কন্দর্প কাঁপে তাঁর নেত্র ভঙ্গিবারে ॥ তাহাতে মানহ তুমি
 আমার বচন । নিজাঙ্গ সমর্পি লেহ তাঁহার শরণ ॥ কৃষ্ণ কহে
 মধু যে কহিলা সন্দোপরি । তোমাতে বাঞ্চিল ছুঃখ সহিতে

না পারি ॥ মধু কহে তোমার মঙ্গল মাত্র চাই । অপমান হই-
 লেও কোন দুঃখ নাই ॥ এত কহি কৃষ্ণ হস্ত বরি আকর্ষণ ।
 রাধিকার নিকটে আইসে সেই ক্ষণ ॥ প্রাণনাথ গমন দেখিয়া
 স্তখে রাই । হইলেন অধৈর্য্য লজ্জার সীমা নাই ॥ উমরাও
 বেশ রাই ঘুচাইতে চায় । মথোকহে এই বেশে রহিবে এথায় ॥
 রাধিকার ঐছে বেশ কৃষ্ণ দেখি দূরে । হইলা অধৈর্য্য ধৈর্য্য
 ধরিতে না পারে ॥ কৃষ্ণচেক্টা দেখি মধু উল্লাস হিয়ায় ।
 রাধিকা সমীপে কৃষ্ণে আনিল ত্বরায় ॥ রাধিকা দক্ষিণ পাশে
 কৃষ্ণে বসাইল । কৃষ্ণ বামে রাই কি অদ্ভুত শোভা হৈল ॥
 রাধিকার প্রতি মধু কহে বার বার । এবে কৃষ্ণ দেহ রাজ্যে
 কর অধিকার ॥ কৃষ্ণ যে দিবেন এক আলিঙ্গন রত্ন । মে
 তোমার ভেট তা লইবে করি যত্ন ॥ শুনি মধু বচন ললিতা
 হাঁসি স্তখে । দিলেন মোদক মধুমঙ্গলের মুখে ॥ মধু কহে
 কৈলা দোষ বাঞ্ছিনা আমায় । ঐছে লক্ষ লড্ডু ভুঞ্জাইলে
 দোষ যায় ॥ এত কহি ভঙ্গি করি মোদক ভুঞ্জায় । মথী স্তবে-
 ষ্ঠিত দুহুঁ শোভা নিরীক্ষয়ে ॥ মোদক ভুঞ্জিয়া মাতা কনক
 ভাসে । বহু কার্য্য আছে বলি চলয়ে উল্লাসে ॥ উমরাও রাজা
 দৌড়ে নিকুঞ্জ ভবনে । করিলা প্রবেশ অতি উল্লাসিত মনে ॥
 স্নাত সমরে দোহে অশ্রুযুক্ত তৈলা । বিনয় কৌতুকে মথীশ্রম
 দূর কৈলা ॥ অহে শ্রীনিবাস রঙ্গ কহিতে কি আর । উমরাও
 নাম গ্রাম এ হেতু ইহার ॥

রুষভানু কিশোরীর প্রিয় অতিশয় । এই যে কিশোরী
 কুণ্ড সদা শোভায় ॥ দেখি এ অপূর্ণ বন মহাহর্ষ মনে ।

লোকনাথগোস্বামী ছিলেন এইখানে ॥ যে বৈরাগ্য তাঁর তা
 কহিতে অন্ত নাই । শ্রীরাধাবিনোদ কৃপা কৈলা এই ঠাই ॥
 ফল মূল শাক অন্ন যবে যে মিলয় । যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনো-
 দে সমর্পয় ॥ বর্গানীতাদিতে এই বৃক্ষ তলে বাস । সঙ্গে জীর্ণ-
 কাঁথা অতি জীর্ণ বহির্বাস ॥ আপনি হইতা সিন্ধু অতিবৃষ্টি
 নীরে । ঠাকুরে রাখিতা এই বৃক্ষের কোটরে ॥ অন্য সম-
 য়েতে জীর্ণ বোলায় লইয়া । রাখিতেন বক্ষে অতি উল্লসিত
 হিয়া ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা করিয়া স্মরণ । হইল ব্যাকুল
 এথা করিতা ক্রন্দন ॥ এছে কত কহি ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ।
 রাঘবপণ্ডিত নেত্র জলেই সাঁতারে ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম
 ধূলায় লোটায় । ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ভাসে নেত্রের ধারায় ॥ কত
 ক্ষণে শ্রীপণ্ডিত স্থস্থির হইয়া । দৌহে স্থির করি আগে চলে
 দৌহে লৈয়া ॥ পণ্ডিত কহয়ে নরীসেমরী এ গ্রাম । শ্যামরী
 কিম্বরী এ গ্রামের পূর্ব নাম ॥ রাধিকার মানভঙ্গ উপায় না
 দেখি এইখানে শ্রীকৃষ্ণ হইলা শ্যামাসখী ॥ (বীণাযন্ত্র বাজা-
 ইয়া আইলা এখায়) শ্রীরাধিকা কহে এ কিম্বরী সর্বধায় ॥
 শুনি বীণাবাদ্য রাই বিহ্বল হইলা । নিজ রত্নমালা তার গলে
 পরাইলা ॥ কিম্বরী কহয়ে মানরত্ন মোরে দেহ । অনুগ্রহ
 করিয়া আপন করি লেহ ॥ এ বাক্য শুনিয়া রাই মন্দ মন্দ
 হাসে । দূরে গেল মান মগ্ন হইলা উল্লাসে ॥ এইরূপে এ দুই
 গ্রামের নাম হয় । এথা এই দেবীর প্রভাব অতিশয় ॥ অহে
 শ্রীনিবাস আগে দেখ ছত্র বন । এইখানে হৈলা রাজা
 ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ কৃষ্ণ রাজা হৈলে কিছু দিনে পৌর্ণমাসী ।

রাধিকার অভিষেক কৈলা স্থখে ভাসি ॥ বৃন্দারণ্য-রাণী রাধা
রাধাস্থলী স্থানে । অভিষেকে যে রঙ্গ তা কহিতে কে জানে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬১ শ্লোকঃ ॥

সার্কিং মানসজাহ্নবী-মুখনদীদর্শনৈঃ সরসোৎকরৈঃ

সাবিত্র্যাদিমুরীকুলৈশ্চ নিতরাসাকাশবাণ্যা বিধোঃ ।

বৃন্দারণ্যবরেণ্যরাজ্যবিষয়ে শ্রীপৌর্ণমাসী মুদা

রাধাং যত্র দিষেচ দিপ্তত্ব স্তং সোন্মত্তরাধাস্থলী ॥

দেখহ খদিরবন বিদিত জগতে । বিষুলোক প্রাপ্তি এথা
গমন মাত্রেতে ॥

তথাহি আদিবाराहे ॥

সপ্তমস্ত বনং ভূমৌ খদিরং লোকবিশ্রুতং ।

তত্র গত্বা নরো ভদ্রে মম লোকং স গচ্ছতি ॥

অহে শ্রীনিবাস দেখ কৃষ্ণ এই খানে । সখা সহ নামা
খেলা খেলে গোচারণে ॥ দেখহ সঙ্গমকুণ্ড অতি মনোরম ।
কৃষ্ণ সহ গোপিকার এথা সুসঙ্গম ॥ পরম নির্জজন এথা স্থখে
লোকনাথ । মধ্যে মধ্যে রহিতেন ভৃগুর্ভের সাথ ॥ এই যে
কদম্বখণ্ডি শোভা মনোহর । এথা দ্রুত লীলা করে ব্রজেন্দ্র-
কুমার ॥ বকথরা গ্রাম এ যাবট সম্মিধানে । বকাসুরে কৃষ্ণ
বধিলেন এই খানে ॥ নেওছাক স্থান এই দেখ শ্রীনিবাস ।
এথা শ্রীকৃষ্ণের হয় ভোজন বিলাস ॥ ছাক শব্দে ভক্ষণ সামগ্রী
ব্রজে কয় । কৃষ্ণ ভুঞ্জিবেন তেঞি যশোদা প্রেরয় ॥ আর
যত গোপবালকের মাতাগণে । সব ভক্ষ্য দ্রব্য পাঠায়েন
এই বনে ॥ এই ভাণ্ডাগোর গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস । এথা শ্রী-

কৃষ্ণের অতি অদ্বুত বিলাস ॥ এবে গ্রাম নাম লোকে ভাদালি
কহয় । এ কুণ্ডের স্নানাদিতে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

ভাণ্ডাগোরমিতি খ্যাতং গুহমস্তি ততো মম ।

লভন্তে মনুজা ভূমিসিদ্ধিং তত্র ন সংশয়ঃ ॥

তত্র কুণ্ডং মহাভাগে দ্রুমগুল্লমতাবৃতং ।

তত্র স্নানং প্রকুব্বীত অহোরাত্রোষিতো নরঃ ।

লোকং বৈদ্যাধরং গহ্বা মোদতে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥

তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি ভূমিগুহং পরং মম ।

চতুর্বিংশতিদ্বাদশ্যাং মম ভক্তির্ব্যবস্থিতা ॥

অর্দ্ধরাত্রেষু শৃণুস্তি গীতং কণ্ঠস্থথাবহং ॥

এত কহি আর নানা স্থান দেখাইয়া । পুন নন্দীশ্বরে আ-
ইলা উল্লসিত হৈয়া ॥ নন্দাদি চরিত্র কিছু কহি ত্রিনিবাসে ।
দাঁড়াইলা ত্রিপাবন সরোবর পাশে ॥ সনাতন গোস্বামির
কুটীর দর্শনে । হইলা অধৈর্য্য অশ্রু বারয়ে নয়নে ॥ রাঘব
পণ্ডিত কহে ত্রিনিবাস প্রতি । কহি কিছু যৈছে গোস্বামির
এথা স্থিতি ॥ বৃন্দাবন হৈতে আসি এ নির্জজন বনে । প্রেমেতে
বিহ্বল সদা কৃষ্ণ আরাধনে ॥ সঙ্গোপনে রহে ভক্তগণের চেক্টা
নাই । কেহো না জানয়ে কে আছেয়ে এই ঠাই ॥ কৃষ্ণ গোপ
বালকের ছলে দুক্ল লৈয়া ॥ দাঁড়াইলা গোস্বামি সন্মুখে হর্ব
হৈয়া ॥ গোরক্ষক বেশ মাথে উষীষ শোভয় । দুক্ল ভাণ্ড
হাতে করি গোস্বামিরে কয় ॥ আছহ নির্জনে তোমা কেহো
নাহি জানে ! দেখিলাম তোমারে আসিয়া গোচারণে ॥ এই

দুগ্ধ পান কর আমার কথায় । লইয়া যাইব ভাণ্ড রাখিহ
 এথাযু ॥ কুটীরে রহিলে মো সভার সুখ হবে । ঐছে রহ ইথে
 ব্রজবাসী দুঃখ পাবে ॥ এত কহি গোপালের হইল গমন ।
 মুগ্ধ হৈয়া দুগ্ধপান কৈলা সনাতন ॥ দুগ্ধ পান মাত্রে প্রেম
 অধৈর্য্য হইলা । নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া বহুখেদ কৈলা ॥ অল-
 ক্ষিত প্রভু সনাতনে প্রবোধিলা । ব্রজবাসিদ্বারে এক কুটীর
 করাইলা ॥ ঐছে সনাতনের হইল বাসালয় । মধ্যে মধ্যে এথা
 শ্রীরূপের স্থিতি হয় ॥ এক দিন শ্রীরূপ গোস্বামী সনাতনে ।
 ভূজাইতে দুগ্ধাদি করিলেন মনে ॥ ঐছে মনে করি পুন
 সঙ্কোচিত হৈলা । শ্রীরূপের মনোবৃত্তি রাধিকা জানিলা ॥
 যত দুগ্ধ তণ্ডুল শর্করাদিক লৈয়া । গোপবালিকার ছলে
 আইলা হর্ষ হৈয়া ॥ রূপ প্রতি কহে স্বামী এই সব লেহ ।
 শীঘ্র পাক করি কৃষ্ণে সমর্পি ভুঞ্জহ ॥ মাতা মোর এই কথা
 কহিল কহিতে । কোনই সঙ্কোচ যেন নহে কভু চিতে ॥
 এক কহি ত্রীরাধিকা কোতুকে চলিলা । শ্রীরূপ গোস্বামী
 সুখে শীঘ্র পাক কৈলা ॥ কৃষ্ণে সমর্পিয়া শ্রীগোস্বামী সনা-
 তনে । করে পরিবেশন পরমানন্দ মনে ॥ সনাতন গোস্বামী
 সামগ্রী সুগন্ধিতে । না জানে কতক সুখ উপজয়ে চিতে ॥
 দুই এক গ্রাস মুখে দিয়া সনাতন । হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নহে
 নিবারণ ॥ সনাতন সামগ্রী বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিল । শ্রীরূপ ক্রমেতে
 সব বৃত্তান্ত কহিল ॥ শুনিয়া গোস্বামী নিষেধে বার বার ।
 ঐছে ভক্ষণ্য চেষ্টা না করিহ আর ॥ এত কহি শ্রীমহাপ্রসাদ
 সেবা কৈলা । শ্রীরূপ গোস্বামী অতি খেদযুক্ত হৈলা ॥ স্বপ্ন-

ছলে শ্রীরাধিকা দিয়া দরশন । প্রবোধিলা শ্রীরূপে জানিলা
 সনাতন ॥ অহে শ্রীনিবাস যৈছে শ্রীরূপের ধৈর্য্য । বৈষ্ণব-
 সগাজে ব্যক্ত হইল আশ্চর্য্য ॥ এক দিন রাধাকৃষ্ণ বিচ্ছেদ
 কথাত্তে । কান্দয়ে বৈষ্ণব মূর্ছাগত পৃথিবীতে ॥ অগ্নিশিখা
 প্রায় জলে রূপের হৃদয় । তথাপি বাহিরে কিছু প্রকাশ না
 হয় ॥ কারু দেহে শ্রীরূপের নিশ্বাস স্পর্শিল । অগ্নি দন্ধপ্রায়
 তার দেহে ত্রণ হৈল ॥ দেখিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার ।
 ঐছে শ্রীরূপের ক্রিয়া কহিতে কি আর ॥ কি কহিব যত সুখ
 এই নন্দীশ্বরে । এত কহি চলে গোস্বামির শ্রীকুটীরে ॥ তথা
 বিপ্র শ্রীগোপাল মিশ্র সূচরিত্র । সনাতন গোস্বামির পুরো-
 হিত পুত্র ॥ শ্রীসনাতনের শিষ্য সর্বাংশে সুন্দর । এ সবে
 দেখিতে তাঁর উল্লাস অন্তর ॥ শ্রীউদ্ধব দাস মাধবাদি যে যে
 ছিল । পরস্পর মিলি সবে মহা হর্ষ হৈলা ॥ ব্রজবাসিগণ
 অতি উল্লসিত মনে । ভঙ্গন সামগ্রী আনাইলা সেই ক্রমে ॥
 সে দিবস তথা মহা মহোৎসব হৈল । (নামসঙ্কীৰ্ত্তনে সবে
 রাত্রি গোড়াইল ॥) এ হেন অপূৰ্ণ কথা যে করে শ্রবণ ।
 অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥

শ্রীগোপাল দাস আদি যত বিজ্ঞবর । হইল সবার মহা-
 উল্লাস অন্তর ॥ শ্রীরাঘব দোঁহে লৈয়া রজনী প্রভাতে ।
 বিদায় হইয়া যলে পরিক্রমা পথে ॥ শ্রীপণ্ডিত শ্রীনিবাস
 নরোত্তমে কয় । আগে এই দেখহ বৈঠান গ্রাম হয় ॥ যবে
 যে করয়ে পরামর্ষ গোপগণ । এই থানে আসিয়া বৈসয়ে
 সর্বজন ॥ গোপগণ বৈসে এই হেতু এ বৈঠান । এবে
 লোকে কহে ছোট বড় দুই নাম ॥ ব্রজবাসিস্নেহে

বদ্ধ হৈয়া বর্ষ মনে । সনাতন গোস্বামী ছিলেন এই ধানে ॥
 যেক্রপে রহিল এথা সে চারু চরিত্র । কহিয়ে কিঞ্চিৎ যাতে
 জগৎ পবিত্র ॥ সনাতন গোস্বামী এ ব্রজবাসিগণে । নিরন্তর
 প্রাণের অধিক করি মানেন ॥ ব্রজপরিক্রমা যবে করেন
 গৌঁসাই । গ্রামে গ্রামে রহে সে স্তথের সীমা নাই ॥ এক
 গ্রামে রহি আর গ্রামে যবে যায় । গ্রামবাসী লোক গোস্বামির
 পাছে ধায় ॥ কিবা বাল বৃদ্ধ কেহ ধৈর্য্য নাহি মানেন । গোস্বা-
 মির বিচ্ছেদে কান্দয়ে সর্বজনে ॥ সনাতন গোস্বামীও ক্রন্দন
 করিয়া । নিজ নিজ গৃহে পাঠায়েন প্রবোধিয়া ॥ ক্রন্দন সম্বর
 সবে নিজ গৃহে গেলে । তণে সনাতন অন্য গ্রামে শীঘ্র চলে ॥
 যে গ্রামে যাইব সেই গ্রামবাসিগণ । দূরে হৈতে দেখে সনা-
 তনের গমন ॥ কিবা বাল বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষগণে । সবে কহে
 ঐ দেখ রূপসনাতনে ॥ ব্রজবাসিগণের অদ্ভুত স্নেহ হয় । রূপে
 দেখিলেও রূপ সনাতন কয় ॥ গ্রামিলোকগণ কেহ স্থির হৈতে
 নারে । আগুঁসরি চলে সনাতনে আনিবারে ॥ বহু রত্ন লভ্যে
 দরিদ্রের স্তথ যৈছে । সনাতন দর্শনে সবার স্তথ তৈছে ॥ অতি
 বৃদ্ধ বৃদ্ধ যত স্ত্রী পুরুষগণ । পুত্র ভাবে সনাতনে করয়ে
 লালন ॥ কেহ কহে অরে পুত্র মোসবে ভুনিয়া । কিরূপে
 আছিল কোথা মরি এ চিন্তিয়া ॥ ঐছে কহি সবে সনাতন-
 যুগ চাই । আপনা নির্মুগ্ধে মনে মহাস্তথ পাই ॥ স্ত্রী পুরুষ
 যুবা যার জন্ম সে গ্রামেতে । তা সবার ভ্রাতৃভাব বিহীন
 স্নেহেতে ॥ কেহ কহে ভ্রাতা তুমি আছিল কেমনে । বুঝি
 মো সবারে কড়ু না করিলা মনে ॥ কেনে ভ্রাতা মো সবারে

হইলা নির্দয় । ঐছে কত কহে নেত্রে অশ্রুধারা বয় ॥
 বালিকা বালক আসি চরণ স্পর্শিতে । করে নিবারণ সবে
 নারে নিবারিতে ॥ কিছু দূরে রহিয়া গ্রামের বধূগণ । সঙ্কো-
 চিত হৈয়া সবে করয়ে দর্শন ॥ অহে শ্রীনিবাস সনাতনের
 দর্শনে । প্রণামাদি ক্রিয়া কারু স্মৃতি নাই মনে ॥

গ্রামে প্রবেশিতে যে যে আইসে ধাইয়া । হস্তে ধরি লৈয়া
 চলে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া ॥ দিব্য বৃক্ষ তলে সবে মনের উল্লাসে ।
 সনাতনে বসাই বৈসয়ে চারি পাশে ॥ দধি দুগ্ধ নবনীত আদি
 গৃহ হৈতে । আনে যত্নে সবে সনাতনে ভুঞ্জাইতে ॥ ভোজন
 কোতুক সমাধিয়া কত ক্ষণে । স্থস্থির হইয়া স্থখে বৈসে সর্ব-
 জনে ॥ সনাতন গোস্বামী পরম নেহাবেশে । সবে সর্বপ্রকা-
 রেই মঙ্গল জিজ্ঞাসে ॥ কার কত কন্যা পুত্র বিবাহ কোথায় ।
 কি নাম কাহার কৈছে প্রবীণ নির্ভায় ॥ গাভী বুঘাদিক কত
 কৃষীকর্ম্ম কার । কার গৃহে শস্য কত কৈছে ব্যবহার ॥ শরীর
 আরোগ্য কার কৈছে মনোবৃত্তি । ঐছে জিজ্ঞাসিতে সবে হন
 হর্ব্ব অতি ॥ গোস্বামিরে ক্রমে সবে সব নিবেদয় । কারু দুঃখ
 শুনিতেই মহা দুঃখী হয় ॥ সনাতন প্রবোধে তাহার দুঃখ
 ক্ষয় । এ সব প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত করয় ॥ প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া
 শীঘ্র করি সনাতন । স্নানাদিক করিতেই আইসে সর্বজন ॥
 দধি দুগ্ধাদিক সবে শীঘ্র আনাঅয় । সনাতন গোস্বামিরে
 ভুঞ্জিতে কহয় ॥ ভুঞ্জন শ্রীগোস্বামী সবারে ভুঞ্জাইয়া । দেখয়ে
 সবার শোভা উল্লসিত হৈয়া ॥ পূর্ব্ব মত গ্রামে হৈতে করিতে
 গমন । ব্যাকুল হইয়া কান্দে ব্রজবাসিগণ ॥ যৈছে স্নেহচর্যা

তা কহিতে অন্ত নাই । বিবিধ প্রকারে সবে প্রবোধে গো-
সাঁই ॥ কথো দূর সঙ্গে সবে গমন করিতে । দেন নিজ শপথ
সবারে ফিরাইতে ॥ এই রূপে গ্রামে গ্রামে করিয়া ভ্রমণ ।
আইসেন বৈঠান গ্রামেতে সনাতন ॥ সনাতনে দেখিয়া গ্রামের
লোক যত । যে আনন্দে মগ্ন তা কহিবে কেবা কত ॥ সনা-
তন সবার মঙ্গল জিজ্ঞাসয় । গোড়ায়েন দিবা নিশি উল্লাস
হিয়ায় ॥ এক রাত্রি বাস এ নির্বন্ধ সবে জানে । হইয়া ব্যাকুল
তেঞি কহে সনাতনে ॥ কথো দিন থাকিলে সবার ভাল হয় ।
মান মো সবার কথা না হও নির্দয় ॥ প্রাতঃকালে যাবে এই
নির্বন্ধ তোমার । ছাড়হ নির্বন্ধ প্রাণ রাখহ সবার ॥ ঐছে
গ্রামবাসী কত কহেন কান্দিয়া । এ হেতু রহিল এথা সবে
স্থখ দিয়া ॥ বৈঠান গ্রামীয় আর নিকটস্থ যত ! সবে সনাতন
গুণে মগ্ন অবিরত । অহে শ্রীনিবাস মহা আনন্দ এথায় । দেখ
নৌপন মন মোহয়ে শোভায় ॥ এই কৃষ্ণকুণ্ড এথা কোঁতুক
অশেষ । এ কুস্তলকুণ্ডে কৃষ্ণ কৈল কেশবেশ ॥ এই বেড়ো-
খোর কুঞ্জ ভবন মাঝার । বিলসয়ে দোহে বদ্ধ করি কুঞ্জদ্বার ॥
চরণপাহাড়ি এই পর্বতের নাম । এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কোঁতুক
অনুপম ॥ সখা স্তবেষ্টিত কৃষ্ণ চড়িয়া পর্বতে । গো-গণ চরয়ে
দূরে দেখে চারিভিতে ॥ ভুবনমোহন বেশে বংশী করে লৈয়া ।
দাঁড়াইলা বৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥ (বংশীবাদ্যারম্ভ মাত্রে জগৎ
মাতিল) ॥ যে যথা ছিলেন সবে ধাইয়া আইল ॥ (বংশীগান
শ্রবণে স্থগিত সবে হৈলা । তুলনা কি গানে এই পর্বত
দ্রবিল ॥) বংশীধ্বনি শুনিয়া যে আইল এথায় । তা সবার

পদচিহ্ন দেখহ শিলায় ॥ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিহ্ন এ রহিল ।
 এই হেতু চরণপাহাড়ি নাম হৈল ॥ দেখ কৃষ্ণকুণ্ড এই হারো-
 য়াল গ্রাম । এথা বিলসয়ে রঙ্গের রাই ঘনশ্যাম ॥ পাশা খেলা-
 ইতে রাই কৃষ্ণ হারাইলা । খেলায় হারিয়া কৃষ্ণ মহা লজ্জা
 পাইলা ॥ ললিতা কহয়ে রাই পাশক ক্রোড়াতে । অনায়াসে
 তুমি হারাইলা প্রাণনাথে ॥ হইল তোমার জিত অনেক
 প্রকারে । দেখিব কন্দর্প যুদ্ধে কেবা জিতে হারে ॥ এত কহি
 নিকুঞ্জমন্দিরে দোহে থুইয়া । সখীগণ দেখে রঙ্গ অলঙ্কিত
 হৈয়া ॥ হইল পরমানন্দ কহিতে কি আর । এই হারোয়ালে
 হয় অদ্ভুত বিহার ॥ দেখহ সাতোঙা নাম গ্রাম শোভা করে ।
 এথা শ্রীশন্তনুনি আরাধে কৃষ্ণেরে ॥ সূর্য্যকুণ্ড নন্দনকূপ বাদ্য-
 শিলা আর ॥ অপূর্ব পর্বত এথা কৃষ্ণের বিহার ॥ দেখ পাই
 গ্রাম রাই সখীগণসনে । কৃষ্ণের অন্ত্রেষণ করি পাইল এখানে ॥
 দেখ এ চলনশিলা এথা শ্যামরায় । চলিতে নারয়ে প্রেমে
 বৈসয়ে শিলায় ॥ দেখহ কামরি গ্রাম কৃষ্ণ এই খানে । কামে
 ব্যস্ত হৈয়া চাহে রাই পথ পানে ॥ দেখ এ বিছোর গ্রাম এথা
 চন্দ্রমুখী । কৃষ্ণ সহ মিলয়ে সঙ্গেতে প্রিয়সখী ॥ ক্রৌড়াব-
 সানেতে দোহে চলে নিজালয় । বিচ্ছেদপ্রযুক্ত এ বিছোর নাম
 হয় ॥ দেখহ কদম্বখণ্ডী তিলোয়ার গ্রাম । এথা ক্রৌড়ারত নাই
 তিলেক বিভ্রাম ॥ এই যে শৃঙ্গারবট কৃষ্ণ এই খানে । রাধি-
 কার বেশ কৈল বিবিধ বিধানে ॥ এই দেখ কৃষ্ণের অপূর্ব
 লীলাস্থান । এবে এ হইল ললাপুর নাম গ্রাম ॥ এই যে
 বামোসী গ্রাম কৃষ্ণাঙ্গ স্ববাসে । ভ্রমর মাতিব কি জগৎ ধৈর্য্য

নাশে ॥ এথা রাধাকৃষ্ণ প্রিয় সখীগণ সঙ্গে । নিরন্তর মগ্ন
হোলিখেলাদিক রঙ্গে ॥ অহে দেখ পয় গ্রাম শ্রীকৃষ্ণ এখানে ।
পয়ঃ পান কৈলা কৃষ্ণ সখাগণ সনে ॥ এ কোটর বন কোট
বন সবে কয় । এথা সখাসহ কৃষ্ণ সুখে বিলসয় ॥ এই দধি-
গ্রামে কৃষ্ণ দধি লুঠ কৈল । গোপাঙ্গনা সহ মহা কোতুক
বাটিল ॥ এই শেখশায়ী ক্ষীর সমুদ্রে এখাতে । কোতুকে
শুইলা কৃষ্ণ অনন্ত শয্যাতে ॥ শ্রীরাধিকা পাদপদ্ম করয়ে
সেবন । যে আনন্দ হৈল তাহা না হয় বর্ণন ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং প্রজবিলাসে ৯১ শ্লোকঃ ॥

বস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি

শ্রীরাধোচ্চৈর্নির্জস্খকুতে সময়ন্তী কুচাগ্রে ।

ভীতাপ্যারাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্যদোষাৎ

স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ ॥

এই শেষশায়ী মূর্তি দর্শন করিতে । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র
আইলা এখাতে ॥ করিয়া দর্শন মহা কোতুক বাটিল । সে
প্রেম আবেশে প্রভু অধৈর্য্য হইল ॥ প্রভুতেজ দেখি ভাগ্য-
বন্ত লোকগণ । আনন্দে উন্মত্ত নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥ পর-
স্পর কহে এ মনুষ্য কভু নয় । সম্যাসির বেশ এ ঈশ্বর সত্য
হয় ॥ কেহ কহে অহে ভাই ইথে নাহি আন । এ সম্যাসী
এই শেষশায়ী ভগবান্ ॥ ঐছে কত কহে কেহ স্থির হৈতে
নায়ে । প্রভু-মুখচন্দ্র নিরীখে বারে বারে ॥ অহে শ্রীনিবাস
প্রভু চরিত্র অপার । প্রভু জানাইলে সে পারয়ে জানিবার ॥
এই দেখ কন্দম্বকানন মনোহর । এথা বিহরয়ে রঙ্গে রসিক

শেখর ॥ এই ব্রজ সীমা খস্ব হরে খামী গ্রাম । এথা গোচা-
 রয়ে রঞ্জে কৃষ্ণ বলরাম ॥ বনচারী আদি গ্রামে অদ্ভুত বিলাস ।
 এ সব ব্রজের সীমা অহে শ্রীনিবাস ॥ যমুনা নিকট গ্রাম খররো
 এখানে । বলরাম মঙ্গল জিজ্ঞাসে সখাগণে ॥ দেখহ উজানি
 স্থান যমুনা এখানে । বহয়ে উজান শ্রীকৃষ্ণের বংশীগানে ॥
 দেখহ খেলনবন এথা দুই ভাই । সখা সহ খেলে ভঙ্গণের
 চেষ্টা নাই ॥ মাগের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ বলরাম । এ খেলন
 বটের শ্রীখেলাতীর্থ নাম ॥ অহে শ্রীনিবাস এই রামঘাট হয় ।
 এথা রাসলীলা করে রোহিণীতনয় ॥ যথা কৃষ্ণ প্রিয়াসহ
 কৈল রাসকেলি । তথা হৈতে দূর এ রামের রাসস্থলী ॥
 কহিতে কি তেহঁ। কোটি সমুদ্রগভীর । কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ
 গরম স্নানীর ॥ দ্বারকা হইতে উৎকণ্ঠায় ব্রজে আইলা । চৈত্র
 বৈশাখ দুই মাস স্থিতি কৈলা ॥ শ্রীনন্দ যশোদা আদি
 প্রবোধে সবারে । সখাগণে সম্ভাষয়ে বিবিধ প্রকারে ॥ নানা
 অনুনয়বিজ্ঞ রোহিণীতনয় । কৃষ্ণপ্রিয়াগণে নানা প্রকারে
 শাস্তয় ॥ নিজ প্রিয়া গোপীগণ মনোহিত করে । যে সব
 সহিত পূর্বে বসন্তে বিহরে ॥ কে বর্ণিতে পারে সে কোঁতুক
 অতিশয় । শঙ্খচূড়ে বধ কৃষ্ণ করে সে সময় ॥ বলদেবপ্রিয়া
 কৃষ্ণপ্রিয়া সম্মিলিত । হোরিক্রীড়া রঙ্গ বৃদ্ধি হৈল যথোচিত ॥
 রামকৃষ্ণ দোঁহে নিজ নিজ প্রিয়াসনে । বিলসয়ে যৈছে তা
 বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে ॥

তথাহি শ্রীমুরারিগুপ্ত কৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-

চরিতে চতুর্থ প্রক্রমে ॥

ততশ্চ পশ্যাৎ বসন্তবশো

শ্রীরামকৃষ্ণো ব্রজসুন্দরীভিঃ ।

চিক্রীড়তুঃ স্বস্ব যুথেশ্বরীভিঃ

সমং রসজ্ঞো কলধৌতমণ্ডিতো ॥

নৃত্যন্তো গোপীভিঃ সার্বং গায়ন্তো রসভাবিতো ।

গায়ন্তীভিশ্চ রামাভিনৃত্যন্তীভিশ্চ শোভিতো ॥

পরম অদ্ভুত বলদেবের বিহার । বলদেব প্রেয়সীগণের
নাহি পার ॥ কৃষ্ণক্রীড়া কালে অনুৎপন্ন বালাগণ । বলদেব
প্রিয়ায় সে সবার গগন ॥ এ সকল গোপীরতিবর্দ্ধন বলাই ।
যেছে ক্রীড়ারত তা কহিতে অস্ত নাই ॥ চৈত্র বৈশাখ আসের
ভাগ্য অতিশয় । রোহিণীনন্দন যাতে ব্রজে বিলসয় ॥

তথাহি শ্রীদশমে ৬৫ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকঃ ॥

দ্বৌ মাসে তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ ।

রামঃ কৃপাস্তু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাহন্ ॥

অহে শ্রীনিবাস বলদেব প্রিয়াসনে । করিবেন রাসক্রীড়া ।
এ উল্লাস মনে ॥ কে বুঝিতে পারে বলরামের চরিত । পরম
কৌতুকে এখা হৈলা উপনীত ॥ এই রম্য যমুনা পুলিন উপ-
বন । সদা মন্দ মন্দ বহে সুগন্ধি পবন ॥ পূর্ণচন্দ্র কিরণে ।
রজনী উজ্জিয়ার । বিকসিত পুষ্পপুঞ্জ শোভা চমৎকার ॥ ।
ভ্রমর ভ্রমরীগণ গুঞ্জে মনোহর । নানা পক্ষী নানা শব্দ করে
মিরস্তর ॥ লক্ষ লক্ষ ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে । কুরঙ্গ কুরঙ্গী
গঙ্গে চতুর্দিকে ফিরে ॥ বৃক্ষতলে রহি দেখে রোহিণীনন্দন
কিবা সে অপূর্ব ভঙ্গি ভুবনমোহন ॥ শ্রীরামের শোভা দেখি
আনন্দ অন্তরে । স্বর্গে দেবগণ জয় জয় ধ্বনি করে ॥

গীতে যথা রাগ বেলাবলী ॥

জয় রোহিণীনন্দন বলবীর । কঙ্ক কুন্দ কপূর রজতগিরি
গরবহারি রুচি রুচির শরীর ॥ ধ্রু ॥ মঞ্জুল কেশ অলককুল
চঞ্চল ঝলমল তিলক তরুণীচিত চোর । লোচন কমল বিশাল
ভ্রুঙ্গ ভুরু টলমল কুণ্ডলশ্রবণ উজ্জোয় ॥ নাসা খগপতি চঞ্চু চন্দ্র
জিনি আননে অমিয় বরিষে অনিবার । সুবলিত বাহু বলনী
বলয়া কর পরিসর বক্ষে বিলসে মণিহার ॥ সিংহ দরপভর
ভঞ্জন কটিতট নীল বসন পহিরণ অনুপম । সুগঠন জামু যুগল
জনরঞ্জন পদনখ নিকর নিছনি ঘনশ্যাম ॥

অহে শ্রীনিবাস বলদেব সন্দর্শনে । ত্রিজগতে ধৈর্য্য বা
ধরিব কোন জনে ॥ এথা রাম রত্নসিংহাসনে বিলসয় । রাসো-
ৎসব বেশের হুসমা অতিশয় ॥ বলদেব শোভা কোটি কন্দর্প
জিনিয়া । প্রতি অঙ্গ বলনী মুনীন্দ্র মোহনীয়া ॥ অঙ্গের
ছটায় ত্রিজগত আলো করে । কোটি কোটি চন্দ্রের কিরণ
দর্প হরে ॥ শিরে চারু টাঁচর চিকণ কেশ জাল । মণিময়
মুকুট বেষ্টিত পুষ্পমালা ॥ ললাট উজ্জ্বল ভুরু ভ্রমরের পাঁতি ।
আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্রারুণ পদ্মভাঁতি ॥ জিনিয়া খগেন্দ্র চঞ্চু
নাসিকা সুন্দর । নিরুপম শ্রীমুখ মণ্ডল মনোহর ॥ পাকা
বিন্ধফল যিনি ওষ্ঠাধর আভা । মুক্তামদ নাশে মঞ্জু দশনের
শোভা ॥ রজত দর্পণ যিনি শ্রীগণ্ড যুগল । কর্ণে এক কুণ্ডল
করয়ে ঝলমল ॥ কি মধুর চিবুক উপমা নাই দিতে । সিং-
হের গরব হরে গ্রীবার ভঙ্গিতে ॥ ত্রিবলি বলিত কণ্ঠ সু-
ললিত কঙ্ক । তরুণী না ধরে হিয়া হেরি পীন বক্ষ ॥ কি ছার
কুঞ্জরকর শ্রীভুজের আগে । কত সাধে কে বা না পরশ

রস মাগে ॥ অঙ্গদ বলয়া নানা ভূষণে ভূষিত । বামকরে শৃঙ্গ
নানা রতনে জড়িত ॥ বৈজয়ন্তী মালা গলে দোলে অনিবার ।
ভ্রময়ে ভ্রমর যাতে করয়ে গুঞ্জার ॥ উদর মধুর নাভি মধ্য অতি
ক্ষীণ । পরিধেয় নীলিম বসন তনুগৌন ॥ উলট কদলি উরু
রসের আলয় । পদতলে অঙ্কণ গরব পরাজয় ॥ চরণ মাধুরী
মোদ বাঢ়ায় সবার । তাহাতে নূপুর সে চঞ্চল অনিবার ॥
নখের কিরণে অন্ধকার দূর করে । কি দিব তুলনা নাই ভুবন-
ভিতরে ॥ বলদেব ধ্যান ঐছে পুরাণে প্রচার । ভাগ্যবন্ত জন
সে দেখয়ে অনিবার ॥ ভুবনমোহন প্রভু রোহিণীনন্দন । যাঁর
শৃঙ্গবাদ্যে হরে ব্রহ্মাদির মন ॥ এই খানে বলদেব ত্রিভঙ্গ
হইয়া । বাজায় মোহন শিঙ্গা উলসিত হিয়া ॥

গীতে যথা—মালকোষ ॥

আজু মধুর মধু বামিনী পূরণ শশি শোহয়ে । যমুনা বন
পুলিন হেরি, উন্মত্ত চিত বেরি বেরি, বায়ত বলদেব শৃঙ্গনাদ
জগত মোহয়ে ॥ ধ্রু ॥ কর্বত ধ্বনি প্রেমসীগণ, পার্শ্বত শ্রুতি
তেজি ভবন, আয়ত হিয় হর্ষ সরস, স্মৃসনা মন রঞ্জয়ে । কিঙ্কিণী
রিণি ঝিনি ঝনন, নূপুর রব ধিরজ হরণ, কঞ্জ চরণ ধরণ মঞ্জু,
খঞ্জন গতি গঞ্জয়ে ॥ বহু পিয় চউত্তোর সকল, কামিনী বনি
বেশ বিমল, দামিনী জিনি ঝল কত অতি, কোতুক পর-
কাশয়ে । নাহ পরম কোতুক রত, যুত্ৰ যুত্ৰ যুত্ৰ ভাখত কত,
চাতুরী ময় বচন চারু, অমিয়গরব নাশয়ে ॥ চঞ্চল যুগ ভ্রমর-
নয়ন, ললনাকুল কমল বয়ন, মাধুরী মধু পিয়ত মগন ঘন ভণ
তন আয়য়ে । বিপুল পুলক উয়ত দেহ, অতুলিত নিত ললিত

লেখ, নরহরি কিএ বুঝব পরশ পর রস উমতায়ৈ ॥

এথা শ্রীনিবাসইব অতি অদ্ভুত বিলাস । এক মুখে কি বলিব
আহে শ্রীনিবাস ॥ কোমুদী গন্ধ বায়ু সেবিত নিরন্তর । কিবা
চন্দ্রকিরণ উজ্জ্বল মনোহর ॥ যমুনোপবন ক্রীড়া রত বলরাম ।
লক্ষ লক্ষ প্রিয়ায় বেষ্টিত অনুপম ॥

তথাহি শ্রীদশমে ৬৫ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকঃ ॥

পূর্ণচন্দ্রকলামৃগে কোমুদীগন্ধবায়ুনা ।

যমুনোপবনে রমে সেবিতৈ শ্রীগৈরুতঃ ॥

প্রিয়ামহ বারুণী পানেতে মহারঙ্গ । সর্বত্র বিদিত এই
বারুণী প্রসঙ্গ ॥

তথাহি তত্রৈব ১৩ শ্লোকঃ ॥

বরুণপ্রেমিতা দেবী বারুণীবৃক্ষকোটরাং ।

পতন্তী তদ্বনং সর্বং বৃগন্ধেনাধ্যবাসয়ং ॥

তদাক্ষং সমুদ্রারায়ণা বায়ুনোপহৃতং বলঃ ।

আত্মায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পৰ্পো ॥

মদিরাধিকৃত্রী দেবী অধা সহোৎপন্ন। । রামে জানাইল
মুই বরুণের কন্যা ॥

তথাহি হরিবংশে ॥

সমীপং প্রেমিতা পিত্রা করুণেন তবানঘেতি ॥

(এথা প্রিয়াগণ সহ রোহিণীকুমার । রাসারন্তে মত্ত হইলেন
অনিবার ॥ মৃদঙ্গ পিনাক বীণা আদি যন্ত্রগণে । বিবিধ ভঙ্গিতে
বাজায়েন বহুজনে ॥ প্রেমদী প্রবীণা নানা রাগ আলাপয় ।

শ্রুতি স্বর মূর্ছনা গ্রামাদি প্রকাশয় ॥ গায় প্রাণনাথের চরিত্রে
গোপীগণ । ব্রহ্মাদি মোহিত গীত করিয়া শ্রবণ ॥ শ্রীরাসমণ্ডলে
সে স্থখের সীমা নাই । গীত বাদ্য নৃত্যে মহা বিহ্বল বলাই ॥

গীতে যথা—শঙ্করাভরণ ॥

নৃত্যত বলদেব বিপুল পুলকিত প্রতি অঙ্গ । দাঁ দাঁ দৃষ্টি
দৃষ্টি দৃষ্টি কট, ধা দৃগু দৃগুধ বিথুঙ্কট, তক তক দিকি তক
খোরি, কু কু বাজত যুহু যুদঙ্গ ॥ ধ্রু ॥ গীম ধুনত অতি সুম-
ধুর পীন পরম পরিসর উর, মঞ্জুল বন মাল অতুল, দোলত
অলি সঙ্গ । গণ্ড রজত দর্পণ দর, চঞ্চল শ্রুতি কুণ্ডল বর,
বঙ্কিম দিঠি খঞ্জন ভুরু, ভামিনি কৃত রঙ্গ ॥ হস্তক কৃত ভাঁতি
স্বঘট, মস্তক মণি মোর মুকুট, কুটিল অলক বালকত কত,
মনমথ মদভঙ্গ ॥ পদতল খল কমল তাল, ধর তঁহি তঁহি বিবিধ
তাল, উঘটত তক থৈ থৈ থৈ, তিতক দিলঞ্জ ॥ বাবু নু নু নু
নু নুপুর ধ্বনি, কোই ধিরজ ধরত ন শুনি, কিঙ্কিণী রণ রণি
রণি রব, উপজাত হিয় উমঙ্গ । প্রেয়সীগণ বদন চন্দ্র, চুস্বত
হসি মন্দ মন্দ, গায়ত মনরঞ্জন ঘনশ্যাম রসতরঙ্গ ॥

পুনঃ কেদার ॥

বাজে বিগ বিগ বিগ বোজ্জাং, দৃগু দৃগু দৃষ্টি দিগ্জ্জাং,
তাল ত্রিপুট প্রকটত যুহু মর্দন গতি ঘোর । তকথৈ থৈ তাথৈ
তা থোদিথুমা থোং কুণা, কুণা ঝিনি না না না কৃত, বহি-
পতি মতি ভোর ॥ সুন্দর বল বীর ধীর, নৃত্যত রবিতনয়াতীর,
রাস রভস প্রেয়সীগণ, বিলসত চউতোর । চঞ্চল গগ ভাঙ্গ
ঝিনিনি, বঙ্কত কটি কিঙ্কিণী গণি, বাবু নু নু নু নুপুর রব যুনি

গগনমণ্ডল ॥ ঝলকত মণিকুণ্ডল কপোল, মঞ্জুল বনমাল
লোল, সৌরভ ভর বলিতপুঞ্জ, গুঞ্জত অলি যোঁর । সরসু পরশ
হসত মন্দ, চমকত রব বদন চন্দ, পীযুষরস পীয়ত ঘনশ্যাম
দৃগ চকোর ॥

প্রেমসী সকল মহা আনন্দ অন্তরে । বলদেবে বেড়িয়া
অদ্ভুত নৃত্য করে ॥

গীতে যথা কেদার ॥

আজু পুনিস পূরণ শশী নির্মল মধু দামিনী । ধা ধা মিগি
তগমিলঙ্গ, দাম দমি দমি বাজ মৃদঙ্গ, নৃত্যত বলদেব বলিত,
বিলসত সব ভাগিনী ॥ ক্র ॥ কিকিণী মৃদুনাৎ নৃপুং, নিরুপম
গতি গান মধুর, হস্তকচয় চঞ্চল দৃগ, ভঙ্গিম অভিরামিনী ।
গীম ধুনত মঙ্গ মন্দ, হসত লসত দশন বৃন্দ, ভগব কি ঘন-
শ্যাম স্তনু, ঝলকত যনু দামিনী ॥

পুনঃ ভূপালী ॥

আজু কি মধুর মধু নিশা । চাঁদে আলো কৈলে সব দিশা ॥
যমুনা পুলিন পরিসরে । প্রিয়াসহ বলাই বিহরে ॥ কিবা রাস-
মণ্ডল স্রবণা । চতুর্দিকে গোপী মনোরমা ॥ বায় নানা যন্ত্র
কুতূহলে । গায় গীত রসের হিলোলে ॥ প্রাণনাথে বেড়ি নৃত্য
করে । শোভায় ভুবন মন হরে ॥ রসিক শেগর বলরাম ।
নাচেয়ে জিনিয়া কোটি কাম ॥ সঘনে স্ফুরন্ত শৃঙ্গপূরে । জগত
মাতায়ে সে না স্নরে ॥ কত না চাতুরী প্রকাশয়ে । প্রিয়া ভুজে
ভুজ আরোপয়ে ॥ বদনে বদন বিধু দিয়া উলাসে ধরিতে নাঞ্চে
হিয়া ॥ পুরায় সবার অভিলাষ । নিছনি এ নরহরিদাস ॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রীরামের রাসলীলা । প্রভু-ভক্তগণ বহু-
প্রকারে বর্ণিলা ॥ যমুনা আকর্ষি রঙ্গে আনি এই থানে ।
জলক্রীড়া কৈল বলদেব প্রিয়াসনে ॥

গীতে যথা ভূপালী ।

শ্রীরামবিলাসী বলবীর । তিলে তিলে বিহ্বল হইতে
নারে থির ॥ কে বুঝে বলাইর এই লীলা । অনাগ্রাসে লাঙ্গলে
যমুনা আকর্ষিলা ॥ বসিয়া রমণীগণ সঙ্গে । যমুনায় জলকেলি
করে নানা রঙ্গে ॥ জলযুদ্ধ করি উঠে তীরে । পরে বাস ভূষণ
শোভায় প্রাণ হরে ॥ বলরাম রমের মুরতি । করে মধুপানাদি
মদনমদে মাতি ॥ প্রিয়াসহ নিকুঞ্জভবনে । স্তব্ধে কুন্তল
শেষে কত উঠে মনে ॥ দেখি নিশি শেষ প্রিয়াগণ । প্রাণ-
নাথে নারে ছাড়ি ফাটতে ভগ্ন ॥ বলাই কত না আদরিয়া ।
করিতে বিদায় হিয়া যায় বিদরিয়া ॥ সবে গেলা নিজ নিজ
বাসে । নরহরি নিছনি এ বলাইর বিলাসে ॥

এথা প্রিয়াগণ সঙ্গে বিবিধ বিহার । নিশান্তে হইল গৃহ-
গমন সবার ॥ এই থানে যমুনা পাইয়া মহাভয় ॥ বলদেব
গাদপদ্মে পড়ি প্রণময় ॥ আপনা মানিয়া হীন কাতর অন্তরে ।
ছই কর বুড়িয়া অনেক স্তুতি করে ॥

গীতে যথা দেশপাল ॥

হে রাম রোহিণীতনয় নলিনাক্ষ যত্নকূল তিলক বলদেব
প্রণতবন্ধো । ভক্ত বৎসল হলায়ুধ মোদনমদন গুণধাম ভয়-
হরণ করুণৈকসিদ্ধো ॥ হে জগতবন্দ্য চন্দ্রাস্য সুন্দর শৃঙ্গ-
বাদ্যাতিনিপুণ ধিকি ধিকট মেঘা । স রি গ সরিগম পম গরিম

পধনিতি অয়ি কুরু কৃপাং ময়ি নৃহরিনাথ তেমা ॥

মনের উল্লাসে পুন প্রণমে যমুনা । কহিতে কি অন্য
হিতাচিন্তায় নিপুণা ॥

গীতে যথা শ্রীরাগঃ ॥

জয় জয় রেবতী রমণ রসালয়, নিখিল ডুবন জন রঞ্জন রে ।
অমল কমলদল লোচন, ধৃতি ভর মোচন, গজগতি গঞ্জন রে ॥
চন্দ্রবদন নবভাগুবপণ্ডিত, হলধর যদুকুল মণ্ডন রে । কনু
কুম্বনিভ, নীলাম্বর ধর, মকরধ্বজমদ খণ্ডন রে ॥ শরণাগত
রক্ষক, নরহরিমব, বাঁ বাঁ বাঁ বাঁ ত্রিগড়তিয়া । এই অই
অই অই, আই অতি অইঅ, তেমা তেমাতি অতি অই ইয়া ॥

কি বলিব অহে শ্রীনিবাস সে না কথা । যমুনাকে প্রসন্ন
করাই হৈলা এথা ॥ বিবিধ কোতুক এই রাসবিলাসেতে ।
এ রামের রাসস্থলী বিখ্যাত জগতে ॥ কি বলিব রামঘাট-
প্রদেশ সুন্দর । ভক্তগোষ্ঠী বন্দনা করয়ে নিরন্তর ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৪ শ্লোকঃ ॥

আকৃষ্টা বা কুপিতহলিনা লাসলাগ্রেণ কৃষ্ণা

ধীরা যাস্তী লবণজলধৌ কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা ।

অদ্যাপীথং সকলমনুজৈর্দৃশ্যতে সৈব যস্মিন্

ভক্ত্যা বন্দেহুতমিদমহো রামঘটপ্রদেশং ॥

রামঘাট প্রসঙ্গ শুনিতে যার মন । অনায়াসে ঘুচে তার
জন্মবন্ধন ॥ শ্রীরামাবল্যসী রাম নিত্যানন্দ রায় । তীর্থপর্য্য-
ট-সময়ে রহিলা এথায় ॥ গোপ শিশু সঙ্গে সদা খেলায়
বিহ্বল । সুখা হৈলে ভুঞ্জে দধি দুগ্ধ মূল ফল ॥ বলদেব

আবেশে নারয়ে স্থির হৈতে । আপনা লুকাই না পারয়ে
 লুকাইতে ॥ সবে কহে এই সেই রোহিণীনন্দন । অবধূত
 বেশে ব্রজে করয়ে ভ্রমণ ॥ অহে শ্রীনিবাস দেখি নিতাইর
 রীত । কিবা নাহি বাক্যে নবেই মোহিত ॥ নিতাইচান্দ্রের
 এথা অদ্ভুত বিহার । এই যে শাকট বৃক্ষ দম্ভকাষ্ঠ তাঁর ॥
 এই রামঘাটে এক বিপ্র ভাগ্যবান্ । বলদেব বিনু সে ধরিতে
 নারে প্রাণ ॥ নিত্যানন্দ রাম ভক্ত রক্ষার কারণ । বলদেব-
 রূপে বিপ্রে দিলেন দর্শন ॥ শ্রীরামবিলাসী নিত্যানন্দ বল-
 রামে । স্তুতি কৈল কালিন্দী দেখিয়া এই খানে ॥ এথা নিত্যা-
 নন্দ রঙ্গ দেখি দেবগণ । হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ ॥
 এই বৃক্ষ তলে ধূলাবেদীর উপর । শয়নে বিহ্বল নিত্যানন্দ
 হলধর । শয়নে থাকিয়া প্রভু কহে বার বার ॥ কত দিনে
 পাষণ্ডির হইব উদ্ধার ॥ (ক) নবদ্বীপনাথ নবদ্বীপে কতদিনে ।
 হইবেন ব্যক্ত গিয়া দেখিব নয়নে ॥ ঐছে কত কহে কেহ
 বুঝিতে না পারে । নিতাইর অদ্ভুত লীলা বিদিত সংসারে ॥
 রামঘাট নিকট দেখহ কচ্ছবন । কচ্ছপের প্রায় এথা খেলে
 শিশুগণ ॥ দেখহ ভূষণবন এ অতিনির্জ্জনে । কৃষ্ণে পুষ্পভূষা
 পরাইল সধাগণে ॥ এই আর দেখ কৃষ্ণবিলাসের স্থান । এ
 সব দর্শনে কার না জুড়ায় প্রাণ ॥ এত কহি পণ্ডিত চলয়ে
 ধীরে ধীরে । দেখি বনশোভা ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥ চলয়ে
 ভাগীর পথে উল্লাসঅন্তরে । এবে লোক কহয় অক্ষয়বট
 তারে ॥ ভাগীরনিকটে গিয়া স্নানধূর ভাবে । অতিস্নেহে পণ্ডিত
 কহয়ে শ্রীনিবাসে ॥ দেখহ ভাগীরবট স্থান অনুপম । এথা

(ক) বলরামের নিত্যানন্দ ভাবে উক্তি ॥

ভাল বিলসয়ে কৃষ্ণ বলরাম ॥ সখা সহ মল্লবেশে খেলা খেলা-
 ইতে । প্রলম্ব অঙ্গুর আসি মিশাইল তাতে ॥ বলরাম
 কোতুকে প্রলম্ব বধ কৈলা । সখাসহ ভাণ্ডীরে কৃষ্ণের নানা
 লীলা ॥ এক দিন কৃষ্ণ একা ভাণ্ডীর তলায় । বংশীবাদ্য কৈল
 যাতে জগত মাতায় ॥ বংশীধ্বনি শুনি রাধা অধৈর্য্য হইলা ।
 সখীসহ আসি শীঘ্র কৃষ্ণেরে মিলিলা ॥ হইল পরমানন্দ দৌহার
 অন্তরে । সখীগণ সঙ্গে নানা রঙ্গেতে বিহরে ॥ শ্রীরাধিকা
 কৃষ্ণ প্রতি কহে মৃদুভাসে । সখা সহ কৈছে জীড়া কর এ
 প্রদেশে ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন এথা মল্লবেশ দরি । সখাগণসহ তুখে
 মল্ল যুদ্ধ করি । মোর সম মল্ল যুদ্ধ কেহো না জানয় ॥ অনা-
 ঘ্রাসে করি অন্যমনে পরাজয় ॥ হাসিয়া ললিতা কৃষ্ণ কহে
 ষার বার । মল্লবেশে যুদ্ধ আজি দেখিব তোমার ॥ এত কহি
 সকলেই কৈলা মল্লবেশ । কৃষ্ণ মল্লবেশে দর্প করয়ে অশেষ ॥
 কৃষ্ণ পানে চাহি রাই মন্দ মন্দ হাসে । মল্লযুদ্ধ হেতু যুদ্ধ
 স্থলেতে প্রবেশে ॥ মহামল্ল যুদ্ধে নাহি জয় পরাজয় । হইল
 আনন্দ কন্দর্পের অতিশয় ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৬ শ্লোকঃ ॥

মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমা গর্বেণ সম্ভাবিতা

মল্লোভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লভূমুৎকণ্ঠয়া ।

যাশ্চান্ সগাণ্ডপেয়ুযা বকভিদা রাধা নিযোদ্ধুং শূদা

কুর্বাণা মদনস্য তোষমতনোস্তাণ্ডীরকং তং ভজে ॥

এঁছে নানা কোতুকে বিহ্বল ভাণ্ডীরেতে । ভাণ্ডীরে গে
 বিলাস তা কে পারে বর্ণিতে ॥ ভাণ্ডীর নিকটে দেখ এই
 আরাগ্রাম । মুঞ্জাটবী এ পুন জঁবিকাটবী নাম ॥ এথা দাবা-

নল পান করি কৃষ্ণচন্দ্র । রক্ষা কৈল গো গোপাদি হৈল
 মহানন্দ ॥ 'ঐ যে ভাগুরী গ্রাম যমুনার পার । উহা
 গুজ্জাটবী সব লোকেতে প্রচার ॥ অহে শ্রীনিবাস এই দেখ
 তপোবন । এইখানে কৈল তপ গোপকন্যাগণ ॥ দেখ গোপী-
 ঘাট এথা গোপীগণ আইলা । যমুনা স্নানেতে অতি উল্লসিত
 হৈলা ॥ এই চীরঘাট এথা গোপকন্যাগণ । কাত্যায়নী পূজিয়া
 সবার হর্ষ মন ॥ পরিধেয় বস্ত্র বাধি যমুনার কূলে । স্নান করি-
 বারে সবে প্রবেশিলা জলে ॥ অলঙ্কিতে সবাকার বস্ত্র চুরি
 করি । নীপ বৃক্ষ উপরে কোঁতুক দেখে হরি ॥ গোপকন্যাগণ
 মহা লজ্জিত হইয়া । কৃষ্ণকে মাগেন বস্ত্র জলেতে রহিয়া ॥
 নিজ মনোরত্তি কৃষ্ণে করিয়া প্রকাশ । দিলেন সবারে বস্ত্র
 হইয়া উল্লাস ॥ বস্ত্র পরিলেন হর্ষে গোপকন্যাগণ । নিজ নিজ
 আত্মা কৃষ্ণে করি সমর্পণ ॥ এই নন্দঘাট দেখ নন্দাদিক এথা ।
 করিলা যমুনাস্নান ইথে বহু কথা ॥ একাদশী নিরাহার করি
 দ্বাদশীতে । স্নানহেতু প্রবেশয়ে কালিন্দীজলেতে ॥ বরুণের
 'দূত নন্দে হরিয়া লইল । কৃষ্ণ তথা হৈতে নন্দে কোঁতুকে
 আনিলা ॥ অহে শ্রীনিবাস এথা নন্দ ভয় পাইলা । তেঞি ভয়
 নামে গ্রাম বজ্র বসাইলা ॥ এত কহি চলিলেন ভয়গ্রাম হৈতে ।
 পরিক্রমা মধ্যে যে যে স্থান তা দেখিতে ॥ শ্রীনিবাসে কহে
 এই দেখ বৎস বন । এথা চতুর্শ্মুখ হরিলেন বৎসগণ ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৬ শ্লোকঃ ॥

দ্রষ্টুং সাক্ষাৎ স্বপতিমহিমোদ্রেকমুৎকেন ধাত্রা

বৎসব্রাতে দ্রুতমপহ্নতে বৎসপালোৎকরে চ ।

তত্ত্বজ্ঞাপো হরিরথ ভবন্ যত্র তত্ত্বং প্রসূনাং

মোদং চক্রেহ্শনমপি ভজে বৎসহারস্থলীং তাং ॥

এই যে উনাই গ্রাম এথা সখাসঙ্গে । বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণ
ভুঞ্জে নানা রঙ্গে ॥ এই বলিহারী নাম গ্রাম এই থানে । বাল-
কাদি হরে চতুর্মুখ হর্ষ মনে ॥ পরিখম নাম স্থান দেখহ এথা-
তে । চতুর্মুখ ছিলা কৃষ্ণের পরীক্ষা করিতে ॥ সেই স্থান নাম
এ সকল লোকে জানে । কৃষ্ণের মায়াতে ব্রজা মোহিত
এখানে ॥ শিশু বৎস হরি ব্রজা রাখ সঙ্গোপনে । সেই শিশু
বৎস নেখে কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥ সেই এই এই সেই বলে বার ।
এই হেতু সেই নাম হৈল সে ইহার ॥ এচোমুহা গ্রামে ব্রজা
আসি কৃষ্ণপাশে । করিল কৃষ্ণের স্তুতি অশেষ বিশেষে ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৭ শ্লোকঃ ॥

বাঢ়ং বৎসকবৎসপালহৃতিতো জাতাপরাধান্ত্যৈ-
ব্রজা সাত্ৰমপূর্ষপদ্যনিবহৈর্বাস্মিন্ণিপত্যাবনৌ ।
তুষ্ঠাবাদুতবৎসপং ব্রজপতেঃ পুত্রং মুকুন্দং মনাক্-
শ্লেয়াং ভীরুচতুর্মুখাখ্যমনিশং সেশং প্রদেশং নুমঃ ॥
অঘাস্তরে বদে কৃষ্ণ এই সর্পস্থলী । অঘবন নাম লোকে
কহয়ে সপৌলী ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৫ শ্লোকঃ ॥

প্রাণপ্রের্তবয়স্যবর্গমুদরে পাপীয়সোহঘাস্তর-
স্যারণ্যোন্তটপাবকোংকটবিষৈচ্ছ্যে প্রবিষ্টং পুরং ।
ব্যগ্রং প্রেক্ষ্য রুঘা প্রবিশ্য সহসা হস্তা খলং তং বলী
যত্নেনং নিজমাররক্ষ মুরজিৎ সা পাতু সর্পস্থলী ॥

এথা পুষ্প বর্ষে দেব জয়ধ্বনি করে । এ হেতু জয়েত গ্রাম
 কহয়ে ইহারে ॥ সবে কহে অঘাস্ত্র বধে এসিয়ান । তেঞি
 এসেয়ানো গ্রাম মেহোনা আখ্যান ॥ এই দেখ তরোলী
 বরোলী গ্রামদ্বয় । পূর্ক গোপকৃত গ্রাম সকলে কহয় ॥ অহে
 শ্রীনিবাস আর দেখ রম্যস্থান । এথা বিহরয়ে নন্দপুত্র ভগ-
 বান্ ॥ এত কহি কৃষ্ণকুণ্ডীলায় চড়িয়া । চতুর্দিকে চাহে মহা
 প্রফুল্লিত হৈয়া ॥ শ্রীনিবাসে কহে দেখ মঘেরা এ গ্রাম । পূর্ক
 জানাইল মঘেরা হয় নাম ॥ অহে দেখ তমাল কানন ঐ
 থানে । বাড়ে মহারঙ্গ রাধাকৃষ্ণের মিলনে ॥ এত কহি কোতু-
 কে নামিয়া টীলা হৈতে । শ্রীনিবাস প্রতি কহে পরম স্নেহে-
 তে ॥ এ আটস্থ গ্রামে মহাকোতুক হইল । অষ্টবক্রমুনি এথা
 তপস্যা করিল ॥ এই শক্রস্থান এবে শকরোয়া কয় । ব্রজে
 রুষ্টি করি শক্র এথা পাইল ভয় ॥ এই বরাহর গ্রামে বরাহ-
 রূপেতে । খেলাইলা কৃষ্ণপ্রিয় সখার সহিতে ॥ দেখ হরাসলী
 গ্রাম অহে শ্রীনিবাস । এই রসস্থলী কৃষ্ণ এথা কৈলা রাস ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৬৩ শ্লোকঃ ॥

বৈদগ্ধ্যোজ্জলবন্তুবল্লববধূবর্গেণ নৃত্যম্ভসৌ

হিহ্বা তং মুরজিঙ্গেন রহসি শ্রীরাধিকাম্ গুণয়ন্ ।

পুষ্পালঙ্কৃতিসঞ্চয়েন রমতে যত্র প্রমোদোৎকর্ষৈ-

জ্জৈলোক্যাদুতমাধুরীপরিবৃত্তা সা পাতু রাসস্থলী ॥

এত কহি শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া । পুনঃ নন্দবাটে আইলা
 মহাহর্ষ হৈয়া ॥ শ্রীনিবাসে কহে এই নির্জন এখাতে । শ্রীজীব
 ছিলেন অতি অজ্ঞাতরূপেতে ॥ কহি সে প্রসঙ্গ একদিন বৃন্দা-

বনে । শ্রীরূপ লিখেন গ্রন্থ বসিয়া নির্জনে ॥ গ্রীষ্ম সময়েতে
 স্নেদ বাপয়ে অঙ্গিতে । শ্রীজীব বাতাস করে রহি একভিতে ॥
 গৈছে রূপগোস্থানির মৌন্দর্য্যাতিশয় । তৈছে শ্রীজীবের
 শোভা যৌবন সময় ॥ কেবা না করয়ে সাধ শ্রীরূপে দেপিতে ।
 শ্রীবল্লভভট্ট আসি মিলিলা নিভতে ॥ ভক্তিরসামৃত গ্রন্থ
 মঙ্গলাচরণ । দেখি ভট্ট কহে ইহা করিব শোধন ॥ এত কহি
 গেলা স্নানে যমুনার কূলে । শ্রীজীব চলিলা জল আনিবার
 চলে ॥ শ্রীবল্লভভট্ট সহ নাহি পরিচয় । মঙ্গলাচরণে কি সন্দেহ
 জিজ্ঞাসয় ॥ শুনি শ্রীবল্লভভট্ট যে কিছু কহিল । শ্রীজীব সে
 মন শীঘ্র খণ্ডন করিল ॥ প্রসঙ্গে হইল নানা শাস্ত্রের বিচার ।
 শ্রীজীবের বাক্য ভট্ট নারে খণ্ডিবার ॥ কতক্ষণ করি চর্চা,
 চর্চা সমাধিয়া । শ্রীরূপের প্রতি ভট্ট কহে পুন গিয়া ॥ অলপ
 বয়স যে ছিলেন তোমা পাশে । তাঁর পরিচয় হেতু আইনু
 উল্লাসে ॥ শ্রীরূপ কহেন কিবা দিব পরিচয় । জীবনাম শিষ্য
 মোর ভ্রাতার তনয় ॥ এই কথোদিন হৈল আইলা দেশ হৈতে ।
 শুনি ভট্ট প্রশংসা করিলা সর্ব্বমতে ॥ রূপ সমাদরে ভট্ট করি-
 লা গমন । শ্রীজীব যমুনা হৈতে আইলা সেই ক্ষণ ॥ শ্রীরূপ
 কহেন শ্রীজীবেরে যুহুভাবে । মোরে কুপা করি ভট্ট আইলা
 মোর পাশে ॥ মোর হিত লাগি গ্রন্থ শুধিব কহিলা । এ অতি
 অলপ বাক্য সহিতে নারিলা ॥ তাহে পূর্ব দেশ শীঘ্র করহ
 গমন । মন স্থির হইলে আসিবা বৃন্দাবন ॥ গোস্থানির আশ্রয়
 চলিলা পূর্ব পানে । কথোদূরে মন স্থির কৈলা সাবধানে ॥
 গোস্থানির আশ্রয় নাই নিকটে আসিতে । এ হেতু আইলা

এথা নিব্জর্ন বনেতে ॥ রহি পত্রকুটীরে খেদিত অতিশয় । কভু
 কিছু ভুঞ্জে কভু উপবাস হয় ॥ দেহ হৈতে প্রাণ ভিন্ন করিয়া
 ছরিতে । প্রভু পাদপদ্ম পাব এই চিন্তা চিতে ॥ অকস্মাৎ
 সনাতন গোস্বামী আইলা । গ্রামিলোক আশ্রয়ি গ্রামে লৈয়া
 গেলা ॥ পরম উল্লাসে বসাইয়া গোস্বামিরে । জিজ্ঞাসি কুশল
 পুনঃ কহে ধীরে ধীরে ॥ অলপবয়স এক তপস্বী সুন্দর ।
 কথোদিন হৈল রহে এ বন ভিতর ॥ ভুঞ্জাইতে যত্ন করি
 অনেক প্রকার । কভু ফল মূল ভুঞ্জে কভু নিরাহার ॥ বহু
 যত্নে কিঞ্চিৎ গোধূমচূর্ণ লৈয়া । করয়ে ভক্ষণ তাহা জলে
 মিশাইয়া ॥ ঐছে শুনি জানিল আছয়ে জীব এথা । বাৎসল্যে
 হইয়া আর্দ্র চলিলেন তথা ॥ শ্রীজীব ছিলেন পত্রকুটীরে
 বসিয়া । গোস্বামির দর্শনে ধরিতে নাারে হিয়া ॥ লোটাইয়া
 পড়ে গোস্বামির পদতলে । শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি বিস্মিত
 সকলে ॥ স্নেহাবেশে সনাতন জিজ্ঞাসিল যাহা । শ্রীজীব
 সঙ্ক্ষেপে ক্রমে নিবেদিল তাহা ॥ শুনি শ্রীগোস্বামী জীবে
 রাখি সেইখানে । গ্রামিলোকে প্রবোধি গেলেন বৃন্দাবনে ॥
 গোস্বামির গমন শুনিয়া সেই কণে । শ্রীরূপ গেলেন গোস্বা-
 মির দরশনে । গোস্বামী শ্রীরূপে জিজ্ঞাসেন সমাচার । ভক্তি-
 রসামৃতসিদ্ধি অপেক্ষা কি আর ॥ শ্রীরূপ কহেন প্রায় হইল
 লিখন । জীব রহিলেই শীঘ্র হইত শোধন ॥ গোস্বামী কহেন
 জীব জীয়া যাত্র আছে । দেখিছু তাহার দেহ বাতাসে
 হালিছে । ঐছে কহি জীবের বৃত্তান্ত জানাইল । শ্রীরূপ শ্রী-
 জীবে সেই কণে আনাইল ॥ শ্রীজীবের দশা দেখি শ্রীরূপ

গোসাঁই । করিলেন শুশ্রূষা কুপার শীমা নাই ॥ শ্রীজীবের
 আরোগ্যে সবার হর্ষ মন । দিলেন সকলভার রূপ সঁনাতন ॥
 শ্রীরূপ শ্রীসনাতন অনুগ্রহ হৈতে । শ্রীজীবের বিদ্যাবল ব্যাপিল
 জগতে ॥ বৃন্দাবনে আইলা দ্বিধিজয়ী এক জন । বহুলোক সঙ্গে
 সর্বশাস্ত্রে বিচরণ ॥ তেঁহ কহে যদি চর্চা না পার করিতে ।
 তবে মোর জয় পত্নী পাঠাই স্থরিতে ॥ শুনিয়া শ্রীজীব শীঘ্র
 পত্নী পাঠাইল । পত্নী পাঠে দ্বিধিজয়ী পরাভব হৈল ॥ এঁছে
 দর্প করি যত দ্বিধিজয়ী আইসে । পরাভব ইইয়া পলায় নিজ
 দেশে ॥ শ্রীজীবের প্রভাব কহিতে নাহি পার । অহে শ্রীনি-
 বাস এই কুটীর তাঁহার ॥ এঁছে কত কহিয়া যমুনা পার হৈলা ।
 সুরুথুরু গ্রামে আসি সে দিন রহিলা ॥ তথা যৈছে শ্রীকৃষ্ণ
 প্রসন্ন দেবগণে । তাহা জানাইলা শ্রীনিবাস নরোত্তমে ॥ তথা
 হৈতে দূরস্থ গ্রামেও দেখাইল । যথা যে বিলাস তাহা সজ্জপে
 কহিল ॥ সুরুথুরু হৈতে করি প্রভাতে গমন । শ্রীনিবাসে
 কহে এই দেখ ভদ্রবন ॥ কৃষ্ণপ্রিয় হয় ভদ্রবন গমনেতে ।
 নাকপৃষ্ঠলোক প্রাপ্তি বন প্রভাবেতে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অন্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমং ।

তত্র গহ্বাচ বসুধে মদন্তো মৎপরায়ণঃ ।

তদ্বনস্য প্রভাবেণ নাকলোকং স গচ্ছতি ॥

পরম নিজ্জর্জন দেখ এ ভাগীর বনে । নানা খেলা খেলে
 রামকৃষ্ণ সখাসনে ॥ যোগিগণপ্রিয় এ ভাগীরবন হয় ।
 দর্শন মাত্রেতে গর্ত্ৰযাতনা ঘুঁচয় ॥ সর্ব বনোত্তম এ ভাগীর
 শাস্ত্রে কহে । এথা বাহুদেব দুফে পুনর্জন্ম নহে ॥ ভাগীরে

নিয়ত স্নানাদিক করে যে । সৰ্বপাপে মুক্ত ইন্দ্রলোক যায়
সে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

একাদশস্ত ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমং ।

তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো গর্ত্তং ন গচ্ছতি ॥

ভাণ্ডীরং সমনুপ্রাপ্য বনানাং বনমুত্তমং ।

বাস্তদেবং ততো দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

তস্মিন্ ভাণ্ডীরকে স্নাতো নিয়তো নিয়তাশনঃ ।

সৰ্বপাপ-বিনিস্কৃত ইন্দ্রলোকং স গচ্ছতি ॥

সখাসহ শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীরে খেলাইয়া । ভুঞ্জে নানা সামগ্রী
এ ছায়ায় বসিয়া ॥ এ হেতু ছাহেরি নাম গ্রাম এই হয় ।
যমুনা নিকট স্থান দেখ শোভাময় ॥ এই নাথগ্রাম মহা আনন্দ
এখানে । নানা ক্রীড়া করে রামকৃষ্ণ সখা সনে ॥ মৃত্তিকা
নির্মিত বৃহৎ পাত্র মাঠ নাম । মাঠোৎপত্তি প্রশস্ত এ হেতু
মাঠগ্রাম ॥ দধি মস্থনাদি লাগি ব্রজবাগিগণ । লয়েন অসংখ্য
মাঠ ঐছে সবে কন ॥ রামকৃষ্ণ সখা সহ এ বিল্ববনেতে । পক্ক
বিল্বফল ভুঞ্জে মহাকৌতুকেতে ॥ দেবতাপূজিত বিল্ববন
শোভাময় । এ বন গমনে ব্রহ্মলোকে পূজ্য হয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতং ।

তত্র গত্বা তু মনুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

বিল্ববনে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে যে, করে স্নান । সৰ্ব পাপে মুক্ত
সে পরম] ভাগ্যবান্ । দেখ অতিপূর্বে এই ধারা যমুনার

মানসরোবর ছিলা যমুনা ওপার ॥ এবে হইলেন যমুনার ধারা-
 ছয় । মধ্যে মানসরোবর অতিশোভাময় ॥ এই আর দেখ এ
 প্রদেশে নানা গ্রাম । কৃষ্ণলীলাস্থলী এ সকল অনুগম । অহে
 শ্রীনিবাস এই দেখ লোহবন । লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গো-
 চারণ ॥ নানা পুষ্প স্নগন্ধে ব্যাপিত রম্যস্থান । এথা লোহ-
 জঙ্ঘাস্থরে বধে ভগবান্ ॥ লোহজঙ্ঘবন নাম হয়ত ইহার । এ
 সৰ্ব্ব পাতক হৈতে করয়ে উদ্ধার ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

লোহজঙ্ঘবনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতং ।

নবমন্ত বনং দেবি সৰ্ব্বপাতকনাশনং ॥

দেখ এ প্রদেশে নানা স্থান ননোহর । সৰ্ব্বত্র বিহরে
 সদা নন্দের কুমার ॥ এত কহি সৰ্ব্বত্রই করিল দর্শন । কৃষ্ণ
 বলরাম নৃসিংহাদি মূর্তিগণ ॥ যমুনা নিকট যাই শ্রীনিবাসে
 কয় । এই ঘাটে কৃষ্ণ নৌকাক্রীড়া আরম্ভয় ॥ সে অতি
 কোতুক রাই সখীর সহিতে । দুখাদি লইয়া আইসেন পার
 হৈতে ॥ দেখি সে অপূৰ্ব্ব শোভা কৃষ্ণ মুগ্ধ হৈয়া । এক
 ভিতে রহে অতিজীর্ণ নৌকা লৈয়া ॥ শ্রীরাধিকা সখীসহ
 কহে বারে বারে । পার কর নাবিক যাইব শীঘ্র পারে ॥

তথাহি পদ্মাবল্যাং নৌকাক্রীড়ায়াং ২৬৯ শ্লোকঃ ॥

কুরু পারং যমুনায়া, মুহুরিতি গোপীভিরুৎকরাহুতঃ ।

তরিতট কপটশ্যালু দ্বিগুণালম্যো হরির্জয়তি ॥

কতক্ষণে কৃষ্ণ চড়াইয়া সে নৌকায় । কিছু দূর চলে অতি
 আনন্দ হিয়ায় ॥ উপজিল যে কোতুক কহিতে না পারি ।
 ঘণিলেন কবিগণ এ রঙ্গ বিস্তারি ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং তত্রৈব ২৭২ ।

২৭৪ । ২৭৫ । ২৭৬ । শ্লোকাঃ ॥

জীর্ণা তরিঃ সরিদতীৰ গভীরনীরা

বালাবয়ং সকলমিথমনর্থহেতুঃ ।

নিস্তারবীজমিদমেব কৃশোদরীণাং

বন্ধ্যাধব ত্বমসি সম্প্রতি কর্ণধারঃ ॥

বাচা তবৈব যদ্বনন্দন গব্যভারো

হারোহপি বারিণি ময়া সহসা বিকীর্ণঃ ।

দূরীকৃতঞ্চ কুচয়োৱনয়োচ্ছূলং

কূলং কলিন্দহুহিতূৰ্ণ তথাপ্যদূরং ॥

পয়ঃ পূঠৈঃ পূর্ণা সপদি গতঘূর্ণাচ পবনৈ-

র্গভীরে কালিন্দীপয়সি তরিৱেষা প্রবিশতি ।

অহো মে দুর্দ্দৈবং পরমকুতুকাক্রান্তহৃদয়ো

হরিবীরং বারং তদপি করতালীং রচয়তি ॥

পানীয়সেচনবিধৌ মম নৈব পাণী

বিশ্রাম্যতস্তদপি তে পরিহাসবাণী ।

জীৰামি চেৎ পুনরহং ন তদা কদাপি

কৃষ্ণ ত্বদীয়তরণৌ চরণৌ দদামি ॥

মহাবনে গিয়া শ্রীপণ্ডিত প্রেমাবেশে । শ্রীনিবাস নরো-
ভমে কহে যুহুভাবে ॥ দেখ নন্দ যশোদা আনয় মহাবনে ।
এথা যে যে রঙ্গ তাহা কে বর্ণিতে জানে ॥ এই দেখ শ্রীকৃষ্ণ-
চন্দ্রের জন্মস্থল । পুত্রমুখ দেখি এথা নন্দাদি বিহ্বল ॥ ব্রজ-
গোপ গোপী ধাই আইসে এ অঙ্গণে । পুত্রজন্ম উৎসব হইল

এই খানে ॥ বহুদান কৈল নন্দপুত্র কল্যাণেতে । পরম অদ্ভুত
[স্তম্ভ ব্যাপিল জগতে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৯ শ্লোকঃ ॥

আবির্ভাবমহোৎসবে মুররিপোঃ স্বর্ণোরুমুক্তাফল-

শ্রেণীবিভ্রমমণ্ডিতে নবগবীলক্ষে দদৌ দ্বৈ মুদা ।

দিন্যালঙ্কৃতিরত্নপর্বততিলপ্রস্থাদিকং চাদরা-

দ্বিপ্রেভাঃ কিল যত্র স ব্রজপতিবন্দে বৃহৎ কাননং ॥

স্তবমালাগীতাবল্যাং প্রথমং নন্দোৎসবে ॥ ভৈরবঃ ॥

পুত্রমুদারসূত যশোদা । সমজনি বল্লবততিরতিমোদা ॥

ধ্রুং ॥ কোহপ্যপনয়তি বিবিধমূপহারং । নৃত্যতি কোহপি

জনে বহুবারং ॥ কোহপি মধুরমূপগায়তি গীতং । বিকিরতি

কোহপি সদদি নবনীতং ॥ কোহপি তনোতি মনোরথপূর্তিং ।

পশ্যতি কোহপি সনাতনমূর্তিং ॥

পুনস্তত্রৈব ॥ আসাবরৌ ॥

বিপ্রবৃন্দমভূদলঙ্কৃতি গোধনৈরপি পূর্ণং । গায়নানপি মদ্বি-

ধান্ ব্রাজনাথ তোষয় ভূর্গাঃ ॥ সূনুরভূতহৃন্দরোহজনি নন্দরাজ

তবায়ং । দেহি গোষ্ঠজনায বাঞ্ছিতমূৎসবোচিতদায়ং ॥ ধ্রুং ॥

। তাবকাত্মকবীক্ষণক্ষণানন্দি মদ্বিধচিত্তং । যন্ন কৈরপি লব্ধমর্থি-

। ভিরে হৃদিহৃতি দিত্তং ॥ শ্রীসনাতনচিত্তমানসকেলিনীলমরালে ।

মাদৃশাং রত্নরত্ন দ্বিভূত সর্বদা তব বাসে ॥

● অহে শ্রীনিবাস এথা স্তম্ভের অবধি । কৈল কৃষ্ণজন্মের

লৌকিক যে যে বিধি ॥ এই দেগ নন্দের গোশালা স্থান এথা ।

গর্গাচাধ্যো নন্দ জানাইল মনঃকথা ॥ কংসভয়ে গর্গ রাম-

কন্মের গোপনে । কৈলা নামকরণ এথাই হর্ষ মনে ॥ পুতনা

বধিলা এথা ব্রজেন্দ্রকুমার । এই খানে অগ্নিক্রিয়া হৈল পূত-
নার ॥ অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রহিয়া শয়নে । শকট ভঞ্জন করি-
লেন এই খানে ॥ উত্তান শয়নে কৃষ্ণ শোভা অতিশয় । শৈশবে
অদ্ভুতলীলা দেখিতে বিস্ময় ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণশৈশবে ১৩০ শ্লোকঃ ॥

অতিলোহিতকরচরণং মঞ্জুলগোবোচনালসন্তিলকং ।

হৃষ্টপরিবর্তিতশকটং মুরুরিপুষ্পভানশায়িনং বন্দে ॥

এথা কৃষ্ণচন্দ্র চড়ি মায়ের ক্রোড়েতে । স্তনদুগ্ধ পিয়ে
মহা অদ্ভুত ভঙ্গীতে ॥ যশোদা কৃষ্ণের মুখ করি নিরীক্ষণ ।
আনন্দে নিহ্বল হৈয়া পিয়ায়েন স্তন ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং তত্রৈব ১৩১ শ্লোকঃ ॥

অর্দ্ধোন্মীলিতলোচনস্য পিবতঃ পর্যাপ্তমেকং স্তনং

সদাঃ প্রস্নুতদুগ্ধদিক্শমপরং হস্তেন সংমার্জ্যতঃ ।

মাত্রা চাকুলিলালিতস্য বদনে স্নেহায়মানে মুহু-

বিক্ষোঃ ক্ষীরকণোরুধাম ধবলাদন্তদ্যুতিঃ পাতু বঃ ॥

এথা কৃষ্ণ যশোদা আকর্ষে মহাস্থখে । হামাগুড়ি যান,
কি মধুর হাসি মুখে ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং তত্রৈব ১৩২ শ্লোকঃ ॥

গোর্থেশ্বরীবদনফুৎকৃতি লোলনেত্রং

জানুদ্বয়েন ধরণীমন্মু সঞ্চরন্তং ।

কিঞ্চিন্নবস্মিত স্খ্যামধুরাধরাভং

বালং তমালদলনীলমহং ভজামি ॥

এথা কৃষ্ণ গোপীগণ জিজ্ঞাসয়ে যাহা । অঙ্গুলী নির্দেশে
কৃষ্ণ দেখায়েন তাহা ॥

তথাহি তত্রৈব ১৩০ শ্লোকঃ ॥

কাননং ক নয়নং ক নাসিকা

ক শ্রুতিঃ কচ শিখেতে দেশতঃ ।

তত্র তত্র নিহিতান্বলীদলো

বল্লবীকুলমনন্দয়ৎ প্রভুঃ ॥

এথা কৃষ্ণ ধূলায় ধূসর হৈয়া হাসে । দেখি মাতা পুত্রে
কত কহে যুহু ভাষে ॥

তথাহি তত্রৈব ১৩৪ শ্লোকঃ ॥

ইদানীমঙ্গমক্ষালি রচিতং চানুলেপনং ।

ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলিধূসরিতং বপুঃ ॥

পরমসুন্দর কৃষ্ণ বসি এই খানে । দুখপান লাগি চাহে
জননীর পানে ॥ এথা তৃণাবর্ত দুর্ঘট কৃষ্ণেরে লইয়া । উঠিল
আকাশে অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ পরম কোতুকে কৃষ্ণ চাহি
চারি পানে । তৃণাবর্তে বধে এই কংসের আরামে ॥ এথা
কৃষ্ণ যুক্তিকাতক্ষণ কৈল স্থখে । ব্রজেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড দেখিল
কৃষ্ণমুখে ॥ এ হেতু ব্রহ্মাণ্ড-ঘাট নাম সে ইহার । দেখ যমু-
নার তীর শোভা চমৎকার ॥ যশোদা আনন্দে বসি গোপীগণ
সনে । দেখয়ে পুত্রের চারুশোভা এ অঙ্গণে ॥

তথাহি তত্রৈব ১৩৫ শ্লোকঃ ॥

পঞ্চবর্ষমতিলোলমঙ্গণে ধাবমানমলকাকুলেক্ষণং ।

কিঙ্কণীবলয়হার নৃপুত্রৈরঞ্জিতং নমত নন্দনন্দনং ॥

শৈশবে তারুণ্য কৃষ্ণ প্রকাশয়ে যথা । বর্ণে কবিগণ স্থখে
এ অদ্ভুত কথা ॥

তথাহি তত্রৈব শৈশবেহপি তারুণ্যে ১৩৬ শ্লোকঃ ॥

অধরমধরে কণ্ঠঃ কণ্ঠে স্রুচাটু দৃশোদৃশা-

বলিকমলিকে কৃহা গোপীজনেন সসম্মমং ।

শিশুরিতি রুদন্ কৃষ্ণো বক্ষঃস্থলে নিহিতশ্চিরা-

ম্লিভ্তপুলকঃ স্মেরঃ পায়ান্ স্মরালসবিগ্রহঃ ॥

তত্রৈব । ১৩৮ । ১৩৯ । ১৪০ । শ্লোকঃ ॥

বনমালিনি পিতুরঙ্কে রচয়তি বাল্যোচিতং চরিতং ।

নবনবগোপবনুটী-স্মিতপরিপাটী পদিকুরতি ॥

পুনঃ ॥

নীতং নব নবনীতং বিশদিত্তি দশোদয়া পৃষ্ঠঃ ।

ইয়দিত্তি গুরুজন সবিশেষে বদন্তবনিষ্ঠা পয়োধরঃ পায়ান্ ॥

ক যাসি নতু চৌরিকে এগুদিতং স্ফুটং দৃশ্যতে

দ্বিতীয়মিহ মামকং বহগি কঙ্ককে কন্দুকং ।

তাজ্জৈতি নবগোপিকা কুচযুগং নিমথুন্ বলা-

ল্লসংপুলকমণ্ডলো জয়াতি গাকুলে কেশবঃ ॥

এথা কৃষ্ণ মনে বিচারয়ে মাতৃভয় । নবনীত চৌর্ঘ্যেতে
নিপুণ অতিশয় ॥

তত্রৈব ১৪১ শ্লোকঃ ॥

দূরদৃষ্টনবনীতভাজনং জানুচংক্রমণজাতসম্মমং ।

মাতৃভীতিপরিবর্তিতাননং কৈশবং কিমপি শৈশবং ভজে ॥

এথা কৃষ্ণ স্বপ্নে সস্বোধয়ে দেবতায় । শুনিয়া সে বাক্য
মাতা ব্যাকুল হিয়ায় ॥

তত্রৈব ১৪৭ শ্লোকঃ ॥

শস্তো স্বাগতমাস্যতামিত ইতো বামেন পদ্যোস্তব

ক্রোঁধারে কুশলং স্তখং স্তরপতে বিস্তেশ নো দৃশ্যসে ।
 ইখং স্বপ্নগতস্য কৈটভরিপোঃ শ্রদ্ধা জনন্যা গিরঃ .
 কিং কিং বালক জল্পসীতানুচিতং ধূধূকৃতংপাতু বঃ ॥
 এথা নন্দ যশোদা কৃষ্ণেরে নিদাঁইতে ॥ শ্রীরাম প্রমজাদি
 শুনান নানা মতে ॥

তত্রৈব ১৫১ । ১৫২ । শ্লোকঃ ॥

রামো নাম বভূব হুং তদবলা সীতেতি হুং তাং পিতু
 বাঁচা পঞ্চবটীবনে নিবসতস্তস্যাহরদ্রাবণঃ ।

কৃষ্ণস্যেতি পুরাতনীং নিজকথামাকর্ণ্য মাত্রেরিতাং
 সৌমিত্রে ক ধনুর্ধনুর্ধনুরিতি ব্যগ্রা গিরঃ পাস্ত বঃ ॥
 পুনঃ ॥

শ্যামোচ্ছ্রা অপিষি ন শিশো নৈতি মানস নিদ্রা

নিদ্রাহেতোঃ শৃণু স্তত কথাং কামপূর্বাং কুরুষ ।

ব্যক্তস্তস্তামরহরিরভূদানবং দারয়িষ্য-

মিত্যুক্তস্য স্মিতমুদয়তে দেবকীনন্দনস্য ॥

এথা উদুখলে কৃষ্ণে যশোদা বঙ্কিলা । বন্ধন স্বীকার কৃষ্ণ .
 কোতুকে করিলা ॥ এই যমলার্জুন ভঞ্জন তীর্থস্থল । অপূর্ব
 কুণ্ডের শোভা স্ননির্গল জল ॥ মিলয়ে অনন্ত ফল স্নানোপ-
 বাসেতে । ইন্দ্রলোকে পূজ্য মহাবন গমনেতে ॥ দেখ গোপী-
 ঞ্চর মহাপাতক নাশয় । কৃষ্ণপ্রিয় মহাবন কৃষ্ণলীলাময় ॥
 সপ্তসায়ুজিক কূপ দেখ এই খানে । পিণ্ড প্রদানাদি ফল
 ব্যক্ত সে পুরাণে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

মহাবনং চাক্ষুশস্ত সদৈব তু মম প্রিয়ং ।

তস্মিন্ গঙ্গাতু মমুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥

মমলার্জুনতীর্থঞ্চ কুণ্ডং তত্র চ বর্ততে ।

পর্যন্তং যত্র শকটং ভিন্নভাগুকটীঘটং ।

তত্র স্নানোপবাসেন অনন্তফলমাপ্নুয়াৎ ॥

তত্র গোপীশ্বরো নাম মহাপাতকনাশনং ॥

অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণচৈতন্য এখায় । জন্মোৎসব স্থান
দেখি উল্লাস হিয়ায় ॥ ভাবাবেশে প্রভু নৃত্যগীতে মগ্ন হৈলা ।
কৃপা করি সর্বচিত্ত আকর্ষণ কৈলা ॥ চতুর্দিকে ধায় লোক
দেখিয়া প্রভুরে । হইয়া অধৈর্য্য হরি হরি ধ্বনি করে ॥ সবার
নেত্রেতে অশ্রু ঝরে অনিবার । সবে কহে ন্যাসী নহে কৃষ্ণ
এ নির্দ্ধার ॥ প্রভুপ্রেমে লোক সব উন্মত্ত হইয়া । ঐছে কত
কহে ভূমে পড়ে লোটাইয়া ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তি বুঝে শক্তি
কার । মহাবনে হৈল মহা আনন্দ পাথার ॥ মদনগোপালে
দেখি অধৈর্য্য হইলা । কে বর্ণিব প্রভুর এ অলৌকিক লীলা ॥
অহে শ্রীনিবাস স্থান করহ দর্শন । এই খানে ছিলেন গোস্বামী
সনাতন ॥ মহাবনবাসী যত লোক ভাগ্যবান্ । সনাতনে দেখি-
লেই সবে পায় প্রাণ ॥ সনাতন মদনগোপাল দরশনে ॥ মহাসুখ
পাইয়া রহয়ে মহাবনে ॥ রমণক বালু এই যমুনার তীরে । এখা
রঙ্গে মদনগোপাল ক্রীড়া করে ॥ এক দিন মহাবনবাসি শিশু
মনে । গোপশিশু রূপে আইলা এ দিব্য পুলিনে ॥ নানা খেলা
খেলয়ে তা দেখি সনাতন । মনে বিচারয়ে এ সামান্য শিশু
নন ॥ খেলা সাঙ্গ করি শিশু গমন করিতে । সনাতন চলি-
লেন তাহার পশ্চাতে ॥ মন্দিরে প্রবেশে শিশু তথা সনাতন ।

শিশু না দেখিয়া দেখে মদনমোহন ॥ সনাতন মদনগোপালে
 প্রনমিয়া । আইলেন বাসাঘরে কিছু না কহিয়া ॥ গোপস্বামির
 প্রেমাধীন মদনগোপাল । ব্যাপিল জগতে যার চরিত্র রসাল ॥
 দেখে এই কুপে গোপকূপ সবে কয় । শ্রীগোকুল মহাবন দুই
 এক হয় ॥ এই শ্রীগোকুল মহাবন শোভা অতি । ক্রমে উপ-
 নন্দাদিক গোপের বসতি ॥ গোকুলে কৃষ্ণের বাল্য লীলা
 অতিশয় । যাতে উল্লাসিত গোপ গোপীর হৃদয় ॥ অহে শ্রী-
 নিবাস এই বৃক্ষ পুরাতন । দেখে এ বৃক্ষের শোভা না হয়
 বর্ণন গোকুল নিবাসী লোক এথা স্নিগ্ধ হয় । গৌরঙ্গ গোকুলে
 আসি এথাই বৈশয় ॥ যে রূপে হইল এথা প্রভুর গমন ।
 তাহা বিস্তারিয়া বর্ণিবের কোন জন ॥ প্রয়াগ হইতে ক্রমে
 আসি অগ্রবনে । আইলেন শীঘ্র জমদগ্নির আশ্রমে ॥ তাঁর
 ভার্য্যা রেণুকা রেণুকা নামে গ্রাম । যথা জন্ম লভিলেন শ্রী-
 পরশুরাম ॥ রেণুকা হইতে গাত্র রাজগ্রাম দিয়া । এই বৃক্ষ
 তলে রহে গোকুলে আসিয়া ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে দ্বিতীয়সর্গে ॥

ততঃ প্রয়াগনামাদ্য দৃষ্ট্বা শ্রীমাধবঃ প্রভুঃ ।

প্রেদানন্দ সূতাপূর্ণো ননর্ত স্বজনৈঃ সহ ॥

শ্রীলাক্ষয়বটং দৃষ্ট্বা ত্রিবেণীস্নানমাচরন্ ।

যমুনায়াঞ্চ সংগজ্য মন্তবারেন্দ্রলীলয়া ॥

হৃষ্কারগম্ভীররাবৈঃ প্রেমাশ্রপুলকৈরুতঃ ।

ব্রজন্ ক্রমাত্তানুষ্ঠীয় বনং চাগ্রং দদর্শ হ ॥

তত্রৈব রেণুকানাম গ্রামো যত্র যুধাং পতিঃ ।

জমদগ্নিমহাত্মাচ পুণ্যক্ষেত্রে হপ্যবাতরং ॥

তুত্রৈব যমুনাং দৃষ্ট্বা বৃন্দারণ্যোন্মুখীং সদা ।

রাজগ্রামং ততো গত্ত্বা গোকুলং প্রেক্ষ্য নিহসঃ ॥

এথা মহামত্ত হৈয়া নাম সঙ্কর্তনে । বহুলোক সঙ্গে গেলা
কৃষ্ণ জন্মস্থানে ॥ অহে শ্রীনিবাস এথা সুখের অবধি । কৈল
কৃষ্ণ জন্মের লৌকিক যে যে বিধি ॥ এথা যত প্রাচীন গোপি-
কা মহাসুখে । কৃষ্ণের মঙ্গলগীত গায়েন কোঁতুকে ॥ এইখানে
বৈসে নন্দাদিক গোপগণ । পরম্পর নানা পরামর্শে বিচক্ষণ ॥
এথা মধ্যে মধ্যে নানা উৎপাত দেখিয়া । সবে স্থির কৈল
বৃন্দাবনে রহি গিয়া ॥ গোকুল রাবল আদি হৈতে গোপগণ ।
দেখ এই পথে সবে গেলা বৃন্দাবন ॥ পথে মহা কোঁতুক
ভাণ্ডীরবন পাশে । হইলা যমুনা পার পরম উল্লাসে ॥ গোবৎ-
সাদি সবে সঙ্কলয়ে এক ঠাই । তেঞি নকরোরী গ্রাম कहয়ে
তথাই ॥ অহে শ্রীনিবাস দেখ এ রাবল গ্রাম । এথা বৃষভানুর
বসতি অনুপম ॥ শ্রীরাধিকা প্রকট হইলা এই থানে । বাহার
প্রকটে সুখ ব্যাপিল ভুবনে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯০ শ্লোকঃ ॥

গান্ধার্বীয়া জনিমণিরভূৎ যত্র সঙ্কীর্তিতায়া-

মানন্দোৎকৈঃ সুরমুনিরৈঃ কীর্তিদাগৰ্ভখন্যাং ।

গোপীগোপৈঃ সুরভিনিকরৈঃ সংপরীতেহত্র মুখ্যে

রাবল্যাখ্যে বৃষরবিপুৰে প্রীতিপুরো নমাস্তাং ॥

গীতে যথা ॥

অজু কি আনন্দ বৃষভানুর মন্দিরে । জন্মিলা রাধিকাদেবী

কৃত্তিকা উদরে ॥ দিশা দশ করে আলো রূপের ছটায় । যে
 দেখে বারেক তার তাপ দূরে যায় ॥ অকোমল তনু যিনি
 কনকলবনী । আহামরি কিবা প্রতি অঙ্গের বলনী ॥ জননী
 জনক ধৃতি ধরিতে না পারে । কত সাধে চাঁদমুখ দেখে বারে
 বারে ॥ জয় জয় কলরবে ভরিল ভুবন । গায়এ মঙ্গলগীত
 গোপনারীগণ ॥ বাজয়ে বিবিধ বাদ্য পরম রসাল । নাচয়ে
 সকল লোক বলে ভাল ভাল ॥ দধি দুধ হলদি অঙ্গণে ছড়া-
 ইয়া । হাসয়ে হাসায় কত ভঙ্গী প্রকাশিয়া ॥ বিপ্র বন্দিগণে
 দান করে নানা ভাঁতি । দেখি ঘনশ্যাগ ওনা রঙ্গ অখে মাতি ॥
 পুনঃ ॥

আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া । নব বাস ভূষাপরি, ধায়ত
 গোপনারী, রহিতে নারয়ে ধৃতি ধরিয়া ॥ ধ্রু ॥ কিবা অপরূপ
 সাজে, প্রবেশে ভবন মাঝে, গোপগণ কান্ধে ভার করিয়া ।
 স্বভানু নৃপমণি, আপনা মানয়ে ধনি, বালিকা বদনবিধু
 হেরিয়া ॥ স্বভানু স্বচন্দ্রভানু, ধরিতে নারয়ে তনু, নাচে সব
 গোপ তায় ঘেরিয়া । বাজে বাদ্য নানা ভাতি, গীতগায় প্রেমে
 মাতি, বসন উড়ায় ফিরি ফিরিয়া ॥ স্নত দধি দুগ্ধ সেহ, হরিদা
 সলিল কেহ, ঢালে কারু সাথে ছল করিয়া । মুখরার সাধ
 কত, করয়ে মঙ্গল কত, কোতুক দেখয়ে নরহরিয়া ॥

মাতা পিতা প্রকট সময়ে শোভা দেখি । আনন্দে অধৈর্য্য
 ফিরাইতে নারে আঁখি ॥ কন্যার মঙ্গল হেতু করে নানা দান ।
 কে পারে, বর্ণিতে তা দেখয়ে, ভাগ্যবান ॥ এথা স্ত্রীরাধিকা
 বহু বালিকা সহিত । করয়ে ভ্রমণ দেখি মাতা উল্লসিত ॥ গণ-

সহ বৃষভানু বৈসে এই ঠাই । রাবলে যে রঙ্গ তা কহিতে অন্ত
নাই ॥ অহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র গগনসনে । গোকুল হইতে
আসি রহে এই খানে ॥ দেখিয়া রায়লগ্রাম যৈছে ভাবাবেশ ।
আনের কা কথা তা বর্ণিতে নারে শেষ ॥ চতুর্দিকে ধায় লোক
করে হরিশ্রবণি । সব কহে দেখ ভাই ন্যাসিশিরোমণি ॥
প্রভু মুখচন্দ্র স্তম্ভ পানে মত্ত অতি । উল্লসিত হৈয়া কেহ কহে
কারু প্রতি ॥ মনে বিচারিষু ইহঁ কৃষ্ণ স্থনিশ্চয় । এই বেশে
ব্রজেতে ভ্রময়ে ইচ্ছাময় ॥ কেহ কহে এই গৌরদেহ দরশনে ।
কহিতে না আইসে মুখে যাহা হয় মনে ॥ ঐছে কত কহি
লোক চৈতন্য কুপায় । না ধরে ধৈর্যজশক্তি নেত্রের ধারায় ॥
অলৌকিক লীলা প্রভু প্রকাশি এখানে । মথুরা গেলেন সেই
সনোড়িয়া ॥ সনে ॥ অহে শ্রীনিবাস এই পরম নির্জ্বল । এথা
রাধিকার বাল্যলীলা মনোরম ॥ ঐছে কত কহি রাজি রাবলে
রহিল । কৃষ্ণ কথা রসে নিশী প্রভাত হইল ॥ শ্রীরাঘব শ্রীনি-
বাস নরোত্তম সনে । যে প্রেমে নিমগ্ন তা বর্ণিব কোন জনে ॥
এ সব প্রসঙ্গ যত্নে যে করে শ্রবণ । তারে মিলে রাধাকৃষ্ণ
চৈতন্য চরণ ॥

প্রাতঃকালে রাবল হইতে যাত্রা কৈলা । হইয়া যমুনা পার
মথুরা আইলা ॥ উগ্রসেন বহুদেব কংসের আশ্রয় । যথা যশো-
দার কন্যা কংসে আকর্ষয় ॥ দেবীরে বধিতে কংস উদ্ধত যে
খানে । বহুদেব কারাগারে ছিলেন যে স্থানে ॥ বাহুদেব
মৃত্যোৎসর্গ কৈলা যে শিলাতে । কৃষ্ণ লৈয়া বহুদেব চলিলা

যে পথে ॥ বহুদেব যে থানে যমুনা পার হৈলা । পুজি রাখি
গোকুলে যে পথে গৃহে আইলা ॥ শ্রীনিবাসে সে সকল স্থান
দেখাইয়া । রাঘবপণ্ডিত কত কহে বিবরিয়া ॥ বিশ্রাম তীর্থে-
তে স্নান করি হর্ষ মনে । কৃষ্ণগঙ্গা তীরে আইলা অম্বিকা-
কাননে ॥ শ্রীঅম্বিকাদেবী গোকর্ণাখ্য শিবে দেখি । শ্রীনিবাস
নরোত্তম হৈলা মহাসুখী ॥ রাঘবপণ্ডিত দৌহে কহে ধীরে
ধীরে । দেখহ অপূর্ণ স্থান কৃষ্ণগঙ্গাতীরে ॥ এথা নন্দাদিক
গোপ স্তম্ভজ হইয়া । আইলেন দেবযাত্রা দর্শন লাগিয়া ॥ গো-
কর্ণাখ্য মহাদেব অম্বিকা দৌহারে । পূজিলেন নন্দরায় বিবিধ
প্রকারে ॥ এই রম্যস্থানে নন্দ শয়নেতে ছিল । অকস্মাৎ মহা-
কাল সর্পে গ্রস্ত হৈলা ॥ পিতা সর্পে গ্রস্ত দেখি কৃষ্ণ সেই-
ক্ষণে । মন্দ মন্দ হাঁসি সর্পে স্পর্শিলা চরণে ॥ প্রভু পাদপদ্ম
স্পর্শে উল্লাস অন্তর । সর্পদেহ গেল হৈল দিব্য কলেবর ॥
পূর্বে সুদর্শন নামে বিদ্যাধর ছিল । বিপ্রশাপে সর্পদেহ
প্রভুরে কহিলা ॥ করিয়া প্রভুর চারুচরণ বন্দন । নিজস্থানে
গমন করিলা সুদর্শন ॥ নন্দাদিক গোপস্নেহে মহা হর্ষ হৈলা ।
সখাসহ রাগকৃষ্ণে লৈয়া গৃহে আইলা ॥ দেখ শ্রীঅক্রুর তীর্থ
তীর্থশ্রেষ্ঠ হয় । সর্বত্র বিদিত কৃষ্ণপ্রিয় অতিশয় ॥ কহিব
কি ফল স্নান কৈলে পূর্ণিমাতে । মুক্ত হয় সংসারে বিশেষ
কার্তিকেতে ॥ সর্বতীর্থে স্নান কৈলে যে ফল মিলয় । অক্রুর-
তীর্থের স্নানে তাহা প্রাপ্ত হয় ॥ সূর্য্যগ্রহণেতে এ তীর্থে যে
স্নান করে । রাজসূয় অশ্বমেধ ফল মিলে তারে ॥

তথাহি মৌরপুরাণে ॥

অনন্তরমতিশ্রেষ্ঠং সৰ্ব্বপাপবিনাশনং ।

অক্লুর্তীর্থমত্যাৰ্থমস্তি প্রিয়তরং হরেঃ ॥

পূৰ্ণিমায়াস্ত যঃ স্নায়াৎ তত্র তীর্থবরে নরঃ ।

স মুক্ত এব সংসারাৎ কার্তিক্যাস্ত বিশেষতঃ ॥

আদিবারাহেচ ॥

তীর্থরাজং হি চাক্লুরং গুহানাং গুহমুদ্রমং ।

তৎফলং সমবাপ্নোতি সৰ্ব্বতীর্থাবগাহনাৎ ॥

অক্লুরেচ পুনঃ স্নাত্ব! রাহুগ্রাস্তে দিবাকরে ।

রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস এই অক্লুর গ্রামেতে । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ছিলেন নিভূতে ॥ বৃন্দাবনে লোক ভীড় এ হেতু এথাই । ভিক্ষা করিতেন আসি উল্লাস হিয়ায় ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভুবনপাবন । তাঁর মনোবৃত্তি বা বুঝবে কোন জন ॥ দেখ শ্রীনিবাস এ পরম রম্য স্থানে । করিলেন যজ্ঞ অঙ্গিরাদি মুনিগণে ॥ অন্ন লাগি কৃষ্ণ এথা সখা পাঠাইলা । গোপশিশু-বাক্যে বিপ্র ক্রোধযুক্ত হৈলা ॥ সখা গিয়া কৃষ্ণেরে সকল নিবেদিল ॥ পুনঃ কৃষ্ণ মুনিপত্নী আগে পাঠাইল ॥ মুনিপত্নীগণ মহা মনের আনন্দে । এথা অন্ন আনিয়া দিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে ॥ গণ সহ কৃষ্ণ অন্ন ভুঞ্জন এথাই । ভোজনে কোতুক যত তার অন্তনাই ॥ হইল সবার অতি আনন্দ হৃদয় । এ ভোজন স্থল নাম সকলে জানয় ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৬ শ্লোকঃ ॥

অমৈষ্যত্র চতুর্বিধৈঃ পৃথুগুণৈঃ স্মৈরং স্তধানিন্দিতিঃ

কামং রামসমেতমচ্যুতমহো স্নিগ্ধৈর্বয়মৈস্যবৃতং ।

শ্রীমান্ যাজ্ঞিকবিজ্ঞান্ধনবধূবর্গঃ স্বয়ং যো যুদা
 ভক্ত্যা ভোজিতবান্ স্থলঞ্চ তদিদং তথাপি বন্দ্যামহে ॥
 অহে শ্রীনিবাস দেথ বৃন্দাবনশোভা । উপমা কি যোগীন্দ্র
 মুনীন্দ্র মনোলোভা ॥ বৃন্দানিষেবিত কৃষ্ণপ্রিয় বৃন্দাবন ।
 সর্বপাপ নাশে এ দুর্লভ রম্য হন ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং ।
 মম চৈব প্রিয়ং ভূমে সর্বপাতকনাশনং ॥
 তত্রাহং ক্রীড়য়িষ্যামি গোপী গোপালকৈঃ সহ ।
 সুরম্যং স্প্রতীতঞ্চ দেব দানব দুর্লভং ॥
 ব্রহ্ম রুদ্রাদিক বৃন্দাবন সেবারত । মুনিগণ বৃন্দাবন ধিয়ায়
 সতত ॥ লক্ষ্মী প্রিয়তমা ভক্তিপরায়ণা যৈছে । গোবিন্দের
 প্রিয় হয় তৈছে ॥ বিলসয়ে গোবর্দ্ধন পর্বত যে খানে । সখা
 সহ রামকৃষ্ণ রত গোচারনে ॥ জীবমাত্রে মুক্তি দেন সর্ব
 তীর্থময় । সর্ব দুঃখ নাশে বৃন্দাবনানন্দালয় ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে ॥

ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবীসমাপ্তিতং ।
 হরিণাধিষ্ঠিতং তত্র ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতং ॥
 বৃন্দাবনং স্নগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু ।
 শুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দাসমন্বিতং ॥
 যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়তমা যথা ভক্তিপরায়ণা ।
 গোবিন্দস্য প্রিয়তমং যথা বৃন্দাবনং ভূবি ॥
 বৎসৈবৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ ।

বৃন্দাবনাস্তরগতঃ সরাসৌ বালকৈবৃতঃ ॥

অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ।

তত্র তীর্থান্যনেকানি বিষ্ণুদেবকৃতানিচ ॥

পাদ্মে নির্বাণথণ্ডে ॥

বনমানন্দকন্দাখ্যং মহাপাতকনাশনং ।

সমস্তদুঃখ-সংহত্ জীবমাত্রবিমুক্তিদং ॥

নিরন্তর বৃন্দাবন নবীন কানন । বৃন্দাবন শোভায় বিমুগ্ধ
গোপীগণ ॥

তথাহি ত্রীদশমে ১১ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকঃ ॥

বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নব কাননং ।

গোপপোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদিতৃণবীক্ৰধং ॥

তত্রৈব ২১ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকঃ ॥

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্তিং

যদেবকীমুতপদান্বজলকলক্ষি ।

গোবিন্দবেণুমলুমত্তমযুর নৃত্যং

প্রেক্ষ্যাঙ্গিমাশ্রবরতান্যসমস্ত সত্ত্বং ॥

অহে ত্রিনিবাস সর্ব শাস্ত্রে নিরূপণ । কৃষ্ণের পরম প্রিয়
ধাম বৃন্দাবন ॥ এথা পশু পক্ষি বৃক্ষ কীট নরাদয় । যে বৈময়ে
অন্তে তার প্রাপ্তি কৃষ্ণালয় ॥ কৃষ্ণদেহ রূপ পঞ্চযোজন এ
বন । সূক্ষ্ম রূপে দেবাদি রহয়ে সর্বক্ষণ ॥ সর্বদেবময় কৃষ্ণ
কভু না ছাড়য় । আবির্ভাব তিরোভাব যুগে যুগে হয় ॥
তেজোময় বৃন্দাবন অতি মনোহর । প্রেম নেত্র বিনা চন্দ্রচক্ষু
অগোচর ॥

তথাহি গোঁতমীয়ে নারদং প্রতি ত্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলং ।
 অত্র যে পশবঃ পক্ষিবৃক্ষাঃ কীটনরামরাঃ ॥
 যে বসন্তি মমাধিষ্ঠে মৃত্যু যাস্তি মমালয়ং ।
 অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে ॥
 যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ ।
 পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং ॥
 কালিন্দীয়ং স্নমুন্নাথ্যা পরমায়ুতবাহিনী ।
 অত্র দেবশ্চ ভূতানি বর্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ ॥
 সর্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিৎ ।
 আবির্ভাব-তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে ॥
 তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চক্ষুচক্ষুষা ॥

অহে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের মহিমা । যে সে রূপে কহে
 কেহ নাহি পায় সীমা ॥ বৃন্দাবন যোল ক্রোশ লোকে এ
 প্রচার । শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ পঞ্চযোজন বিস্তার ॥ লোকে যে
 কহয়ে তাহা অন্যথা না হয় । অচিন্ত্য ধামের শক্তি সর্ব সমা-
 ধয় ॥ বৃন্দাবনে গোবিন্দে যে দেখে ভাগ্যবান্ । সে না যায়
 যমপুর সর্বত্র প্রমাণ ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

বৃন্দাবনেচ গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বহুন্ধরে ।

ন তে যমপুরং যাস্তি যাস্তি পুণ্যকুভাং গতিং ॥

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের আলায় । সেবকে বেষ্টিত
 সদা শোভা অতিশয় ॥ অহে শ্রীনিবাস তাহা কি আর
 কহিতে । যে বারেক দেখে সে কৃতার্থ পৃথিবীতে ॥

স্কান্দে মথুরাথণ্ডে নারদোক্তৌ ॥

তস্মিন্ বৃন্দাবনে পুণ্যং গোবিন্দস্য নিকেতনং ।

তুংসেবকসমাকীর্ণং তত্রৈব স্থীয়তে ময়া ॥

ভুবি গোবিন্দবৈকুণ্ঠং তস্মিন্ বৃন্দাবনে নৃপ ।

তত্র বৃন্দাদয়ো ভূত্যাঃ সন্তি গোবিন্দলালসাঃ ॥

বৃন্দাবনে মহাসদ্য যৈর্দৃষ্টং পুরুষোত্তমৈঃ ।

গোবিন্দস্য মহীপাল তে কৃতার্থা মহীতলে ॥

শ্রীগোবিন্দদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রতনয় । বিগ্রহের ন্যায় লীলা
করে ইচ্ছাময় ॥ প্রাপঞ্চিক লোক দেখে প্রতিমা আকার ।
স্বজন দেখয়ে শ্রীগোবিন্দ সাক্ষাৎকার ॥ গোঁনমুদ্রাদিক অঙ্গী-
কার করি অঙ্গে । পরিকরে দেন অখরসের তরঙ্গে ॥ বৃন্দাবনে
অফদল পদ্ম কর্ণিকায় । শ্রিয়ামহ বিলসে কি অদ্ভুত
শোভায় ॥

তথাহি অথন্ববেদে ॥

গোকুলাখে মথুরামণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে সহস্রদলপদ্মে
ষোড়শদলমধ্যে অফদলকেশরে গোবিন্দোহপি শ্যামঃ পীতা-
ম্বরো দ্বিভুজো ময়ূরপুচ্ছশিরোবেণুবেত্রহস্তো নিগুণঃ সগুণো
নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেচ্চো বিরাজত ইতি । হে
পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধাচ ইত্যাদি ॥

তথাহি সম্মোহনতন্ত্রোক্তিঃ ॥

গোবিন্দসহিতাং ভূরিহাবভাবপরায়ণাং ।

যোগপীঠেশ্বরীং রাধাং প্রণমামি নিরন্তরং ॥

বৃন্দাবনে যোগপীঠ পরম আশ্চর্য্য । যোগপীঠে গোবি-
ন্দের অদ্ভুত গোন্দর্য্য ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে বৃন্দাবনমাহাত্ম্যে ॥

পার্বত্যুবাচ ॥

গোবিন্দস্য কিমাশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্যামৃতমদুতং ।

তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব কৃপানিধে ॥

ঈশ্বর উবাচ ॥

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে মঞ্জু মন্দারশোভিতে ।

যোজনোচ্ছি ততদ্বৃক্ষৈঃ শাখাপল্লবমণ্ডিতে ॥

মহৎ পদং মহাক্রামমহানন্দরসাত্মকং ।

প্রবালকুহুমৈর্গন্ধৈর্মল্লিকারসেবিতৈঃ ॥

তত্রাধস্তাংসিক্রপীঠে গোবিন্দস্থলমবায়ং ।

সপ্তাবরণকং স্থানং শ্রুতিমুগ্যং নিরন্তরং ॥

তত্র শুক্রে হেমপীঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতে ।

তন্মধ্যে মঞ্জু নির্মাণং যোগপীঠং সমুজ্জ্বলং ॥

তত্রাষ্টকোণনির্মাণং নানাদীপ্তিমনোহরং ।

তত্রোপরিচ মাণিক্যস্বর্ণসিংহাসনোজ্জ্বলং ॥

তস্মিন্মন্দিরং পদ্মং কর্ণিকায়াং সুখাশ্রয়ে ।

গোবিন্দস্য প্রিয়স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে ॥

শ্রীমদগোবিন্দমন্ত্রস্থং বল্লবীবৃন্দসেবিতং ।

দিব্যং ব্রজবয়োরূপং কৃষ্ণং বৃন্দাবনেশ্বরং ॥

ব্রজেন্দ্রং সন্ততৈশ্বর্য্যং ব্রজরামৈকবল্লভং ।

যৌবনোদ্ভিন্নবয়সাত্ত্বতবিগ্রহধারিণং ॥

বৃন্দাবনপতি শ্রীগোবিন্দ প্রেমালয় । রাধাসহ সদ্য সিংহাসনে বিলসয় ॥ যোগপীঠাষ্টকোণ প্রকৃতি সুবেষ্টিত । সিংহাসন রত্নমণ্ডপাদি অতুলিত ॥

তথাহি বরাহতন্ত্রে পঞ্চমপটলে ত্রীবরাহ উবাচ ॥

কর্ণিকা তন্মহাক্লাম গোবিন্দস্থানমব্যয়ং ।

তত্রোপরি স্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতং ॥

তথাহি ॥

কর্ণিকায়্যং মহালীলা তল্লীলারসতদিগমো ।

যত্র কৃষ্ণো নৃত্যবৃন্দাকাননস্য পতির্ভবেৎ ॥

কৃষ্ণো গোবিন্দতাং প্রাপ্তঃ কিমন্যেব'হুভাষিতৈঃ ।

দলং তৃতীয়কং রম্যং সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমং ॥

তথাহি ॥

গোবিন্দস্য প্রিয়স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে ।

গোবিন্দং তত্র সংস্রৃজ বল্লবীবৃন্দবল্লভং ॥

দিব্যব্রজবয়োরূপং বল্লবীপ্রীতিবৰ্দ্ধনং ।

ব্রজেন্দ্রং নিয়তৈশ্বৰ্য্যং ব্রজবালৈকবল্লভং ॥

তথাহি পৃথিব্যুবাচ ॥

পরমং কারণং কৃষ্ণং গোবিন্দাখ্যং পরাংপরং ।

বৃন্দাবনেশ্বরং নৃত্যং নিগুণমৈককারণং ॥

বরাহ উবাচ ॥

রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বর্ণসিংহাসনে স্থিতং ।

পূর্বোক্তরূপলাবণ্যং দিব্যভূষণং স্নানন্দরং ॥

ত্রিভঙ্গমঞ্জুস্নিগ্ধং গোপীলোচনতারকং ।

তত্রৈব যোগপীঠেচ স্বর্ণসিংহাসনাবৃতে ॥

প্রত্যঙ্গরভসাবেশাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণভল্লভাঃ ।

ললিতাদ্যাঃ প্রকৃতয়ো মূলপ্রকৃতিরাদিকা ॥

সম্মুখে ললিতাদেবী শ্যামলাপিচ বায়বে ।

উত্তরে শ্রীমধুমতী ধনৈশান্যাং হরিপ্রিয়া ॥
 বিশাখাচ তথা পূর্বে শৈব্যা চার্মো ততঃ পরং ।
 পদ্মাচ দক্ষিণে ভদ্রা নৈখাতে ক্রমশঃ স্থিতাঃ ॥
 যোগপীঠস্য কোণাগে চারুচন্দ্রাবলী প্রিয়া ।
 প্রকৃত্যর্কৌ তদন্যাশ্চ প্রানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥
 প্রানা প্রকৃতিশ্চাদ্যা রাধিকা সর্বসাদিকা ।
 চিত্রবেশাচ বৃন্দাচ চন্দ্রা মদনসুন্দরী ॥
 সুপ্রিয়াচ মধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া ।
 সম্মুখাদিক্রমে দিস্কু বিদিস্কুচ তথা স্থিতা ॥
 মোড়নী প্রকৃতিশ্রেষ্ঠাপ্রানা কৃষ্ণবল্লভা ।
 বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা তদ্বতু ললিতা প্রিয়া ॥
 গৌতমীয়তন্ত্রে ॥
 রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাগনপরিগ্রহং ।
 কল্পপাদপমধ্যস্থহেমমণ্ডপিকাগতং ॥
 গোবিন্দের মাধুর্য্যেতে জগৎ মাতায় । যে দেখে বারেক
 তারে কিছুই না ভায় ॥
 শ্রীভক্তিরসায়ুতগির্কৌ ॥
 পূর্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্যাং ১১১ শ্লোকঃ ॥
 স্মেরাং ভঙ্গীভ্রমপরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণ দৃষ্টিং
 বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ ।
 গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুগিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
 মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেহন্তি রঙ্গঃ ॥
 গোবিন্দ সচ্চিনানন্দ বিগ্রহ সুন্দর । মৌন মুদ্রায়ুক্ত দ্বিভু-
 জাতি মনোহর ॥

তথাহি গোপালতাপন্যাং পূর্ববিভাগে ১৩ শ্লোকঃ ॥

সুংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈজ্ঞানেশ্বরং ।

দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং ॥

গোপগোপীগবাবীতং সুরভ্রমতলাশ্রয়ং ।

দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগং ॥

কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতং ।

চিস্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং যুক্তো ভবতি সংসৃত্তেঃ ॥

তত্রৈব ৩৫ শ্লোকঃ ॥

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদিচ ॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রীমধুর বৃন্দাবনে । কে বা না প্রণত এই
তিনের চরণে ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন । সবার
সর্বস্ব এই তিনের চরণ ॥ মদনমোহন কহি মদনগোপালে ।
এ নাম বিখ্যাত ইহা জানয়ে সকলে ॥

গোপালতাপন্যাং পূর্ববিভাগে ৩৭ । ৪১ । ৪৩ শ্লোকঃ ॥

গোপালায় গোবর্দ্ধনায় গোপীনাথায়

গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস এ কহিতে নাই পার । উর্দ্ধান্নায় তজ্জ
হয় এ সব প্রচার ॥

তথাহি ॥

শ্রীপার্বত্যুবাচ ॥

কোহমৌ গোবিন্দদেনোহস্তি যন্তুয়া সূচিতঃ পুরা ।

কীদৃশং তস্য মাহাত্ম্যং কিং স্বরূপঞ্চ শঙ্কর ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ॥

গোপাল এব গোবিন্দঃ প্রকটাপ্রকটঃ সদা ॥

বৃন্দাবনে যোগপীঠে সএব সততং স্থিতঃ ॥
 অসৌ যুগচতুষ্কেহপি শ্রীমদ্বৃন্দাবনাধিপঃ ।
 পূজিতো নন্দগোপাদৈঃ কৃষ্ণেনাপি সুপূজিতঃ ॥
 চীরহর্ভা ব্রজস্বীণাং ব্রতপূর্ত্তিবিধায়কঃ ।
 চিদানন্দশিলাকারো ব্যাপকো ব্রজমণ্ডলে ॥
 কিশোরতামতিক্রম্য বর্ত্তমানো দিনে দিনে ।
 তাম্বূলপূজিতমুখো রাধিকাপ্রাণদৈবতঃ ॥
 রত্নবদ্ধচতুঃকূলং হংসপদ্মাদিসঙ্কুলং ।
 ব্রহ্মকুণ্ড নাম কুণ্ডং তস্য দক্ষিণতো দিশি ॥
 রত্নমণ্ডপমাতাতি মন্দারতরুভিবৃতং ।
 তন্মধ্যে যোগপীঠাখ্যং সাত্ৰাজ্যপদমুত্তমং ॥
 বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রাজ্য-সাত্ৰাজ্যরসরঞ্জিতঃ ।
 ইহৈব নির্জিতঃ কৃষ্ণো রাধয়া প্রৌঢ়হাসয়া ॥
 তস্যাজ্ঞশ্রীঃ সদা বৃন্দা বীরা চাখিলসাধনা ।
 যোগপীঠস্য পূর্ব্বত্র নান্না লীলাবতী স্থিতা ॥
 দক্ষিণস্যাং স্থিতা শ্যামা কৃষ্ণকেলিবিনোদিনী ।
 পশ্চিমে সংস্থিতা দেবী ভগিনী নাম সর্ব্বদা ॥
 উত্তরত্র স্থিতা নিত্যং সিদ্ধেশী নাম দেবতা ।
 পঞ্চবক্ত্রঃ স্থিতঃ পূর্ব্বৈ দশবক্ত্রশ্চ দক্ষিণে ॥
 পশ্চিমে চ চতুর্বক্ত্রঃ সহস্রবক্ত্র উত্তরে ।
 স্তবর্ণবেদ্রহস্তা চ সর্ব্বত্র শাসনে স্থিতা ॥
 ঞ্চদনোন্মাদিনী নাম রাধিকায়্যাঃ প্রিয়া সখী ।
 পাদপে পাদয়ত্যেব গোবিন্দং নাননিহ্নলং ॥
 রতিপতিমানদাপি সাক্ষা-

দিহযুগলাকৃতি ধাম কামদন্তে ।
 হরিমণিনবনীলমাধুরীভিঃ
 পদি পদি মন্থথগোধমুচ্চিনোতি ॥
 মন্থথদ্বিতয়ং পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণায়োতি সৎপদং ।
 গোবিন্দায় ততঃ পশ্চাৎ স্বাহায়াং দ্বাদশাক্ষরঃ ॥
 গোবিন্দস্য মহামন্ত্রঃ কালে পূর্বানুরাগভাক্ ।
 ততঃ পরং প্রবক্ষ্যামি গোবিন্দং যুগলাক্সকং ॥
 লক্ষ্মীমন্থথরাধেতি গোবিন্দাভ্যাং নমঃ পদং ॥
 এতস্য জ্ঞানমাত্রেন রাধাকৃষ্ণৌ প্রসীদতঃ ॥
 অনয়োস্তু ঋষিঃ কামো বিরাট্ ছন্দ উদাহতং ।
 দেবতা নিত্যগোবিন্দো রাধাগোবিন্দ এবচ ॥
 যোগপীঠেশ্বরী শক্তিঃ ষড়ঙ্গং কামবীজকৈঃ ।
 ধ্যায়েদগোবিন্দদেবং নববনমধুরং দিব্যলীলানটন্তং
 বিম্বর্জ্জগন্মলকচ্ছং করযুগমূরলীরত্ন দণ্ডাশ্রিতঞ্চ ।
 অংসন্যস্তাচ্ছপীতাম্বরবিপুলদশাবদ্রগুচ্ছাভিরামং
 পূর্ণং শ্রীমোহনেন্দ্রং তদিতরচরণাক্রান্তদক্ষাজ্জিনালং ॥
 এবং ধ্যান্বা জপেন্দ্রং যাবল্লকচতুর্কয়ং ॥
 তিলাজ্যহবনস্যান্তে গোপপীঠেশ্বরৌ যজ্ঞে ।
 চম্পকাশোকতুলসীকঙ্কারৈঃ কমলৈস্তথা ॥
 রাধাগোবিন্দযুগলং সাক্ষাৎ পশ্যতি চক্ষুষা ।
 শ্রীমন্মদন গোপালোহপ্যত্রৈব সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥
 কৈশোররূপীগোপালো গোবিন্দঃ প্রৌঢ়বিগ্রহঃ ।
 উভয়োস্তারতম্যেন গোপীনাথোহতিসুন্দরঃ ॥
 ধীরোদ্ধতস্ত গোপালো ধীরোদাততয়োচ্যতে ।

গোবিন্দো গোপিকানাথো যো ধীরললিতাকৃতিঃ ॥

সিংহমধ্যস্থ গোপালস্ত্রিভঙ্গললিতাকৃতিঃ ।

গোবিন্দো গোপিকানাথঃ পীনবক্ষঃস্থলো বিটঃ ॥

ত্রিসঙ্কামন্যদন্যাক্ষি মাধুর্যং গোবিদাং পতৌ ।

গোবর্দ্ধনদরীদণ্ডে পল্লবাদ্যবিচত্রিতে ॥

বাল্যতঃ সমতিক্রান্তঃ কৈশোরাৎ পরতো গতঃ ।

ষগাহমানঃ কন্দর্পং শ্রীঃগোবিন্দো বিরাজতে ॥

নানারত্নমনোহারিণ্যেতস্মিন্ যোগপীঠকে ।

মহজোহি প্রভাবোহয়ং নাচিরাৎ পরিতুষ্যতি ॥

অন্যেষু সিদ্ধপীঠেষু বা সিদ্ধিবহুহায়নৈঃ ।

বৃন্দাধনে যোগপীঠে নৈকেনাহা প্রজায়তে ॥

প্রাতর্বালাকসঙ্কাসং সঙ্গবে মঙ্গলচ্ছবিং ।

মধ্যাহ্নে তরুণাকর্ভং পরাহ্নে শম্মপত্রবৎ ॥

সায়ং, সিন্দূরপূরাভং রাত্রৌ চ শশিনির্ম্মলং ।

তমস্বিনীষিদ্ভনৌলমযুগ্মেচকপ্রভং ॥

বর্ষাত্ম চ সদা ভাতি হরিহুগ্মণিপ্রভং ।

শরৎস্থ চন্দ্রবিম্বাভং হেমন্তে পদ্মরাগবৎ ॥

শিশিরে হীরকপ্রণয়ং বসন্তে পল্লবারুণং ।

গ্রীষ্মে পীযুষপূরাভং যোগপীঠং বিরাজতে ॥

মাধুরীভিঃ সদাচ্ছন্নমশোকলতিকারুতং ।

অধশ্চৈর্কিং মহারত্নমযুগ্মৈঃ পরিতোষুতং ॥

চন্দ্রাবলী ছুরাধ্বং রাধাগৌভাগ্যমন্দিরং ।

শ্রীরত্নমণ্ডপং নাম তথা শৃঙ্গারমণ্ডপং ॥

লৌভাগ্যমণ্ডপং নাম মহামাধুর্যমণ্ডপং ।

মাত্রজ্যমগুপং নাম তথা সুরতমগুপং ।

আনন্দমগুপং নাম তথা সুরতমগুপং ।

ইত্যেকৌ যোগপীঠস্য নামানি শৃণু পার্শ্বতি ॥

নাগাফটকং যঃ পঠতি প্রভাতে

শ্রীযোগপীঠস্য মহত্তমস্য ।

গোবিন্দদেবং বশয়েৎ স তেন .

প্রেমাগমাপ্নোতি পরস্য পুংসঃ ॥

ইতুর্দ্ধাঙ্গায়ে যোগপীঠপ্রকাশনো

নামৈকোনবিংশঃ পটলঃ ॥

এত কহি শ্রীপণ্ডিত উল্লাস অন্তরে । ভোজনটীলাতে
হৈতে চলে ধীরে ধীরে ॥ কথো দূরে গিয়া কহে স্নমধুর কথা ।
করিলেন তপস্যা সৌভরিমুনি এথা ॥ দেখহ যমুনাতীরে স্থান
সুনির্জন । সোনারথ নাম গ্রাম জানে সর্বজন ॥ এই যে
কালিয়হৃদ দেখ শ্রীনিবাস । এথা শ্রীকৃষ্ণের অতি আশ্চর্য
বিলাস ॥ কালিন্দীর তীরে কেলিকদম্বে চড়িয়া । কালিন্দীর
জলে পাড়িলেন বাঁপ দিয়া ॥ কালিয়দমন করে কালিন্দীর
জলে । কালীসর্প-ফণে নাচে দেখয়ে সকলে ॥ কালিয়সর্পেরে
কৃষ্ণ অনুগ্রহ কৈলা । এথা হৈতে রমণক দ্বীপে পাঠাইলা ॥
এ কালিয়হৃদে স্নানাদিক করে যে । অনায়াসে সর্ষপাপে মুক্ত
হয় সে ॥ বিষ্ণুলোকে যায় এথা দেহত্যাগ হৈলে । পুরাণে
কহয়ে আর নানা ফল মিলে ॥

তথাহি আদিবঃরঃহে ॥

কালীয়স্য হৃদং গতা জীড়াং কৃতা বসুন্ধরে ।

স্নানমাত্রেন তত্রৈব সর্ষপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ।

শ্রীদশমস্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকঃ

যোহগ্নিন্ স্নাত্বা নদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তপয়েজ্জলৈঃ ।

উপোষ্য মাং স্মরনর্চেৎ সর্ষপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

যে কদম্বে চটি কৃষ্ণহৃদে বাঁপ দিলা । সে বৃহৎ বৃক্ষ
শোভা শাস্ত্রে প্রকাশিলা ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

অত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তি পণ্ডিতা নরাঃ ।

কালীয়চুদপূর্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ ॥

শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং স্মরভিগন্ধিচ ।

সচ দ্বাদশমাসানি মনোজ্ঞশুভশীতলঃ ॥

পুষ্পায়ক্তি বিশালাক্ষি প্রভাসন্তে দিশো দশাঃ ।

এ কালীয়তীর্থ তীর্থপাপ বিনাশয় । কালীতীর্থ স্নানে
বহু কার্য্যসিদ্ধি হয় ॥

তথাহি সৌরপুরাণে ॥

ততঃ কালিস্তীর্থাখ্যং তীর্থমজ্জোবিনাশনং ।

অনৃত্যদম্বত্র ভগবান্ বালঃ কালিয়মস্তকে ॥

তত্র যন্তু কৃতস্নানো বাসুদেবঃ সমর্চয়েৎ ।

অন্যজনদুষ্প্রাপঃ কৃষ্ণসায়ুজ্যমশ্নুতে ॥

দেখহ দ্বাদশাদিত্য তীর্থ এই খানে । মিলয়ে বাঞ্ছিত ফল
বিদিত পুরাণে ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

সূর্য্যতীর্থে নরঃ স্নাতো দৃষ্টাদিত্যান্ বস্করে ।

আদিত্যভুবনং প্রাপ্য কৃতকৃত্যঃ স মোদতে ॥

আদিত্যোহহনি সংক্রান্তাবগ্নিন্ তীর্থে বহুঙ্করে ।

মনসাভীপ্সিতং কামং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥

সৌরপুরাণে ॥

দ্বাদশাদিত্যতীর্থাথাং তীর্থং তদনুপাবনং ।

তস্য দর্শনমাত্রেণ নৃণামজ্ঞো বিনশ্যতি ॥

অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণকালীহৃদ হৈতে । কালীকে দমন
করি আইলা এ টীলাতে ॥ সূর্য্যগণ কৃষ্ণে অতি শীতার্ভ
জানিয়া । শীত নিবারয়ে উগ্র তাপ প্রকাশিয়া ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮২ শ্লোকঃ ॥

সূর্য্যোদ্বাদশভিঃ পরং মুররিপুঃ শীতার্ভ উগ্রাতপৈ-

র্ভক্তিপ্রেমভরৈরুদারচরিতঃ শ্রীমান্ মদা মেবিতঃ ।

যত্র স্ত্রীপুরুষৈঃ কণং পশুকুলৈরাবেষ্টিতৌ রাজতে

স্নেহৈর্দ্বাদশসূর্য্যানামতদিদং তীর্থং মদা সংশ্রয়ে ॥

অহে শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর আজ্ঞায় । সনাতন ব্রজে আসি
রহিলা এখায় ॥ প্রভু আসিবেন আজ্ঞা ছিল সনাতনে । তাঁর
লাগি স্থান কৈলা দেখ এ নির্জনে ॥ সনাতনে উদ্ভিগ দেখিয়া
গৌরহরি । স্বপ্নচ্ছলে এথা দেখা দিলা কৃপা করি ॥ বসিয়া
আছেন গৌরচন্দ্র দিব্যামনে । সনাতন লোটাটয়া পড়িলা
চরণে ॥ সনাতনে প্রভু করি দৃঢ় আশ্রয়ন । সর্ব্বমতে সন্তো-
ষিয়া হৈলা অদর্শন ॥ অদ্বুত প্রভুর লীলা কে পারে বুঝিতে ।
মদা বৃন্দাবনে বিহরয়ে ইচ্ছামতে ॥ দেখ প্রকন্দন ক্ষেত্র স্নানে
পাপ যায় । প্রাণত্যাগ হইলেই নিম্নলোক পায় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

পুনরন্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বহুধরে ।

ক্ষেত্রং প্রস্কন্দনং নাম সর্বপাপহরং শুভং ॥

তস্মিন্ স্নাতস্ত মনুজঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

অথাত্রামুক্ত প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

অহে শ্রীনিবাস সূর্য্যগণের তাপেতে । দূরে গেল শীত,
ঘর্ম্ম হইল দেহেতে ॥ সেই ঘর্ম্ম জল সূর্য্যকন্যায়া মিলিল । এই
হেতু প্রস্কন্দন নাম তীর্থ হৈল ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৩ শ্লোকঃ ।

অত্যন্তাতপসেবনেন পরিতঃ সংজাতঘর্ম্মোৎকরৈ-

র্গোবিন্দস্য শরীরতো নিপতিতৈতর্য্যতীর্থমুচ্চৈরভূৎ ।

তত্ত্বংকোমলসান্দ্রহৃন্দরতরশ্রীমৎসদঙ্গোচ্ছল-

দগন্ধৈর্হারি স্ফাবি স্ফুট্যতি ভজে প্রস্কন্দনং বন্দনৈঃ ॥

প্রস্কন্দনঘাট দেখাইয়া শ্রীনিবাসে । প্রেমাবেশে কহে
অতি সুমধুর ভাবে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন অদ্বৈত ঈশ্বর ।
কথোদ্দিন ছিলা এই বনের ভিতর ॥ এই বটবৃক্ষ তলে কৃষ্ণ
আরাধয় । কে বুঝিতে পারে তাঁর দুর্গম আশয় ॥ এ প্রভুর
জন্মাদি গমন যৈছে এথা । শুন শ্রীনিবাস কহি সজ্জেকপে সে
কথা ॥ মাধবেন্দ্রপুরীশ্বর শচী জগন্নাথ । একটিলা অদ্বৈত
ঈশ্বর সেই সাঁথ ॥ জীব প্রতি অদ্বৈতের করুণা অশেষ । জন-
মের ছলে ধন্য কৈল বঙ্গদেশ ॥ বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট নব-
গ্রাম । কুবের পণ্ডিত তথা নৃসিংহ সম্ভান ॥ কুবের পণ্ডিত
ভক্তিপথে মহা ধন্য । কৃষ্ণপাদপদ্ম বিনা না জানয়ে অন্য ॥
তৈছে তাঁর পত্নী নাভাদেবী পতিব্রতা । জগতের পূজ্যা য়েঁহে
অদ্বৈতের মাতা ॥ দৌহে শান্তিপুরে আসি গঙ্গা

ধানে । নিরন্তর মগ্ন কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥ এক দিন শ্রীকৃ-
 বের নাভার সহিতে । বৈষ্ণবের নিন্দা শুনি চাহয়ে মরিতে ॥
 কোন ভাগ্যবান্ দৌহে দেখি মৃত্যুপ্রায় । করিলা দৌহারে
 স্থির কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥ তথাপিহ দুঃখী হৈয়া করিলা শয়ন ।
 কিছু নিদ্রা হৈতে দেখে অপূর্ব স্বপন ॥ মহা তেজোময় এক
 পুরুষ সুন্দর । তপ্তহেম পর্কিত জিনিয়া কলেবর ॥ এ পুরুষ
 আর এক পুরুষসুন্দরে । সুমধুর বাক্য কহে ধরি ছুই করে ॥
 কলিহত জীবের এ দুঃখ নিবারিতে । শীঘ্র অবতীর্ণ তুমি হও
 পৃথিবীতে ॥ তুমি আকর্ষিলে আমি রহিতে নারিব । অগ্র-
 জের সহ শীঘ্র প্রকট হইব ॥ শুনিয়া এতেক বাক্য মহাহর্ষ
 চিতে । শুভক্ষণে প্রবেশিলা নাভার গর্ভেতে ॥ ঐছে দেখি
 বিপ্রেস আনন্দ অতিশয় । নিদ্রাভঙ্গ হৈতে হৈল ব্যাকুল হৃদয় ॥
 বিপ্র মহাশাস্ত্রজ্ঞ বিচার কৈল চিতে । গুপ্তরূপে ঈশ্বরের
 প্রকট কলিতে ॥ ঐছে বহু মনে হৈতে হইলা বিহ্বল । পত্নী-
 সহ নারে নিবারিতে নেত্রজল ॥ সেই দিন হৈতে নাভা হৈলা
 গর্ভবতী । পুন নবগ্রামে গিয়া করিলেন স্থিতি ॥ তথাই
 প্রকট হৈলা অদ্বৈত ঈশ্বর । জগতের হৈল মহা উল্লাস অন্তর
 অকস্মাৎ এই ধ্বনি হৈল ইহাঁ হৈতে । প্রকটিব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
 পৃথিবীতে ॥ নিত্যানন্দ রাসে ইহঁে তুরিতে আনিব । পরি-
 করবুন্দ সহ স্নেহে বিহরিব ॥ খণ্ডিব জীবের দুঃখ চিন্তা নাই
 আর । ঘরে ঘরে হবে প্রেমভক্তির প্রচার ॥ সঙ্কীৰ্ত্তন আনন্দ-
 সমুদ্র উথলিব । ধন্য এই কলি কেহ বঞ্চিত নহিব ॥ ঐছে
 নানা ধ্বনি শুনি সবে হর্ষ হয় । কুবের ভবন হৈল মঙ্গল

আশ্রয় ॥ দিনে দিনে বাড়ে প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর । দেখে ভাগ্য-
 বস্ত্র লোক উল্লাস অস্তুর ॥ অদ্বৈত আপনা সদা লুকাইয়া রয় ।
 কভু শ্রীচৈতন্য ইচ্ছামতে ব্যক্ত হয় ॥ অদ্বৈতে পাইয়া নবগ্রাম
 বাসীলোক । আনন্দে ভাসয়ে পাশরিয়া দুঃখ শোক ॥ কমলাঙ্গ
 অদ্বৈত প্রভুর দুই নাম । অদ্বৈত বলিয়া সবে ডাকে অবিরাম ॥
 অদ্বৈতের বাল্যলীলা অতি চমৎকার । দেখে ভাগ্যবস্ত্র তা
 বর্ণিতে শক্তি কার ॥ শ্রীঅদ্বৈত সবার নেত্রের তারা প্রায় ।
 শয়নে স্বপনে অদ্বৈতের গুণ গায় ॥ ধন্য এ সকল লোক বলি
 বার বার । ধন্য বঙ্গদেশ যাতে প্রভু অবতার ॥ প্রেম ভক্তিময়
 শ্রীকুবের মহাধীর । কহিলেন সবারে যাইব গঙ্গাতীর ॥ গ্রাম
 বাসি প্রিয় বন্ধুবর্গের সহিতে । আইলেন শান্তিপুরে নবগ্রাম
 হৈতে ॥ শান্তিপুরে কৈল বাস প্রসন্ন হৃদয় । কভু নবদ্বীপে
 বন্ধুবর্গেরে মিলয় ॥ অদ্বৈত করায় যত্নে শাস্ত্র অধ্যয়ন । হইলা
 পণ্ডিত প্রভু পণ্ডিত পাবন ॥ যদিপি হ মাতা পিতা পুত্র তত্ত্ব
 জানে । বাৎসল্যে সে সব কিছু স্মৃতি নহে মনে ॥ শান্তিপু-
 রবাসী যত পরম পণ্ডিত । অদ্বৈতের চেষ্টা দেখি সকলে
 বিস্মিত ॥ কেহ কহে অদ্বৈত মনুষ্য কভু নয় । মনুষ্য কি
 ঐছে সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ধন্য এ কুবের বিপ্র ঐছে পুত্র যার ।
 ইহা হৈতে হবে বুঝি মঙ্গল সবার ॥ এইমত নানা কথা কয়
 সর্বজন । হইলা অদ্বৈতচন্দ্র সবার জীবন ॥ অদ্বৈত প্রভুর
 ইচ্ছা কে পারে বুঝিতে । জননীজনকে স্নেহ দেননানা মতে ॥
 কথোদিনে পিতা মাতা হৈলা অভর্শন । গয়া করিবারে প্রভু
 করয়ে গমন ॥ গয়া ছলে সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিল । মাধবেন্দ্র

পুরীস্থানে দীক্ষা সম্ভ্র নিল ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং ॥

প্রেমভক্তিপ্রদং শ্রীমাদ্ধবেন্দ্রপুরীপ্রিয়ং ।

শ্রীলাদ্বৈতপ্রভুং বন্দে শ্রীমাদ্ধসম্প্রদায়িনমিতি ॥

অদ্বৈতের চেষ্টা বুঝে এছে শক্তি কার । করয়ে ভ্রমণ
 প্রেমে মত্ত অনিবার ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরাগুলে ।
 দেখিয়া ব্রজের শোভা আনন্দ উথলে ॥ সর্বত্র দর্শন করি
 আইলা বৃন্দাবনে । এথা ব্রজবাসিগণ রাখিলা যতনে ॥ ফল
 মূল দুই কিছু করয়ে আহার । অদ্বৈতের তেজ দেখি লোকে
 চমৎকার ॥ প্রেমে মত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার গজ্জর্ন । কৃষ্ণে কি
 দেখিব বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ এইরূপ নানা ভাব হয় ক্রমে ক্রমে ।
 কৃষ্ণে আরাধয়ে এ যমুনা সান্নিধ্যনে ॥ জানি কৃষ্ণচৈতন্যের
 একট সময় । এথা হৈতে গোড়দেশে করিলা বিজয় ॥ অদ্বৈত-
 চন্দ্রের লীলা অমৃত সমান । অহে শ্রীনিবাস এ আশ্বাদে ভাগ্য-
 বান্ ॥ যে বট বৃক্ষের তলে অদ্বৈতের স্থিতি । সর্বত্র হইল
 সে অদ্বৈতবট খ্যাতি ॥ এ অদ্বৈতবট দৃষ্টে সর্বপাপ ক্ষয় ।
 পরম দুর্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয় ॥ দেখ কাশিন্দীর তীরে
 তরুলতাগণ । সদাই নবীন অতিশয় সুশোভন ॥ এ তিস্তিড়ী
 বৃক্ষ পুরাতন অতিশয় । এথা রাধাকৃষ্ণ সখী সহ বিলসয় ॥
 পূর্বব সোঙরি কৃষ্ণ চৈতন্যগোসাঞি । এথা আসি যমিলা
 সুখের সীমা নাই ॥ এত কহিতেই প্রেমে বিহ্বল পণ্ডিত ।
 শ্রীনিবাসে কহে গোরাচান্দের চরিত ॥ শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণ-
 ব্রহ্ম সনাতন । নবদ্বীপনাথ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ নবদ্বীপে

শচী জগন্নাথমিশ্র-ঘরে । অবতীর্ণ হৈলা প্রভু অদ্বৈতহুকারে ॥
 নবদ্বীপে গৌরান্দের অদ্ভুত বিহার । সহস্র বদনে তাহা নারে
 বর্ণিবার ॥ পিতার বিয়োগ হৈলে কথোদিন পরে । লোক-
 রীতি প্রায় আইলা গয়া করিবারে ॥ তথা শ্রীঈশ্বরপুরী মহা-
 ভাগ্যবান্ । দেখি গৌরচন্দ্রে যেন পাইলেন প্রাণ ॥ ভক্তের
 জীবন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর । ঈশ্বরপুরীতে কৈলা পরম আদর ॥
 নিজ দীক্ষামন্ত্র তাঁর কর্ণেতে কহিয়া । লইলেন মন্ত্র ভূমে পড়ি
 প্রণমিয়া ॥ ঈশ্বরপুরীতে গুরু করি গৌররায় । নিরন্তর ভাসে
 দুই নেত্রের ধারায় ॥ ভুবন পাবন বিশ্বস্তরে শিষ্য করি ।
 প্রেমানন্দে মত্ত হৈলা শ্রীঈশ্বরপুরী ॥ যদি কহ জগতের গুরু
 গৌরচন্দ্র । তাঁর গুরু অন্য এ শুনিতে লাগে ধন্দ ॥ তাহাতে
 কহিয়ে লোক শিক্ষার কারণ । আপনি আচরি ধর্ম করয়ে
 স্থাপন ॥ প্রভুর এ অলৌকিক লীলা কেবা জানে । করিলেন
 ধন্য মাধ্বীমস্প্রদা আপনে ॥ সম্প্রদানিবিষ্ঠ হৈলে কার্য্যনিকি
 হয় । অন্যত্র দীক্ষিতে মন্ত্র নিষ্ফল নিশ্চয় ॥ শ্রী মাধ্ব রুদ্র
 সনক সম্প্রদায় চারি ॥ কলিতে বিদিত কহে পুরাণে বিস্তারি ॥
 তথাহি পদ্মপুরাণে ॥

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রান্তে নিষ্ফলা মতাঃ ।

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥

শ্রী-মাধ্ব-রুদ্র-সনক বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ।

চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যাঃ সম্প্রদায়প্রবর্তকাঃ ॥

ভক্তি অধিকারী এ সম্প্রদা চতুষ্টয় । সংক্ষেপে কহিয়ে
 সম্প্রদাখ্য যৈছে হয় ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু ।

নারায়ণরূপে হন এ সবার গুরু ॥ শ্রীনারায়ণের শ্রিয়া, শিষ্যা
পুন তাঁর । সর্বশাস্ত্রে বিস্তার অদ্ভুত ক্রিয়া যাঁর ॥ শ্রীশব্দেতে
লক্ষ্মী তাঁর শাখা, উপশাখা । হইল অনেক তাহা কে করিবে
লেখা ॥ সেই গণে রামানুজ আচার্য্য হইল । তাহা হৈতে
রামানুজ সম্প্রদা চলিল ॥ শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্য পূর্বে নাম তাঁর হয় ।
অত্যাदরে রামানুজাচার্য্য সবে কয় ॥ নিজ নামে রামানুজভাষ্য
যেই কৈল । তাঁর শাখা উপশাখা জগৎ ছাইল ॥

অহে শ্রীনিবাস মাধবী সম্প্রদা বিষয় । এবে কিছু কহি
আগে কহিব যে হয় ॥ শ্রীনারায়ণের শিষ্য ব্রহ্মা দয়াবান্ ।
জগৎ ব্যাপিল শিষ্য প্রশিষ্যাতি তান ॥ সেই গণ মধ্যেতে
শ্রীমধ্ব শিষ্য হৈলা । প্রথমেই ব্রহ্মসূত্রভাষ্য তেই কৈলা ॥
এই হেতু মধ্বাচার্য্য নাম হৈল তাঁর । সেই হৈতে মাধ্বাচার্য্য
সম্প্রদা প্রচার ॥ শ্রীআনন্দ তীর্থ তাঁর আর এক নাম । সর্বত্র
বিদিত সর্বগুণে অনুপম ॥ তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য যতেক অস্ত
নাই । ভক্তি প্রবর্তাইতে ব্যাপিল সর্বঠাই ॥

শ্রীনারায়ণের শিষ্য রুদ্র কৃপাময় । তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের
অস্ত নাহি হয় ॥ বিষ্ণুস্বামী শিষ্য হইলেন সেই গণে । ভক্তি-
রসে মত্ত হৈলা নিজ শিষ্য সনে ॥ পরম প্রভাব বিদ্যা সকল
শাস্ত্রেতে । বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদাখ্য হৈল তাহা হৈতে ॥

সনক সম্প্রদা আছে শুন শ্রীনিবাস । নারায়ণ হৈতে হংস-
বিগ্রহ বিলাস ॥ তাঁর শিষ্য সনকাদি চারি মহাশয় । তাঁর শিষ্য
প্রশিষ্যের লেখা নাহি হয় ॥ সেই গণ মধ্যে নিম্বাদিত্য শিষ্য
হৈল । তাহা হৈতে নিম্বাদিত্য সম্প্রদা চলিল ॥ নিম্বাদিত্য

প্রভাব পরম চমৎকার । তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যতে ব্যাপিল সং-
সার ॥

শ্রী মাধব রুদ্র সনক সম্প্রদায়গণে । হইল সম্প্রদা বহু
প্রভাব কারণে ॥ যৈছে রামানুজাচার্য্যগণের মধ্যেতে । রামা-
নন্দাচার্য্য হৈলা পূজ্য সর্বমতে ॥ তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যাди অনেক
তাহার । রামানন্দ খ্যাতি হইলেন সম্প্রদায় ॥ বিষ্ণুস্বামি-
সম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্য্য । কৈল অনুভাষ্য তেহেঁ সর্বমতে
আর্য্য ॥ হইল তাঁহার খ্যাতি বল্লবী বিদিত । কি বলিব অন্য
সম্প্রদায় এই রীত ॥ প্রভু ধন্য কৈল মাধ্বীসম্প্রদা কলিতে ।
প্রভুর গুণাদি নাম কহি পূর্ব হৈতে ॥ সর্বাদিক পরব্যোগ
নাথ নারায়ণ । তাঁর শিষ্য ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের ভূষণ ॥ ১ ॥ তাঁর
শিষ্য শ্রীনরদ মুনি প্রেমময় ॥ ২ ॥ শ্রীশুকের গুরু ব্যাস তাঁর
শিষ্য হয় ॥ ৩ ॥ হইলা ব্যাসের শিষ্য শ্রীমধ্ব উদার ॥ ৪ ॥ নিজ
নামে ভাষ্য কৈল মহিমা অপার ॥ সেই হৈতে মধ্বাচার্য্য
সম্প্রদা চলিল । শ্রীমৎপদ্মনাভাচার্য্য তাঁর শিষ্য হৈল ॥ ৫ ॥
তাঁর শিষ্য নরহরি ॥ ৬ ॥ শ্রীমাধব তাঁর ॥ ৭ ॥ শ্রীঅক্ষোভ তাঁর
শিষ্য সর্বত্র প্রচার ॥ ৮ ॥ জয়তীর্থ তাঁর শিষ্য ॥ ৯ ॥ তাঁর
জ্ঞানসিদ্ধ ॥ ১০ ॥ তাঁর শিষ্য মহানিধি দীনহীন বন্ধু ॥ ১১ ॥
তাঁর বিদ্যানিধি ॥ ১২ ॥ তাঁর রাজেন্দ্র বিদিত ॥ ১৩ ॥ জয়ধর্ম
মুনি তাঁর অদ্ভুত চরিত ॥ ১৪ ॥ ইহার গণেতে বিষ্ণুপুরী শিষ্য
হৈলা । ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ প্রকাশ করিলা ॥ জয়ধর্ম মুনির
শিষ্যের শুদ্ধরীত । নাম শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য বিদিত ॥ ১৫ ॥
তাঁর শিষ্য ব্যাসতীর্থ মহাবিজ্ঞ তেহেঁ । বর্ণিলেন শ্রীবিষ্ণুসংহিতা

গ্রন্থ য়েহ ॥ ১৬ ॥ তাঁর শিষ্য লক্ষ্মীপতি গুণের আলায় ॥ ১৭ ॥
 তাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্র ভক্তিচন্দ্রোদয় ॥ ১৮ ॥ তাঁর শিষ্য পুরীন্দ্র
 করুণানিধান ॥ ১৯ ॥ তাঁর শিষ্য প্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥ ২০ ॥
 তথাহি শ্রীকবিকর্ণপুরকৃত-শ্রীমদ্গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ॥

প্রাভুভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ ।

শ্রীমাধ্বরুদ্রসনকাহ্বয়াঃ পাণ্ডে যথা স্মৃতাঃ ॥

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সাম্প্রদায়িনঃ ।

শ্রীমাধ্বরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥

তত্র মাধ্বীসম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে ।

পরব্যোমেশ্বরস্যাভূচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ ॥

তস্য শিষ্যো নারদোহভূদ্ব্যাসস্তস্যাপি শিষ্যতাং ।

শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাং ॥

তস্য শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ ।

ব্যাসান্নকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্যো মহাযশাঃ ॥

চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীং ।

নিগুণাদ্রুক্ষণো যত্র সগুণস্য পরিক্রিয়া ॥

তস্য শিষ্যোহভবৎ পদ্মনাভাচার্যো মহাশয়ঃ ।

তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ ॥

অক্লোভস্তস্য শিষ্যোহভূতচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ ।

তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিদ্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ ॥

বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ ।

জয়ধর্মো মুনিস্তস্য শিষ্যো যদগমমধ্যতঃ ॥

শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতিঃ ।

জয়ধর্মস্য শিষ্যোহভূদ্যক্ষণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাং ।

শ্রীমাদ্বক্ষ্যোপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাত্মকঃ ॥

তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্বন্দ্বোহয়ং প্রবর্তিতঃ ।

কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ ॥

শ্রীতপ্রেয়োবৎসলতোজ্জ্বলাখ্যফলধারিণঃ ।

তস্য শিষ্যোহভবচ্ছীগানীশ্বরাত্ম্যো পুরী যতিঃ ॥

ঈশ্বরাত্ম্যপূরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে ।

জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকমিতি ॥

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য প্রভু গৌররায় । পুরীর মহিমা প্রভু
নিজ মুখে গায় ॥ প্রভুর অভূত ভক্তি কে পারে বুঝিতে ।
নিমানন্দ সম্প্রদা চলিল প্রভু হৈতে ॥ প্রভুনাশ মধ্যে মুখ্য
নিমাই পণ্ডিত । নিত্যানন্দ প্রভুর এ নামে অতি প্রতী ॥
প্রভুর বৈষ্ণবগণে দেখি নদীয়ায় । নিমাইসম্প্রদা বলি অদ্যা-
পি হ গায় ॥ নিমাই প্রদান কৈলা জগতে আনন্দ । এই
হেতু অবনিবিখ্যাত নিমানন্দ ॥ পূর্বের জানাইল অন্য সম্প্রদায়
যেছে । প্রভু প্রভাবেতে মাধবী সম্প্রদায় ঐছে ॥

তথাহি শ্রীমদ্বক্তেশ্বরপণ্ডিতস্য শিষ্য-শ্রীগোপাল গুরু-
গোস্বামিকৃত পদ্যে ॥

শ্রীমন্নরায়ণো ব্রহ্মা নারদো ব্যাস এবচ ।

শ্রীল মধ্বঃ পদ্মনাভো নৃহরির্মাধবস্তথা ॥

অক্ষোভো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিদ্ধুর্মহানিধিঃ ।

বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্মমুনিস্তথা ॥

পুরুষোত্তমশ্চ বৃক্ষণ্যো ব্যাসতীর্থমুনিস্তথা ॥

মাল্লক্ষ্মীপুতিঃ শ্রীমান্ মাধবেন্দ্র পুরীশ্বরঃ ॥

ভতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভূবি ।

নিমানন্দাখ্যায়া যোহসৌ বিখ্যাতঃ ক্রিতিমণ্ডলে ॥

অহে শ্রীনিবাস গয়া হৈতে গৌরহরি । চলিলেন ঈশ্বর-
পুরীয়ে রূপা করি ॥ পূর্বে নবদ্বীপে লুকাইলা ভক্তদ্বারে ।
পুন লুকাইতে চাহে লুকাইতে নারে ॥ অল্প দিনে গৌরচন্দ্র
গিয়া নদীয়ায় । হইলেন ব্যক্ত প্রিয়ভক্তের ইচ্ছায় ॥ অদ্বৈ-
তাদি প্রভুর যতেক ভক্তগণ । সবার হইল মহা প্রফুল্লিত
মন ॥ যে সুখ বাড়িল নিত্যানন্দের মিলনে । তাহা লক্ষ মুখে
বা বর্ণিব কোন জনে ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি সঙ্গে গৌররায় ।
নিরন্তর সঙ্কীর্ণনে মত্ত নদীয়ায় ॥ পরম অদ্ভুত কর্ম করি দিনে
দিনে । ছাড়িবেন গৃহাশ্রম করিলেন মনে ॥ জগতের নাথ গোরা
ভুবনমোহন । জীবে রূপা লাগি কৈলা সম্যাস গ্রহণ ॥ সম্যাস
করিয়া প্রভু বিহ্বল হইলা । নিত্যানন্দ অদ্বৈতভবনে লৈয়া
গেলা ॥ সম্যাসির শিরোমণি প্রভু গোরাচান্দে । দেখিতে
ধাইল লোক স্থির নাহি বাঞ্ছে ॥ দেবতা মনুষ্য মিলি হৈল
একযোগ । অদ্বৈতভবন বেঢ়ে লক্ষ লক্ষ লোক ॥ হরি হরি
ধনি সবে করে অনিবার । স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে হৈল চমৎ-
কার ॥ সম্যাসির শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । দর্শন দানেতে
কৈল সর্বজনে ধন্য ॥ সঙ্কীর্ণনে নর্তন করয়ে গৌরহরি ।
চন্দনে ভূষিত অঙ্গ অদ্ভুত মাধুরী ॥ চতুর্দিকে প্রভুর যতেক
ভক্তগণ । সবে মিলি করে মহামধুর কীর্তন ॥ নিত্যানন্দ
অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর । না ছাড়ে প্রভুর পাশ উল্লাস অন্তর ॥
শ্রীহুজ তুলিয়া প্রভু হরি হরি বলে । সঙ্কীর্ণন আনন্দে ভাসয়ে

নেত্রজলে ॥ হেন প্রভু চৈতন্যচান্দ্রের দরশনে । হইলা বিহ্বল
লোক আপনা না জানে নিভুতে রহিয়া কেহ' কারু প্রতি
কয় । বিপ্ররূপে এ ঈশ্বর বেদে নিরূপয় ॥

তথাহি সামবেদে ॥

॥ ওঁ ॥ যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্ষবর্ণঃ

কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয়

নিরঞ্জনঃ পরং সাম্যমুপৈতি ॥

কেহ কহে ভক্তরূপ মিশ্র বিশ্বস্তর । যুক্ত সর্ব লক্ষণ এ
সকলের পর ॥

তথাহি ॥

ইতোহহং কৃতসম্মাসোহবতরিষ্যামি সপ্তগো

নির্বেদো নিকামো ভূগীর্বাণস্তীরস্হোহলকনন্দায়াঃ

কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো

দীর্ঘাঙ্গঃ সর্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বরপ্রার্থিতো নিজ রসা-

স্বাদো ভক্তরূপো মিশ্রাখ্যো বিদিতযোগোহস্যাং ॥

ইতি তু অথর্বগম্য তৃতীয়কাণ্ডে ব্রহ্মবিভাগানস্তরং ॥

কেহ কহে এই কলি প্রথম সঙ্খ্যায় । স্বশক্তি ঐক্য এ
গৌরচন্দ্রে বেদে গায় ॥

তথাহি অথর্ববেদে পুরুষবোধন্যাং ॥

সপ্তমে গৌরবর্ণ বিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেতচ্চ

প্রাস্তে প্রাতরবতীৰ্য্য সহ স্নৈঃ স্বমনু শিক্ষয়তি ॥

অস্য ব্যাখ্যা ॥

সপ্তমে সপ্তমমহন্তরে বৈবস্বতমনো গোঁরবর্ণো
 ভগবান্ স্বশক্ত্যা হ্লাদিনী শক্ত্যা ঐক্যং প্রাপ্য
 প্রাপ্তে কলৌ যুগে প্রাতঃ প্রথম সঙ্ক্যায়ঃ
 অবতীর্ণো ভূত্বা সহ সৈঃ স পার্শ্বদৈঃ স্বমনু
 হরেকৃষ্ণাদিজনান্ শিক্ষয়তি উপদিশতি ॥

কেহ কহে দেখ হেমঅঙ্গ স্ফটিকণ । আহা মরি কি অপূর্ণ
 চন্দন ভূষণ ॥

তথাহি সহস্রনামস্তোত্রে ॥

স্ববর্ণবর্ণো হেমাস্জোবরাড়শ্চন্দনান্নদীতি ॥

কেহ কহে সবার পরাণচোরা গোরা । ইহার চরিতে
 ত্রিজগৎ হইল ভোরা ॥ পীতবর্ণ ধরে এই প্রশস্ত কলিতে ।
 শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে ॥

তথাহি দশমস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকঃ ॥

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহম্য গৃহুতোহনুযুগং তনুঃ ।

শুক্লো রক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

কেহ কহে কৃষ্ণবর্ণ ইহার অন্তর । বাহিরে একাঙ্গ গোঁর-
 কান্তি মনোহর ॥ নিত্যানন্দাধৈতাদি সঙ্গিতে বিলসয় । সঙ্কী-
 র্তন যাজনেতে ইহারে মিলয় ॥

তথাহি তত্রৈব ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকঃ ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণং সাস্জোপাস্জাস্ত্রপার্শ্বদৈঃ ॥

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্ধজস্তি হি স্মমেধসঃ ॥

কেহ কহে সকলের জাতা এই প্রভু । এমন দয়াসু আর
 না হইরে কভু ॥ কলিযুগ ধর্ম এই নাম সঙ্কীর্তন । অবতারি
 কৈল অধে ধর্ম সংস্থাপন ॥

তথাহি গীতায়াং ৪ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকঃ ॥
 পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ।
 ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥
 কেহ কহে কে বুঝিবে প্রভুর বিলাস । কলিযুগ ধন্য কৈল
 করিয়া সম্যাস ॥

তথাহি সহস্রনামস্তোত্রে ॥
 সম্যাসকৃচ্ছমঃ শাস্তো নিষ্ঠাশাস্তিপরাযণঃ ॥
 কেহ কহে কনিতে জীবের ভাগ্য অতি । করিয়া সম্যাস
 প্রভু নাশয়ে দুর্গতি ॥

তথাহি উপপুরাণে ব্যাসং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥
 অহমেব কচিদ্রক্ষন্ সম্যাসাত্মমশ্রিতঃ ।
 হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতামরান্ ॥
 কেহ কহে হরিনাম মহামন্ত্রদানে । জীবের দারুণ দুঃখ
 খণ্ডয়ে আপনে ॥

তথাহি ॥
 হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে
 রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কেহ কহে হরি কৃষ্ণ রাম নামাকরে । প্রসবে অদ্ভুত অর্থ
 স্বাদে বিজ্ঞবরে ॥

তথাহি শ্রীগোপালগুরুগোস্থামিকৃত পদ্যে ॥
 বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদম্বনানন্দবিগ্রহং ।
 হরত্যাবিদ্যাং তৎকার্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥
 হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাংলাদম্বরূপিণী ।

অতো হরেত্যনৈব শ্রীরাধা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥

অননৈক স্তম্বস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ ।

গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্ষ্যাতে ॥

২৫১

বৈদগ্ধ্যসার সর্বস্বং মূর্তিলীলাধিদেবতং ।

রাধিকাং রময়মিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥

এই রূপ নানা কথা কহি সর্বজন । শ্রীচৈতন্যপদে কৈল
আত্মসমর্পণ ॥ সম্যাসির শিরোমণি প্রভু গৌর রায় । অবৈত-
ত্বনে ঐছে আনন্দে গোঙায় ॥ নবদ্বীপ হৈতে যে যে আইলা
শান্তিপুরে । সব মনোহিত কৈলা বিবিধপ্রকারে ॥ শ্রীশচী
মায়েরে প্রবোধিয়া নানা মতে । তাঁর পাদপদ্ম ধূলি লইলা
মাথাতে ॥ শচী ঠাকুরাণী স্নেহে বিহ্বল হইলা । নীলাচলে
স্থিতি হয় ঐছে আজ্ঞা দিলা ॥ মায়ের আজ্ঞাতে প্রভু কারল
গমন । কে বর্ণিব যৈছে হইলেন ভক্তগণ ॥ কপট সম্যাসি-
বেশে ভ্রমি সর্ব দেশ । মথুরামণ্ডলে আসি করিলা প্রবেশ ॥
মথুরার সনৌড়িয়া বিপ্রে করি সঙ্গে । ভক্তাবেশে ভ্রজেতে
ভ্রময়ে মহারঙ্গে ॥ যথা যে যে লীলা পূর্বে করয়ে আপনে ।
অজ্ঞাতের প্রায় তা জিজ্ঞাসে সর্বজনে ॥ অন্য মুখে শুনিতে
উল্লাস অতিশয় । এ হেন কোতুকে মত্ত শচীর তনয় ॥ ক্রমে
ক্রমে উপবন বন ভ্রমণ করিয়া । আইলেন বৃন্দাবনে মথুরা
হইয়া ॥ যমুনাপুলিনে যৈছে ভাবের বিকার । লক্ষমুখ হইলেও
নারি বর্ণিবার ॥ অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য লোক চতুর্দিকে ধায় । প্রেমে
মহামত্ত হৈয়া গোরাগুণ গায় । লোকভীড় ভয়ে প্রভু অক্রুরে
খাইয়া । তথাই করেন ভিক্ষা নির্জজন পাইয়া । মধ্যে মধ্যে

বসিয়ে তিস্তিড়ী বৃক্ষতলে । নিজানন্দে ভাসে প্রভু নয়নের
 জলে ॥ এ আমলী তলে মহা কোঁতুক হইল । কৃষ্ণদাস রাজ-
 পুতে অতিক্রুপা কৈল ॥ অহে শ্রীনিবাস এ আমলী তলা হৈতে ।
 নীলাচলে গেলা প্রভু ভক্ত ইচ্ছামতে ॥ এ তিস্তিড়ী বৃক্ষ যে
 করয়ে দরশন । অবশ্য তাহার হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ দেখ এ
 অপূর্ব বট যমুনার তীরে । সকলে শৃঙ্গারবট कहয়ে ইহারে ॥
 এথা শ্রীকৃষ্ণের নানা বেশাদি বিলাস । বাঢ়াইলা সুবলাদি
 সখার উল্লাস ॥ ইহারেও নিত্যানন্দবট কেহো কয় । যে যাহা
 कहয়ে তাহা সব সত্য হয় ॥ নিত্যানন্দ এথা যৈছে কৈলা
 আগমন । সংক্ষেপে कहিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥ চৈতন্যের
 এক দেহ নিত্যানন্দ রাম । তাঁর জন্মস্থান রাঢ়ে একচক্রা
 গ্রাম ॥ হাড়াই পণ্ডিত পিতা মাতা পদ্মাবতী । পুত্রগত প্রাণ
 স্নেহ বর্ণি কি শক্তি ॥ পরম আনন্দে পদ্মাবতীর তনয় ।
 একচক্রা গ্রামে নানা লীলা প্রকাশয় ॥ নানা অবতারে যে
 সকল লীলা কৈল । তাহা সে আবেশে সব লোকে দেখাইল ॥
 একচক্রা দেশবাসী লোক ভাগ্যবান্ । নিত্যানন্দচন্দ্র যা সবার
 ধন প্রাণ ॥ নিত্যানন্দ বাঢ়াইয়া সবার পীরিতি । দ্বাদশ বৎ-
 সর গৃহে করিলেন স্থিতি ॥ নিত্যানন্দ অন্তর বুঝিতে কেবা
 পারে । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনা স্থির হৈতে নারে ॥ এক দিন প্রভু
 মনে মনে বিচারয় । এবে যে যাইয়ে তথা এ উচিত নয় ॥ শ্রী-
 কৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে প্রকটয়া । বাল্যাবেশে আছেন আপনা
 লুকাইয়া ॥ যবে ব্যক্ত হৈয়া ভক্ত সহ বিহরিব । তবে নব-
 দ্বীপে গিয়া তাঁহারে মিলিব ॥ এবে শীঘ্র এমন করিব তীর্থা-

টনে । ঐছে বিচারিয়া প্রভু হাসে মনে মনে ॥ হেন কালে
 গ্রামে আইলা এক ন্যাসিবর । লোকে জিজ্ঞাসয়ে হাড়ো
 পণ্ডিতের ঘর ॥ লোকদ্বারে জানি হাড়ো ওঝা ঘরে গেলা ।
 সম্যাসিরে দেখি ওঝা মহা হর্ষ হৈলা ॥ সেই ক্ষণে ওঝা নানা
 সামগ্রী করিয়া । সম্যাসিরে নিবেদিল ভক্ষণ লাগিয়া ॥ ন্যাসী
 কহে বিপ্র কিছু যাচিঞা করিয়ে । প্রতিশ্রুত হৈতে পারো
 তবে সে ভুঞ্জিয়ে ॥ প্রতিশ্রুত হৈয়া সম্যাসিরে ভুঞ্জাইল । ন্যাসী
 যাত্রাকালে নিত্যানন্দে মাগিনিল ॥ নিত্যানন্দচান্দ চিন্তে ধৈর্য্য-
 বলদ্বিয়া ন্যাসি সঙ্গে চলে পিতা মাতা প্রবোধিয়া ॥ এইরূপে
 হইলেন ঘরের বাহির । এ অতি অদ্ভুত লীলা বুঝে কোন ধীর ॥
 নবীন বয়স শোভা ভুবনমোহন । যে দেখে বারেক তার জুড়ায়
 নয়ন ॥ যে নিকে চলয়ে নিত্যানন্দ প্রেমময় । সেই দিকে
 ধায় লোক অধৈর্য্য হৃদয় ॥ প্রভু অমুগ্রহ প্রকাশিয়া সর্ব্বজনে ।
 চলে একেশ্বর মহাগজেন্দ্র গমনে ॥ দ্বাপরে করিলা যৈছে
 তীর্থ পর্য্যটন । সেইরূপ সর্ব্ব তীর্থে করয়ে ভ্রমণ ॥ ভ্রমিতে
 দক্ষিণ গেলা পাণ্ডুর পুরেতে । তথা দেখিলেন প্রভু শ্রীবিট্ঠল
 নাথে ॥ সেই গ্রামে বৈসে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ । শ্রীমাধব-
 পুরীর সতীর্থ তেঁহো হন ॥ নিত্যানন্দে আনি বিপ্র আপন
 ভবনে । ভুঞ্জায়েন ফল মূল দুগ্ধাদি যতনে ॥ পাণ্ডুরপুরের
 লোক মহা ভাগ্যবান্ । নিত্যানন্দে দেখি সবে জুড়ায় পরাণ ॥
 প্রভুর যে মনোবৃত্তি তাহা কেবা জানে । শ্রীবিট্ঠলনাথে দেখি
 রহয়ে নির্জনে ॥ অকস্মাৎ গ্রামে সে বিপ্রের আর্তিষতে ।
 আইলা তাঁর গুরু লক্ষ্মীপতি দূর হৈতে ॥” বহু শিষ্য সঙ্গে

সৰ্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ । শিষ্য যেনাৎসল্য তাঁর কে করু বর্ণন ॥
 অত্যন্ত প্রাচীন অনির্বচনীয় কার্য । সৰ্ব্বত্র বিদিত ভক্তি পথে
 মহা আৰ্য্য ॥ কে কহিতে পারে লক্ষ্মীপতির মহিমা । ষাঁরশিষ্য
 মাধবেন্দ্রপুরী এই গৌমা মাধবেন্দ্রপুরী প্রেম ভক্তিরসময় । ষাঁর
 নাম স্মরণে সকল সিদ্ধি হয় ॥ শ্রীঈশ্বরপুরী রঙ্গপুরী আদি যত ।
 মাধবের শিষ্য সবে ভক্তিরসে মত্ত ॥ গোড় উৎকলাদিদেশে
 মাধবেরগণ । সবে কৃষ্ণভক্ত প্রেমভক্তি পরায়ণ ॥

মাধবী সম্প্রদায় ষাঁর পরম সুখ্যাতি । গুণের সমুদ্রে লক্ষ্মী-
 পতি প্রিয় অতি ॥ লক্ষ্মীপতি সেই বিপ্র শিষ্যের ভবনে ।
 করিলেন ভিক্ষা কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥ লক্ষ্মীপতি সেই
 পুনঃ পুনঃ কয় । আজু কি মঙ্গল দেখি তোমার আলয় ॥ আই-
 লাম কত বার তোমার ভবনে, ঐছে সুখ কভু না উপজে
 য়োর মনে ॥ ইথে বুঝি কোন বা ভক্তের অধিষ্ঠান । বিপ্র
 কহে তুয়া অনুগ্রহ বলবান্ ॥ প্রভু ইচ্ছামতে বিপ্রে স্ফূর্তি না
 হইল । ঐছে কত কথায় দিবস গোড়াইল ॥ নিশাভাগে নির্জনে
 বসিয়া ন্যাসিবর । গায় বলদেবের চরিত্র মনোহর ॥ প্রভু বল-
 দেবে তাঁর অনন্য ভকতি । ক্রন্দন করিয়া কহে বলদেব প্রতি ॥
 অহে বলদেব মু অধম ছুরাচারে । কর অনুগ্রহ যশ ঘুষুক সং-
 সারে ॥ ঐছে কত কহি ধৈর্য্য না যায় ধরণে । অবনি লোটায়
 অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ একে অতিবৃদ্ধ তাহে খেদ অতিশয় ।
 হইল অবশ যৈছে কহিল না হয় ॥ অত্যন্ত উদ্বেগে ন্যাসীনারে
 স্থির হৈতে । অকস্মাৎ নিদ্রাকর্ষে প্রভু ইচ্ছামতে ॥ বলরাম
 রূপে নিত্যানন্দ কুঁড়ুলে । শ্রীলক্ষ্মীপতিরে দেখা দিলা

স্বপ্নচ্ছলে ॥ কিবা শোভা কন্দর্পের দর্প করে দূর । রজত-
 পর্বত নিন্দে অঙ্গ স্তমধুর ॥ আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর ।
 আকর্ণ পর্যন্ত নেত্রভঙ্গি মনোহর ॥ কর্ণে এক কুণ্ডল ভুবন-
 মন মোহে । বাম কক্ষে নিক্ষিপ্ত মধুর শৃঙ্গ শোহে ॥ বিবিধ
 ভূষণেতে ভূষিত কলেবর । উপমার স্থান নাই ভুবন ভিতর ॥
 বদন মণ্ডল জিনি পূর্ণিমার শশী । বচনের ছলে সে ঢালয়ে
 স্তম্ভাশি ॥ প্রিয় লক্ষ্মীপতি প্রতি কহে ধীরে ধীরে । শুনিতে
 তোমার খেদ হৃদয় বিদরে ॥ অহে লক্ষ্মীপতি কৃষ্ণ মোর প্রাণে
 শ্বর । জন্মে জন্মে হও তুমি তাঁহার কিস্কর ॥ লক্ষ্মীপতি প্রভুর
 চরণে ধরি কয় । ঐছে ভেদবুদ্ধি মোর কভু যেন নয় ॥ শ্রী-
 লক্ষ্মীপতির এই বচন শুনিয়া । প্রভু বলদেব কিছু কহেন
 হাসিয়া ॥ এই গ্রামে আইলা এক বিপ্রে'র কুমার । অবধূত-
 বেশ শিষ্য হইব তোমার ॥ এই মস্ত্রে শিষ্য তুমি করিবে
 তাহারে । এত কহি মন্ত্র কহে তাঁর কর্ণদ্বারে ॥ পাইয়া সে
 মন্ত্র লক্ষ্মীপতি হর্ষ হৈলা । প্রভু অনুগ্রহ করি অন্তর্ধান
 কৈলা ॥ প্রভাতে জাগিয়া ন্যাসী চিন্তে মনে মনে । হেনকালে
 নিত্যানন্দ আইলা সেইখানে ॥ নিত্যানন্দ তেজ দেখি ন্যাসী
 বিচারয় । কি অদ্ভুত তেজ এ মনুষ্য কভু নয় ॥ ঐছে কত
 বিচারিয়া আসি বিজ্ঞবর । অনির্মম নেত্রে দেখে শ্রীমুখ স্তম্ভর ॥
 প্রভু প্রণময়ে লোটাইয়া ক্ষিতিলে । অস্তে ব্যস্তে ন্যাসী তুলি
 লইলেন কোলে ॥ নিত্যানন্দ ন্যাসী প্রতি কহে বার বার ।
 মস্ত্রদীক্ষা দিয়া কর আমার উদ্ধার ॥ নিত্যানন্দ প্রভুর এ মধুর
 বাক্যেতে । নেত্রজলে ভাসে ন্যাসী নারে স্থির হৈতে ॥ শ্রীবল-

দেবের আজ্ঞা লজ্জিতে নারিল । সেই দিন নিত্যানন্দে দীক্ষা-
মন্ত্র দিল ॥ দীক্ষামন্ত্র দিয়া নিত্যানন্দে করি কোলে । হইলা
বিহ্বল হিয়া আনন্দে উথলে ॥ লক্ষ্মীপতিপ্রিয় নিত্যানন্দ দয়া-
ময় । কিবা না করিতে পারে যেঁহ স্নেচ্ছাময় ॥ বাঢ়াইলা মাধ্বী
সম্প্রদার মহানন্দ । ভকতবৎসল প্রভু প্রেমানন্দকন্দ ॥

তথাহি প্রচীনৈরুক্তং ॥

নিত্যানন্দপ্রভুং বন্দে শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিপ্রিয়ং ।

শ্রীমাধ্বসম্প্রদানন্দবর্দ্ধনং ভক্তবৎসলং ॥

লক্ষ্মীপতিস্থানে শিষ্য হৈয়া নিত্যানন্দ । বাঢ়াইলা তাঁর
অতি অদ্ভুত আনন্দ ॥ অতি শীঘ্র অন্যত্র গেলেন তথা হৈতে ।
প্রভুর এলীলা অন্যে না পারে বুঝিতে ॥ ব্যাকুল হইলা ন্যাসী
নিত্যানন্দ বিনে । কারে কিছু না কহে চিন্তয়ে মনে মনে ॥
রজনীর শেষে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল । স্বপ্নচ্ছলে প্রভু নিত্যা-
নন্দ দেখা দিল ॥ দেখি নিত্যানন্দে লক্ষ্মীপতি মহাধীর । নিবা-
রিতে নারে ছুই নয়নের নীর ॥ বলদেব মূর্ত্তি প্রভু হৈলা সেই
ক্ষণে । তাহা দেখি লক্ষ্মীপতি পড়ে শ্রীচরণে ॥ নেত্রজলে
সিক্ত হৈয়া কহে বার বার । মোরে ভাঁড়াইতে এ তোমার
অবতার ॥ ব্রহ্মাদি না জানে আনে নারে জানিবারে । আপনি
জানাও যারে সে জানিতে পারে ॥ মো ছার মূর্ত্তের কেনে
কৈলা বিড়ম্বন । অনুগ্রহ কর প্রভু লইনু শরণ ॥ শ্রীলক্ষ্মী-
পতির ঐছে বচন শ্রবণে । হইলেন নিত্যানন্দ মূর্ত্তি সেইক্ষণে ॥
বিদ্যুতের পুঞ্জ জিনি রূপের মাধুরী । লক্ষ্মীপতি অধৈর্য্য হইলা
শোভা হেরি ॥ নিত্যানন্দ রাম করে করুণা প্রকাশ । শ্রীলক্ষ্মী-

পতির পূর্ণ কৈল অভিলাষ ॥ এ সকল অন্যে জানাইতে নিষে-
ধিয়া । অন্তর্ধ্বন কৈলা প্রভু পুনঃ প্রবোধিয়া ॥ প্রভু অদর্শনে
দুঃখী হৈলা লক্ষ্মীপতি । দূরে গেল নিদ্রা দেখে পোহাইল
রাতি ॥ কারে কিছু না কহে ধরিতে নারে ধৈর্য্য । সেই দিন
হৈতে দশা হইল আশ্চর্য্য ॥ দেখিয়া চিস্তিত হইলেন শিষ্যগণ ।
অকস্মাৎ লক্ষ্মীপতি হৈলা সঙ্গোপন ॥ কহিতে কি জানি
লক্ষ্মীপতির চরিত । নিত্যানন্দপ্রিয় য়েঁহ জগতে বিদিত ॥
পাগুরগ্রামীর ভক্তি কহনে না যায় । অদ্যাপি অবল ভক্তি
নিতাইর কৃপায় ॥ এথা নিত্যানন্দ প্রভু আপন ইচ্ছায় ॥ তীর্থ-
পর্য্যটন করে উল্লাস হিয়ায় ॥ কথোদিন পরে মাধবেন্দ্রের
সহিতে । দেখা হৈল প্রতীচীতীর্থের সমীপেতে ॥ যে প্রেম
প্রকাশ হৈল দৌহার মিলনে । তাহা কে বর্ণিব যে দেখিল
সেই জানে ॥ নিত্যানন্দে বঙ্কুজ্ঞান করে মাধবেন্দ্র । মাধবেন্দ্রে
গুরু বুদ্ধি করে নিত্যানন্দ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে মাধবেন্দ্রবাক্যং ॥

জানিনু কৃষ্ণের প্রেম আছে মোর প্রতি । নিত্যানন্দ হেন
বন্ধু পাইনু সম্প্রতি ॥

তত্রৈব কবিবাক্যং ॥

মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয় । গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত
আর না করয় ॥ শ্রীঈশ্বরপুরী আদি দেখি চমৎকার । নিত্যা-
নন্দে গাঢ় রতি হইল সবার ॥ কথোদিন দৌহে কৃষ্ণরসে মগ্ন
হৈলা । মনের আনন্দে দিবা রাত্রি গোড়াইলা ॥ নিত্যানন্দ
বিদায় হইয়া পুরীস্থানে । সেতুবন্ধ গেলা রামেশ্বর দরশনে ॥

শ্রীমাধবপুরীশ্বরাদিক শিষ্যে লৈয়া চলিলা সরযুতীরে বিদায়
 হইয়া ॥ হৈলা মৃত্যুপ্রায় দৌহে দৌহার বিরহে ॥ এক কৃষ্ণ
 প্রেমাবেশে রক্ষা পাইলা দৌহে । যদ্যপি শ্রীনিত্যানন্দ পরম
 সুধীর । ভ্রমিলেন সর্বত্র হইতে নারে থির ॥ কথোদিন আসি
 প্রভু মধুরা নগরে । বাল্যাবেশে বালক সহিত ক্রীড়া করে ॥
 নিত্যানন্দ চান্দরে বারেক দেখে য়েঁহ । তিলাক্কেক সঙ্গ না
 ছাড়িতে পারে সেহ ॥ পরম মধুরমূর্তি নিত্যানন্দ রায় । নিত্যা-
 নন্দে দেখিতে অসম্ভ্য লোক ধায় ॥ নিত্যানন্দ স্থির না রহয়ে
 এক ঠাঁই । করয়ে ভ্রমণ ব্রজে মহানন্দ পাই । মধ্যে মধ্যে
 শ্রীগোকুল মহাবনে যাই ॥ মদনগোপালে দেখি রহেন তথাই ॥
 নন্দের আশ্রয় দেখি কত উঠে মনে । করিয়া রোদন চলে
 তীর্থ পর্য্যটনে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে ॥

গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া । বিস্তর রোদন প্রভু
 করিলা বসিয়া ॥ তবে প্রভু মদনগোপালে নমস্করি । চলিলা
 হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী ॥ দেখিয়া সকল বন আসি বৃন্দা-
 বনে । খেলয়ে অদ্ভুত খেলা যমুনাগুলিনে ॥ এই যে অপূর্ব-
 ঘটবৃক্ষের তলাতে । ক্ষণে বৈসে ক্ষণে উঠে লোটায় ধূলাতে ॥
 ক্ষণে নানা পুষ্প বেশ করে আপনার । ক্ষণে কহে কোথা
 প্রাণ কানাই আমার ॥ নিত্যানন্দ ভাবাবেশে করে টলমল ।
 অশ্রুজলে পূর্ণ দীর্ঘ নয়নযুগল ॥ ঐছে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনেতে
 বিহরে । নিত্যানন্দ চেক্টা কে বৃষ্টিতে শক্তি ধরে ॥ জানিলেন
 শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে । গুণরূপে বিহরি বিহরে ব্যক্তরূপে ॥

মনে মনে হাসি নিত্যানন্দ হলধর । নিরন্তর পুলকে পূর্ণিত
কলেবর ॥ হইলা অধৈর্য্য সে প্রভুর আকর্ষণে । নবদ্বীপে গমন
করিল। এথা হনে ॥ বিংশতি বৎসর কৈলা তীর্থ পর্য্যটন । যথা
যে বিলাস তাহা কে করু বর্ণন ॥ এই প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের
ক্লীড়াস্থান । যে করে দর্শন সে পরম ভাগ্যভান্ ॥ অহে শ্রী-
নিবাস এই চীরঘাট হয় । কেহ বা চয়নঘাট ইহারে কহয় ॥
একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণসনে । রাসাদি বিলাস অন্তে এথা
আইলা স্নানে ॥ বস্ত্রাদিক রাখি এই নীপ বৃক্ষতলে । সূক্ষ্ম
খর্ব বস্ত্রপরি নামিলেন জলে ॥ হইয়াছিলেন আন্ত বিবিধ
বিলাসে । শ্রমশান্তি হৈল স্নিগ্ধ যমুনাপরশে ॥ বারি বিহ-
রণে মহারঙ্গ উপজিল । সকলেই গিয়া পদ্মবনে প্রবেশিল ॥
কৃষ্ণ কোন ছলেতে আসিয়া বৃক্ষতলে । করি বস্ত্র গোপন
প্রবেশে পুন জলে ॥ কত ক্ষণ জলকেলি করি উঠে তীরে ।
বস্ত্র না দেখিয়া সবে চিন্তিত অন্তরে ॥ কৃষ্ণ সে সময়ে অদ্ভুত
শোভা হেরি ॥ দিলেন সবারে বস্ত্র পরিহাস করি ॥ শ্রমশান্তি
বস্ত্র চৌর্য্যাদিক এথা হৈল । আর এইস্থানে কৃষ্ণ নানা ক্লীড়া
কৈল ॥ অহে শ্রীনিবাস রাধাকৃষ্ণ সখীসনে । নিধুবন ক্লীড়া রত
এই নিধুবনে ॥ এই কেশীতীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস । ইহার
মহিমা বহু পুরাণে প্রকাশ ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

গঙ্গাশতগুণং পুণ্যং যত্র কেশী নিপাতিতঃ ।

তত্রাপি চ বিশেষোহস্তি কেশিতীর্থ বস্তুন্ধরে ॥

তস্মিন্ পিণ্ডপ্রদানেন গয়াপিণ্ডফলং লভেৎ ॥

কেশিবধ কৈলা কৃষ্ণ পরম কৌতুকে । যমুনায় হস্ত পাখা-
লিলা মহাস্থখে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৫ শ্লোকঃ ॥

হেযাভির্জগতীত্রয়ং মদভরৈরুৎকম্পয়ন্তং পরৈঃ
ক্ষুল্লম্নেত্র-বিঘূর্ণনেন পরিতঃ পূর্ণং দহন্তং জগৎ ।
তং তাবভূগবদ্বিদীৰ্য্য বকভিহিদ্বেষিণং কেশিনং
যত্র ক্ষণিতবান্ করৌ সরুধিরৌ তৎ কেশিতীর্থং ভজে ॥
অহে শ্রীনিবাস এই শ্রীধীরসমীরে । কৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলা
অশেষ প্রকারে ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণের এথা অদ্ভুত মিলন । মহাস্থখে
আনন্দয়ে তাঁর প্রিয়গণ ॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ৫ সর্গে ২ গীতে

শ্রীরাধিকাং প্রতি দূতীবাক্যং ॥

পূৰ্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্বেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্মার্থবঃ ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবাপমন্ত্রাঙ্করং
ভূয়ন্তং কুচকুস্তনির্ভরপরীরস্তামৃতং বাঞ্ছতি ॥
তত্রৈব গীতং ॥

রতিস্থখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশং ।

ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশং ॥

ধীরসমীরে যমুনাतीরে বসতি বনে বনমালীতি ।

দেখ শ্রীরাধিকা মানভঞ্জন এখানে । এ মণিকর্ণিকা কৃষ্ণ
বিলসে এ বনে ॥ অহে শ্রীনিবাস এই যমুনা নিকট । পরম
অদ্ভুত শোভাময় বংশীবট ॥ বংশীবট ছায়া জগতের দুঃখ

হরে । এথা গোপীনাথ সদা আনন্দে বিহরে ॥ ভুবনমোহন
বেশে স্খ্যচারু ভঙ্গিতে । গোপীগণে আকর্ষয়ে বংশীর সানেতে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

আদিলীলায়াং ১ পরিচ্ছেদ ১৭ শ্লোকঃ ॥

শ্রীমদ্রাসরসারস্তী বংশীবটতটস্থিতঃ ।

কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ ॥

যমুনাপ্লাবিত ওই বংশীবটস্থান । বংশীবট যমুনায় হৈলা
অন্তর্ধান ॥ তার এক ডাল আনি গোস্বামী আপনে । করিলা
স্থাপন এ পূর্বের সম্মিধানে ॥ দেখ শ্রীনিবাস এ পরম রম্য-
স্থল । সদা মন্দ মন্দ বহে সমীর শীতল ॥ বংশীরবে সব ছাড়ি
অধৈর্য্য হিয়ায় । গোপীগণ আসি কৃষ্ণে মিলয়ে এথায় ॥ গোপ
গণ কৃষ্ণশোভা-সমুদ্রে সাঁতারে । কৃষ্ণ গোপীগণে দেখি স্থির
হৈতে নারে ॥ ধৈর্য্যাবলম্বন করি মনের উল্লাসে । কে বুঝে
মরম যৈছে কুশল জিজ্ঞাসে ॥ কৃষ্ণ এথা কৈলা গোপী প্রেমের
পরীক্ষা । পুনঃ গৃহে বাহিতে দিলেন বহু শিক্ষা ॥ রাসারন্তে
অসমতা দেখি গোপীগণে । রাধাসহ অন্তর্হিত হৈতে হৈল
মনে ॥ এই খানে কৃষ্ণচন্দ্র হৈয়া অদর্শন । গোপিকাবিলাপ
স্বখে করিলা শ্রবণ ॥ কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ এ বৃক্ষ লতায় ।
জিজ্ঞাসে কৃষ্ণের কথা ব্যাকুল হিয়ায় ॥ করি কৃষ্ণ-লীলাসু-
করণ গোপীগণ । এথা কৈল রাধিকার সৌভাগ্য বর্ণন ॥ রাধি-
কার মনোহিত কৃষ্ণ এথা কৈলা । এই খানে তাঁরে রাখি অদ-
র্শন হৈলা ॥ এথা অন্য গোপীগণ দেখি রাধিকারে । কহিল
অনেক অতি অধৈর্য্য অনুরে ॥ সবে এক হৈয়া কৃষ্ণদর্শন-

লালসে । গাইল কৃষ্ণের গুণ অশেষ বিশেষে ॥ এই থানে
 শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দরশন । পরম আনন্দে মগ্ন হৈলা গোপীগণ ॥
 যজ্ঞে গোপীগণ কৃষ্ণে বসাইল^১ এথা । এই থানে পরস্পর হৈল
 বহু কথা ॥ শ্রীযমুনাগুলিন দেখহ শ্রীনিবাস । এই থানে কৃষ্ণ
 আরম্ভিল মহারাস ॥ শত কোটি অঙ্গনাবেষ্টিত কুতূহলে ।
 বিলসয়ে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাসমণ্ডলে ॥ হৈল কল্লসম রাত্রি শ্রীরাস-
 বিহারে । বর্ণিলেন ব্যাসাদি কবি বিবিধ প্রকারে ॥ স্ত্রীরত্নে
 বেষ্টিত কৃষ্ণ রসিকশেখর । সর্বচিত্তাকর্ষে রাসক्रीড়ায় তৎপর ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমে ত্রয়স্ত্রিংশতমাদধ্যায়ে ॥

তত্রা রতত গোবিন্দো রাসক्रीড়ামনুভূতৈঃ ।

স্ত্ররত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্মাদবদ্বাহুভিঃ ॥

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ ।

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্বয়োঃ ॥

প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ।

যং মন্যেয়মভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলং ।

দিবৌকসাং সদারাগ মতো্যোৎসুক্যভূতান্ননাং ॥

ততো ছন্দুভয়ো নেছনিপেতুঃ পুষ্পবৃক্ষয়ঃ ।

জগুর্গন্ধর্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোহমলং ॥

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং ।

সপ্রিয়াণামভূচ্ছবস্তমূলো রাসমণ্ডলে ॥

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।

মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥

পাদন্যাসৈর্ভূজবিধুতিভিঃ সন্মিতৈর্জ্বলিতৈ-

ঙ্গজ্যাম্বৈশ্চলকুচপটেঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ ।
 স্নিধ্যাম্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রহুয়ঃ কৃষ্ণবধো-
 গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মৈঘচক্রে বিরোজুঃ ॥
 উচ্চৈর্জগদুন্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠো রতিপ্রিয়াঃ ।
 কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদঙ্গীতেনেদমারুতং ॥
 কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতা ।
 উম্নিন্যে পূজিতা তেন প্রিয়তা সাধুসাধ্বিতি ॥
 তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তসৈ্য মানঞ্চ বহুদাৎ ॥ ইতি ॥
 শ্রীগোপালচম্পু পূর্বপ্রবন্ধে ২৬ পূরণে ৩৩ অঙ্কাবধি ॥
 যথা রাগঃ ॥

জয় জয় সদগুণসার । জগতি বিশিষ্টং কলয়িতুমিচ্ছং
 গোকুললসদবতার ॥ ধ্রু ॥ ১ ॥

কমলভবেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর পত্নীচিস্তিতসেব । রাজসি রাসে
 বলিতবিলাসে নিজরমণীভিদেব ॥ ২ ॥ নটবৎ পরিকরনিখিল-
 কলাধর রচিতপরম্পরমোদ । আলিঙ্গনমুখরিততমমহাস্থ
 বল্লববধুহৃততোদ ॥ ৩ ॥ ব্যতিবীক্ষণকৃত সাত্ত্বিকপরিবৃত-মণ্ডল-
 মনু বহুমূর্ত্তে । ব্রজতরুণীগণ রচিতনয়নপণ সচিত বশীকৃত
 পূর্ত্তে ॥ ৪ ॥ চরণকঙ্কধৃতি করপল্লবকৃতি চিল্লীবলিতবিহারান্ ।
 মধ্যভঙ্গততি-মণিকুণ্ডলগতি-পুলকস্বেদ বিকারান্ ॥ ৫ ॥ কল-
 যতি ভবতা ঘনসাম্যবতা তড়িদিব সর্ব্বা ললনা । অপি বঃ পরি-
 মিতিতরতমতামিতি সেয়ং জপয়তি তুলনা ॥ ৬ ॥ স্নমধুর-
 কণ্ঠে নৃত্যোৎকণ্ঠে তব রতিমাত্রপ্রীতে । ত্বৎস্পর্শামৃত মদচয়-
 সংবৃতচিহ্নে ভাবজীতে ॥ ৭ ॥ যুবতীজাতে গীতজশাতেনাত-

বিশ্বপ্রভবে । যন্তুং রাজসি তৎসুখভাগসি নম এতস্মৈ প্রভবে ॥
 ৮ ॥ যা সহ ভবতা বিশ্বয়মবতা স্বরজাতীরতিশুদ্ধং । গায়তি
 সেয়ং নিখিলৈর্গেয়ং কলয়তি নিজগুণরুদ্ধং ॥ ৯ ॥ তত উৎকর্ষং
 বলয়িতর্হর্ষং বলয়তি যেয়ং গানে । সা শ্রীরাধা বলিতারাধা
 ভবতা কলিতা মানে ॥ ১০ ॥ যেয়ং রাসে শ্রমজবিলাসে বিগল-
 ন্মল্লীবলয়া । সা ভবদংসে লসদবতংসে ধরতি করং বরকলয়া ॥
 ১১ ॥ যাচাং সংপরিভুজপরিষং পরিচুস্বতি তব সবিনোদং ।
 হৃষ্যতি সেয়ং তম্বগণেয়ং যদ্রোমচ সামোদং ॥ ১২ ॥ চল কুণ্ডল-
 ধর গণ্ডমুকুরবর সমিষম্পর্শবিধানে । তাম্বুলদ্রবপরিবর্তাদ্ধ ব-
 ময়সে চুস্বনদানে ॥ ১৩ ॥ এষা নর্তনকীর্তন বর্তন সিঞ্জিতজাতস্ব-
 তালা । তব রামানুজকরমতুলানুজমিষমাধাদ্ধ দি বালা ॥ ১৪ ॥
 অথ রাসক্রম-পরিবলিতশ্রম-বনিতালঙ্কিত দেহ । পরিতোভ্রম-
 গক-গণবিশ্রমকণক-সমুদিতপরমস্নেহ ॥ ১৫ ॥ কবিকৃতনিশ্চয়-
 শুভ্রযশশ্চরমালাসমুদয়হারিন্ । জয় জয় জয় জয়, জয় জয় জয়
 জয়, জয় জয় রাসবিহারিন্ ॥ ১৬ ॥

অহে শ্রীনিবাস রাসবিলাস বিস্তার । যমুনাপুলিনে সে
 শোভার নাই পার ॥ উজ্জ্বলরজনী পূর্ণচন্দ্রের কিরণে । যমুনা
 সলিলশোভা বর্ণিবে কি আনে ॥ এই খানে কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়াগণ
 সঙ্গে । যমুনায় জলকেলি কৈল নানা রঙ্গে ॥ পরমকৌতুকী
 কৃষ্ণ কুঞ্জক্লীড়ারত । কৈল যৈছে বিশ্রাম তা বর্ণিবে কে
 কত ॥ রজনীপ্রভাতে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সনে । গৃহে গতি যৈছে
 তা বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে ॥

তথাহি তত্রৈব ২৯ পূরণে ৯৩ শ্লোকাবধি ললিতরাগঃ ॥

জাগরণাদি কুঞ্জবরে । বীক্ষিতভাস্কররুচিনিকরে ॥ কাস্তা-
নিদ্রাভঙ্গকরে । অপি সঙ্কলিতস্বপরিকরে ॥ মম ধীর্শ্রদ্ধতি
কংসহরে । মৌলিশিখোপরি পিঙ্গুধরে ॥ ৬৭ ॥ মুহুরুল্লসিত-
যুবতীনিকরে । সমমনয়া বহিরনয়চরে ॥ ঘনগহনাধ্বনি গমন-
পরে । তত্রৈব বহুকৃতস্বখবিতরে ॥ আশান্তস্তিতবিরহগরে । ধাম্মি
মনাতনশর্শ্বহরে ॥ ১ ॥

মহারাসবিলাসে সকল গোপিকার । কৈল মনোরথ পূর্ণ
ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ শ্রীরাসবিলাস মহাসুখের আলায় । শুনিলে
এ সব অভিলাষ পূর্ণ হয় ॥ অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ ভুবনমোহন ।
শ্রীরাসবিলাসি রাধিকার প্রাণধন ॥ ভুবনমোহিনী রাধা রাস-
বিলাসিনী । কৃষ্ণপ্রাণপ্রিয়া রমণীয় শিরোমণি ॥ কৃষ্ণসুখ যাতে
তাহা করয়ে সদায় । শ্রীরাধিকা বিনা কৃষ্ণে অন্য নাহি ভায় ॥
শ্রীরাধিকা রাধিকার সখীগণ সনে । সদা রাসবিলাসে বিহ্বল
বৃন্দাবনে ॥ এথা এক দিবস হইল মহারঙ্গ । কহিতে বাঢ়য়ে
সাধ সে সব প্রসঙ্গ ॥ বৃন্দা মনে কৈল আজি বিবিধ বিধানে ।
দেখিব বিলাস রাই কাণু সখীসনে ॥ এই হেতু বৃন্দা লৈয়া
অনুচরীগণ । রাসলীলারস্তুর করয়ে আয়োজন ॥ নৃত্যস্থলী
বিরচয়ে যে সব বিধানে । সে সকল ভেদ নাট্যশাস্ত্রেও না
জানে ॥ মৈছে চন্দ্রকিরণ নির্মল উজিয়ার । তৈছে নৃত্যস্থলী
শুভ্র শোভা চমৎকার ॥ এই কুঞ্জালয়ের অঙ্গণ পরিসরে ॥
চন্দ্রের কিরণ কি অদ্ভুত শোভা করে ॥ চতুর্দিকে শুভ্র পুষ্পা-
মন সর্বোপরি । মধ্যে শুভ্র সিংহাসন রাখে যত্ন করি ॥ তাম্বুল
বীটিকা রত্নমন্ডপুটে রাখয় । যাহার সৌগন্ধ সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥

নানা পুষ্পভূষা আদি অনেক প্রকার । সুগন্ধি চন্দন আদি
 লেখা নাই তার ॥ লক্ষ লক্ষ চাগর শোভায় চিত্ত হরে । • যুদ-
 ঙ্গাদি নানা যন্ত্র রাখে থরে থরে ॥ শুক কোকিলাদি পক্ষে
 করয়ে আদেশ । গাও কৃষ্ণ রাধিকার চরিত্র অশেষ ॥ ময়ূর-
 গণেরে কহে নৃত্য করিবার । নিদেশে ভ্রমরগণে করিতে
 ঝঙ্কার ॥ হেনই সময়ে সে বৃন্দার অনুচরী । শ্রীবৃন্দাদেবীর
 প্রতি কহে ধীরি ধীরি ॥ দুহু গতি বিলম্বে চিন্তিত হৈয়া তুমি ।
 মোরে আজ্ঞা কৈলা তথা গিয়া ছিনু আমি ॥ পৌর্ণমাসী উপ-
 দেশে কৃষ্ণ হর্ষ হৈয়া । পুষ্পবনে ছিলা রাই পথ নিরখিয়া ॥
 শ্রীরাধিকা গৃহ হৈতে আসি সখীসনে । মিলিলেন কৃষ্ণ এই
 পুষ্পের কাননে ॥ দৌহার মিলনে পৌর্ণমাসী হর্ষ হৈলা ।
 তোমার যে ক্রিয়া তাহা দৌহে জানাইলা । এত কহিতেই হৈল
 দৌহার গমন । কিবা পাদপদ্মের বিন্যাস মনোরম ॥ দোহেঁ
 দোহাঁ নিরখিয়া ॥ কহিতে সে শোভার অবধি নাহি হয় । নির-
 খিতে নয়ন নিমিষ দূরে রয় ॥ দুহু রূপছটা আলো করে ত্রিভু-
 বন । সজল জলদঘটা দামিনীদমন ॥ ললিতাদি সখী স্বেষ্টিত
 শোভা অতি । বালমল করে সে সবার অঙ্গদ্যুতি ॥ অদ্ভুত
 ভঙ্গিতে চলে কুঞ্জের মাঝার । মন্দ মন্দ নুপুরের ধ্বনি অনি-
 বার ॥ রাই কাণু সখীসহ কুঞ্জে প্রবেশিয়া । বৃন্দা বিরচিত
 শোভা দেখে হর্ষ হৈয়া ॥ দোহেঁ হাসি বৈসে সে বিচিত্র সিংহা-
 সনে । চতুর্দিকে সখীসুখে আপনা না জানে ॥ লক্ষ লক্ষ দাসী
 করে চামর ব্যজন । শুক কোকিলাদি গায় দুহু গুণগণ ॥
 সুমধুর বাদ্যপ্রায় ভ্রমর গুঞ্জে । চতুর্দিকে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য

করে ॥ বৃন্দাদেশে সবে নিজগুণ প্রকাশিল । এই ছলে বৃন্দা
 মনোরথ জানাইল ॥ পরম স্নহড় কৃষ্ণরসের মুরতি । হাসি
 নেত্রকোণে কি কহিল বৃন্দাপ্রতি । বৃন্দা চন্দনাদি পুষ্প ভূষা
 সমর্পিতে । যে-কৌতুক বাঢ়ে তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥
 ললিতা সে তাম্বুলসম্পূট উঘাড়িয়া । হৈলা হর্ষ রাইহস্তে
 তাম্বুল অর্পিয়া ॥ শ্রীরাধিকা তাম্বুলবীটিকা লৈয়া সুখে ।
 দিলেন স্তম্ভঙ্গীতে কৃষ্ণের চান্দমুখে ॥ মন্দ মন্দ হাসে কৃষ্ণ
 অধৈর্য্যহৃদয় । তাম্বুল ভক্ষণে নানা রঙ্গ প্রকাশয় ॥ শ্রীরাস
 বিলাস করিবেন এই মনে । অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে চায় রাইমুগ-
 পানে ॥ আনন্দের মূর্ত্তি কৃষ্ণরসের নিধান । কোটি কোটি
 কন্দর্প জিনিয়া ভঙ্গী তাঁন ॥ ময়ূর চন্দ্রিকা নাথে শোভয়ে
 অশেষ । বংশী ন্যস্ত অধরে কি স্তমধুর বেশ ॥ বৃন্দা মনোরথ-
 সিদ্ধি করিবার তরে । শ্রীরাধিকা সহ কৃষ্ণ এথাই বিহরে ॥
 অসংখ্য প্রেয়সী তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাধা । যেহঁ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ
 করে সব সাধা ॥ রাধিকার বেশ যৈছে কে পারে কহিতে ।
 ললিতাদি বেশের উপমা নাই দিতে ॥ রাধিকার গণ যত লেখা
 নাই তার । ললিতাদি সখীর যুথের নাই পার ॥ লক্ষ লক্ষ অঙ্গ-
 নাতে বেষ্টিত হইয়া । বিলসয়ে কৃষ্ণরাই স্কন্ধে বাহু দিয়া ॥
 শ্রীরাসবিলাসে শোভা ব্যাপিল ভুবন । হইলেন সঙ্গীতে নিমগ্ন
 সর্ব্বজন ॥ কহিতে কি সঙ্গীতের রীত চমৎকার । সর্ব্বচিত্তা-
 কর্ষক এ সর্ব্বত্র প্রচার ॥ অহে শ্রীনিবাস পূর্ব্বের ব্রজা বেদ
 হৈতে । প্রকাশে সঙ্গীতবেদ বিদিত জগতে ॥

তথাহি ॥

পুরা চতুর্গাং বেদানাং সারমাক্ষয় পদ্মভূঃ ।

ইদম্ভ পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ ॥

সাম ঋক্ অথর্বাদি বেদচতুষ্টয় । ইথে জন্মে গীত পাঠ রস
অভিনয় ॥

তথাহি ॥

ঋগ্ভাঃ পাঠ্যমভূদ্গীতং সামভ্যঃ সমপদ্যতে ।

যজুর্ভেদ্যাহভিনয়া জাতা রসান্শচাথর্বণঃ স্মৃতাঃ ॥

ব্রহ্মা শিব আদি এ সঙ্গীত প্রচারক । এ মহামধুর সর্ব-
জগতে ব্যাপক ॥

তথাহি ॥

ব্রহ্মেশ-নন্দি-ভরত-দুর্গা-নারদ-কোহলাঃ ।

দশাস্যবায়ুরম্ভাদ্যঃ সঙ্গীতস্য প্রচারকাঃ ॥

সঙ্গীত স্বরূপ গীত বাদ্য নৃত্যত্রয় । গীত বাদ্য দ্বয়ে কেহ
সঙ্গীত কহয় ॥ গীত নৃত্য বাদ্যের প্রভাব অতিশয় । দেব মনু-
ষ্যাদি সর্বচিহ্ন আকর্ষয় ॥

তথাহি সঙ্গীতপারিজাতে ॥

গীত-বাদিত্র-নৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে ।

গীতস্যাত্র প্রধানত্বাভৎ সঙ্গীতমিতীরিতং ॥

সঙ্গীতশিরোমণৌ ॥

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে ॥

গীতবাদ্যে উভে এব সঙ্গীতমিতি কেচন ॥

তত্ত্বির্যজ্ঞ নরদেবাদিমনোহারি প্রকীর্তিতং ॥ ইতি ॥

মার্গ দেশী ভেদে সে সঙ্গীত দ্বিপ্রকার । স্বর্গে মার্গাশ্রিত

ব্রহ্মা আচার্য্য যাহার ॥ নানা দেশভেদে দেশী ভূতল আশ্রিত ।
মার্গে দেশীদ্বয় এঁছে শাস্ত্রে সুবিদিত ॥

তথাহি সঙ্গীতমারে ॥

মার্গদেশী বিভেদেন সঙ্গীতং ভবতি দ্বিধা ।

স্বর্গে মার্গাশ্রিতং দেশ্যাশ্রিতং ভূতলরঞ্জিতং ॥

সঙ্গীতপারিজাতে ॥

মার্গদেশী বিভেদেন দ্বৈধা সঙ্গীতমুচ্যতে ।

বেধা মার্গাখ্যসঙ্গীতং ভরতায়াত্রবীং স্বয়ং ॥

ব্রহ্মণোহধীত্য ভরতঃ সঙ্গীতং মার্গসঙ্গিতং ।

অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্বৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান্ ॥

তদ্দেশীয়মিতি প্রাহ্ঃ সঙ্গীতং দেশভেদতঃ ॥

গীতাদির উৎপত্তি কারণ নাদ হয় । নাদ স্বয়ং হরিনাদ

তদ্বকে জানয় ॥

তথাহি ॥

ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ ।

ন নাদেন বিনা রাগস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ ॥

সঙ্গীতদানোদরে ॥

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ ।

নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী স্বয়ং হরিঃ ॥

আঞ্জনেয়ঃ ॥

নাদাক্কেন্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী ।

অদ্যাপি মজ্জনভয়াভূং বহতি বক্ষসি ॥

নাদের উৎপত্তি অগ্নি বায়ু হৈতে হয় । আকাশাদি বা-য়ু

তেও সে নাদ জন্ময় ॥ নাদের উৎপত্তি স্থান নাভি অধোদেশে ।
নাভি উর্দ্ধে ভ্রমি মুখে ব্যক্ত হয় শেষে ॥ নাদোৎপত্তি প্রকা-
রের রীত বহু হয় । কেহ কেহ নাদোৎপত্তি অল্পে নিরূপয় ॥

তথাহি সঙ্গীতসারে ॥

নকারঃ প্রাণবায়ুঃ স্যাদ্‌দকারো হব্যবাহনঃ ।

তাভ্যামুৎপদ্যতে যস্মাত্তস্মান্নাদোহয়মুচ্যতে ॥

নাদাভ্যাং প্রাণাগ্নিভ্যাং জাতো নাদ ইত্যর্থঃ ॥

সঙ্গীতমুক্তাবলাং ॥

আকাশাগ্নিমরুজ্জাতো নাভেরুর্দ্ধং সমুচ্চরন্ ।

মুখেহ্‌ভিব্যক্তিমায়াতি যঃ স নাদঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

নাদ ত্রিধা প্রাণিতে অপ্রাণিতেও হয় । প্রাণি অপ্রাণি
যোগেও সম্ভব এ ত্রয় ॥ প্রাণি-দেহোদ্ভব বিনা অপ্রাণি নির্দ্ধার ।
প্রাণী অপ্রাণী বংশাদি সম্ভব প্রচার ॥ মুখ নাসাস্পর্শ বায়ু-
যোগে ধ্বনি হয় । এই হেতু প্রাণী অপ্রাণী সম্ভব কয় ॥

তথাহি ॥

সচ প্রাণিভবোহপ্রাণিভবশ্চোভয়সম্ভবঃ ।

আদ্যঃ কায়ভবো বীণাসম্ভবস্ত্ব দ্বিতীয়কঃ ॥

তৃতীয়শ্চাপি বংশাদিসম্ভবঃ স ত্রিধা মতঃ ॥

ব্যবহারে নাদ ত্রিধা মন্ত্র মধ্য তার । যদি কোটি মূর্দ্ধি,
স্থান ক্রমে এ প্রচার ॥ মন্ত্র হইতে দ্বিগুণ উচ্চ মধ্য হয় । মধ্য
হইতে দ্বিগুণ তারাত্ম্য এই ত্রয় ॥

তথাহি ॥

ব্যবহারেহুসৌ নাদঃ প্রোচ্যতে ত্রিবিধো বৃধৈঃ ।
 মল্লো হৃদিস্থিতঃ কণ্ঠে মধ্যস্তরাশ্চ মূৰ্দ্ধনি ॥
 দ্বিগুণঃ কিল মানেন পূৰ্ব্বস্মাচ্ছবরোভরঃ ॥
 ঐছে নাদোৎপত্তি নাদজ্ঞানের প্রকার । রাসে গোপীগণ
 গাত করয়ে প্রচার ॥ কৃষ্ণের আহ্লাদে গোপী মুখোদগত
 গীতে । সঙ্গীত প্রভাব ব্যক্ত সকল শাস্ত্রেতে ॥

তথাহি ॥

শ্রুতিস্মৃত্যাদিসাহিত্য নানাশাস্ত্রবিদোহপিচ ।
 সঙ্গীতং যে ন জানন্তি তে দ্বিপাদো মৃগাঃ স্মৃতাঃ ॥
 ত্রিবর্গফলদাঃ সর্ব্বে জ্ঞানযজ্ঞস্তবাদয়ঃ ।
 একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুৰ্গফলপ্রদং ॥
 বিশেষমাহ ॥

সঙ্গীতদামোদরে ॥

সঙ্গীতকেন রম্যেণ স্তুথং যস্য ন চেতসি ।
 মনুষ্যবৃষভো লোকে বিধিনৈব স বঞ্চিতঃ ॥
 গীতেন হরিণা বন্ধং প্রাপ্নুবন্ত্যপি পক্ষিণঃ ।
 বলাদায়াস্তি ফণিনঃ শিশবো ন রুদন্তি চ ॥
 পরমানন্দ বিবৰ্দ্ধন, মতিমত ফলদং বশীকরণং ।
 সকলজনচিহ্নহরণং, বিমুক্তিবীজং পরং গীতং ॥

অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণরসের আলায় । গীতভের শিরোমণি
 রাসে বিলসয় ॥ পরম অদ্ভুত শোভা শ্রীরাসমণ্ডলে । পরস্পর
 গীত প্রকাশয়ে কুতূহলে ॥ গীতের লক্ষণ হয় অনেক প্রকার ।
 ধাতু মাতৃ সহ গীত প্রসিদ্ধ প্রচার ॥ অনুরাগ জনক এ ধাতু
 মাতৃ হয় । গীত অবয়ব ধাতু মাতৃ রাগাদয় ॥

সঙ্গীতসারে ॥

গীতং রঞ্জক ধাতু মাতু সহিতমিতি ॥

গীতম্যাবয়বো ধাতু রাগাদির্মাতু রুচ্যতে ॥

ধাতু নাদাত্মক ইথে অনেক বিচার । নাদাত্মক নাদ আত্মা
স্বরূপ বাহার ॥

নারদসংহিতায়াং ॥

ধাতু মাতু সমায়ুক্তং গীতমিত্যভিধীয়তে ।

তত্র নাদাত্মকং গেয়ং ধাতুরিত্যভিধীয়তে ॥

এথা নাদপদে নাদ জন্য শ্রুতি স্বর । মূর্ছনা তালাত্মা
গ্রাম প্রকার বিস্তর ॥ নাদ হৈতে অনেক শ্রুতির জন্ম হয় ।
শ্রুতি হইতেই জন্ম স্বরষড়্জাদয় ॥ স্বর হৈতে মূর্ছনা জন্মে
মূর্ছনা হইতে । তালাত্মা গ্রাম সম্ভব বিদিত জগতে ॥

তথাহি ॥

নাদাচ্চ শ্রুতয়ো জাতাস্তাত্যঃ ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ ।

তেভ্যঃ স্যুমূর্ছনা স্তাত্যস্তালাত্মা গ্রামসম্ভবা ॥ ইতি ॥

অহে শ্রীনিবাস এই প্রসঙ্গানুসারে । কহিব যে ক্রম তাহা
কহি অল্লাঙ্করে ॥ নাদশ্রুতি স্বরগ্রামমূর্ছনা প্রচার । তালবর্ণ
গ্রহস্বর অংশস্বর আর ॥ ন্যাসস্বর জাতি এ সকল এ ক্রমেতে ।
অগ্নে জানাইয়া ঐছে বিস্তারে অন্যেতে ॥

তথাহি ॥

নাদঃ শ্রুতিঃ স্বরগ্রামমূর্ছনা তালবর্ণকাঃ ॥

স্বরগ্রহাংশন্যাসাত্মা জাতিশ্চেতি ক্রমাদিহ ॥

নাদ জানাইল এবে জান শ্রুত্যাদয় । রাসে কৃষ্ণ
শ্রিয়ামহ গীতে প্রকাশয় ॥ অহে শ্রীনিবাস এই শ্রীরাস-

মণ্ডলে । কি বলিব মূর্ত্তিমন্ত হৈলা এ সকলে ॥ নাদ হৈতে
শ্রুতি যৈছে একট প্রকার । তাহা প্রকাশিতে কৃষ্ণ কৌতুক
অপার ॥ সে নাদ মারুতাহত শ্রুতি দ্বাবিংশতি । দ্বাবিংশতি
নাড়ী বক্র উর্দ্ধ হৃদে স্থিতি ॥ যত নাড়ী তত শ্রুতি সর্বত্র
বিদিত । ক্রমে উচ্চ উচ্চ যুক্ত বীণাদি লক্ষিত ॥ কফাদিকে
দুষ্ক কণ্ঠে শ্রুতিব্যক্ত নহে । এইরূপ অনেক প্রকার সবে
কহে ॥

তথাহি শ্রুতয়ঃ ॥

সনাদঃ শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতিঃ স্যান্মারুতাহতঃ ।

দ্বাবিংশতিস্তির্য্যগূর্দ্ধা নাভ্যো হৃদয়মাপ্রিতাঃ ॥

তা যাবভ্যস্ত তাবত্যঃ শ্রুতয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

ক্রমাছুচ্চোচ্চতায়ুক্তা বীণাদাবেব লক্ষিতাঃ ॥

কফাদি দুষ্ক কণ্ঠে যতাসাং ব্যক্তির্নজায়তে ॥

দ্বাবিংশতি শ্রুতি ষড়্জাদিক সপ্ত স্বরে । বিভাগ ব্যবস্থা
এছে কহে বিজ্ঞবরে ॥ মধ্যমে পঞ্চমে ষড়্জে শ্রুতি চতুষ্টয় ।
ঋষভস্বরে ধৈবতস্বরে শ্রুতিত্রয় ॥ গান্ধারে নিষাদে স্বয়ং এই
দ্বাবিংশতি । শ্রুতি হৈতে জন্মে স্বর এ প্রসিদ্ধ অতি ॥

তথাহি ॥

চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়্জে মধ্যমে শ্রুতয়ো মতাঃ ।

ঋষভে ধৈবতে তিস্রো হে গান্ধারে নিষাদকে ॥

শ্রুতি নাম ভিন্ন ভিন্ন দেশ বিশেষেতে । কহি বহু
সম্মত ষড়্জাদি জন্মে যাতে ॥ নান্দী বিশালা স্তম্ভা বিচিত্রা
এ চারি । ইথে জন্মে ষড়্জ স্বর সর্ব মনোহারী ॥ ১ ॥ চিত্র-
ঘন কন্দলিকা ঋষভে এ ত্রয় ॥ ২ ॥ গান্ধারে সরসামালা

শ্রুতি নামদ্বয় ॥ ৩ ॥ মধ্যমস্বরে মাগধী শিবামাতঙ্গিকা ।
মৈত্রেয়ী এ চতুর্থ্য সর্বাংশে অধিকা ॥ ৪ ॥ বালা কলা কল-
রবা শার্ঙ্গরবী নাম । পঞ্চমে এ চতুর্থ্য শ্রুতি অনুপম ॥ ৫ ॥
মাতা রসা অমৃতে দৈবতে এই ত্রয় ॥ ৬ ॥ নিষাদে বিজয়া
মধুকরী শ্রুতিদ্বয় ॥ ৭ ॥

তথাহি ॥

নান্দী-বিশালা-সুমুখী-বিচিত্রাঃ ষড়্জাঃ স্মৃতাঃ ॥

ষড়্জস্তা ইতি ষড়্জং জনয়ন্তীতি ষড়্জাঃ ।

চিত্রাবনা কন্দলিকা ঋষভে তিস্র ঈরিতাঃ ॥

গাঙ্কারে সরঘামালা মধ্যমে মাগধী শিবা ।

মাতঙ্গিকাচ চৈত্রেয়ী চতস্রঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥

বালা কলা কলরবা শার্ঙ্গরব্যপি পঞ্চমে ।

যাতরসায়তা চেতি তিস্রো দৈবত নামনি ॥

নিষাদ নামনী দ্বৈচ বিজয়া মধুকর্যপি ।

ইতি স্বরাণাং শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতি রুদীরিতাঃ ॥

স্বরাণামিত্যত্র পুত্রাণাং পিতা ইতিবৎ জন্য জনকসম্বন্ধে
যষ্ঠী । স্বরাণাং জনিকা ইত্যর্থঃ ॥

শ্রুতি নাম ভিন্ন সিদ্ধি প্রভাবত্যাদয় । ইহাতে অনেক
আর প্রকার আছে ॥

তথাহি কোহলীয়ে ॥

সিদ্ধিঃ প্রভাবতী কান্তা স্তভদ্রাচ মনোহরা ।

সাধয়ন্তরীং স্বরং ষড়্জং প্রজাপতি মুখোদাতাঃ । ইত্যাদয়ঃ ।

শ্রুতি স্থানে স্বর যৈছে ব্রহ্মাণ্ড না জানে । সঙ্গীতজগণ
মাত্র লক্ষণ বাখ্যানে ॥

তথাহি ॥

শ্রুতিস্থানে স্বরান্ বক্তুং নালং ব্রহ্মাপি তদ্বতঃ ।

জলেষু চরতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে ॥

অহে শ্রীনিবাস শ্রুতিস্বরূপ কে জানে। হইল কেবলব্যক্ত
রাসে রম্য গানে ॥ যৈছে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রুতি করয়ে প্রচার । তৈছে
শ্রীরাধিকা ব্যক্ত করে চমৎকার ॥ ললিতাদি সখীর আনন্দ
অতিশয় । দেবে পুষ্পরুষ্টি করে হইয়া বিস্ময় ॥ শ্রুতিগণ নিজ
নিজ ভাগ্য প্রশংসয়ে । স্বরসহ শ্রুতি সর্বচিত্ত আকর্ষয়ে ॥

অথ স্বরাঃ ॥

শ্রুতিস্থানে হৃদয় রঞ্জক বে সে স্বর । কিম্বা স্বর সকল
শ্রোতার মনোহর ॥

তথাহি ॥

স স্বরো যঃ শ্রুতিস্থানে স্ফুরন্ হৃদয়রঞ্জকঃ ।

এতেন স্বরশব্দস্য যোগরূঢ়ত্ব মুচ্যতে ।

কিম্বা শ্রোতুমনো যস্মাদ্ভুঞ্জয়ন্তি ততঃ স্বরা ইতি ॥

সপ্তস্বর সংজ্ঞা ষড়্ভুজ স্বাষভ গান্ধার । মধ্যম পঞ্চম ধৈবত
নিষাদ আর ॥ স রি গ ম প ধ নি অপর সংজ্ঞা হয় । সপ্তস্বর
মধ্য তার এই ভাব ত্রয় ॥ ক্রমে এ তিনের হৃৎকণ্ঠ মতক
স্থান । মন্ত্র হৈতে দ্বিগুণ দ্বিগুণ উচ্চ গান ॥

তথাহি ॥

ষড়্ভুজৰ্ঘভৌ চ গান্ধারৌ মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা ।

ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্তাত্র কীর্তিতাঃ ।

স রি গ ম প ধ নি শ্চে, -ত্যে তেষামপরাভিধাঃ ।

তে ত্রিধা স্ত্যৰ্হম্ভ মধ্যতারভাবং সমাপ্রিতাঃ ।

দ্রীণি স্থানানি তেষাং হি হৃদিমন্তোহভিজায়তে ।
 কণ্ঠে মধ্যো মূর্দ্ধিতারো দ্বিগুণশ্চোত্তরোত্তরং ॥
 ষড়্জাদি সপ্তস্বরের উৎপত্তি প্রকার । সঙ্গীতজ্ঞ কৈল
 অতি কৌতুকে প্রচার ॥

তত্র ষড়্জস্বরঃ ॥*

বন্ধ নাসা কণ্ঠ তালু রসনা দশন । এই ছয় স্থানে ষড়্জ-
 তথাহি ॥

নাসাং কণ্ঠ মুরস্তালুং জিহ্বাং দন্তাংশ্চ সংস্পৃশন্ ।

ষড়্ভ্যঃ সংজায়তে যস্মান্তস্মাৎ ষড়্জ ইতি স্মৃতঃ ॥

দামোদরস্বন্যথাহি ॥

বায়ুঃ সমুচ্ছিতো নাভেন্নাভ্যাশ্চ হৃদয়স্য চ ।

পার্শ্বৈর্মাস্তকস্যাপি ষষ্ঠাং ষড়্জঃ প্রজায়তে । ইতি ॥

ষড়্জ স্বরোৎপত্তি ঐছে শাস্ত্রে স্থনির্দ্ধার ।

ঋষভাদি স্বরোৎপত্তি সুগমপ্রচার ॥

অথ ঋষভস্বরঃ ॥

নাভিমূলাদ্যদা বায়ুরুথিতঃ কুরুতে ধ্বনিং ।

ঋষভস্যেতি নির্ধাতি হেলয়া ঋষভঃ স্মৃতঃ ॥

অথ গান্ধারস্বরঃ ॥

নাভেঃ সমুদগতো বায়ুর্গলে শ্রোত্রে চ চালয়ন্ ।

সশব্দং যেন নির্ধাতি গান্ধার স্তেন কথ্যতে ॥

অথ মধ্যমস্বরঃ ॥

মধ্যমো মধ্যমস্থানাং শরীরস্যোপজায়তে ।

নাভিমূলাচ্চ গন্তীরঃ কিকিভারঃ স্বভাবতঃ ॥

অথ পঞ্চমস্বরঃ ॥

প্রাণোৎপানঃ সমানশ্চেদানব্যানৌ তথৈব চ ।

এতেষাং সমবায়েন জায়তে পঞ্চমঃ স্বরঃ ॥

এতেষাং স্থাননিয়মমাহ ॥

হৃদিপ্রাণো গুদেহপানঃ সমানো নাভিমধ্যগঃ ।

উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যান- সর্বশরীরগঃ ॥

অথ ধৈবতস্বরঃ ॥

গত্বা নাভেরধোভাগং বস্তুং প্রাপ্যোর্দ্ধ্বগঃ পুনঃ ।

ধাবন্নিব চ যো যাতি কণ্ঠদেশং স ধৈবতঃ ॥

অথ নিষাদস্বরঃ ॥

ষড়্জাদয়ঃ ষড়েতেহত্র স্বরাঃ সর্বৈ মনোহরাঃ ।

নিষীদন্তি যতো লোকে নিষাদস্তেন কথ্যতে ॥

সপ্তস্বর রূপ জান সাম্য ধ্বনি মতে । শিখী কহে ষড়্জ
স্বর বিখ্যাত জগতে ॥ চাতক ঋষভ হয়ে ছাগ গাঙ্কার ।
ক্রৌঞ্চ * মধ্যমাখ্যা পিক পঞ্চম প্রচার ॥ ভেক ধৈবত হস্তী
নিষাদ স্বর কয় । স্বর রূপ এঁছে কেহ অন্য মত কয় ॥

তথাহি ॥

ময়ূরঃ ষড়্জ মাখ্যাতি ঋষভং বক্তি চাতকঃ ।

ছাগো গাঙ্কার মাচক্টে ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমঃ ।

কোকিলঃ পঞ্চমং ক্রুতে ভেকো বদতি ধৈবতং ।

নিষাদং ভাষতে হস্তীত্যেতদ্ধ্রুচ্ছাদিসম্মতং ॥*

দামোদরস্ত ॥

ময়ূর বৃষভছাগ ক্রৌঞ্চকোকিলবাভিনঃ ।

মাতঙ্গশচক্রমেণাহ স্বরানেনতান্ অহুর্গম্যান্ ইতি ॥

পুন এই সপ্ত স্বর সংজ্ঞা চতুর্থ্য । বাদী সম্বাদী বিবাদী
অনুবাদী হয় ॥ সপ্তস্বর মধ্যে বাদী স্বর কহি তারে । বহু
প্রয়োগেতে যে রাগাদি নির্ণয় করে ॥ পঞ্চমের তুল্য শ্রুতি
সম্বাদিক হয় । কচিৎ মধ্যম স্বর সম্বাদী না হয় ॥ গান্ধার
নিষাদ আর ঋষভ ধৈবত । এ চারি বিবাদী শত্রু শাস্ত্র অস-
ম্মত ॥ পঞ্চান্তরে ঋষভ ধৈবত স্বর আর । গান্ধার নিষাদ
বিবাদী এ হয় প্রচার ॥ এ সব স্বরের অবশিষ্ট যেই স্বর ।
অনুবাদী স্বর সেই কহে বিজ্ঞবর ॥

তথাহি ॥

তে বাদি সম্বাদিবিবাদ্যানুবাদ্যভিধাঃ পুনঃ ।

স্বরশচতুর্বিধাঃ প্রোক্তা স্তত্র বাদী স কথ্যতে ॥

প্রচুরো যঃ প্রয়োগেষু বক্তি রাগাদিনিশ্চয়ং ।

সমশ্রুতিশ্চ সংবাদী পঞ্চমস্য ন স কচিৎ ॥

গণি বিবাদিনৌ স্যাতাং বিধয়ো বাপি তৌ তয়োঃ ।

অনুবাদী ভবেচ্ছেষ ইতি দান্তিল সম্মতং ॥

রাজা বাদী স্বর পাত্র সম্বাদী নির্ধার । বিবাদী স্বর শত্রু
এ সর্বত্র প্রচার ॥ অনুবাদী এ রাজা পাত্রের অনুচর । এ সব
স্বরূপ হয় অন্য অগোচর ॥

তথাহি ॥

বাদী নৃপস্তুথা পাত্রং সম্বাদ্যথ বিবাদ্যরিঃ ।

অনুবাদী হনু চরো রাজঃ পাত্রস্য চেরিতঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস এ সকল রম্যস্বর । গীতে প্রকাশয়ে কৃষ্ণ
রসিকশেখর ॥ কৃষ্ণ আগে ললিতা গায়েন লৈয়া বীণা ।

স্বর স্বরূপাদি ব্যক্ত করিতে প্রবীণা ॥ শুনিয়া গন্ধর্ব্বগণ
লজ্জিত অন্তরে । কে বুঝিবে সে সবে যে অভিলাষ করে ॥
স্বরগণ স্কৃতি মনয়ে আপনারা । স্বরের অদ্ভুত গতি গ্রামেতে
প্রচারি ॥

অথ গ্রামাঃ ॥

স্বর সূক্ষ্মভাব সংযোজন কহি গ্রাম । ষড়্‌জ মধ্যম গান্ধার
ত্রয় গ্রাম নাম ॥ ষড়্‌জ মধ্যম দ্বয় বিদিত পৃথিবীতে । দেব-
লোকে গান্ধার প্রশস্ত সর্ব্ব মতে ॥ গ্রামত্রয় মধ্যে ষড়্‌জ গ্রাম
শ্রেষ্ঠ হয় । মূচ্ছনা গ্রাম শাস্ত্রে নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

গ্রামস্বরানাং গতিসূক্ষ্মভাবং, সংযোজনং স্থানকুলং ত্রিধা সঃ ।
ষড়্‌জস্তথা মধ্যম এব ভূম্যাং, গান্ধারনামা কিল দেবলোকে ॥
অপরঞ্চ ॥

স্বরানাং স্বে ব্যবস্থানাং সমূহো গ্রাম ইষ্যতে ॥

সঙ্গীতপারিজাতে ॥

অথ গ্রামাত্ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ স্বরসন্দোহরূপিণঃ ।

ষড়্‌জমধ্যমগান্ধারসংজ্ঞাভিস্তে সমন্বিতাঃ ।

মূচ্ছনাধারভূতাস্তে ষড়্‌জগ্রামস্ত্রিষৃত্তম ইতি ॥

গ্রামত্রয়ে সপ্ত স্বর মূচ্ছনা প্রচার । ষড়্‌জ গ্রামে স রি
গ ম প ধ নি নির্ধার ॥ ম প ধ নি স রি গ মধ্যম গ্রামে হয় ।
গ ম প ধ নি স রি গান্ধারে স্থনিশ্চয় ॥

পারিজাতে ॥

স রি গ ম প ধ নিশ্চ মপৌধ নি স রী গ চ ।

গম পধ নি সা নিশ্চ গ্রামত্রিতয়-মূচ্ছনা ॥

অন্যোহপি ॥

স রি গ ম প ধ নীতি ষড়্জ গ্রামস্য মূচ্ছনাঃ ।

ম প ধ নি স রি গেতি মধ্যমগ্রামমূচ্ছনাঃ ॥

গ ম প ধ নি স রীতি গান্ধারগ্রামমূচ্ছনাঃ ॥

প্রতি গ্রামে ঐছে সপ্ত স্বর সুবিস্তার । সদে ভেদ্য ক্রমে
একবিংশতি প্রকার ॥ এ এব বিদিত ভরতাদি নিরুপয় । জাতি
শ্রুতি স্বর আদি গ্রাম প্রাপ্ত হয় ॥

কোহলোহপি ॥

জাতিভিঃ শ্রুতিভিশ্চৈব স্বরা গ্রামত্বমাগতাঃ । ইতি ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই মধুর বৃন্দাবনে । পরম আনন্দ রাসে
কৃষ্ণপ্রিয়া সনে ॥ বিবিধ প্রকারে প্রকাশয়ে গ্রামত্বেয় । শিব
ব্রহ্মাদির যাতে জন্ময়ে বিস্ময় ॥ প্রাণনাথে রাধিকা প্রশংসি
বার বার । গ্রাম সঞ্চারয়ে যাতে কৃষ্ণে চমৎকার ॥ অর্ধৈর্য্য
হইয়া কৃষ্ণ রাই আলিঙ্গয় ॥ ললিতাদি সখীর উল্লাস অতি-
শয় ॥ যে কোতুক গানে তাহা কহি কি শকতি । গ্রাম ত্বেয়
মূচ্ছনা প্রকাশে নানা ভাতি ॥

অথ মূচ্ছনাঃ ॥

মূচ্ছনা গ্রাম সম্ভব ভরত কহয় । স্বর সংমূচ্ছিত গ্রামে
রাগ প্রাপ্ত হয় ॥

তথাহি ॥

স্বরঃ সংমূচ্ছিতো যত্র রাগতাং প্রতিপদ্যতে ।

মূচ্ছনামিতি তামাছর্ভরতা গ্রামসম্ভবাং ॥

অপরঞ্চ ॥

যত্র স্বরো মূচ্ছিত এব রাগতাং :

প্রাপ্তশ্চ তামাহ মুনিশ্চ মূর্ছনাঃ ।

গ্রামোদ্ভাস্তাঃ স্বরসপ্তসংযুতাঃ

স্থানত্রয়ে স্থাঃ পুনরেকবিংশতিঃ ॥

গ্রামত্রয়ে ত্রিসপ্ত স্বর মূর্ছনা হয় । মূর্ছনাখ্যা ললিতা
মধ্যমা চিত্রাদয় ॥

তথাহি ॥

ললিতা মধ্যমা চিত্রা রোহিণীচ মতঙ্গজা ।

সৌবীরা বর্ণমধ্যা চ ষড়্জমধ্যা চ পঞ্চমী ।

মৎসরী যুতুমধ্যা চ শুক্লান্তাচ কলাবতী ।

তীত্রা রৌদ্রী তথা ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী খেচরী বরা ।

নাদাবতী বিশালা চ ত্রিযু গ্রামেষু বিস্তৃতাঃ ।

একবিংশতিরিত্যুক্তা মূর্ছানাশ্চন্দ্রমৌলিনা ॥

মূর্ছনা জ্ঞানেতে স্থখ বাঢ়ে অনুক্ষণ । ভরতাদি কহন্তে
মূর্ছনা প্রয়োজন ॥

তথাহি ॥

শিরাগ্রে মূর্ছনাং কৃৎন ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে ॥

ওহে শ্রীনিবাস গ্রামসম্ভব মূর্ছনা । ইহে যে প্রকার তা
না জানে অন্য জনা ॥ প্রিয়াগণ সঙ্গে কৃষ্ণ মনের উল্লাসে ।
অদ্বুত ভঙ্গীতে রাসবিলাসে প্রকাশে ॥ কি বলিব কৃষ্ণ মহা-
রসিকশেখর । বিস্তারয়ে নানা তাল গান মনোহর ॥

অথ তালাঃ ॥

মূর্ছনা হয়েন তালশুদ্ধাদি নিশ্চয় । সপ্তস্বরোদ্ভব তাল
এহো নিরুপয় ॥ তাল ঊনপঞ্চাশৎ শাস্ত্রেতে প্রচার । পৃথক্
পৃথক্ কুট তাল অবিস্তার ॥ পঞ্চসহস্র ত্রয়ত্রিংশৎ এ হয় ।

তাল সংজ্ঞা অনেক প্রভাব অতিশয় ॥

তথাহি ॥

মূর্ছনা এব তালাঃ স্র্যঃ শুদ্ধা আরোহণাশ্রিতাঃ ॥

দামোদরস্ত ॥

বিস্তার্যাস্তে প্রয়োগা য়ৈ মূর্ছনাঃ শেবসংশ্রয়াঃ ।

তালাস্তে হপ্যনপঞ্চাশৎ সপ্তস্বরসমুদ্ভবাঃ ॥

তেভ্য এব ভবন্ত্যন্যে কূটতালাঃ পৃথক্ পৃথক্ ।

ভেদা বহুতরাস্তেষাং কস্তান্ কাৎস্যেন বক্ষ্যতি ॥

গ্রামাণাং মূর্ছনানাঞ্চ তালানাং বহবো ভিধাঃ ।

প্রকৃতানুপযোগিত্বাদজ্ঞেয়ত্বাচ্চ নেরিতাঃ ॥

তদুক্তং তালাধিকারে ॥

তালাঃ পঞ্চ সহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশদ্ববন্ত্যমী । ইতি ॥

অগ্নিস্টোমিকতালেন শিবং স্তত্বা শিবো ভবেৎ ।

তালানামিহ শুদ্ধানামগ্নিস্টোমাদিকা ভিধাঃ ॥

সস্তি প্রয়োগবৈধূর্য্যান্ন ময়া তাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

এ সকল তালের সৌভাগ্য অতিশয় । মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া
কৃষ্ণ আগে বিলসয় ॥ ললিতাদি যুথেশ্বরী সখী রাধিকার ।
পৃথক্ পৃথক্ তাল করয়ে সঞ্চার ॥ রাই কাণু পরম আনন্দে
সখীসনে । প্রকাশয়ে বর্ণ গান বিচিত্র বন্ধানে ॥

অথ বর্ণমাছ ॥

গান ক্রিয়া আরম্ভ প্রযুক্ত স্বর বর্ণ । সে চারি প্রকার
ঘাতে গায়ক প্রসন্ন ॥ স্থায়ী বর্ণ আরোহাবরোহী বর্ণ আর ।
সঞ্চারী এ চতুষ্টয় লক্ষণ প্রচার ॥ এক এব স্বর বহি বহি
প্রয়োগেতে । স্থায়ী বর্ণ হয় এ বিদিত সর্বমতে ॥ আরো-

হাবরোহী স্বর স্থায়ানুগতার্থ । এ ত্রয় মিশ্রিত বর্ণ সঞ্চারী
সম্মত ॥

তথাহি ॥

স্বরো গানক্রিয়ারম্ভপ্রযুক্তো বর্ণ উচ্যতে ।

স্থায়্যারোহাবরোহী চ সঞ্চারীতি চতুর্বিধঃ ॥

প্রত্যেকং লক্ষণমাহ ॥

স্থায়ং স্থায়ং প্রয়োগঃ স্যাদেকসৈব স্বরস্য চেৎ ।

স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবস্বর্থসংজ্ঞিকো ॥

পরো আরোহি স্বরোহবরোহিস্বরশ্চ, তৌ অবস্বর্থসংজ্ঞিকৌ
অনুগতার্থনামানৌ । অর্থস্ত আরোহতীত্যর্থো আরোহী অবরো
হতীত্যবরোহীত্যর্থঃ ॥

সঙ্গীতপারিজাতে ॥

স্থিত্বা স্থিত্বা প্রয়োগঃ স্যাদেকৈকস্মিন্ স্বরে পুনঃ ।

স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবস্বর্থনামকো ॥

এতৎ সংমিশ্রণাদ্বর্ণঃ সঞ্চারীতি নিগদ্যতে ॥

এতেষাং স্থায়্যারোহাবরোহিস্বরগাণাং ॥

স রি গ ম প ধ নী এ বর্ণ সপ্ত স্বর । রচনা বিশেষ অল-
ঙ্কার বহুতর ॥

তথাহি ॥

বর্ণা ভবন্ত্যলঙ্কারা^১ রচনায়া বিশেষতঃ ॥

স্থায়ী ষড়্‌বিংশতি দ্বাদশারোহনিশ্চয় । দ্বাদশাবরোহ স-
ঞ্চারী দ্বাদশ হয় ॥ সবে মিলি দ্বাষষ্ঠি প্রকার অলঙ্কার । ইথে
বহু ভেদ তাহা শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

তথাহি ॥

ষড়্বিংশতিঃ স্থায়িনঃ স্যুরোহিণো দ্বাদশৈব তু ।

সঞ্চারিণো দ্বাদশৈব দ্বাদশৈবাবরোহিণঃ । ইতি ॥

ইতি প্রসিদ্ধালঙ্কারা দ্বাষষ্টিঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥

অলঙ্কার প্রয়োজন বহুবিধ হয় । স্বর জ্ঞানে দৃঢ়াভ্যাসা-
দিক শাস্ত্রে কয় ॥

তথাহি ॥

স্বরজ্ঞানে দৃঢ়াভ্যাসৌ রঞ্জলাভশ্চ জায়তে ।

বর্ণজ্ঞান-বিচিত্রত্বমলঙ্কারপ্রয়োজনং ॥

সঙ্গীতপারিজাতে ॥

অলঙ্কারাধ্বিনা রাগা বিস্তারং নাপ্নুবন্তিহি । ইতি ॥

স্থায়িবর্ণমাহ ॥

স্থায়ি বর্ণে অলঙ্কার দিশা ঐছে কয় । যে বর্ণে আরম্ভ
তাহা অন্তে পুন হয় ॥ ইথে জানাইয়ে ভদ্র নাম অলঙ্কার ।
একেক স্বরের হানিক্রম এ প্রস্তার ॥

তথাহি পারিজাতে ॥

যমারভ্যাগ্রিমং গত্বা পুনঃ পূর্বস্বরং বদেৎ ॥

ভদ্রনাম ছলঙ্কারমাঞ্জনেয়ো বদেৎ স্মধীঃ ।

একৈকস্য স্বরস্যাত্র হানাদেব ক্রমো ভবেৎ ॥

উদাহরণং ।

সরিস, রিগরি, গমগ, মপম, পধপ । ধনিধ, নিসনি, সরিস ॥

আরোহ বর্ণমাহ ॥

ঐছে দিগ্ দর্শাইয়ে আরোহালঙ্কারে । বিস্তীর্ণাখ্যা দীর্ঘ
বর্ণ হয় সপ্ত স্বরে ॥

পারিজাতে ॥

মূচ্ছনাদেঃ স্বরাদ্যত্র ক্রমেণারোহণং ভবেৎ ।

স্থিহ্বা স্থিহ্বা স্বরৈর্দীর্ঘৈঃ স বিস্তীর্ণোহভিধীয়তে ॥

উদাহরণং ।

সা রী গা মা পা ধা নী ॥

আদিদ্বয় হ্রস্ব দীর্ঘ তৃতীয় অক্ষর । প্রচ্ছাদন নাম অলঙ্কার
মনোহর ॥

পারিজাতে ॥

হ্রস্বমাদ্যদ্বয়ং কৃত্বা দীর্ঘং কৃত্বা তৃতীয়কং ।

হনুমানাহ সর্বজ্ঞঃ সন্ধিঃ প্রচ্ছাদনং পরং ॥

উদাহরণং ।

সরিগা, রিগমা, গমপা । মপধা, পধনী, ধনিসা ॥

উদ্বাহিত নাম আদ্য উক্ত চতুর্বার । দ্বিতীয় দ্বিবার দ্বি
ত্রি বর্ণ একবার ॥

পারিজাতে ।

আদ্যং স্বরং চতুর্বারং দ্বিবারঞ্চ তৃতীয়কং ।

সকৃদুক্ত্বা তৃতীয়স্ত তথা সকৃচ্চতুর্থকং ॥

উদ্বাহিতোহলঙ্কারস্ত হনুমন্তিঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

উদাহরণং ।

সস সস রিরি গম । রিরি রিরি গগ মপ । গগ গগ মম
পধ । মম মম পপ ধনি । পপ পপ ধধ নিস ॥

অবরোহ বর্ণমাহ ॥

অবরোহ অলঙ্কার এই রূপ হয় ! কহিতে বাহুল্য ইহা
অন্যেও না কয় ॥

পারিজাতে ॥

অবরোহক্রমাদেতে দ্বাদশা অবরোহিণী ।

গৌরবাদবরোহস্য লেখনং ন কৃতং ময়া ॥

সঞ্চারিবর্ণমাহ ॥

সর্বত্র সঞ্চরে এই সঞ্চারী ইহাতে । দিগ্ দর্শাইয়ে গায়-
কের সুখ যাতে ॥ আদ্য দ্বয় বর্ণ ত্রিরাবৃত্তি তার পর । তৃতীয়
বর্ণের পর দ্বিতীয় অক্ষর ॥ ঐছে উক্ত প্রসাদ নামেতে অল-
ঙ্কার । এ সকল জ্ঞানে সুখ শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

পারিজাতে ॥

সঞ্চারিতাশ্চ সর্বত্র সঞ্চারিণো যতন্ততঃ ।

আদ্যত্রয়ং ত্রিরাবৃত্ত্য তৃতীয়ঞ্চ দ্বিতীয়কং ॥

উক্তা তত্র প্রদাদং তমলঙ্কারং জগুর্বুধাঃ ॥

উদাহরণং ।

সরি সরি সরি গরি । রিগ রিগ রিগ মগ । গম গম গম
পম । মপ মপ মপ ধপ । পধ পধ পধ নিধ । ধনি ধনি ধনি
সনি ॥

ইথে এক অলঙ্কারাপেক্ষ নাম হয় । ক্রমে উক্ত প্রথম
হইতে স্রবত্রয় ॥

পারিজাতে ॥

ক্রমাৎ স্রবত্রয়ং যত্র জগুর্লঙ্কেপকং বুধাঃ ॥

উদাহরণং ।

সরিগ, রিগম, গমপ । মপধ, পধনি, ধনিস ॥

কোকিলাখ্য বর্ণ সিংহাবলোকন প্রায় । সরি গ সরি গম
এ প্রকার ইহায় ॥

পারিজাতে ॥

সরী গশ্চ সরী গোম ইত্যেতৈঃ কোকিলো ভবেৎ ॥

উদাহরণ ।

সরিগ সরিগম । রিগম রিগ মপ । গমপ গমপধ । মপধ
মপধনি । পধনি পধনিস ॥

এ সকল স্বর বর্ণালঙ্কার মধুর । ঐছে উচ্চারয়ে যাতে
দুঃখ যায় দূর ॥ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চারু মুখচন্দ্র হৈতে । বারে
ধেন সুধা বর্ণালঙ্কার রূপেতে ॥ শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখী-
গণ সঙ্গে । গায় বর্ণালঙ্কার পরমাত্মত রঙ্গে ॥ গন্ধর্ব্বাদি গণের
হইল দর্প চূর । জগতে উপমা নাই ঐছে সুমধুর ॥ সভা প্রশং-
সিয়া কৃষ্ণ উল্লসিত মনে । অনিঘিষ নেত্রে চাহে রাইমুখ
পানে ॥ গ্রন্থ স্বর অংশ স্বর ন্যাস স্বর ত্রয় । প্রকাশয়ে রঙ্গে
কৃষ্ণ রমের আলায় ॥

অথ গ্রহস্বরমাহ ॥

সপ্তস্বরে যে স্বর গীতাদি সমর্পয় । সেই গ্রহস্বর মুনি
ভরতাদি কয় ॥

তথাহি ॥

স গ্রহস্বর ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ ।

সংগীতপারিজাতে চ ॥

গীতাদৌ স্থাপিতো যন্ত স গ্রহস্বর উচ্যতে ॥

অংশ স্বরমাহ ॥

অংশ স্বর অনুরাগ প্রকাশক গানে । ভরতাদি ঐছে বহু
প্রভাব বাখানে ॥

তথাহি ॥

যো রঞ্জিব্যঞ্জকো গেয়ে যস্য সর্বৈ হনুগায়িনঃ ।

যঃ স্বয়ংগ্রহতাং বাতো ন্যাসাদীনাং প্রয়োগতঃ ॥

যস্য সর্বত্র বাহুল্যং স বাদ্যংশো নৃপোপমঃ ॥

বাদী রাগাদিনিশ্চয়কর্ত্তেতি গীতপ্রকাশকারঃ । যঃ স্বয়ং
গ্রহতাং বাত ইত্যনেন অংশস্বরস্য গ্রহস্বরকারণমিত্যর্থঃ ॥

অপরঞ্চ ॥

রাগাণাং জীবন্তুতা যে প্রোক্তান্তে হংশস্বর। বুধৈরिति ॥

সঙ্গীতপারিজাতে ॥

বহুলত্বং প্রয়োগেষু স অংশস্বর উচ্যতে ॥

ন্যাস স্বরমাহ ॥

ন্যাসস্বর গীতাদিক সমাপ্ত করয় । সে পায় আনন্দ যার
ইথে জ্ঞান হয় ॥

তথাহি ॥

ন্যাসঃ স্বরস্ত সংপ্রোক্তা যো গীতাদিসমাপ্তিকৃৎ ।

তথা সঙ্গীতপারিজাতে ।

ন্যাসস্বরস্ত বিজ্ঞেয়ো বস্ত গীতসমাপকঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রসের আবেশে । গ্রহ অংশ ন্যাস-
স্বর বিন্যাস প্রকাশে ॥ শিব ব্রহ্মাদির বাতে হয় চমৎকার ।
এঁছে স্বর জাত্যাদিক করয়ে প্রচার ॥

অথ জাতিমাহ ॥

বাতে হইতে জন্মে রাগ তারে জাতি কয় । সে রাগের
মাতা পুন জাতি ভেদত্রয় ॥ শুদ্ধা বিকৃতাখ্যা হয় এ দ্বয়
মলনে । সঙ্কীর্ণাখ্যা এই ত্রয় কহে বুধগণে ॥

তথাহি ॥

যস্য রাগজনিস্ত জাতিরিহ সা রাগস্য মাতাপি সা ।

শুদ্ধাখ্যা বিকৃতা দ্বয়োশ্চ মিলনাং সঙ্কীর্ণকা চ ত্রিধা ॥

শুদ্ধা জাতি সপ্তমে ষড়্জাদি স্বরাখ্যান । শুদ্ধা জাতা
[বিকৃতা কহয়ে বিদ্যাবান্ ॥ বিকৃতাখ্যা একাদশ শাস্ত্রে নিরু-
পয় । শেষা সঙ্কীর্ণাখ্যা সে বিকৃতা জাতা হয় ॥ শুদ্ধা বিকৃতা
এ অষ্টাদশ পরকার । এ দ্বয়ে আচার্য্যগণ কৈলা অঙ্গীকার ॥
শুদ্ধা জাতি ষাড়্জর্ষভা আদি সংজ্ঞা কয় । বিকৃতা ষড়্জ
কৈশিকী আদি নাম হয় ॥ ষড়্জ কৈশিকী ষড়্জ গান্ধার
যোগে জাত । ঐছে বিকৃতাখ্যা হয় সর্বত্র বিখ্যাত ॥

তথাহি ॥

শুদ্ধাঃ স্ত্যর্জাতয়ঃ সপ্ত তাঃ ষড়্জাদিস্বরাভিধাঃ ।

তা এব বিকৃতাঃ শেষা জাতা বিকৃতিসঙ্করাং ॥

ইতি দ্বিধেত্যন্যে ।

তদুক্তং হরিনায়কেন ।

শুদ্ধাভিবির্কৃতাভিষ্চ মিলিতা জাতয়ঃ পুনঃ ।

অষ্টাদশ সমুদ্ভিস্তা রাগাণাঞ্চ মাতরঃ । ইতি ॥

অয়মেব পঞ্চঃ প্রধানইব

প্রতিভাতি, যতঃ প্রাচীনাচার্য্যৈরঙ্গীকৃতঃ ।

তদুক্তং নিবন্ধান্তরে ।

ষাড়্জর্ষভী চ গান্ধারী মাধ্যমী পাক্ষমী তথা ।

ধৈবতী চাথ নৈষাদী সঠৈপ্ততাঃ শুদ্ধ জাতয়ঃ ।

ম্যাং ষড়্জ কৈশিকী ষড়্জ মধ্যমাচ ততঃ পরং ।

গান্ধারী পঞ্চমাস্কীচ ষড়্জাপি চবতী তথা ।

কার্মাবরী নন্দয়ন্তী গান্ধারোদীচ্চরাপিচ ।

মধ্যমোদীচ্চরা রক্তগান্ধারী কৈষিকীত্যপি ॥

এবমেকাদশ প্রোক্তা বিকৃতা ভরতাদিভিঃ ।

শুদ্ধা-সিদ্ধা-বিকৃতানাং হেতুন্ প্রচক্ষ্মহে ॥

ষড়্জ গান্ধারিকাযোগাজ্জায়তে ষড়্জকৈশিকী ।

ষাড়্জকা মধ্যমাভ্যান্ত জায়তে ষড়্জমধ্যমা ॥

গান্ধারীপঞ্চমীভ্যান্ত জাতা গান্ধারপঞ্চমী । ইত্যাদয়ঃ ॥

এ অক্টাদশের গ্রাম সম্বন্ধ প্রকার । বিস্তারি বর্ণিলা ভর-
তাদি গ্রন্থকার ॥ শ্রুতি আদি অন্তে জাতি কহিল অল্পেতে ।

এ সব কিঞ্চিৎ ব্যক্ত জানহ বীণাতে ॥

তথাহি ॥

শ্রুতিমারত্য জাত্যন্তঃ ময়া বহুং সমীরিতং ।

তত্তরীণাম্বেব কিঞ্চিদুদৈর্জ্যেয়ং ন চান্যতঃ ॥

রাগের জননী জাতি রাসে নুর্ভিন্নন্ত । মানে নিজ স্বরূতি
কহিতে নাই অন্ত ॥ অহে শ্রীনিবাস রাসক্রোড়া মর্দোপরি ।
কে কহিতে জানে যৈছে গানের মাধুরী ॥ রাই কাণু কণ্ঠ
ধ্বনি জিনি বীণানাদ । প্রকাশয়ে জাতি যাতে সখীর আহ্লাদ ॥
পৃথক্ পৃথক্ রাগগণে প্রকাশিতে । যে কোঁতুক বাঢ়ে তাহা
কে পারে বর্ণিতে ॥

অথ রাগমাহ ॥

ভরতাদি কহে এই রাগের লক্ষণ । ত্রিভুগদ্বর্ভী চিহ্ন
রঙ্গে রাগগণ ॥ ষোড়শ সহস্র রাগ শাস্ত্রে নিরূপয় । সে সকল
মেরু চতুঃপার্শ্বে বিলময় ॥ সে সকল রাগমধ্যে রাগ ষট্‌ত্রিংশত ।
জগতে বিস্তৃত এই কহে বিজ্ঞ মত ॥

তথাহি ॥

যৈশ্চ চেতাংসি রজ্যন্তে জগজ্জিতয়বর্তিনাং ।

তে রাগা ইতি কথ্যন্তে মুনিভির্ভরতাদিভিঃ ॥

নারদপঞ্চমসারসংহিতায়াং ।

সঙ্গীতমারভৎ কৃষ্ণে মুরলীনাদমোহিতং ।

গোপীভির্গীতমারব্ধমেকৈকং কৃষ্ণসমিধৌ ।

তেন জাতানি রাগাণাং সহস্রানি তু ষোড়শ ॥

অপরঞ্চ ॥

এষু রাগেষু ষট্ ত্রিংশদ্রাগা জগতি বিশ্রুতাঃ ।

সন্তি মেরুচতুর্দিক্ষু সর্বৈ তেহ পীতি কেচন ॥

ষট্ ত্রিংশতে রাগ ছয় রাগিণী ত্রিংশত । প্রতি রাগে পঞ্চ-

ভাষ্যা এহো স্তস্মত ॥ ভৈরবাদি রাগ ছয় এ ছয় ক্রমেতে ।

ভৈরবী আদি রাগিণী বিদিত শাস্ত্রেতে ॥

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে ॥

ভৈরবোহথ বসন্তশ্চ রাগো মালবকৈশিকঃ ।

শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ নটনারায়ণস্থথা ॥

এতে পুমাংসঃ ষড্রাগাঃ ক্রমান্তদ্রাগিণীত্রুবে ॥

ভৈরবী কৈশিকী চৈবভাবা বেলাবলী তথা ।

বঙ্গালীচেতি রাগিণ্যো ভৈরবস্যেহ বল্লভাঃ ॥ ১ ॥

আন্দোলিতাচ দেশাখ্যা লোলা প্রথমমঞ্জরী ।

মল্লারীচেতি রাগিণ্যো বসন্তস্য সদানুগাঃ ॥ ২ ॥

গৌরী গুণকিরী চৈব বরাড়ীচ ক্ষমাবতী ।

কর্ণাটী চেতি রাগিণ্যঃ প্রিয়া মালবকৈশিকে ॥ ৩ ॥

গান্ধারী দেবগান্ধারী মালবশ্রীশ্চ সাবরী ।

রামকির্য্যপি রাগিন্যঃ শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ৪ ॥

ললিতা মালসী গৌরী নাটী দেবকিরী তথা ।

মেঘরাগস্য রাগিন্যো ভবন্তীমাঃ সুবল্লভাঃ ॥ ৫ ॥

তারামণী সুধাতীরী কামোদী গুজ্জরী তথা ।

ককুভা চেতি রাগিন্যো নটনারায়ণপ্রিয়াঃ ॥ ৬ ॥

কেহ কহে ষট্‌রাগ রাগিনী ষট্‌ত্রিংশত । প্রতিরাগে ভার্য্য।

ছয় এহো সুসঙ্গত ॥

তথাহি নারদপঞ্চমসারসংহিতায়াং ।

রাগাঃ ষড়্‌থ রাগিন্যঃ ষট্‌ত্রিংশচ্চারুবিগ্রহাঃ ।

শিবশক্তিময়ো রাগঃ পরপ্রেমরসার্ণবঃ ।

যস্য শ্রবণমাত্রেন বিষ্ণুরাদ্রবিতোহভবৎ ॥

তত্র রাগঃ ॥

নালবশৈচব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ ।

হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাটঃ ষট্‌ পুংরাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

ধানসী মালসী রামকেরীচ সিন্ধুরা তথা ।

আসাবরী ভৈরবীচ মালবস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ১ ॥

বেলাবলীচ প্রবরা কানড়ী মাধবী তথা ।

কোড়ী কেদারিকা চৈব মল্লারস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ২ ॥

বেলা পারীচ গৌরীচ গান্ধারী সুভগা তথা ।

কোমারী চৈব বৈরাটী শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ৩ ॥

তোড়ীচ পঞ্চমী চৈব ললিতা পঠমঞ্জরী ।

গুজ্জরীচ বিভাষাচ বসন্তস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ৪ ॥

মায়ুরী দীপিকা চৈব দেশকারীচ পাহড়া ।

বরাড়ী মারহট্টাচ এতা হিন্দোলযোষিতঃ ॥ ৫ ॥

নাটিকা চাথ ভূপালী রামকেরী গড়া তথা ।

কামোদী চাথ কল্যাণী কর্ণটিম্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ৬ ॥

এঁছে নানা প্রকার কহয়ে বিদ্যাবান্ । কল্লান্তরাভিপ্রায়ে
এ হয় সমাধান ॥ দেশে দেশে রাগগণ নাম ভিন্ন হয় । কেহ
না করিতে পারে রাগের নির্ণয় ॥

তথাহি ॥

দেশে দেশে ভিন্ননাম্নাং রাগাণাং তত্ত্বনির্ণয়ং ।

কোহপি কর্ত্তুং ন শক্ৰোতি ন বীণায়া ন তন্ময়া ॥

রাগভেদ ত্রিধা সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয় । সম্পূর্ণ ষাড়ব আর
ঔড়ব এ ত্রয় ॥

তথাহি ॥

সম্পূর্ণাঃ ষাড়বাস্তত্র ঔড়বশ্চেতি তে ত্রিধা ॥

তে রাগাঃ ॥

তত্র সম্পূর্ণাঃ ॥

যে যে রাস সপ্তস্বরে করয়ে গায়ন । সম্পূর্ণা কহয়ে তারে
গীতবিজ্ঞগণ ॥

তথাহি ॥

সম্পূর্ণাস্তে তু যে তত্র জায়ন্তে সপ্তভিঃ স্বরৈঃ ।

সপ্তস্বরে সম্পূর্ণা এ পূর্ণ রাগ কয় । শ্রীরাগ নট্ট কর্ণটি
আদি বহু হয় ॥

তথাহি ॥

শ্রীরাগনট্টকর্ণাকা এতে গুপ্তবসন্তকাঃ ।

শুদ্ধা ভৈরব বঙ্গাল সোমরাগাত্রপঞ্চমাঃ ॥

কামোদো মেঘরাগশ্চ তথা দ্রাবিড়গৌড়কঃ ।
 বারাটী গুজ্জরী তোড়ী মালবক্ৰীশ্চ সৈন্ধবী ॥
 মালবক্ৰীঃ মালসী, সৈন্ধবী সিন্ধুডেত্যর্থঃ ।
 দেবকী চৈব রামক্ৰী তথা প্রথমমঞ্জরী ।
 নট্র বেলাবলী গোঁরীত্যাद्याঃ সম্পূর্ণকা'মতাঃ ॥
 আদিপদেন অন্যেহপি নাটাদ্যা গৃহ্যন্তে ।
 তদুক্তং সঙ্গীতসারে ॥
 নাটঘণ্টারবো নটনারায়ণকভূপতী ।
 শঙ্করাভরণশ্চেতি পূর্ণরাগা ইমে মতাঃ ॥
 এ সম্পূর্ণা রাগ গান ফল অতিশয় । সর্বত্র বিদিত সঙ্গী-
 তজ্ঞ নিকূপয় ॥
 তথাহি কোহলীয়ে ॥
 আয়ুধশ্মো যশঃ কীর্তিবুদ্ধিসৌখ্যধনানি চ ।
 রাজ্যাভিবুদ্ধিসন্তানঃ পূর্ণরাগেবু জায়তে ॥
 সম্পূর্ণাদি রাগ নৃতি রসাদি প্রকার । কহিতে কি এ
 সকল শাস্ত্রে স্থবিস্তার ॥ সম্পূর্ণাদি মধ্যে কোন কোন রাগ
 কেহ । গায় বিপর্যয় কল্পভেদে সত্য সেহ ॥
 তথ ষড়বা ॥
 ষট্শ্বরে উখিত যে সকল রাগ হয় । সঙ্গীতজ্ঞগণ তাহে
 ষাড়ব কহয় ॥
 তথাহি ॥
 ষাড়বাস্তেহভিধীয়ন্তে যে রাগাঃ ষট্শ্বরোখিতাঃ ।
 গোড় কর্ণাট গোঁরাদি রাগ ষাড়বেতে ।
 সঙ্গীতজ্ঞ কহে গান ফল বহু ইথে ॥

তথাহি ॥

গোড়ঃ কণ্ঠটিগোড়শ্চ দেশী ধনাসিকা তথা ।

কোলাহলাচ বল্লালী দেশাখ্যা শাবরী তথা ॥

খন্ডাবতী হর্ষপুরী মল্লারী ছংচিকা ততঃ ।

ইত্যাদ্যাঃ ষড়বাঃ প্রোক্তা হরিনায়কসম্মতাঃ ॥

আদিপদেনান্যে হপি শ্রীকণ্ঠাদ্যা গৃহ্যন্তে ।

তদুক্তং সঙ্গীতসারে ॥

শ্রীকণ্ঠশৈচব ভৌলীচ তারাবালগগোড়কঃ ।

শুদ্ধাভীরী মধুকরী ছায়া নীলোৎপলাপি চ ।

ইতি ষাড়বগণনে ।

ফলমাহ কোহলঃ ॥

সংগ্রামে বীরতা রূপ-লাবণ্য-গুণকীর্তনং ।

গানে ষাড়বরাগাণাং গদিতং পূর্বসূরিভিঃ ॥

অথ ঔড়বাঃ ॥

পঞ্চস্বরে যে রাগ উত্থিত মে ঔড়ব । ঔড়বে অনেক রাগ
কহে বিজ্ঞ সব ॥

তথাহি ॥

তে খ্যাতা ঔড়বা যে হি জায়ন্তে পঞ্চভিঃ স্বরৈঃ ।

মধ্যমাদি মল্লারাদি রাগ ঔড়বেতে । বহু ফল মিলে এই
ঔড়ব গানেতে ॥

তথাহি ॥

মধ্যমাদিশ্চ মল্লারো দেশপালশ্চ মালবঃ ।

হিন্দোলো ভৈরবো নাগধ্বনির্গোপকৃতিস্তথা ॥

অলিতাচ ততশ্ছায়া তোড়ী বেলাবলী তথা ।

প্রতাপপূর্বিকা প্রোক্তা সৈন্ধবী দ্বিতীয়ং তথা ।

ইত্যাদ্যা ঔড়বাঃ প্রোক্তা রাগা জনমনোহরাঃ ॥

আদিপদেন তুরঙ্গগোড়াদয়ো হৃপি গৃহ্যন্তে ।

তদুক্তং সঙ্গীতসারে ঔড়বগণনে ।

তুরঙ্গ-গোড়ো গাঙ্কারপুলিন্দমেঘরঞ্জকাঃ । ইতি ॥

ফলমাহ কোহলঃ ॥

ব্যাদিনাশে শত্রুনাশে ভয়শোকবিনাশনে ।

ঔড়বাস্ত প্রগাতব্যা গ্রহশাস্ত্যর্থকর্মাণে ॥

অথ সঙ্কীর্ণাঃ ॥

কহিল যে রাগ এ অন্যান্য সংসর্গেতে । সঙ্কীর্ণা কহয়ে
বিজ্ঞে শ্রুতি শোভা বাতে ॥

অত্র হরিনায়কঃ ॥

এষামন্যান্য সংসর্গাং রাগাণাং বহুশোভাভিধাঃ ।

অত্র কেচিত্তু সঙ্কীর্ণাঃ কথ্যন্তে শ্রুতিশোভনাঃ ॥

পৌরবী কল্যাণী আদি সঙ্কীর্ণাখ্য হয় । সঙ্কীর্ণার্থ রাগ-
দ্বিত্র্যাদি সংযোগময় ॥

তত্র পৌরবী ॥

দেশী মল্লারী অংশে পৌরবী সংজ্ঞা হয় । ঐছে এ সুগম
রাগবিজ্ঞে প্রকাশয় ॥

তথাহি ॥

দেশাখ্যায়াশ্চাখ মল্লারিকায়াঃ

স্যাৎদংশাভ্যাং পৌরবীয়াং প্রদিক্টা ।

কল্যাণী ॥

বারাট্যাখ্যা নাটকর্ণাটকেভ্যঃ

সম্ভূতেয়ং মঞ্জু কল্যাণিকাখ্যা ॥

সারঙ্গঃ ॥

সারঙ্গঃ স্যাত্তোড়িধম্মাসিকাভ্যাং

গৌরী ॥

শ্রীরাগঃ স্যাদেগৌড়রাগাচ্চ গৌরী ।

নটমল্লারিকা ॥

জাতা নাটম্যাথ মল্লারকম্য

স্যাৎশাভ্যাং নটমল্লায়িকা চ ॥

বল্লবী ॥

দেশাখ্যা শাবরী যোগাবল্লবী পরিকীৰ্ত্তিতা ।

কর্ণাটিকা ॥

কর্ণাটতো ভৈরবতোহংশকাভ্যাং

কর্ণাটিকাখ্যা গদিতা সকম্পা ।

মুখাবরী ॥

মৈন্ধবী তোড়িকা যোগাং সমুৎপন্ন মুখাবরী ॥

আশাবরী ॥

মল্লারমৈন্ধবী তোড়ী যোগাদাশাবরী ভবেৎ ॥

রামকেলী ॥

গুজ্জরীদেশিকাসঙ্গাদ্রামকেলিরজায়ত ॥

অন্যে হপি সন্তি ভূয়াংসো রাগাঃ সঙ্কোর্ণলক্ষণাঃ ।

যে যে যথাক্রমতা দেশে জ্ঞেয়ান্তে তে তথা বুধৈঃ ॥

এ সব রাগের যে যে কালে গানযুক্ত । সে সকল সময়
নঙ্গীতশাস্ত্রে উক্ত ॥ অসময় গানে গায়কের দোষ হয় ।
গুজ্জরী রাগাদি গানে সে দোষ নাশয় ॥

তথাহি ॥

সময়োল্লঙ্ঘনং গানে সৰ্ব্বনাশকরং ধ্রুবং ।

শ্রেণীবদ্ধে নৃপাজ্ঞায়াং বঙ্গভূমৌ ন দোষদং ॥ ইতি ॥

লোভান্নোহাচ্চ যে কেচিদ্গায়ন্তি চ বিয়োগতঃ ।

সুরসা গুঞ্জরী তস্য দোষং হন্তীতি কথ্যতে ॥ ইতি ॥

বসন্ত রামকেরী গুঞ্জরী এই ত্রয়ে । সৰ্ব্বকাল গানে

কোন দোষ না জন্ময়ে ॥

তথাহি রত্নমালায়াং ॥

বসন্তো রামকেরী চ গুঞ্জরী সুরসাপিচ ।

সৰ্ব্বস্মিন্ গায়তে কালে নৈব দোষোহভিজায়তে ॥

নারদস্ত বিশেষমাহ ॥

দশদণ্ডাং পরে রাত্রৌ সৰ্ব্বেষাং গানমীরিতং ॥ ইতি ॥

এ সকল রাগ মূর্তি ধরি সাবহিতে । আপনা মানয়ে ধন্য
রাসমণ্ডলেতে ॥ কি বলিব শ্রীনিবাস শ্রীরাসমণ্ডলে । নানা
রাগ গানে স্বথমুদ্রে উথলে ॥ গানের তুলনা নাই ভুবন ভিতর ।
পরম অদ্ভুত স্বধাবর্ষে পরস্পর ॥ কৃষ্ণ রাই মুখপদ্ম নিরীক্ষণ
করি । প্রকাশয়ে গীতে কত অদ্ভুত চাতুরী ॥ গীতের লক্ষণ
কিছু পূর্বে উক্ত হৈল । এবে জান ঘৈছে গীতভেদ প্রকা-
শিল ॥ অনিবন্ধ নিবন্ধ বিবিধ গীত হয় । অনিবন্ধ রাগালাপ
রূপী নিরূপয় ॥ বন্ধহীন যে গীত সে অনিবন্ধ হন । রাগালাপ
কহি রাগ প্রকটিকরণ ॥

তথাহি ॥

অনিবন্ধং নিবন্ধঞ্চ বিধা গীতমুদীরিতং ।

আলপ্তিবন্ধহীনঃ স্যাদ্ভাগালাপনরূপিণী ॥

তদুক্তং ॥

আলপ্তিবন্ধহীনত্বাদনিবন্ধমিতীরিতং ॥ ইতি ॥

রাগস্য আলাপনং-প্রকটীকরণমিত্যর্থঃ ॥

আলাপ বর্ণালঙ্কার দুই মত হয় । আতানারি এক আর সরিগমাদয় ॥ হুঙ্কারমাত্র এ আতানারি চতুর্করে । হরি গৌরী হর ব্রহ্মা ক্রমে নিরূপয়ে ॥

তথাহি নারদসারসংহিতাদৌ ॥

হুঙ্কারাৎ প্রসবশৈচব যথা বেদস্য ওমিতি ।

তা শব্দেনোচ্যতে গৌরী নাশব্দেনোচ্যতে হরঃ ।

তানেতি শব্দহুঙ্কারাৎ প্রোথাপ্যন্তে শনৈঃ শনৈঃ ॥

তত্রচ ॥

আকারেণ হরিঃ প্রোক্তো রিকারেণ পিতামহঃ ।

আতানারীতি শব্দেন সর্বেষামেব সম্ভবঃ ॥

সরি গম পদনী সপ্ত বর্ণালঙ্কার । ষড়্জাদিক স্বর বর্ণালাপ এ প্রচার ॥ আলাপে গমক স্থান অতি বিচিত্রিত । ইথে নানা ভঙ্গি মনোহর এ বিদিত ॥ যতেক অতাল তাহা আলাপে প্রবেশ । গীতজ্ঞ আলাপভেদ কহয়ে অশেষ ॥

হরিনায়কস্ত ॥

বর্ণালঙ্কারসংযুক্তো গমকস্থানচিত্রিতা ।

আলপ্তিরূচ্যতে তজ্জৈষ্ঠভূরিভঙ্গিমনোহরা ॥ ইতি ॥

এতেন অতালানাং সর্বেষাং আলাপে প্রবেশ ইত্যর্থঃ ।

বর্ণালঙ্কারস্ত নিরর্থকহুঙ্কারাদিশব্দঃ সঙ্গীতোক্তসরিগমে-
ত্যাদি বর্ণালঙ্কারশ্চ ॥

আলপ্তের্বহুধা ভেদা ন প্রপঞ্চভিয়েরিতাঃ ॥

অহে শ্রীনিবাস রাসমণ্ডলী মাঝারে । করয়ে আলাপ সবে
 অশেষ প্রকারে ॥ সে আলাপে কারে বা চমক নাই লাগে ।
 কি ছার কোকিল সে কণ্ঠের ধ্বনি আগে ॥ আলাপসময়ে
 অতি অদ্ভুত বিলাস । নিজ নিজ চতুরতা করয়ে প্রকাশ ॥
 রসিকশেখর কৃষ্ণ আলাপে বংশীতে । জগৎ মাতায় তার
 উপমা কি দিতে ॥ বীণায়ন্ত্রে আলাপয়ে বৃন্দাবনেশ্বরী । কে
 বর্ণিতে পারে তার আলাপমাধুরী ॥ ললিতাদি সখী নানা যন্ত্রে
 আলাপয় । আনের কা কথা শুনি পাষণ গলয় ॥ এক মুখে
 কে কহিবে আলাপপ্রসঙ্গ । উথলয়ে যেন স্নানাসমুদ্র-তরঙ্গ ।
 অনিবদ্ধ গানে মগ্ন হৈয়া পরস্পরে । গায়েন নিবদ্ধ গীত
 বিবিধ প্রকারে ॥

অথ নিবদ্ধমাহ ॥

ধাতু অঙ্গ বদ্ধ হৈলে নিবদ্ধাখ্যা হয় । শুদ্ধা, ছায়া নগ
 ক্ষুদ্র নিবদ্ধ এ ত্রয় ॥

তথাহি ॥

বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে ।

শুদ্ধং, ছায়া নগং ক্ষুদ্রমিতি তচ্চ ত্রিধা মতং ॥

তং নিবদ্ধমিত্যর্থঃ ॥

তত্র শুদ্ধমাহ ॥

আলাপ ধাতু অঙ্গ সংযুক্ত শুদ্ধ হয় । আলাপ সার্থক পদ
 এথা নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

আলাপৈর্ধাতুভিশ্চাঙ্গৈঃ সংযুক্তং শুদ্ধমুচ্যতে ।

আলাপোহত্র সার্থকপদৈরেবেতি সাম্প্রদায়িকা ইত্যর্থঃ ॥

হরিনায়কস্ত ॥

আলাপো গমকালপ্তিরক্ষরৈবর্জিতা মতেত্যাহ ॥

নিরুপিল নিবন্ধ গীতের হৃভেদত্রয় । শুদ্ধ শালগ সঙ্কীর্ণ
এছে কেহ কয় ॥

সঙ্গীতসারে ॥

শুদ্ধ-শালগ-সঙ্কীর্ণভেদাদগীতং ত্রিধা মতং ॥

তত্র ক্ষুদ্রগীতমেব সঙ্কীর্ণশব্দেনোচ্যতে ॥

তচ্চ স্যাত্ত্রিবিধস্ত শুদ্ধকমিদং ছায়া নগং ক্ষুদ্রকং । ইতি
তেনৈবোক্তত্বাৎ ॥

কেহো কহে নিবন্ধ গীতের সংজ্ঞাত্রয় । প্রবন্ধ বস্তুরূপক
এ প্রসিদ্ধ হয় । ধাতু চতুর্কয় আর ষড়ঙ্গ ইহায় । হইলে
প্রকৃষ্ট বন্ধ প্রবন্ধ কহায় ॥ শুদ্ধ গীতে প্রবন্ধ কহয়ে বিজ্ঞ-
গণ । এবে জানো বস্তুরূপক লক্ষণ ॥ ধাতু ত্রয়াদি
পঞ্চাঙ্গের বস্তুরূপক । দ্বিধাতুক অঙ্গদ্বয়ে রূপক কহয় ॥

হরিনায়কস্ত ॥

সংজ্ঞাত্রয়প্রবন্ধস্য প্রবন্ধো বস্তুরূপকং ।

চতুর্ভির্ধাতুভিবন্ধস্ত্রৈঃ ষড়্ভিঃ কল্পিতঃ ॥

প্রকৃষ্টো যশ্চ বন্ধঃ স্যাৎ স প্রবন্ধো নিগদ্যতে ॥ ইত্যর্থঃ ॥

এতেন শুদ্ধগীতমেব প্রবন্ধ ইত্যাচ্যতে ॥

ত্রয়াদিভির্ধাতুভিঃ চাঙ্গৈঃ পঞ্চভিবস্তুরূপকং কথ্যতে ।

দ্বিধাতুকং তথা দ্ব্যঙ্গরূপকং পরিকীর্তিতং ॥ ইতি ॥

অথ ধাতুমাহ ॥

প্রবন্ধের অবয়ব ধাতু রূপক । অবয়ব জানো ভাগ
বিশেষ কহয় ॥

কেহো কহে ধাতু চারি উদগ্ৰাহক আর । মেলাপক
 ক্রবাভোগ ক্রমে এ প্রচার ॥ উদগ্ৰাহ প্রথম মেলাপক, তত্খ-
 পরি । তার পর ক্রব অন্তে আভোগ এ চারি ॥

তথাহি ॥

প্রবন্ধাবয়বো ধাতুঃ স চতুর্ধা প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

উদগ্ৰাহক-মেলাপক-ক্রবা ভোগ ইতি ক্রমাৎ ॥

উদগ্ৰাহঃ প্রথমো ভাগস্ততো মেলাপকঃ স্মৃতঃ ।

ক্রবত্বাচ্চ ক্রবঃ পশ্চাদাভোগস্ত্বন্তিমো মতঃ ॥

প্রবন্ধ লক্ষণে কেহো ঐছে নিরূপয় । উদগ্ৰাহ ক্রব
 আভোগ ধাতু এই ত্রয় ॥ গীতের প্রথম পাদ উদগ্ৰাহ কহয়ে ।
 ক্রব মধ্যে অন্তেতে আভোগ নিরূপয়ে ॥

তথাহি শিরোমণৌ ॥

উদগ্ৰাহঃ প্রথমঃ পাদঃ কথিতঃ পূৰ্ব্বসূরিভিঃ ।

ক্রবত্বাচ্চ ক্রবো মধ্য আভোগশ্চান্তিমঃ স্মৃতঃ ॥

ক্রবত্বাৎ নিশ্চলত্বাৎ পুনঃ পুনরুপাদানাদিত্যর্থঃ ॥

ক্রব আর আভোগের মধ্যে যে চরণ । অন্তরাখ্যা ধাতু
 তারে কহে বিজ্ঞগণ ।

তথাহি হরিনায়কেনোক্তং ॥

ক্রবাভাগান্তরে জাতো ধাতুরন্যোহন্তরাভিধঃ ॥ ইতি ॥

আভোগেতে কবি নায়কের নাম হয় । এই হেতু গীতজ্ঞ
 আভোগ সংজ্ঞা কয় ॥

তথাহি ॥

আভোগে কবিনাম স্যাত্তথা নায়কনাম চ ॥

প্রবন্ধে যে ধাতু সে লক্ষণ ঐছে হয় । গীত বিজ্ঞগণ

নানা গীতে প্রকাশয় ॥

গীতে যথা ॥

পঠমঞ্জরী ॥

উদিত পূরণ, নিশি নিশাকর, কিরণ করু তম দূরি । ভানু-
নন্দিনী, পুলিন পরিসর, শুভ্র শোভত ভূরি ॥

উদগাহঃ ॥

মন্দ মন্দ স্নগন্ধ শীতল, চলত মলয় সমীর । অমরগণ ঘন
ঝঙ্করু কত কূহকে কোকিল কীর ॥

মেলাপকঃ ॥

বিহরে বরজ কিশোর । মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী পেখি
পরম বিভোর ॥

ঋবঃ ॥

দেব ছলহ সুরাসমণ্ডলে বিপুল কোঁতুক আজ । বংশীকর
গহি, অধর পরশত, মোদ ভরুহিয় মাঝ ॥ রাধিকাগুণ চরিত-
নয় বর বিরচিব বহুবিধ গীত । গানরত রতিমাথ সদ ভর হরণ
নিরুপম নীত ॥

অস্তুরা ॥

কঙ্কলোচনে ললিত অভিনয় বরিষে রস জন্ম মেহ । ভনব
কিয়ে ঘনশ্যাম প্রকটত জগতে অতুলিত লেহ ॥

আভোগঃ ॥

অথাজ্ঞান্যাহ ॥

প্রবন্ধের ধাতু পঞ্চ শাস্ত্রে এ নির্দ্ধার । ষড়ঙ্গ প্রবন্ধ গীত
সর্বত্র প্রচার ॥ স্বর বিরূদ পদ তেনক পাঠ তাল । এই ছয়
অঙ্গে গীত পরম রসাল ॥ স্বর সরি গম পধাদিক নিরূপয় ।

গুণ নামযুক্তমতে বিরুদ্ধ কহয় ॥ পদ শব্দ বাচক প্রকার
বহু ইথে । তেনা তেনাদিক শব্দ মঙ্গল নিমিত্তে ॥ পাঠ
বাদ্যোদ্ভবাক্ষর ধা ধা ধিলঙ্গাদি । তাল চচ্চৎ পুট যত্যাাদিক
যথাবিধি ॥ এ ষড়ঙ্গ প্রাচীন আচার্য্য নিরূপয় । বাক্য স্বর
তাল তেনা চারি কেহ কয় ॥

তথাহি ॥

প্রবন্ধস্য ষড়ঙ্গানি স্বরশ্চ বিরুদ্ধঃ পদং ।

তেনক পাঠতালৌচ স্বরাঃ সরি গ মাদয়ঃ ॥

গুণোল্লেখতয়া যন্তদ্বিরুদ্ধং পরিকীর্তিতং ।

ততো হন্যবাচিকং যন্তু তৎ পদং সমুদাহৃতং ॥

তেনেতি শব্দন্তেনঃ স্যাম্মঙ্গলার্থে হবধারিতঃ ।

ধাং ধাং ধুগ ধুগেত্যাদ্যাঃ পাঠা বাদ্যাক্ষরোৎকরাঃ ।

আদি যত্যাদিকাস্তালাস্তালঃ স কথয়িষ্যতে ॥

সঙ্গীতপারিজাতে ॥

পদতালস্বরাঃ পাঠান্তেন বিরুদ্ধনামকঃ ।

ইতি গীতে ষড়ঙ্গানি কথিতানি মনীষিভিঃ ॥

পদানি বাচকাঃ শব্দাস্তালাশ্চচ্চৎপুটাদয়ঃ ।

স্বরাঃ ষড়্জাদয়ন্তে স্যুঃ পাঠো বাদ্যোদ্ভবাক্ষরং ।

তেন স্যাম্মঙ্গলঃ শব্দো বিরুদ্ধং গুণনামযুক্ত ॥

প্রবন্ধের জ্ঞাতি পঞ্চ মেদিনী নন্দিনী । দীপনী পাবনী
ভারাবলী কহে মুনি ॥ ষড়ঙ্গ মেদিনী নাম পঞ্চাঙ্গ নন্দিনী ।
চারি অঙ্গ দীপনী এ ত্রয়াঙ্গ পাবনী ॥ অঙ্গদ্বয় ভারাবলী গীত-
বিজ্ঞ কহে । ইথে জান একাঙ্গ প্রবন্ধ সিদ্ধ নহে ॥

তথাহি ॥

জাতয়ঃ স্যাঃ প্রবন্ধানাং পঠৈব মুনিসম্মতাঃ ।
 মেদিনী নন্দিনী দীপন্যথ স্যাং পাবনী তথা ॥
 তারাবলী তথৈতাসাং লক্ষণং প্রতিপাদ্যতে ।
 বড়ঙ্গা মেদিনী প্রোক্তা পঞ্চাঙ্গা নন্দিনী তথা ॥
 দীপনী চতুরঙ্গা স্যাং পাবনী ত্র্যঙ্গিকা মতা ।
 ষ্যাঙ্গা তারাবলী প্রোক্তা পুরাণৈর্গীতবেদিভিঃ ।
 এতেন একাঙ্গঃ প্রবন্ধো ন ভবতীতি প্রতিপাদিতং ॥
 সঙ্গীতপারিজাতে ॥

প্রবন্ধজাতয়ঃ পঞ্চ বর্তন্তে তাঃ ক্রমেণ চ ।
 বড়্ভিরঙ্গৈর্মেদিনী স্যানন্দিনী পঞ্চভির্ভবেৎ ॥
 চতুর্ভির্দীপনী প্রোক্তা ত্রিভিরঙ্গৈস্ত পাবনী ।
 দ্বাভ্যাং তারাবলী জাতিরঙ্গাভ্যাংপুজায়তে ॥
 শুদ্ধ প্রবন্ধের ভেদ অন্ত নাহি হয় । বিবিধ প্রকারে
 সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয় ॥

• তথাহি ॥

ভেদঃ শুদ্ধপ্রবন্ধানামানন্ত্যাদেক এব হি ॥
 তত্রাপি ॥
 তালেনৈকেন বাদ্যভ্যাং ত্রিভির্বা বহুভিস্থখা ।
 প্রবন্ধান্ স্ককবিনৃনং যথেষ্টমুপকল্পয়েৎ ॥
 কিঞ্চ ॥

বহুতালাঃ প্রবন্ধান্ত রাগৈর্বহুভিরেব চ ।
 একরাগেণ বা কল্প্যঃ পাঠাদৌনাং বিধানতঃ ।
 ভেদা বহুতরাস্তেষাং কস্তান্ কাং স্মেন বক্ষ্যতি ॥
 উদ্বৃত্তং ॥

ন রাগাণাং ন তালানাং ন বাদ্যানাং বিশেষতঃ ।

নাপি প্রবন্ধগীতানামন্তো জগতি বিদ্যতে ॥ ইতি ॥

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ প্রিয়াসহ রাসে । ব্রহ্মাদি অগম্য
শুদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশে ॥ গানে মগ্ন রাই কাণু শোভা নিরখিয়া ।
বৃন্দাদেবী আনন্দে ধরিতে নারে হিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাগুণ
মহিমা বর্ণনে । করয়ে নিদেশ শুক শারী পিকগণে ॥ বৃন্দাদেশে
হর্ব শুক শারী পিকগণ । শ্রীকৃষ্ণরাধিকা গুণ করয়ে বর্ণন ॥

শুকঃ প্রাহ । বড়ঙ্গা মেদিনী গীতে যথা ॥

জয় জনরঞ্জন কঙ্কনয়ন ঘন অঙ্কননিভ নব নাগর ঐ ঐ ।
গোকুল কুলজা কুলধৃতি মোচন চন্দ্রবদন গুণ সাগর ঐ ঐ ॥

নন্দ তনুজ ব্রজভূষণ রসময় মঞ্জুল ভূজ সুদবর্দ্ধন ঐ ঐ ।

শ্রীবৃষভানু তনয়া হৃদিসম্পদ মদনার্সুদ মদ মর্দন ঐ ঐ ॥

গীত নিপুণ নিধুবন নয় নন্দিত নিরুপম তাণ্ডবপণ্ডিত ঐ ঐ ।

ভানুতনয়া পুলিনাঙ্গণ পরিসর রমণীকর মণিমণ্ডিত ঐ ঐ ॥

বংশীধর ধরণীধর কৃত বন্ধুর অধরারুণ সুন্দর ঐ ঐ ।

কুন্দরদন কমণীয় কুশোদর বৃন্দাবিপিন পুরন্দর ঐ ঐ ॥

কৃষ্ণকেশি কলহৈক ধুরন্ধর ধা ধা ধি ধি ত গ ধেন্না ঐ ঐ ।

স স্বরি গরি নরহরিনাথ এ ই অ ইতি অই অই অতেন্না ঐ ঐ ॥

সারিকা প্রাহ ॥

মেদিনী গীতে যথা ॥

জয় জগত বন্দিনী, বিদিত নৃপনন্দিনী, রাধিকা চন্দ্রবদনী
দুঃখমোচনী । শ্যাম মনোরঞ্জিনী, ধৈর্য্য ভর ভঞ্জিনী, কঙ্ক-
নজ্ঞন মৌন গঞ্জি যুগলোচনী ॥ কান্তিজিত দামিনী, পরম অভি-
রাগিনী, ভাগিনী সিন্ধু কন্যা দি মদমর্দিনী । মঞ্জু যুগ্মহাসিনী,

ললিত কলভাষিণী, ভুবনমোহিনী ললিতাদি মুদবর্দ্ধিনী ॥ স্তভগ
শৃঙ্গাশিণী, নব নব বিহারিণী, বৃন্দাবিনবিনোদিনী গজ-
গামিনী । রাসরসরসিণী, মধুরতরঙ্গিণী, সকল রমণীমণি নর-
হরি-স্বামিনী ॥ বাস্তা বাং বাস্তা তাথা বিত কতো থুন্না
দৃম্বিকি ত্রিগও তকতা ত্রা থৈয়া । সরি রিগম পমগ মম্ম গরি
মাস্‌মাতি অই তেন্না তেন্না তে নাং তি অই ঐ আ ॥

পিকঃ প্রাহ । পঞ্চাঙ্গা নন্দিনী । গীতে যথা ॥

জয় জয় কৃষ্ণ কুপাময় কেশব কমলেক্ষণ জন রঞ্জু আ ।

যুবতি কঙ্কবন কুঞ্জর মঞ্জুপ্রিয়া হৃদি পঙ্কর খঞ্জু আ ॥

বন্ধুর বদনচন্দ্র মধুরঙ্গিত রাধাপ্রতি ভর ভঞ্জু আ ।

সুন্দর নটবর নন্দতমুজ নব নব তরুণী নয়নাঞ্জু আ ॥

সরি গম গম পম মম্মম গরিস তেন্না তেন্নাতি অতি অই ইয়া ।

অই নরহরি মুদবর্দ্ধন ঐ ঐ আই অতি অই তিয়া ॥

অহে ত্রিনিবাস পক্ষিগণ নানা মতে । গায় রাধাকৃষ্ণের
স্বয়ং শুদ্ধ গীতে ॥ গীত প্রবন্ধের ভেদ কহিল না হয় । শক্তি
বর্ণ বিশেষাদি শাস্ত্রে নিরূপয় ॥ এলাদি দুষ্কর তাহে গীত
ষড়্‌বিংশতি । স্তগম দুর্গম শাস্ত্রে প্রকাশিল ইথি ॥ প্রথমেই
পঞ্চতালেশ্বর নাম হয় । তদুপরি বর্ণ স্বরে ভেদ চতুর্বিংশতি ॥
স্বরাদি বর্ণ স্বর পাঠাদি বর্ণ স্বর । পদাদি বর্ণ স্বর তেনাদি বর্ণ
স্বর ॥ তদুপরি স্বরার্থ মাতৃকা গীত কয় । গীতবিজ্ঞ ঐছে
ষড়্‌বিংশতি নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

এলাদ্যা দুষ্করাঃ সন্তি প্রবন্ধা মুনিভাষিতাঃ ।

তেভ্যঃ ষড়্‌বিংশতিঃ প্রোক্তা হরিনায়কসূরিণা ॥

কথ্যন্তেক্রমশস্তে চ নামমাত্রাণ কেবলং ।

পঞ্চতালে স্বরো বর্ণস্বরশ্চৈবানুচাৰিণী ॥

স্বরার্থমাতৃকা চৈব তথা রাগকদম্বকঃ ।

স্বরাদ্যকরণং বস্তুর্ন্যথ তালার্ণবস্তথা ॥

শ্রীরঙ্গঃ শ্রীবিলাসশ্চ পঞ্চভঙ্গিস্ততঃ পরং ।

পঞ্চাননো মাতিলকো সিংহনীলস্তথাপরঃ ॥

ত্রিভঙ্গিহংসনীলশ্চ তথা হরিবিলাসকঃ ।

সুদর্শনঃ স্বরাগঃ শ্রীবর্দ্ধনো হর্ষবর্দ্ধনঃ ॥

বীরঃ শ্রীমঙ্গলশ্চৈব লাহড়ী চ প্রকীর্তিতা ॥

নবরত্নাভিধঃ প্রোক্তস্তথা সরভনীলকঃ ॥

কণ্ঠাভরণনামা চেত্যেতে ষড়্‌বিংশতিমতাঃ ।

চন্দ্রপ্রকাশকাদ্যাশ্চ বিন্যস্তে ষট্‌ তথাপরে ॥ ইতি ॥

এ সকল প্রবন্ধ লক্ষণ সুবিদিত । বর্ণে কলিগ য়াতে সৰ্ব্ব
মনোহিত ॥ বৃন্দাদেশে ভ্রমর পরম কুতূহলে । স্বরার্থ প্রবন্ধ
গায় গুঞ্জরের ছলে ॥ স্বরার্থ প্রবন্ধাকর সরি গয়াদয় । শুদ্ধ
মিশ্র দ্বিভেদে যথেষ্টা নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

যত্র স্বরাঙ্করৈরেব বাঞ্ছিতার্থোহভিধীয়তে ।

স স্বরার্থো ভবেদ্বেদা শুদ্ধমিশ্রপ্রভেদতঃ ॥

স্বরাক্ষরৈঃ সরি গম পধনিভির্বথেষ্টং বাঞ্ছিতার্থোহভি-
ধীয়তে চেতদা স্বরার্থ ইত্যর্থঃ ॥

স্বরার্থ প্রবন্ধ রঙ্গে ভঙ্গ প্রকাশয় । শুনি শ্রীললিতাদি
সখীর সুখোদয় ॥

তদ্ব্যথা ॥

রাগঃ কেদারঃ ॥

জয় রসিকশেখর কৃষ্ণসোমল অঙ্গ অঞ্জন ঘনভিমা । স্মিত
অমৃত অক্ষিত মুখ যুগাক্ষ অকিরণ নিশ্যল কৃতদিশা ॥ জিত-
জলজ মঞ্জু বিশাল লোচন তরুণীগণ পুতি ধনহরা । ব্রজবিজরি
নবযুবরাজ নটবর বংশীধর অরুণাধরা ॥ রতিনাথ মদহর মধুর
রাসবিলাসি সুন্দর নিরুপমা । ব্রজরমণীমণি-মুখপদ্ম পরিমল
লুক্ক বঙ্ক রতন সমা ॥ নবকুঞ্জ ভূপ ভুজঙ্গ দমন মনোজ্ঞবেশ
বিবিধবিধা । ঘনশ্যাম যুদবর্দ্ধন পম গমগ্নগরি মণ ধনি পধ

এঁছে নানা পক্ষিগণে ব্রন্দা নিদেশয় । বিবিধপ্রবন্ধ গানে
সবে সন্তোষয় ॥ ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণপ্রিয়া সহ রাসে । শুদ্ধ-
ীত প্রবন্ধের সীমা পরকাশে ॥ শুদ্ধ মধ্যে কেহ শূড় প্রবন্ধ
কহয় । কেহ ছায়ালাগ মধ্যে শূড় প্রকাশয় ॥

অথ ছায়ালাগঃ ॥

শুদ্ধ ছায়া লাগ হেতু ছায়ালাগ কয় । ইথে তাল বাদ্যাদি
কল্পিত শূড় হয় ॥ বহু তাতে গুণ্ফন এ শূড় মনোহর । ছায়া-
লাগ সংজ্ঞা রসালগ নামাস্তর ॥

তথাহি ॥

শুদ্ধস্য লগতিচ্ছায়াং যন্তু চ্ছায়ালাগং বিদুঃ ।

রঞ্জকং তদ্রবেত্তালৈর্বাদ্যাদৈঃ শূড়কল্পিতং ॥

বহুতালানামেকত্র গুণ্ফনং শূড় ইত্যর্থঃ । ছায়াংলাগতীত্য-
নেন শুদ্ধস্য যৎকিঞ্চিল্লক্ষণেনেদং ভবতীত্যুক্তমিত্যর্থঃ ॥

তদ্রুতং ॥

উক্তানামেব ভাবানাং ছায়ামাত্রং ভবেদদ্যদি ।

ছায়ালগঃ স বিজ্ঞেয়ো মূনিভির্ভরতাদিভিঃ ॥

অস্য সাগগমিতি নামান্তর মপীত্যর্থঃ । তদুক্তং হরিনায়-
কেন ॥

অথ ছায়ালগো যন্ত শূড়ঃ স এব সাগগঃ ॥ ইতি ॥

মতভেদে সাগগ শূড় বহুত্ব হয় । তথাচ ধ্রুবকাদি প্রশস্ত
নিরূপয় ॥

তথাহি দামোদরপঞ্চমসারসংহিতয়োঃ ।

ধ্রুবকো মণ্ডকশৈব প্রতিমণ্ডো নিশারুকঃ ॥

বাসকঃ প্রতিতালশ্চ তথান্যা চৈকতালিকা ।

যতিশ্চ বুগরী চেতি সাগগং শূড়মীরিতং ॥

ধ্রুবকাদীনাং ভেদমাহ ॥

ধ্রুবকাঃ ষোড়শ প্রোক্তা মণ্ডকাঃ ষট্ প্রকারকাঃ ।

প্রতিমণ্ডাশ্চ পঞ্চৈব সপ্ত খ্যাতা নিশারুকাঃ ॥

চত্বারো বাসকাঃ প্রোক্তাশ্চত্বারঃ প্রতিতালকাঃ ।

একতালীচ ত্রিবিধা চতশ্রো যতয়ো মতাঃ ॥

একৈব বুগরিশ্চেতি সাগগাঃ কথিতা ইমে ।

কেহপ্যাঙ্কশর্চ্চরীকাদ্যাঃ সম্ব্যন্যে দশ সাগগাঃ ।

উনবিংশতিরেবং তে ভবন্তি ভূরি সাগগাঃ ॥

ধ্রুবকাদি লক্ষণ ছন্দর অতিশয় । নয়তালে শূড় এ সর্বার্থে
সুখোদয় ॥

তথাহি ॥

আদির্ঘতির্নসারুশ্চাজ্জতালস্ত্রিপুটস্তথা ।

রূপকো বাম্পকো মণ্ড একতালীতি কীর্তিতা ॥

এভিস্ত নবভিস্তালৈঃ কথিতঃ শূড় উচ্যতে ।

ইত্যেষ রংকঃ শূড়ো গানে বাদ্যে চ নর্ভনে ॥ ইতি ॥

শূড়াদি প্রবন্ধ ভেদ বিবিধ প্রকার । লক্ষণোদাহরণাদি
শাস্ত্রেতে প্রচার ॥ গীতে তাল যুক্ততাল বিনা শুদ্ধি নয় । যৈছে
কর্ণধার বিনা নৌকা তৈছে হয় ॥ তাল শব্দ ব্যুৎপত্তি অনেক
পরকার ॥ আচার্য্যগণেতে তাহা করিল প্রচার ॥

তথাহি ॥

বিনা তালেন গীতাদের্গীতশুদ্ধির্ন জায়তে ।

কর্ণধারং বিনা নাব ইবাতস্তান্ * প্রচক্ষ্মহে ॥

তত্রাচার্য্যেস্তালপদে ব্যুৎপত্তির্বহুধেরিতা ॥

তত্র হরিনায়কঃ ॥

সময়স্য সমত্বেন রঞ্জকত্বেন চাদিকং ।

তালয়ত্যেষ সঙ্গীতং যন্তভালো নিগদ্যতে ॥ ইতি ॥

তালয়তি প্রতিষ্ঠাপয়তি । তল প্রতিষ্ঠায়াং ধাতুঃ ॥

সঙ্গীতসারেতু ॥

তকার ঙ্গশো গিরিজা লকার-

স্তালস্ততঃ স্যাৎ শিবশক্তিযোগাৎ ।

তলেস্ত ধাতোর্ব্যঞ্ঞি বেহতাল-

স্তালোহংবা স্যাত্তলয়োস্ত যোগাৎ ॥

রত্নমালায়াং ॥

তকারঃ শরজন্মা স্যাদকারো বিষ্ণুরুচ্যতে ।

লকারো মারুতঃ প্রোক্তস্তালে দেবা বসন্ত্যমী ॥

বাচস্পতিস্ত ॥

হস্তাঙ্গুলিপ্রসরণা কুণ্ডনাদিক্রিয়া হি যা ।

* অতঃ কারণাং তান্ প্রচক্ষ্মহে বদাম ইতি যোজনা ।

তয়া কালস্য মানং যৎ স তাল ইহ কথ্যতে ॥ ইতি ॥

অথ তালানাং ॥

তাল চঞ্চুপুট চাচ পুটাদি প্রধান । একাধিক শত তাল
সর্বত্র প্রমাণ ॥

তথাহি ॥

চঞ্চুপুটচাচপুটঃ ষট্ পিতা পুত্রকস্তথা ।

সম্পর্কেহক্টক উদবট্ট আদিতালশ্চ দর্পণঃ ॥

চর্চরীসিংহনীলশ্চ কন্দর্পঃ সিংহবিক্রমঃ ।

শ্রীরঙ্গো রঙ্গনীলশ্চ রঙ্গতালঃ পরিক্রমঃ ॥

প্রাত্যঙ্গো গজলীলশ্চ ত্রিভিন্নো বীরবিক্রমঃ ।

হংসনীলো বর্ণনীলো রাজচুড়ামণিস্তথা ।

রঙ্গদ্যোতো মাজতালঃ সিংহবিক্রীড়িতস্তথা ॥

বনমালীবর্ণতালো মিশ্রো রঙ্গপ্রদীপকঃ ॥

হংসনাদঃ সিংহনাদো মল্লিকামোদসংজ্ঞকঃ ।

ততঃ শরভলীলশ্চ রঙ্গাভরণ এবচ ॥

ততস্তুরগলীলশ্চ তস্মাচ্চ সিংহনন্দনঃ ।

জয়শ্রীবিজয়ানন্দঃ প্রতিতালো দ্বিতীয়কঃ ॥

মকরন্দঃ কীর্তিতালো বিজয়ো জয়মঙ্গলঃ ।

রাজবিদ্যাধরো মণ্ডো জয়তালঃ সূচুর্বলঃ ॥

ততো নিঃশারুকঃ ক্রীড়াত্রিভঙ্গী কোকিলপ্রিয়ঃ ।

শ্রীকান্তো বিন্দুমালীচ সমতালশ্চ নন্দনঃ ॥

উদীক্ষণো মল্লিকাচ ঢেঙ্কিকা বর্ণমণ্ডিকা ।

অভিনন্দোহস্তরঙ্গীড়া লঘুতালশ্চ দীপকঃ ॥

অনঙ্গতালো বিষমো সান্দীকুন্দমুকুন্দকো ।

একতালীচ কঙ্কালশ্চতুশ্চালশ্চ খংখুড়ী ॥
 অভঙ্গো রাজবাঙ্কারস্তথৈব লঘুশেখরঃ ।
 প্রতাপগেথরশ্চান্যো গজবাম্পশ্চতুমুখঃ ॥
 বাঙ্কারঃ প্রতিমণ্ডশ্চ তথা তালস্তৃতীয়কঃ ।
 তস্মাদুপরি বিজ্ঞেয়ো বসন্তো ললিতঃ শিবঃ ॥
 করশাখাচ ষট্‌তালো বর্দ্ধনো বর্দ্ধকস্তথা ।
 রাজনারায়ণস্তস্মাদ্বিদ্ভক্তিঃ পয়িকীৰ্ত্তিতঃ ॥
 মদনশৈচব বিজ্ঞেয়ঃ পার্শ্বতীলোচনস্তথা ।
 ততঃ সারঙ্গতালঃ স্যাত্ততঃ শ্রীনন্দিমর্দনঃ ॥
 লীলাবিলোকিতশ্চান্যো ললিতাপ্রিয় এবচ ।
 জনকশৈচব লক্ষ্মীশো রাগবর্দ্ধনসংজ্ঞকঃ ॥
 উৎসবশ্চৈতি তালানামেকে নৈবাধিকং শতং ॥ ইতি ॥
 দামোদরাদাবেতেষাং কেষুচিদ্দৃশ্যতে হন্যথা ।
 ঋষীগাং মতবাহুল্যাদিকল্পে তেষু কা ক্ষতিঃ ॥
 এ সকল তালের লক্ষণোদাহরণ । করিল প্রচার স্থখে
 মঙ্গীতজ্ঞ গণ ॥ তালঙ্গ পঞ্চদা অনুক্রতাদিক কয় । আর লঘু
 মাত্রাদি নিয়ম নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

অনুক্রতো ক্রতশৈচব লঘুগুরুতরঃ পরং ।
 প্লুতশৈচব ক্রমেনৈব তালঙ্গানি তু পঞ্চদা ॥
 অনুক্রতং বিনান্যোষাং মঙ্গাদলগপাত্মিকাঃ ।
 লঘুকমাত্রঞ্চ গুরুদ্বিমাত্রঃ
 প্লুতত্রিমাত্রো ক্রতমর্দমাত্রঃ ।
 অনুক্রতস্ত ক্রতকার্দ্দমাত্রঃ

বিরাম ইত্যস্য ভবেচ্চ নাম ॥

অনুক্রান্ত ক্রান্ত লঘু গুরু প্লুতত্যাকারঃ ॥ (আকারো
যথা—, ১, ৬, ১১,) ॥ এতেষাং সাধিকঘাতস্থানমাহ ॥

ক্রান্ত হস্তাঘাত উচ্চাঙ্গুলি চতুষ্ঠয় । লগপাঠ যোলো
চতুর্বিংশতি এ হয় ॥

তথাহি ॥

ক্রান্তাশ্রয়ন্তু কথিতং চতুরঙ্গুলমুচ্ছিতং ॥

উচ্ছিতং উচ্চমিত্যাণঃ ॥

লঘুরফাঙ্গুলঃ প্রোক্তো গুরুঃ স্যাৎ যোড়শাঙ্গুলঃ ।

প্লুতস্ত্র্যাফাঙ্গুলশ্চাপি ক্রান্তঃ কিঞ্চিংকরক্রিয়া ॥

অথৈবাং ধরণপ্রকারমাহ ॥

সশব্দ নিঃশব্দ তাল দ্বিবিধ ধরণ । গুরুপ্লুতদ্বয়াদে নিঃশব্দ
প্রয়োজন ॥ তালৈক সশব্দ এক নিঃশব্দ গুরুতে । প্লুতে
এক শব্দদ্বয় নিঃশব্দানুক্রান্তে ॥ নিঃশব্দরহিত তাল লঘু ক্রান্ত-
দ্বয় । উচ্চ হস্তাঘাতে তাল সশব্দ কহয় ॥

তথাহি ॥

সশব্দং শব্দহীনঞ্চ তালস্য ধরণং দ্বিধা ।

উচ্চৈর্ঘাতঃ সশব্দঃ স্যাদেক এব লঘোঃ পরং ।

গুরোর্ঘাতদ্বয়ং প্রোক্তমেকো নাদঃ পরো হ্রস্বনঃ ।

মোহপ্যর্কঃ বাতি চ লঘোরর্কনাদাদ্রুতা ইতিঃ ॥

প্লুতে ঘাতঃ সশব্দঃ স্যাদেকো ঘাতদ্বয়ং ততঃ ।

তন্নিঃশব্দমেক উর্দ্ধং প্রপতেদপরস্তম্বঃ ॥

তালের প্রভেদ যত তার নাই অন্ত । শ্রীরাসমণ্ডলে সবে
হৈলা মূর্ত্তিমন্ত ॥ কৃষ্ণ হস্তদ্বয় যোগে নখুর ভঙ্গিতে ।

ঐছে তাল ধরে তার উপমা কি দিতে ॥ শ্রীরাধিকা অদ্বুত
ভঙ্গিম প্রকাশিয়া । হস্তে হস্ত সংযোজয়ে ঈষৎ হাসিয়া ॥
হস্তাঘাত বলয়াদি ধ্বনি সম্মিলনে । যে অপূর্ব হয় তা বর্ণিব
কুন জনে ॥ নানা ভাতি হস্তাঘাত নানা তাল গীতে । লক্ষ্মী
আদি বিষয় সে উপমা কি দিতে ॥ রাধিকার গণ যত সবে
চমৎকার । কেহ কুন তাতে গীতে করয়ে প্রচার ॥ ছায়ালাগে
গীত যে দুষ্কর অতিশয় । ললিতা সুন্দরী তাহা স্থখে প্রকা-
শয় ॥ পরম কোতুকী কৃষ্ণ ললিতাদি প্রতি । ক্ষুদ্র গীত
গাইতে দিলেন অনুমতি ॥

অথ ক্ষুদ্রগীতমাহ ॥

তাল ধাতু যুক্ত বাক্য গাত্র ক্ষুদ্র গীত । ধাতু পূর্ব উক্ত
উদ্গাহাদি যথোচিত ॥

তথাহি ॥

তালধাতুযুতং বাক্যমাত্রং ক্ষুদ্রমিতীর্ঘ্যতে ॥

শুদ্ধ সালগের প্রায় ক্ষুদ্র গীত হয় । অন্ত্যানুপ্রাস প্রশস্ত
শাস্ত্রে কয় ॥ ক্ষুদ্রগীতভেদ চারি চিত্রপদা আর । চিত্রকলা
ধ্রুবপদা পঞ্চালী প্রচার ॥

তথাহি ॥

তচ্চতুর্বিধমেব স্যাত্তত্র চিত্রপদাগ্রিমা ।

চিত্রকলা ধ্রুবপদা পঞ্চালীতি প্রভেদতঃ ॥

এ সকল গীতের লক্ষণ সুবিস্তার । পদ বৈচিত্রীতে চিত্র
কলাখ্যা প্রচার ॥

তথাহি ॥

চৈবলং পদমাত্রং বৈচিত্র্যং যত্র দৃশ্যতে ।

ন ধাত্বাদৌ বিচিত্রত্বং জ্ঞেয়া চিত্রপদেতি সা ॥

পদবৈচিত্র্যাস্তু অকঠোরানুগ্রাসপ্রসাদাদিগুণযুক্তত্বং ॥

ইতি চিত্রপদা ॥

অথ চিত্রকলা ॥

চিত্রকলা ধ্রুবে মাত্রা ন্যূন অন্য সম । পাদত্রয় অষ্টাবধি
ঐ গীত নিয়ম ॥

তথাহি ॥

উদগ্ৰাহাভোগয়োর্মাত্রা সমা ন্যূনা ধ্রুবে যদি ।

ত্র্যাদ্যাষ্টাবধিপাদাত্মা জ্ঞেয়া চিত্রকলাহি সা ॥

ধ্রুবপদাদি লক্ষণ সর্বত্র বিদিত । ভাষা সংস্কৃতে গায়
নানাবিধ গীত ॥ গীত সংস্কৃত ভাষাদি প্রসিদ্ধ হয় । দিব্যাদি
প্রকার সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয় ॥

তদুক্তং ॥

দিব্যঞ্চ মানুষ্যঞ্চৈব গীতং স্যাদ্রিব্যমানুষং ।

দিব্যং সংস্কৃতসম্পন্নং মানুষং প্রাকৃতোৎথিতং ॥

সংস্কৃতপ্রাকৃতোৎথঞ্চ দিব্যমানুষমুচ্যতে ।

কেচিদ্দেশবিশেষোৎথভাষয়া মানুষং বিহুঃ ॥

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদ্যা দেশভাষাদিহেতবঃ ।

যেষু যেষু চ দেশেষু বা ভাষাশ্চৈকবল্লভাঃ ॥

তাস্তু তত্তত্তজ্জনালাপাদাহত্য প্রতিযোজয়েৎ ॥

কেহ গীত রচনাদি বিশেষ নিরূপয় । সম অর্ধ সম বিধ-
মাখ্যা ভেদত্রয় ॥

তথাহি কোহলে ॥

সমগর্জসমং চেতি বিষমং গীতকং ত্রিধা ।

পাদৈঃ সমানমাত্রৈস্তু চতুর্ভিঃ সমযুচ্যতে ॥

তৃতীয়প্রথমো পাদৌ সর্মো তু দ্বিচতুর্থকৌ ।

জায়তে যস্য গীতস্য তদর্ক্সসমগীরিতং ॥

চত্বারোহপি পৃথক্ পাদা যস্য মাত্রানুসংখ্যায়া ।

তদগীতং বিষমং প্রাহ্মুনয়ো ভরতাদয়ঃ ॥

গীতে যে বিশেষ আর অন্যে কি জানয় । শ্রীরামবিলাসে
কৃষ্ণ সব প্রকাশয় ॥ সখীগণ গানে কৃষ্ণ উল্লসিত মনে । কত
প্রশংসিয়া আলিঙ্গয়ে সখীগণে ॥ সখী আলিঙ্গনে রাধিকার
মহাস্বখ । আনে কি জানিবে গীতে বাড়ে যে কৌতুক ॥
কহিতে কি গীত গুণ বহুবিধ হয় । যে সকল শ্রীরামমণ্ডলে
বিলসয় ॥

অথ গীতগুণাঃ ॥

গীতগুণ গীতজ্ঞ এ করিলা প্রচার । গ্রহ লয় যতি মান
বিচিত্র প্রকার ॥ ধাতু পুনরুক্ততাত্র এ নবনবতা । মাতৃবাক্যে
নৈকার্থতা রাগ সুরম্যতা ॥ গমক অর্থ নৈর্মল্যেতে না নষ্ট
পাঠস্বর । বিবিধ আকার সংযোজন মনোহর ॥ গীত গুণ জান
এই গ্রহাদিক নয় । ইথে আর বিবিধ প্রকার ভেদ হয় ॥

তথাহি ॥

গীতস্যাত্ম গুণাগ্রহো লয়যতী মানস্য বৈচিত্র্যকং,
ম্যাদ্বাতোঃ পুনরুক্ততা নবনবত্বং চেতি নৈকার্থতা ।
মাতোরাগসুরম্যতাত্ম গমকশ্চার্ণ্য নৈর্মল্যকং,
তেজান্নাং স্বরপাঠয়োশ্চ বিবিধাকারেণ সংযোজনং ॥
কিঞ্চ ॥

এষু সর্বৈষপি গুণেষ্বাবশ্যকতমস্ত্বিদং ॥

গুণালঙ্কাররসবদ্বাক্যস্য গ্রহণস্তু যৎ ॥

গ্রহাদি যতেক গুণ কৈল নিরূপণ । ইহা নানাপ্রকারে
বিস্তারে বিজ্ঞগণ ॥

তত্র গ্রহমাহ ॥

গ্রহ অনাগত সম অতীত এ ত্রয় । অনাগত গ্রহাদি এ
সংজ্ঞা তিন হয় ॥

তথাহি ॥

তালো গীতগতেঃ সাম্যাকারী তস্য গ্রহস্ত্রয়ঃ ।

অনাগত-সমাতীত-সংজ্ঞাঃ সর্বত্র তে যতঃ ॥

অনাগতমাহ ॥

গীতারম্ভ পূর্ব তাল গ্রহণ হইলে । অনাগত গ্রহ সংজ্ঞা
কহয়ে সকলে ॥

তথাহি ॥

গীতারম্ভাদ্যদা পূর্বং সমুচ্চার্যাক্ষরদ্বয়ং ।

তালস্য ন্যসনাদুদ্ভুতস্তদৈবানাগতগ্রহঃ ॥

অত্র গীতাদৌ যদক্ষরমধিকং গৃহ্যতে তদনাগতং তালভ্য-
স্তুরে কদাপি ন প্রবিষ্টমিত্যর্থঃ ॥

সমমাহ ॥

সমকালোদ্ভব তাল গীত যদি হয় । তবে তার সম গ্রহ
সংজ্ঞা বিজ্ঞে কয় ॥

তথাহি ॥

গীতোচ্চারণমাত্রেন যদা তালস্য সঙ্গতিঃ ।

তদা সমগ্রহঃ প্রোক্তঃ সমকালসমুদ্ভবাৎ ॥

এছে অতীত গ্রহ প্রকার বহু ইথে । সঙ্গীতজগণ প্রকা-
শিল মানা মতে ॥

তথাহি ॥

কলা যাস্তু পতিষ্যন্তি পশ্চাৎ সা প্রথমে যদি ।

বিন্যস্য গীয়তে তালস্তদা তালগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥ ইতি ॥

অথ লয়ঃ ॥

লয় গ্রহাদিক ক্রিয়া সমতা স্মরিতে । দ্রুত বিলম্বিত মধ্য
ভেদত্রয় ইথে ॥

তথাহি ॥

গীতবাদ্যপদন্যাসক্রিয়াণাং সমতা মিথঃ ।

তথা ক্রিয়াতল্লয়োৰ্বা লয় ইতু্যচ্যতে বুধৈঃ ॥

ইতি বাচস্পতিঃ ॥

হরিনায়কস্ত ॥

ক্রিয়াস্তুরেণ বিশ্রান্তিলয় ইত্যভিধীয়তে ॥ ইতি ॥

স ত্রিধা কথিতঃ প্রাক্টৈঃ দ্রুতো মধ্যো বিলম্বিতঃ ।

একমাত্রো দ্রুতো মধ্যো বিশ্রান্তিবিগুণাদ্রুতাৎ ।

বিলম্বিতস্ত দ্বিগুণঃ সৰ্ব্বৈহমী সৰ্ব্বতালগাঃ ॥

কেহ তাল নিরূপণ করয়ে ইহাতে । লয় গান বিশেষ
রূপত্ব সৰ্ব্বমতে ॥

যতিমাহ ॥

লয় প্রবর্তনের নিয়ম যতি হয় । শ্রোতোবহা, সমা,
গোপুচ্ছিকা, ভেদ ত্রয় ॥ বিশ্রাম বিশেষ এ তিনেতে নিরূ-
পণ । ইথে নানা প্রকার বিস্তারে বিজ্ঞগণ ॥

তথাহি ॥

লয়প্রবর্তনসৈব নিয়মো যতির্ভবেৎ ।

শ্রোতৌবহা সমা গোপুচ্ছিকেতি ত্রিবিধৈব সা ॥ ।

শ্রোতৌবহা সমা গোপুচ্ছিকা লয়ত্রয় । লক্ষণ স্বেগম
জানো শাস্ত্রে বিস্তারয় ॥

মানমাহ ॥

বিশ্রাস্তিকারিণী তালক্রিয়া মান কয় । এ আবর্ত বর্দ্ধ-
মান সংজ্ঞা এক হয় ॥ দ্বিতীয় আবর্ত বর্দ্ধমানাখ্য নির্দ্ধার ।
এ দ্বয় লক্ষণ জানো স্বেগম প্রচার ॥

তথাহি ॥

বিশ্রাস্তিকারিণী তালক্রিয়া মানমিহোচ্যতে ।

তালবিশ্রামকারিত্বান্মানং তালসমাপ্তিকৃৎ ॥

তচ্ছেদ্বাবে দ্বিতীয়ায়াং কলায়াং নিপতেত্তদা ।

আবর্তো বর্দ্ধমানাখ্যস্তালো তালজ্ঞসম্মতঃ ॥

মানং ধ্রুবে ত্বস্তিমায়াং কলায়াং নিপতেত্তদা ।

আবর্তো হীয়মানাখ্যস্তদা প্রোক্তো মনীষিভিঃ ॥

অথ ধাতোঃ পুনরুক্ততা ॥

ধাতু পুনরুক্ততা প্রকার কহে ভব্য । গীত অবয়ব পুনঃ
পুনঃ গান নব্য ॥

মাতৌর্বাক্যস্য নৈকার্থতা ॥

মাতুবাক্য নৈকার্থতা ঐছে নিরূপয় । একার্থ বাক্য-
ভঙ্গিতে প্রয়োগ না হয় ॥ ধাতু মাতু লক্ষণ পূর্বেই জানাইল ।
স্বেগম প্রকার তেঞি বিস্তার নহিল ॥

রাগস্বরম্যতা মাহ ॥

রাগস্বরম্যতা ব্যক্ত বহু দুঃখ নাশে । কর্ণ প্রিয় আদি

গুণ রাগজ্ঞ প্রকাশে ॥

তথাহি ॥

কর্ণপ্রিয়ং যতিস্থং স্যাদুদ্যযুক্তং স্থাবহং ।

মন্ত্রমধ্যমতারাঢ্যং রাগরম্যত্বমীহিতং ॥

গমকমাহ ॥

স্বরের কম্পন হয় গমকস্বরূপ । শ্রোতাগণ-চিন্তে অতি
উপজয় স্থখ ॥ গমকের ভেদ পঞ্চদশ পরকার । তিরিপাদি
ক্রমে সব লক্ষণ প্রচার ॥

তথাহি ॥

স্বরস্য কম্পা গমকঃ শ্রোতৃচিত্তস্থাবহঃ ।

তস্য প্রভেদস্তিরিপঃ স্ফুরিতঃ কম্পিতস্তথা ॥

নীল আন্দোলিত-বলি-ত্রিভিন্ন-কুবলাহতাঃ ।

উন্মামিতঃ প্লাবিতশ্চ হৃক্কতো মৃদ্রিতস্তথা ॥

নামিতো মিশ্রিতঃ পঞ্চদশোতি পরিকীর্তিতাঃ ॥

এষাং লক্ষণমাহ ॥

লঘিষ্ঠ-ডমরু-ধ্বনি-কম্পানুকৃতিস্বন্দরঃ ।

দ্রুতভূর্যাংশবেগেন তিরিপঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১ ॥

বেগে দ্রুততৃতীয়াংশনির্গ্মিতে স্ফুরিতে মতঃ ॥ ২ ॥

দ্রুতান্বমানগানেন কম্পিতং গমকং বিদুঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

নীলস্ত দ্রুতবেগেনান্দোলিতো লঘুবেগতঃ ॥ ৫ ॥

বলির্বিবিধবক্রত্বযুক্তো রাগবশান্তবেৎ ॥ ৬ ॥

ত্রিভিন্নস্ত ত্রিভিঃ স্থানেষ্বিশ্রান্তঘনস্বরঃ ॥ ৭ ॥

কুবলো বলিরেব স্যাৎ গ্রহ্নিনঃ কণ্ঠকোমলঃ ॥ ৮ ॥

স্বরমগ্রিমমাহত্য নিবৃত্তত্বাহতো মতঃ ॥ ৯ ॥

উন্মাদিতঃ স তু প্রোক্তো যঃ স্বরানুত্তরোত্তরান্ ॥ ১০ ॥

ক্রমাদগচ্ছেৎ, প্লাবিতস্ত প্লুতগামেন কম্পনং ॥ ১১ ॥

হৃদয়ঙ্গমহ্কারগর্ভিতো হ্রস্বতো মতঃ ॥ ১২ ॥

মুখমুদ্রঙ্গসমুত্তো মুদ্রিতো গমকো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

স্বর্যাণাং নমনাতুত্তৌ নামিতো ধ্বনিবেদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

এতেষাং মিলনান্মিশ্রস্তস্য স্মৃভূঁরয়ো ভিদাঃ ॥

নোক্তাঃ প্রয়োগানহঁত্বাদজ্ঞেয়ত্বাচ্চ তে ময়া ॥

এতদভ্যাসপ্রকারস্ত ॥

মাঘপৌষনিশায়ান্ত শ্রেষ্ঠপ্রহরমাত্রকে ।

সাধকঃ সলিলে স্থিত্ব গমকান্ সাধয়েদিমান্ ॥

পঞ্চদশ প্রকার গমক এই হয় । কেহ সপ্ত স্বরভেদে সপ্ত-

মত কয় ॥

তথাহি স্বরস্য কম্পো গমকঃ স্বরভেদাৎ স সপ্তধা ॥ ইতি ॥

সপ্তস্বরভেদেন সপ্তপ্রকারো ভবতীত্যর্থঃ—

ইদম্ভ নারদসংহিতায়াং দৃষ্টং ॥

অথার্থনৈর্মল্যং ॥

উচ্চারণে বাক্যের সকল বোধ হয় । অদোষ রসযুক্তার্থ
নৈর্মল্য কহয় ॥

তথাহি ॥

উচ্চারণেন বাক্যস্য সম্যগর্থাববোধনং ।

স্বখতাহঁদোষরসযুগর্থনৈর্মল্যমেব তৎ ॥

তেন পাঠস্বর্যাণাঞ্চ বৈচিত্র্যেণ নিবেশনং ।

পাঠস্বরাস্তে তেনস্য প্রয়োগো নাদিতঃ কচিৎ ॥ ইতি ॥

শ্রুগাদির অভাবে যে দোষ হয় গীতে । তাহা কিছু

জানো, এ বিস্তারে গীতজ্ঞেতে ॥ তালহীনে রোগ, ধাতুহীনে
ধনক্ষয় ! ধাতু মাতু পদ বিনা গীত রিপু হয় ॥

তথাহি ॥

তালহীনে কাররোগো ধাতুহীনে ধনক্ষয়ঃ ।

ধাতুমাভুপদং যত্র নাস্তি তদগীতকং রিপুঃ ॥

অথ গীতদোষমাহ ॥

গীতে দোষ অনেক প্রকার কেহ কয় । কেহ অল্পে বাণী-
স্থলনাদি নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

গীতেষু দোষাঃ স্থলনাদিবাণ্যা-

স্তালাদ্যভাবেন নিবন্ধনঞ্চ ।

স্যাৎকাভুমাভাদিহতিঃ কটুভী-

রসাদিহানিঃ শ্রবণাপ্রিয়ত্বং ॥

ইত্যাदि দোষা গীতেষু বহবো যদি সন্ত্যপি ।

নোক্তান্তে চ্ছেদগ্রহস্তেষাং জ্ঞানে তত্ত্বিলোক্যতাং ॥ ইতি ॥

গীত গায় যে জন গায়ক কহি তারে । গায়ক-লক্ষণ ব্যক্ত
বিবিধ প্রকারে ॥

গায়কলক্ষণমাহ ॥

গায়ক ত্রিবিধ উত্তম মধ্যম অধম । এ তিন লক্ষণশাস্ত্রে
কহয়ে স্তম ॥

তথাহি ।

গায়কস্ত ত্রিধা প্রোক্তো উত্তমো মধ্যমোহধমঃ ।

মুষ্কধ্বনিঃ সুরারীরো নানারাগপ্রভেদবিৎ ॥

এহমানলয়োপেতস্তালজো বিজিতশ্রমঃ ।

ତ୍ରିସ୍ଥାନସ୍ପର୍ଶଗମକେଶ୍ବନାମଲମ୍ବଦଗତିଃ ।

ପ୍ରବନ୍ଧଗାନକୁଶଳଃ ସାବଧାନକ୍ରିୟାପରଃ ।

ଆଗତକର୍ତ୍ତବ୍ୟସ୍ଥିତୋ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୋ ଧାରଣାସ୍ଥିତଃ ।

ଉତ୍ତମୋ ମଧ୍ୟମଃ ପ୍ରୋକ୍ତୋ ଶୁଣେଃ କତିପୟୈରିତଃ ॥

ଶୁଣୟୁକ୍ତୋହିପି ଦୋଷାଢ଼ୋ ଯସ୍ତୁ ମୋହଧମ ଉଚ୍ୟତେ ॥

ଶିକ୍ଷାକାରାଦିକ ଆର ପଞ୍ଚ ପରକାର । ଶିକ୍ଷାୟ ନିପୁଣ-
ଶିକ୍ଷାକାରାଦି ପ୍ରଚାର ॥

ତଥାହି ॥

ଶିକ୍ଷାକାରୋହନୁକାରଞ୍ଚ ରସିକୋ ବ୍ୟଞ୍ଜକସ୍ତଥା ।

ଭାବକଞ୍ଚେତି ଗୀତଜ୍ଞାଃ ପଞ୍ଚଧା ଗାୟନଂ ଜଞ୍ଘଃ ॥

ଅନ୍ୟନଶିକ୍ଷଣେ ଦକ୍ଷଃ ଶିକ୍ଷାକାରୋ ମତଃ ସତାଂ ।

ଅନୁକାର ଇତି ପ୍ରୋକ୍ତଃ ପରଭକ୍ତ୍ୟନୁକାରକଃ ॥

ରସାବିକ୍ଷିକ୍ତ ରସିକୋ ରଞ୍ଜକଃ ଶ୍ରୋତୃରଞ୍ଜକଃ ।

ଗୀତସ୍ୟାତିଶୟାଧାନାନ୍ତାବକଃ ପରୀକୀର୍ତ୍ତିତଃ ॥

ଗାୟକ ତ୍ରିବିଧ ଆର କହେ ବିଜ୍ଞଗଣ । ଏକ ଘଣ୍ଟ ବହୁତ ଏ
ହୁଗମ ଲକ୍ଷଣ ॥

ତଥାହି ॥

ଏକଲୋ ଯମଲୋ ବୁନ୍ଦୋ ଗାୟକଞ୍ଚେତି ସ ତ୍ରିଧା ।

ଏକ ଏବ ତୁ ଯୋ ଗାୟେଦସ୍ମାବେକଲଗାୟନଃ ॥

ସ ଦ୍ଵିତୀୟସ୍ତ ଯମଲଃ ସ ବୁନ୍ଦୋ ବୁନ୍ଦଗାୟନଃ ॥

ଗାୟକଦୋଷମାହ ॥

ଗାୟକେର ଦୋଷ ହୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର । ତସ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପଦାଦି

ଶାସ୍ତ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟପ୍ରଚାର ॥

ତଥାହି ॥

ভীতোহব্যাক্তপদঃ শিরোবিচলিতঃ ফুৎকারকো বিশ্বরঃ

স্যাৎ সন্দর্ভরদো নিম্নীলনয়নো গ্রামাব্যবস্থত্থা ।

গায়ন্ বক্রগলঃ স্বরান্নবহ্ললঃ স্যাদ্গিগিসংমিশ্রকঃ

কম্পাস্ত্রোহনবধানকো বিরসকৃৎ কাকশ্বরঃ সত্বরঃ ॥

কাকঃ ক্রুরব ইত্যর্থঃ ॥

কিঞ্চ ॥

বিতালকো গীততনুপ্রসারকঃ

করালকচ্ছাগগলোহ্যবস্থিতঃ ।

উৎফুল্লগণ্ডস্থনুনাটিকঃ স্যা-

দেবং হি দৃষ্টো কিল গায়নঃ স্যাৎ ॥

সন্ত্যন্যে বহবো দোষো নোক্তা বিস্তরশঙ্কয়া ।

এস্থান্তরেভ্যস্তজ্জ্ঞেয়া অনুক্তা গুণদোষকাঃ ॥

রাগ যকারাদি আর যতেক প্রকার । সঙ্গীতজ্ঞ গণ তাহা
করিলা বিস্তার ॥

অপ্রাকৃত এ গীতাদি নাহি দোষ লেশ । প্রসঙ্গে কহিল
কিছু করিতে উদ্দেশ ॥ গুণ দোষ রহিত কৃষ্ণ পুরুষ উত্তম ।
যে করয়ে লীলা সেই সর্ব মনোরম ॥ অলোক পুরুষ সেই
লোকতুল্য লীলা । দেখিয়া শুনিয়া গলে তৃণ কাষ্ঠ শিলা ॥
যে সে কোন রূপে তাহা যে করে বর্ণন । ছঃসঙ্গ বিমুক্ত
হৈয়া পায় সে চরণ ॥ ওহে শ্রীনিবাস কি কহিব রাসরঞ্জে ।
প্রকাশয়ে কৃষ্ণ সে সকল প্রিয়াসঙ্গে ॥ নাদ শ্রুতি স্বরাদি
যতেক পরকার । ভরতাদি মুনিও না পায় অন্ত যার ॥

ব্রহ্মাদির পরম বিশ্বয় জন্মে যাতে । হেন সে অদ্ভুত
সব প্রকাশয়ে গীতে ॥ সুসংস্কৃত নানা দেশ ভাষা গীতগণ ।

গায়েন সে সব রীতে করিয়া বর্ণন ॥ ক্রমে একা গায় ক্রমে
রাধিকা সহিত । কে বর্ণিতে পারে সে দৌহার গানমীত ॥
ক্রমে ললিতাদি সখীগণের সহিতে । গায়েন রাধিকাকৃষ্ণ
অদ্ভুত ভঙ্গিতে ॥ সে সকল কণ্ঠধ্বনি অমৃতের সার । তাহে
নানা গমকের অদ্ভুত সঞ্চার ॥ শুনিতে সে গান কেহ স্থির
হৈতে নারে । উপহার স্থান নাই ভুবনভিতরে ॥ যৈছে গান
তৈছে নানাবাদ্য মহাশ্চর্য্য । বাদ্যধ্বনি জগজ্জয়ের হরে ধৈর্য্য ॥
অথ বাদ্যমাহ ॥

বাদ্যে গীত তাল শোভা বাদ্য চতুর্ফল । তত আনন্দ
শুধির ঘনাখ্যা শাস্ত্রে কয় ॥ তত বীণাদি আনন্দ মুরজাদি হন ।
বংশাদি শুধির কাংস্য তালাদিক ঘন ॥

তথাহি ॥

ন বাদ্যেন বিনা যস্মাদকীতং তালশ্চ শোভতে ।

তস্মান্মাগল্যমস্মাভির্বাদ্যমত্র নিগদ্যতে ।

তত আনন্দশুধিরঘনানীতি চতুর্বিধং ।

ততং বীণাদিকং বাদ্যমানন্ধং মুরজাদিকং ।

বংশাদিকস্ত শুধিরং কাংস্যতালাদিকং ঘনং ॥

সঙ্গীতদামোদরে ॥

ততং শুধির মানন্ধং ঘনমিখং চতুর্বিধং ।

ততং তল্লীগতং বাদ্যং বংশাদ্যং শুধিরং তথা ।

চর্য্যাবনন্ধমানন্ধং ঘনং তালাদিকং মতং ॥

নামমাত্র কিছু জানাইয়ে চতুর্ফলে । সঙ্গীতস্ত বাদ্য
লক্ষণাদি প্রকাশয়ে ॥

ততং যথা ॥

তত বাদ্য অলাবণী ব্রহ্মবীণা আর । কিম্বরী লঘু কিম্বরী
আদি এ প্রচার ॥

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে ॥

অলাবণী ব্রহ্মবীণা কিম্বরী লঘুকিম্বরী ।

বিপক্ষী বল্লকী জ্যেষ্ঠা চিত্রা ঘোষবতী জয়া ॥

হস্তিকা কুঞ্জিকা কুণ্ডা সারঙ্গীপরিবাদিনী ॥

ত্রিশরী শততন্ত্রী চ নকুলোষ্ঠা চ কংশরী ।

উড়ম্বরী পিনাকী চ নিবন্ধঃ পুঙ্কলস্তথা ॥

গদাবারুণ হস্তশ্চ রুদ্রোহথ স্বরমণ্ডলঃ ।

কবিলামো মধুসূন্দী ঘোণেত্যাদি ততং ভবেৎ ॥

তথাচ ॥

অপরা কচ্ছপী বীণা সৈব রূপবতী কচিৎ ॥

ইয়মেব রূপবতীভূচ্যত ইত্যর্থঃ ॥

রুদ্রেতি রুদ্রবীণা ॥

আনন্ধং যথা ॥

আনন্ধ প্রভেদ জানো মর্দলাখ্যা আর । মুরজ ঢকা পটহ
আদি এ প্রচার ॥

তথাহি ॥

মর্দলো মুরজশ্চৈব ঢকা পটহ চান্দবঃ ।

পণবঃ কুণ্ডলী ভেরী ঘটবাদ্যঞ্চ বঝরঃ ॥

ডমরুষ্ঠমকিমর্ছো হুড়ুকা মডুডিগুমো ।

উপাঙ্গ মর্দলু রাবিত্যাদিক মানন্ধ মীরিতং ॥

আনন্ধ মর্দল জ্যেষ্ঠ মৃদঙ্গাখ্যা তার । কাষ্ঠ যুক্তিকা
নির্মিত এ দ্বয় প্রকার ॥ গর্ব বাদ্যোত্তম এ মর্দল সংযো-

গেতে । সৰ্ব্ব বাদ্য শোভা পায় বিদিত শাস্ত্রেতে ॥ যুদঙ্গ
ব্রহ্মাদি দেব স্থিতি নিরন্তর । পরম মঙ্গলধ্বনি সৰ্ব্ব মনো-
হর ॥

তথাহি সঙ্গীতদর্পণে ॥

অনন্ধে মৰ্দল শ্রেষ্ঠেতি ॥

সঙ্গীতদামোদরে ॥

যুতিকানির্ঘ্রিতাশ্চৈব যুদঙ্গাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।

এবং মৰ্দলকঃ প্রোক্তঃ সৰ্ব্ববাদ্যোত্তমোত্তমঃ ॥

অস্য সংযোগ মাসাদ্য সৰ্ব্বং বাদ্যঞ্চ শোভতে ॥

সঙ্গীতপারিজাতে ॥

মধ্যদেশে যুদঙ্গস্য ব্রহ্মা বসতি সৰ্ব্বদা ।

যথা তিষ্ঠন্তি তল্লোকে দেবা অত্রাপি সংস্থিতাঃ ॥

সৰ্বদেবময়ো যস্মান্মুদঙ্গঃ সৰ্ব্বমঙ্গলঃ ॥

যুদঙ্গ নির্মাণ বাদ্য ভেদাদি লক্ষণ । বিবিধ প্রকারে বর্ণে
সঙ্গীতজ্ঞ গণ ॥ বাদ্যোদ্ভব বর্ণ কেহো কহয়ে বিংশতি । কেহ
কিছু কহে বর্ণ বিন্যাস স্তরীতি ॥

তথাহি পারিজাতে ॥

উমাপতি প্রণীতান্তে পাঠবর্ণাশ্চ বিংশতিঃ ॥ ইত্যাদয়ঃ ॥

যুদঙ্গ বালকের লক্ষণ বহু হয় । ধীর বাদ্য বিশারদাদিক
কেহ কয় ॥

তথাহি ॥

ধীরো বাদ্য বিশারদঃ প্রবচনঃ পাঠাঙ্গুর ব্যঞ্জক-

স্তালাভ্যাস রতঃ সমস্ত গমক প্রৌঢ় প্রকাশ ক্ষমঃ ।

নাশবাদ্য বিবর্ত নর্তন পটুঃ সভ্যস্থ গীতক্রমঃ

সমুচ্চৈঃ মুখবাদকৌ দ্রুতকরৌ মাদঙ্গিকঃ কীর্তিতঃ ॥

এ সকল বিস্তারিল সঙ্গীতজ্ঞ গণ । শুষির বাদ্য প্রভেদ
অতি রনায়ন ॥

অথ শুষিরং ॥

শুষির বাদ্য প্রভেদ নানা নিরূপয় । বংশী পাবী মধুরী
তিত্তিরী শঙ্খাদয় ॥

তথাহি ॥

বংশোহথ পাবী মধুরী তিত্তিরী শঙ্খ কোহলাঃ ।

ডোড়হী মুরলী বৃক্কা শৃঙ্গিকা স্বরনাভয়ঃ ।

শৃঙ্গলাপিক বংশশচ চর্ম্মবংশস্তথা পরঃ ।

এতে শুষির ভেদাস্ত কথিতাঃ পূর্বস্মৃতিভিঃ ॥

বংশাখ্য লক্ষণ শাস্ত্রে বহুবিধ হয় । মঞ্জুল সরল পর্ব দোষ
হীনাদয় ॥

তথাহি ॥

মঞ্জুলঃ সরলশৈচব পর্ব দোষ বিবর্জিতঃ ।

বৈগবং খদিরোহপি স্যাদ্রক্ত চন্দনজোহথ বা ॥

বৈগবো বংশ ইত্যর্থঃ ॥

শ্রীখণ্ডজোহথ সৌবর্ণো দস্তি দস্ত ময়োহথ বা ।

কনিষ্ঠাঙ্গুলি তুল্যেন গর্ভরন্ধ্রেন সোহস্থিতঃ ॥ ইত্যাদয়ঃ ॥

বংশিকা প্রমাণ হয় ষড়ঙ্গুল হৈতে । অষ্টাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত
এ শাস্ত্র মতে ॥

তথাহি ॥

পঞ্চাঙ্গুলোহয়ং বংশঃ স্যাৎ একৈকাঙ্গুলবর্জিতঃ ।

ষড়ঙ্গুলাদিনাঙ্গা স্যাদযাবদষ্টাদশাঙ্গুলং ॥

অঙ্গুলী ন্যুনেতে বংশীনাং বহু হয় । মহানন্দাদি প্রশস্ত
শাস্ত্রে নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

মহানন্দস্তথা নন্দো বিজয়স্ত জয়স্তথা ।

চত্বার উত্তমা বংশা মতঙ্গ মুনিসম্মতাঃ ॥

দশাঙ্গুলো মহানন্দো নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ ।

দ্বাদশাঙ্গুল মানস্ত বিজয়ঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

চতুর্দশাঙ্গুলমিতো জয় ইত্যভিধীয়তে ॥

বংশী গুণ দোষাদি প্রকাশে বিজ্ঞগণ । এ সব প্রচার
জানাইয়ে বাদ্য ঘন ॥

অথ ঘনং ॥

ঘনবাদ্যে করতাল কাংশ্য বল আর । জয় ঘণ্টা স্তুতি-
কাদি বিবিধ প্রকার ॥

তথাহি ॥

করতালঃ কাংশ্যবলো জয় ঘণ্টাথ স্তুতিকঃ ।

কম্পকা ঘণ্টাবাদ্যঞ্চ ঘণ্টাতোদ্যঞ্চ ঘর্ষরং ॥

বাঙ্গা তালশ্চ মঞ্জীরঃ কর্তব্যঙ্গুর এবচ ।

দ্বাদশৈতে মুনীন্দ্রেণ কথিতা ঘন সংজ্ঞকাঃ ॥

করতালাদি লক্ষণ শাস্ত্রেতে প্রচার । ততাদিক বাদ্যে
দেবাদির অধিকার ॥

তথাহি ॥

ততং বাদ্যঞ্চ দেবানাং গন্ধর্বাণাঞ্চ শৌষিরং ।

আনঙ্কং রাক্ষসানাঞ্চ মানবানাং ঘনং বিদুঃ ॥

এ সব বাদ্যের মহা সৌভাগ্য উদয় । ত্রীমাসমণ্ডলে

হৈল শোভা অতিশয় ॥ ওহে শ্রীনিবাস রাসে কি অদ্ভুত রীতি ।
 বায় নানা বাদ্য যাতে ব্রহ্মাদি মোহিত ॥ সর্ব বাদ্য বিশারদ
 ব্রজেন্দ্র তনয় । প্রেমসী—বেষ্টিত কোটি কন্দর্প মোহয় ॥
 বাজায়েন বংশী কি বা অপূর্ব ভঙ্গিতে । ত্রিজগতে শোভার
 উপমা নাই দিতে ॥ মন্ত্র মধ্য তারে স্বরালাপ মনোহর । বংশী-
 শ্রমি শ্রবণে বিহ্বল মহেশ্বর ॥ ভুবনমোহিনী রাধা রসের
 মুরতি । বাজায়েন অলাবনী যন্ত্র শুদ্ধ রীতি ॥ যড়্জ আর
 মধ্যম গান্ধার গ্রাম ত্রয় । যৈছে গানে ব্যক্ত তৈছে বাদ্য
 প্রকাশয় ॥ ললিতা কোতুকে বাজায়েন ব্রহ্মবীণা । শ্রুতি
 আদি বাদ্যে প্রকাশিতে যে প্রবীণা ॥ বিশাখা সুন্দরী মহা
 মধুর ভঙ্গিতে । বাজায় কচ্ছপী বীণা নানা ভেদ মতে ॥ রুদ্র-
 বীণা বাজায়েন সূচিত্রা সুন্দরী । স্বর জাতি প্রভেদ প্রকাশে
 ভঙ্গি করি ॥ বিপক্ষী বাজান রঙ্গে চম্পক লতিকা । মূর্ছনা
 তালাদি প্রকাশেন সর্বাধিকা ॥ রঙ্গদেবী বাজারেন যন্ত্রক
 বিলাস । তাহা কি অদ্ভুত গমকের পরকাশ ॥ সুদেবী সুন্দরী
 রঙ্গে সারঙ্গী বাজায় । নানা রাগ প্রভেদ প্রবন্ধ ব্যক্ত তায় ॥
 বাজান কিম্বরী তুঙ্গবিদ্যা কুতূহলে । করয়ে অমৃত বৃষ্টি শ্রীরাস-
 মণ্ডলে ॥ ইন্দুলেখা রঙ্গেশ্বর মণ্ডল বাজায় । স্বরের প্রভেদ
 ব্যক্ত করয়ে হেলায় ॥ শ্রীরাদিকা সখীসমূহের গণ যত । সবে
 সর্ব প্রকারে সকল বাদ্যে রত ॥ কেহ বায় মর্দল মাদক সর্ব
 মতে । প্রকাশে অদ্ভুত তাল অশ্রুত জগতে ॥ কেহ কেহ
 মুরজ উপাঙ্গ বাদ্য বায় । যাহার শ্রবণে ধৈর্য্য না রহে হিয়ায় ॥
 কেহ বায় উমরু পরম চাতুর্য্যেতে । শিব শ্রিয় ডমরু এ বিদিত
 জগতে ॥

তথাহি সঙ্গীতপারিজাতে ॥

‘দ্বিমুষ্টির্ভিন্নরক্তো যৌ দ্বিমুখো মধ্য সূক্ষ্মকঃ ।

তদাস্যং মুষ্টিমানেন সূক্ষ্মেণ চন্দ্রাণা যুতঃ ॥

তত্র সংলগ্ন সূত্রস্থ গ্রন্থিত্যাং বাদ্যতে চ সঃ ।

উদ্যাপতেঃ করে নিত্যং বাদ্য মেতৎ সুশোভিতে ॥

কেহ কেহ করতালাদিক বাদ্য বায় । শ্রীরাসমণ্ডল ব্যাপ্ত
বাদ্যের ঘটায় ॥ শ্রীরাধিকা সখীসমূহের গণ হত । নানা বাদ্য
যুক্তে শোভা কে কহিবে কত ॥ সর্ব বাদ্যধ্বনি কি অদ্ভুত
এক মেলে । সুধা বৃষ্টি করে যেন শ্রীরাসমণ্ডলে ॥ শ্রীবৃন্দা-
দেবীর অতি আনন্দ অন্তর । যোগান অদ্ভুত বাদ্য শাস্ত্র
অগোচর ॥ রাই কাণু নিমগ্ন হইয়া বাদ্য রসে । করয়ে নর্তন
অতি মনের উল্লাসে ॥ ললিতাদি সখীর আনন্দ যথোচিত ।
করয়ে নর্তন ভেদ জানাই কিঞ্চিৎ ॥

অথ নৃত্যমাহ ॥

নর্তন ক্রমেতে নাট্য নৃত্য নৃত্যত্রয় । বেদোদ্ভব এ তিন-
নৃত্যজ্ঞ নিরূপয় ॥

নর্তনং ত্রিবিধং নাট্যং নৃত্য নৃত্য মিত্তি ক্রমাৎ ॥

তত্র নাট্যং যথা ॥

যে লোক স্বভাবাবস্থা ভেদ সুপ্রকার । সে নাট্য অঙ্গ-
ভিনয় যুক্ত এ প্রকার ॥

তথাহি ॥

যোহয়ং স্বভাবো লোকস্য নানাবস্থান্তরাঙ্গকঃ ।

সোঙ্গাভিনয়নৈশুভ্তো নাট্য মিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

অপরঞ্চ ॥

নাটকস্থিত বাক্যার্থ পদার্থাভিনয়ান্বকং ।

তত্রাদ্যং ভরতেনোক্তং রসভাবসমস্থিতং ॥

নাটকাদিষু তন্মূন মুপযুক্তং মুনীশ্বরৈঃ ॥

অথ নৃত্যং ॥

দেশ রীত প্রতীত যে তালাদি আশ্রিত । সে নৃত্যবিলাস
অঙ্গ বিক্ষেপ বিদিত ॥

তথাহি ॥

দেশরীত্যা প্রতীতো য স্তাল মানলয়াশ্রিতঃ ।

সবিলাসঙ্গ বিক্ষেপো নৃত্য মিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

বিলাসো যথা ॥

নাগকালোকনাদৌ তু বিশেষো হি ক্রিয়ান্ন যঃ ।

শৃঙ্গার চেষ্টা সহিতো বিলাসঃ স নিগদ্যতে ॥

নৃত্যমাহ ॥

নৃত্যাখ্য লক্ষণ সৰ্বাভিনয় বৰ্জিত । অঙ্গের বিক্ষেপ
মাত্রাদিক এ বিদিত ॥

তথাহি ॥

গাত্রবিক্ষেপ মাত্রস্ত সৰ্বাভিনয় বৰ্জিতঃ ।

আঙ্গিকোক্তপ্রকারেণ নৃত্যং নৃত্যবিদো বিদুঃ ॥ ইতি ॥

নাট্য নৃত্য নৃত্যত্রয় হয় দ্বিপ্রকার । মার্গ দেশী ভেদ ইহা

শাস্ত্রে সুপ্রচার ॥

তথাহি ॥

এতত্রয়ং দ্বিধা প্রোক্তং মার্গদেশীতি ভেদতঃ ॥

তত্র মার্গমাহ ॥

ব্রজাদৈর্মার্গিতং শাস্ত্রোঃ প্রযুক্তং ভরতাদিভিঃ ।

গান্ধর্বং বাদনং নৃত্যং যৎ স মার্গ ইতি শ্রুতঃ ॥

মার্গিতং মিতি প্রার্থিত মিত্যর্থঃ ॥

দেশীমাহ ॥

দেশে দেশে নৃপাদীনাং যদাহ্লাদকরং নরং ।

গানং বাদ্যং তথানৃত্যং তদ্দেশীভ্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

মার্গ নাট্য বিংশতি কোহলে নিরূপয় । *নাটক প্রকরণ
ভাগ প্রহসনাদয় ॥ কেহ কহে মার্গ নাট্য দশ পরকার ।
নাটিকা প্রাকরণিকাদিক এ প্রচার ॥ দন্তিনাদি দেশী নাট্য
ষোড়শ কহয় । ষট্টক ত্রোটক গোষ্ঠী বৃন্দকাখ্যাদয় ॥ এঁছে
নানাপ্রকার নাট্যাঙ্গ মনোহিত । এথা দিগ্‌দর্শাইলু শাস্ত্রে
স্ববিদিত ॥ নৃত্য নৃত্য দ্বয়েতে তাণ্ডব লাস্যদ্বয় । কহয়ে
নৃত্যজ্ঞ যাতে সর্ব স্বখোদয় ॥

তথাহি ॥

তাণ্ডবং লাস্য মিত্যেতদ্বয়ং দ্বৈধা নিগদ্যতে ।

দ্বয়ং নৃত্যং নৃত্যক্ষেত্যার্থঃ ॥

তাণ্ডব উদ্ধত প্রায়াদিক নৃত্য হয় । পুরুষ স্ত্রী দ্বয়ে এ
তাণ্ডব লাস্য দ্বয় ॥

তথাহি ॥

তাণ্ডুক মুকুতপ্রায়ং প্রয়োগং তাণ্ডবং বিদুঃ ॥

তাণ্ডুর্নামশঙ্কোৰ্গণবিশেষ ইত্যর্থঃ ॥

নারদসংহিতায়াং ॥

পুং নৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং

স্ত্রীনৃত্যং লাস্য মুচ্যতে ॥ ইতি ॥

তাণ্ডব দ্বিবিধ প্রেরণী তাণ্ডব আর । বহু রূপ তাণ্ডব এ

দুগম প্রবার ॥

তথাহি ॥

প্রেরণী বহুরূপং চেত্যেবং স্যাভ্যন্তরং দ্বিধা ॥

তত্র প্রেরণী যথা ॥

অঙ্গবিক্ষেপবাহুল্যং তথাভিনয়শূন্যতা ।

যত্র সা প্রেরণী প্রোক্তা সংজ্ঞা দেশীতি লোকতঃ ॥

বহুরূপং যথা দামোদরে ॥

ছেদনং ভেদনং যত্র বহুরূপা মুখাবলী ।

ভাণ্ডং বহুরূপঞ্চ তদ্রাগীগত মুদ্রতং ॥

প্রেরণী বহুরূপ অন্যত্র বিস্তারিত । লাস্য কন্দর্পবর্দ্ধন
শাস্ত্রে সুবিদিত ॥

লাস্যমাহ ॥

লাস্য নৃত্য দ্বিবিধ স্ফুরিত লাস্য আর । যৌবত লাস্য
এ দ্বয় সর্বপ্রচার ॥

তথাহি ॥

লাস্যং তু স্কুমারাসং মকরধ্বজবর্দ্ধনং ।

স্ফুরিতং যৌবতক্ষেতি তদপি দ্বিবিধং মতং ॥

স্ফুরিতমাহ ॥

যত্রাদ্যেহভিনয়ে ভাবৈ রসৈরাগ্নেবচুস্মনৈঃ ।

নায়িকা নায়েকো যত্র নৃত্যতঃ স্ফুরিতং হি তৎ ॥

আদ্যে প্রধানৈ রসে । রসজনকৈর্ভাবৈশ্চেষ্টিতৈরিক্তৈঃ ॥

আগ্নেব আলিঙ্গনমিত্যর্থঃ ॥

যৌবতলাস্যমাহ ॥

মধুরাবদ্ধলীলাভি নৃণাভির্যত্র নৃত্যতে ।

বলীকরণবিদ্যাভং তল্লাস্যং যৌবতং মতং ॥

অথ নৃত্যমাহ ॥

নৃত্য নামমাত্র কহি ইথে ভেদ ত্রয় । বিষমং বিকটং লঘু
শাস্ত্রে বিস্তারয় ॥

তথাহি ॥

নৃত্যঞ্চাপি ত্রিধা প্রোক্তং বিষমং বিকটং লঘু ।

বিষমং তৎ সমুদ্ভিকটং যদ্রজ্জুভ্রমণাদিকং ॥

বিদ্রূপবেশাবয়বব্যাপারং বিকটং মত্তং ।

উপেতং করণৈরল্লৈরঞ্জিতাদৈর্লঘু স্মৃতং ॥

অঞ্জিতাদি করণবিশেষঃ স চ বক্ষ্যতে । কোহলোল্লভনৃত্য-
বিশেষাড়াঙ্গকা ভাণিকাদয়স্তুক্তা এব ॥

ওহে শ্রীনিবাস নর্তনের নানা গতি । সম্যক্ কহিলে
এঁছে কাহার শকতি ॥ শ্রীরামমণ্ডলে কৃষ্ণ রসিকশেখর ।
প্রকাশে নর্তন শিব ব্রহ্মা অগোচর ॥ ক্রমের অভূত নৃত্যে
কে বা বৈর্য ধরে । সখীসহ রাই ভাসে স্থখের সাগরে ॥ পর-
স্পর নৃত্যে মহাকৌতুক বাড়য় । পরম আশ্চর্য্য সে অঙ্গের
অভিনয় ॥

অথঙ্গাভিনয়ঃ ॥

অঙ্গ অভিনয় ত্রিধা অঙ্গোপাঙ্গ আর । প্রত্যঙ্গ এ তিনে
ভেদ অনেক প্রকার ॥

তথাহি ॥

তত্রাঙ্গানামুপাঙ্গানাং প্রত্যঙ্গানাং নিরূপণং ।

যথামতীহ ক্রিরতে শাস্ত্রদেবাদিসম্মতং ॥

অঙ্গ অভিনয় শির অংশ কহি আর । উরঃ পার্শ্ব হস্ত কটি
পদ এ প্রচার ॥

তথাহি ॥

মপ্তাঙ্গানি শিরোহংসোরঃপাশ্বহস্তকটী পদং ॥

প্রত্যঙ্গ জানহ নয় প্রকার সুন্দর । গ্রীবা বাহু অংশ মনি-
বদ্ধ পৃষ্ঠোদর ॥ উরু আর জঙ্ঘা জানু ভূমণ এ নয় । প্রত্যঙ্গা-
ভিনয়ে নৃত্যবিজ্ঞ নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

প্রত্যঙ্গানি নব গ্রীবা বাহুহংসমণিবন্ধকৌ ।

পৃষ্ঠোদরোরু জঙ্ঘাশ্চ জানুনী ভূমণানি চ ॥

উপাঙ্গ দ্বাদশ অভিনয়ঃ স্প্রকার । মুদ্ধু দৃক্ তারা ক্রকুটী
মুখাদি প্রচার ॥

তথাহি ॥

দ্বাদশোপাঙ্গানি মুদ্ধুদৃক্ তারা ক্রকুটী মুখং ।

নাসে নিঙ্গাসচিবুকে জিহ্বাগণ্ডরদাপরান্ ।

মুখরাগমূপাঙ্গেষু শাঙ্গদেবো গৃহীতবান্ ॥

কেহো কহে ষড়ঙ্গ প্রত্যঙ্গ দশ হয় । ত্রয়োবিংশতি প্রকার
উপাঙ্গাভিনয় ॥ এ সব বিস্তার অঙ্গ প্রধান ইহাতে । কিছু
জানাইয়ে সৰ্ব্বচিন্তাকর্ষে যাতে ॥

তথাহি ॥

তত্রাঙ্গানাং প্রধানত্বাৎ তান্যুচ্যান্তে সমাসতঃ ॥

তত্রাদৌ শির আহ ॥

শিরঃকর্ণ ধূত বিধূত আধূত আর । অবধূত আদি চতুর্দশ
পরকার ॥

তথাহি ॥

ধূতং বিধূতমাদূতমবধূতঞ্চ কল্পিতং ।

আকম্পিতোদ্ধাহিতে চ পরিবাহিতমক্ষিতং ॥

নিকুক্ষিতং পরাবৃত্তগুণক্ষিপ্তাধোনুখে তথা ।

লোলিতক্ষেতি বিজ্ঞেয়ং চতুর্দশবিধং শিরঃ ॥

আকম্পিতমিতি ঈষৎ কম্পিতমিত্যর্থঃ ॥

তত্র ধূতং ॥

ক্রমে অল্প বক্র শিরঃকম্প ধূত হয় । বিবাদ বিস্ময়াদিকে
ধূত নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

ক্রমেণ পনকৈস্তির্ঘ্যাক্ ধূতমুক্তং ধূতং শিরঃ ॥

প্রতিষেধে হলিপিতে চ বিবাদে বিস্ময়ে ভবেৎ ॥

বিধূতাদি লক্ষণ জানহ এই মত । অংশ অভিনয় ঐছে
ব্যক্ত সুসম্মত ॥

অথাংমৌ ॥

অংশ পঞ্চ এক লগ্ন উচ্চ কর্ণ আর । উচ্ছ্রিত অস্ত্র লো-
লিত লক্ষণ প্রচার ॥

তথাহি ॥

একোচ্চৌ লগ্নকর্ণৌ চোচ্ছ্রিতৌ অস্ত্রৌ চ লোলিতৌ ।

ইত্যুত্তৌ পঞ্চাধা স্বক্কৌ নান্নৈব ব্যক্তলক্ষণৌ ॥

একোচ্চাভিনয় মুষ্টি কুন্ত প্রহারেতে । ঐছে কর্ণ লগ্ন-
দির লক্ষণ শাস্ত্রেতে ॥

তথাহি ॥

একোচ্চৌ কথিতৌ স্বক্কৌ মুষ্টিকুন্তপ্রহারয়োঃ ।

আল্লেষে শিশিরে চাংমৌ কর্ণলগ্নৌ সতাং মর্তৌ ॥

উচ্ছ্রিতৌ হর্ষগর্বাদৌ অস্ত্রৌ দুঃখে শ্রমে মদে ।

মূচ্ছায়াং চাথ কৰ্ত্তব্যো লোলিতৌ বিটনৰ্ত্তনে ॥

বিটনৰ্ত্তনে জারপুরুষনৰ্ত্তন ইত্যর্থঃ ।

নৃত্যজৈগদিতৌ হাস্যে হুড্ডুকাবাদ্যবাদনে ॥

ইত্যংসৌ পঞ্চধা ॥

অথ উরঃ

বক্ষ অভিনয় পঞ্চ সমাভুগ্ন আর । নিভুগ্ন কম্পিতোদা-
হিত এ প্রচার ॥

তথাহি ॥

স্যাৎবক্ষঃ সমাভুগ্নঃ নিভুগ্নঞ্চ প্রকম্পিতং ।

উদাহিতং পঞ্চধেতি তেষাং লক্ষ্যভিদগ্ধাহে ॥

তত্র সমং ॥

বক্ষ সৌষ্ঠবাদি জ্ঞান সম অভিনয় । আভুগ্নাদি লক্ষণ
শাস্ত্রজ্ঞ নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

সৌষ্ঠবাগ্নিষ্ঠিতং বক্ষশ্চতুরশ্রাসংশ্রায়ং ।

প্রকৃতিস্থং সমং প্রাহুঃ স্বভাবাভিনয়ে সমং ॥ ইত্যাদয়ঃ ॥

অথ পার্শ্বং ॥

পার্শ্ব বিবৰ্ত্তিত অপসূত প্রসারিত । নত উন্নত এ পঞ্চ-
লক্ষণ বিদিত ॥

তথাহি ॥

বিবৰ্ত্তিতং চাপসূতং প্রসারিতমথো নতং ।

উন্নতং চেতি সংচক্ষুঃপার্শ্বং পঞ্চবিধং বুধ্যঃ ॥

বিবৰ্ত্তনাত্ত্রিকস্য স্যাৎ পরাবৃত্তে বিবৰ্ত্তিতং ॥ ইত্যাদয়ঃ ॥

ত্রিকস্য পৃষ্ঠদেশস্য ইত্যর্থঃ ॥ পৃষ্ঠবংশাধরে ত্রিকং ॥ ইতি ॥

হস্তঃ ॥

হস্ত অভিনয় ত্রিধা সংযুতাখ্যা আর। অসংযুতা নৃত্য হস্তা
এ ত্রয় প্রচার ॥

তথাহি ॥

অসংযুতা সংযুতাশ্চ নৃত্যহস্তা ইতি ত্রিধা ।

হস্তকাঃ কথিতাঃ জুড়ৈঃ সামান্যা নৃত্যভেদতঃ ॥

এক হস্তে অভিনয় কর্ম্ম অসংযুতা । হস্তদ্বয়ে কর্ম্ম যে মে
হয়েন সংযুতা ॥ নৃত্য মাত্রস্থিত কিছু বস্তু না প্রচারে । অঙ্গ
হাব সহ নৃত্য হস্তা কহে তারে ॥

তথাহি ॥

হস্তেনৈকেন কর্ম্মাণি যেমাং তে স্মারসংযুতাঃ ।

যেমাং হস্তদ্বয়েনৈব কর্ম্ম তে স্মাস্তসংযুতাঃ ॥

নৃত্যমাত্রস্থিতা যেতু ন কিঞ্চিদ্বস্তবাচিনঃ ।

অঙ্গহাবেন সহিতা নৃত্যহস্তাস্তু তে মতাঃ ॥

হস্তের সঞ্চার ত্রিধা নৃত্যজ্ঞ কহয় । উত্তান পার্শ্বগ অধো-
মুখ এই ত্রয় ॥

তথাহি ॥

উত্তানঃ পার্শ্বগশ্চৈব তথাধোমুখ এব চ ।

হস্তসঞ্চার ত্রিবিধো ভরতেন * প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

কেহ কহে পঞ্চদশ ইহাও মানিয়ে । ক্রমপ্রাপ্ত মতে
অসংযুত জানাইয়ে ॥

অসংযুতমাহ ॥

অসংযুতা হস্তক পতাকা কহি আর । ত্রিপতাকাদিক

চতুর্দিশংশতি প্রকার ॥ ইহাতে অধিক কেহ কহে চতুর্দশ ।
কেহ কহে ত্রিংশত এ সম্মত হয় ॥ অসংযুতা অর্থবশে সং-
যুতা প্রমাণ । এ সব বিস্তারি নিরূপয়ে বিদ্যাবান্ ॥

তথাহি ॥

পতাকাস্ত্রিপতাকোহর্দ্বচন্দ্রাখ্যঃ কর্ত্তরীমুখঃ ।

অরালমুষ্টিশিখর-কপিধ্বংসটকা মুখাঃ ॥

শুকচূড়ঃ কাস্মূলশ্চ পদ্মাকোষোহথ পল্লবঃ ।

দূচীমুখঃ সর্পাশরাশ্চতুরো যুগশীর্ষকঃ ॥

হংসাসো হংসপক্ষশ্চ ভ্রমরো মুকুলস্তথা ।

উর্ণনাভশ্চ সংদংশস্তাত্রচূড়োহপরঃ কপিঃ ॥

অমী অসংযুতা হস্তাশ্চতুর্বিংশতিরীরিতাঃ ।

উপধানঃ সিংহমুখঃ কদম্বশ্চর্নিকুঞ্জকঃ ॥

অসংযুতেষু চতুরোহধিকানেতান্ পরে জগুঃ ।

ত্রিংশদামোদরেণোক্তা অমী হস্তা অসংযুতাঃ ॥

অসংযুতা অর্থবশাদেতে স্ত্যঃ সংযুতা অপি ॥

এ সকল হস্তকের লক্ষণ প্রকার । যে বিষয়ে প্রয়োগ তা
শাস্ত্রেতে প্রচার ॥ হস্তক লক্ষণ অতি বিস্তারিত হয় । এথা
দর্শাইয়ে দিশা যৈছে অভিনয় ॥

পতাকামাহ ॥

অঙ্গুষ্ঠ বক্রতা তর্জ্জনী মূল সমাশ্রিত । আর সর্কাস্থল
সোবা পতাকা নিদিত ॥

তথাহি ॥

অঙ্গুষ্ঠো यस্য বক্রঃ সন্ তর্জ্জনীমূলসংশ্রিতঃ ।

ঋজবোহস্থলয়ঃ শ্লিষ্ঠাঃ স পতাক ইতি স্মৃতঃ ॥

পতাকাভিনয় স্পর্শাদিক বহুস্থানে । ইহা নানা প্রকা-
রেতে নৃত্যজ্ঞ বাখানে ॥

তথাহি ॥

এষ স্পর্শে চ পেটে চ পতাকা তালিকাদিষু ।

জ্বালাশ্বর্কগতাস্তম্যাস্থল্যঃ প্রাবিরলাশচলাঃ ॥

ধারাস্বধোগতা পক্ষিপক্ষে তস্য কটিস্থিতিঃ ।

উর্দ্ধং গচ্ছন্নুচ্ছিতেষু পুঙ্করে গ্রহণে স্বধঃ ॥

উর্দ্ধং গচ্ছন্ কটিক্ষেত্রাৎ উৎক্ষেপাভিনয়ে করঃ ।

কটিক্ষেত্রাৎ কটিস্থান ইত্যর্থঃ ॥

আভিযুখ্যে মুখক্ষেত্রমাগচ্ছন্নজপার্শ্বতঃ ।

কম্পুঃ পার্শ্বে নিষেধে চ পার্শ্বে বিভজনে পৃথক্ ॥

পতাকং চ শনৈর্ঘর্ষোন্মর্দনে মার্জ্জনে তথা ।

শিলাদিস্থূলবস্তুনাং ধারণোৎপাটনাদিষু ॥

উচ্ছিতৌ বিচ্যুতৌ কার্য্যাবেতাবন্যোন্যসম্মুখৌ ।

উচ্ছিতৌ উচ্চগতৌ ইত্যর্থঃ ।

অধোগতোচ্ছিততলাঙ্গুলিকীবৃশ্মিবেগয়োঃ ।

সরঃ পল্ললনির্দেশৈঃ স্বস্তিকীভূয় বিচ্যুতা ।

সরঃ পল্ললঃ ক্ষুদ্রপুঙ্করিণীত্যর্থঃ ।

কার্য্যো পতাকো বিপ্লিয় স্বস্তিকাকারতাং গতো ॥

ছেদনে গোপনাদর্শবাচনপ্রোঞ্জনেষু চ ।

প্রোঞ্জনে পৌঞ্জনে ইতি ভাষা ইত্যর্থঃ ।

অধোমুখোত্তালতলৌ হস্তৌ কিঞ্চৎ প্রসারিতৌ ॥

কৃত্বা প্রদর্শয়েদ্বলাং বিলং গ্রাহং গৃহং গুহাং ।

যদ্যপি নির্বিশেষেন হস্তপ্রয়োগা উক্তান্তথাপি লোক-
প্রযুক্তিমনুষ্যভ্যেব প্রযোজ্যং ॥

তদুত্তং ॥

লোকপ্রয়োগমুদ্বীক্ষ্য নাট্যাঙ্গমুপজীব্য চ ।

তত্ত্বেচ্চৈকানুসারেণ হস্তকান্ সংপ্রযোজয়েৎ ॥

ঘর্ষণচ্ছেদনাদর্শ বিভাগাদো ক্ষুটং হি তং ॥

ইতি পতাকঃ ॥

এছে ত্রিপতাকাদি নৃত্যজ্ঞ নিরূপয় । ইথে যে কৌতুক
তাহা অন্যে কি বুঝায় ॥

ইত্যসংযুতহস্তাঃ ॥

অথ ক্রমপ্রাপ্তং সংযুতমাহ ॥

সংযুত হস্তক ত্রয়োদশ নিরূপয় । অঞ্জলি কপোত ককট
স্বস্তিকাদয় ॥

তথাহি ॥

অঞ্জলিচ্চ কপোতচ্চ ককটঃ স্বস্তিকস্তথা ।

দোলপুষ্পপুটোৎসঙ্গখটকা বর্দ্ধমানকঃ ॥

গজদন্তশ্চাবহিথো নিমধো মকরস্তথা ।

বর্দ্ধমানশ্চেতি হস্তাঃ সংযুতাঃ স্যুস্ত্রয়োদশ ॥

অত্রোঞ্জলিঃ ॥

পতাকা দ্বিহস্ত তল সংশ্লিষ্ট অঞ্জলি । দেবাদি নমস্কা-
রাদি ক্রিয়াযুক্তাঙ্গুলি ॥

তথাহি ॥

পতাকহন্তৌ তলয়োঃ সংশ্লিষ্টশ্চেত্তদোঞ্জলিঃ ।

নমস্কারে দেবতানাং শিরঃস্থোহয়মুদীরিতঃ ॥

গুরুণাস্ত নমস্কারে মুখক্ষেত্রগতো ভবেৎ ।

নমস্কারে তু বিপ্রাণাং হৃদিস্থঃ সন্দিরিষ্যতে ॥

অন্যেষানিয়মো জ্ঞেয়স্তিভিঃ কার্যো যথেষ্টতঃ ॥

ইত্যঞ্জলিঃ ॥

কপোতাদি সংযুত লক্ষণ বহু হয় । বিবিধ প্রকার নৃত্য-
বিভক্ত বিস্তারয় ॥

অথ নৃত্যহস্তাঃ ॥

নৃত্য হস্তা নৃত্য উপযোগি মাত্র হয় । এ ত্রিংশৎ প্রকার
দ্বাত্রিংশ কেহ কয় ॥ চতুরস্র উদ্বৃতাদি ত্রিংশৎ প্রকার । এস-
ভার লক্ষণাদি শাস্ত্রে স্বপ্রচার ॥

তথাহি ॥

চতুরস্রাবথোদ্বৃত্তৌ হস্তৌ তেন মুখাভিধৌ ॥

ইত্যাদয়ঃ ॥

হস্তক অনন্ত বিভক্তে দিগ্ দর্শাইল । আর যে যে হস্তক
প্রকারে বিস্তারিল ॥

তথাহি ॥

দিগ্ভ্রাত্তদর্শনায়ৈতে ময়োক্তা হস্তকা ইমে ।

আনন্ত্যাদভিনেয়ানাং সন্ত্যনন্তাঃ পরে করাঃ ॥

ইতি হস্তঃ ॥

অথ কটিমাহ ॥

কটি অভিনয় পঞ্চ কল্পিতোদ্বাহিত । ছিন্না বিবৃত্তা
রেচিতা লক্ষণ বিদিত ॥

তথাহি ॥

কল্পিতোদ্বাহিতা ছিন্না বিবৃত্তা রেচিতা তথা ।

কটি পঞ্চবিধা প্রোক্তেতি ॥

অথ পদং ॥

পদনম অঙ্কিত কুঙ্কিত সূচ্যাদয় । ত্রয়োদশ প্রকার নৃত্যজ্ঞ
নিরূপয় ॥

তথাহি ॥

সমো হৃদিতঃ কুঙ্কিতশ্চ সূচ্যপ্রতলসঞ্চরঃ ।

মন্দিতোদয়াটিতো চেত্যগ্রগঃ পার্শ্বগপাঞ্চির্গো ॥

তাড়িতোদয়াটিতোচ্ছেদ উদয়াটিত ইতি ক্রমাৎ ।

ত্রয়োদশবিধঃ প্রোক্তশ্চরণো নৃত্যকোরিদৈঃ ॥

স্বভাবেন স্থিতৌ পাদৌ সমঃ পাদৌহভিধীয়তে ॥

ইতি সপ্তাঙ্গানি ॥

প্রত্যঙ্গ উপাঙ্গে অভিনয় যে প্রকার । নৃত্যজ্ঞ গণেতে
তাহা করিল বিস্তার ॥ আর যে যে নাট্য ক্রিয়া প্রচারিল
ইথে । সে সকল বিস্তারিয়া নারি জানাইতে ॥ ওহে শ্রীনি-
বাস রাগে ব্রজেন্দ্রতনয় । ব্রহ্মাদি দুজ্জের যাহা তাহা প্রকা-
শয় ॥ অঙ্গ অভিনয়ের উপমা নাই দিতে । নানা ভাব প্রকা-
শয়ে অশেষ ভঙ্গিতে ॥ শ্রীরাধিকা রাধিকার সখীগণ যত ।
প্রকাশয়ে ভঙ্গি তা কহিবে কে বা কত ॥ পরম অদ্ভুত শোভা
কহিল না হয় । সখীগণ মধ্যে রাই কাণু বিলসয় ॥ কহিতে
কি দৌহার মাধুর্য মনোহর । বিবিধ প্রকারেতে বর্ণয়ে বিজ্ঞ-
বর ॥

তথাহি গীতে ॥ শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ যথা রাগঃ ॥

রাস বিনোদিয়া শ্যামরায় ! ভঙ্গিতে ভুবন মূরুছায় ॥
দলিত অঞ্জন ঘন ঘটা । যিনি অকোমল অঙ্গ ছটা । ময়ূর-
চন্দ্রিকা শিরে শোহে । যুবতি গণের মন মোহে ॥ বিচিত্র
তিলক চারু ভালে । কে না ভুলে অলক অরালে ॥ ছুটি

ভুরু কামের কামান । অঁখি কোণে শরের সন্ধান ॥ চঞ্চল
কুণ্ডল শ্রুতিতটে । বোলয়ে মুকুতা নাগাপুটে ॥ বদনচন্দ্রমা
চারি দেশে । বরিষে অমিয়া হাসি লেশে ॥ পরিসর বকের
মাধুরী । করয়ে ধৈরজধন চুরি ॥ গলে বিলসয়ে বনমালা ।
হেরি হিয়া ধরে কি অবলা ? ॥ ভুজায় বলনি প্রাণ হরে ।
জগৎ মাতায় কুশোদরে ॥ বসন ভূষণ সাজে ভালি । উরু
নিন্দে উলট কদলি * ॥ বাজয়ে নূপুর রাস্তা পায় । নরহরি
নিছনি তাহায় ॥ ১ ॥

যথা রাগঃ ॥ অথ শ্রীরাধিকায়ঃ ॥

রাস বিলাসিনী রাই রাসে । সখীমাঝে বিলসে শ্যামের
সাম পাশে ॥ আহা মরি রূপের কি ছটা । আলো করে জগ
জিনি উপহার ঘটা ॥ বদনে চান্দের মদ নাশে । অমিয়া
গরব হরে স্নমধুর হাসে ॥ ভুরু দুটি ভ্রমরের পাঁতি । কমল
ময়ন কোণে ভঙ্গি নানা ভাঁতি ॥ নাসায় বেশর ভাল সাজে ।
কি নব সিন্দূর বিন্দু ললাটের মাঝে ॥ শ্রবণে তাড়ঙ্ক † মনো-
রমা । কনক দর্পণ নিন্দে গণ্ডের স্রবমা ॥ বলয়া কঙ্কণ করে
শোহে । কাঁচুলি অঙ্কিত কুচ কানু মন মোহে ॥ কিঙ্কিণী
ধলিত মাজা ক্ষীণ । পরিধেয় বিচিত্র বসন তনু লীন ॥ ললিত
নিতম্ব উরুদেশ । যে গড়িল তার কি রহিল ধৃতি লেশ ॥
মণিময় নূপুর চরণে । নরহরি নিছনি স্ন নখের কিরণে ॥ ২ ॥
রাই কাণু সখী সহ বিবিধ প্রকারে । শ্রীকৃষ্ণদেবীর মনোরথ

* কদলী বৃক্ষকে যদি মূল দেশ উপরে করা যায়, তাহার ন্যায় জাই ।

† তাড়ঙ্ক কর্ণভূষণ, কাণতাত্কা ।

পূর্ণ করে ॥ কিবা রঙ্গ উপজয়ে শ্রীরাসমণ্ডলে । যুদঙ্গাদি নানা
বাদ্য বাজে এক মিলে ॥ নাচয়ে রসিকশিরোমণি শ্যামরায় ।
কত সাধে সে নৃত্য মাধুরী কবি গায় ॥

গীত যথা ॥ রাগঃ কেদারঃ ॥

নৃত্যত ব্রজনাগর রসনাগর সুখধামা । ঝংকত মঞ্জীর চরণ,
নানা গতি তাল ধারণ, ধৈরজ ভর হরণ, ভূরি ভঙ্গিম নিরু-
পামা ॥ ক্র ॥

ললনা কুল কোঁহুক ধৃত, বিবিধ ভাঁতি হস্তক নত, মস্তক
অভিনয় নব—শিখি পিঞ্জ বলিত বামা । মঞ্জু বদন বদনচ্ছদ,
নিরসই চন্দ্র অরুণ মদ, কুন্দ রসন দমকত, মধুরস্মিত জিত
কামা ॥ চারুপাঠ উঘটত কত, ধা ধা দ্বিকি দ্বিকি তক তত,
থৈ থৈ থৈ থো দি দ্বিকি, দ্বিকিট দিদি দ্রোমা । তাত্তা তক
থোঙ্গ থোঙ্গ, থবি কুকুধা ধিলঙ্গ, দ্বিকিট দ্বিধি কট, দ্বিধি দ্বিল্লি
লিলি ললামা ॥ কটি ভূষণ ধ্বনি রসাল, লস্বিত উর পুহপ
মাল, দোলত অলকালি ভাল, ভালয় অভিরামা । ঝংকত
শ্রুতি কুণ্ডল মণি, চঞ্চল নব খঞ্জন জিনি, কঞ্জনয়ন চাহনি,
নিরমঞ্জুন ঘনশ্যামা ॥ ১ ॥

পুনঃ ॥ কেদারঃ ॥

শ্যামরসময় রাসমণ্ডল মধ্য লসত সু ভঙ্গিতে । ললিত
বেশ বিলাস অতিশয় নিপুণ নব নব সঙ্গীতে ॥ জাতি শ্রুতি
স্বর গ্রাম মুরচ্ছন তান সরস প্রকাশঙ্গি । থোদিত কত থৈতা
থৈ থৈ বদত যুহু যুহু হ্রসঙ্গি ॥ মঞ্জু বদন ময়ঙ্ক ঝংকত মদন
মদভর ভঞ্জএ । লোল লোচন কঞ্জ চাহনি যুবতিগণ হৃদি

রঞ্জএ ॥ ঝান নন নন শব্দকৃত মঞ্জীর চরণে বিরাজই । নিছনি
নরহরি মধুর নৃত্যে যুদঙ্গ দৃমি দৃমি বাজই ॥ ২ ॥

পুনঃ ভূপালী ॥

নাচয়ে রসিক শ্যামরায় । দেখি কে না পরাণ জুড়ায় ? ॥
কি মধুর ছান্দে যুদু হাসে । যুবতি ধৈরজ ধর্ম নাশে ॥ দো-
লয়ে কুণ্ডল শ্রুতিমূলে । গণ্ডের ছটায় কে না ভূলে ॥ করয়ে
কতনা অভিনয় । বাহাতে মদন পরাজয় ॥ চঞ্চল দীঘল আঁখি
কোণে । কি রস ঢালয়ে কেবা জানে ॥ চরণ কমলে তাল
ধরে । নূপুরের ধ্বনি প্রাণ হরে ॥ তা থৈ তা থৈ থৈ থৈয়া ।
কহে কি ভঞ্জিতে রৈয়া রৈয়া ॥ দৃমি দৃমি মাদল বাজয়ে । নর-
হরি পরাণ নিছয়ে ॥ ৩ ॥

ওহে শ্রীনিবাস রাই নৃত্য চমৎকার । কবিগণ বর্ণে কিছু
নাহি পায় পার ॥

তথাহি গীতে ॥ কেদারঃ ॥

নৃত্যতি রাধা ধৃতি ভর ভঞ্জিনী গজগামিনী । মঙ্গলময় হীন
নলিন, কোমল কালিন্দী পুলিন, ধনি ধনি ধনি নিশ্মল বর
সরস পুলিন যামিনী ॥ ধ্রু ॥

বাজত যুদুতর যুদঙ্গ, ধিগি ধিগি ধিগি তগ ধিলঙ্গ, ধা দৃণ্ড
দৃণ্ড বোদ্ধাঃ দৃমি, দৃমি দৃমি দৃমি দ্রামিনী । ঝুন্ডু ঝুন্ডু পগ
নূপুর ধ্বনি, কিক্কিণী কটি ঝিনি নিনি নিনি, ঝঙ্কত কর বলয়
ঝনন, ঝনন অতিরামিণী ॥ প্রফুল্লিত মুখকঞ্জ বসন, দশনাবলি
ললিত হসন, নিগদত তক থৈ থৈ, থৈ তক স্তম্বধামিনী । স্তল-
লিত মণ্ডিত গণ, গীম ধুনত কোঁতুক ঘন, লোল লোচনা-

ফল ভরু, অলক কুল ললামিনী । চামীকর গরব হরণ, পরম
মধুর মধুরিমতন, আরত বসনাঞ্চল চল, ঝলকত অনুপামিনী ।
হস্তক বহুভীতি করত, শোভা রস পুঞ্জ ঝরত, নরহরি বহু
নিছনি নিরখি—লজ্জিত স্তরকামিনী ॥ ১ ॥

পুনঃ কর্ণাটঃ ॥

নৃত্যতি রাসবিলাসিনী রাধা । বাজত যুদঙ্গ ধিক ধিক ধা
ধা ॥ ঝলকত অঙ্গ কিরণ মনহরই । মুখশশি হসনি অমিয় যনু
ঝরই ॥ উষটত থৈ থৈ ধিকি তক ধেন্না । আই অতি অই
অতি ওইঅ তেন্না ॥ কঙ্কনয়ন গতি খঙ্কন দলয়ে । অভিনয়
কৃতকর শোভিত বলয়ে ॥ কিঙ্কিণী মুখর বলিত কটি ক্ষীণা ।
পহিরণ বসন তরল তনুলীনা ॥ ঝাঁন ঝালিতমণি নূপুর চরণে ।
নরহরি নিছনি ললিত পগ ধরণে ॥ ২ ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

নাচে রাই রমণীর মণি । চরণে নূপুর বাজে কটিতে
কিঙ্কিণী ॥ ফণি জিনি বেণী পীঠে দোলে । গ্রীবার ভঙ্গিমা
কিবা রসের হিল্লোলে ॥ কি মধুর অভিনয় করে । তাথৈআ
তাথৈআ থৈয়া কহি তাল ধরে ॥ বদনে চান্দের মদ নাশি ।
হাসিতে বরিষে কি অমিয়া রাশি রাশি ॥ আঁখি অভিনয় কত
ছান্দে । মাতায় মদন ভূপ বরজের চান্দে ॥ নরহরি কি দিব
উপমা । জগৎ করয়ে আলো অঙ্গের সুষমা ॥ ৩ ॥

ওহে শ্রীনিবাস রাই কাণু কত রঙ্গে । করয়ে অদ্ভুত নৃত্য
ললিতাদি সঙ্গে ॥

তথাহি গীতে । কেদারঃ ॥

আজু রাস বিলাস অতিশয়, শ্যাম শোহত পরম রসময়,

রাধিকা করকঞ্জহি মহিধর চরণ-রঞ্জনা । হসিতবদনে সুপাঠ
 উঘটত, থৈতাথৈ থৈ তাথৈ ততথো, দি দি দিগণ হস্ত অভি-
 নয়, মদন মদভর ভঞ্জন ॥ রমণীমণি নিজপ্রাণ প্রিয়মুখ, নিরখি
 বাঢ়ত গাঢ় মনসুখ, বিপুল পুলকিত গাত পদতল, তালধৃত
 গতি চঞ্চলে । বাদত দৃমি দৃমিকি দৃমিধা, থৈ তথৈ তত থৈ
 তথৈথা, থুং নুং নুং রসপুঞ্জ বরষত লোল লোচন অঞ্চলে ॥
 যুগল ছবি অবলোকি প্রমুদিত, নিছই জলধর তড়িত অতুলিত,
 নৃত্য রত ললিতালি লহ লহ, গৌম ধুনত সুভঙ্গিতে । মধুর
 সুরকত ভাঁতি উচরত, থৈ তাথৈ থৈ দৃমি কি দৃমি তথো, দিগ
 দিগ দিগ দিগ থৈ তাথৈ, প্রবিণাতিশয় সহ স্ত সঙ্গীতে ॥ বনি
 সুবেশ বিশাখিকা দিক নটত, ঘন ঘন তাধিক ধিগিতি রটত,
 ধিগিতি ধিগি ধিগি, ধিক ধৈকট, ধা ধি নি নি নি নিনিধিনিনা ।
 দৃমিকি দৃমি দৃমি মর্দল ধ্বনি হর, ধৃতি ঘনশ্যামভাণ অনিবার,
 তিঅই অইতি অইআ, আইঅতি অইঅ তিগ্নিনা ॥ ১ ॥

পুনঃ কেদারঃ ॥

আজু কি নব পুণিম নিশা । যমুনা পুলিন বালকহ রাগে
 শশি উজোরএ দিশা ॥ রাই কাণু কি মধুর ছাঁদে । নাচে ছুহুঁ
 অঙ্গ অঙ্গ হেলাইয়া ভূজা আরোপিয়া কাঁধে ॥ তিলে তিলে
 কি কোঁতুক চিতে । দৌহেবায় বাঁশি, মিশাইয়া মুখ, তার
 কি উপমা দিতে ॥ চারুনয়নে নয়ন নিয়া । অধরে অধর,
 পরশয়ে রস, আবেশে উলাস হিয়া ॥ বাম দক্ষিণ যুগলকরে ।
 প্রকাশয়ে কত, ভাঁতি অভিনয়, মদন ধৈর্য হরে ॥ তা তা
 তাথৈ তাথৈ কহে । অনিবার রব বদনচান্দে কি অমিয়া

ধারা বহে ॥ সৃমি দৃমিকি যুদঙ্গ বাজে । মহীতলে তাল,
ধরয়ে চরণে, কি নব নুপুর সাজে ॥ ললিতাদি দেখি সে না
শোভা । নটন ভঙ্গিতে, গায় নানা মতে, নরহরি মন-
লোভা ॥ ২ ॥

ওহে শ্রীনিবাস রাসবিলাস বিশেষ । বর্ণে কবিগণ যাতে
আনন্দ অশেষ ॥ এ সব শ্রবণে নানা অমঙ্গল নাশে । রাধা-
কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে অনায়াসে ॥ শ্রীরাসবিলাসী কৃষ্ণ ভুবন
মোহন । যমুনায় জলকেলি করে কতক্ষণ ॥ তাহে যে কোতুক
তাহা কে বর্ণিতে পারে । রচয়ে বিচিত্র বেশ এই কুঞ্জাগারে ॥
দৌহে মহারঙ্গে এথা করয়ে শয়ন । নিশান্ত সময়ে জাগায়েন
সখীগণ । দৌহে সখীসহ নিজ নিজ গৃহে যান । দৌহার
বিচ্ছেদে দৌহে না ধরে পরাণ ॥ সখীগণ নানাক্রমে দৌহে
প্রবোধয় । দৌহে নিজগৃহে স্নাত্তি স্বপ্নেতে মিলয় ॥

তথাহি গীতে ॥

সখীসহ রাই শ্যামরায় । বিপুল বিলাস রাগে উল্লাস
হিয়ায় ॥ জলকেলি করিবার তরে । প্রবেশি যমুনাজলে কত
ভঙ্গি করে ॥ পরস্পর বারি বরিষয় । ভিজয়ে বসন তনু লীন
শোভাময় ॥ লাজে ধনি চাহি শ্যাম পানে । লুকায় অগাধ
জলে কমলের বনে ॥ কাপিয়া সে বিভোল প্রেমেতে ।
চুষয়ে কমল রাইমুখের ভ্রমেতে । ললিতাদি সখী চারি
পাশে । দেখিয়া শ্যামের রঙ্গ মুছ মুছ হাসে ॥ রাই সখী-
ইঙ্গিত পাইয়া দাঁড়ায় শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া ॥
বাড়য়ে কোতুক তিলে তিলে । করি জলকেলি উঠে যমুনায়
কূলে ॥ পিয়ে ঋধু মদনে মাতিয়া । ॥ সুরত সমর স্থখে উৎস

লয়ে হিয়া ॥ নিশিশেষে নিকুঞ্জ হইয়ত । চলে সচকিত গতি
অলখিত পথে ॥ দৌহে নিজ নিজ গৃহে গিয়া । স্ততয়ে বিচ্ছেদ-
দুঃখে ব্যাকুল হইয়া । স্বপনে মিলয়ে মোদ চিতে । নরহরি
নিছনি এ দৌহার পিরিতে ॥

পুন আসি বিলসয়ে এই কুঞ্জাগারে । ক্রমে কবি বর্ণে
ইহা বিবিধ প্রকারে ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ১ সর্গে ৪র্থং পদ্যং ॥

কুঞ্জাদোষ্ঠং নিশান্তে প্রনিশতি কুরুতে দোহনাম্মাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সাযঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ ।
মধ্যাহ্নে চাখনক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াক্ষাপরাহ্নে
মোষ্ঠং বাতি প্রদোষে রময়তি স্নহদো যঃ স কৃষ্ণোহবতামঃ ॥
গীতে যথা ॥

রজনী শেষ, নবকুঞ্জে শয়ন, ব্রজভূষণ শ্যামগোরি নব-
লেহ । কোতুকে জাগি, কঠিন গুরুজন ভয়ে, চলু অতি তুরিত
স্ততহি পুন গেহ ॥ স্নানাদিক রত, প্রাতে ধনি যশোমতী, গৃহ-
গত কৃত রন্ধন সখি সঙ্গ । গোদোহন করু, স্নান কানুস্তখে,
গণসহ ভুঞ্জি শয়নের বহরঙ্গ ॥ পূর্বাহ্নে বন,-গমন ধেনু সহ
বিলসি চপল চলু কুণ্ডকতীর । প্রিয় অদর্শন, সহি পুন ধনি
নিজ,-প্রেষিত দূতী পথ নিরিখে অথির ॥ মধ্যাহ্নে সখী,-সহ
স্নন্দরী নিজ,-কুণ্ডনিকট প্রিয় মিলনে উলাস । বংশীহরণ মধু-
পান স্নান রবি,-পূজন অরুণকত বিবিধ বিলাস ॥ গৃহ চলু গোরী
সাজি অপরাহ্নহি, সখীসহ প্রিয় পথ রহই রেহারি । ধেনু-
সখা সঞ্জে, শ্যাম গমন গৃহ, ও মুখ লখি ব্রজজন স্তখ ভারি ॥
সাঁঝস সময়ে, জননী করু লালন, গোদোহন আদি কবহ

রঙ্গ । রাইক প্রেমিত, বিবিধ দ্রব্য স্থখে, ভুঞ্জই প্রিয় সুবলা-
দিক'সঙ্গ ॥ সময়' প্রদোষে, সাজি ব্রজনাগর, শুনি গুণিগান
গমন করু কুঞ্জ । রাই রমণী মণি, বনৌ অলখিত গতি, সখীসহ
শ্যাম মিলনে স্থখপুঞ্জ ॥ মধুর নিশা নব,-নৃত্য গীতরত, রাস-
বিলাস ভুবনে অনুপাম । কুঞ্জভবনে রতি, কেলিকলহ ছুঁছ,
শয়ন সেবই স্থখে সখী ঘনশ্যাম ॥ ১ ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই যমুনার কূলে । ঝুলে কৃষ্ণ প্রিয়া সহ
বিচিত্র হিন্দোলে ॥

গীতে যথা । মল্লার ॥

আজু ঝুলত নাগর রাজ । মহামঞ্জু নিকুঞ্জ কি মাঝ ॥ নব
নির্মিত রত্নহি ডোর । তহি রাজত রঙ্গ বিভোর ॥ বাম-
ভাগেতে সুন্দরী শোহে । শ্যামসুন্দরের মন মোহে ॥ ছুছ
রূপ নিরূপম ছটা । দূরে দামিনী জলদঘটা ॥ হেমমণি বিভূ-
ষণ গায় । অতি বিচিত্র বসন তায় ॥ গলে দোলে স্তললিত
হার । নেত্র ভঙ্গি কি উপমা তার ॥ মুখচন্দ্রে স্নগধুর হাসি ।
অনিবার ঝরে সুধারাশি ॥ দোহে অধরে অধর দিয়া । রহে
অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া ॥ ললিতাদি সখী চারি পাশে । রঙ্গ
দেখি কি আনন্দে ভাসে ॥ হাসি ঝুলায়ই মন্দ মন্দ । মিলি
গায়ই গীত সুছন্দ ॥ কেহ কেহ যুদঙ্গাদি বায় । চারু চামর
কেহ ঢুলায় ॥ বরষা ঋতু রীতি অশেষ । বহে মন্দ গমীর
সুদেশ ॥ বেড়ি বৃক্ষলতা রুচিকারী । নানা পুষ্প প্রফুল্লিত
ভারি ॥ ভ্রমে ভুঙ্গ ধ্বনি পরতেক । শিখী কোকিল পক্ষ
অনেক ॥ ঘন দাড়ুর * শব্দ বহু । রস বাদর ঝুমি রহ ॥

কহকে। উপমা নহু থোর । ঘনশ্যাম সে কোঁতুকে ভোর ॥১॥

দেখহ ফল্গুণ খেলাস্থান শ্রীনিবাস । এথা রাই কাণুর কি
অদ্বুত বিলাস ॥

গীতে বসন্তঃ ॥

আজু পরম, রঙ্গ হরসে, শ্যাম রসিক রাজ । বেশ বিরচি
বিলসত নব,-কুঞ্জ ভবনমাঝ । রাধা বিধুবদনো বনৌ, কি উপমা
নহু থোরি । নাহ সমীপ, ভঙ্গিম সঞ্চে, বাজত রস ভোরি ॥
ডারত দুঁহু, ফাণ্ড দুঁহুক অজ অঙ্গ অরুণ ভেন । যুগমদ চন্দন
পরাগ, কুসুম পুন দেল ॥ সহচরীগণ, হেরি দুঁহুক, শোভা
বহু ভাঁতি । বাজত কত, বস্ত্র ঢরিত, গায়ত যুদ মাতি ॥ চঞ্চল
মন,-মোহন ঘন, ছাড়িত পিচকারি । ভীণল তনু, বসন লাগি
সচকিত স্নকুমারী ॥ ললিতা দলি,-তাজন জল নাগর শীরে
ঢালি । হো হো হো, হোরি উচরি, বিরচই করতালি ॥
কেলিকলহ,-পটু নটবর, কাহুক গহি আনি । চুস্বিবদন, কাহুক
কুচ,-কমলে ধরই পানি ॥ কাহুক পরিরস্তই বহু, কহি স্নমধুর
বাত । লোচন শর, বরিয়ে পরষে পরশ,-পর পুলকিত গাত,
ঐছে ফাণ্ড, খেলা স্নখ, কোন করব অন্ত । মানি স্নকৃতি,
অতিশয় ঋতু,-রাজ ঋতুবসন্ত ॥ মঙ্গল ময়, জয় জয় পিক,
কুহকত অনিবারি । ভণব কি ঘন,-শ্যাম বিপুল, কোঁতুক
বলিহারি ॥

ওহে শ্রীনিবাস মহাকোঁতুক এথায় । রাই কুঞ্জদেবী হৈলা
সখীর ইচ্ছায় ॥

গীতে যথা । যথা রাগঃ ॥

সুন্দরী সখীসহ, করিয়া যুগতি, শ্যামে গিলিবারে চলয়ে

রঙ্গে । নিকুঞ্জে প্রবেশি, বৈসে একা স্থখে, সূচাকু বসন
 কাপিয়া অঙ্গে ॥ নাগর বর ত,-রুতলে তরল, রাই পথ হেরে
 প্রেমের ভরে । কুঞ্জেতে সে ধনি,-পানে চা'য়া ধা'য়া, যা'য়া
 পুছে বৃন্দাদেবীবে ধীরে ॥ কহ কহ নব,-নিকুঞ্জে একাকী,
 কেনা বসিয়াছে অপরিবেশে । হেন শোভা কভু, না দেখি
 ভ্রমারে, উনার মদন উপমা কিসে ॥ শুনি বৃন্দা, ব্রজরাজ
 করু প্রতি, কহে উহ এই নিকুণ্ডদেবী । মোর যত পরা,-ক্রম
 তামি তুমি, জানিহ উঁহার চরণ সেবি ॥ শুনি বাণী বিদ,-গদ
 গতিপর, পরমাদর দরশ আশে । চঞ্চলচিত, চারুকুঞ্জে গিয়া,
 দাঁড়ায় ও নন্দ দেবীর পাশে ॥ ষড়্ভুজ কর, কহে আজু
 মন, সাধ নিধি হ'বে তোমারে সেবি । বঞ্চনা না করি, কর
 দয়া স্থখ,-হবে নিবেদিয়ে শুনহ দেবি ! ॥ মোর প্রাণপ্রিয়া,
 দিয়ার পুতলি, ব্রজভানু স্ততা রমণী মণি । তাঁর অদরশ, না
 সহে পরাণে, কত শত যুগ ক্ষণেকে গণি ॥ তেঁহ কুলবত,
 অতি যত্ন সদা, প্রাণ কাঁপে গুরুজনের ভরে । তাহে শুভঙ্গরী,
 এই ক'রো যেন, তাঁরে কেহ কিছু কহিতে নারে । এত কহি
 ক'ণু, প্রথময়ে পদ, পরশি কুসুম অঞ্জলি দিয়া । তা দেখি
 ললিতাদি, থাকিয়া গুপতে, হাসে অতিশয় পুলক হিয়া ॥
 বৃন্দাদেবী কহে, কি কর কালিয়া, এরূপ পূজনে কি ফল
 পাবে । প্রতি অঙ্গ দিয়া, পূজ প্রতি অঙ্গ, তবে সে এ দেবী
 প্রসন্ন হবে ॥ শুনি শশিয়ুখী, ঘুঙটে বদন,-রাপি যত্ন হাসে
 আনন্দে ভাসি । নেত্রকোণে নিবা,-রয়ে যে মদন, সে
 প্রকাশয়ে পুন জীবৎ হাসি ॥ মদন মদে, মাতিয়া নাপর, মেরি
 হাসি ভাসি আনন্দ জলে । আইস আইস মোর, প্রাণ প্রিয়া

দেবি !, ইহা বুলি তুলি করয়ে কোলে ॥ ললিতা লতামাঝ,
তেজিয়া নিকটে, আসি কহে কত বুঝাব আমি । কুঞ্জদেবী
বলি, ভয় নাহি করো, বিপরীত রতি লম্পট তুমি ॥ ইথে,
দোষ না মানো ?, শুনিয়া কহয়ে, যাবে দোষ তুয়া পরশ
পা'য়া । ইহা শুনি নর,-হরি সহ সহচরী হাসে মুখে বসন
দিয়া ॥ ১ ॥

ওহে শ্রীনিবাস এক দিন এই খানে । হৈলা মহা ব্যাকুল
শ্রীকৃষ্ণ রাই বিনে ॥ দূতীমুখে রাধিকার শুনিয়া গমন । মহা-
নন্দে মত্ত হৈলা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ নেত্র মন রাধিকা-গমনপথে
ধুইলা । আপনা না চিনে ঐছে বিহ্বল হইলা ॥ এথা রাধা-
প্রিয় সখীগণের ইচ্ছায় । কৃষ্ণ আগে চলে চন্দ্রাবলী দূতীপ্রায় ॥

গীতে যথা । যথা রাগঃ ॥

রাধা স্তম্ভামুখী, স্থখি সখীগণে, রাখি কথোদূরে কোঁতুক
অতি । প্রাণসম প্রিয়া, পাশে চলে একা, অলখিত চন্দ্রাবলীর,
দূতী ॥ নিকুঞ্জে নাগর, গর গর রাই, দরশন আশে বিভোর
হৈয়া । কত মনোরথ, করে মনে মনে, পিয়া পথপানে সঘনে
চা'য়া ॥ তথা ভৃঙ্গগণ, ভ্রমে ভঙ্গি ভুরি,-রঙ্গে রহে করি গুঞ্জর
ছলা । চন্দ্রাবলী দূতী, ফিরে বনে কেনে, না জানিয়ে শুনি
চমকে কালা ॥ হেনই সময়ে, সে দূতী তুরিত উপনীত পাশে
চাহি তা পানে । বিমরিষ মুখ, মলিন বিষম, সঙ্কট জানিয়া
ব্যাকুল মনে ॥ থির হৈয়া পুন, চাতুরী প্রকাশি, দূতী প্রতি
কহে আদর করি । যাহ তুয়া পাছে, পাছে যাব বেগে, দূতী
কহে ছাড়ি বাইতে নারি ॥ তুয়া বিনু চন্দ্রা,-বলী না জীয়ে,

কি করু সে দশা দেখহ যা'য়া । উঠ উঠ আর, না সহে বিলম্ব,
এত কহি পায় ধরয়ে ধা'য়া ॥ পরশে পরম, পরশন দূতী,
কতরূপে ধুতি ধরয়ে মেনো । দূতী স্বপরশ, পাই শ্যামশশী,
বিশ সাপিনী দংশয়ে যেনো ॥ চঞ্চললোচনে, চাহে বৃন্দা
প্রতি, কহে কহ ইকি হইল মোরে । বৃন্দা কহে কেনে,
ভাব ভাল হবে, বারেক দূতীরে করহ কোরে ॥ শুনি স্বেচ্ছতর,
মণি অনিবার, দূতী কোরে করি আনন্দে ভাসে । দূরে থাকি
তাহা দেখি সখী সব, বৃন্দা পানে চা'য়া জীবৎ হাসে ॥ ললিতা
ললিত, মল্লী বল্লী মধ্য, তেজি রোষে কহে ভ্রতঙ্গি করি ।
বাহ বাহ তথা, এথা বৃথা স্থিতি, রীতি অনুপম সহিতে নারি ॥
কত বা না কর, ও রতি লম্পট, সে সকল কথা রহিল দূরে ।
চন্দ্রাবলী সহ, যেরূপ তোমার, তাহা জানিলাম দূতীর দ্বারে ॥
আহামরি তুয়া, পিরিতি এরূপ, পুলক কভু না দেখিয়ে
অঙ্গে । আশা সভাকারে, কিসের সঙ্কোচ, চন্দ্রাবলী সুখা
পিবহ রঙ্গে ॥ শুনি কাণু কহে, যিনি চন্দ্রাবলী, এ চান্দবদনে
অমিয়া রাশি । পাইনু অনুমতি, পান করি এবে এত কহি
মুখ চুম্বয়ে হাসি ॥ চিবুক পরিধরি, কর পল্লব, পরিহাস করে
রসের ভরে । উরুপরি রাখি, রচিয়া স্বেশ, বিলসয়ে নব
পালঙ্কপরে ॥ জানি স্নময়, প্রিয় সখী ছুঁহ, শ্রম নিবারয়ে
বতন করি । পাইয়া ইঙ্গিত, রঙ্গে নরহরি, করয়ে চামর ওরূপ
হেরি ॥ ১ ॥

ওহে শ্রীনিবাস আর এ রসকুঞ্জেতে । বৈছে বিহরয়ে তাহা
কে পারে কহিতে ॥ পরম অদ্ভুত লীলা সখী বিস্তারয় । মনের
আনন্দে তাহা সখী আশ্বাদয় ॥ সখী বিনা সুখ না জন্ময়ে:

কদাচিত্ । সখীর মাহাত্ম্য হয় সৰ্বত্র বিদিত ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ সখীভেদে ১মঃ শ্লোকঃ ॥

প্রেমলীলা-বিহারিণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী ।

বিশ্রস্তরত্নপেটী চ ততঃ স্তূৰ্ণু বিবিচ্যতে ॥

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণরসের মুরতি । যে যে স্থানে যে যে
লীলা কহি কি শকতি ॥ নায়ক প্রভেদে সৰ্ব্বত্রেই বিলসয় ।
নায়কের শিরোমণি ব্রজেন্দ্রতনয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ॥

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ॥

ধামভেদে নায়কের ভেদ যথাবতি ১৬ । ব্রজে পূর্ণতম কৃষ্ণ
ভাব উপপত্তি ॥ সহস্র সহস্র যুথেশ্বরীগণ সঙ্গে । সৰ্ব নায়-
কের ক্রিয়া প্রকাশয়ে রঙ্গে ॥ যুথে সৰ্বশ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী শ্রী-
রাধিকা । সৰ্বত্র বিদিত ইথে রাধিকা অধিকা ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ ॥

অত্রাপি সৰ্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীভূতৌ ।

যুথয়স্ত তয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা যুগীদৃশঃ ॥

অভূদাকূলিতো রাসঃ প্রমদাশতকোটিভিঃ ।

পুলিনে যামুনে তস্মিন্মিত্যেমাগমিকা প্রথা ।

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সৰ্বথাধিকা ।

মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধিকা সহ যৈছে কৃষ্ণের বিহার । তাহা বিস্তারিয়া
বা বর্ণিতে শক্তিকার ॥ এথা কৃষ্ণ পরম কোতুকে বিলসয় ।

ধীরোদাত্ত নায়কের জিয়া প্রকাশয় ॥ ধীরোদাত্ত হয় লক্ষ-
নানে প্রবীণ অতি । পরমগভীর বিনয়াদি শুদ্ধ রীতি ॥

ক্ৰীভক্তিরসামুতসিকৌ ॥

গস্তীরো বিনয়ী ক্ষস্তা করুণঃ স্ফুটব্রতঃ ।

অকথনো গূঢ়গর্বে ধীরোদাত্তঃ স্ফুটভুৎ ॥

অয়ং রঘুনাথবৎ ॥

কৃষ্ণ ধীরললিত নায়ক মনোহর । এই কুঞ্জমন্দিরে বিলসে
নিরন্তর ॥ বিদগ্ধ নিশ্চিন্ত পরিহাসরত অতি । প্রেমসীর বশ
পরমানন্দ রীতি ॥

তত্রৈব ॥

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ ।

নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেমসীবশঃ ॥

অয়ং কন্দর্পবৎ ॥

ধীরশাস্ত্র নায়ক ক্রীতজেন্দ্র-তনয় । শাস্ত্রদর্শী জিতেন্দ্রিয়
ধার্মিকাতিশয় ॥ বিনয়াদি গুণ প্রকাশয়ে প্রিয়াপাশ । এ
কুঞ্জভবনে অতি অদ্ভুত বিলাস ॥

তত্রৈব ॥

সমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ ।

বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশাস্ত্র উদীয়তে ॥

অয়ং যুধিষ্ঠিরবৎ ॥

ধীরোদ্ধত নায়কের যৈছে গুণ জিয়া । কৃষ্ণ এথা প্রকাশে
যাহাতে হর্বপ্রিয়া ॥ আত্মপ্লাবাদিক সে পরম চমৎকার । যে
কৌতুক এ কুঞ্জে তা না হয় বিস্তার ॥

তত্রৈব ॥

ମାଂସର୍ଯ୍ୟବାନହକ୍କାରୀ ମାୟାବୀ ରୋଷଣଚଳଃ ।

ବିକଥନଚ ବିଦ୍ରୁଷ୍ଟିର୍ଧୀରୋକ୍ତ ଉଦାହତଃ ॥

ଅୟଂ ଭୀମସେନବଂ ॥

ଓହେ ଶ୍ରୀନିବାସ କୃଷ୍ଣରମେର ଯୁଗ୍ମତି । ବ୍ୟକ୍ତ କୈଳା ଅନୁକୂଳ
ନାୟକେର ରୀତି ॥ ଅନୁକୂଳ ନାୟକେର ନାହି ସମ୍ଭୂଳ । ଏକ-ନାୟି-
କାତେ ଅନୁରାଗ ଅନୁକୂଳ ॥ ଅନୁକୂଳ ନାୟକ ଶ୍ରୀବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରକୂମାର ।
ଏକା ରାହି ନନ୍ଦେ ଏଥା ଅନ୍ତୁତ ବିହାର ॥

ଶ୍ରୀମଦୁଜ୍ଜ୍ୱଳନୀଳମଣିଂ ॥

ଅତିରକ୍ତତରା ନାର୍ଯ୍ୟାଂ ତ୍ୟକ୍ତାନ୍ୟଲଳନାମ୍ପ୍ରହଃ ।

ସୀତାୟାଂ ରାମବଂ ମୋହ୍ୟମନୁକୂଳଃ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତଃ ॥

ରାଧାୟାମେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ହ୍ରାସିଦ୍ଧାନୁକୂଳତା ।

ତଦାଲୋକେ କଦାପ୍ୟସ୍ୟ ନାନ୍ୟାମନ୍ତସ୍ମୃତିଂ ବ୍ରଜେଂ ॥

ରାଧା ପ୍ରେମାଧୀନ କୃଷ୍ଣ ଯେହେ ଛୁଁହୁ ଶ୍ରୀତି । ବିବିଧପ୍ରକାରେ
କବି ବର୍ଣ୍ଣେ ସେ ନା ରୀତି ॥

ତଥାହି ଶ୍ରୀଗୌରଚରିତ୍ରଚିନ୍ତାମଣିଂ ଶ୍ରୀସୁନା ଗଙ୍ଗାଂ ପ୍ରତ୍ୟାହ ॥

ଗୀତେ ଯଥା—ପୌରବୀ ॥

ଓହେ ପ୍ରାଣମୟ, ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ !, ବିକାହିନୁ ମୁହି ତୋହାର
ଘୁଣେ । ଏବେ କହି ଶୁନ, ଶ୍ୟାମହୃଦୟର ଅଧିକ ପିରୀତି ସାହାର
ମନେ ॥ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ବ୍ରଜେ, ବିଦିତା ହୃଦୟୀ, ଅପରୂପରୂପେ ଲଞ୍ଜିତା
ରମା । ନବୀନସୌବନୀ, ରସିକିନୀ ଧନି, ସେ ଶୁଣ ଚରିତେ ନାହିକ
ମନା ॥ ହୃଦୟିତ ନବ, ନିକୁଞ୍ଜମନ୍ଦିରେ, ଶ୍ୟାମସହ ରଞ୍ଜେ ଦିଲସେ
ନିତି । ଶ୍ୟାମରମୟ, ସାତରେ ତେମତି, ତାର ପ୍ରେମାଧୀନ କେ ବୁଝେ
ରୀତି ॥ ପରାନନ୍ଦସିନ୍ଧୁ, ସାବେ ଭାସେ ଯବେ, ସେ ଧନି ରତନ-ପରମ
କରେ । ମୁଖଶାଫି ହୃଦା, ପାନେ ନିମଗନ, ତୁମ୍ଭେ ନାମରେ କିଛି ନା

ক্ষুরে ॥ যদি সে সমরে, রাধা তনুগন্ধ, কিঞ্চিৎ সে নাসা
পরশে গিয়া । তখনি তাহারে, তেজিয়া চঞ্চল কালাধায় যেন
পাগল হৈয়া ॥ কি আর বলিব, ইথে জানো চিতে, যা মনে
কাণুর অধিক লেহা । নরহরি হেন, প্রেমের নিছনি, গণইতে
গুণ কে বাঁধে থেহা ॥

পুনস্তত্রৈব ॥ কামোদঃ ॥

কি বলিব ওগো, জগতে অতুল, রাধামাধবের নিরীতি
খানি । প্রাণ এক তনু, ভিন ভিন কেবা, গড়িয়াছে কত
আনন্দ মানি ॥ যদি বল ছুঁছ, এক ইথে কেন, হইল দোহার
বরণ ভিনো । তাহ তুয়া প্রতি, কহয়ে কিঞ্চিৎ, যতন করিয়া
সে কথা শুনো ॥ বিবিধ বরণ, আছে তাথে শ্যাম, গৌর-
বরণে অধিক শোভা । তাহার অবধি, দেখা'য়া জগতে, হালে
জগজন নয়নলোভা ॥ আর বলি ওহে, কানিয়া চঞ্চল, যখন
দেখয়ে রঙ্গিণী রাধে । আতুর হইয়া, তখন ছুঁবাহ, পসারিয়া
কোরে করয়ে সাধে ॥ সে সময়ে যদি, বিপক্ষ লোকেতে,
হঠাৎ নিকটে দেখে এ রীতি । ঘন তড়িতাদি, জন্মে ছুলে
কেহ, লখিতে নারয়ে কোঁতুক অতি ॥ আর বলি সেই, সু-
কবি বিধাতা, বহুজনে অনেক আনন্দ দিতে । নিরখিয়া শ্যাম,
গৌর রুচির, উপমা রচিব অনেক মতে ॥ এই হেতু কত,
কত ভিন নহে, রাইপ্রেমে গঢ়া শ্যামের দেহা । রাধা কাণু,
তনু, প্রেমময় এই, জগতে বিদিত দেহের লেহা ॥ এ দোহার
রীতি, জানে কি জানিব, জানয়ে কেবল রসিকজনে । এ রসে
বঞ্চিত, যে হইল নর,-হরি তাহে পশু সমান গণে ॥

ওহে শ্রীনিবাস এক দিন এই খানে । হইল মিলন স্থির
চন্দ্রাবলী সনে ॥ হইলা চঞ্চল কৃষ্ণ তাঁহারে মিলিতে । তেঁহ
অভিসার কৈলা নিজসখী সাঁথে ॥ হেনকালে রাধিকার নিকুঞ্জ-
গমন । শুনি এথা হৈতে চলে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ রাধিকা নিকটে
আসি অধৈর্য্য হইলা । চন্দ্রাবলী মিলনাদি সকল ভুলিলা ॥
এই কুঞ্জে রাই সহ হৈল যে বিলাস । তাহা না কহিতে জানি
ওহে শ্রীনিবাস ॥ দক্ষিণ নায়ক কৃষ্ণ ক্রিয়া রসময় । সর্ব-
নাথিকাতে সম দক্ষিণ কহয় ॥ প্রিয়াগণ সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র এই-
খানে । যৈছে বিলসয়ে তা কহিতে কেবা জানে ॥

তত্রৈব ॥

যো গৌরবং ভয়ং প্রেম দাক্ষিণ্যং পূর্ব্বঘোষিতি ।

ন মুঞ্চত্যন্যচিত্তোহপি জ্ঞেয়োহসৌ খলু দক্ষিণঃ ॥

যদ্বা ॥

নাগিকাস্বপ্যনেকাস্তু তুল্যো দক্ষিণ উচ্যতে ॥

দক্ষিণানুকূলনায়কের যেই রীতি । রাসে প্রকাশিল কৃষ্ণ-
রসের মুরতি ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ৮ পরিচ্ছেদে ॥

শত কোটি গোপী লৈয়া শ্রীরাস বিলাস । তার মধ্যে এক
মুর্ত্তি রহে রাধা পাশ ॥ সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা ।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ ক্রোধ করি রাস ছাড়ি
গেলা মান করি । তাঁহারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা হরি ॥
সম্যক্বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা । রাসলীলাবাসনাতে
রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে ।

মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অশ্বেষিতে ॥ ইতস্তত ভ্রমি কোঁই
রাধা'না পাইয়া । বিষাদ করেন কামবাণে থিন্ন হৈয়া ॥ শত
কোটি গোপীতে নহে কাম নির্বাপণ । তাহাতেই অনুমানি
শ্রীরাধিকার গুণ ॥ এথা কৃষ্ণ শঠ নায়কতা প্রকাশয় ।
সাক্ষাতে প্রিয়, পরোক্ষেতে অপ্রিয় করয় ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণো ॥

প্রিয়ং ব্যক্তি পুরোহন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশং

নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোহয়ং কথিতো বুধৈঃ ॥

এই খানে কৃষ্ণ ধূর্তনায়কের ক্রিয়া । প্রকাশে নায়িকা
আগে উল্লাসিত হৈয়া ॥ অন্য নায়িকার ভোগ চিহ্নেও নির্ভয় ।
মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে প্রবীণ অতিশয় ॥

তত্রৈব ॥

অভিব্যক্তান্যতরুণীভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ ।

মিথ্যাবচন দক্ষশ্চ ধূর্তোহয়ং খলু কথ্যতে ॥

এথা কৃষ্ণ রাধা প্রাণপ্রিয়ার সহিতে । যে বিলাসে বিহ্বল
তা কে পারে বর্ণিতে ॥ মধ্যবয়স্হিতা রাধা গুণরত্ন খনি । যে
বিদিতা সর্বনায়িকার শিরোমণি ॥ সর্বনায়িকাবস্থা কৃষ্ণে
সম্ভব যৈছে । সর্বনায়িকাবস্থা শ্রীরাধিকাতে তৈছে ॥

তত্রৈব ॥

যথাস্থ্যনায়িকাবস্থা নিখিলা এব মাধবে ।

তত্রৈব নায়িকাবস্থা রাধায়াং প্রায়শো মতাঃ ॥

স্থানভেদে স্বীয়া পরকীয়া নিরূপয় । তিন শত যাটি নায়ি-
কায় ভেদ হয় ॥ ভ্রজে পরকীয়া রাধা নায়িকা উত্তমা । মুখাদি

প্রভেদে বিলসয়ে নাহি সীমা ॥ ওহে শ্রীনিবাস এই নিকুঞ্জ-
ভবনে । বিলসয়ে কৃষ্ণ, মুখা নাগিকার সনে ॥ সখীর অধীন
মুখা নবীনযৌবনা । নব কামকলা চাতুর্যে অল্পপ্রবীণা ॥ মান
বিষয়েতে মুহু অক্ষমা তাহার । কৃষ্ণে মিলাইয়া সখী মহামুখ
পায় ॥

তত্রৈব ॥

মুখা ১ নববয়ঃকামা ২ রতৌ রামা ৩ সখীবশা ৪ ।

রতচেষ্ঠাস্বতিত্রীড়চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্ ৫ ॥

কুতাপরাধে দয়িতে বাপ্পরুদ্ধাবলোকনা ৬ ।

প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা ॥

মানে বিমুখী যথা ।

মুখী ১ তথা ক্ষমা ২ চেতি সা মানে বিমুখী দ্বিধা ॥

এই যে নিকুঞ্জ দেখ ওহে শ্রীনিবাস । এথা মধ্যা প্রিয়া
সহ কৃষ্ণের বিলাস ॥ মধ্যা ব্যক্তযৌবনা প্রবীণা সর্ব্বমতে ।
ধীরাদিক ভেদত্রেয় মানবিষয়েতে ॥

তত্রৈব ॥

সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যতাকুণ্যশালিনী ।

কিকিৎপ্রগল্ভবচনা মোহাস্তম্বরতক্ষমা ॥

মধ্যা স্যাৎ কোমলা কাপি ৫ মানে কুত্ৰাপি কৰ্কশা ৬ ॥

ত্রিধাসৌ মানবৃত্তিঃ স্যাদ্ধীরাদীরোভয়াত্মিকা ॥

ধীরমধ্যা মানে এই কুঞ্জ পরিসরে । বক্র উক্তি পবিত্র
ভৎসন কৃষ্ণে করে ॥

তত্রৈব ॥

ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং শ্রিয়ং ॥

এ কুঞ্জে অধীরমধ্যা ক্রোধে প্রাণনাথে । নির্ভয় নির্ভূর
বাক্যে সখী স্থখ যাতে ॥

তত্ৰৈব ॥

অধীরা পরুষৈব কৈক্যনিরগ্যেদ্বন্দ্ববং রুধা ॥

ধীরা ধীরমধ্যা কৃষ্ণে বাঙ্গ্যযুক্ত হৈয়া । কহে বক্রবাক্যে
এথা সখীপানে চায়া ॥

তত্ৰৈব ॥

ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাপ্পং বদতি প্রিয়ং ॥

সর্বরসোৎকর্ষ মধ্যা নায়িকা এ হয় । মধ্যা রাধাকৃষ্ণে
এথা আনন্দ বিতরয় ॥

তত্ৰৈব ॥

সর্ব এব রসোৎকর্ষে মধ্যায়ামেব যুজ্যতে ।

যদম্যাং বর্ততে ব্যক্তং মোক্ষ্যপ্রাগলভ্যয়োযুতিঃ ॥

একুঞ্জে প্রগল্ভা পূর্ণযৌবনা সুন্দরী । কৃষ্ণে স্থখ দিতে
কত প্রকাশে চাতুরী ॥ সুরতে উৎসুকা যৈছে কহিল না হয় ।
মানব্রতে প্রগল্ভা ধীরাদি ভেদ ত্রয় ॥

তত্ৰৈব ॥

প্রগল্ভা পূর্ণতারুণ্যা মদাক্কোররজোৎসুকা ।

ভূরিভাবোদগমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা ।

অতিপ্রোঢ়োক্তিচেকাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা ॥

এই কুঞ্জে ধীরপ্রগল্ভা মানেতে প্রবীণা । করি ক্রোধ
গোপন সুরতে উদাসীনা ॥

তত্ৰৈব ॥

উদাস্তে হ্রতে ধীরা সাবহিখাচ সাদরা ॥

অধীর প্রগল্ভা এই নিকুঞ্জভবনে । কর্ণোৎপলে তাড়ে
কৃষ্ণে নিষ্ঠুর তর্জনে ॥

তত্রৈব ॥

সম্ভর্য্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ং ॥

ধীরাধীরপ্রগল্ভার ক্রোধ অলঙ্কিত । এ কুঞ্জে ভঙ্গিতে
কৃষ্ণ তর্জয়ে কিঞ্চিৎ ॥

তত্রৈব ॥

ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে ॥

দেখ শ্রীনিবাস এই কুঞ্জে শ্রীরাধিকা । করায়েন কৃষ্ণে
অভিসার প্রেমাধিকা ॥ শ্রীরাধিকা অভিসার করি সঙ্কোপনে ।
সময়-উচিত বেশে মিলে কৃষ্ণসনে ॥ অভিসারিকা নায়িকা
রাধিকা রূপসী । কভু সখীসঙ্গে কভু একা মিলে আসি ॥

তত্রৈব ॥

যাভিসারয়তে কাস্তং স্বয়ং চাভিসরত্যপি ।

স। জ্যোৎস্না তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা ॥

লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশঙ্কাখিলমগুনা ।

কৃতাবগুণা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ ॥

বাসকসজ্জা নায়িকা এ কুঞ্জভবনে । শয্যাদিক সজ্জা করে
হর্ষে সখীসনে ॥ কৃষ্ণের গমনপথে অর্পয়ে নয়ন । বার বার
দূতীরে করয়ে নিরীক্ষণ ॥ বাসকসজ্জা নায়িকা রাধিকাহৃদয়ী ।
প্রকাশে যে চেষ্টা তাহা কহিতে না পারি ॥

তত্রৈব ॥

স্বাসক-বশাৎ কাস্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ ।

সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসংজ্জিকা ॥

চেষ্ঠা চাস্যাঃ স্মরজ্বীড়া সঙ্কল্লো বত্সবীক্ষণং ।

সখীবিনোদবার্তা চ মুহূর্দুতীক্ষণাদয়ঃ ॥

এই কুঞ্জে মিলনের সঙ্কেত আছিল । কৃষ্ণের বিলম্বে সে
না উৎসাহ ঘুটিল । বাড়িল বিরহ উৎকণ্ঠার সীমা নাই ।
বিরহোৎকণ্ঠিতাবস্থা রাধিকা এথাই ॥ না আইল কেনে কৃষ্ণ
তর্কনা করয় ! হতাপ কম্পাদি চেষ্ঠা কহিল না হয় ॥

তত্ৰৈব ॥

অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়তুৎসুকা তু যা ।

বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥

অস্যাস্ত চেষ্ঠা হতাপো বেপথুর্হেতুতর্কনং ।

অরতির্বাপ্পমোক্ষচ্চ স্বাবস্থাকথনাদয়ঃ ॥

অন্যকাস্তা ভোগচিহ্ন করিয়া ধারণ । করিলেন কৃষ্ণ এই
কুঞ্জে আগমন ॥ অতি ক্রোধে ধ্বষ্ট নায়কের পানে চাই ।
খণ্ডিতা নায়িকাবস্থা রাধার এথাই ॥

তত্ৰৈব ॥

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্ ।

ভোগলক্ষ্মাক্ষিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা ॥

এষা তু রোষ-নিঃশ্বাস-ভূষণীভাবাদিভাগ্ ভবেৎ ॥

বিপ্রলঙ্কাবস্থা নাই তমাল কুঞ্জেতে । আসিবেন কৃষ্ণ না
আইলা চিস্তে চিতে ॥ সেই এ তমালকুঞ্জ দেখ শ্রীনিবাস ।
বিপ্রলঙ্কা চেষ্ঠা যৈছে সর্বত্র প্রকাশ ॥

তত্ৰৈব ॥

কৃষ্ণা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে ।

ব্যথমানাস্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীয়িভিঃ ।

নির্বেদ চিন্তা খেদাশ্রম মূচ্ছা নিঃশ্বিতাদি ভাক্ ॥

এই কুঞ্জে কলহাস্তরিতাবস্থা রাই । মানাস্তে পশ্চাৎ তাপ

করেন এথাই ॥ প্রলাপাদি চেষ্টা যৈছে কহিল না হয় ।

দেখি সখীগণ নানা যুক্তি বিচারয় ॥

তত্রৈব ॥

যা সখীনাং পুরঃ প্রাপ্তং পতিতং বল্লভং রুমা ।

নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহাস্তরিতা হি সা ।

অস্যাঃ প্রলাপ-সস্তাপ গ্লানি নিঃশ্বিতাদয়ঃ ॥

প্রোষিত ভর্তৃকাবস্থা রাধিকা এথাতে । কৃষ্ণ দূরদেশ

গে'লে নারে স্থির হৈতে ॥

তত্রৈব ॥

দূরদেশং গতে কৃষ্ণে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা ॥

প্রিয়সঙ্কীৰ্ত্তনং দৈন্যমস্যাস্তানবজাগরৌ ।

মালিন্যমনবস্থানং জাভ্যং চিন্তাদয়ৌ মতাঃ ॥

কৃষ্ণ লৈয়া অক্রুর যাইতে মথুরায় । এথা যৈছে হৈলা

রাই কহনে না যায় ॥

তথাহি হংসদূত কাব্যে ২ শ্লোকঃ ॥

যদা যাতো গোপীহৃদয়মদনো নন্দ সদনা-

শুকুন্দো গান্ধিন্যাস্তনয়মনুবিন্দন্ মধুপুরীং ।

তদাহমাজ্জীচ্ছিস্তাদগ্নিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ে-

রগাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধা বিরহিণী ॥

কি বলিব অক্রুরের ব্রজে যশ নাই । অদ্যাপি অক্রুরে

ক্রুর কহে দুঃখ পাই ॥ পরস্পর অক্রুরে নিন্দয়ে বার বার ।
 না বুঝয়ে ত্রজের মরম যে প্রকার ॥ গাঙ্গিনী আপন মায়ে
 প্রসবসময় । দিল মহাদুঃখ ইহৌ তাহারি তনয় ॥ অক্রুরের
 নাম কেহ শুনিতে না পারে । মনে করিতেই দুঃখসমুদ্রে
 সাঁতারে ॥ দেখ যমুনার কূলে কুঞ্জ শোভায়য় । এথা রাই
 কাণ্ডু কি আনন্দে বিলসয় ॥ সুরতান্তে রাই যে কহেন কৃষ্ণ
 প্রতি । তাহাই করেন কৃষ্ণ প্রেমাধীন অতি ॥ স্বাধীনভর্তৃ-
 কাবস্থা রাধা প্রকাশয় । তিলে তিলে যে কোঁতুক কহিল
 না হয় ॥

তথাহি শ্রীউজ্জলনীলমণৌ নায়িকাভেদে ৪৯ লক্ষণং ॥

স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা ।

সলিলারণ্যবিক্রৌড়া-কুসুমাবচয়াদিকৃৎ ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই পুষ্পের কাননে । ভ্রমে রাধামাধব
 বেষ্টিত সখীগণে ॥ অনুরাগে রাধিকার উথলয়ে হিয়া । প্রাপ্ত
 প্রেমবৈচিত্র্য দশানুরাগ ক্রিয়া ॥

তত্রৈব স্থায়িভাবপ্রকরণে ১১২ লক্ষণং ॥

সদানুভূত মপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং ।

রাগো ভবন্নবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্ঘ্যাতে ॥

পরস্পরবলীভাবঃ প্রেমবৈচিত্র্যকং তথা ।

অপ্রাণিন্যপি জন্মাতৈশ্চ লালসাভয় উন্নতঃ ।

বিপ্রলস্তে হস্য বিস্কৃর্তিরিত্যাদ্যাঃ স্মরিহ ক্রিয়াঃ ॥

কিবা প্রেমবৈচিত্র্য দশায় প্রেমাধিকা । হইতে বিশেষ
 বুদ্ধি ব্যাকুল রাধিকা ॥ কোথা কৃষ্ণ বলি অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ।
 নিকটেই কৃষ্ণ তাহা স্মৃতি নাই মনে ॥

তত্ৰৈব ॥

প্রিয়স্য সন্নির্কর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ ।

যা বিশ্লেষধিয়াক্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্র্যমুচ্যতে ॥

প্রেমবৈচিত্র্য সম্ভোগ নহে পৃথকত । সম্পন্ন সমৃদ্ধিমান
ইথে সুসঙ্গত ॥ প্রেমবৈচিত্র্য বিলাস হয় পরম মধুর । বর্ণে
কবিগণ যাতে তাপ যায় দূর ॥

গীতে যথা ॥ কামোদঃ ॥

রাই কাণু রসের আবেশে । বৈসে একাসনে সখীগণ
চারি পাশে ॥ কিবা অনুরাগের তরঙ্গ । না ধরে ধৈর্য ধনি
হৈল ক্ষীণ অঙ্গ ॥ সখীরে সুধায় বারে বায়ে । প্রাণনাথ ছাড়ি
কোথা গেলেন আমারে ॥ আর কি পাইব প্রাণনাথে । এত
কহি করাঘাত করে নিজ মাথে ॥ ভাসে দুটি নয়নের জলে ।
ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস লোটায় মহীতলে ॥ রসিকশেখর শ্যামরায় ।
দেখিয়া বিষম দশা প্রবোধে রাধায় ॥ প্রবোধে পরাণ জুড়াইল ।
ঘুচিল বিচ্ছেদবুদ্ধি দুঃখ দূরে গেল ॥ সখী কি কহিলা আঁখি
কোণে । পুলকে বলিত হৈয়া বিলসে গোপনে ॥ কাল
আলিঙ্গয়ে মেলি বাহু । লাজে নতমুখী রাই হাসে লহ লহ ॥
মাধব ধরিতে নারে ধৃতি । মুখে মুখ ঝাপয়ে মদনমদে মাতি ॥
উচকুচ যুগে কর দিতে । না জানে আছয়ে কোথা কত উঠে
চিতে ॥ হাসি নিবীৰন্ধ খসাইয়া । রহয়ে কুসুমশেখে অঙ্গ
গড়াইয়া ॥ তনু তনু মিশা শোছে হেন । নীলমণি কনক
দামিনী ঘন যেন ॥ বাঢ়য়ে কোড়ুক অতিশয় । ছুঁছ বেশ
বিকটিয়া দৌছে নিরিখয় ॥ সময় জানিয়া সহচরী । শ্রম উপ-
শমে কত কহে ধিরি ধিরি ॥ নরহরি সখীর ইঙ্গিতে । করয়ে

স্বভাৱাস স্বৰূপ নিৰ্বাহিতে ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই কালিন্দীকাননে । বিলম্বে কৃষ্ণ
পঞ্চবিধ সখাসনে ॥ চেট বিট বিদূষক পীঠমর্দ আর । প্রিয়-
নৰ্ম্ম এই পঞ্চ সহায় তাঁহার ॥ বিবিধ প্রকারে করে কৃষ্ণের
সহায় । এসব সখার গুণ কেবা নাহি গায় ॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ সহায়ভেদপ্রকরণে ১ লক্ষণং ॥

অথ তস্য সহায়ঃ স্যুঃ পঞ্চধা চেটকো বিটঃ ।

বিদূষকঃ পীঠমর্দঃ প্রিয়নৰ্ম্মসখস্তথা ।

নৰ্ম্মপ্রয়োগে নৈপুণ্যং সদা গাঢ়ানুরাগিতা ।

দেশকালজ্ঞতা দাক্ষ্যং রুষ্টগোপীপ্রসাদনং ।

নিগূঢ়মন্ত্রতেতাদ্যাঃ সহায়ানাং গুণা মতাঃ ॥

এথা কৃষ্ণ চেট ভৃঙ্গ ভঙ্কুরাদি সনে । বিলম্বে মে সব দক্ষ
সকল সন্ধানে ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

সন্ধানশ্চতুরশ্চেটো গূঢ়কৰ্ম্মা প্রগল্ভধীঃ ।

স তু ভঙ্কুরভৃঙ্গাদিকপ্রোক্তাত্র গোকুলে ॥

বিট সখা কড়ার ভারতী আদি এথা । কৃষ্ণবেশ বিন্যাসে
নিপুণাস্থিত প্রথা ॥

তত্রৈব ॥

বেশোপচার কুশলো ধূর্তো গোষ্ঠীবিশারদঃ ।

কামতন্ত্র-কলাবেদী বিট ইত্যভিধীয়তে ।

কাড়রো ভারতী বন্ধ ইত্যাদিবিট ঈরিতঃ ॥

এথা বিদূষক বসস্তাদি সখাগণ । বাঢ়ায় কোড়ুক কৃষ্ণ
করিতে ভোজন ॥

বসন্তাদ্যভিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ ।

বিকৃতান্জ বচোবেশৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ ।

বিদম্ভমাধবে খ্যাতিয়া যথাসৌ মধুমঙ্গলঃ ॥

পৌঠমর্দ শ্রীদাম গুণের অন্ত নাই । করে কত কৃষ্ণের
সহায় এক ঠাই ॥

তত্রৈব ॥

গুণৈর্নায়ককল্লো যঃ প্রেম্না তত্রানুরক্তিমান্ ।

পৌঠমর্দঃ স কথিতঃ শ্রীদামা স্যাদযথা হরে ॥

প্রিয়নশ্ম সখা স্বলাদিক এথায় । কৃষ্ণসুখ যাতে তাহা
করে সর্বথায় ॥

তত্রৈব ॥

আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞঃ সখীভাবসমাপ্তিতঃ ।

সর্বৈভ্যঃ প্রণয়িত্যোহসৌ প্রিয়নশ্মসখো বরঃ ।

স গোকুলে তু স্বলস্তথা স্যাদর্জুনাদিকঃ ॥

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ এ রম্য কাননে । স্বয়ং মিলে গোপিকা
কর্ষয়ে বংশীস্থানে ॥ স্বয়ং দূতী রাধিকাপ্ত-দূতী যৈছে তাঁর ।
তৈছে শ্রীকৃষ্ণের ইথে আনন্দ অপার ॥

তত্রৈব ॥

হরিপ্রিয়া প্রকরণে বক্ষ্যন্তে যাস্তু দূতিকাঃ ।

অত্রাপি তা যথাযোগ্যং বিজ্ঞেয়া রসবেদিভিঃ ॥

তত্র স্বয়ং বংশী চ । স্বয়মিতি স্বয়ং দূতীত্যাখ্যঃ ॥

বীরা বৃন্দাদিক শ্রীকৃষ্ণের আশুদূতী । এ কুঞ্জে মিলার
দৌহে কি অদ্ভুত রীতি ॥

তত্ৰৈব ॥

বীরা বৃন্দানিরপ্যাগুদুতী কৃষ্ণস্য কীর্তিতা ।

বীরা প্রগল্ভবচনা বৃন্দা চাটুস্তিপেশলা ॥

অম্যাঃ সাধারণা দূতো বীরাদ্যাঃ কথিতা হরেঃ ।

লিপ্সিন্যস্তাস্ত বক্ষ্যন্তে যাস্তাঃ সাধারণা দ্বয়োঃ ॥

কি বলিব এথা সখ্যাদিক রাধিকার । করয়ে সহায় যৈছে
না হয় বিস্তার ॥ রাধিকার সখী পঞ্চবিধা সখী আর । নিত্য-
সখী প্রাণসখী আদি এ প্রচার ॥ এ সকল সখী গৈয়া রাধিকা-
হৃদয়ী । এই কুঞ্জে রহেন কৃষ্ণের পথ হেরি ॥

তত্ৰৈব ॥

তাস্ত বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ সখ্যঃ পঞ্চবিধা মতাঃ ।

সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাঞ্চন ।

প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রের্ষসখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ ॥

সখী কুসুমিকা বিদ্যা ধনিষ্ঠাদি এথা । যতনে সাধয়ে
রাধিকার মন কথা ॥

তত্ৰৈব ॥

সখ্যঃ কুসুমিকা বিদ্যা ধনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

নিত্যসখী কন্তুরী মণিমঞ্জরিকাদি । এথা রাধা মনোবৃত্তি
সাধে নিরবধি ॥

তত্ৰৈব ॥

নিত্যসখ্যাস্ত কন্তুরীমণিমঞ্জরিকাদয়ঃ ॥

প্রাণসখী বাসন্ত্যাদি রাধা তুল্য প্রায় । এই কুঞ্জে রাধা-
কৃষ্ণ কোতুক বাঢ়য় ॥

তত্ৰৈব ॥

প্রাণসখ্যঃ শশিমুখীবাসন্তীলাসিকাদয়ঃ ।

গতা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ প্রায়েণেমাঃ স্বরূপতাং ॥

স্বরূপতাং তুল্যতামিত্যর্থঃ ॥

প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী আদি অনুপমা । এ কুঞ্জে বিহ্বল দেখি
দৌহার স্মৃতি ॥

তত্রৈব ॥

প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী স্মৃতিয়া মদনালসা ।

কমলামাধুরীমঞ্জুকেশীকন্দর্পসুন্দরী ॥

মাধবীমালতীকামলতাশশিকলাদয়ঃ ॥

পরম-প্রেষ্ঠসখী ললিতাদিক এথায় । দৌহে মিলাইয়া
মহা উল্লাস হিয়ায় ॥

তত্রৈব ॥

পরমপ্রেষ্ঠসখ্যস্ত ললিতা সবিশাখিকা ।

সুচিত্রা চম্পকলতা ভুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখিকা ।

রঙ্গদেবী সুদেবী চেত্যর্কৌ সর্বগণাগ্রিমাঃ ।

আসাং স্তুত্ব দ্বয়োরেব প্রেম্নঃ পরমকার্ত্তয়া ।

কচিজ্জাতু কচিজ্জাতু তদাধিক্যমিবেক্ষ্যতে ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই নিকুঞ্জ আবাসে । স্বয়ং দূতী আগু-
দূতী চাতুর্য্য প্রকাশে ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

অখাশ্রিতসহায়ানাং কৃষ্ণসঙ্গমভক্ষয়া ।

এতাসাং পূর্বরাগাদৌ দূত্যযুক্তি বিলিখ্যতে ।

দূতী স্বয়ং তথাগু চ দ্বিধাত্রে পরিকীর্তিতা ॥

স্বয়ং দূতী এথা কৃষ্ণে করিয়া দর্শন । বাচিকাজিক চাক্ষুষে

সাধে প্রয়োজন ॥ স্বয়ং দূতী জীরাধিকা সর্ববাংশে প্রবীণা ।
বিলম্বে এ কুঞ্জে স্থখের নাহি সীমা ॥

তত্বেব ॥

অত্যোৎসুক্যক্রটদ্রীড়া যা চ রাগাদিমোহিতা ।
স্বয়মেবাভিযুক্তো মা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা ॥
স্নাত্তিযোগাস্ত্রিধা প্রোক্তা বাচিকাস্থিচাক্ষুষাঃ ॥
ওহে শ্রীনিবাস এই কদম্বকাননে । সদা রাধাসুখ বাঞ্ছে
আপুদৃতীগণে ॥ আপুদৃতীগণ চেক্টা কহিল না হয় । অমি-
তার্থা নিস্কর্টার্থা পত্রহারী ত্রয় ॥

তত্বেব ॥

ন বিশ্রান্তস্য ভঙ্গং বা কুর্যাৎ প্রাণাশ্রয়েষপি ।
স্নিগ্ধা চ বাগ্বিনী চাসৌ দূতী স্যাদেন্দোপস্বক্ৰবাং ।
অমিতার্থা নিস্কর্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা ॥
বিশ্রান্তো বিশ্বাস ইত্যর্থঃ—
অমিতার্থা দূতী অতি-প্রবীণা ইঙ্গিতে । যচিয়া উপায়
দৌহে মিলায় এখাতে ॥

তত্বেব ॥

জ্ঞানাস্ত্রিধেন যা ভাবং দ্বয়োরেকতরস্য বা ।
উপায়ৈর্মিলয়েতৌ দ্বাবমিতার্থা ভবেদিয়ং ॥
নিস্কর্টার্থা দূতীকে অর্পয়ে কার্যভার । এ কুঞ্জে করেন
যুক্তি ঘটনা দৌহার ॥

তত্বেব ॥

বিন্যস্তকার্যভারা স্যাদ্ধয়োরেকতরং বা ।
যুক্ত্যেতৌ ঘটয়েদেধা নিস্কর্টার্থা নিগদ্যতে ॥

পত্রহারী দূতীমাত্র পত্রিকা লইয়া । দেন দৌহে, দৌহে
মিলে নিকুঞ্জে আসিয়া ॥

তত্রৈব ॥

সন্দেশমাত্রং যা যুনোন্নয়েৎ সা পত্রহারিকা ॥

দূতী শিল্পকারী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী আর । পরিচারিকা
ধাত্রেয়ী সর্বত্র প্রচার ॥ বনদেবী সখী আদি এ সব কুঞ্জেতে ।
নিজ নিজ গুণ প্রকাশয়ে হর্ষচিত্তে ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

তাঃ শিল্পকারী-দৈবজ্ঞা-লিঙ্গিনী-পরিচারিকাঃ ।

ধাত্রেয়ী বনদেবী চ সখী চেত্যাদয়ো ব্রজে ॥

শিল্পকারী নানা শিল্পে প্রবীণা এথায় । দেখাইয়া শিল্প,
স্বখী করেন দৌহায় ॥ দৈবজ্ঞাপ্তদূতী গণনায় বিচক্ষণা । কহে
এই কুঞ্জে অদ্য দৌহার ঘটনা ॥ লিঙ্গিনী-তাপসীবেশা যৈছে
পৌর্ণমাসী । পৌর্ণমাসী দৌহে মিলায়েন এথা আসি ॥

তত্রৈব ॥

লিঙ্গিনী তাপসীবেশা পৌর্ণমাসীবদীরিতা ॥

পরিচারিকা লবঙ্গমঞ্জর্যাদি রঙ্গে । রাধিকারে এ কুঞ্জে
মিলান কৃষ্ণসঙ্গে ॥

তত্রৈব ॥

লবঙ্গমঞ্জরী ভানুমত্যাद्याঃ পরিচারিকাঃ ॥

ধাত্রেয়ী যাবট হৈতে আনিয়া রাধায় । এ কুঞ্জে কৃষ্ণের
সহ কোঁতুকে মিলায় ॥ বনদেবীগণ বনে রহে সর্বক্ষণ । এই
কুঞ্জে দেখে নাই কাণুর মিলন ॥ সখী এই কুঞ্জে দৌহে

কোঁতুকে মিলায় । সখীরিত বিদিত কে বা না যশ গায় ॥

তত্রৈব ॥

আত্মনোহ্যপ্যধিকং প্রেম কুর্বাণান্যোন্যমচ্ছলং ।

বিশ্রান্তিণী বয়োবেশাদিভিজ্জল্যা সখী মতা ॥

বাচ্যব্যঙ্গমিতি দ্বেধা তদুভয়ভয়োরপি ॥

তত্তস্যঃ সখ্যাঃ—

উভয়োর্নায়ক নায়িকয়োরিত্যর্থঃ ॥

বিবিধ প্রকারে এই নিকুঞ্জ আলায়ে । সন্তোকে দৌহার
স্থ সখী বিস্তারয়ে ॥ মুখ্য গৌণ রূপে সন্তোগ অষ্ট পরকার ॥
পূর্ব রাগাদিকে সংক্ষিপ্তাদি এ প্রচার ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যামিষেবয়া ।

যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সন্তোগ ঈর্ষ্যতে ॥

মনীষিভিরয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ ।

মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াং সন্তোগঃ স চতুর্বিধঃ ॥

তান্ পূর্বরাগতো মানাং প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ ।

জাতান্ সংক্ষিপ্ত-সঙ্কীর্ণ-সম্পন্নক্ৰিমতো বিদুঃ ॥

পূর্বরাগে সংক্ষিপ্ত সন্তোগ সংক্ষেপেতে । সখী দৌছে
মিলান স্তপ্রকারে এখাতে ॥

তত্রৈব ॥

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসত্রোড়িতাদিভিঃ ।

উপচারামিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ ॥

বিবিধ প্রকারে মান ভজন হইলে । এখা সঙ্কীর্ণ সন্তোগে
স্থ সখীমিলে ॥

তত্রৈব ॥

যত্র সঙ্কীৰ্যমাণাঃ স্যাব্যালীকস্মরণাদিভিঃ ।

উপচারাঃ স সঙ্কীৰ্ণাঃ কিঞ্চিত্তপ্তক্ষুপেশলঃ ॥

অদূর প্রবাসে সম্পন্ন সে ভেদদ্বয় । এথাতে সম্ভোগ
সুখ সখী আসাদয় ॥

প্রবাসাৎ সঙ্গতে কাশ্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈরিতঃ ।

দ্বিধা স্যাদাগতিঃ প্রাত্তুর্ভাবশ্চৈত্ৰি স সঙ্গমঃ ॥

আগতিঃ ॥

লৌকিক ব্যবহারেণ স্যাদাগমনমাগতিঃ ॥

প্রাত্তুর্ভাবঃ ॥

প্রেষ্ঠানাং প্রেমদংৱস্তবিস্বলানাং পুরো হরিঃ ।

আবির্ভবত্যকস্মাদাং প্রাত্তুর্ভাবঃ স উচ্যতে ॥

সমুদ্ভিয়ান্ সম্ভোগ সুদূর প্রবাসে । আচ্ছন্ন প্রকাশ ভেদে
এ কুঞ্জে দিলাসে ॥

তত্রৈব ॥

হ্রস্বভালোকযোৰ্যনোঃ পাবতস্ত্যাবিস্বক্কয়োঃ ।

উপভোগাতিরেকো যঃ কীৰ্ত্যতে স সমুদ্ভিয়ান্ ॥

ছন্নপ্রকাশভেদেন কৈশিচিদেমাং দ্বিরূপতা ।

ইন্টাপ্যত্র নহি প্রোক্তা নাত্যুল্লাসকরী যতঃ ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই পথে রাই রঙ্গে । প্রবেশয়ে এ কুঞ্জ-
ভবনে গণসঙ্গে ॥ রাধিকার গণ যত অন্ত নাই তার । ললি-
তাদি সখী মধ্যে শোভা চমৎকার ॥ সর্ব গুণে পরিপূর্ণা সখী
শ্রীললিতা । রত্নপ্রভা আদি অষ্ট গুণে সুবেষ্টিতা ॥

তথাহি শ্রীবৃহৎকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাসাং ॥

রত্নপ্রভা রতিকলা স্রভদ্রা ভদ্ররেখিকা ।
 স্মৃখী চ ধনিষ্ঠা চ কলহংসী কলাপিনী ॥
 বিশাখার সৌন্দর্য্য উপমা নাহি হয় । বেষ্টিত মাধবী
 আদি গণাক্ষে শোভয় ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

মালতী মাধবী চন্দ্ররেখিকা কুঞ্জরী তথা ।
 হরিণী চপলানাম্নো অরভী চ শুভাননা ॥
 সন্দাংশে প্রনীণা স্ফুটিতাদি স্ফুটরিতা । কুরঙ্গাক্ষী আদি
 নিজ গণাক্ষে অস্থিতা ॥

তত্রৈব ॥

কুরঙ্গাক্ষী স্ফুটরিতা মণ্ডলী মণিকুণ্ডলা ।
 চন্দ্রিকা চন্দ্রলতিকা কুন্দকাঙ্ক্ষী স্মন্দরা ॥
 চম্পকলতার অতি অদ্ভুত মাধুর্য্য । রসালিকা আদি অক্ট-
 গণে শোভাশ্চর্য্য ॥

তত্রৈব ॥

রসালিকা তিলকিনী সৌরসেনী স্নগন্ধিকা ।
 কামিনী কামনগরী নাগরী নাগবেণিকা ॥
 শ্রীরঙ্গদেবীর রূপে কেবা পৈর্য্য ধরে । মঞ্জু মেধাদিগণাক্ষে
 শোভা চিত্ত করে ॥

তত্রৈব ॥

মঞ্জুমেধা স্নমধুরা স্নমধ্যা মধুরেক্ষণা ।
 তনুমধ্যা মধুসান্ধা গুণচূড়া বরাঙ্গদা ॥
 স্নদেবী রাধিকা প্রীতে সদা প্রফুল্লিতা । তার অক্টগণ
 স্নভদ্রাদি বিদিতা ॥

ତତ୍ରୈବ ॥

ଦୁଃଖଭଦ୍ରା ରମୋତ୍ତୁଙ୍ଗା ରଞ୍ଜବାଟୀ ସୁମଞ୍ଜତା ।

ଚିତ୍ରଲେଖା ବିଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ ସେଦିନୀ ମଦନାଳୟା ॥

ଦୁଃଖବିନ୍ୟା ପରମରୂପସୀ ଶୋଭା ଅତି । କଳକଣ୍ଠୀ ଆଦି
ଅଷ୍ଟ ଗଣାନ୍ତୁତ ରୀତି ॥

ତତ୍ରୈବ ॥

କଳକଣ୍ଠୀ ଶଶିକଳା କମଳା ମଧୁରେନ୍ଦିରା ।

ଇନ୍ଦୁଲେଖା ସର୍ବଚିତ୍ରାକର୍ଷେ ଅଚରିତେ । କାବେରୀ ଆଦି ଗଣାଷ୍ଟ
ଉପମା କି ଦିତେ ॥

ତତ୍ରୈବ ॥

କାବେରୀ ଚାରୁକବରୀ ଅକେଶୀ ଗଞ୍ଜୁକେଶିକା ।

ହାରହୀରା ମହାହୀରା ହାରକଣ୍ଠୀ ମନୋହରା ॥

ଓହେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଲଳିତାଦି ଗଣସଞ୍ଜେ । ଏହି କୁଞ୍ଜେ ଦୌହାର
ମିଳନ ଦେଖି ରଞ୍ଜେ ॥ ତିଳେ ତିଳେ ଉଲ୍ଲାସେ ଧରିତେ ନାରେ ହିୟା ।
ଲଳିତାଦି ସଖୀର ପରମାନ୍ତୁତ କ୍ରିୟା ॥

ତଥାହି ଶ୍ରୀଉଜ୍ଜ୍ୱଳନୌଲମଣୀ ॥

ମିଥଃ ପ୍ରେମ ୧ ଶୃଙ୍ଗୋଽକୀର୍ତ୍ତି ୨ ସ୍ତବ୍ୟୋ ରାମକ୍ତିକାରିତା ୩ ।

ଅଭିସାରୋ ୪ ହସ୍ୟୋରେବ ସନ୍ଧ୍ୟା କୃଷ୍ଣେ ସମର୍ପଣ ୫ ।

ନର୍ମ୍ୟା ୬ ସ୍ବାମନ ୭ ନେପଥ୍ୟ ୮ ହୃଦୟୋଦ୍ଧାଟପାଟବଂ ୯ ।

ଚିତ୍ରସଂସ୍ମୃତି ୧୦ ରେତସ୍ୟାଃ ପତ୍ୟାଦେଃ ପରିବନ୍ଧନା ୧୧ ॥

ଶିକ୍ଷା ୧୨ ସଞ୍ଜଞ୍ଜନଂ କାଳେ ୧୩ ସେବନଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦିଭିଃ ୧୪ ।

ତତ୍ତ୍ୱାବୃତ୍ତ୍ୟୋରୁପାଳମ୍ଭଃ ୧୫ ସମ୍ବେଶପ୍ରେଷଣଂ ତଥା ୧୬ ॥

ନାୟିକାପ୍ରାଣସଂରକ୍ଷା ଶ୍ରୀୟଦ୍ଭାବ୍ୟାଃ ୧୭ ସଖୀକ୍ରିୟା ॥

ଓହେ ଶ୍ରୀନିବାସ କହିବାର ମାଧ୍ୟ ନାହି । କୃଷ୍ଣ ମନୋହିତ

পুষ্পবাটী এক ঠাই ॥ কি অপূর্ব শোভা এই বনের ভিতর ।
 গুণাভীত লঙ্গরূপ নাম গোপীশ্বর ॥ এই সদাশিব বৃন্দা বিপিন
 পালয় । ইহাঁকে পূজিলে সর্বকর্য্য সিদ্ধ হয় ॥ গোপীগণ
 সদা কৃষ্ণ সঙ্গের লাগিয়া । নিরন্তর পূজে যত্নে নানা দ্রব্য
 দিয়া ॥ কহিতে কি পারি যে মহিমা গুরুতর । গোপিকা
 পূজিত তেঞি নাম গোপীশ্বর ॥ ইন্দ্রাদি দেবতা স্তুতি করয়ে
 মদায় । বৃন্দাবনে প্রীতিবৃদ্ধি ইহার কুপায় ॥

তথাহি ॥

শ্রীমদগোপীশ্বরং বৃন্দে শঙ্করং করুণাময়ং ।

সর্বক্লেশহরং দেবং বৃন্দারণ্যরতিপ্রদং ॥

তথাচ স্তবামৃতলহর্যাং ॥

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোমসোম-

মৌলে সনন্দন-সনাতননারদেভ্যঃ ।

গোপেশ্বরব্রজবিলাসিগুণাজি পদ্মে

প্রেম প্রযচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে ॥

দেখ ব্রহ্মকুণ্ড এই পরম নির্জ্জন । বহু গুণ্মলতাবৃত অতি
 সুশোভন ॥ এথা স্নান এক রাতি উপবাস কৈলে । গন্ধকর্বাদি
 সহ জীড়া করে কুতূহলে ॥ প্রাণত্যাগ হৈলে বিফুলোক
 প্রাপ্তি হয় । ব্রহ্মকুণ্ড মহিমা পুরাণে ব্যক্ত হয় ॥

তথাহি আদিবারাহে ॥

তত্র ব্রাহ্মে মহাভাগে বহুগুণ্মলতাবৃতে ।

তত্র স্নানং প্রকুর্বাতি একরাত্রৌষিতো নরঃ ॥

গন্ধকৈরঙ্গরোভিশ্চজীড়মানঃ স মোদতে ।

তত্রাত্ম মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

ব্রহ্মকুণ্ড পার্শ্বে আর যে যে চমৎকার । তাহা কি কহিব
কৈল পুরাণে প্রচার ॥

তথাহি বারাহে ॥

তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বে হশোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ ।

বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী ।

স পুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ ।

ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিং ॥

এথা বৃন্দাদেবী মনোবৃত্তি প্রকাশিল । নারদমুনির মনো-
রথ পূর্ণ কৈল ॥ ওহে শ্রীনিবাস এই বেণুকূপ হয় । এথা
কৃষ্ণচন্দ্রের কোঁতুক অতিশয় ॥ প্রিয়াগণ তৃষ্ণায়ুক্ত কৃষ্ণ তা
জানিয়া । ভূমিতলে দিলা দৃষ্টি বেণু করে লৈয়া ॥ বেণু ফুকি-
তেই শব্দ প্রবেশে পাতালে । অকস্মাৎ হৈল কূপ পরিপূর্ণ
জলে ॥ সবে জলপান করি প্রশংসে কৃষ্ণেরে । বেণুকূপ নাম
তেঞি বিদিত সংসারে ॥ ওহে শ্রীনিবাস কালিদমনের দিনে ।
দাবানল পান কৃষ্ণ কৈলা এই খানে ॥ এই দাবানল স্থান যে
করে দর্শন । সংসার দাবান্নি হৈতে হয় বিমোচন ॥ এই শ্রী-
গোবিন্দস্বামি তীর্থ মহোত্তম । দেখহ অপূর্ব শোভা নাহি
যার সম ॥ এথা স্নান কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ । এথা গোবি-
ন্দে অতি অদ্ভুত বিলাষ ॥

তথাহি সৌরপুরাণে ॥

গোবিন্দস্বামিতীর্থাখ্যমস্তি তীর্থং মহোত্তম ! ।

বাহুদেবতম্ভস্য বিষ্ণোরভ্যন্ত দুর্লভং ॥

গোবিন্দস্বামিনামাত্র বসত্যর্চ্যম্ অকোহুচ্যতঃ ।

তত্র স্নাত্ব তমভ্যর্চ্য নুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ ॥

ব্রজে নানা লীলা শুনি সাধুর্যাদি যত । ব্রজাদি অগম্য
আনে জানিব বা কত ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০৪ শ্লোকঃ ॥

ন ব্রজা নচ নারদো নহি হরো ন প্রেমভক্তোত্তমাঃ

সম্যগ্ জ্ঞাতুমিহাঙ্গসাহঁতি তথা যস্যোল্লসমাধুরীং ।

কিস্ত্বেকো বলদেব এব পরিতঃ সার্কিং স্বমাত্রা ক্ষুটং

প্রেম্নাপ্যুদ্ধব এষ বেত্তি নিতরাং কিং স ব্রজো বর্ণ্যতে ॥

সর্ব চিত্তাকর্ষ এই দ্বাদশ কানন । ভূমিগত হৈয়া ভক্ত-
বন্দে অনুক্ষণ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৮ শ্লোকঃ ॥

গন্ধবাকুল-ভৃঙ্গসঞ্চয়চমু-সংস্পৃষ্ট-পুষ্পোৎকরৈ-

ভ্রাজৎকল্পলতাপলাশিনিকরৈর্বিভ্রাজিতানি ক্ষুটং ।

যানি ক্ষারতড়াগপর্বতনদীবৃন্দেন রাজস্ব্যহো

কৃষ্ণপ্রের্ঠবনানি তানি নিতরাং বন্দে সুহৃদ্বাদশ ॥

ওহে শ্রীনিবাস ভক্ত সদা সংপ্রার্থয়ে । অন্য প্রসঙ্গেও
যেন ব্রজে বাস হয়ে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০৫ শ্লোকঃ ॥

অন্যত্র কণমাত্রমচ্যুতপু্রে প্রেমাম্বতাস্তোনিধি-

স্নাতোহপ্যচ্যুতসজ্জনৈরপি সমং নাহং বসামি কচিৎ ।

কিস্ত্বত্র ব্রজবাসিনামপি সমং যেনাপি কেনাপ্যলং :

সংলাপৈর্মম নির্ভরঃ প্রতিমুহূর্বাসোহস্ত নিত্যং সম ॥

ব্রজভূমে বৈসে যে সে কৃষ্ণপ্রিয় হন । তা সবারে বন্দে
নিত্য ভাগ্যবস্তৃগণ ॥

তথাহি স্তম্ভাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০০ শ্লোকঃ ॥

মুদা যত্র ব্রজা তৃণনিকরগুণ্মাদিষু পরং

সদা কাঙ্ক্ষ্যে জন্মার্পিতবিবিধকৰ্ম্মাপ্যনুদিনং ।

ক্রমাদেব তত্রৈব ব্রজভূবি বসন্তি প্রিয়তমা

ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরমবিনয়াং পুণ্যখচিতাঃ ॥

ব্রজস্থিত তৃণগুণ্ম কীটাদিক যত । সে সবে প্রণমে

ভাগ্যবন্ত অবিরত ॥

তথাহি তত্রৈব ১০২ শ্লোকঃ ॥

যৎকিঞ্চিৎ তৃণগুণ্মকীটকমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ

সৰ্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরং ।

শাস্ত্রেণৈব মুহুমূৰ্ছঃ স্ফুটমিদং নিষ্কণ্ডিতং যাক্রয়া

ব্রজাদেবপি সংস্পৃহেণ তদিদং সৰ্বং ময়া বন্দ্যতে ॥

কেহো রাধাকৃষ্ণ নামোচ্চারি মেত্রনীরে । কৃষ্ণকেলি-

স্থান সিঞ্চিবারে বাঞ্ছা করে ॥

তথাহি তত্রৈব ১০৩ শ্লোকঃ ॥

ভ্রমন্ কচ্ছে কচ্ছে ক্ষিতিধরপতের্বজ্রিমগতৈ-

লপন্ রাধে কৃষ্ণেত্যনবরতমুন্মত্তবদহং ।

পতন্ কাপি কাপ্যুচ্ছ্বলিতনয়নদ্বন্দ্বসলিলৈঃ

কদা কেলিস্থানং সকলমপি সিঞ্চামি বিকলঃ ॥

ওহে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের মাধুরী । মনে অভিলাষ সদা
রাখি নেত্রে ভরি ॥ তোমা দৌহা লৈয়া মহা আনন্দে ভ্রমিহু ।

পুন না হইবে হেন মনে বিচারিহু ॥ জন্মে জন্মে তুমি দুই
প্রভুর কিঙ্কর । এত কহি পণ্ডিতের অধৈর্য্য অন্তর ॥ নরো
স্তম শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুর । নেত্রজলে ভাসে দৌহে ধৈর্য্য

গেল দূর ॥ পণ্ডিতের পদতলে পড়ে লোটাইয়া । পণ্ডিত
নয়নজলে সিঞ্জে কোলে লৈয়া ॥ রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যের চরিত্র
কীর্তনে । হইলেন দত্তদেহ স্মৃতি নাই মনে ॥ স্বন্দাবনভূমে
প্রণমিয়া বারবার । করে যে প্রার্থনা তা কহিতে নাই পার ॥
এইরূপ নির্জনে বসিয়া তিন জন । করিলেন কতক্ষণ ধৈর্য্যা-
বলম্বন ॥ চলিলেন শ্রীগোবিন্দদেবের দর্শনে । ষাঁর রূপ মাধু-
র্যাদি বর্ণে বিভ্রমগণে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

স্বন্দাবনে কল্পবৃক্ষ সুবর্ণসদন । মহাযোগপীঠ তাহা রত্ন-
সিংহাসন ॥ তাতে বসিয়াছে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন । শ্রী-
গোবিন্দ নাম সাক্ষাৎ মন্থমথন ॥ ষাঁর ধ্যান লোকে সদা
করে পদ্মাসনে । অষ্টাদশাকর মন্ত্রে করে উপাসনে ॥ সাক্ষাৎ
ব্রজেন্দ্রনন্দন ইথে নাহি আন । যেই অজ্ঞ জন করে প্রতিমা
হেন জ্ঞান ॥ সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার । ষোর
নরকে পড়য়ে কি বলিব আর ॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্তে ॥

প্রাপ্যাপি ছল্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং ।

যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈস্তে রাত্না বঞ্চিতশ্চিরং ॥

দ্রষ্টুং ন যোগ্যা বক্তুং বা ত্রিযু লোকেযু তেহধমাঃ ।

শ্রীগোবিন্দপদবন্দে বিমুখা যে ভবন্তি হি ॥

তথাচ ॥

দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং ।

রঞ্জে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিয়া তিন জন । হৈল মহানন্দ জুড়া-

“ইল নেত্র মন ॥ শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত তিনে দেখিয়া উল্লাসে । শ্রী-
মালা প্রসাদ দিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসে ॥ রাঘবপণ্ডিত ক্রমে সব
নিবেদিয়া । সর্বত্র দর্শন কৈলা উল্লাসিত হৈয়া । শ্রীজীব-
গোস্বামির বাসা গেলেন ছুরায় । শ্রীজীবের মহানন্দ দেখিয়া
সবায় ॥ শ্রীরাঘবপণ্ডিত গোস্বামী শ্রীজীবেরে । কহিল সকল
শুনি উল্লাস অন্তরে ॥ দুই এক দিবস রহিরা বৃন্দাবনে ।
রাঘবপণ্ডিত শীত্র গেলা গোবর্দ্ধনে ॥ ওহে শ্রোতা মথুরামণ্ডল
পরিজ্ঞমা । সংক্ষেপে কহিল ইথে অদ্ভুত মহিমা । এ মাহাত্ম্য
যত্নে পড়ে যে সবে শুনয় । শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত সে উদ্ধারে
পক্ষদ্বয় ॥

তথাহি আদিবরাহে ॥

যে পঠন্তি মহাভাগে শৃণুন্তি চ সমাহিতাঃ ।

মথুরায়াম্চ মাহাত্ম্যং তে যাস্তি পরমাং গতিং ॥

কুলানি তে তারয়ন্তি হে শতে পক্ষয়োদ্বয়োঃ ॥

শ্রীব্রজমণ্ডল ভ্রমণেতে স্থখ যত । সেই সে জানিয়ে যে
ব্রজের অনুগত ॥ ব্রজে লীলাস্থলী নাম করহ কীর্তন ।
অনায়াসে হবে সব বাঞ্ছিত পূরণ ॥ লীলা আনন্দহ ভক্ত-
গণের সহিতে । মিলিবে নিশ্চল ভক্তি ভক্তের কৃপাতে ॥
ভক্তস্থানে সাবধান হবে সর্বমতে । যেন কোন অকৌশল
নহে তাঁর চিতে ॥ অকৌশল হইলে সব হয় অন্তরায় । প্রসঙ্গ
পাইয়া কিছু কহিয়ে এথা ॥ এক দিন শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী
বৃন্দাবনে । ভাবয়ে মানসে মহা উল্লাসিত মনে ॥ রাধিকার
বেশ বিরচয়ে সখীগণ । পৃষ্ঠদেশে রহি কৃষ্ণ করে নিরী-
ক্ষণ ॥ কৃষ্ণ যে দেখেন তাহা রাধিকা না জানে । জানাইতে

সখীর.কোতুক বাড়ে মনে ॥ বিচিত্রবন্ধানে কেশ করিয়া
বন্ধন । রাধিকার আগে সখী ধরিল। দর্পণ ॥ শ্রীরাধিকা নিজ
মুখশোভা নিরখিতে । কৃষ্ণমুখচন্দ্র দেখে সেই দর্পণেতে ॥
ব্যস্ত হইলেন রাই লজ্জা অতিশয় । লইয়া বসন শীত্রে সর্বাক
ঝাঁপয় ॥ সখীগণ হাসে মহাকোতুক হইল । শ্রীরূপগোস্বামী
সেই সঙ্গেই হাসিল ॥ হেনকালে আইলা বৈষ্ণব এক জন ।
শ্রীরূপে দেখিতে অতি উৎকৃষ্ট মন ॥ শ্রীরূপ হাসেন দেখি
কিছু না কহিলা । বিমর্ষ হইয়া সনাতন আগে গেলা ॥ বৈষ্ণব
কহয়ে গেলু শ্রীরূপ দেখিতে । আমারে দেখিয়া তেঁহ লাগিলা
হাসিতে ॥ মনোদুঃখী হৈয়া তাঁরে কিছু না কহিনু । না বুঝি
কারণ কিছু জিজ্ঞাসিতে আইনু ॥ যে নিমিত্ত হাসে তা
কহিলা সনাতন । শুনি বৈষ্ণবের হৈল খেদযুক্ত মন ॥ বৈষ্ণব
কহেন এ সময়ে কেন গেলু । তাঁর মন না বুঝিয়া অপরাধ
কৈনু ॥ ঐছে সে বৈষ্ণব অতি ব্যাকুল হইলা । সনাতন-
গোস্বামী তাঁহারে স্থির কৈলা ॥ এথা রূপ মগ্ন ছিল। লীলা-
দরশনে । সে আনন্দ অন্তর্দ্বান হৈল সেই ক্ষণে ॥ শ্রীরূপ
ব্যাকুল হৈয়া চতুর্দিকে চায় । মনে স্থির কৈল কেহ আইলা
এথায় ॥ অপরাধ হৈল মোর তাঁর অসম্মানে । ঐছে বিচারিয়া
চলে গোস্বামির স্থানে ॥ সে বৈষ্ণব শ্রীরূপের গমন দেখিয়া ।
ভ্রমে পড়ি প্রণময়ে কথো দূরে গিয়া ॥ অতিদীনপ্রায় শ্রী-
রূপের প্রতি কয় । অপরাধ কৈনু মুঞি ক্ষম মহাশয় ॥ এই
কতক্ষণ হৈল তথা গিয়াছিনু । না বুঝি তোমার ক্রিয়া মনে
কিছু কৈনু ॥ গোস্বামির পাশে আঁসি কৈনু নিবেদন । তেঁহ
অনুগ্রহ করি ঘুচাইলা ভ্রম ॥

তুমি যদি অনুগ্রহ করহ আমারে । তবে মন স্থির হয়
ক্ষুহিনু তোমায়ে ॥ শুনিয়া শ্রীরূপ অতি কাতর অন্তরে ।
ভূমে পড়ি প্রণমি কহয়ে যোড় করে ॥ অপরাধ কৈনু কত
কহিতে না পারি । অপরাধ ক্ষম মোর অনুগ্রহ করি ॥ ভক্তি-
রসাবেশে দৌহে দৈন্য বহু কৈল । অপরাধ ক্ষমাইয়া দৌহে
স্থির হইল ॥ দৌহে আইলা সনাতনগোস্বামির পাশে । কথো-
ক্ষণ মগ্ন হৈলা কৃষ্ণকথা রসে ॥ শ্রীরূপের এ প্রসঙ্গ সকলে
শুনিল । শুনিয়া সবার অতি বিস্ময় হইল ॥ ওহে ভাই বৈষ্ণ-
বেতে সাবধান হবে । প্রাণপণ করি অপরাধ ক্ষমাইবে ॥
বৈষ্ণবের দোষ দৃষ্টে হবে সাবধান । নিরন্তর করিবে বৈষ্ণ-
বের গুণ গান ॥ পূর্ব পূর্ব ভাগবতগণ এই কয় । বৈষ্ণবের
ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু প্রিয়ভক্ত-
দ্বারে । অন্যেরে দিলেন শিক্ষা এইত প্রকারে ॥ ভক্ত পাদ-
পদ্ম ধরি মস্তক উপর । ভক্তিরস সাগরে ডুবহ নিরন্তর ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি । ভক্তিরত্নাকর কহে দাস
নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ব্রজপরিক্রমাদিবর্ণনং নাম
পঞ্চমস্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

অথ ষষ্ঠতরঙ্গ ।

-ঃ*ঃ-

জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ গুণমণি । জয় নিত্যানন্দ রাম
 প্রেমরত্ন থনি ॥ জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র করুণার সিন্ধু । জয় গদা-
 ধর পণ্ডিতের প্রাণবন্ধু ॥ জয় জয় দয়াময় পণ্ডিত শ্রীবাস ।
 জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস ॥ জয় জয় শ্রীস্বরূপ রূপ
 মনাতন । জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তগণ ॥ জয় জয় শ্রোতা-
 গণ গুণের আলয় । এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ শ্রী-
 নিবাসাচার্য্য নরোত্তম দুই জনে । বিলম্বে পরম আনন্দে
 বন্দাবনে ॥ একদিন শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুর । নরোত্তম প্রতি
 কহে বচন মধুর ॥ আজি নানা মঙ্গল দেখিয়ে ক্ষণে ক্ষণ ।
 স্পন্দন করয়ে বাহু দক্ষিণ নয়ন ॥ অকস্মাৎ মহাসুখ উপজয়ে
 চিতে । অবশ্য মিলিব কোন বৈষ্ণবসহিতে ॥ নরোত্তম করয়ে
 শুনিয়া তাঁর কথা । সেই দুঃখী কৃষ্ণদাস মিলিবেন এথা ॥ ঐছে
 কত কহে বিচারিয়া হর্ষ মনে । চলিলেন জীবগোস্বামির দর-
 শনে ॥ এথা শ্যামানন্দ আইলা গোসাঞির বাসায় । গোসাঞি
 পাইলা প্রীত তাঁহার চেকড়ায় ॥ পূর্বে জানাইল এই শ্যামা-
 নন্দ রীত । এবে কিছু কহি যাতে হয় মহাহিত ॥ চৈত্রে
 পূর্ণিমাতে জন্মিলেন শ্যামানন্দ । দিনে দিনে বাড়িলেন যৈছে
 বাঢ়ে চন্দ্র ॥ বাল্য পৌগণ্ডাদি গৃহে করিলা বিলাস । নব্য-
 ঘোষনেতে গৃহে হইলা উদাস ॥ ফাল্গুন মাসেতে শ্যামানন্দ
 মহাধীর । গৃহ ছাড়িবেন মনে করিলেন স্থির ॥ দণ্ডেশ্বরগ্রামে

মাতা পিতার সাক্ষাতে । বিদায় হইয়া আইলা অম্বিকা
 গ্রামেতে ॥ হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের শিষ্য হৈলা । তাঁর পাদ-
 পদ্মে নিজ আত্মা সমর্পিলা ॥ ফাক্তগ পূর্ণিমা শুভক্ৰমে শিষ্য
 হৈয়া । চলিলেন বৃন্দাবনে ইচ্ছা আজ্ঞা পাইয়া ॥ কথোদিন
 করি নানা তীর্থ পর্য্যটন । মহাস্থখে কৈলা ব্রজমণ্ডলে ভ্রমণ ॥
 গোবর্দ্ধন হৈতে অতি আনন্দ অন্তরে । আইলেন শ্যামানন্দ
 রাধাকুণ্ডতীরে ॥ রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড শোভা নিরখিয়া । নেত্র-
 জলে ভাসে মহাবিহ্বল হইয়া ॥ শ্যামানন্দ চেষ্ঠা দেখি দাস
 ব্রজবাসী । জিজ্ঞাসিলা সকল পরমানন্দে ভাসি ॥ শ্রীদাস-
 গোস্বামির নিকটে লৈয়া গেলা । শ্যামানন্দ গমনবৃত্তান্ত
 জানাইলা ॥ শ্যামানন্দ ভূমিতে পড়িয়া বার বার । করয়ে
 প্রণাম নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ শ্রীদাস-গোস্বামী অতি অনু-
 গ্রহ কৈল । বসাইয়া নিকটে কুশল জিজ্ঞাসিল ॥ শ্যামানন্দ
 ক্রমে সব কৈল নিবেদন । শুনি গোস্বামির অতি হর্ষ হৈল
 মন ॥ সে দিবস আপনার নিকটে রাখিয়া । বৃন্দাবনে পাঠা-
 ইলা লোক সঙ্গে দিয়া ॥ তেঁহ জীবগোস্বামির স্থানে লৈয়া
 গেলা । শ্যামানন্দ বৃত্তান্ত সকল জানাইলা ॥ শ্যামানন্দ
 পড়িয়া গোস্বামি-পদতলে । আপনা মানয়ে দীন ভাসে নেত্র-
 জলে ॥ শ্রীজীবগোস্বামী অতি বাৎসল্য-স্নেহেতে । আলিঙ্গন
 করি আজ্ঞা করিলা বসিতে ॥ জিজ্ঞাসিয়া শ্রীগোড়ভক্তের
 সমাচার । জিজ্ঞাসয়ে ছুই প্রভু সেবার প্রকার ॥ শ্রীহৃদয়-
 চৈতন্যের চেষ্ঠা জিজ্ঞাসিল ॥ ক্রমে ক্রমে শ্যামানন্দ সব নিবে-
 দিল ॥ আপন বৃত্তান্ত কহে করি পরিহার । ভক্তি গ্রন্থাশ্রয়
 কৈছে হইবে আমার ॥ গোস্বামী কহেন কিছু চিন্তা না

করিবে । শ্রীনিবাস নরোত্তম সহ আশ্বাদিবে ॥ শ্রীনিবাস
 নরোত্তম নাম শ্রবণেতে । পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ উল্লাস মনেতে ॥
 গোস্বামির প্রতি পুন করে নিবেদন । আজ্ঞা হৈলে করি গিয়া
 দৌহার দর্শন ॥ এত কহিতেই নরোত্তম শ্রীনিবাস । হৃষ্ট
 হৈয়া আইলেন গোস্বামির পাশ ॥ শ্রীনিবাসে গোস্বামী কহেন
 হর্ষ চিতে । দুঃখী কৃষ্ণদাস এই আইলা গোড় হৈতে ॥ হৃদয়-
 চৈতন্যঠাকুরের শিষ্য হন । কহিতে কি তাঁর অলৌকিক
 গুণগণ ॥ তাঁসবার মঙ্গল সম্বাদ শুনাইলা । এই কথোক্ষণ
 রাধাকুণ্ড হৈতে আইলা ॥ তোমা দৌহা দেখিতে উদ্বিগ্ন
 অতিশয় । এত কহি শ্যামানন্দে দিল পরিচয় ॥ শ্যামানন্দ
 ভূমিতলে পড়ি প্রণমিতে । শ্রীনিবাস কোলে লৈয়া না পারে
 ছাড়িতে ॥ নরোত্তমে প্রণমিতে তেঁহো প্রণমিয়া । আলিঙ্গন
 কৈল অতি স্নেহাবিষ্ট হৈয়া ॥ স্বাভাবিক প্রেমচেষ্টা কহিল
 না হয় । শ্যামানন্দমিলনে আনন্দ অতিশয় ॥ শ্রীনিবাস
 নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে । যে অদ্ভুত রীত তা কহিতে কেবা
 জানে ॥ শ্রীজীবগোস্বামী অতিপ্রসন্ন হইলা । শ্যামানন্দে
 ভক্তিগ্রন্থারম্ভ করাইলা ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্যামানন্দে সম-
 প্লিল । কথোদিনে শ্যামানন্দ অধ্যাপক হৈল ॥ শ্রীশ্যামা-
 নন্দের ভক্তিরীত চমৎকার । মধ্যে মধ্যে অশ্বিকা পাঠান সমা-
 চার ॥ রাধিকার দাসীভাব এই ইচ্ছা মনে । শ্রীগুরু-আজ্ঞায়
 লভ্য হৈল জীবস্থানে ॥ শ্রীজীবগোস্বামী শ্যামানন্দে কৃপা
 করি । করিলেন মানস দেবার অধিকারী ॥ রাধা শ্যামানন্দ-
 রের স্বপ্ন জন্মাইল । জানিয়া শ্রীজীব শ্যামানন্দ নাম খুইল ॥

দিনে দিনে বাড়ে শ্যামানন্দ ভক্তিরীত । বৃন্দাবনবাণী সবে
 হৈলা উল্লাসিত ॥ শ্রীজীবগোস্বামি-পদে নির্মল ভকতি । শ্রী-
 নিবাস নরোত্তম সঙ্গে সদা স্থিতি ॥ গুণসহ নিতাই চৈতন্য
 জগগানে । নিরন্তর মহামত্ত আপনা না জানে ॥ শ্রীশ্রী শ্রী-
 হৃদয়চৈতন্য প্রভু বলি । যমুনার তীরে সদা নাচে বাহু তুলি ॥
 সিদ্ধভক্ত-ক্রিয়া না বুঝিয়া জীর মূর্থ ॥ করয়ে কুতর্ক ইথে পায়
 মহা দুঃখ ॥ শ্যামানন্দ সদা ভক্তিরসে মাতোয়ারা । সর্বত্র
 দর্শনে সুখ বাঢ়য়ে অপার ॥ শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধামদনমোহন ।
 রাধাগোপীনাথে দেখি নিছয়ে জাবন ॥ কি অদ্ভুত এ তিনের
 সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥ কে আছে এমন যে ধৈর্য্য ধরে চিতে ॥
 সদা নহে এ তিনের যুগল দর্শন । একাদশী পূর্ণিমা মাঘস্যায়
 নিয়ম ॥ যে সময়ে সিংহাসনে বৈসে একত্রেতে । সে সময়ে
 যে শোভা উপমা নাই দিতে ॥ শ্রীগোবিন্দ যে সময়ে প্রকট
 হইলা । সে সময়ে শ্রীমতী রাধিকা নাহি ছিলা ॥ ছিলেন শ্রী-
 মদনমোহন প্রভু ঐছে । সংক্ষেপে কহিয়ে শ্রীযুগল হৈলা
 ঐছে ॥ মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কুমার । পুরুষোত্তম-জানা
 নাম সর্ব্বাংশে দুন্দর ॥ তেঁহো দুই প্রভুর এ সম্বাদ শুনিয়া ।
 যত্নে দুই ঠাকুরাণী দিল পাঠাইয়া ॥ বৃন্দাবন নিকট আইলা
 কথোদিনে । শুনি সবে পরমানন্দিত বৃন্দাবনে ॥ সেবা অধি-
 কারি প্রতি মদনমোহন । স্বপ্নচ্ছলে ভঙ্গিতে কহয়ে হর্ষ মন ॥
 পাঠাইলা দুই মূর্ত্তি শ্রীরারিকা ভানে । রাধিকা ললিতা দৌহে
 ইহা নাহি জানে ॥ আগুসরি শীত্রে তুমি দৌহারে আনহ ।
 ছোট শ্রীরাধিকা মোর বামেতে রাখহ ॥ বড় ললিতায় রাখো

আমার দক্ষিণে । ইহা শুনি অধিকারী চলে সেই কণে ॥
দৌহারে আনিয়া অতি আনন্দ অন্তরে ॥ আজ্ঞা অনুরূপ
কার্য্য করিলা সত্বরে ॥

তথাহি শ্রীবিষ্বনাথচক্রবর্তিকৃতস্তবাস্তবতলহর্য্যাং ॥

ভরনিজাতীরভূবি তরনিকরবারক-

প্রিয়কবণ্ডস্থমণিসদনমহিতস্থিতে ।

ললিতয়া সাক্ষিমনুপদরমিতরাধয়া

মদনগোপাল নিজসদন মনুরক্ষ মাং ॥

শ্রীমদনগোপাল বিলাস ব্যক্ত হৈল । বৈষ্ণবসমাজে মহা-
কৌতুক বাড়িল ॥ এ অদ্ভুত কথা ক্ষেত্রে শুনি বড় জানা ।
আনন্দে বিহ্বল অতি না জানে আপনা ॥ শ্রীগোবিন্দে ঠাকু-
রানী পাঠাইতে চায় । করয়ে যতন কত না দেখে উপায় ॥
এক দিন চিন্তায়ুক্ত হৈয়া নিদ্রা গেলা । স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরাধিকা
সাক্ষাৎ হইলা ॥ পুরুষোত্তমজানারে কহয়ে ধীরে ধীরে ।
শ্রীগোবিন্দ-নিকট পাঠাই শীঘ্র মোরে ॥ শ্রীজগন্নাথের চক্র-
বেড় ভ্রমণেতে । মোরে দেখি রাধিকা কল্পনা কৈলা চিতে ॥
বহুকাল চক্রবেড়মধ্যে আছি আমি । সকলে কহেন মোরে
লক্ষ্মী ঠাকুরানী ॥ আমি যে রাধিকা ইহা কেহ নাহি জানে ॥
এত কহি অন্তর্দ্বান হৈলা সেইকণে ॥ নিদ্রাতজে বড় জানা
অভিত্রস্ত হৈলা । চক্রবেড়মধ্যে গিয়া সাক্ষাৎ দেখিলা ॥
চক্রবেড়ে রাধিকার যৈছে হৈল স্থিতি । প্রলঙ্গ পাইয়া কহি
লজ্জাপে সম্প্রতি ॥ যৈছে শ্রীগোপাল গোবিন্দের স্থান,
হৈতে । আইলা দক্ষিণে পদত্রেজে লাক্ষ্য দিতে ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং ॥

শ্রীগোবিন্দস্থানবাসী শ্রীগোপালো দয়ামুখিঃ ।

সাক্ষ্যং দাতুং ব্রাহ্মণস্য স্বপদাভ্যাং যদ্যে গতঃ ॥

অদ্যাপি রাজতে ওড়দেশেহসৌ ভক্তবৎসলঃ ।

কর্তুং ন কর্তুং তৎ কর্তুং সমর্থো हरिरौश्वरः ॥

শ্রীগোপাল গমন অন্যত্র বিস্তারিত । তৈছে কহি শ্রীরা-
ধিকা গমন কিঞ্চিৎ ॥

কোন এক সময়ে রাধা বৃন্দাবন হৈতে । আইলা উৎকল
দেশে ভক্তাধীন মতে ॥ উৎকল দেশেতে গ্রাম শ্রীরাধানগর ।
তথা বৈসে এক দাক্ষিণাত্য বিপ্রবর ॥ পরমবৈষ্ণব বৃহদ্যানু নাম
তঁার । সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত সে সর্বত্র প্রচার ॥ শ্রীরাধিকা সে
বৃহদ্যানুর কন্যা প্রায় । তঁার গৃহে বিলম্বে উল্লাস হিয়ায় ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং ॥

অত্রাপি শ্রুতে কাচিৎ কথা পৌরাতনী শুভা ।

বিপ্রো বৃহদ্যানু নামা দাক্ষিণাত্যঃ স্ববৈষ্ণবঃ ।

ওড়দেশনিবাসী স রাধানগরগ্রামকে ।

পুত্রীভাবেন তেনেয়ং কতি বর্ষাণি সেবিতা ।

যদিয়ং করুণা তস্যাস্তত্র কিঞ্চিন্ন দুর্বটং ॥

বৃহদ্যানু বিপ্রের বাৎসল্য যে প্রকার । তাহা এক
মুখে কি বর্ণিব মুই ছার ॥ তিলার্দ্ধেক না দেখিলে যুগ হেন
মানে । রাধা সে সর্বস্ব রাধা বিনা নাহি জানে ॥ কথোদিন
পরে বিপ্র হৈলা সঙ্গোপন । লোকমুখে রাজা তাহা
করিলা শ্রবণ ॥ ক্ষেত্রস্থ সে রাজা জগন্নাথপ্রিয় অতি ।
শ্রীরাধানগরে আসি দেখে দিব্য মূর্তি ॥ মহা বিজ্ঞ রাজা

সদা চিন্তে মনে মনে । শ্রীরাধিকা তাঁরে আজ্ঞা করয়ে স্বপনে ॥
 জগন্নাথালয়ে মোরে রাখ শীত্রে লৈয়া । রাজা মহাহর্ষ হৈলা
 এঁছে আজ্ঞা পাইয়া ॥ শ্রীজগন্নাথের চক্রবেড় রম্য স্থানে ।
 রাখিল শ্রীরাধিকারে পরম যতনে ॥ চক্রবেড়ে বহু দিন
 অতীত হইল । ইহঁ লক্ষ্মী এই কথা সর্বত্র ব্যাপিল ॥ লক্ষ্মী
 বলি সকলেই করয়ে পূজন । সেহ সত্য শ্রীরাধিকা পূর্ণলক্ষ্মী
 হন ॥ এইরূপে চক্রবেড়ে করিলেন স্থিতি । কে বুঝিতে পারে
 লীলা কাহার শক্তি ॥ বৃন্দাবনগমনের সময় হইল । তেঁঞ
 পুরুষোত্তম জানায় জানাইল ॥ স্বপ্নাদেশে রাজপুত্র পরম
 যতনে । বহুলোক সঙ্গে পাঠাইলা বৃন্দাবনে ॥ শ্রীরাধিকা
 ক্ষেত্র হৈতে বৃন্দাবন গেলা । গোড় উৎকলাদি দেশে সকলে
 জানিলা ॥ যে দিবস বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল । সে দিবস
 স্থখের সমুদ্র উথলিল ॥ গোবিন্দের বামে বসাইলা সিংহা-
 সনে । হইল অদ্ভুত রঙ্গ দোঁহার মিলনে ॥ শ্রীরাধিকা সহ
 গোবিন্দের শোভা যৈছে । এক মুখে তাহা বা বর্ণিব কে বা
 কৈছে ॥ এঁছে ঠাকুরাণীর হইল আগমন । এ সকল বর্ণি-
 লেন পূর্ব কবিগণ ॥ সাধনদীপিকাদিক গ্রন্থে এ বিস্তার । এ
 সব যে শুনে প্রেমভক্তি লভ্য তাঁর ॥ শ্রীরাধিকা সহ গোপী-
 নাথের প্রকট । পূর্বের জানাইল বংশীবটের নিকট ॥ শ্রীগো-
 বিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন । এ তিন ঠাকুর গোড়িয়ার প্রাণ-
 ধন ॥ এই তিন গোড়িয়ার সর্বস্ব সব জানে । গোড়িয়াকে
 আজ্ঞাসা কৈলা এই তিনে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

“এই তিন ঠাকুর গোড়িয়াকে কৈলা আত্মসাৎ । এই তিন
 ঠাকুর বন্দো তিনে মোরনাথ ॥” শ্যামানন্দ এ তিনের আশ্চর্য্য
 দর্শনে । তিলাদ্বৈক ধৈর্য্য ধরিতে নাহে মনে ॥ শ্রীরাধাবিনোদ
 আর শ্রীরাধারমণ । রাধাদামোদরে দেখি প্রফুল্লনয়ন ॥ লোক-
 নাথ ভৃগুভ গোপালভট্ট আদি । সবে শ্যামানন্দে করে কৃপার
 অবধি ॥ শ্রীগোস্বামিগণের সমাধি যে যে ঠাই । তাহা দেখি
 যৈছে তা কহিতে সাধ্য নাই । মধ্যে মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্যাম-
 কুণ্ডে গিয়া । আইসে দাসগোস্বামির দর্শন করিয়া ॥ শ্রীশ্যামা-
 নন্দের বৃন্দাবনে যৈছে ক্রিয়া । বর্ণিলেন কেহ তা বর্ণিবে
 বিস্তারিয়া ॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুর ঠাকুর মহাশয় । এ দৌহার
 সঙ্গে সদা হুখে বিলসয় ॥ শ্রীশ্যামানন্দের অলৌকিক চেষ্টা
 দেখি । শ্রীনিবাস আচার্য্য হয়েন মহাহুখী ॥ শ্রীনিবাস আচা-
 র্য্যের কি আশ্চর্য্যরীতি । একমুখে কহে হেন কাহার শক্তি ॥
 নবদ্বীপ বৃন্দাবনে প্রভুর বিহার । মানসে ভাবয়ে তাহা যথা
 যে প্রকার ॥ নবদ্বীপলীলা যৈছে করয়ে ভাবনা । তাহা বিস্তা-
 রিয়া বা বর্ণিবে কোন জনা ॥ এক দিন পরমনির্জ্জনে শ্রীনি-
 বাস । চিস্তয়ে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের খিলাস ॥ ব্রহ্মদিবন্দিত নব-
 দ্বীপ রম্যস্থান । বসস্তাদি ছয় ঋতু সদা মূর্ত্তিমান্ ॥ শোভয়ে
 বিবিধ বৃক্ষলতা পুষ্পময় । কোকিলাদি শব্দে সর্ব্বচিত্ত আক-
 র্ষয় ॥ নবদ্বীপমধ্যে কি আশ্চর্য্য মায়াপুর । সে স্থান দর্শনে
 সর্ব্বতাপ যায় দূর ॥ তথা গৌরহৃন্দর বিচিত্র সিংহাসনে ।
 দিলসয়ে উল্লাসে বেষ্টিত প্রিয়গুণে ॥ সে অপূর্ব্ব শোভা নির-
 থিয়া শ্রীনিবাস । প্রভুর আদেশে সব রহি প্রভুপাশে ॥ হৃগন্ধি

চন্দন লৈয়া পরমধতনে । প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দিলা বিচিত্রবন্ধানে ॥
 নানা পুষ্পহার দিয়া প্রভুর গলায় । চামরে ব্যঞ্জন করে
 কৌতুক হিয়ায় ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখচন্দ্র সুধাপানে । শ্রীনি-
 বাস বিহ্বল আপনা নাহি জানে ॥ ধরিতে নায়ে অঙ্গ করে
 টল মল । সুদীর্ঘ লোচনে বহে প্রেমানন্দজল ॥ ভাবের বিকার
 বহু দেহে নাই স্মৃতি । শ্রীনিবাস চেষ্ঠা দেখি প্রভু হর্ষ অতি ॥
 আপন গলার মালা দিলা ভক্তদ্বারে । পাইয়া সে মালাস্পর্শ
 আনন্দে সাঁতারে ॥ আচার্য্যের বাহুজ্ঞান হৈল হেনকালে ।
 প্রভুদত্ত মালা দেখে আপনার গলে ॥ শ্রীমালার শোভা
 গৌগন্ধের সীমা নাই । প্রতিদিকে ভ্রমর করয়ে ধাওয়া ধাই ॥
 আচার্য্য করিলা শীঘ্র মালা সঙ্গোপন । অলঙ্কিত তাহা দেখি-
 লেন কোন জন ॥ আচার্য্যের কার্য্য সঙ্গোপনে নিতি নিতি ।
 নবদ্বীপবিহারে নিমগ্ন দিবা রাত্তি ॥ এছে বৃন্দাবনলীলাসমুদ্ভে-
 তরঙ্গে । নিরবধি ভাসয়ে পরম প্রেমরঙ্গে ॥ এক দিন শ্রীনি-
 বাস বসন্তসময়ে । শ্রীকৃষ্ণের হোলী ক্রীড়া মানসে ভাবয়ে ॥
 গুণগুণস্থ লীলা নামে স্থান এক হয় । এবে ফাগুতলা তারে
 সকলে কহয় ॥ পরম নির্জ্জনস্থান শোভা মনোহর । মন্দ মন্দ
 স্নিগ্ধ বায়ু বহে নিরন্তর ॥ চতুর্দিকে কিবা নব কদম্বের বন ।
 গারী শুক পিক আদি শব্দ রসায়ন ॥ প্রফুল্লিত নানা পুষ্প
 ভ্রমর গুঞ্জরে । লক্ষ লক্ষ ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে ॥ কুরঙ্গ কুর-
 ঙ্গীগণ ফিরে মত্ত হৈয়া । সখী সহ রাইকাণু বেখে দাঁড়াইয়া ॥
 তথা বৃন্দা লক্ষ লক্ষ দানীগণ সঙ্গে । হোলীখেলা দ্রব্য সজ্জ
 করে নানা রঙ্গে ॥

বিবিধ প্রকার ফল্লনাদি সাজাইলা । বীণাদিক নানা যন্ত্র
 সম্মেলি করিলা ॥ সখীসহ রাইকাণু উল্লাস অন্তরে । হোলী
 খেলা আরম্ভ করিলা কুঞ্জাগারে ॥ সখীগণ বেষ্টিত রাধিকা
 মহারঙ্গে । ডারয়ে অপূর্ব ফাগু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ॥ সখীর
 ইঙ্গিতে শ্রীনিবাস দাসীরূপে । ফগুন যোগান রহি রাধিকা-
 সমীপে ॥ কি অন্তত বন্ধানে খেলয়ে রাই শ্যাম । শোভা
 দেখি মূচ্ছিত হয়েন কোটি কাম ॥ উড়য়ে ফল্লন হৈল অরুণ
 আচ্ছন্ন । নানা যন্ত্র বাদ্য কোলাহলে রুদ্ধ কর্ণ ॥ রসিকশেখর
 কৃষ্ণ কৌতুকী অপার । সবার উপরে ফাগু বর্ষে অনিবার ॥
 সিন্ত করি যুগমদ কুঙ্কুমাঙ্গি জলে । আলিঙ্গন চুম্বনাঙ্গি করে
 নানা ছলে ॥ নিরুপম হোলী খেলা খেলে দুই জন । পুণকে
 পূর্ণিত ললিতাদি সখীগণ ॥ সকলেই স্থির হইয়া কথোক্ষণে ।
 রাইকাণু দৌহে বসাইলা সিংহাসনে ॥ শ্রম দূর করি কৈল
 চামরে বাতাস । শ্রীনিবাস দাসীর পুরিল অভিলাস ॥ হৈল
 সেবা সমাধান বাহু জ্ঞান হৈতে । দেখে ফাগুময় অঙ্গ নারে
 লুকাইতে ॥ ঝলমল করে ফাগু সৌগন্ধি অপার । স্থির হৈতে
 নারে নাসা স্পর্শয়ে বাহার ॥ নিতি নিতি এঁছে নানা মানসে
 বিহ্বল । কে বর্ণিতে পারে যৈছে প্রেম অনর্গল ॥ শ্রীনিবাস
 আচাৰ্য্যের দেখি প্রেমক্রিয়া । নরোত্তম আনন্দে ধরিতে নারে
 হিয়া ॥ শ্রীনরোত্তমের যৈছে মানসে সেবন । তাহা এক মুখে
 বা বর্ণিব কোনজন ॥ এক দিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে । বিল-
 সয়ে নিকুঞ্জে পরম প্রেমরঙ্গে ॥ শ্রীরাধিকা কৌতুকে কহয়ে
 সঙ্গী প্রতি । এথা ভক্ষ্য দ্রব্য শীঘ্র করো স্বেদন ॥ ললি-

তাদি সখী মহা উল্লসিত হৈয়া । ভক্ষণসামগ্রী সবে করে যত্ন
 পাইয়া ॥ নরোত্তম দাসীরূপে অতিযত্ন মতে । দুগ্ধ আবর্তন
 করে সখীর ইঙ্গিতে ॥ উথলি পড়য়ে দুগ্ধ দেখি ব্যস্ত হৈলা ।
 চুল্লী হৈতে দুগ্ধ পাত্র হস্তে নামাইলা ॥ হস্ত দগ্ধ হৈল তাহা
 কিছু স্মৃতি নাই । দুগ্ধ আবর্তন করি দিলা সখী ঠাই ॥ মনের
 আনন্দে রাধাকৃষ্ণে ভুঞ্জাইল । অবশেষ লভ্যমাত্রে বাহু জ্ঞান
 হৈল ॥ দগ্ধ হস্ত দৃষ্টিমাত্রে কৈলা সঙ্গোপন । জানিলেন মর্শ্ব
 অন্তরঙ্গ কোন জন ॥ শ্রীনরোত্তমের যৈছে মানস ভাবনা ।
 তাহা বিস্তারিরা বা কহিবে কোন জনা ॥ সদা মন ভ্রমে নব-
 দ্বীপ বৃন্দাবনে । আনন্দে বিহ্বল শ্রীনিবাসাচার্য্য সনে ॥ শ্রী-
 নিবাস আচার্য্য শ্রীনরোত্তমে লৈয়া । মধ্যে মধ্যে রহেন শ্রী-
 গোবর্দ্ধনে গিয়া ॥ এক দিন শ্রীগোবর্দ্ধনের কন্দরাতে । শুনি
 বংশীধ্বনি ত্রিজগৎ মুগ্ধ যাতে ॥ বংশীধ্বনি শ্রবণেতে হইলা
 বিহ্বল । ধরিতে নারয়ে অঙ্গ করে টল মল ॥ প্রবেশিতে
 শ্রীগোবর্দ্ধনের কন্দরায় । কৃষ্ণাঙ্গ সৌগন্ধ আসি প্রবেশে
 নাসায় ॥ সে সৌগন্ধ পাইয়া স্থখের সীমা নাই । মুচ্ছিত
 হইয়া দৌঁছে পড়িলা তথাই ॥ কতক্ষণে বাহুজ্ঞান হইল
 দৌঁহার । সন্মুখে দেখয়ে এক গোপের কুমার ॥ অপূর্ব
 উষ্ণীয় মাথে স্তন্দর শরীর । করে এক যষ্টি মাত্র অত্যন্ত
 স্থধীর ॥ হেন গোপপুত্রে দেখি করিয়া আদর । জিজ্ঞাসয়ে
 শ্রীনিবাস উল্লাস অন্তর ॥ কহ কহ গোপপুত্র কি হেতু
 এখানে । তেঁহো কহে তোমা দৌঁহা রক্ষার কারণে ॥ এথা
 নানা ভয় তাহা না জানো তোমরা । গোচারণে এথা সব

জানি যে আমরা ॥ দূরে হৈতে দেখিনু তোমরা দুই জন ।
 ভূমে পড়িয়াছ কারো নাহিক চেতন ॥ সঙ্গিগণ ছাড়ি আইনু
 অতিব্যস্ত হৈয়া । বহুক্ষণ হৈল এথা আছি দাঁড়াইয়া ॥ এবে
 নিরুদ্বেগ চিত্তে গোচারণে যাই । এত কহি অদর্শন হইলা
 তথাই ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য চিস্তয়ে মনে মনে । কোথা গেল
 গোপের কুমার এই খানে ॥ অদর্শন হৈলা সিক্ত করি বাক্য-
 যুতে । আপন দুর্দ্দৈব দোষে নারিনু চিনিতে ॥ ঐছে কত
 কহে দোঁহে বসি রুক্তলে । ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস ভাসে নয়নের
 জলে ॥ মনের দুঃখেতে দোঁহে দিবা গোড়াইল । কথোরাত্রে
 কৃষ্ণেচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল ॥ স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা ব্রজেন্দ্র-
 নন্দন । শ্যামলহৃন্দর মূর্ত্তি ভুবনমোহন ॥ নটবর বেশ বংশী
 করে সুশোভয় । মুখচন্দ্র-ছটায়ে মদন মুরুছয় ॥ মধুর মধুর
 হাসি কহে ধীরে ধীরে । মোহিত হইলা মোর মুরলীর স্বরে ॥
 মুচ্ছিত হইলা অঙ্গ সৌগন্ধ পাইয়া । তোমা দোঁহা আগে মুই
 আইনু ধাইরা ॥ গোপবালকের ছলে দিনু দরশন । চেতন
 পাইলে ছলে করিনু গমন ॥ হইলা ব্যাকুল দোঁহে আমার
 লাগিয়া । দেখা দিনু দেখ মোরে প্রসন্ন হইয়া ॥ এত কহি
 কথোক্ষণে হৈলা অদর্শন । স্বপ্ন ভঙ্গে নহে নেত্রধারা নিবা-
 রণ ॥ কতক্ষণে দোঁহে অতি সুস্থির হইয়া । হৈল প্রাতঃ-
 কাল প্রাতে কৈল প্রাতঃক্রিয়া ॥ গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণেয় বিলাস
 অতিশয় । সে সব প্রসঙ্গে সদা উল্লাস হৃদয় ॥ ঐছে মধ্যে
 মধ্যে রাধাকুণ্ডে করে বাস । দোঁহে দাসগোস্বামির দর্শনে
 উল্লাস ॥ যৈছে দাসগোস্বামির কৃপা দোঁহা প্রতি । তাহা

বর্ণিবারে মোর নাহিক শকতি ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি
 প্রেমময় । তাঁ সত্যার যৈছে স্নেহ কহিল না হয় ॥ এ সবার
 স্নেহানন্দে বিহ্বল হইয়া । কৃতার্থ মানয়ে কুণ্ডশোভা নির-
 থিয়া ॥ একদিন শ্রীনিবাস মধ্যাহ্ন সময় । নরোত্তম সঙ্গে নানা
 নিকুঞ্জে ভ্রময় ॥ নরোত্তম প্রতি কহে এই পথ দিয়া । সূর্য্য
 পূজে শ্রীরাধিকা সূর্যালয়ে গিয়া ॥ এত কহিতেই অকস্মাৎ
 সেই স্থানে । নূপুরের শব্দ আসি শামাইল কাণে ॥ যে
 আনন্দে উন্মত্ত হইলা দুইজন । সে সব বিস্তারি এথা না হয়
 বর্ণন ॥ নন্দগ্রাম জাবট বর্ষাণ আদি স্থানে । যে কোতুকে
 বিহ্বল তা কহিতে কে জানে ॥ বৃন্দাবনে স্নেহের সমুদ্রে মগ্ন
 হৈলা । কহিতে না জানি যে যে রহস্য দেখিলা ॥ গোস্বামী
 সকল যৈছে অনুগ্রহ কৈল । গ্রন্থবিস্তারের ডরে বর্ণিতে
 নারিল ॥ সকল গোস্বামী মিলি দড়াইলা চিতে । শ্রীনিবাসে
 শীত্রে গোড়দেশ পাঠাইতে ॥ এই কথা সর্ব্বত্রেই হইল
 প্রকাশ । গ্রন্থলৈয়া গোড়ে যাইবেন শ্রীনিবাস ॥ গ্রন্থরত্ন প্রদান
 করিব স্থানে স্থানে । গমন হইব শুরূপক্ষে অভ্রায়ণে ॥ শ্রীনি-
 বাস এথা হৈতে করিলে গমন । কি রূপে ধরিবে ধৈর্য্য প্রভু
 প্রিয়গণ ॥ মো সত্যার অন্তর কি রূপে হবে থির । এত কহি-
 তেই নেত্রে বহে প্রেমনীর ॥ না ধরে ধৈর্য্য বিজ্ঞ ব্রহ্মবাসি-
 গণ । শ্রীনিবাসাচার্য্য যেন সবার জীবন ॥ শ্রীনিবাসচেষ্ঠায়
 কে বা না সুখপায় । অতি দীনহীন য়েঁহো মানে আপনায় ॥
 য়াঁর ভক্তিপ্রথা দেখি শ্রীজীব গোমাঞি । নিরন্তর অন্তরে
 স্নেহের সীমা নাই ॥ একদিন শ্রীজীবাদি গোবিন্দমন্দিরে ।

হইলা একত্র সবে উল্লাস অন্তরে ॥ শ্রীগোবিন্দ দেবে কহে
 স্নমধুর ভাষে । গ্রন্থবিতরণ শক্তি দেহ শ্রীনিবাসে ॥ এতকহি-
 তেই গোবিন্দের কণ্ঠ হৈতে । ছিঁড়িয়া পড়িল মালা শ্রীনি-
 বাসে দিতে ॥ আন্তে ব্যস্তে পূজারী শ্রীমালা যত্নে লৈয়া ।
 শ্রীনিবাসে দিলেন প্রেমাশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥ শ্রীনিবাস শ্রীমালা
 লইয়া যত্ন করি । হইলা অধৈর্য্য শ্রীগোবিন্দ-মুখ হেরি ॥ পুনঃ
 পুনঃ প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে । নয়নে বহয়ে ধারা নারে নিবা-
 রিতে ॥ গোবিন্দের অনুগ্রহ দেখি শ্রীনিবাসে । সবে প্রশংসয়ে
 মহা মনের উল্লাসে ॥ শ্রীজীবগোস্বামি আদি সবে সেইক্ষণে ।
 করিল দিবস স্থির শ্রীগোড়গমনে ॥ অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষে পঞ্চমী
 প্রশস্ত । সবার সম্মত যাত্রা করাইতে ত্রস্ত ॥ শ্রীজীবগোস্বামী
 দাসগোস্বামির পাশে । বিদায় হইতে পাঠাইলা শ্রীনিবাসে ॥
 শ্রীদাসগোস্বামিগণের কথা কহনে না যায় । নিরন্তর দক্ষে হিয়া
 বিরহ ব্যথায় ॥ কোথা শ্রীস্বরূপ রূপ সনাতন বলি । ভাসয়ে
 নেত্রের জলে বিলুপ্তয়ে ধূলি ॥ অতিক্রীণ শরীর দুর্বল ক্ষণে
 ক্ষণে । করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে ॥ যদ্যপি হ শুষ্ক
 দেহ বাতাসে হালয় । তথাপি নির্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয় ॥
 ভূমে পড়ি প্রণমি উঠিতে নাহি পারে । ইথে যে নিষেধে কিছু
 না কহয়ে তারে ॥ অনুকূল কৈলে প্রশংসরে বার বার ।
 দেখি সাধনাগ্রহ দেবেও চমৎকার ॥ প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধন-
 শিলা গুঞ্জাহারে । সেবে কি অদ্ভুতস্থখে আপনা পাসরে ॥
 দিবা নিশি না জানয়ে শ্রীনামগ্রহণে । নেত্রে নিদ্রা নাই
 অশ্রুধারা ছুনয়নে ॥ দাসগোস্বামির চেক্টা বুঝিতে কে

পারে । সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্যবিহারে ॥ নির্জনে বসিয়া
 করে গ্রন্থানুশীলন । হেনকালে শ্রীনিবাসাচার্য্যের গমন ॥ শ্রী-
 নিবাস দাসগোস্বামির সন্দর্শনে । আপনা মানয়ে ধন্য পড়িয়া
 চরণে ॥ শ্রীদাসগোস্বামী শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিল । জিজ্ঞাসিয়া
 কুশল নিকটে বসাইলা ॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ আইল সেই
 ক্রণে । প্রণমিয়া দাসগোস্বামির শ্রীচরণে ॥ অতি অনুগ্রহে
 দাসগোস্বামী দৌহায় । জিজ্ঞাসি কুশল শ্রীনিবাসপানে চায় ॥
 শ্রীনিবাস শ্রীগোড় গমন নিবেদিল । শুনি শ্রীগোস্বামী হৃথে
 অনুমতি দিল ॥ সর্বমতে সাবধান করি শ্রীনিবাসে । আলি-
 ঙ্গন করি ছুই নেত্রজলে ভাসে ॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ কৈল
 আলিঙ্গন । সবে বন্দিলেন যত্নে গোস্বামিচরণ ॥ বিদায় হইলা
 গোস্বামির স্নেহ যৈছে । বর্ণিতে করিয়ে সাধ শক্তি নাহি
 তৈছে ॥ এ সবে হইলা যৈছে বিদায়ের কালে । তাহা দেখি
 কেবা না ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি বিজ্ঞ-
 গণ । এ তিনে লইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন । আর যে যে
 স্থানে যে যে বৈষ্ণব আছিল । শুনিয়া সন্থাদ সতে বৃন্দাবনে
 আইলা । শ্রীজীবগোস্বামী ব্রজবাসি বৈষ্ণবেরে । করি সমা-
 দর বাসা দিলেন সভারে । মথুরার কোন ভাগ্যবন্ত মহাজনে ।
 অনুগ্রহ করি আজ্ঞা করয়ে তাহানে ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য
 লইয়া গ্রন্থগণ । ছুই চারিদিনে গোড়ে করিব গমন ॥ যেক্রমে
 যায়েন শীঘ্র করহ উপায় । শুনি মহাজন ধন্য মানে আপ-
 নায় ॥ শীঘ্র রাজপাত্র পদাতিক গাড়ি কৈলু । সঙ্গে দিতে
 প্রবীণ মনুষ্য নিযোজিলু ॥ পথের নির্বাহ হেতু মুদ্রা দিয়া

তঁারে । হইল প্রস্তুত জানাইলা গোস্বামিরে ॥ গোস্বামীহ
 দেখি গ্রন্থভার-চতুর্কয় । রাখে কাঠ-সম্পুটে নিবারি বর্ষাভয় ॥
 হইল সম্পুট পূর্ণ গ্রন্থরত্নগণে । দূরে যায় তাপ সে গ্রন্থের
 সম্ভর্ষণে ॥ যে সকল গ্রন্থ সম্পুটেতে সজ্জ কৈল । সে সব
 গ্রন্থের নাম পূর্বে জানাইল ॥ নিজকৃত সিদ্ধান্তাদি গ্রন্থ কথো
 দিয়া । য়ুছু য়ুছু কহে শ্রীনিবাস মুখ চা'য়া ॥ রহিল যে গ্রন্থ
 পরিশোধন করিব । বর্ণিব যে সব তাহা ক্রমে পাঠাইব ॥ এত
 কহি শ্রীনিবাসে লৈয়া সেই ক্ষণে । চলিলেন শ্রীমদনগোপাল
 দর্শনে ॥ শ্রীনিবাস শ্রীমদনগোপালে দেখিয়া । না ধরে ধৈর্য
 প্রেমে উমড়য়ে হিয়া ॥ হইতে বিদায় অশ্রু নহে নিবারণ ।
 ভঙ্গিতে বিদায় কৈল মদনমোহন ॥ শ্রীমালা প্রসাদ দিলা
 পূজারী গোসাঞি । সবে যে প্রবোধে তা কহিতে অন্ত নাই ॥
 সনাতন গোস্বামির সমাধি দর্শনে । যেরূপ হইল তা বর্ণিতে
 কেবা জানে ॥ পরদুঃখে দুঃখী প্রভু সনাতন বলি । ধরিতে
 নারয়ে অঙ্গ বিলুঠয়ে ধূলি ॥ সনাতন চরিতে নিমগ্ন অতিশয় ।
 অন্যের দুর্গম সনাতনের হৃদয় ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু পরম
 আনন্দে । নীলাচলে যাঁর কথা কহে রামানন্দে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥

ইহঁর যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন । পৃথিবীতে বিজ্ঞবর
 নাহি তাঁর সম ॥ তোমার বিষয়ত্যাগ তাঁর তৈছে রীতি ।
 দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাহাতেই স্থিতি ॥ এঁছে প্রভু
 স্থানে স্থানে কহে ভক্তগণ । প্রভু-প্রিয়পাত্র শ্রীগোস্বামী সনা-
 তন ॥ এঁছে পরমদুঃখে দুঃখী কেহ নাই আর । কৃপার সমুদ্ভ-
 ক্রিয়া জগতে অপার ॥

তথাহি বিলাপে ॥

বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-

রপায়গ্ন্যামনভীষ্মগন্ধং ।

কৃপাম্বুধির্ঘঃ পরদুঃখদুঃখী-

সনাতনং তং প্রভু মাশ্রয়ামি ॥

ভাঁর শাখা শ্রীরূপগোস্বামী সর্বোপরি । শ্রীরাজেন্দ্র-
গোস্বামী কৃষ্ণাখ্য ব্রহ্মচারী ॥ কৃষ্ণমিশ্র গোস্বামী অদ্বুত ক্রিয়া
মার । গোস্বামী শ্রীভগবন্ত দাসাদি প্রচার ॥ সনাতনগুণে মগ্ন
শ্রীনিবাসাচার্য্য । নিবারিতে নারে নেত্রধারা কি আশ্চর্য্য ॥
শ্রীজীবগোস্বামী স্থির করি নানা মতে । শ্রীনিবাসে লৈয়া
গেলা আপন বাসাতে ॥ তথা শ্রীনিবাস করি ধৈর্য্যাবলম্বন ।
কৈল রূপগোস্বামির সমাধি দর্শন ॥ ভূমে পড়ি প্রণমিয়া
বিদায় হইতে । নয়নে বহয়ে ধারা নারে স্থির হৈতে ॥ শ্রীরূপ-
গোস্বামী চারুচরিত্র চিন্তিয়া । শ্রীনিবাস আচার্য্যের উমড়য়ে
হিয়া ॥ আহা মরি শ্রীরূপের মহিমা অপার । যে যৈছে বর্ণয়ে
তাহা সর্বত্র প্রচার ॥

যথা শ্রীকবিকর্ণপূরকৃত নাটকস্থং । ৯ অঙ্কে ৪৩ পদ্যং ॥

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে,

প্রেমস্বরূপে সহজাতিরূপে ।

নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে,

ততানরূপে স্ববিলাসরূপে ॥

সাধনদীপিকায়াং ॥

মতাবহিক্ততা যে চ শ্রীরূপস্য কৃপাম্বুধেঃ ।

তেষু সঙ্গো ন কর্তব্যো রাগান্ধপাঙ্খিকৈঃ খলু ॥

পুনঃ ॥

শ্রীমদ্রূপপদান্তোজদ্বন্দ্বং বন্দে মুহুমুহুঃ ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোহপি তন্মতজ্ঞানভাগ্ ভবেৎ ॥

পুনঃ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াং ॥

শ্রীচৈতন্যমনোহরীক্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।

সোহয়ং রূপঃ কদা মহৎ দদাতি স্বপদান্তিকং ॥

পুনঃ সাধনদীপিকায়াং ॥

রূপেতি নাম বদ ভো রমনে ! সদা ত্বং

রূপঞ্চ সংস্মর মনঃ করুণাস্বরূপং ।

রূপং নমস্কুরু শিরঃ সদয়াবলোকং

তস্যা দ্বিতীয়সুতনুং রঘুনাথদাসং ॥

শ্রীরূপ গোসাঞি কি অন্তুত গুণগণ ।
এঁছে নানা প্রকারে বর্ণিলা বিজ্ঞগণ ॥

তথাহি গীতে ॥ বিভাষঃ ॥

যৌ কলিরূপ শরীর না ধারত ।
তৌ ভূতল ব্রজ, প্রেম মহানিধি, কোঁন কপাট উঘারত ॥ ধ্রু ॥

কো সব ত্যজি, ভজি শ্রীবৃন্দাবন, কো সব গ্রন্থ বিচারত ।
মিঞ্জিত খীর, নীর বিনু হংসন, কোঁন পৃথক্ করি পারত ॥
কো জানত, মথুরা বৃন্দাবন, কো জানত ব্রজরীত ।
কো জানত, রাধা মাধব রতি, কো জানত সবনীত ॥
ষাকে চরণ, প্রসাদ সকল জন, গাই গাই সুখ পায়ত ।
কি রক্তি বিমল শুনত জন মাধো, হৃদে আনন্দ বাঢ়ায়ত ॥

আনের কা কথা কৃষ্ণচৈতন্য আপনে । হয়েন অধৈর্য্য
শ্রীরূপের গুণগণে ॥ সর্বত্র বিদিত এক হিতে অন্ত নাই ।
প্রভু প্রিয়গণ প্রাণ শ্রীরূপগোসাঞি ॥ ওহে ভাই সনাতন
রূপের মহিমা । কতরূপে গায় কেহ নাহি পায় সীমা ॥

তথাহি গীতে । বিভাষঃ ॥

জয় মেরো প্রাণ সনাতন রূপ । অগতিন কে, গতি দোউ
ভায়া, বোগ যজ্ঞকে যুপ ॥ ধ্রু ॥

বৃন্দাবনকে, সহজ সাধুরী, প্রেমস্বধাকে কূপ । করুণা-
সিন্ধু, অনাথন বন্ধু, ভক্ত সভাকে ভূপ ॥ ভক্তিভাগবত, মত
হি আচরণ, কুশল স্বেচ্ছতর চমূপ । ভুবন চতুর্দশ, বিদিত বিমল
বণ রমনাকে রস ভূপ ॥ চরণকমল, কোমলরজ ছায়া, মীতজ
কলিরবি ধূপ । ব্যাস উপাসক, সদা উপাসে, রাধাচরণ অনুপ ॥

পুনর্বিভাষঃ ॥

জয় মেরে সাধু শিরোমণি রূপ সনাতন । জিনকে ভক্তি,
এক রস নিবহী, প্রীত কৃষ্ণ রাধাতন ॥ ধ্রু ॥

বৃন্দাবনকী, সহজ সাধুরী, রৌম রৌম স্তম্ভ গাতন । সব
তেজি কুঞ্জকেলি ভজি অহর্নিশি, অতি অনুরাগ রাধাতন ।
করুণা-সিন্ধু, কৃষ্ণচৈতন্যকে, কৃপা ফলী দৌ ভ্রাতর । তিন
বিনু ব্যাস, অনাথন যেসে স্তম্ভে তরুণর পাতন ॥

রূপ সনাতন ক্রিয়া কে বর্ণিতে পারে । সংক্ষেপে কহিলু
কিছু প্রসঙ্গানুসারে ॥ শ্রীনিবাস শ্রীরূপের সমাধিসম্মুখে ।
কৈল্যে প্রার্থনা তা কে কবে এক মুখে ॥ শ্রীনিবাস শ্রীরূ-

পের অনুগ্রহমতে । বিদায় হইয়া চলে সমাধি হইতে ॥
 শ্রীজীবের প্রাণধন রাধাদামোদরে । করয়ে দর্শন গিয়া অধৈর্য্য
 অন্তরে ॥ রাধাদামোদর প্রভু রসের আলায় । শ্রীনিবাস প্রতি
 অনুগ্রহ অতিশয় ॥ কৈল যৈছে বিদায় কহিতে সাধ্য নাই ।
 শ্রীমালা প্রসাদ দিল শ্রীজীবগোসাঞি ॥ শ্রীদামোদরের
 কৃপা দেখি শ্রীনিবাসে । হইলা অধৈর্য্য অতি মনের উল্লাসে ॥
 শ্রীনিবাসে নিকটে রাখিয়া কথোক্ষণ । শ্রীনিবাস প্রতি কহে
 সস্নেহ বচন ॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ দৌহে সঙ্গে লৈয়া । গোস্বা-
 মির পাশে যাহ ধৈর্য্যাবলম্বিয়া ॥ আমি এথা হৈতে যাই
 গোবিন্দমন্দিরে । তথা যে আছয়ে কার্য্য সাধিব সম্বরে ॥
 কথোক্ষণ পরে তথা আমিহ যাইব । সর্ব্বত্রে তোমার আজি
 বিদায় হইব ॥ এত প্রহি শ্রীগোবিন্দমন্দিরে চলিলা । গ্রন্থ-
 রোহণের গাড়ী তথা আনাইলা ॥ আর যে যে কার্য্য শীঘ্র
 করি সমাধান । শ্রীভট্টগোস্বামি-পাশে করয়ে পয়ান ॥ এথা
 শ্রীনিবাস দৌহে লইয়া সস্নেহে । গোস্বামির পাশে চলে
 বিদায় হইতে ॥ সেই পথে নির্জজন কুঞ্জেতে বৃক্ষতলে ।
 দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য ভাসে নেত্রজলে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি
 ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস । অতি ক্ষীণ দেহ নাই জীবনের আশ ॥
 শ্রীনিবাস গিয়া তাঁর করিল দর্শন । প্রণমিতে কৈল তেঁহো
 দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ দ্বিজহরিদাসাচার্য্য অতি স্নেহাবেশে । শ্রীনিবাস
 প্রতি কহে স্তমধুর ভাষে ॥ রজনী প্রভাতে কালি গোড়ে
 যাত্রা হবে । আমি যে কহিয়ে তাহা অবশ্য করিবে ॥ শ্রীদাস
 গোকুলানন্দ আমার তনয় । জন্মে জন্মে সেই ছুই তোমার
 শিষ্য হয় ॥ গোড়ে গিয়া সে দৌহারে দীক্ষামন্ত্র দিবা । পরন

দুর্লভভক্তিশাস্ত্র পড়াইবা ॥ শুনি শ্রীনিবাস হইলেনস্তব্ধপ্রায় ।
 দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য প্রবোধে তাহায় ॥ আপন প্রভাব যৈছে
 না জান আপনে । ইথে কিছু চিন্তামাত্র না করিহ মনে ॥
 পালিবে বচন মোর ইথে নাই দোষ । ঐছে কহি শ্রীনিবাসে
 করিল সন্তোষ ॥ হরিদাসাচার্য্যের অদ্ভুত গুণগণ । কহিয়ে
 তাঁহার যৈছে ব্রজেতে গমন ॥ প্রভু বিদ্যামানে প্রভু আজ্ঞায়
 সকলে । করে যাতায়াত গোড় ব্রজ নীলাচলে ॥ পণ্ডিতজগদা-
 নন্দ আসি বৃন্দাবনে পুন । গোড় হৈয়া প্রভু গেল সন্নিধানে ॥
 ঐছে ভক্তগোষ্ঠী গোড় ক্ষেত্র ব্রজপুরে । নিরন্তর ভাসে স্থখ
 সমুদ্রে পাথারে ॥ অবৈত ইচ্ছায় প্রভু লীলা সম্বরিল । দুঃখের
 সমুদ্রে সব জগৎ ডুবিল ॥ দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য প্রভু অদর্শনে ।
 দেহ ত্যাগ করিবেন করিলেন মনে ॥ তিলাক্কেক ধৈর্য্য
 ধরিতে নাহি পারে । নিরন্তর নয়নের জলেই সাঁতারে ॥
 কিছুই না ভায় হিয়া জলে অগ্নিপ্রায় । কোথা গেলা প্রভু
 বলি অবনি লোটায় ॥ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিব রজনী বিহানে ।
 মা রাখিব প্রাণ প্রভু গৌরচন্দ্র বিনে ॥ ঐছে বিচারিতে কিছু
 নিদ্রা আকর্ষিল । স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগৌরহৃন্দর দেখা দিল ॥ কিবা
 সে অদ্ভুত শোভা ভুবনমোহন । জগৎ করষে আলো অঙ্গের
 কিরণ ॥ কনক বিদ্যুৎ কি উপমা তাঁর আগে । কোটি কোটি
 কন্দর্পের দর্প ভয়ে ভাগে । বদনচন্দ্রমা জিনি পূর্ণিমার শশী ।
 বরিষয়ে সুধা কি মধুর যুত হাসি ॥ কিবা বাহু বক্ষ পীন নেত্র
 মনোহর । কি নব ভঙ্গিতে গতি গঞ্জিয়া কুঞ্জর ॥ দ্বিজ হরিদাস
 দেখি বিহ্বল হিয়ার । ধরি সে চরণ মাথে ধূলায় লোটায় ॥
 ভক্তের জীবন প্রভু শ্রীভুজযুগলে । দ্বিজ হরিদাসে তুলি লই-

লেন কোলে ॥ ভক্তাধীন প্রভু ধৈর্য্য ধরিতে না পারে । নেত্র-
জলে সিঞ্চিয়া কহয়ে ধিরে ধিরে ॥ শুনিতে তোমার খেদ
বিদরে হৃদয় । তুমি যে করিলা মনে এ উচিত নয় ॥ প্রেমের
স্বরূপ মোর প্রিয় শ্রীনিবাস । তেঁহো গোঁড়ে গ্রন্থরত্ন করিব
প্রকাশ ॥

কহিতে কি এ সকল পূর্বেই জানহ । তাঁরে মিলি তাঁহারে
করিবা অনুগ্রহ ॥ আর এই তোমার নন্দন দুই জনে । করাইবা
শ্রীমন্তগ্রহণ তাঁর স্থানে ॥ সর্বসিদ্ধি হবে শ্রীনিবাস রূপা
হৈতে । এ দোঁহার ভক্তিবল ব্যাপিব জগতে ॥ তোমা সহ
সাক্ষাৎ হইব বৃন্দাবনে । দিলক্ষ না করো দীপ্ত যাহ সেই
খানে ॥ নিরন্তর তোমার নিকটে আছি আমি । মধ্যে মধ্যে
আমারে দেখিতে পাবে তুমি ॥ ঐছে কত কহি করি দৃঢ়
আলিঙ্গন । তকতবৎসল প্রভু হৈলা অদর্শন ॥ নিদ্রাভঙ্গ
হৈতে অতি ব্যাকুল হইলা । দেখি প্রাতঃকাল, প্রাতে প্রাতঃ-
ক্রিয়া কৈলা ॥ পুত্রে বোলাইয়া কহে মধুর বচনে । অদ্য
আমি গমন করিব বৃন্দাবনে ॥ তোমা দোঁহাকার ভাগ্য কহিল
না হয় । শ্রীচৈতন্য প্রভু অনুগ্রহ অতিশয় ॥ ওহে বাপু প্রভু
প্রিয় শ্রীনিবাসস্থানে । দোঁহামন্ত গ্রহণ করিবা কথো দিনে ॥
তেঁহ ব্রজে গিয়া পুন আসিব গোঁড়েতে । পরম অমূল্য ভক্তি
গ্রন্থ প্রচারিতে ॥ তাঁরে দেখিতেই তাঁর প্রভাব জানিবে ।
দেবের দুর্লভ ভক্তিরত্ন লভ্য হবে ॥ ঐছে কত কহি পুত্রে,
হইয়া বিদায় । গৃহে হৈতে চলে কৃষ্ণচৈতন্য ইচ্ছায় ॥ কথো-
দিনে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলা । কিছু দিন পরম আনন্দে
গোড়াইলা ॥ দুঃখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা তার পর । কহিতে সে

সব কথা বিদরে অন্তর ॥ রূপ সনাতন গুণ সোঙরিয়া কান্দে ।
 সে দশা দেখিতে কেউ স্থির নাই বান্ধে ॥ কি কহিব হরিদাসা-
 চার্যের যে রীতি । যাহার স্মরণে মিলে নিম্নল ভকতি ॥ এই-
 রূপে বৃন্দাবনে গমন তাঁহার । গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না কৈল
 বিস্তার ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য অনুগ্রহ প্রকাশিয়া । পুনঃ পুনঃ
 আলিঙ্গয়ে অনেক কহিয়া ॥ হইয়া অধৈর্য্য অতি স্নেহে শ্রীনি-
 বাসে । করিতে বিদায় সে নেত্রের জলে ভাসে ॥ শ্রীনরোত্ত-
 মেরে করি দৃঢ় আলিঙ্গন । কহিল যতেক তাহা না হয় বর্ণন ॥
 শ্যামানন্দে আলিঙ্গন করি রূপায় । হইয়া ব্যাকুল মহামঙ্গল
 চিন্তায় ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য আদি হইয়া বিদায় । নেত্রজলে
 ভাসে অতি অধৈর্য্য হিয়ায় ॥ যমুনার তীরে এক বৃক্ষ মনো-
 হর । পরমনির্জ্জন স্থান অন্য অগোচর ॥ কানাইয়া নামেতে
 এক বিপ্র ব্রজবাসী । কৃষ্ণে আরাধয়ে সেই বৃক্ষ তলে বসি ॥
 তথা শ্রীনিবাস গিয়া প্রণমিতে তাঁরে । তেঁহ আলিঙ্গন করি
 ছাড়িতে না পারে ॥ অশ্রুজলে সিঞ্চিয়া করয়ে বার বার । এই
 যে হইল দেখা না হইব আর ॥ তুমি প্রেমময় গোঁড়ে গ্রন্থ
 প্রচারিবা । অনায়াসে জীবের কল্মষ নাশাইবা ॥ রূপ সনা-
 তনের করুণাপাত্র তুমি । তোমার সৌভাগ্য তা কহিব কত
 আমি ॥ এত কহি রূপ সনাতনের চরিতে । হৈলা মহা-বিস্মল
 নারয়ে স্থির হৈতে ॥ রূপ সনাতন প্রতি যৈছে প্রীত তাঁর ।
 কহি কিছু বিস্তারি নারিয়ে বর্ণিবার ॥

কানাইর মাতা অতিস্নেহের আশ্রয় । রূপসনাতনে তাঁর
 বাৎসল্যাতিশয় ॥ কে বুঝিতে পারে কানাইর যৈছে রীতি ।
 রূপ সনাতনের নিকটে সদা স্থিতি ॥ শ্রীরূপ শ্রীসনাতনে পরম

আছয়ে নিৰ্জ্জনে । সমর্পিয়া নেত্র মন শ্রীরাধারমণে । ক্ষণে
নিজকৃত পদ্য পাঠয়ে স্বস্বরে । শুনিতে সে নামাবলী কে বা
ধৈর্য্য ধরে ॥

তথাহি ॥

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডনবর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ ! হে
বৃন্দারণ্যপুরন্দর ক্ষুরদমমন্দেন্দীবরশ্যামল ! ।
কালিন্দীপ্রিয়নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেষ্কণ !
শ্রীগোবিন্দমুকুন্দসুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয় ॥

শ্রীভট্টগোস্বামী চেষ্টা কহনে না যায় । শ্রীজীব গমন শুনি
পথপানে চায় ॥ শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসাদি সহিত । শ্রীভট্ট-
গোস্বামি-পাশে হৈলা উপনীত ॥ প্রণমিয়া গোস্বামিরে কহে
বার বার । শ্রীনিবাসে করো পূর্ণ শক্তির সঞ্চার ॥ শ্রীনিবাস
মাথে ধরো চরণযুগল । নির্বিঘ্নে যায়েন যেন শ্রীগৌড়মণ্ডল ॥
পাষণ্ডিগণের দর্প করিয়া খণ্ডন । সচ্ছন্দে করেন যেন গ্রন্থ-
বিতরণ ॥ ঐছে কত শুনি কহে শ্রীভট্টগোসাঞি । করিল
প্রার্থনা রাধারমণের ঠাঞি ॥ শ্রীরাধারমণ শ্রীনিবাসে কৃপা
করি । করিল বিদায় যৈছে কহিতে না পারি ॥ শ্রীভট্টগো-
সাঞি দেখি কৃপা শ্রীনিবাসে । শ্রীপ্রসাদি মালা আনি দিল
স্নেহাবেশে ॥ শ্রীনিবাস ভূমিতে পড়িয়া বার বার । করয়ে
প্রণাম নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ শ্রীগোপালভট্ট স্থির করি যুহু-
ভাবে । শ্রীরাধারমণে সমর্পিলা শ্রীনিবাসে ॥ শ্রীনিবাসে করি
অনুগ্রহের অবধি । আজ্ঞা কৈলা অচিরে হউক সব সিদ্ধি ॥
নরোত্তম প্রতি কহে মধুর বচন । মনোরথ সিদ্ধি করু শ্রীরাধা- ।

ରମଣ ॥ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରତି ସ୍ନେହେ କହେ ବାରେ ବାରେ । ଶ୍ରୀରାଧା-
ରମଣ କୃପା କରୁଣ ତୋମାରେ ॥ ଏତ କହି ସବାରେ କରେନ ଆଳି-
ଜ୍ଞମ । ଏ ସକଳେ କୈଳ ଯତ୍ନେ ଚରଣ ବନ୍ଦନ । ଶ୍ରୀଭଟ୍ଟଗୋସ୍ଵାମୀ କହେ
ଜୀବଗୋସ୍ଵାମିରେ । କାଳି ପ୍ରାତେ ଯାହିବ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦମନ୍ଦିରେ ॥
ଶ୍ରୀଜୀବଗୋସ୍ଵାମୀ ପ୍ରଣମିଆ ସବାସନେ । ଚଲିଲେନ ଲୋକନାଥ-
ଗୋସ୍ଵାମିର ସ୍ଥାନେ ॥ ଗୋସ୍ଵାମୀ ଆଛେନ ଏକା ନିଭୂତେ ବସିଆ ।
ଶ୍ରୀରାଧାବିନୋଦ-ମୁଖଚନ୍ଦ୍ରେ ନେତ୍ର ଦିଆ ॥ ଦେଖି ଲୋକନାଥ ଶ୍ରୀଜୀ-
ବେର ଆଗମନ । ସ୍ନେହାବେଶେ ହୈଳା ସୈଛେ ନା ହୟ ବର୍ଣନ ॥ ପ୍ରଣ-
ମିଆ ଶ୍ରୀଜୀବ କହେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାଷେ । କାଳି ପ୍ରାତେ ଯାତ୍ରା କରି-
ବେନ ଗୋଡ଼ଦେଶେ ॥ ଲୋକନାଥ ଶ୍ରୀରାଧାବିନୋଦେ ଜାନାହିଲା ।
ତାର ଅନୁଗ୍ରହମାଳା ଶ୍ରୀନିବାସେ ଦିଲା ॥ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଦି ସବା
ପ୍ରତି ସ୍ନେହାବେଶେ । କହିଲ ସତେକ ତା କହିତେ ନା ଆହିସେ ॥
ଶ୍ରୀନିବାସ ନରୋତ୍ତମ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ତିନେ । ଭୂମେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣମେ
ଗୋସାଞ୍ଜିଠର ଚରଣେ ॥

ଲୋକନାଥଗୋସ୍ଵାମୀ ଧରିତେ ନାରେ ହିଆ । ନେତ୍ରଜଳେ ମିଶିଲ
ସବାରେ ଆଳିମିଆ ॥ ଧୈର୍ଯ୍ୟାବଳସିଆ କହେ ଶ୍ରୀଜୀବେର ଆଗେ ।
ଏ ସବାର ଭାର ସେ ତୋମାରେ ସବ ଲାଗେ ॥ ଶ୍ରୀଜୀବଗୋସ୍ଵାମୀ
ନାନା ଦୈନ୍ୟ ପ୍ରକାଶିଆ । ସବା ସହ ଚଳେ ଗୋସ୍ଵାମିରେ ପ୍ରଣ-
ମିଆ ॥ ଗିଆ ଗୋପୀନାଥେର କରିଲା ମନ୍ଦର୍ଶନ । କିବା ସେ
ଅଦ୍ଭୁତ ଭସ୍ମି ଭୁବନମୋହନ ॥ ଦେଖିତେ ସେ ଶୋଭା ସାହା ହୈଲ
ଅନ୍ତରେ । ଏକ ମୁଖେ ତାହା କେ ବର୍ଣିତେ ଶକ୍ତି ଧରେ ॥ ଶ୍ରୀଜୀବ-
ଶ୍ରୀମଧୁପଣ୍ଡିତାଦି ପ୍ରତି କୟ । ଶ୍ରୀନିବାସ ଗମନ ନିର୍ବିସ୍ତେ ସେନ
ହୟ ॥ ଶ୍ରୀମଧୁପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥେ ଜାନାହିଲ । ଶ୍ରୀନିବାସେ ପ୍ରଭୁ
ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆନି ଦିଲ ॥ ଶ୍ରୀନିବାସ ଭୂମେ ପ୍ରଣମେ ବାର

বার । বিদায় হইতে নেত্রে বহে অশ্রুশর ॥ শ্রীনিবাসে স্থস্থির
করিয়া সর্দজনে । আত্মা কৈল পুনশ্চ আসিবা বৃন্দাবনে ॥
নরোত্তম শ্যামানন্দে অমুগ্ধ করি । কহিল যতেক তাহা
কহিতে না পারি ॥ প্রেমাবেশে সবে এ সবারে আলিঙ্গিলা ॥
সবে ভূমে পড়ি সে সকলে প্রণমিলা ॥ শ্রীজীবগোস্বামী প্রতি
কহয়ে সকলে । একত্র হইল কালি প্রাতে যাত্রাকালে ॥
শুনিয়া শ্রীজীব নিদেশয়ে শ্রীনিবাসে । তবে যাহ সবে গোপী-
শ্বরের আবাসে ॥ শ্রীনিবাসাচার্যাদি গেলেন গোপীশ্বরে ।
শ্রীজীবগোস্বামী গেলা গোবিন্দমন্দিরে ॥ শ্রীনিবাস করি
গোপীশ্বরের দর্শন ! করিল প্রার্থনা যত না হয় বর্ণন ॥ গোপী-
শ্বর পরম প্রসন্ন শ্রীনিবাসে । অলঙ্কিতে বিদায় করিলা বিপ্র-
বেশে ॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইয়া । গোপীশ্বরে যে
কহে তা শুনি দেবে হিয়া ॥ প্রণমিয়া যত্নে শ্রীশঙ্কর গোপীশ্বরে
শ্রীনিবাস আচার্যাদি চলে ধীরে ধীরে ॥ কানীশ্বর গোস্বামির
সমাধি দেখিয়া । করিলেন প্রণাম ধূলায় লোটাইয়া ॥ কানী-
শ্বর মহিমা কহিতে কেবা জানে । শ্রীগৌরগোবিন্দে যে
আনিলা বৃন্দাবনে ॥ গোবিন্দের দক্ষিণেতে তাঁরে বসাইয়া ।
দেখি ছুঁ ছুঁ শোভা সুখে উমড়য়ে হিয়া ॥ শ্রীচৈতন্য শ্রীকানী-
শ্বরের প্রেমবেশে । শ্রীবিগ্রহ রূপে আইলা পশ্চিম প্রদেশে ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং ॥

শ্রীমৎকানীশ্বরং বন্দে যৎপ্রীতিবশতঃ স্বয়ং ।

চৈতন্যদেবঃ কৃপয়া পশ্চিমং দেশমাগতঃ ॥

প্রভু প্রিয় কানীশ্বর বিদিত ভুবনে । শ্রীরূপ শ্রীসনাতন
 ময় বঁার গুণে ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য সে সব সোঙরিয়া । হই-
 লেন অধৈর্য্য ধরিতে নাহে হিয়া ॥ বার বার প্রণময়ে পড়িয়া
 ভূমিতে । না জানে কি হবে হিয়া বিদায় হইতে ॥ রঘুনাথ
 ভট্টের সমাধি নিরখিয়া । ভাসয়ে নেত্রের জলে বিদরয়ে হিয়া ॥
 রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামির গুণগণ । অবণ মাত্রেতে কার না
 জুড়ায় মন ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে অধ্যাপক চর্চ্চা * অবণেতে । বৃহ-
 স্পতি সাধুবাদ করে হর্ব্ব চিতে ॥ ভাগবত পাঠের উপমা
 দিতে নাই । ব্যাসাদি শুনিতে সাধ করে স্তম্ভ পাই ॥ যার
 ভক্তিরীতি দেখি দেবের বিস্ময় । ভট্টের মহিমা শ্রীনিবাস
 ঐছে কয় ॥ শ্রীনিবাসাদিক ভূমে পড়ি প্রণমিয়া । গোবিন্দ-
 মন্দিরে গেলা বিদায় হইয়া ॥ গোবিন্দ দর্শনে মহাবিহ্বল
 হইলা । শ্রীজীবগোস্বামি সঙ্গে বাসায় চলিলা ॥ অনুরাগ প্রবল
 বাঢ়য়ে ক্ষণে ক্ষণে ! নিজকৃত গীত গায় আপনা না জানে ॥
 শ্রীরাধিকা সখী প্রতি কহে বার বার । দেখিল গোবিন্দ রূপ
 অমিয়া পাথার ॥

সুহই রাগঃ ।

বদন চান্দ কুন্ কুন্দারে কুন্দিল গো, কে না কুণ্ডিল ছুটি
 আঁখি । দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে গো,
 সেই সে পরাণ তার সাক্ষী ॥ রতন কাটিয়া কে বা যতন
 করিয়া গো, কে না গড়াইয়া দিল কানে । মনের সহিতে মোর
 এ পাঁচ পরাণে গো, যোগী হৈল উহারি িানে ॥ নাসিকা

উপরে শোভে এ গজযুকুতা গো, সোনার মণ্ডিত তার
বিজুরি জড়িত কিবা চান্দ্রের কলিকা গো, মেঘের আড়ালে
থাকি হাসে ॥ সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো,
তাহে শোভে অলকার পাঁতি । হিয়ার মাঝারে মোর ঝলমল
করে গো, চান্দ্রে যেন ভ্রমরার পাঁতি ॥ মদন ফাঁড়িয়া ওনা
চুড়ার টালনি গো, উহা না শিখিয়াছিল কোথা । এ বুক
ভরিয়া মুখ দেখিতে না পানু গো, এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা
কেমন মধুর সে না বোল খানি খানি গো, হাতের উপরে
লাগি পাঙ । তেমন করিয়া যদি বিধাতা গঢ়িত গো, ভাসিয়া
ভাসিয়া তাহা খাঙ ॥ করিবর কর জিনি বাহুর বলনী গো,
হিসুলে মণ্ডিত তার আগে । যৌবন বনের পাখী পিয়ালে
মরয়ে গো, তাহারি পরশ রস মাগে ॥ ঠমকি ঠমকি যায়
যায় তেরচ নয়নে চায় যেনমত গজরাজ মাতা । শ্রীনিবাস
দাসে কয় ও রূপ লখিল নয় রূপসিদ্ধু গাঢ়ল বিধাতা ॥ * ॥

অমুরাগে শ্রীনিবাস ধৈর্য্য নাই বাঁধে । কি মধুর মাধুরী
দেখিলু বলি কান্দে ॥ শ্রীজীবগোস্বামী কত যত্ন করি স্থির ।
স্নেহের আবেশে গেলা আপন কুটীর ॥ শ্রীনিবাস আপনার
বাসায় রহিলা । নরোত্তম শ্যামানন্দ নিজ বাসা গেলা ॥ সর্বত্র
দর্শনাবেশে দিবস গোড়াই । রাত্রে যে করয়ে খেদ তার অন্ত
নাই ॥ ছুটী বাহু তুলিয়া কহয়ে বারে বারে । এ স্থখে বঞ্চিত
বিধি করিল আশারে ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ।
মো অধমে পুন কি দিবেন দরশন ॥ শ্রীরাধাবিনোদ রাধারমণ

প্রভুরে । পুন কি দেখিব প্রভু রাধাদামোদরে ॥ শ্রীগোপাল
 ভট্ট প্রভু আনি ব্রজপুরে । পুন কি দিবেন পাদপদ্ম সেবা
 মোরে ॥ গোস্বামী শ্রীলোকনাথ করুণাবিগ্রহ । মো অধমে
 পুন কি করিব অনুগ্রহ ॥ রূপাময় ভূগর্ত্ত গোস্বামী রূপা
 করি । পুন কি আনিব মো পাপির কেশ ধরি ॥ গোস্বামী
 শ্রীরাঘুনাথ দাস দয়ানিধি । পুন কি করিব মোর মনোরথ সিধি ॥
 শ্রীজীবগোস্বামী দান দুঃখির জীবন । পুন কি দেখিব আমি
 তাঁর শ্রীচরণ ॥ হাহা প্রভু শ্রিয়গণ মো হেন দুর্জনে । পুন
 ব্রজে আনি কি রাখিবা সন্নিধানে ॥ এঁছে কত কহিতে কহিতে
 নাই পারে । কণ্ঠরুদ্ধ হয় নেত্র জলেই সাঁতারে ॥ শ্রীনরো-
 ক্তমের খেদকহা নাইযায় । বাহার অবগে দারু পাষণ মিলয় ॥
 শ্যামানন্দ অতিশয় ব্যাকুল অন্তরে । করয়ে যতেক খেদ
 কহিতে কে পারে ॥ করিতে না পারে কেহো ধৈর্য্যাবলম্বন ।
 বিচ্ছেদ চিন্তায় নিশি করে জাগরণ ॥ শ্রীনিবাস চিতে যে
 যে উদ্বৈগ উপজয় । তাহা সে জানেন শ্রীগোবিন্দ দয়াময় ॥
 শ্রীগোবিন্দ দেবের ইচ্ছায় রাত্রিশেষে । হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রা-
 বেশ শ্রীনিবাসে ॥ স্বপ্ন ছলে শ্রীগোবিন্দ মন্দির হইতে ।
 গজেন্দ্রগমন আইলা আচার্য্য অগ্রেতে ॥ জিনি পুঞ্জ অঞ্জন
 জলদ নীলমণি । রূপের ছটায় কোটি মদন নিছনি ॥ নানা
 রত্ন ভূষণে ভূষিত কলেবর । শিরে শিখি পিঙ্গুচূড়া পরম
 সুন্দর । প্রত্যঙ্গ অদ্বুত শোভা উপমা কি তার । সুদীর্ঘ লোচন
 ভঙ্গী ভূষন মাতায় ॥ লক্ষ লক্ষ চন্দ্রমা জিনিয়া চান্দ মুখে ।

হাসিয়া কহয়ে শ্রীনিবাসে মহান্থখে ॥ অহে শ্রীনিবাস খেদ কর
সম্বরণ । শুনিতে না জানি প্রাণ করয়ে কেমন ॥ তুমি মোর
প্রেমমূর্তি না জান তা তুমি । নিরন্তর তোমার নিকটে
আছি আমি ॥ মোর মনোহভীষ্ট যে তা অনেক প্রকারে ।
করিলু প্রকাশ রূপসনাতন দ্বারে ॥ তোমা দ্বারে গ্রন্থরত্ন করি
বিতরণ । হরিব জীবের দুঃখ দিয়া প্রেমধন ॥ যে জন লইবে
আসি শরণ তোমার । তারে আমি অবশ্য করিব অঙ্গীকার ॥
ইউব তোমার শিষ্য ভাগ্যবন্তগণ । তা সবা লইয়া আসাদিবা
সঙ্কীৰ্তন ॥ কুন মতে কিছু চিন্তা না করিহ চিতে । মধ্যে মধ্যে
ঐছে মোরে পাইবা দেখিতে ॥ এত কহি শ্রীনিবাসে করি
অনুগ্রহ । হইলেন কি অন্ত্রুত শ্রীগৌর বিগ্রহ ॥ দেখি শ্রীনি-
বাস নায়ে ধৈর্য্য ধরি বায়ে । লক্ষ লক্ষ লোচন মাগয়ে বিধা-
তারে ॥ ভূমে পড়ি করয়ে শ্রীচরণ বন্দন । প্রভু শ্রীনিবাস
মাথে ধরয়ে চরণ ॥ আলিঙ্গন করি গোঁড়ে বিদায় করিয়া ।
মন্দিরে প্রবেশে গৌরমূর্তি সম্বরিয়া ॥ শ্রীগৌরিন্দ অদর্শনে
ব্যাকুল হৃদয় । জাগিয়া দেখয়ে নিশি প্রভাত সময় ॥ পরম
গভীর শ্রীনিবাস ধৈর্য্য ধরি । বসিল নিড়তে প্রাতঃক্রিয়াদিক
করি ॥ শ্রীনরোত্তমের তথা হৈল আগমন । সঙ্গে শ্যামানন্দ
সর্বমতে বিচক্ষণ ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য এ দৌহে সঙ্গে লৈয়া ।
শ্রীজীবগোস্বামি পাশে মিলিলেন গিয়া ॥ তেঁহ শ্রীনিবাসাদি
সবারে সঙ্গে করি । শ্রীগৌরিন্দ মন্দিরে আইলা শীত্র করি ॥
তথা সব মহাস্তের হৈল আগমন । তাঁ সবার নাম কহি শুভের

কারণ । গোস্বামী গোপাল ভট্ট অতি দয়াময় । ভৃগুর্ভ্রী-
 লোকনাথ গুণের আশ্রয় ॥ শ্রীমাধব শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য ।
 শ্রীমধুপণ্ডিত যার চরিত্রে আশ্চর্য্য ॥ প্রেমী কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাস
 ব্রহ্মচারী । রাঘবপণ্ডিত প্রেমভক্তি অধিকারী ॥ যাদব আচার্য্য
 নারায়ণ কৃপাবান্ । শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ গোসাঞি গোবিন্দ ইশান ।
 শ্রীগোবিন্দ বাণী কৃষ্ণদাস অভ্যুদার । শ্রীউদ্ধব মধ্যে মধ্যে
 গোঁড়ে গতি যার ॥ দ্বিজ হরিদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ । শ্রী-
 গোপালদাস যার অলৌকিক কাজ ॥ আইলা বৈষ্ণব যত কত
 নিবনাম । ব্রজবাসিগণ আইলা আনন্দের ধাম ॥ শ্রীজীব-
 গোস্বামী কৃষ্ণ পণ্ডিতাদি স্থখে । আনাইলা গ্রন্থরত্ন সবার
 সম্মুখে ॥ সবাকার অনুমতি পা'য়া সেইকণ । করাইলা
 গাড়ীতে গ্রন্থের আরোহণ ॥ গ্রন্থের সম্পূট * রাখাইলা সাব-
 ধানে । গাড়ী চালাইতে আজ্ঞা কৈল সর্বজনে ॥ শুভক্ষণে
 গাড়ী চালাইলা গাড়োয়ান্ । আগে পাছে চলে পদাতিক ভাগ্য
 বান্ ॥ আর এক লোক যোগ্য সর্বপ্রকারেতে । অতিসাবধানে
 চলে গাড়ীর সঙ্কেতে ॥ এইরূপে গাড়ী চলে মথুরার পথে ।
 কখনোদূর সকল গোস্বামী চলে মাঁথে ॥ কহি কত অতিশয়
 ব্যাকুল হিয়ায় । শ্রীনিবাস আচার্য্যেরে করিলা বিদায় ॥ শ্রী-
 নিবাসাদি অতি ব্যাকুল হইয়া । চলিলেন সবার চরণে প্রণ-
 মিয়া ॥ শ্রীজীবগোস্বামী আদি বিদ্রু কথো জন । করিলেন শ্রী-
 মধুনা পর্য্যন্তগমন ॥ আর সবে নিজ নিজ বাসায় চলিলা । কে

বর্ণির বিচ্ছেদে যেরূপ সবে হৈলা ॥ এথা মথুরায় সবে হৈলা
উপনীত । মথুরানিবাসী লোক অতি উল্লসিত ॥ সে দিবস যে
কৌতুক মথুরা নগরে । গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে নাহি বর্ণিবারে ॥
কৃষ্ণকথারসে দিবারাত্রি গোড়াইয়া । মথুরাহইতে চলে প্রভাতে
উঠিয়া ॥ শ্রীজীবগোস্বামী কথোদূর গেলা সঙ্গে । বিদায় সময়ে
ভাসে দুঃখেব তরঙ্গে ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুরে করি কোলে ।
করিলেন সিন্ধু দুটী নয়নের জলে ॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ দৌছে
সমর্পিয়া । বিদায় করিলা অতি ব্যাকুল হইয়া ॥ শ্রীনরোত্ত-
মেরে করি দৃঢ় আলিঙ্গন । কহিলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন ॥
শ্যামানন্দে সমর্পণ করিয়া স্নেহেতে । আলিঙ্গন করি তারে
নারে স্থির হৈতে ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ পণ্ডিত রাঘব । শ্রীগো-
পাল মাধবাঙ্গি যতেক নৈমগ্ন ॥ সকলে অধৈর্য্য হৈলা বিদায়ের
কালে । শ্রীনিবাস আদি সিন্ধু হৈলা নেত্র জলে ॥ পরস্পর
আলিঙ্গন প্রণামাদি যৈছে । সে অতি আশ্চর্য্য তা বর্ণিব কে
বা কৈছে ॥ মথুরার গৃহস্থ বৈষ্ণব শিষ্টগণ । সে সকলে করি-
লেন অনেক ক্রন্দন ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সে সব সহিতে ।
যথাযোগ্য মিলিলেন কান্দিতে কান্দিতে ॥ বিদায় হইলা শ্রী-
আচার্য্য বিজ্ঞবর । সবে বাহুড়িয়া গেলা নিজ নিজ ঘর ॥ শ্রী-
জীবগোস্বামি আদি গেলা বৃন্দাবন । সকলে করেন শুভ চিন্তা
অনুকণ ॥ এথা শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সাবধানে । চলিলেন
গোড়়ে লৈয়া গ্রন্থ রত্নগণে ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীগোড়-
গমন । যে শুনে তাহারে মিলে ভক্তি রতন ॥ শ্রীনিবাস
আচার্য্য চরণ চিন্তাকরি ॥ ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥*

॥ * ॥ ইতি শ্রীমন্ত্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাসাচার্য্যস্য বৃন্দা-
বনাদগোড়গমন বর্ণনং নাগ ষষ্ঠ স্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

সপ্তম তরঙ্গ ।

—:~:~:~:—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু । জয় জয় নিত্যানন্দ কঙ্ক-
ণারসিকু ॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত দেব গুণের আলায় । জয় শ্রীপণ্ডিত
গদাধর প্রেমময় ॥ জয় প্রেমাভক্তি দাতা পণ্ডিত শ্রীবাস । জয়
বক্তেশ্বর শ্রীগুরারি হরিদাস ॥ জয় সার্বভৌম কাশীগিঞ রামা-
নন্দ । জয় বাহুদেবঘোষ মাধব মুকুন্দ ॥ জয় ধনঞ্জয় শ্রীস্বরূপ
দামোদর । জয় নরুহরি গৌরীদাস কাশীধর ॥ জয় দাস গদাধর
শ্রীধর বিজয় । জয় শুক্লাশ্বর ব্রহ্মচারী শ্রীসঞ্জয় ॥ জয় ভট্ট
গোপাল শ্রীরূপ সনাতন । জয় রঘুনাথদাস দুঃখির জীবন ॥
জয় শ্রীভৃগত্ত্ব লোকনাথ শ্রীরাঘব । জয় রঘুনাথ ভট্ট আচার্য্য
মাদব ॥ জয় জয় শ্রীজীব যে গুণের নিধান । জয় কবিরাজ
কৃষ্ণদাস দয়াবান্ ॥ জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর । জয়
নরোত্তম বাঁর মহিমা প্রচুর ॥ জয় জয় শ্যামানন্দ চরিত্র অ-
পার । শ্রীদুঃখিনী কৃষ্ণদাস নাম পূর্বের বার ॥ জয় শ্রীবৈষ্ণব-
গণ দয়ার অবধি । যা সভার অনুগ্রহে হয় সর্বসিদ্ধি ॥ জয়
জয় শ্রোতাগণ গুণের আলায় । এবে যে कहিয়ে শুন হইয়া
সদয় ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য লৈয়া গ্রন্থ রত্নগণ । চলে গোড়পথে
করি গৌরাক্ষ স্মরণ ॥ সঙ্গে নরোত্তম ঐছে দেহ ভিন্ন মাত্র ।
শ্যামানন্দ আচার্য্যের অতি স্নেহ পাত্র ॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ-
সহ শ্রীনিবাস । নির্ঝিহ্ন চলয়ে পথে হইয়া উল্লাস ॥ নীলাচলে

যায় লোক সংঘট্ট পাইয়া । সে সভার সঙ্গে চলে বনপথ দিয়া ॥
বিশেষ শ্রীচৈতন্যের যে পথেগমন । সেইপথে নীলাচলে গেলা
সনাতন ॥ স্থানে স্থানে প্রভু ভূত্য স্থিতি জিজ্ঞাসিয়া । দেখে
সে সব স্থান অধৈর্য্য হইয়া ॥ বন পথে চলিতে আনন্দ অতি-
শয় । কুন দিন কোথাও না হয় কুন ভয় ॥ যে-যে দেশে যে
যে গ্রামে অবস্থিতি কৈল । গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে তাহা না
লিখিল ॥ সর্বত্র হইল ধ্বনি এক মহাজন । নীলাচলে যায়
সঙ্গে লৈয়া বহুধন ॥ রাজা বীরহাসীরের দস্তুগণ যত্নে । গণিয়া
দেখিল গাড়ী পূর্ণ নানা রত্নে ॥ রাজা প্রতি কহে গিয়া এক
মহাজন । গাড়ী ভরি লৈয়া যায় অমূল্য রতন ॥ দস্তুগণ মুখে
শুনি হৈলা উল্লসিত । যে রূপ রাজার ক্রিয়া কহিয়ে কিঞ্চিৎ ॥
দস্তুকর্ম্ম করে সদা লৈয়া দস্তুগণ । যারে দেখি ভয়ে লোক
কাঁপে সর্বক্ষণ ॥ আর যে যে দুর্নীত কহিতে অন্ত নাই ।
সবে এক পুরাণ শুনয়ে বিপ্র ঠাই ॥ এঁছে বীরহাসীর দুর্জয়
দস্তুগণে । আজ্ঞা কৈল সজ্জ হৈয়া যাহ এই ক্ষণে ॥ অর্থ সহ
গাড়ী এথা গোপনে আনিবে । দেখাইবে ভয় কারু প্রাণে না
মারিবে ॥ পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলে দস্তুগণ । তা সবারে
দেখিতে কাঁপয়ে শিউগণ । যৈছে রাজা তৈছে এ সকল অনু-
চর । দস্তুকর্ম্ম করিতে উল্লাস নিরন্তর ॥ বনবিষ্ণুপুর হৈতে
দূরদেশ গিয়া । লইল এ সব সঙ্গ অলঙ্কিত হৈয়া ॥ শ্রীনিবাস
আচার্য্যাদি গাড়ীর সহিতে । পঞ্চকুটা হৈয়া চলে বিষ্ণুপুর

পথে ॥ নির্ঝিষে আইলু দেশে এঁছে বিচারয় । বিষ্ণুপুরে
 রাজা দুই ইহা না জানয় ॥ রাজধানী বনবিষ্ণুপুর সম্মিধানে ।
 বনে মধ্যে বৃহদ্গ্রাম আইলা সেই খানে । ভক্ষণাদি ক্রিয়া
 দিবসেই সমাধিল ॥ কৃষ্ণকথা শুখে অর্দ্ধ রাত্রি গোড়াইল ॥ সে
 রাত্রিতে সকলেই করিতে শয়ন । হইলেন নিদ্রাগত নাহিক
 চেতন ॥ গ্রামবাসি শিষ্ট লোক চিস্তে মনে মনে । কৃষ্ণ কি
 করিবে রক্ষা এই মহাজনে ॥ নিশ্চিন্তে আছয়ে সবে শঙ্কা না
 জানায় । সাবধান করিতেও নারি রাজভয় ॥ এথা রাজা দুই
 অঙ্গ ধনের কারণে । বহুদূর পর্য্যন্ত পাঠায় দশ্যুগণে ॥ এই
 মহাজন গাড়ি ভরি ধন লৈয়া । কি রূপে আইলা পথে নির্ঝাহ
 করিয়া ॥ কেহ কহে এ হয় ধার্মিক মহাজন । এ হেতু
 হরিতে ধন নারে দশ্যুগণ ॥ কেহ কহে দশ্যুগণ আছে লাগ
 লৈঞা । না জানি কখন হানা দিবেক আসিয়া ॥ এঁছে কত
 কহে লোক রহি নিজালয়ে । এথা দশ্যুগণ নানা উপায়
 চিন্তয়ে ॥ কেহ কহে ওহে ভাই কর এই কাজ । দস্যর
 সমাজে ঘেন না পাইয়ে লাজ ॥ তামড় গ্রামের সম্মিধানে লজ্জ
 হৈলা । তথা নিজ কার্য্য সিদ্ধি করিতে নারিলা ॥ বনুনাথ-
 পুরের নিকটে নিশাভাগে । হৈলা পরাভব সবে সে সবার
 আগে ॥ এবে আইলা বনবিষ্ণুপুর সম্মিধানে । বার যৈছে
 বল বুদ্ধি প্রকাশ এখানে ॥ অদ্য গাড়ী সহ অর্থ দিলে সে
 রাজারে ! হইব প্রসন্ন নহে বধিব সবারে ॥ এঁছে কহি সবে

এক সংঘট্ট হইয়া । পূজে চণ্ডী ছাগ মেঘ মহিষাদি দিয়া ॥
 চণ্ডীপদে প্রণমি কহয়ে বারে বারে । কার্য্য সিদ্ধি করি রক্ষা
 করহ সবারে ॥ এঁছে কত কহি আচার্য্যাদিসম্মিধানে । আগে
 পাঠাইল শ্রেষ্ঠ চৌর এক জনে ॥ তেঁহ আসি দেখে সবে
 নিদ্রাগত হৈলা । জানি সুসময় গিয়া দস্যু জানাইলা ॥ দস্যু-
 গণ শীঘ্র আসি ভয়ঙ্করবেশে । স্বচ্ছন্দে লইয়া গাড়ী বনেতে
 প্রবেশে ॥ রাত্রিশেষে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশিয়া । দিলেন
 রাজারে সব বৃত্তান্ত কহিয়া ॥ বনবিষ্ণুপুরের যতক শিষ্টাগণ ।
 শুনিলেন রাজা হরিলেন বহুবন ॥ নির্জনে বসিয়া কেহ কহে
 কারু প্রতি । অতি মন্দ কার্য্য রাজা দুষ্কর্ম্মতি ॥ বৃন্দাবন হৈতে
 মহাজন ধন লৈঞা । ক্ষেত্রে চলে জগন্নাথ দর্শন লাগিয়া ॥
 তারে দুঃখ দিল এ পাপিষ্ঠ দুরাচার । বুঝিল ইহার কড়ু
 নহিব উদ্ধার ॥ কেহ কারু কর্ণে কহে ক্রন্দন করিয়া । বন-
 বিষ্ণুপুর যাবে উচ্ছন্ন হইয়া ॥

এঁছে দুষ্ট রাজা নাই ভারত ভূমিতে । কেহ না পারয়ে ।
 এ পাপিরে দণ্ড দিতে ॥ কেহ কহে এ দুষ্ট রাজার এই
 রীতি । করিব নরক ভোগ কড়ু নাই গতি ॥ কেহ কহে এ
 দুষ্কের সকল অনীত । কহ দেখি ইহার কিরূপে হবে হিত ॥
 কেহ কহে হিতকর্ত্তা প্রভু নারায়ণ । কলিতে যে কৈল কৃপা
 না হয় বর্ণন ॥ নবদ্বীপে বিপ্রবংশে জগাই মাধাই । মহাপাত-
 কির শিষ্যোন্নতি দুই ভাই ॥ যার ভয়ে কাঁপে লোক সে দুই

পামরে । কৃপা করি উদ্ধারিলা নদিয়া বিহারে ॥ যাহারে দেব
 মনুষ্যে মিশাই । করিল যতেক স্তব তার অন্ত নাই ॥ জগাই
 মাধাই হইলেন ভক্তরাজ কহিতে কে জানে অলৌকিক তাঁর
 কাজ ॥ কেহ কহে সে কৃষ্ণ চৈতন্য ভগবান্ । জীবে কৈল
 ব্রহ্মাদি দুর্লভ রত্নদান ॥ সে প্রভু হইলা নীলাচলে সংগোপন
 এবে কে করিব হেন দুষ্টির তারণ ॥ কেহ কহে ওহে ভাই
 বলিয়ে তোমায় । হেন দুষ্টি তরে তাঁর ভক্তের কৃপায় ॥ কেহ
 কহে সে ভক্তের দুর্লভ দর্শন । এ পাপিষ্ঠ দেশে কেনে হবে
 আগমন ॥ কেহ কহে ভক্তের এ রীতি শাস্ত্রে কয় । জীব
 উদ্ধারিতে সর্বদেশেই ভ্রময় ॥ ভক্ত দ্বারে সব কার্য সাধে
 সেই প্রভু । ভক্ত কৃপা বিনা কার্য সিদ্ধি নহে কভু ॥ কেহ
 কহে অহে মোর মনে এই হয় । অবশ্য আসিব এথা কৃষ্ণ মহা-
 শয় ॥ তাঁর কৃপালেশে না রহিব দুঃখ লব । যুচিব দুর্কী
 রাজা হইব বৈষ্ণব ॥ এত কহি প্রভুরে প্রার্থয়ে বার বার ।
 যুচাহ রাজার এ অনীত ব্যবহার ॥

এছে শিষ্টলোকগণে হিত চিন্তা করে । এথা রাজা ধন
 লাভে হর্ষ নিজঘরে ॥ দক্ষ্যগণ প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়া । বসন
 ভূষণ দিল প্রশংসা করিয়া ॥ শ্রীবীরহাস্মীর রাজা মনে বিচারয় ।
 এই গাড়ী পশ্চিম দেশের স্ননিশ্চয় ॥ বহুদিন বহু অর্থ লাভ
 হৈল মোরে । এরূপ আনন্দ কভু না হয় অন্তরে ॥ বুঝিলু
 অমূল্যরত্ন আছেয়ে ইহায় । এত কহি গ্রন্থের সম্পূর্ণ পানে

চায় ॥ গ্রন্থের সম্পূট শীঘ্র খুলিয়া আপনে । দেখয়ে সম্পূট
 মধ্যে গ্রন্থরত্নগণে ॥ গ্রন্থদৃষ্টি মাত্রেতে হইল শুদ্ধ মন ।
 পুনঃ পুনঃ গ্রন্থরত্নে করে সন্দর্শন ॥ নিশ্চয় হইয়া রাজা কহে
 গণি তারে । কেমন গণিলা তুমি বলহ আমারে ॥ তেঁহ কহে
 মহারাজ যখন গণিয়ে । অমূল্যরতন ইথে তখনি দেখিয়ে ॥
 শুনি রাজা কহে কিছু না করিহ ভয় । যখন যে গণ তাহা সব
 সত্য হয় ॥ এবে যে গণিলা নহে অসত্য বচন । সর্বপ্রকারেতে
 এ অমূল্যরত্ন হন ॥ এ অমূল্যরত্ন প্রাপ্তি বহুভাগ্যে হয় । এঁছে
 কত কহি দহ্য পানে নিরীক্ষয় ॥ ব্যাকুল হইয়া দণ্ডে কহে
 বারে বারে । কাহ্ন না বধিলা সত্য বলহ আমারে ॥ দহ্য কহে
 সে সকলে নিদ্রাগত ছিল । গাড়ী লৈয়া আইলু তাহা কেহ
 না জানিলা ॥ পূর্বেই আপনে নিষেধিলা মো সবারে । প্রাণে
 কি মারিব কার্য্যসিদ্ধি এ প্রকারে ॥ শুনি রাজা স্থির হৈয়া
 কহে মিজগণে ॥ কৈলু যে কুক্রিয়া তা ফলিল এত দিনে ॥ কুন
 মহাশয়ের অন্তরে দিলু ব্যথা । তাঁর কোপানলে ভস্ম হইল
 সর্বথা ॥ যদি পাই এই গ্রন্থাচার্য্যের দর্শন । তবে ত তাঁহার
 পায়ে লইব শরণ ॥ অহে ভাই মো পাপির মনে এই হয় ।
 মোরে অনুগ্রহ তেঁহ করিব নিশ্চয় ॥ এত কহি দূত পাঠাইয়া
 অশেষণে । গাড়ীসহ গ্রন্থরত্ন রাখিলা যতনে ॥ শুনিয়া গ্রন্থের
 কথা রাজার বনিতা । দর্শন করিতে তেঁহ হৈলা উৎকণ্ঠিতা ॥
 কি বলিব গ্রন্থরত্নগণের বিজয়ে । রাজার ভবন শোভা করে

অতিশয়ে ॥ অকস্মাৎ বিষ্ণুপুরে ব্যাপিল মঙ্গল । যুচিল
লোকের দুই চেষ্টা সে সকল ॥ রাজা বীরহাশীরের সদা এই
মনে । বীর গ্রহ তাঁরে বা দেখিব কত ক্রমে ॥ ঐছে বিচারিয়া
রাজা ব্যাকুল হইলা । হেনই সময়ে নিদ্রাদেবী আকর্ষিলা ॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখে এক পুরুষ সুন্দর । জিনি হেম পর্বত অপূর্ব
কলেবর ॥ শ্রীচন্দ্রবদনে কহে হাসিয়া হাসিয়া । চিন্তা না
করিহ তেঁহ মিলিব আসিয়া ॥ হইব তোমার প্রতি প্রসন্ন
অন্তর । অশ্রু জশ্রু হও তুমি তাহার কিস্কর ॥ এত কহি
অদর্শন হৈতে হেনকালে । হৈল নিদ্রাভঙ্গ রাজা ভাসে নেত্র
জলে ॥ কি দেখিলুঁ কি দেখিলুঁ বোলে বার বার । চতুর্দিকে
চাহে মর্শ না করে প্রচার ॥ এথা দম্যগণে গ্রন্থগাড়ী লৈয়া
গেলে । অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ জাগিলা সকলে ॥ শ্রীনিবাস
আচার্য্যাদি প্রভাত সময়ে । ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ অবে-
ষরে ॥ কিছু খোজ না পাইয়া করয়ে ক্রন্দন । ই কি বজ্রঘাত
হৈল, কহে সর্বজন ॥ নরোত্তম কহে আমি প্রাণ তিয়াগিব ।
শ্যামানন্দ কহে এই অনলে পশিব ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের
মনে হৈল যাহা । কহিতে বিদরে হিয়া কি কহিব তাহা ॥
সজের যতেক লোক কাতর অন্তরে । নিশ্চয় করিল আর না
বাইব ঘরে ॥ গ্রন্থচুরি কথা সর্বত্রই ব্যক্ত হৈল । আচার্য্যাদি
মতাছুঃখ সমুদ্রে ডুবিল ॥ কত ক্রমে করি সবে ধৈর্য্যাবলম্বন ।
পরস্পার কহে যাহা না হয় বর্ণন ॥ শ্রীনিবাসে অকস্মাৎ কহে

কুন জনে । বিষ্ণুপুরে পাবে গ্রহ যাহ রাজাস্থানে ॥ এ বাক্য
 শ্রবণে মনে জন্মিল উল্লাস । ঐছে আর দেখে নানা মঙ্গল
 প্রকাশ ॥ প্রভুভক্তি জানি সবে করিয়া আশাস । শ্রীনরোত্ত-
 মের প্রতি কহে শ্রীনিবাস ॥ খেতরিগ্রামেতে শীঘ্র করিয়া
 গমন । প্রভুলোকনাথ আজ্ঞা করহ পালন ॥ শ্যামানন্দে পাঠা-
 ইবা সুসঙ্গতি মতে । অধিকা হইয়া যাইবেন উৎকলেতে ॥
 পাঠাইব সমাচার গ্রহ প্রাপ্ত হৈলে । নহিবা উদ্বিগ্ন আমি
 মিলিবা সকালে ॥ ঐছে কত কহি দৌহে বিদায় করিল ।
 দৌহে যে ব্যাকুল তাহা বর্ণিতে নারিল ॥ আচার্য্যের বাক্য
 না লজ্জিয়া দুই জন । গেলেন খেতরিগ্রামে স্থির নহে মন ॥
 কে বুঝিতে পারে মহাশয়ের এ লীলা । প্রথমেই শ্রী সন্তোষে
 শক্তিসঞ্চারিলা ॥ শ্রীনরোত্তমের দর্শনেতে সর্বলোক । মহাহর্ষ
 হৈলা পালরিল দুঃখ শোক ॥ মহাযত্নে দৌহে রাখি পরম-
 নির্জনে গ্রহচুরি কথা শুনি দুঃখী বিজ্ঞগণে ॥ এথা শ্রীনিবাস
 বিদায় করিয়া । হইলেন ব্যাকুল ধরিতে নারে হিয়া ॥ সঙ্গের
 'মনুষ্যগণে অন্যত্র রাখিল । / বনবিষ্ণুপুরে একা শীঘ্র প্রবে-
 শিল ॥ মহাস্ত্রের হৃদয় বুঝিবে কুন জন । গ্রহের উদ্দেশে করে
 একাকী ভ্রমণ ॥ যেখানে সেখানে লোক কহে পরম্পরে ।
 অপূর্ব পুরুষ এক আইলা বিষ্ণুপুরে ॥ কিবা এ দেবতা কিবা
 ঈশ্বরের অংশ । 'দেখিতে সৌন্দর্য্য কার নহে ধৈর্য্য ধ্বংস ॥
 এত কহি আচার্য্যের দর্শন লাগিয়া । চতুর্দিকে ধায় লোক

উল্লাস হইয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামে ব্রাহ্মণ তনয় । আচার্য্য
দর্শনে তাঁর হৈল প্রেমোদয় ॥ তেই দেউলিতে নিজগৃহে লৈয়া
গেলা ॥ আচার্য্যের পাদপদ্মে আত্মসমর্পিতা ॥ আচার্য্যঠাকুর
তাঁরে জিজ্ঞাসিল যাহা । ক্রমে বিস্তারিয়া তেঁহ কহিলেন
তাহা ॥ ভাগবত শুনে রাজা এ কথা শুনিয়া । রাজসভা চলে
কৃষ্ণবল্লভে লইয়া ॥ আচার্য্যের তেজ দেখি রাজা সাবধানে ।
ভূমে পড়ি প্রণমি আপনা ধন্যমানে ॥ বসিতে দিলেন আনি
অপূর্ব আসন । কিছু জিজ্ঞাসিতে করে আচার্য্য বারণ ॥ অহে
রাজা ভাগবত কথা সাক্ষ পরে । যাহা জিজ্ঞাসিবে তাহা কহিব
তোমায়ে ॥ যে, আত্মা বলিয়া রাজা মনে বিচারয় । ইহঁ গ্রন্থ-
রত্নের অধ্যক্ষ স্থনিশ্চয় ॥ মোর ভাগ্যে অকস্মাৎ দিলা দরশন।
করিয়ু ইহার পদে আত্মসমর্পণ ॥ ঐছে বিচারিয়া রাজা এক
দৃষ্টে চায় । আচার্য্য শেষেতে কিছু কহিল রাজায় ॥ পূর্বেই
রাজার হইয়াছে শুদ্ধ মন । শুনিতে যথার্থ অর্থ করে নিবেদন ॥
অহে মহাশয় এই হয় মোর মনে । ভাগবত পদ্য ব্যাখ্যা কর
শ্রীবদনে ॥ শুনিয়া রাজার বাক্য আচার্য্যঠাকুর । জানিল
রাজার দুর্ভবুদ্ধি গেল দূর ॥ আচার্য্য কহেন কি শুনিতে হয়
মন । রাজা কহে শ্রীভ্রমর গীতা কিছু কন ॥ রাজার বচনে
মগ্ন হইলেন সুখে । রাজার পাঠক গ্রন্থ দিলেন সম্মুখে ॥
আচার্য্যঠাকুর যত্নে পাঠ আরম্ভিল । অশ্রুত অদ্ভুত অর্থ সুধা-
বৃষ্টি কৈল ॥ সভামধ্যে সবাব নেত্রেতে ঝরে জল । শ্রীবীর-

হাযীর রাজা হইল বিহ্বল ॥ রাজার পাঠক নাম ব্যাস চক্র-
বর্তী । কে কহিতে পারে তাঁর হৈল যৈছে আৰ্ত্তি ॥ যে যে
জন ছিলেন শ্রীকথার সময় । সে সবার চেক্টাতে অন্যের
প্রেমোদয় ॥ আত্মবিস্মারিত হৈল আচার্য্যঠাকুর । স্থির হৈতে
নাৱে তার আবেশ প্রচুর ॥ আচার্য্যচরণে পড়ি শ্রীবীরহাযীর ।
কথা সমাধান হইলও নহে স্থির ॥ কত ক্ষণে স্থস্থির হইয়া
ভাবে মনে । কৈলু মহাঘোর অপরাধ এ চরণে ॥ ঐছে দৈন্য
রসে মগ্ন শ্রীবীরহাযীর । নেত্র জলে ভাসয়ে হইতে নাৱে
স্থির ॥ অতি নির্জ্ঞানেতে আচার্য্যেরে বাসা দিয়া সন্ধ্যা সম-
য়েতে শীত্ৰ মিলিলেন গিয়া ॥ প্রণমিয়া ঘোড়করে করে নিবে-
দন । বিবরিয়া কহ প্রভু কৈছে আগমন ॥ ঐছে বাক্য শুনিয়া
আচার্য্য হর্ষচিত্তে । রাজা প্রতি কহে এবে কহি সংক্ষেপেতে ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার । ব্রজে সংগোপন কৈলা
একট বিহার ॥ সময় পাইয়া সান্ধোপাঙ্গ লৈয়া সঙ্গে নব-
দ্বীপে অবতীর্ণ হৈলা মহারঙ্গে ॥ নবদ্বীপে কৈলা প্রভু অদ্ভুত
বিহার । শেষ শিবাদিক তাহা নাৱে বর্ণিবার ॥ শাস্ত্রে যে
প্রমাণ তাহা প্রত্যক্ষ করিল । সঙ্কীৰ্ত্তন যজ্ঞেতে জগৎ সান্তা-
ইল ॥ কথো দিন গণ সহ করি গৃহবাস । কেশব ভারতী
স্থানে করিলা সম্যাস ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বিদিত হইল ।
জীবে কুপা লাগি সৰ্ব্ব তীৰ্থেতে ভ্রমিল ॥

ভক্তে স্থখ দিতে নীলাচলে কৈল বাস । তথা চলাচল

ব্রজের অন্তত বিলাপ ॥ তাঁর প্রিয়তম গোড়রাজার উজীর ।
 মহৈশ্বর্যবন্ত মহাপণ্ডিত গভীর ॥ রূপ সনাতন নাম বিদিত
 ভুবনে । সর্ব ত্যাগ করিয়া গেলেন বৃন্দাবনে ॥ তথা বাস
 কৈলা মহাপ্রভুর আজ্ঞাতে । ব্রজে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা শাস্ত্র-
 মতে ॥ বর্ণিলা অনেক গ্রন্থ অমিয়া পাথার । উষাড়িলা ব্রজ-
 লীলা রত্নের ভাণ্ডার ॥ শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রকাশিলা যত ।
 তাঁহা এক মুখে আমি কহিব বা কত ॥ মুই মহা অযোগ্য
 জন্মিয়া গোড়দেশে । বৃন্দাবন গেলু প্রভুগণের আদেশে ॥
 শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামির শিষ্য হৈলু । গোস্বামির গ্রন্থাদিক
 অধ্যয়ন কৈলু ॥ শ্রীজীব গোস্বামী আদি মহাবিজ্ঞান । গোড়ৈ
 গ্রন্থ প্রকাশিতে কৈল সমর্পণ ॥ সাবধানে লইয়া আইলু এই
 দেশে । কথোদূরে গ্রন্থ চুরি হৈল রাত্রি শেষে ॥ সবে মিলি
 কৈলু ইতস্ততঃ অন্বেষণ । অনেক প্রকারে কৈলু ধৈর্য্যবলম্বন ॥
 নরোত্তম নামে এক রাজার কুমার । পরম বৈরাগ্য সর্বশাস্ত্রে
 অধিকার ॥ শ্যামানন্দ নামে এক প্রবীণ সর্বাংশে । সে
 দৌহারে পাঠাইলু নিজ নিজ দেশে ॥ সঙ্গে বে আছেয়ে ব্রজ-
 ধাসী অক্সধারী । সে সবে রাখিলু এক স্থানে বাসা করি ॥
 গ্রন্থ লাগি সর্বত্রই ভ্রমণ করিলু । পুরাণ পাঠের শুনি এথা
 আইলু ॥ কহিলু বৃত্তান্ত কিছু কহিতে কি আর । গ্রন্থ অদ-
 র্শনে হিয়া বিদরে আমার ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যের এ বচন শ্রবণে ।
 ব্যাকুল হইয়া রাজা পড়ে শ্রীচরণে ॥ কান্দিয়া কহয়ে মুই

দস্য অধিকারী । করিলু কুক্রিয়া যত কহিতে না পারি ॥
 প্রভু ঘরে বনপথে কৈলা আগমন । দূত মুখে বার্তা সুই পাইলু
 তখন ॥ অর্থ প্রাপ্ত হেতু হৈল আনন্দ আমার । গণাইলু যগন্ধে
 সে গণিল নির্দার ॥ অতিবড় মহাজন মহারত্ব আনে । হইব
 অবশ্য প্রাপ্ত অলপ সন্ধানে ॥ এ বাক্য শুনিয়া দস্যগণে
 পাঠাইলু । প্রাণে না মারিবে কারু এতেক কহিলু ॥ দস্যগণ
 অনারাসে গাড়ি লৈয়া আইল । দেখিয়া সিন্দুক মোর মহা-
 হর্ষ হৈল ॥ সিন্দুক খুলিয়া দেখি গ্রন্থরত্নগণ । দর্শন নাহেতে
 মোর ফিরিগেল মন ॥ হৈলু উৎকণ্ঠিত গ্রন্থ অধ্যক্ষে দেখিতে ।
 শীঘ্র পাঠাইলু দূতগণে অশ্রুবিতে ॥ অন্তর্যামি প্রভু তুমি
 পতিতপাবন । সু অধমে অকস্মাৎ দিলা দরশন ॥ দর্শন
 নাহেতে আজ্ঞা সমর্পিলু পায় । অপরাধ ক্ষমি কৃপা করহ
 আমার ॥ মোরে মহাপাপি দেখি ঘৃণা না করিবে । পাপে
 যুক্ত হউ যৈছে উপায় করিবে ॥ এত কহি পড়ি আচার্য্যের
 পদতলে । আচার্য্যের চরণ সিঞ্চয়ে নেত্রে জলে ॥ দেখিয়া
 রাজার অতি ব্যাকুল হৃদয় । আচার্য্য করিলা অনুগ্রহ অতি-
 শয় ॥ অশেষ প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত হইল । কহিতে কি
 প্রেমের সমুদ্র উথলিল ॥ রাজা আচার্য্যের সে সকল লোক-
 গণে । শীঘ্র আনাইয়া বাসা দিলা রম্য স্থানে ॥ রাজা আচা-
 র্য্যেরে যত্নে স্নান করাইলা । যথা গ্রন্থরত্ন তথা লইয়া চলিলা ॥
 আচার্য্যের হৈল মহাপ্রফুল্লিত মন । গ্রন্থ দেখি যে আনন্দ

না হয় বর্ণন ॥ রাজা গ্রহ পূজাইয়া বিবিধ প্রকারে । অস্ত্র-
 পুয়ে লইয়া গেলেন আচার্য্যেরে ॥ আচার্য্যে দর্শন করি
 রাজার ঘরণী । আনন্দে বিহ্বল যৈছে কহিতে না জানি ॥
 প্রণমিয়া আচার্য্যের চরণ যুগলে । আপনা মানয়ে ধন্য ভাসে
 নেত্র জলে ॥ শ্রী আচার্য্য করি কৃপা রাজার ভার্য্যায় । রাজা
 সহ আইলেন নির্জজন বাসায় । রাজা পুনঃ পুনঃ কহে চরণে
 পড়িয়া । কৈলু যে কুকর্ম্ম তাহে স্থির নহে হিয়া ॥ রাজার
 হৃদয় জানি আচার্য্যঠাকুর ॥ পুনঃ পুনঃ কহে সব চিন্তা কর
 দূর ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদে সোঁপিলু তোমারে । সেই পাদপদ্ম
 চিন্তু হৃদয় মাঝারে ॥ আপনাকে সাপরাধ মানি সর্ব্বক্ষণ ।
 নিরন্তর করিবে এ নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ এত কহি রাজার হরিতে
 সব ক্লেশ । হরিনাম মহামন্ত্র কৈল উপদেশ ॥ পুন রাজা প্রতি
 কহে মধুর বচনে । সদা সাবধান হসে শ্রবন কীর্ত্তনে ॥ কৃষ্ণ-
 চৈতন্য প্রভু ভুবনপাবন । এই নামমন্ত্র জীবে কৈলা বিতরণ ॥
 অহে রাজা গোসাঞির গ্রহাস্বাদ পরে । রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা
 করাব তোমারে ॥ এত কহি ভক্তিজঙ্গ কিছু জানাইয়া । রাজা
 বীরহাস্যেরে স্থির কৈল হিয়া ॥ গোস্বামীর সহিত রাজা উল্লাস
 হিয়ায় । বিকাইল শ্রীনিবাস আচার্য্যের পায় ॥ গ্রহ চুরি প্রাপ্ত
 দম্য রাজার উদ্ধার । এই কথা সর্ব্বত্র ই হইল প্রচার ॥
 বল্লভ ব্যাস আদি সর্ব্বজন । আচার্য্যের পাদপদ্মে লইলা
 শরণ ॥ আনন্দসমুদ্র উথলিল বিষ্ণুপুরে ॥ ভক্তিদেবী অনুগ্রহ

কৈলা ঘরে ঘরে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাঈতগুণে । হইলা
 বিহ্বলং সবে অন্য নাহি জানে ॥ গদাধর শ্রীবাসাদি প্রভুগণ
 যত । এ সবার নাম গুণে মত্ত অবিরত ॥ বাটিল আর্তি বৈষ্ণব-
 দর্শনে । হৈল গাঢ়রতি নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ॥ শ্রীনিবাস আচা-
 র্যের মহিমা গাইতে । যে আনন্দে মগ্ন তাহা কে পারে
 কহিতে ॥ নিজ নিজ ভাগ্য শ্লাঘা করি সর্বজন । নিরন্তর
 করে সবে শ্রীনাগ কীর্তন ॥ শ্রীনিরহাসীর রাজা মনের
 উল্লাসে । করঘোড় করি কহে আচার্যের পাশে ॥ অহে প্রভু
 মো সবার দুঃখ নিবারিলা । দেবের দুর্লভ রত্ন প্রদান
 করিলা । অহে প্রভু এবে নিবেদিয়ে শ্রীচরণে । গ্রন্থচুরি হৈল
 এ জানিল সর্বজনে ॥ গ্রন্থ প্রাপ্তি সু অধম দস্যুর দমন । ঐছে
 পত্নী লিখিয়া পাঠান বৃন্দাবন ॥ আর এই জানাইবা গোস্বামি-
 গণেরে । যেন মো পাপিরে সবে অনুগ্রহ করে ॥ শ্রীঠাকুর
 নরোত্তম শ্যামানন্দ যথা । ঐছে পত্নী পাঠাইতে আজ্ঞা
 হবে তথা ॥ শুনিয়া রাজার বাক্য আচার্য্য আপনে । পূর্বেই
 লিখিল পত্নী দিল রাজা স্থানে ॥ রাজা পত্নী দেখি হর্ষ হৈলা
 অতিশয় । আচার্য্য ঠাকুর পুন রাজারে কহয় ॥ গাড়ী সহ যে
 লোক আইলা ব্রজ হৈতে । সে সব যাঁইব গাড়ী লইয়া
 তুরিতে ॥ এত কহি আচার্য্য আপনে ব্রজ পাইয়া । পত্নী দিল
 মঙ্গিলোকগণে কত কৈয়া ॥ রাজা সে সকল লোকে প্রণাম
 হুমিতে । করিল সম্মান যত কে পারে কহিতে ॥ যে গাড়ীতে

আইলেন গ্রন্থ মহারত্ন । তাহাতেই নানাদ্রব্য দিলা করি যত্ন ।
 শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনে । দিলেন বিভাগ করি
 আর যত স্থানে ॥ লইয়া সে সব দ্রব্য অস্ত্রধারিগণ । বিদায়
 হইয়া শীঘ্র করিলা গমন ॥ গাড়ী সহ সবে মহা উল্লসিত
 হৈয়া । গোস্বামিরে দিলা পত্নী বৃন্দাবনে গিয়া ॥ আদ্যো-
 পাস্ত্র কহিল সকল সমাচার । শুনিয়া ঘুচিল সব উদ্বেগ সবার ॥
 পত্নী পাঠে বিশেষ সম্বাদ জ্ঞাত হৈয়া । চিন্তয়ে মঙ্গল মহা-
 হর্ষে কত কৈয়া ॥ শ্রীবীরহাশ্বীর যে যে দ্রব্য পাঠাইলা । শ্রী-
 জীবগোস্বামী তাহা সর্বত্রই দিলা ॥ শ্রীনিবাস পত্নী পাঠা-
 ইব এই মনে । শ্রীজীবগোস্বামী মহাহর্ষ ক্ষণে ক্ষণে ॥ এথা
 রাজা শ্রীবীরহাশ্বীর শীঘ্র করি । নিজ প্রভু পত্নী পাঠাইলেন
 খেতরি ॥ শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দ সনে । চিন্তায় ব্যাকুল
 হৈয়া আছেন নির্জনে ॥ খেতরি গ্রামেতে আসি দূত জিজ্ঞা-
 সয় । কোথায় আছেন শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥ শ্রীআচার্য্য প্রভু
 বনবিষ্ণুপুর হৈতে । পত্নী পাঠাইল এই জানাহ ত্বরিতে ॥
 শুনি শীঘ্র কেহ মহাশয়ে জানাইল । বনবিষ্ণুপুর হৈতে মনুষ্য
 আইল ॥ আচার্য্য প্রভুর পত্নী আছে তার ঠাই । একথা
 শ্রবণে কি আনন্দ অন্ত নাই ॥ দূতে আনি নিকটে মঙ্গল
 জিজ্ঞাসয় । দূত কহে পরম মঙ্গল মহাশয় ॥ শুনি শ্যামানন্দ
 ভাসে আনন্দাশ্রুজলে । দুই বাছ পসারি দূতেরে করে
 কোলে ॥ দূত মহাব্যস্ত মহাশয়ে পত্নী দিয়া । দৌহার পায়

ভূমে লোটাইয়া ॥ পত্নীপাঠে জ্ঞাত হৈয়া সব সমাচার ।
 ধরিতে নারয়ে হিয়া আনন্দ অপার ॥ পিতৃগোর পুত্র দত্ত
 সন্তোষ রাজার । জানাইল অল্পে ঐছে মধুর কথায় ॥ গ্রহ-
 প্রাপ্তি হৈল শীঘ্র বনবিষ্ণুপুরে । শ্রীআচার্য্য কৈল কৃপা শ্রী-
 বীরহাঙ্গীরে ॥ গ্রহ প্রাপ্তি রাজা বীরহাঙ্গীরের ত্রাণ । শুনি
 সন্তোষের জুড়াইল মন প্রাণ ॥ পরম আনন্দে শ্রীসন্তোষ
 বিজবর । রাজদূতে করিলেন সম্মান বিস্তর ॥ আদ্যোপান্ত
 সকল শুনিল তাঁর স্থানে । বহু অর্থ ব্যয় কৈল মঙ্গল বিধানে ॥
 সন্তোষের রীত দেখি সকলে বিস্মিত । শ্রীঠাকুরমহাশয় হৈলা
 উল্লসিত ॥ শ্রীশ্যামানন্দে বসাইয়া নিজপাশে । লিখিলেন
 পত্নী শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাসে ॥ আপনার মনোরুতি তাহে
 প্রকাশিলা । শ্যামানন্দ উৎকলে যাবেন জানাইলা ॥ শ্রীবীর-
 হাঙ্গীরে পত্নী পৃথক্ লিখিল । তাহে তাঁর পরম সৌভাগ্য
 জানাইল ॥ পত্নীদ্বয় লৈয়া দূত বিষ্ণুপুরে গেলা । পত্নীদিয়া
 রাজারে সকল নিবেদিলা ॥ রাজা নিজ দূতের সৌভাগ্য প্রশং-
 সিয়া । শ্রীআচার্য্য আগে চলে উল্লসিত হৈয়া ॥ এথা শ্রীনি-
 বাসাচার্য্য লৈয়া শিষ্যগণ । গোস্বামির গ্রহ করায়েন অধ্যয়ন ॥
 সভামধ্যে বসিয়া আছেন সূর্য্যপ্রায় ! দেখিতে সে শোভা কার
 নেত্র না জুড়ায় ॥ শ্রীবীরহাঙ্গীর শ্রীআচার্য্য আগেগিয়া । করিল
 প্রণাম যজ্ঞে ভূমে লোটাইয়া ॥ আচার্য্যে কহয়ে দাঁড়াইয়া
 যোড়হাতে । খেতরি হইতে পত্নী আইল এই প্রাতে ॥ মো

পাপিরে অনুগ্রহ করি অতিশয় । লিখিলেন এ পত্নী ঠাকুর
 মহাশয় ॥ প্রভুকে এ পত্নী লিখিলেন এত কৈয়া । দিলেন
 পত্রিকা অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ আচার্য্য পড়েন পত্নী শুনি
 সর্ব্বজনে । নিবারিতে নারে অশ্রু সবার নয়নে ॥ পত্নী পাঠ
 হৈলে রাজা পুন নিবেদিল । পত্নী বহির্ভূত দূত মুখে যে
 শুনিল ॥ যৈছে শ্রীমন্তোষ রাজা উৎসাহে আপনে । করিল
 মঙ্গল ক্রিয়া বিবিধ বিধানে ॥ ব্রাহ্মণগণেরে দান কৈল বে
 প্রকার । সে সব শুনিতে মহা উল্লাস সবার ॥ রাজারে আইল
 মহাশয়ের লিখন । ইথে ভূপ সৌভাগ্য প্রশংসে সর্ব্বজন ॥
 কতক্ষণ রহি রাজা আচার্য্যসভায় । অনুমতি লৈয়া গৃহে
 গেলেন ত্বরায় ॥ শ্রীমহাশয়ের পত্নী পড়িয়া নিভুতে । হইলা
 বিহ্বল রাজা নারে স্থির হৈতে ॥ হেন কালে রাণী আসি করে
 নিবেদন । কৃপা করি মোরে পত্নী করাহ শ্রবণ ॥ শুনিয়া
 রাণীর বাক্য রাজা সেই ক্ষণে । শুনাইল পত্নী অতি উল্লসিত
 মনে ॥ শ্রবণ মাত্রেতে রাণী আপনা পাসরে । বিধি প্রতি
 প্রার্থনা করয়ে বারে বারে ॥ প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয় নরো-
 ত্তমে । কৃপা করি বারেক দেখাহ মু অধমে ॥ এত কহি রাণী
 নেত্র জলে সিক্ত হৈয়া । রাজার চরণ ধরি পড়ে লোটাইয়া ॥
 রাজার প্রতি কহে এবে সার্থক জীবন । অনায়াসে পাইলা
 কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ রাজা কহে সে ধন বল্লভ অতিশয় ।
 যোরে কি স্পর্শিব মুই মহা পাশায় ॥ গোড়াইলু বৃথা জন্ম

মুই ছুরাচার । যত অপরাধ কৈলু লেখা নাই তার ॥ এত
 কহিতেই রাজা অর্ধৈর্য্য হিয়ায় ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বুলি ধরগি
 লোটায় ॥ প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বুলি । করে কত
 খেদ পুন দুটি বাহু তুলি ॥ গদাধর শ্রীবাস স্বরূপ বক্রেশ্বর ।
 হরিদাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর ॥ গোবিন্দ দাস কাশীশ্বর রূপ
 সনাতন । লইয়া এ সব নাম করয়ে ক্রন্দন ॥ ছাড়ি দৌর্য্যাস
 পুন কহে রাগী প্রতি । মো সম সংসারে ঐছে নাহিক দুঃস্বপ্ন ॥
 নবদ্বীপে প্রভু পূর্ণব্রজ সনাতন । করিল অদ্ভুত লীলা লৈয়া
 প্রিয়গণ ॥ শুনি সে প্রভুর লীলা না দ্রবিল হিয়া । করিলু
 কুতর্ক কত ঐছে মোর ক্রিয়া ॥ না জানি কি শুভ ফলে প্রভু
 চোরাইলু । তেঞি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুরে পাইলু ॥ মুই
 হেন লোহপিণ্ড মোরে দ্রবাইল । রূপা করি সে লীলাসমুদ্রে
 ডুবাইল ॥ দয়ার অবধি মোর প্রভু শ্রীনিবাস । করিব সফল
 যে জন্মিবে অভিলাষ ॥ চিন্তা না করিহ পাবে তাঁর প্রিয়গণে ।
 ওপদ করহ সার জীবনে মরণে ॥ ঐছে কত কহে রাজা
 প্রশংসে রাগীরে । বিস্তারিতে নারি প্রভু বাহুল্যের ডরে ॥
 এথা মহাশয় হর্ষে পত্নী পাঠাইয়া । উৎকণ্ঠিত আচার্য্যের
 দর্শন লাগিয়া ॥ স্নেহের আবেশে বিচারয়ে মনে মনে । কি
 রূপে হইব স্থির শ্যামানন্দ যিনে ॥ কালি প্রাতে শ্যামানন্দ
 যাবেন উৎকলে । এত বিচারিতে সিক্ত হৈলা নেত্রজলে ॥
 শ্রীঠাকুর নরোত্তম স্নেহের মুরতি । শ্যামানন্দ যৈছে স্নেহ

কহি কি শকতি ॥ কতক্ষণে স্থির হৈয়া শ্যামানন্দে কয় ।
 রজনী প্রভাতে হবে গমন নিশ্চয় ॥ দেশে গিয়া শীত্ৰ এথা পত্নী
 পাঠাইলে । তোমারে মিলিব তথা গিয়া নীলাচলে ॥ অত্যন্ত
 ব্যাকুল হৈয়া ছিলা শ্যামানন্দ । এ কথা শুনিয়া মনে বাড়িল
 আনন্দ ॥ শ্রীঠাকুর নরোত্তম শ্যামানন্দে লৈয়া । গোড়াইলা
 দিবা রাত্রি প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ধৈর্য্যাবলম্বন করি রজনী-
 প্রভাতে । শ্যামানন্দে বিদায় করয়ে উৎকলেতে ॥ মুদ্রাদি
 সহিত এক লোক সঙ্গে দিলা । গমন কালেতে মহাব্যাকুল
 হইলা ॥ শ্যামানন্দ সিন্ধু হৈয়া নয়নের জলে । নরোত্তমে প্রণ-
 ময়ে পড়ি ভূমিতলে ॥ তৈছে শ্রীঠাকুর নরোত্তম প্রণমিয়া ।
 নেত্রজলে ভাসে শ্যামানন্দে আলিঙ্গিয়া ॥ শ্যামানন্দে বিদায়
 করিয়া মহাশয় । হইলেন যৈছে তাহা কহিল না হয় ॥ খেতরি
 গ্রামের লোক ধায় চারি পানে । সকলে ব্যাকুল শ্যামানন্দের
 গমনে ॥ শ্রীরাজা সন্তোষ দত্ত নিজগণ লৈয়া । বহু দৈন্য কৈল
 শ্যামানন্দে প্রণমিয়া ॥ শ্যামানন্দ সন্তোষে করিয়া আলিঙ্গন ।
 হইতে বিদায় অশ্রু নহে নিবারণ ॥ শ্রীরাজা সন্তোষ পদ্মাবতী
 তীরে গিয়া । নেত্র জলে ভাসয়ে নৌকায় চড়াইয়া ॥ মহাধীর
 শ্যামানন্দ চড়িয়া নৌকায় । পদ্মাবতী পার হইলা অধৈর্য্য
 হিয়ায় ॥ তথা স্নানাদিক করি রহি কত ক্ষণ । পদ্মাবতী
 প্রণমিয়া করিলা গমন ॥ গৌরান্দ্র দর্শন করি কণ্টক নগরে ।
 নবদ্বীপ হইয়া গেলেন শান্তিপুরে ॥ যে যে স্থানে যে যে ভক্ত

অনুগ্রহ কৈল । গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে তাহা না বর্ণিল ॥
 অধিকা নগরে শীঘ্র গমন করিয়া । প্রভুর আশ্রয়ে গেলা
 প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ শ্রীহৃদয় চৈতন্যের চরণ দর্শনে । যে আনন্দ
 হৈল তা বর্ণিতে কে বা জানে ॥ তেহৌঁ মহা অনুগ্রহ করি
 শ্যামানন্দে । দেখাইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দে ॥ শ্যামা-
 নন্দ করি দুই প্রভুর দর্শন । হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ ॥
 মৌনমুদ্রারূপে দুই প্রভু বিলম্ব । শ্যামানন্দে অনুগ্রহ কৈলা
 অতিশয় ॥ কহিতে কি জানি এই প্রভুর বিলাস । যঁার সেবা
 রত শ্রীপণ্ডিত গোঁরীদাস ॥ প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু পণ্ডিতের
 রীতি । যঁার প্রেমাদীন প্রভু ভুবনে বিদিত ॥ গোঁরীদাস পণ্ডিত
 পরম প্রেমময় । শ্রীস্বলচন্দ্র য়েঁহো গুণের আলয় ॥ শ্রীস্বল
 কৃষ্ণপ্রিয় পরম সুন্দর । যঁার চরিত্রাদি বস্ত্রে বর্ষে বিজ্ঞবর ॥

তথাহি শ্রীরসায়ুতসিদ্ধৌ ।

পশ্চিম বিভাগে ৩ লহর্যাং ১৭ অঙ্কে ॥

তনুরুচিবিজিতহিরণ্যং

হরিদয়িতং হারিণং হরিদ্বসনং ।

স্ববলং কুবলয়নয়নং

নয়ন নন্দিতবাক্রবং বন্দে ॥

স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ২২ শ্লোকঃ ॥

গাঢ়ানুরাগভয়তো বিরহস্য ভীত্যা

অপ্নেহপি গোকুলবিধোন জহাতি হস্তং ।

যো রাধিকা প্রণয়নির্বাসিতচেতা-

স্তং প্রেমবিহ্বলতমুং স্তবলং নমামি ॥ ১ ॥

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ সহায় ভেদে ৭ অঙ্কে ॥

প্রত্যাবর্তয়তি প্রমাদ্য ললনাং ক্রৌড়াকলি প্রস্থিতাং

শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যঘতিদঃ কন্দর্পনীলোচিতাং ।

সিঙ্গং বীজয়তি প্রিয়াকুনি পরিত্রস্তাঙ্গমুর্চ্চৈরমুং

ক শ্রীমানধিকারিতাং ন স্তবলঃ সেবাবিধৌ বিদ্বতি ॥

শ্রীস্তবল গৌরীদাস বিদিত সর্বত্র । অভিন্ন চৈতন্য নিত্য-

নন্দ প্রিয়পাত্র ॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ১২৮ শ্লোকঃ ॥

স্তবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিতঃ ॥

অন্যতাপি ॥

পুরা স্তবলচন্দ্রঃ শ্রীগৌরীদাসং গুণাবিতং ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দপ্রিয়মহং ভজে ॥

সরখেল সূর্য্যদাসপণ্ডিত উদার । তাঁর ভ্রাতা গৌরী-
দাসপণ্ডিত প্রচার ॥ শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার
কহিয়া । গঙ্গাতীরে কৈলা বাস অশ্বিকা আসিয়া ॥ পরম
বিরক্ত সদা রহয়ে নির্জনে । পণ্ডিতের মনোবৃত্তি প্রভু
ভাল জানে ॥ এক দিন শান্তিপুুর হৈতে গৌররায় । গঙ্গাপার
হৈয়া আইলেন অশ্বিকায় ॥ পণ্ডিতে কহয়ে শান্তিপুুর গিয়া-
ছিলু । হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িলু ॥ গঙ্গাপার হৈলু

নৌক। বাহিরে বৈঠায় । এইলেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায় ॥
 ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে । এত কহি আলিঙ্গন
 কৈলা পণ্ডিতেরে ॥ পণ্ডিতে লইয়া প্রভু গেল নদীয়ায় । কলি-
 লেন মগ্ন অতি অদ্ভুত লীলায় ॥ কে বুঝিতে পারে গৌর-
 চন্দ্রের চরিত । পণ্ডিতে দিলেন আপনার গীতায়ুত ॥ কিছু
 দিনে পণ্ডিত আসিয়া অশ্বিকায় । প্রভু দত্ত গীতাপাঠ করেন
 সদায় ॥ প্রভুর শ্রীহস্তের অঙ্কর গীতা খানি । দর্শনে যে স্থখ
 তাহা কহিতে না জানি ॥ প্রভুদত্ত গীতা বৈঠা প্রভু সন্নিধানে ।
 অদ্যপিহ অশ্বিকায় দেগে ভাগ্যবানে ॥ পণ্ডিতের জুযশ
 কহিতে অস্ত নাই । যাঁহার সর্বশ্ব কৃষ্ণচৈতন্য নিতাই ॥ সদা
 যত নিতাই চৈতন্যগুণ গানে ! নিতাই চৈতন্য বিনা অন্য
 নাহি জানে ॥ নিতাই চৈতন্য ছুটী নয়নের তারা । আনে কি
 জানিব এ অদ্ভুত প্রেমধারা ॥ না জানি কি আনন্দ বাঢ়য়ে
 সন্দর্শনে । দুঃখের অবধি হয় তিলেক বিহনে ॥ পণ্ডিতের মন
 জানি প্রভু গৌরহরি । এক দিন পণ্ডিতে কহয়ে বড় করি ॥
 নবদ্বীপ হৈতে নিম্বরক্ষ আনাইবে । মোর ভ্রাতা সহ মোরে
 নির্মাণ করিবে ॥ অনায়াসে নির্মাণ হইব মূর্তিদয় । তুয়া অভি-
 লাষ পূর্ণ করিব নিশ্চয় ॥ শুনিয়া পণ্ডিত অতি উল্লসিত হৈলা ।
 যত্নে দারুবিগ্রহ নির্মাণ করাইলা ॥ যে নির্মাণ কৈল সে
 প্রভুর রূপপাত্র । আপনে প্রকটয়ে অন্যের ছলমাত্র ॥
 দেখিয়া অদ্ভুত মূর্তি পণ্ডিত উদার । হইলা অধৈর্য্য নেত্রে

ধারা অনিবার ॥ আপনা মানিয়া ধন্য লৈয়া প্রিয়গণ । অভি-
 ধেক ক্রিয়ার করয়ে আয়োজন ॥ লোকশাস্ত্র মতে শ্রীবিগ্রহে
 তপ্ত ক্রমে । অভিষেক করি বসাইলা সিংহাসনে ॥ নিতাই
 চৈতন্যচাঁদে করিয়া দর্শন । মহানন্দে মগ্ন হৈলা প্রভু প্রিয়গণ ॥
 ভুবনমোহন দুই প্রভু কলেবর । ভক্তগোষ্ঠী বিনা এ অন্যের
 অগোচর ॥ নিতাই চৈতন্য গৌরীদাস প্রেমাধীন । জগতে
 ব্যাপিল এই কথা রাত্রি দিন ॥ নিতাই চৈতন্য গৌরীদাসের
 গৃহেতে । যে লীলা প্রকাশে তাহা বিদিত জগতে ॥ কহিতে
 কি জানি পণ্ডিতের অভিপ্রায় । নিরন্তরমগ্ন দুই প্রভুর মেবায় ॥
 এক দিন নিতাই চৈতন্য প্রেমাবেশে । মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে
 গৌরীদাসে ॥

তোমার যে রীত তা জানিবে কুন জনা । প্রেমায় বিহ্বল
 হুঁমি না জান আপনা ॥ অহে সখা স্তবল সে সব নাই মনে ।
 যে কোঁতুক যমুনাপুলিন গোচারণে ॥ ঐছে কত কহি দুই
 প্রভু প্রেমধাম । হৈল শ্যাম শুক্লরূপ কৃষ্ণ বলরাম ॥ শিঙ্গা
 বেত্র বেণু শিখিপিঙ্ক বিভূষণ । কিবা গোপবেশ শোভা ভুবন-
 মোহন ॥ দেগি গৌরীদাস হৈলা আত্ম বিস্মরিত । সেই ভাবে
 মত্ত কে বুঝিবে এ না রীত ॥ প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈয়া কত-
 ক্রমে । নিতাই চৈতন্য চান্দে দেখে সিংহাসনে ॥ এই রূপ দুই
 প্রভু করে নানা রঙ্গ । গৌরীদাস উল্লাসে ধরিতে নারে অঙ্গ ॥
 এক দিন গৌরীদাস করিয়া রক্ষন । দুই প্রভু প্রতি কহে

করহ ভোজন ॥ পণ্ডিতের ঐছে যুহু বচন শুনিয়া । না করৈ
ভোজন রহে মৌনাবলম্বিয়া ॥ দেখিয়া প্রভুর ভঙ্গী পণ্ডিত
ঠাকুর । কিছু ক্রোধাবেশে কহে বচন মধুর ॥ বিনা ভক্ষণেতে
যদি স্তম্ভ পাও মনে । তবে মোরে রন্ধন করাহ কি কারণে ॥
এত কহি গৌরীদাস রহে মৌন ধরি । হাসি প্রভু পণ্ডিতে
কহয়ে ধিরি ধিরি ॥ অল্পে সমাধান নহে তোমার রন্ধন ।
অন্নাদি করহ বহু প্রকার ব্যঞ্জন ॥ নিষেধ না মান ভ্রম দেখিতে
না পারি । অনায়াসে যে হয় তাহাই সন্সোপরি ॥ গৌরীদাস
কহে ঐছে কভু না করিব । এক শাক সিদ্ধ পক করি ভুজা-
ইব ॥ পণ্ডিতের কথা শুনি দুই প্রভু হাসে । করয়ে ভোজন
কিছু কহয়ে উল্লাসে ॥ এ অপূর্ণ শাক পাক কৈলা কুনমতে ।
হইলাম তৃপ্ত এক শাক ভক্ষণেতে ॥ ঐছে প্রশংসিয়া দৌহে
করয়ে ভোজন । পণ্ডিত সে রঙ্গ দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ এক দিন
গৌরীদাস উল্লাস অন্তরে ॥ কিছু অলঙ্কার পরাইতে সাধ
করে ॥ পণ্ডিতের মন জানি প্রভু উল্লসিত । হইলেন নানা
রত্ন ভূষণে ভূষিত ॥ রত্ন সিংহাসনে দৌহে আছে দাঁড়াইয়া ।
দেখি শোভা পণ্ডিত মন্দিরে প্রবেশিয়া ॥ হইলেন অধৈর্য্য
নাহিক বাহুলেশ । কতক্ষণে স্থির হৈয়া দেখে পূর্ব বেশ ॥
গৌরীদাস মনে মনে করয়ে বিচার । কভু না দেখিলু এ অন্তুত
অলঙ্কার ॥ অলঙ্কার পরাইতে অভিলাষ ছিল । কিবা পরাইব
এবে সে ভ্রম ঘুচিল ॥ ঐছে বিচারিতে প্রভু পণ্ডিতেরে কয় ।

পুষ্পের ভূষণে সুখ বাড়ে অতিশয় ॥ শুনি সুমধুর বাক্য
 পণ্ডিত আপনে । পরাইলা পুষ্পভূষা পরম যতনে ॥ 'ক্রমে
 লক্ষ্যমান মালা চরণ পর্য্যন্ত । অতি মনোহর সে শোভার নাহি
 অন্ত ॥ প্রভু আগে পণ্ডিত দর্পণ দিল আনি । বাড়িল কোতুক
 যত কহিতে না জানি ॥ পণ্ডিতের ক্রিয়া ঐছে ব্যাপিল
 ক্রমতে । কহিলু কিঞ্চিৎ এই আপনা শোধিতে ॥ হেন পণ্ডি-
 তের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য । পণ্ডিত ঠাকুর বিনা যে না জানে
 অন্য ॥ পূর্ব্বে শ্রীহৃদয়ানন্দ নাম সবে জানে । নিরন্তর প্রভু
 সেবা করে সাবধানে ॥ হৃদয়চৈতন্য নাম হৈল যেন মতে ।
 যৈছে পণ্ডিতের কৃপা কহি সংক্ষেপেতে ॥ এক দিন রজনী
 প্রভাতে গৌরীদাস । আইলেন গদাধরপণ্ডিতের পাশ ॥ গদা-
 ধরপণ্ডিত দেখিয়া গৌরীদাসে । কত না আদর করি বসাইলা
 পাশে ॥ মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে বার বার । প্রভাতে দেখিলু
 আজি মঙ্গল আমার ॥ গৌরীদাস কহে অতি মধুর বচনে ।
 হইব মঙ্গল মোর আইলু তে কারণে ॥ পণ্ডিত গদাই কহে
 কি দিয়া তুষিব । গৌরীদাস কহে আমি মাগিয়া লইব ॥ গদা-
 ধর কহে এই সকল তোমার । যে ইচ্ছা লইবে তাহা ইথে কি
 রিচার ॥ পণ্ডিত ঠাকুর কহে হৃদয়েরে চাই । শুনি হৃদয়েরে
 ডাকে পণ্ডিত গোসাঁই ॥ আইলা হৃদয়ানন্দ উল্লসিত মনে ।
 ভূমে পড়ি প্রণমিলা দৌহার চরণে ॥ পণ্ডিত গোসাঁই কত
 কহি হৃদয়েরে । সমর্পণ কৈলা গৌরীদাস পণ্ডিতেরে ॥ শ্রী-

হৃদয়ে পণ্ডিত গোসাঁঞির কুপা যত । সৰ্বত্র বিদিত তা
 কহিবে কে বা কত ॥ বাল্যকালাবধি প্রতিপালন করিল ।
 অল্প দিনে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইল ॥ বাৎসল্যে বিহ্বল তমু
 মমতা কৈলা । পণ্ডিত ঠাকুরে দিয়া উল্লসিত হৈলা ॥ পণ্ডিত
 গদাই গৌরীদাসের যে রীতি । প্রভু কুপা বিনা জানে কাহার
 শক্তি ॥ কত ক্ষণ গৌরীদাস গদাধর পাশে । রহিলেন প্রভুর
 বিলাস-কথা-রসে ॥ পণ্ডিত গোসাঁঞি-স্থানে হইয়া বিদায় ।
 লইয়া হৃদয়ানন্দে আইলা বাসায় ॥ কথোদিনে হৃদয়েরে দীক্ষা-
 মন্ত্র দিলা । নিত্যানন্দ-চৈতন্য চরণে সমর্পণ ॥ হৃদয় হইলা
 মগ্ন প্রভুর সেবায় । তাহা দেখি গৌরীদাস উল্লাস হিয়ায় ॥
 কে বুঝিবে গৌরীদাসপণ্ডিতের রঙ্গ । ক্ষণে ক্ষণে উঠে কত
 প্রেমের তরঙ্গ ॥ এক দিন হৃদয়ানন্দের প্রতি কয় । হইল
 প্রভুর জন্ম উৎসব সময় ॥ শিষ্য গৃহে সাগরী করিয়া আয়ো-
 জন । বাসায় আসিব শীঘ্র ঐছে মোর মন ॥ প্রভুর সেবায়
 সदा হবে সাবধান । এত কহি বাসা হৈতে করিলা পয়ান ॥
 প্রভুর অদ্ভুত লীলারসে মত্ত হৈয়া । নির্জনে ভ্রময়ে প্রিয়সঙ্গি-
 গণে লৈয়া ॥ বাসায় হৃদয়ানন্দ চিন্তে মনে মনে । এত দিন
 প্রভুর বিলম্ব হৈল কেনে ॥ এথাহ সাগরী বহু প্রস্তুত হইল ।
 প্রায় উৎসবের দুই দিবস রহিল ॥ ঐছে চিন্তি প্রভু পদ
 করিয়া স্মরণ । সৰ্বত্র করিল উৎসবের নিমন্ত্রণ ॥ উৎসবের
 পূর্বদিন পণ্ডিত আইলা । নিমন্ত্রণ কথা শুনি মনে হর্ষ হৈলা ॥

বাহে ক্রোধ করি করে হৃদয়ে ভৎসন । মোর বিদ্যমান
 কৈলা স্বতন্ত্রাচরণ ॥ নিমন্ত্রণ পত্নী পাঠাইলা যথা তথা । যে
 কৈলা সে কৈলা এবে না রহিয় এথা ॥ ঐছে শুনি প্রণমিয়া
 চরণ যুগলে । গঙ্গাতীরে গিয়া রহিলেন বৃক্ষতলে ॥ এথা
 গৌরীদাস শ্রী উৎসবারম্ভ কৈল । সর্বত্র হইতে সব মহাস্ত
 আইল ॥ হেন কালে এক মহাজন যত্ন করি । বিবিধ সামগ্রী
 পাঠাইলা নৌকাভরি ॥ গঙ্গাতীরে হৃদয়ানন্দে জ্ঞানাইলা ।
 তেঁহ ঠাকুরের স্থানে কহি পাঠাইলা ॥ শুনি বাহে ক্রোধ
 করি কহে কহ গিয়া । করুক উৎসব সে সামগ্রী সব লৈয়া ॥
 পাইয়া গুরুর আজ্ঞা আনন্দে হৃদয় । করে মহোৎসব যৈছে
 কহিল না হয় ॥ হইল শ্রী বৈষ্ণবগণের আগমন । সবে মিলি
 করয়ে অদ্ভুত সঙ্কীৰ্তন ॥ খোল করতাল ধ্বনি গগন স্পর্শিল ।
 যেন মহা আনন্দের সিন্ধু উথলিল ॥ নাচয়ে বৈষ্ণব সব মণ্ডলী-
 বন্ধনে । নিরন্তর প্রেম অশ্রু সবার নয়নে ॥ নিতাই চৈতন্য
 দুই প্রভু প্রেমময় । নাচে সঙ্কীৰ্তন মধ্যে দেখয়ে হৃদয় ॥ কিবা
 সে নর্তন-ভঙ্গী ভুবন মাতায় । জগৎ করয়ে আলো দৌহার
 শোভায় ॥ দুই মুখচন্দ্রে সে চন্দ্রের গর্ব নাশে । হৃদয়ানন্দের
 নেত্রে আনন্দ বরিষে ॥ সঙ্কীৰ্তনানন্দে জয় ধ্বনি কোলাহল ।
 শুনি গৌরীদাস এথা আনন্দে বিহ্বল ॥ গঙ্গাদাসে পণ্ডিত
 কহয়ে ধীরে ধীরে । সেবার সময় হৈল যাহ শ্রীমন্দিরে ॥ বড়
 গঙ্গাদাস শ্রীমন্দিরে প্রবেশিয়া । শূন্য সিংহাসন দেখি কহিল

আনিয়া ॥ শুনি পণ্ডিতের কি অপূর্ব ভাবোদয় । জানিল
 হৃদয় প্রেমে বশ প্রভুদ্বয় ॥ মন্দ মন্দ হাসি এক যষ্টি লিয়া
 করে । বাহে প্রকাশয়ে ক্রোধ আনন্দ অন্তরে ॥ চলিলেন
 গঙ্গাতীরে যথা সঙ্কীৰ্ত্তন । দেখে দুই প্রভু তথা করয়ে নৰ্ত্তন ॥
 দুই ভাই দেখি পণ্ডিতের ক্রোধাবেশ । অলঙ্কিতে গিয়া কৈল
 মন্দিরে প্রবেশে ॥ চৈতন্য চন্দ্রের এই অদ্ভুত বিলাস । প্রবেশে
 হৃদয়-হৃদে দেখে গৌরীদাস ॥ হৃদয়ের হৃদয়ে চৈতন্যচান্দে
 দেখি । নিবারিতে নারে অশ্রু অনিমিষ আঁখি ॥ বাহে
 ক্রোধাবেশ ছিল তাহা ভুলি গেলা । পড়িল হাতের যষ্টি তাহা
 না জানিলা ॥ প্রেমের আবেশে বাহু পসারিয়া ধায় । হৃদয়ে
 করয়ে কোলে উল্লাস হিয়ায় ॥ হৃদয়ের প্রতি কহে তুই ধন্য
 ধন্য । আজি হৈতে তোর নাম হৃদয়চৈতন্য ॥ এত কহি মিস্ত্র
 করিলেন নেত্রজলে । পড়িল হৃদয় লোটাঁইয়া পদতলে ॥
 হৃদয়চৈতন্য লৈয়া ঠাকুর পণ্ডিত ! হৈলা প্রভুমন্দির প্রাঙ্গণে
 উপনীত ॥ কহি কি আনন্দে দেখি দৌহার মাধুরী । হৃদয়ে
 করিলা শ্রীসেবার অধিকারী ॥ সর্ব বৈষ্ণবের হৈল আনন্দ
 অপার । যৈছে মহামহোৎসব নারি বর্ণিবার ॥ হৃদয়ে যে
 রূপা তাহা ব্যাপিল সংসারে । হৃদয়চৈতন্য নাম হৈল এ
 প্রকারে ॥ হৃদয়চৈতন্য শ্যামানন্দের জীবন । যার রূপালেশে
 হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ প্রিয় শ্যামানন্দে রূপা করি অতিশয় ।
 উৎকলে বিদায় দিতে ব্যাকুল হৃদয় ॥ শ্যামানন্দ প্রভু পান-

পদ্মে প্রণমিয়া । বিদায় হইতে নেত্রজলে ভাসে হিয়া ॥
 নিতাই চৈতন্যে মনোবৃত্তি জানাইল । প্রণমি প্রাঙ্গণ ধূলি
 ধূষর হইল ॥ করি কত প্রার্থনা প্রভুর পরিকরে । অম্বিকা
 হইতে চলে চলিতে না পারে ॥ দোখিয়া ব্যাকুল সে প্রভুর
 প্রিয়গণ । শ্যামানন্দে কহে কত প্রবোধ বচন ॥ উৎকলে
 প্রভুর ভক্তি রত্ন বিতরিয়া । অম্বিকা আসিবে পুনঃ সময়
 পাইয়া ॥ ঐছে কত কহে শুনি দূরিকানন্দন । উৎকলে
 চলয়ে চিন্তি শ্রীগুরুচরণ ॥ নিরন্তর নিতাই চৈতন্য গুণ গায় ।
 আপনি হইয়া মত্ত সবারে মাতায় ॥ শ্যামানন্দে দেখি মহা-
 পাষণ্ডির গণ । আপনা মানয়ে ধন্য মাগয়ে শরণ ॥ গোড়দেশ
 মধ্যে দণ্ডেশ্বর নাগে গ্রাম । যথা পূর্বে কৃষ্ণমণ্ডলের বাস
 স্থান ॥ তার পর উৎকলেতে করিলেন বাস । কি বলিব
 দণ্ডেশ্বরে অদ্ভুত বিলাস ॥ সেই পথ দিয়া শ্যামানন্দের
 গমন । শ্যামানন্দে দেখি সবে জুড়ায় নয়ন ॥ তথা হৈতে
 গিয়া শীত্র ধারেন্দ্রাগ্রামেতে । হইলা উদ্বিগ্ন শুভ পত্নী
 পাঠাইতে ॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুর ঠাকুরমহাশয়ে । লিখি-
 লেন সব সমাচার পত্নীদ্বয়ে ॥ শ্রীমহাশয়ের যে মনুষ্য সঙ্গে
 ছিল । তারে পত্নী দিয়া অতি যত্নে পাঠাইল ॥ পত্নী পাঠাইয়া
 প্রেমভক্তি প্রকাশয় । করয়ে উৎকল ধন্য হইয়া সদয় ॥ এথা
 শ্রীঠাকুর মহাশয় পত্নী পায় । পত্নী পড়ি সবে শুনাইলা হর্ষ
 হৈয়া ॥ মহাশয় পুনঃ সেই মনুষ্যের দ্বারে । শ্রীআচার্য্যে পত্নী

পাঠাইলা বিষ্ণুপুরে ॥ পত্নী পাঠাইয়া ক্রীঠাকুর মহাশয় । ক্রী-
নবদ্বীপাদি স্থান দর্শনে চলয় ॥ শ্রীনরোত্তমের পত্নী পাইয়া
আচার্য্য । কি অপূর্ব স্নেহা বেশে হইলা অধৈর্য্য ॥ জানি
মহাশয়ের পত্নীতে সমাচার । শ্রীশ্যামানন্দের পত্নী পড়ে বার
বার ॥ শ্রীশ্যামানন্দের কিছু অলৌকিক ক্রিয়া । জানাইলা
সবারে পরম হর্ষ হৈয়া ॥ শ্রীবীরহাস্মীর রাজা মনের উল্লাসে ।
মস্তকে ধরিল পত্নী লৈয়া প্রভুর পাশে ॥ শ্রীশ্যামানন্দের গুণ
চরিত্র শ্রবণে । সে দর্শন লাগি উৎকীর্ণ ক্ষণে ক্ষণে ॥ দেখিয়া
রাজার চেক্টা আচার্য্যঠাকুর । তিলে তিলে বাড়ি মনে আনন্দ
প্রচুর ॥ শ্রীআচার্য্য রাজা প্রতি কহে ধীরি ধীরি । যাইব ক্রী-
খণ্ড যাজ্ঞগ্রাম শীঘ্র করি ॥ রাজা কহে বনবিষ্ণুপুর কৈলা
ধন্য । প্রভু বিনা বিষ্ণুপুর হইবে অরণ্য ॥ আচার্য্য কহেন কুন
চিন্তা না করিবে । বনবিষ্ণুপুরে শীঘ্র দেখিতে পাইবে ॥ রাজা
কহে সঙ্গে করি লেহ মো পামরে । আচার্য্য কহেন হবে কিছু
দিন পরে ॥ রাজা কহে প্রৌঢ় রাখিতে না পারি । মনে যে
উপজে তাহা করিতেও নারি ॥ এত কহি রাজা ধৈর্য্য ধরিতে
না পারে । শ্রীআচার্য্য প্রবোধিলা অনেক প্রকারে ॥ আচার্য্য
বচনে করি ধৈর্য্যাবলম্বন । নিজ অন্তঃপুরে শীঘ্র করিলা গমন ॥
রাণী প্রতি কহিল এ সব সমাচার । তেঁহ কহে বিষ্ণুপুর হবে
অন্ধকার ॥ রাজা কহে এবে তাঁরে না পারি রাখিতে । রাণী
কহে এহ সত্য বিচারিছু চিতে ॥ প্রভু যাইবেন ধৈর্য্য ধরিব

কেমনে । এত কহিতেই অশ্রু বারয়ে নয়নে ॥ শ্রীবীরহাস্বীর
 বাছে ধৈর্য্য প্রকাশিয়া । প্রভু আগে গেলেন রাণীকে প্রবো-
 দিয়া ॥ আচার্য্য প্রভুর যৈছে হইব গমন । সে সব উদ্বেগ
 রাজা কৈলা সেইক্ষণ ॥ সকল প্রস্তুত করি আচার্য্য প্রভুরে ।
 করি কত প্রার্থনা আনিল অন্তঃপুরে ॥ রাজার বনিতা নিজ
 প্রভু সন্দর্শনে । হইলেন যৈছে তা বর্ণিব কুন জনে ॥ প্রণমি
 ভূমিতে কত প্রার্থনা করিলা । প্রভু যাত্রাকালে দুঃখ সমুদ্রে
 ডুবিলা ॥ শ্রীআচার্য্য প্রভু সে ভক্তির বশ হৈয়া । বাসা আইল
 অতি অনুগ্রহে প্রবোধিয়া ॥ আচার্য্যের হবে যাজিগ্রামেতে
 গমন । ইহা শুনি গ্রামবাসী করয়ে ক্রন্দন ॥ কেহ কারু প্রতি
 কহে হৈয়া মহা দুঃখী । না হয় গমন হেন উপায় না দেখি ॥
 ঐছে কত কহি লোক দেখি বারে ধায় । সবে প্রাণ সমর্পয়ে
 আচার্য্যের পায় ॥ নেত্র ভরি করি আচার্য্যের সন্দর্শন । করয়ে
 প্রার্থনা যত না হয় বর্ণন ॥ শ্রীআচার্য্যপ্রভু বনবিষ্ণুপুর হৈতে ।
 করিলা গমন বহু সময়কি সহিতে ॥ রাজা গণ সহ সঙ্গে চলে
 কথোদূর । প্রভু আচ্ছা করে এবে যাহ বিষ্ণুপুর ॥ প্রভুর
 বিচ্ছেদে রাজা হইলা যেমন । তাহা দেখি ধৈর্য্য ধরে কে
 আছে এমন ॥ গণ সহ রাজা গেলা বনবিষ্ণুপুর । যাজিগ্রামে
 চলিলেন আচার্য্যঠাকুর ॥ যাজিগ্রামে আচার্য্যের গমনের কথা ।
 ব্যাপিল সর্বত্র লোক কহে যথা তথা ॥ আচার্য্য আইসে ঘরে
 করিয়া শ্রবণ । যাজিগ্রামবাসী লোক পাইল জীবন ॥ সবে

লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী আগে গিয়া । কহিল সংবাদ অতি উল্ল-
সিত হৈয়া ॥ আচার্য্যের মাতা শুনি পুত্রের গমন । বাৎসল্যে
বিহ্বল যৈছে না হয় বর্ণন ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য যাজিগ্রামে প্রবে-
শিয়া । গেলা যথা জননী আছেন পথ চায়া ॥ প্রণমিলা মাতা
লক্ষ্মীপ্রিয়ার চরণে । তেঁহ পুত্র মুখ দেখে প্রসন্ন নয়নে ॥
তিলে তিলে আনন্দে উথলে তনু মন । দরিদ্র পাইল যেন
ঘটভরাধন ॥ যাজিগ্রাম বাসী লোক ধাইয়া আইল । শ্রীনি-
বাসে দেখি নেত্র প্রাণ জুড়াইল ॥ সবে সন্তোষয়ে শ্রীআচার্য্য
মুহুভাবে লোকের সংঘট বহু আচার্য্য আবাসে ॥ এঁছে লোক
গতায়াত হৈলে তার পর । হইল নির্জন সন্ধ্যা সময় স্তব্দর ॥

শিষ্যাদি সহিত শ্রীআচার্য্য নিজালয়ে । বসিলেন কি
অপূর্ব শোভা সে সময়ে ॥ ভক্তিগ্রন্থালাপ সদা আচা-
র্য্যের মুখে । চতুর্দিকে দেখয়ে স্কৃতিগণ স্তম্বে ॥ যাজিগ্রাম
নিকটাদি স্থিত বিজ্ঞগণ । স্নেহাবেশে আইলেন আচার্য্য
ভবন ॥ আচার্য্য শুনিলা আইসেন বিজ্ঞবৃন্দ ! আগুসরি গেলা
হৈল মিলনে আনন্দ ॥ আচার্য্যঠাকুর তা সবারে আনি ঘরে ।
বসাইলা আসনে পরম সমাদরে ॥ আচার্য্য চেষ্টায় বিজ্ঞ
বৈষ্ণব বিহ্বল । আচার্য্যে জিজ্ঞাসে ক্রমে বৃত্তান্ত সকল ॥
আচার্য্য কহেন যৈছে গেলা বৃন্দাবন । যৈছে স্বপ্নে কৃপা কৈল
রূপ সনাতন ॥ যৈছে ভট্ট গোপালের অনুগ্রহ হৈল । যৈছে
গোস্বামির গ্রন্থ অধ্যয়ন কৈল ॥ যৈছে বৃন্দাবন ভূমে ভ্রমণ

করিল। যৈছে গ্রন্থ লৈয়া গোড়ে আগমন কৈলা ॥ যৈছে
 গ্রন্থ চুরি হৈল বনবিষ্ণুপুরে । গ্রন্থ প্রাপ্ত হৈল যৈছে আইলা
 নিজ ঘরে ॥ আদ্যোপান্ত এ সকল প্রসঙ্গ শুনিত্তে । নানা
 ভাবোদয় হৈল বৈষ্ণবের চিতে ॥ সকল বৈষ্ণব স্থির হৈয়া
 কতক্ষণে । এক দৃষ্টে চাহে শ্রীনিবাসে মুখ পানে ॥ শ্রীনিবাস
 আচার্য্য মধুর মুহু ভাবে । এথা প্রভুগণ কৈছে আছেন
 জিজ্ঞাসে ॥ শুন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি কহে ধীরি । মৃতপ্রায় আছেন
 ঠাকুর নরহরি ॥ দিবা রাত্রি মূর্ছাপন্ন লোটায় ভূতলে । করয়ে
 প্রলাপ সদা ভাসে নেত্রজলে ॥ শ্রীরঘুনন্দন আদি যত প্রিয়-
 গণ । নিরন্তর গোরা গুণ করয়ে কীর্ত্তন ॥ ঠাকুরের দশা দেখি
 কে বা ধৈর্য্য ধরে । আনের কা কথা দারুণাঘাণ বিদরে ॥
 এই কথোদিন হৈল দাস গদাধর । নবদ্বীপ হৈতে আইলা
 কণ্টকনগর ॥ গোরা গুণ গাইয়া গোড়ায় দিবা রাত্রি ।
 দেখিতে সে দশা বিদরিয়া যায় ছাতি ॥ করয়ে প্রলাপ ক্ষণে
 মৌন ধরি রহে । ক্ষণে গদাধর পণ্ডিতের গুণ কহে ॥ ক্ষণে
 নিত্যানন্দ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস । ক্ষণে কহে কোথা গেলা
 পণ্ডিত শ্রীনিবাস ॥ ক্ষণে কহে প্রভু এই সুখ ভুঞ্জাইতে । আর
 কত দিন বা রাখিব পৃথিবীতে ॥ এছে কত কহি দীর্ঘ নিশ্বাস
 ছাড়িয়া । মৃত্যুপ্রায় রহে প্রভু প্রাক্ষণে পড়িয়া ॥ রহয়ে নির্জনে
 না ভুঞ্জয়ে অন্ন জল । বিচ্ছেদাগ্নি দাহে দেহ করে টলমল ॥
 অহে শ্রীনিবাস নবদ্বীপে প্রভুগণ । দিনে দিনে প্রায় হইলেন

সঙ্গোপন ॥ কহিতে না আইসে মুখে বিদরয়ে হিয়া । হইলেন
অদর্শন দেবী বিমুগ্ধিয়া ॥ শুনি শ্রীনিবাসাচার্য্য হইলা মুচ্ছিত ।
নিশ্চল শরীর নাসা নিশ্বাসরহিত ॥ শ্রীনিবাস দশা দেখি
বৈষ্ণব সকলে । হইলা ব্যাকুল বন্ধ ভাসে নেত্র জলে ॥ কথো
রাত্রে আচার্য্যের হৈল বাহুজ্ঞান । করয়ে ক্রন্দন যাতে বিদরে
পাশান ॥ শ্রীগোপালদাস নামে এক মহাশয় । শ্রীনিবাসে
কোলে করি কত প্রবোধয় ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য স্থির হৈলা কত
কণে । প্রায় রাত্রি শেষ হৈল প্রভুর কীর্তনে ॥ সকলেই
কিছু কাল করিলা শয়ন । শ্রীনিবাসে নিদ্রা দেবী কৈলা আক-
র্ষণ ॥ স্বপ্নচ্ছলে প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রেমময় । হইলা সাক্ষাৎ
মুর্ত্তি কন্দর্প বিজয় ॥ আকর্ষণ পর্য্যন্ত দুই নেত্র মনোহর । শ্রী-
মুখমণ্ডল নিম্নি কোটি শশধর ॥ কনক মৃণাল জিনি শ্রীভুজ
যুগলে । স্নেহে শ্রীনিবাসে ধরি করিলেন কোলে ॥ বিরহাগ্নি-
জ্বালা হৈতে যৈছে শাস্তি হয় । তাহা করিলেন শ্রীঅদ্বৈত
কৃপাময় ॥ করি কত বাৎসল্য মধুর মুহু ভাষে । মন্দ মন্দ
হাসিয়া কহয়ে শ্রীনিবাসে ॥ তোমা হৈতে হবে বহু জীবের
নিস্তার । প্রভু-মত সর্ব্বত্রই করিবা প্রচার ॥ কহিবেন বিজ্ঞ-
গণ বিবাহ করিতে । করিবা বিবাহ দুঃখ না করিবা চিতে ॥
এঁছে কত কহি প্রভু হৈলা অন্তর্দ্বান । শ্রীনিবাস জাগি দেখে
রজনী বিহান ॥ প্রভু অদ্বৈতের চারু চরিত্রে চিস্তিয়া । নিবা-
রিতে নারে অশ্রু উমরয়ে হিয়া ॥ আপনা প্রবোধি প্রাতে

প্রাতঃক্রিয়া সারি । শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে গেলেন শীঘ্র করি ॥
 শ্রীখণ্ডেতে প্রবেশিয়া মনের আনন্দে । গৌরান্ধ্রপ্রাঙ্গণে গিয়া
 দেখে গৌরচান্দে ॥ ভূমে লোটাইয়া কৈল প্রণতি বিস্তর ।
 হইল হেমাজ্ঞ অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥ শ্রীনিবাস আইলা শুনি শ্রী-
 রঘুনন্দন । ঠাকুরের আগে গিয়া কৈল নিবেদন ॥ যদ্যপি
 শ্রীঠাকুরের দুঃখে দগ্ধ হিয়া । তথাপি হইলা হর্ষ এ কথা
 শুনিয়া ॥ শ্রীরঘুনন্দনে কহে স্তমধুরভাসে । জুড়াক নয়ন আন
 দেখি শ্রীনিবাসে ॥ শুনি ঠাকুরের বাক্য উল্লসিত মনে ।
 শ্রীনিবাসে মিলে গিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ শ্রীরঘুনন্দন অতি
 গুণের নিধান । শ্রীনিবাসে পাইয়া পাইলা যেন প্রাণ ॥ শ্রী-
 নিবাস শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিতে । আলিঙ্গন করি না ছাড়য়ে
 কোলে হৈতে ॥ কি বা সে অদ্ভুত স্নেহে উমড়য়ে হিয়া ।
 নিবারিতে নারে নেত্রধারা আলিঙ্গিয়া ॥ শ্রীনিবাস ভাসে
 দুই নয়নের জলে । দীন প্রায় রহে রঘুনন্দনের কোলে ॥ শ্রী-
 রঘুনন্দন নেত্রজলে সিক্ত করি । লৈয়া গেলা যথা শ্রীঠাকুর
 নরহরি ॥ বসিয়া আছেন তেঁহো পরম নির্জনে । শ্রীনিবাস
 অধৈর্য্য হইলা সে দর্শনে ॥ আহা মরি সে না রূপে পরাণ
 জুড়ায় । কনক চম্পক কি উপমা হয় তায় ॥ সে ছেন অ-
 রূপ হইল মলিন । অতিস্নকোমল তনু কণে কণে
 মুখের মাধুরী সে চান্দের শোভা যৈছে । জল বিনা জলজ যেম
 ন এবে তৈছে ॥ যে নয়ন যুগলে আনন্দ বরিষয় । সে নয়নে

সদা অশ্রুধারা অতিশয় ॥ হেন নরহরি প্রভু পানে চান্না
 চান্না । প্রথময়ে ভূমে ভক্তিরসে মত হৈয়া ॥ শ্রীঠাকুর নরহরি
 দেখি স্নেহাবেশে । আইস বাপ বুলি কোলে কৈল শ্রীনিবাসে ॥
 শ্রীনিবাসে কোলে লৈয়া হইলা বিহ্বল । নিবারিতে নারে ছুই
 নয়নের জল ॥ প্রেমজলে সিক্ত করিলেন শ্রীনিবাসে । কয়ে
 ধরি বসাইলা আপনার পাশে ॥ পরম বাৎসল্যে হস্ত ধূলা-
 যেন গায় । দেখি সে অদ্ভুত রীত কে না সুখ পায় ॥ অতি
 সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসয়ে যাহা । শ্রীনিবাস ক্রমে ক্রমে
 নিবেদয়ে তাহা ॥ আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত নিবেদিল ।
 নরোত্তম ক্ষেত্রে গেলা তাহা জানাইল ॥ শুনি এ সকল মনে
 উপজিল যাহা । আনের শক্তি কি কহিতে পারে তাহা ॥
 পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে সস্নেহ বচনে । নরোত্তমে দেখি শীঘ্র
 সাধ বড় মনে ॥ বুঝি নরোত্তম এথা আসিব ত্বরায় । বহু কার্য্য
 সিদ্ধি হবে তাহার দ্বারায় ॥ তাঁর সহ তুমি সঙ্কীৰ্তনে মগ্ন হবা ।
 দারুণ বিচ্ছেদজ্বালা হৈতে জুড়াইবা ॥ অহে বাপ ভাল হৈল
 'আইলা' শীঘ্র করি । এ সময়ে তোমারে দেখিলু নেত্র ভরি ॥
 চিরায় হইয়া কর ভক্তি উপার্জন । ভক্তিগ্রন্থ সর্বত্র করহ
 বিতরণ ॥ হইব স্বতন্ত্র লোক ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম । না বুঝিব গুরু
 কৃষ্ণ বৈষ্ণবের মর্ম্ম ॥ এ সব পাষণ্ডে উদ্ধারিবা ভক্তি-বলে ।
 গাইব তোমার যশ বৈষ্ণব সকলে ॥ তুমি কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের
 নিত্যদাস । প্রভুপূর্ণ করিব তোমার অভীলাষ ॥ তোমার জননী

তেঁহ পরম বৈষ্ণবী । কথো দিন রহ যাজিগ্রামে তাঁরে সেবি ॥
 তাঁর অনোরুত্তি যাহা করিতেই হয় । ইথে কিছু তোমার নহিব
 অপচয় ॥ বিবাহ করহ বাপ এই মোর মনে । এত কহি কহে
 পুন শ্রীরঘুনন্দনে ॥ বিবাহ করিতে কহি কৈছে মনে লয় ।
 শুনি কহে মো সবার মনে এই হয় ॥ ঠাকুর কহয়ে ইথে না
 করহ ব্যাজ । শুনি শ্রীনিবাস পাইলেন বড় লাজ ॥ শ্রীঠাকুর
 নরহরি সর্বতত্ত্ব জানে । ঘুচাইল লজ্জাদি কহিয়া কত তানে ॥
 ঠাকুরের ঐছে ইচ্ছা আচার্য্য জানিল । প্রভু অদ্বৈতের স্বপ্নাদেশ
 বিচারিল ॥ মৌন ছাড়ি কহে আজ্ঞানারি লজ্জিবার । আচার্য্য-
 বচনে স্তম্ভ জন্মিল সবার ॥ শ্রীঠাকুর নরহরি প্রিয় শ্রীনিবাসে ।
 যাজিগ্রামে বিদায় করিল যুতভাবে ॥ শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনিবাস
 করে ধরি । প্রভুর প্রাঙ্গণে আইলেন ধীরি ধীরি ॥ শ্রীখণ্ড-
 নিবাসি যত বৈষ্ণবের সনে । মিলিলেন শ্রীনিবাস প্রভুর
 প্রাঙ্গণে ॥ তথা কথোক্ষণ রহি হইয়া বিদায় । খণ্ড হৈতে
 যাজিগ্রাম গেলেন দ্বারায় ॥ তথা কতক্ষণ রহি স্থির হৈতে
 নারে । অতীত আনন্দ আইলেন কণ্টকনগরে ॥ প্রেমাবেশে-গৌরা-
 ঙ্গের দর্শন করিলা । গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে ধূলিধূষর হইলা ॥
 চলিলা নির্জনে যথা দাস গদাধর । কি বলিব তাঁর যৈছে
 ব্যাকুল অন্তর ॥ নাহিক ভোজন পান কিছুই না ভায় । ধূলায়
 ধূষর সদা ধরনি লোটায় ॥ হেমপদ্ম জিনি সে না অঙ্গ স্নমধুর ।
 হইল মলিন যৈছে বচনের দূর ॥ তিলার্দ্ধেক মাত্র নাই জীব-

নের আশ । গোরাগুণ গায় কণে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ কণে
 নিত্যানন্দ গুণ চরিত্র সোঙরি । লইয়া অদ্বৈত নাম রহে মৌন
 ধরি ॥ কণে গদাধর পণ্ডিতের নাম লৈয়া । কহয়ে কাতরে
 নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ অহে গদাধর পূর্বের মনে যে আছিল ।
 আগে ছাড়ি গেলা মোর ভাগ্যে তা নহিল ॥ এঁছে কত কহে
 অন্যে বুঝিতে দুষ্কর । গদাধর মহিমা জানেন গদাধর ॥ পণ্ডিত
 শ্রীগদাধর দাস গদাধরে । যে অদ্ভুত স্নেহ তা বর্ণিতে কে বা
 পারে ॥ শ্রীনিবাস হেন গদাধর আগে গিয়া । ভূমে প্রণময়ে
 নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ প্রভু গদাধর দেখি প্রিয় শ্রীনিবাসে ।
 বাহু পসারিয়া ক্রোড়ে কৈল স্নেহাবেশে ॥ অতি অনুগ্রহে
 পুনঃ কহে ধীরে ধীরে । প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ দেখি নু তোমারে ॥
 তুমি গোড়ে হৈতে যৈছে গেলা বৃন্দাবন । যেরূপ রহিলা তথা
 কৈলা অধ্যয়ন ॥ শ্রীগোপালভট্ট যৈছে দীক্ষামন্ত্র দিল । প্রভু-
 প্রিয়গণ যত অনুগ্রহ কৈল ॥ তথা অতি স্নেহে নরোত্তমেরে
 মিলিলা । রামকেলি গ্রামে প্রভু যারে আকর্ষিলা ॥ নরোত্তম
 সহ যৈছে ব্রজেতে ভ্রমণ । গোড়েতে গমন যৈছে লৈয়া গ্রন্থ-
 গণ ॥ যৈছে দস্যুরাজ গ্রন্থ হরিয়া লইল । যৈছে বনবিষ্ণুপুরে
 গ্রন্থপ্রাপ্তি হৈল ॥ এ সব শুনি নু বাপ কহিতে কি আর । মনে
 হয় নরোত্তমে দেখি এক বার ॥ অহে শ্রীনিবাস এই উপজ
 হিয়ায় । নরোত্তমদাস শীঘ্র আসিব এথায় ॥ এত কহি অতি
 দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া । কিছুকাল রহিলেন মৌনাবলম্বিয়া ॥

কে বুঝিতে পারে চেষ্টা পুন শ্রীনিবাসে । বাকুল হইয়া কহে
 গদ গদ ভাষে ॥ নবদ্বীপে দেখি গিয়াছিল। যে প্রকার । দিনে
 দিনে বাড়িল সে দুঃখের পাথার ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত আদি প্রভু-
 প্রিয়গণ । দেখিতে দেখিতে প্রায় হৈলা সঙ্কোপন ॥ যৈছে
 অদর্শন হৈলা দেবীবিষ্ণুপ্রিয়া । কহিতে না আইসে মুখে বিদ-
 রয়ে হিয়া ॥ প্রায়নবদ্বীপ হইলেন অন্ধকার ! যে কহে আছেন
 স্বত্বদশা সে সবার ॥ কি বলিব এথা মুই আইলু তথা হৈতে ।
 রহিল নিল্লজ্জ প্রাণ এ পাপ দেহেতে ॥ শুনি শ্রীনিবাস
 ধৈর্য ধরিতে না পারে । হইলেন সিক্ত দুই নেত্র অশ্রুধারে ॥
 কতক্ষণে দাস গদাধর স্থির করি । স্নেহাবেশে কহে শ্রীনিবাস
 মুখ হেরি ॥ চিরজীবী হৈয়া বাপ রহি পৃথিবীতে । ভক্তিমর্ম
 প্রকাশিবে স্বগণ সহিতে ॥ পরমদুর্লভ শ্রীপ্রভুর সঙ্কীৰ্তন ।
 নিরন্তর আশ্বাদিবে লৈয়া নিজগণ ॥ করিবে বিবাহ শীঘ্র সবার
 সম্মত । হইবেন অনেক তোমার অনুগত ॥ এঁছে কত কহি
 অনুগ্রহে শ্রীনিবাসে । করিলেন বিদায় যাইতে মাতা পাশে ॥
 শ্রীনিবাস বিদায় হইয়া গৃহে গেলা । জননীর পরম আনন্দ
 বাড়াইলা ॥ সমাচার পত্নী লিখি মনুষ্যের দ্বারে । শীঘ্র পাঠা-
 ইয়া দিলা বনবিষ্ণুপুরে ॥ যাজিগ্রামে বিলসয়ে লৈয়া শিষ্যগণ ।
 গোস্বামির গ্রন্থ করায়েন অধ্যয়ন ॥ যৈছে সর্বশ্রেষ্ঠ যত
 গোস্বামী প্রকাশে । তৈছে ব্যাখ্যা করান আচার্য্য শ্রীনি-
 বাসে ॥ কুম্ভাবলম্বী শুনি ভক্তির ব্যাখ্যান । দূরে পলায়েন

যৈছে সিংহ ভয়ে খান ॥ সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি জানি পণ্ডিতের গণ ।
 শ্রীনিবাস পদে আসি মাগয়ে শরণ ॥ এ সব শুনিতে যার
 উপজে আনন্দ । তারে গণ সহ কৃপা করে গৌরচন্দ্র ॥ শ্রদ্ধা-
 যুক্ত জনেরে শুনায় সদা যেহ । কৃষ্ণভক্তি রসের সমুদ্রে ডুবে
 সেহ ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরণচিন্তা করি । ভক্তিরত্নাকর কহে
 দাস নরহরি ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশাদি-
 বর্ণনং নাম সপ্তম স্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

অষ্টম তরঙ্গ

জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর তনয় । জয় জয় নিত্যানন্দাধৈত
প্রেমময় ॥ জয় জয় গদাধর পণ্ডিত শ্রীবাস । জয় বজ্রেশ্বর
শ্রীমুরারি হরিদাস ॥ জয় গৌরীদাস শ্রীস্বরূপ দামোদর । জয়
গৌরচন্দ্রের যতোক পরিকর ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের
আলয় । এবে যে कहিয়ে শুন হইয়া সময় ॥ ভক্তিশাস্ত্রে অধ্যা-
পক আচার্য্যাঠাকুর । মায়াবাদিগণের করয়ে দর্পচূর ॥ শিষ্য-
গণ সঙ্গে যাজিগ্রামে বিলসয় । নরোত্তম—পথ সর্ব্বক্ষণ নিরী-
ক্ষয় ॥ শ্রীনরোত্তমের সঙ্গ হবে কত দিনে । আচার্যের সদা
এই চিন্তা মনে মনে ॥ এথা শ্রীঠাকুর নরোত্তম হুঙ্ক হৈয়া ।
নবদ্বীপ চলে গৌরচরিত্র চিন্তিয়া ॥ নবদ্বীপে সমীপে ঘাইয়া
মহাশয় । হইয়া ব্যাকুল মনে মনে কথা কয় ॥ নবদ্বীপে গোরা
ঙ্গের অন্তত বিহার । নিরন্তর সঙ্কীর্্তন হৃথের পাথার ॥ ঘরে
ঘরে পন্নম উৎসব নিতি নিতি । কেহ না জানয়ে কৈছে যার
দিবা রাত্তি ॥ নবদ্বীপে নিরানন্দ নহে কুনজন । নিরন্তর করি
গৌরচন্দ্রের দর্শন ॥ এমন সময়ে মোর জনম নহিল । হেনস্থ

মল্লান্তি না দেখিতে পাইল ॥ ঐছে কত কহি নেত্রজলে ভাসি
 যায় । কথো দূর গিয়া নবদ্বীপপানে চায় ॥ দেখয়ে অদ্ভুত
 শোভা নদীয়াগরে । আনন্দের নদী বহে প্রতি বরে ঘরে ॥
 চতুর্দিকে ফিরে লোক হরিধ্বনি করি । পরস্পর কহে গোরা-
 চাঁদের মাধুরী ॥ পরিকর-মধ্যে গোরা ভুবনমোহন । সঙ্কীর্ণনে
 করে অতি অদ্ভুত নর্তন ॥ জয় জয় কোলাহল হয় অনিবার ।
 পরম মঙ্গলময় শোভা নদীয়ার ॥ দেখিতে দেখিতে হৈলা
 আনন্দে বিহ্বল । আপনা না জানে নেত্রে ঝরে প্রেমজল ॥
 কত ক্ষণে পুন নেহারয়ে স্থির হৈয়া । দুঃখের সমুদ্রে যেন
 ভাগ্যে নদীয়া ॥ হইয়া ব্যাকুল শ্রীঠাকুর মহাশয় । কি দেখিলু
 স্বপ্ন প্রায় মনে মনে কয় ॥ চলিতে না পারে সিক্ত হৈয়া
 নেত্রজলে । বৈসে এক অপূর্ব অশ্বথ বৃক্ষতলে ॥ কি বলিব
 বৃক্ষের প্রভাব অতিশয় । ছায়াস্পর্শ মাত্র হৈল ধৈর্য্যাদি
 উদয় ॥ নরোত্তম পুন মনে মনে বিচারিয়া । চতুর্দিকে চায়
 আপনাকে প্রবোধিয়া ॥ সেই পথে দেখে এক প্রাচীন
 বিপ্রের । জিজ্ঞাসিতে চাহে কিছু জিজ্ঞাসিতে নারে ॥ সে
 বিপ্রের প্রতিদিন আছয়ে নিয়ম । বৃক্ষতলে আসিয়া রহয়ে কত
 ক্ষণ ॥ নিমাইর ক্রীড়াস্থান ইথে প্রীত অতি । চাহিয়া বৃক্ষের
 তলে চলে মন্দগতি ॥ নরোত্তমে দেখি বিপ্র মনে বিচারয় ।
 নিমাই চান্দের কৃপাপাত্র এনিশ্চয় ॥ নহিলে এদারূণ তাপেতে
 দগ্ধ হিয়া । ভাহাতেও বাড়ে সুখ ইহারে দেখিয়া ॥ কি অপূর্ব

মূর্ত্তি কিবা মুখের মাধুরী । কিবা দীর্ঘ নেত্রেতে বরষে প্রেম-
 বারি ॥ অকস্মাৎ ইহঁে এথা আইলা কোথা হৈতে । ঐছে
 মনে বিচারি চাহয়ে জিজ্ঞাসিতে ॥ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসয়ে
 নরোত্তমে । কি নাম তোমার বাপ আইলা কোথা হনে ॥
 নরোত্তম বিপ্রে নিজ পরিচয় দিয়া । করিল প্রণাম অতি
 বিনীত হইয়া ॥ বিপ্র নরোত্তমের পাইয়া পরিচয় । করিতেই
 কোলে-নেত্রজলে মিলিত হয় ॥ পরম বাৎসল্যে দৃঢ় আলিঙ্গন
 করি । বৃক্ষতলে বাসি কিছু কহে ধীরি ধীরি ॥ অহে বাপ
 নদীয়াতে হৈল সেই স্মৃথ । তাহা কি কাহিব চতুর্মুখ পঞ্চমুখ ॥
 যে দিন হইতে গেলা নিমার্গি ছাড়িয়া । সে দিবস হৈতে
 শূন্য হইল নদীয়া ॥ অকস্মাৎ না জানি কি হৈল তাঁর মনে ।
 সম্যাস গ্রহণ কৈলা ভারতীর স্থানে ॥ কহিতে না আইসে
 মুখে সম্যাসের কথা । সোঙরিতে সে কেশ হিয়ায় বাড়ে
 ব্যথা ॥ ভুবনমোহন বেশ দেখিনু নয়নে । সে পরে কোপীন
 ইহা সহে কি পরাণে ॥ কি বলিব কেবল বকিলা মো সবায ।
 নহিলে কি নিমাই নদীয়া ছাড়ি যায় ॥ সর্বতীর্থ ভ্রমি কৈল
 নীলাচলে বাস । তথা নিজগণ সঙ্গে অদ্ভুত বিলাস ॥ লোক
 গতায়াতে শুভ সংবাদ পাইয়া । নবদ্বীপবাসির হইত হর্ষ
 হিয়া ॥ নীলাচলে তাঁর অদর্শন অকস্মাৎ । শুনি নদীয়ায় যেন
 হৈল বজ্রাঘাত ॥ নদীয়ায় নিমাইর অসংখ্য পরিকর । প্রায়
 বহু জন হৈলা নেত্র অগোচর । নদীয়ার যে দশা কহিতে

নাই পারি ॥ দিনে দিনে নদীয়া হইছে অন্ধকার । শ্রীবাস-
পণ্ডিত-আদি অদর্শন হৈতে ॥ নদীয়ায় যে হৈল তা কে পারে
কহিতে । নিমাইর পত্নী পতিব্রতা বিস্ময়প্রিয়া । তাঁর কথা
কহিতে বিদীর্ণ হয় হিয়া ॥ সাক্ষাৎ শ্রীলক্ষ্মী অলৌকিক গুণ-
গণ । এই কথো দিনে তেঁহ হৈল অদর্শন ॥ নিমাইয়ের বিচ্ছে-
দাগ্নি দন্ধয়ে সবায । যে কেহ আছেন জিয়া সেহো মৃত্যু-
প্রায় ॥ নবদ্বীপবাসির তিলেক ধৈর্য্য নাই । শয়নে স্বপনে
কহে কোথা হে নিমাই ॥ পরস্পর কহে লোক নিমাইচরিত ।
নিরন্তর ক্রন্দন করয়ে বিপরীত ॥ নদীয়ার যে দিকে যে পথে
যেবা যায় । শুনিতে ক্রন্দন সে কান্দয়ে উভরায় ॥ নদীয়ায়
যে কেউ ছিলেন দুষ্কাচার । কি বলিব এবৈ যৈছে খেদ সে
সবার ॥ আনের কা কথা মুঞি তক'নিষ্ঠ ছিনু । মমুষ্য
বালকভ্রমে চিনিতে নারিনু ॥ নিমাই সাক্ষাৎ নারায়ণ শাস্ত্র-
মতে । অলৌকিক ক্রিয়া তাঁর ব্যাপিল জগতে ॥ বাল্যকাল-
বধি চেষ্টা দেখিনু তাঁহার । তাহা সোঙরিতে হিয়া বিদরে
আমার ॥ কি বলিব এই যে অশ্বখবৃক্ষতলে । করিতেন শাস্ত্র-
চর্চা মহাকুতূহলে ॥ যৈছে উড়ুগণেতে বেষ্টিত শশধর । তৈছে
শিষ্যবর্গমধ্যে নিমাই সুন্দর ॥ দূরে হৈতে সে শোভা দেখিনু
নেত্র ভরি । অদ্যাপি হ তিলার্ধেক পাসরিতে নারি ॥ অছে
বাপ নরোত্তম কহি তোরা ঠাঞি । এক দিন এখা দেখা দিলেন
নিমাই ॥ চতুর্দিকে সহস্র সহস্র শিষ্যগণ । তাঁর মধ্যে বিল-

সয়ে শচীর নন্দন ॥ দেখি সে অদ্ভুত শোভা বৃদ্ধিত হইল ।
 চেতন পাইয়া দেখি পুন না দেখিলু ॥ কত কণে স্থির হৈয়া
 বিচারিলু মনে । নদীয়ায় সদা বিহরয়ে শিষ্যসনে ॥ সেই রৈতে
 প্রতিদিন আসিয়ে এথায় । তাঁর ইচ্ছামতে আজি দেখিলু
 তোমার ॥ নিমাঞ্জে চান্দ্রের কুপাপাত্র হও তুমি । তেঞি
 গোপনীয় কথা কহিলাম আমি ॥ শুনিয়া বিপ্রের অতি স্নেহ
 বচন । বিপ্র-পদধূলি মাথে লৈলা নরোত্তম ॥ অশ্রু-যুক্ত হৈয়া
 বিপ্রের প্রতি কয় । মূ অজ্ঞেরে অনুগ্রহ কর মহাশয় ॥ বিপ্র
 নরোত্তমে কহে করি আলিঙ্গন । চিরকাল কর বাপ ভক্তি
 উপার্জন ॥ ঐছে কহি কত ক্ষণ রাখিলেন কোণে । নরোত্তম
 অঙ্গসিক্ত কৈল নেত্রজলে ॥ নরোত্তম প্রতি পুন দীর্ঘে ধীরে
 কয় । নবদ্বীপ বসতি বিস্তার অতিশয় ॥ সর্বত্রই দর্শন করিবে
 পরিকরে । এই পথে প্রথমে যাইবে মায়াপুরে ॥ তথা শচী
 জগন্নাথ মিশ্রের ভবন । যথা অবতীর্ণ হইলেন নারায়ণ ॥ এত
 কহিতেই বিপ্র অধৈর্য্য হইল । নরোত্তম সেই পথে গমন
 করিলা ॥ নবদ্বীপ মধ্যে গ্রাম নাম বল্‌ হয় । লোকে জিজ্ঞা-
 সিয়া মায়াপুরে প্রবেশয় ॥ তথা অতি কাতরে জিজ্ঞাসে কার
 স্থানে । জগন্নাথ মিশ্রের ভবন কুন খানে ॥ তেঁহু কহে
 এই পথে করহ গমন । ঐ দেখ জগন্নাথ মিশ্রের ভবন ॥
 এত কহি সিক্ত হৈয়া নেত্রের ধারায় । ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস
 নরোত্তম পানে চায় ॥ নরোত্তম নেত্রধারা নারে নিবা-

রিতে । ধীরে ধীরে প্রবেশে মিশ্রের ভবনেতে । তথা শুক্লাক্ষর
 ব্রহ্মচারী কৃপাময় । নরোত্তমে দেখি মনে মনে বিচারয় ॥
 যদ্যপিহ দারুণ দুঃখেতে দন্ধে হিয়া । তথাপিহ পাই অর্থ
 ইহায়ে দেখিয়া ॥ ব্রজ হৈতে এছ লৈয়া আইলা শ্রীনিবাস ।
 বুঝি তাঁর প্রিয় এই নরোত্তমদাস ॥ রামকেলি গ্রামে এছু
 যারে আকর্ষিণী । সেই নরোত্তম ঐছে মনে বিচারিলা ॥
 নরোত্তম প্রতি কহে কি নাম তোমার । নরোত্তম পরিচয়
 দিল আপনার ॥ শুক্লাক্ষর নিজ পরিচয় জানাইয়া । নেত্রজলে
 ভাসে নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া ॥ নরোত্তম লোটাইয়া পড়িলা
 চরণে । নিবারিতে নারে অশ্রু বরয়ে নয়নে ॥ করে কত খেদ
 এছু প্রাঙ্গণে পড়িয়া । ব্রহ্মচারী স্থির কৈল কত প্রবোধিয়া ॥
 তথা নরোত্তম এছু প্রিয় ঈশানারে । করিতে প্রণাম ধৈর্য্য
 ধরিতে না পারে । শ্রীঈশান নরোত্তমে করি আলিঙ্গন ॥ অতি
 স্নেহাবেশে মুগ্ধ করে নিরীক্ষণ ॥ নরোত্তম প্রতি কহে অশ্রু-
 যুক্ত হৈয়া । ভাল কৈলা বাপ এ সময়ে দেখা দিয়া ॥ বৈষ্ণ-
 বের গতায়াতে তোমা সবাকার । আদ্যোপান্ত শুনিহু সকল
 সমাচার ॥ এত কহি পুন কিছু কহিতে না পারে । ব্রহ্ম-
 চারী নরোত্তমে নিল নিজ ঘরে ॥ তথা দামোদর পণ্ডিতের
 দরশনে । হইয়া অধৈর্য্য প্রণমিলা সে চরণে ॥ ব্রহ্মচারী
 দিলা শ্রীপণ্ডিতে পরিচয় । পণ্ডিত শ্রীনরোত্তমে দৃঢ় আলি-
 ঙ্গয় ॥ অতি স্নেহে নরোত্তমে কহে বার বার । তোমায়ে

দেখিতে সাধ ছিল মো সবার। প্রভুর ইচ্ছায় এণি আছয়ে
 শরীরে। ভাল হৈল আইলা শীঘ্র দেখিছু তোমাতে ॥ এ হেন
 দারুণ দুঃখ না পারি সহিতে। বুঝি শ্রীনিবাসে পুন না পাৰ
 দেখিতে ॥ এঁছে কত কহি নরোত্তমে স্থির কৈল। শ্রীপতি
 শ্রীনিধি আদি সবে মিলাইল ॥ সঙ্গোপন হৈলা যে যে প্রভু-
 প্রিয়গণ। সে সকলে স্বপ্নচ্ছলে দিলেন দর্শন ॥ প্রভু পরি-
 করে অনুগ্রহ কৈল যত। তাহা এক মুখে বা বর্ণিব আশি
 কত ॥ নরোত্তমে অল্প দিন রাখি নদীয়ায়। সবে শীঘ্র নীলা-
 চলে করিলা বিদায় ॥ নরোত্তম সর্বত্রই বিদায় হইয়া।
 ভালে নেত্র ধারায় পরিতে নারে হিয়া ॥ প্রভুর ডুবনে আসি
 ঈশানঠাকুরে। আজ্ঞা মাগিলেন নীলাচল যাইবারে ॥ প্রভু-
 প্রিয় ঈশানঠাকুর অতি স্নেহে। ব্যাকুল হইয়া নরোত্তম প্রতি
 কহে ॥ অহে নরোত্তম শীঘ্র যাইবে শ্রীক্ষেত্রে। দিনে দিনে
 অন্ধকার হয়েছে সর্বত্র ॥ এই কথো দিবস হইল তথাকার।
 লোকদ্বারে পাইলু সকল সমাচার ॥ গোপীনাথ আচার্য্যাদি
 প্রভুর ইচ্ছায়। যেরূপ আছেন তাহা কহা নাহি যায় ॥ তথা
 গিয়া তাঁ সবার দর্শন করিবে। শ্রীখণ্ড কণ্টকনগরেতে
 শীঘ্র যাবে। শ্রীনিবাস সহ পুন আসিবে এখায়। পুন
 দেখি মনে এই কহিল তোমায় ॥ না জানি ইহার মধ্যে
 কখন কি হবে। শান্তিপুৰ খড়দহ হইয়া যাইবে ॥ এত
 কহি করলেন মৌনাবলম্বন। কে বুঝে অন্তর অঙ্গ নহে

নিহারণ ॥ নরোত্তম অতিশয় ব্যাকুল অন্তরে । নবদ্বীপ হইতে
 চলিলা শান্তিপুরে ॥ হইয়া নিমগ্ন সীতানাথের লীলায় । কহে
 কত খেদ তাহা কহনে না যায় ॥ শান্তিপুর গ্রাম পানে করি
 নিরীক্ষণ । হইল বঞ্চিত বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ প্রভু শ্রীঅচ্যুত
 শান্তিপুর পুরন্দর । শান্তিপু্রে বিহরে প্রপঞ্চ অগোচর ॥
 নরোত্তমে কৃপার অবধি প্রকাশিল । পূর্বদিন শ্রীঅচ্যুতামন্দে
 জানাইল ॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ পথপানে নিরীক্ষয় । এথা নরো-
 ত্তম শান্তিপু্রে প্রবেশয় ॥ শান্তিপুরবাসী লোক প্রভু সঙ্কো-
 পনে । যে রূপে আছেন তা বর্ণিব কুন জনে ॥ নরোত্তম
 আচার্য্য ভবন জিজ্ঞাসিতে । কান্দিয়া কহয়ে কেউ যাহ ঐ
 পথে ॥ নরোত্তম নয়নে অনেক ধারা বয় । চলে সেই পথে
 অতি ব্যাকুলহৃদয় ॥ প্রভু সীতানাথ করি অতি অনুগ্রহ । অন্য
 অলক্ষিত দেখা দিলা গণ সহ ॥ নরোত্তম প্রেমাবেশে মুচ্ছিত
 হইলা । প্রভুর ইচ্ছায় শীঘ্র চেতন পাইলা ॥ প্রভুর মন্দিরে
 প্রবেশয়ে স্থির হইয়া । দেখেন অচ্যুতানন্দ আছেন বসিয়া ॥
 বিনা পরিচয়ে পরিচয় ব্যক্ত হৈল । নরোত্তম শ্রীঅচ্যুতানন্দে
 প্রণমিল ॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু বিচ্ছেদে কাতর । হইল মলিন
 কীর্ণ হেম কলেবর ॥ নরোত্তম পানে চাহি অধৈর্য্য হৃদয় ।
 বাহু পসারিয়া প্রেমাবেশে আলিঙ্গয় ॥ সিঞ্চয়ে শ্রীনয়নের
 জলে কলেবর । কে বুঝিতে পারে যৈছে অধৈর্য্য অন্তর ॥
 নরোত্তম প্রতি কহে স্নমধুর কথা । বহু দিন তোমায়ে

রাখিতে নারি এথা ॥ এ সময়ে বিলম্বের নাই প্রয়োজন । শীত্র
নীলাচলচন্দ্রে করহ দর্শন ॥ তথা প্রভুর গণ শীত্র করিব
বিদায় । সাধিব অনেক কার্য্য তোমার দ্বারায় ॥ ঐ কত কহি
শ্রীঅচ্যুত নরোত্তমে । মিলাইলা প্রভু অদ্বৈতের প্রিয়গণে ॥
সকলেই নরোত্তমে অতিস্নেহ করি । রাখিলেন শান্তিপুরে
দিন তিন চারি ॥ নীলাচল যাইতে শীত্র করিলা বিদায় । নরো
ত্তম যাত্রা যৈছে कहনে না যায় ॥ শীত্র হরিনদী গ্রামে গঙ্গা-
পার হৈয়া । নিতাই চৈতন্য দেখে অশ্রিকায় গিয়া ॥ নিতাই
চৈতন্য গোবিন্দদাসের জীবন । কিবাসুত সেবা শোভা ভুবন-
মোহন ॥ নরোত্তম প্রভুর প্রাঙ্গণে লোটাইয়া । করিল প্রণাম
নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ হৃদয়চৈতন্য আদি প্রভুপ্রিয়গণ । সব
সং হৈল অতি অদ্বুত মিলন ॥ হইল যে সব কথা তা সবার
সনে । বিস্তারিতে নারি এস্থ বাহুল্য কারণে ॥ নরোত্তমে
অতিস্নেহ করিয়া সকলে । করিলেন বিদায় যাইতে নীলা-
চলে ॥ সকলের নয়নে বহয়ে অশ্রুধার । নরোত্তম নেত্রে
অশ্রু বহে অনিবার ॥ নিতাই চৈতন্য পদে আত্মসমর্পিয়া ।
অশ্রিকা হইতে চলে ব্যাকুল হইয়া । যে সকল গ্রামে গৈসে
প্রভু প্রিয়গণ । সে সকল গ্রাম হৈয়া করিলা গমন ॥ কি
অপূর্ণ গমন চাহয়ে চারিভিতে । সপ্তগ্রাম দেখি প্রণময়ে
দূরে হৈতে ॥ সপ্তগ্রামি তপস্যার স্থান শোভাময় । শ্রীগঙ্গা
বধূনা সরস্বতী ধারাত্ময় ॥ সপ্তগ্রাম দর্শনে সকল দুঃখ

হরে । যথা প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দে বিহরে ॥ যৈছে সপ্তগ্রামে
নিত্যানন্দের গমন । সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে এথা ইথে দেহ মন ॥
নীলাচলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আদেশে । যাত্রা কৈলা নিত্যানন্দ-
দেব গোড়দেশে ॥ উৎকল হইতে গোড়দেশে প্রবেশিয়া ।
গোড়পৃথ্বী প্রশংসয়ে প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥ গোড়ভূমি যৈছে
তাহা না হয় বর্ণন । বহু পুণ্যতীর্থের যে মস্তকভূষণ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ২ অঙ্কে ১৪ শ্লোকে ॥

গোড়ক্ষৌণী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতংস-

প্রায়া যাসৌ বহতি নগরীং শ্রীনবদ্বীপনাম্নীং ।

যস্যাং চামীকরবররুচেরীশ্বরম্যাবতারো

যস্মিন্ মূর্ত্তা পুরি পুরি পরিস্পন্দতে ভক্তিদেবী ॥

তীর্থময় গোড়পৃথ্বী মহিমা কে জানে । প্রভু ইচ্ছা হৈল
কথো দিন পর্য্যটনে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কথক দিবস । করিলেন পৃথিবীতে
পর্য্যটন রস ॥ পর্য্যটন করিতে নিতাইর অতি প্রীত । যাতে
হয় সকল জীবের মহাহিত ॥ সর্বতীর্থময় গঙ্গা তাঁর দুই
পার্শ্বে । করয়ে ভ্রমণ নিত্যানন্দ মহাহর্ষে ॥ নদীয়ায় শ্রীশচী-
মায়ের দরশনে । বাইবেন শীত্র এই হইয়াছে মনে ॥ রামদাস
গদাধরদাসাদি সহিত । পাণিহাটী গ্রামে প্রভু হৈলা উপনীত ॥
প্রথমে রাঘব পণ্ডিতের আলয়েতে । সঙ্কীর্ত্তনারক্ত হৃৎ ব্যাপিল

জগতে ॥ মহাভক্ত রাঘবের জনম তথাই । ভক্ত-জন্মস্থানের
মহিমা অস্ত নাই ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

যে কূলে যে দেশে ভাগবত অবতরে । তাহার প্রভাবে
লক্ষ যোজন নিস্তরে ॥ পাণিহাটীগ্রামে শুনি প্রভুর গমন ।
চতুর্দিক্ হইতে আইসে ভক্তগণ ॥ যে স্থান হইয়া ভক্ত করয়ে
পয়ান । পুণ্য তীর্থময় হয় সে সকল স্থান ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

যে স্থানে বৈষ্ণব জন করেন বিজয় । সেই স্থান হয় অতি
পুণ্য-তীর্থময় ॥ ভক্ত সঙ্গে কি অদ্ভুত প্রভুর বিলাস । পাণি-
হাটী গ্রামে নানা ভাবের প্রকাশ ॥ যে বিলাস দাস গদাধরের
মন্দিরে । তাহা এক মুখে কে কহিতে শক্তি ধরে ॥ খড়দহে
প্রভু পদ্মাবতীর তনয় । নিরন্তর সঙ্কীর্ণনে মত্ত অতিশয় ॥
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালায় যথা । ত্রক্ষার দুর্লভ প্রেম প্রকা-
শিলা তথা ॥ নানা গ্রামে লোকের করিয়া দুঃখ দূর । সপ্ত-
গ্রামে হৈল শুভ গমন প্রভুর ॥ উদ্ধারণদত্তে প্রভু কৈল
আত্মসাৎ । তথা যে বিলাস তাহা জগতে বিখ্যাত ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবস্তুর মন্দিরে । রহিলেন মহাপ্রভু
ত্রিবেণীর তীরে ॥ কায় মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ ।
ভজিলেন : অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের

সেবা অধিকার । পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য আর ॥ জন্ম
জন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর । জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার
কিঙ্কর ॥ যতেক বণিক্ কুল উদ্ধারণ হৈতে । পবিত্র হইল
বিশ্ব নাহিক ইহাতে ॥ বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ অবতার ।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার ॥ সপ্তগ্রামে প্রতি বণি-
কের ঘরে ঘরে ॥ আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন বিহরে ॥
বণিক্ সকল নিত্যানন্দের চরণ । সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া
শরণ ॥ বণিক্ সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে । মনে চমৎকার
পায় সকল জগতে ॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার ।
বণিক্ অধম মূর্খে যে কৈল উদ্ধার ॥ সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ
মহামল্ল রায় । গণসঙ্গে সঙ্কীৰ্তন করেন লীলায় ॥ সপ্তগ্রামে
যত হৈল কীর্তন বিহার । শতবৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥
পূর্বে যেন সুখ হৈল গোকুল নগরে । সেই মত সুখ হৈল
সপ্তগ্রাম পুরে ॥ বণিকের সৌভাগ্য জানিবে কুন জন । ঐছে
বহু বর্ণিলা ঠাকুর বৃন্দাবন ॥ উদ্ধারণদত্ত প্রেমে মত্ত নিরস্তুর ।
করেন প্রভুর সেবা আনন্দ অন্তর ॥ সপ্তগ্রামে মহাতীর্থ ত্রি-
বেণীর ঘাটে । দেখে নানা রঙ্গ রহি প্রভুর নিকটে ॥ যে যে
স্থানে প্রভু নিত্যানন্দের বিজয় । সে সকল স্থান হন সর্বতীর্থ-
ময় ॥ গোড়ুড়ুমে যত তীর্থ কে করু গণন । প্রভুসঙ্গে সর্ব
তীর্থ ভ্রমে উদ্ধারণ ॥ শান্তিপু্রে প্রভু নিত্যানন্দ মহারঙ্গে
মিলিলেন শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বরের সঙ্গে ॥ তথা হৈতে নবদ্বীপে

করিল গমন । নিত্যানন্দ অঙ্গে শোভে নানা আভরণ ॥ শ্রী-
চরণে নৃপূরের ধ্বনি মনোহর । উপমার স্থান নাহি ব্রহ্মাণ্ড
ভিতর ॥ শেষখণ্ড সূত্রে নারায়ণীর তনয় * । বর্ণিলেন নিত্যা-
নন্দ চন্দ্রের বিজয় ॥

তত্রৈব ॥

অনন্ত চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে । চরণে নৃপূর সর্ব
মথুরা বিহরে ॥ মথুরা শ্রীনবদ্বীপ ভেদ কভু নয় । যে মথুরা
সেই নবদ্বীপ স্থনিশ্চয় ॥ নদীয়া বিহরে পদ্মাবতীর কুমার ।
নানা রত্নভূষণে ভূষিত কলেবর ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

রজত নৃপূর মল্ল মোহে শ্রীচরণে । পরম মধুর ধ্বনি
গজেন্দ্র গমনে ॥ প্রাতি ঘরে ঘরে সব পারিষদ সঙ্গে । নির-
বোধ বিহরেন সঙ্কীর্তনরঙ্গে ॥ নবদ্বীপ যে হেন মথুরা রাজ-
ধানী । ঐছে কত কহেন তা কহিতে না জানি ॥ নবদ্বীপে
নিত্যানন্দ শ্রীশচীমাতায় । যে আনন্দ দেন তাহা কহেন না
ষায় ॥ গগনসহ নদীয়া প্রদেশ পর্য্যটনে । যে অদ্ভুত লীলা বা
বর্ণিব কুন জনে ॥ নিত্যানন্দ-গুণে মগ্ন দত্ত উদ্ধারণ । নিরন্তর
সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ হেন উদ্ধারণ ঠাকুরের সপ্তগ্রামে ।
নরোত্তম প্রবেশে বিহ্বল হৈয়া প্রেমে ॥ লোকে জিজ্ঞাসয়ে
উদ্ধারণের আলায় । করিয়া ক্রন্দন কেহ কহে এই হয় ॥ প্রভুর
বিচ্ছেদ দুঃখে দক্ষি অমুক্ষণ । এই কথোদিন হৈল, হৈলা

সন্মোহন ॥ তাঁর অপ্রকটে সপ্তগ্রাম অন্ধকার । শুনি নরোত্তম
 ন্ত্রে বহে অশ্রুধার ॥ হইলা ব্যাকুল যৈছে কহনে না যায় ।
 প্রভুপ্রিয় যে ছিলেন মিলিলা তাহায় ॥ সপ্তগ্রাম হৈতে চলে
 গঙ্গাতীরে তীরে । যথা যে ভক্তের স্থিতি মিলে সে সবারে ॥
 খড়দহ গ্রামে প্রবেশিতে মহাশয় । দেখে যে রহস্য তাহা
 কহিল না হয় ॥ প্রভু নিত্যানন্দ মনোরথ পূর্ণ কৈলা । প্রভুর
 ইচ্ছায় নরোত্তম স্থির হৈলা ॥ প্রভুর ভবন পানে করিতে
 গমন । প্রভুপরিকর সহ হইল মিলন ॥ সবে শীত্র প্রভুর ভবনে
 লৈয়া গেলা । শ্রীঈশ্বরী প্রতি এ সম্বাদ জানাইলা ॥ শ্রীবনু-
 জাহ্নবী দৌড়ে বীরভদ্র মনে । বসিয়াছিলেন প্রভুচরিত্র
 কথনে ॥ শুনি অকস্মাৎ নরোত্তমের গমন । সদ্যপি ব্যাকুল
 তমু হৈল হর্ব্ব মন ॥ শীত্র অন্তঃপুরে নরোত্তমে বলাইলা ।
 নরোত্তম গিয়া পাদপদ্মে প্রণমিলা ॥ সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞাতা বনু
 জাহ্নবী ঈশ্বরী । অনুগ্রহ কৈল যত কহিতে না পারি ॥ নরো-
 ত্তমে দুই চারি দিবস রাখিলা । কৃষ্ণকথারসে দিবা নিশি
 গোড়াইলা ॥ প্রেমের আবেশে নরোত্তমে প্রশংসয় । মহাশয়
 খ্যাতি সে ইহার যোগ্য হয় ॥ ঐছে পরম্পর কত কহিয়া
 বিরলে । নরোত্তমে বিদায় করয়ে নীলাচলে ॥ গমনের কালে
 শ্রীজাহ্নবী ধীরে ধীরে । না জানি কি কহিবা সেনয়নের নীরে ॥
 প্রভু বীরভদ্র অতি মধুর—ভাষায় । নরোত্তমে যে কহিল কহা
 নাহি যায় ॥ শ্রীপরমেশ্বরীদাস ব্যাকুল হইয়া । পথের সঙ্কান

সব দিলেন কহিয়া ॥ মহেশপণ্ডিত আদি অতিশয় স্নেহে ।
 নরোত্তমে বিদায় করিয়া স্থির নহে ॥ নরোত্তম ভূমে পড়ি
 প্রণমি সবায । খড়্গদহ হৈতে চলে ব্যাকুল হিয়ায় ॥ নীলাচল
 পথের পথিক নরোত্তম । যথা ভক্তালায়ে তথা করয়ে গমন ॥
 খানাকুল কৃষ্ণনগরেতে শীঘ্র গেলা । শ্রীঠাকুর অভিরাম পদে
 প্রণমিলা ॥ নিত্যানন্দ গিচ্ছেদে তাহার বাহ্য নাই । তৈছে
 শ্রীমালিনী উপমার নাই ঠাঁই ॥ মালিনী সহিত তেঁহ বহুকুপা
 কৈলা । নীলাচল যাইতে ত্বরায় আজ্ঞা দিলা ॥ শ্রীঅভিরামের
 চেষ্টা দেখি নরোত্তম । অত্যন্ত ব্যাকুল নেত্রে ধারা নদীসম ॥
 গোপীনাথ সেবা দেখি উথলে হৃদয় । বিদায় হইলা যৈছে
 কহিল না হয় ॥ সে দেশে ছিলেন যত প্রভুপ্রিয়গণ । সে সব
 ভক্তের সঙ্গে হইল মিলন ॥ সোড়রি ভক্তের গুণ ভাসি নেত্র-
 জলে । অতি অল্প দিনেই গেলেন নীলাচলে ॥ তথা গোপী-
 নাথ আচার্য্যাদি প্রভুগণ । নরোত্তম পথপানে করে নিরী-
 ক্ষণ ॥ প্রভুর আদেশ পূর্বে আছে এ সকলে । নরোত্তমে
 প্রবোধ করিতে নীলাচলে ॥ প্রভু প্রিয়গণের অন্তর বৃত্তি
 যাহা । কে আছে এমন যে বর্ণিতে পারে তাহা ॥ কানাই-
 খুটিয়া প্রতি গোপীনাথ কয় । নরোত্তমে দেখি শীঘ্র এই মনে
 হয় ॥ এত দিন আছে দেহ প্রভুর ইচ্ছাতে । আর কত
 দিন না থাকিব এই মতে ॥ তেঁহ কহে লোক মুখে
 শুনিলু সকল । নবদ্বীপ হৈয়া আগিবেন নীলাচল ॥ বুঝি

এথা আসিতে বিলম্ব নাহি আর ॥ ঐছে কত কহে চেষ্টা
বুঝে শক্তি কার ॥ শ্রীশিখি গাহাতি আদি গোপীনাথে কয় ।
শ্রীজগন্নাথের হৈল দর্শন সময় ॥ শুনি গোপীনাথার্চ্য প্রিয়-
গণ-মনে । চলিলেন জগন্নাথ দেবের দর্শনে ॥ পরস্পর শ্রীনরো-
ত্তমের কথা কয় । যৈছে রামকেলি গ্রামে প্রভু আকর্ষয় ॥
প্রভু অনুগ্রহ যৈছে কহিতে কহিতে । জগন্নাথালয়ে যান
সিংহদ্বারপথে ॥ প্রভুর বিচ্ছেদে দেহ অতিশয় ক্ষণ । তথাপিহ
সূর্য্যপ্রায় যদ্যপি মলিন ॥ কহিতে কি করুণার মূর্তি এসকলে ।
যে দেখে বারেক সে ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ দূরে রহি নরোত্তম
দেখি এ সনায় । নয়নে বহয়ে ধারা অধৈর্য্য হিয়ায় ॥ প্রভু-
প্রিয়গণ হেন মনেতে বিচারে । পরিচয় পাইলু কুন ব্রাহ্মণের
দ্বারে ॥ এথা সিংহদ্বারে কেহ কারু প্রতি কয় । অন্য নরো-
ত্তম আসিবেন মনে লয় ॥

এত কহিতেই শুভ সংবাদ পাইয়া । নরোত্তম পানে
সবে রহয়ে চাহিয়া ॥ শ্রীনরোত্তমের ভক্তিময় কণেবর ।
দীর্ঘ দুই নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর ॥ অন্তুত প্রেমের গতি
অধৈর্য্য অন্তরে । ভূমেপড়ি প্রণময়ে প্রভু পরিকরে ॥ সবে
প্রেমাবেশে নরোত্তমে আলিঙ্গিল । নরোত্তম-অঙ্গ নেত্র-
জলে সিক্ত কৈল ॥ যদ্যপি দারুণ দুঃখে দক্ষ অনিবার ।
তথাপিহ আনন্দ সে জন্মিল সবার ॥ সবে অতি অনুগ্রহ
করি কত কৈয়া । জগন্নাথ আগে গেলা নরোত্তমে লৈয়া ॥

নরোত্তম প্রেমাবেশে অধৈর্য্য হৃদয় । জগন্নাথ বলদেব শোভা
 নিরীখয় ॥ মেঘপুঞ্জ অঞ্জন রজত কুন্দ জিনি । রূপের ছঁটায়
 কোটি কন্দর্প নিছনি ॥ বদনচন্দ্রমা আলো করে ত্রিভুবন ।
 জগৎ মোহয়ে কিবা ক্রীপদ্বলোচন ॥ কিবা বাহু বিশাল
 ভঙ্গিমা মনোহর । ঝলমল করে নানা ভূষণ সুন্দর ॥ দুই দিকে
 দুই প্রভু সুভদ্রা মध्येতে । বিলসয়ে সুদর্শন চক্রে সহিতে ॥
 অনিমিত্ত নেত্রে নরোত্তম নিরখিয়া । ভাবাবেশে অধৈর্য্য
 ধরিতে নারে হিয়া ॥ দেখি সে অদ্ভুত চেষ্ঠা প্রভু প্রিয়গণ ।
 হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ ॥ গোপীনাথার্চ্য নরো-
 ত্তমে স্থির কৈল । প্রভুর সেনক মালা প্রসাদ আনি দিল ॥
 নরোত্তমে লইয়া আচার্য্য ধীরে ধীরে । জগন্নাথালয় হৈতে
 আইলা নিজ ঘরে ॥ নীলাচলে যে ছিলেন প্রভু প্রিয়গণ ।
 সে সবে শুনিলা নরোত্তমের গমন ॥ যদ্যপি দারুণ দুঃখে দক্ষ
 অনুক্ষণ । তথাহি সবার হৈলা উল্লসিত মন ॥ গোপীনাথ-
 চার্য্য সে সবারে মিলাইতে । নরোত্তম সঙ্গে দিলা বিপ্র জগ-
 ন্নাথে ॥ নরোত্তম তাঁ সহ চলয়ে সব ঠাই । প্রভুগণে মিলে
 যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥ হরিদাসঠাকুরের সমাধি দর্শনে ।
 কৈল যে বিলাপ তা বর্ণিতে কেবা জানে ॥ গদাধরপণ্ডিত
 গোস্বামী ছিল যথা । অতিশয় ব্যাকুল হইয়া গেলা তথা ॥
 গোপীনাথে প্রণমিলা পড়িয়া ভূমিতে । গদাধরগুণে কান্দে
 সে শোভা দেখিতে ॥ তথা যে আছেন পণ্ডিতের প্রিয়

গণ । তাঁ' সবার চেষ্টা দেখি যুরে দুনয়ন ॥ শ্রীমামু গোস্বামী
 নরোত্তমে নিরখিয়া । আলিঙ্গন কৈল অতি অধৈর্য্য হইয়া ॥
 নেত্রজলে সিঞ্চিয়া কহয়ে বার বার । প্রভুর ইচ্ছায় দেখা
 হইল তোমার ॥ বৈষ্ণবের গতায়াতে সকল শূনিষু । সাধ
 ছিল তোমারে দেখিতে দেখা পানু ॥ ঐছে কত কহি নরো-
 ত্তম কর ধরি । লইয়া নির্জ্জনে পুন কহে ধীরি ধীরি ॥ অহে
 নরোত্তম এই টোটা * নিরখিতে । নিরন্তর কান্দে প্রাণ
 নারি নিবারিতে ॥ দেখয়ে আরাম মধ্যে অতিরম্য স্থান ।
 এথা যে কোঁতুক তা দেখিল ভাগ্যবান ॥ মোর প্রভু গদাধর
 বসিয়া এথায় । পড়িতা শ্রীভাগবত বিহ্বল হিয়ায় ॥ শ্রীমুখ
 তুলিয়া যে সকল অর্থ কহে । তাহে কত কত প্রেমানন্দ-নদী
 বহে ॥ সে কথা শুনিতো সাধ কে বা নাহি করে । যে 'শুনে
 বারেক কভু সে নাহি পাসরে ॥ গদাধর-প্রাণনাথ প্রভু গৌর-
 হরি । এথা বসি শুনিত সে ব্যাখ্যার সাধুগণী ॥ এই খানে
 বৈসে প্রভু নিত্যানন্দ রায় । শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বসিতা
 'এথায় ॥ এথা শ্রীস্বরূপ দামোদর বক্রেশ্বর । শ্রীমুরারি গুপ্ত
 এথা দাস গদাধর ॥ শ্রীমুকুন্দ নরহরি বসি এই খানে । এক-
 দৃষ্টে চাহে গোস্বামির মুখ পানে ॥ রায় রামানন্দ আদি প্রভু
 প্রিয়গণ । এই সব স্থানে বৈসে তেজ সূর্য্যসম ॥ প্রভুপরিকর
 শোভা কে পারে কহিতে । দেবের সমাজ লজ্জা পায় নির-

* টোটা—বাগান ॥

ধিতে ॥ রথযাত্রা কালে ঐছে বিলসে এথায় ॥ সে সব
ভাবিতে হিয়া বিদরিয়া যায় ॥ অহে নরোত্তম দাস গদাধর
সনে । করিতেন কতক আলাপ এ নির্জনে ॥ খণ্ডবাসী নর-
হরি প্রতি স্নেহ করি । এথা যে কহিল তাহা কহিতে না
পারি ॥ দামোদরে লইয়া শ্রীগোস্বামী এথায় । কহিলেন যত
তাহা রহিল হিয়ায় ॥ প্রভু গৌরচন্দ্র সেবা সময় জানিয়া ।
গোপীনাথ আগে এথা রহে দাঁড়াইয়া ॥ দেখি সে শিঙার
প্রশংসয়ে বারে বারে । সে সব সোঙরি হিয়া না জানি কি
করে ॥ গোস্বামির গোপীনাথসেবা ক্ষেত্রে স্থিতি । এ দুই
নিয়ম নাই অন্যত্রোতে গতি ॥ নীলাচলে রহিবেন শ্রীগৌর-
সুন্দর । এ হেতু নিয়ম সঙ্গ ছাড়িতে দুষ্কর ॥ ক্ষেত্র হৈতে
গৌরাঙ্গের অন্যত্র গমনে । গোস্বামী নিয়ম ছাড়ি চলে তাঁর
সনে ॥ কত রূপে নিষেধয়ে শ্রীগৌরসুন্দর । তথাপি ব্যাকুল
রত্নাবতীর কোঙর ॥ অহে নরোত্তম কত কব সে চরিত । প্রভু
সঙ্গে চলে যৈছে সর্বত্র বিদিত ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

গদাধরপণ্ডিত যবে সঙ্গেতে চলিলা । ক্ষেত্রসন্ন্যাস না
ছাড়ি হু প্রভু নিষেধিলা ॥ পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলা-
চল । ক্ষেত্রসন্ন্যাস আমার যাউক রসাতল ॥ প্রভু কহে ইহাঁ
কর গোপীনাথ সেবন । পণ্ডিত কহে কোটি সেবা তৎপাদ-
দর্শন ॥ প্রভু কহে সেবা ছাড় আমায় লাগে দোষ । ইহাঁ রহি

সেবা কর আমার সন্তোষ ॥ পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার
 উপর । তোমা সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর ॥ আই দেখিতে
 যাব না যাব তোমা লাগি । প্রতিজ্ঞা সেবা ত্যাগ দোষ আমি
 তার ভাগী ॥ এত বলি পণ্ডিত গোসাঞি পৃথক্ চলিল ।
 কটকে আসিয়া প্রভু তাঁরে আনাইল ॥ পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম
 বুঝনে না যায় । প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণ প্রায় ॥ তাঁহার
 চরিতে প্রভু অন্তরে সন্তোষ । তাঁর হাতে ধরি কহে করি প্রণয়
 রোষ ॥ প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ । সে সিদ্ধ
 হইল ছাড়ি আইলা দূরদেশ ॥ আমা সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ
 নিজ স্বথ । তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমায় ইহা দুখ ॥ মোর
 স্বথ চাহ যদি নীলাচলে চল । আমার শপথ যদি আর কিছু
 বল ॥ এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িল । মূচ্ছিত হইয়া
 পণ্ডিত তাঁহাই পড়িল ॥ পণ্ডিতে লৈয়া যাইতে সার্বভৌমে
 বিদায় দিল । ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা ॥ দেখি
 এ অদ্ভুত চেষ্টা প্রভু প্রিয়গন । হইলা বিস্ময় সবে বুঝিলা
 কারণ ॥ প্রভুর আজায় সার্বভৌম আদি যত । গোস্বামিরে
 আনিলেন প্রবোধিয়া কত ॥ যাবৎ শ্রীগৌরচন্দ্র ক্ষেত্রে না
 আইলা । তাবৎ এথায় মহাক্ষেপে গোড়াইলা ॥ সর্ব্বত্রই ব্যক্ত
 যে হেতু এ অধিকার । বিপ্রভূপপণ্ডিত যতীন্দ্র অভ্যুদার ॥

তথাহি শ্রীধরুপগোস্বামিকৃতকড়চায়াং ॥

অবনিঃস্রবর শ্রীপণ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ

স খলু ভবতি রাধা শ্রীল গোরাবতারে ।

নরহরিসরকারস্যাপি দামোদরস্য

প্রভুনিজদয়িতানাং তচ্চ সারং মতং মে ॥

অহে নরোত্তম কি বলিব তাঁর রীত । যাঁর প্রাণনাথ গোঁর
সর্বত্র বিদিত ॥ গোঁরাজ বিচ্ছেদ কভু সহিতে না পারে ।
সদা সে দর্শনানন্দসমুদ্রে সাঁতারে ॥ বৃন্দাবন হৈতে যবে শ্রী-
গোঁরসুন্দর । আইলেন এথা সঙ্গে প্রিয় পরিকর ॥ পণ্ডিত
গোস্বামী নিরখিয়া প্রভু পানে । প্রেমানন্দে মূর্ছিত হইলা এই
খানে ॥ এথা মহারাজ দেখিলেন ভাগ্যবন্ত । অহে নরোত্তম
তা কহিতে নাই অন্ত ॥ প্রভু নিত্যানন্দ গোড় হইতে আসিয়া ।
দেখিল শ্রীগোপীনাথে এথা দাঁড়াইয়া ॥ পণ্ডিত গোসাঞি সহ
যে স্থখ মিলনে । সর্বত্র বিদিত তা দেখিল ভাগ্যবানে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

“দেখি শ্রীমুরলীমুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা । নিত্যানন্দ আনন্দ
অশ্রুর নাই সীমা ॥ নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গদাধর ।
ভাগবত পাঠ ছাড়ি আইলা সত্ত্বর ॥ দৌহে মাত্র দৌহার
দেখিয়া শ্রীবদন । গলা ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
অন্যোন্মাদ দৌহারে দৌহে করে নমস্কার । অন্যোন্মাদ বলেন
দৌহে মহিমা দৌহার ॥ দৌহে কহে আজি হইল লোচন
নির্মল । দৌহে বলে জন্ম আজি আমার সফল ॥ বাহ-
জ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে । দুই প্রভু ভাসে প্রেমভক্তির

মাগরে ॥ হের গে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ । দেখি-
 চতুর্দিকে পড়ি কান্দে সব দাস ॥ কি অদ্ভুত প্রীত নিত্যানন্দ
 গদাধরে । একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে ॥ গলাধর-
 দেবের সঙ্কল্প এইরূপ । নিত্যানন্দ নিন্দুকের না দেখেন মুখ ॥
 নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রীত বারে নাই । দেখাও না দেন তারে
 পণ্ডিত গোস্বামিঞ ॥” অহে নরোত্তম প্রাণ কান্দে তা স্মরণে ।
 হইল দুই প্রভুর মিলন এই থানে ॥ এথা দৌছে স্থির হৈয়া
 বসি কথোক্ষণ । করিলেন শ্রীচৈতন্যচরিত্র কীর্তন ॥ পণ্ডিত
 গোস্বামিঞ পদ্মাবতীর নন্দনে । নিমন্ত্ৰণ কৈল অদ্য ভিক্ষা এই
 থানে ॥ নিত্যানন্দ প্রভু গদাধরের নিমিত্তে । এক মন তগুল
 আনিলা গোড় হৈতে ॥ মনে এই সাধ অন্যে না বুঝে এরীত ।
 গোপীনাথে সমর্পিয়া ভুজিব পণ্ডিত ॥ দিলেন সে তগুল শ্রীপ-
 ণ্ডিতে এথায় । পণ্ডিত গোস্বামিঞ দেখি কত প্রশংসয়ে ॥
 এথা সে তগুল শ্রীপণ্ডিতে কৈল পাক । করিল ব্যঞ্জন টোটা
 হইতে তুলি শাক ॥ কোমল তিস্তিড়ী * পত্রাশল শীত্রে কৈল ।
 অন্নর সৌগন্ধি সব টোটার ব্যাপিল ॥ গোপীনাথে ভোগ
 দিয়া রাখিলা এথায় । অকস্মাৎ আইলা অন্তর্যামী গৌররায় ॥
 হাসি কহে ঐছে কার্য গোপনে দৌহার । না জানহ ইথে
 ভাগ আছেয়ে আমার ॥ কভু ভিন্ন নহি আমি তোমা দৌহা
 হৈতে । অনুচিত কৈলে কিছু চাহিয়ে কহিতে ॥ শুনি মহা-

 * তিস্তিড়ী—তেঁতুল ॥

নন্দে ক্রীপণ্ডিত গদাধর । খুইল প্রসাদ অন্ন প্রভুর গোচর ॥
 প্রভু কহে তিন ভাগ সমান করিয়া । ভুঞ্জিব এ অন্ন তিনে
 একত্রে বসিয়া ॥ এত কহি অন্ন ভাগত্রেয় শীঘ্র করি । এই খানে
 ভুঞ্জিতে বসিলা গৌরহরি ॥ দক্ষিণে ক্রীণিত্যানন্দ বামে ক্রীপ-
 ণ্ডিত ! সে শোভা ভাবিতে হিয়া না হয় সম্বিত ॥ ভুঞ্জন
 ক্রীগৌরচন্দ্র ঈষৎ হাঁসিয়া । ক্রীশাক তিস্তিড়ী পাত্ৰাশ্বে প্রাং
 সিয়া ॥ ভুঞ্জয়ে ক্রীণিত্যানন্দ উল্লাস হিয়ায় । মন্দ মন্দ হাসি
 গোস্বামির পানে চায় ॥ পরম আনন্দে ভুঞ্জে পণ্ডিত গোস্বা-
 ণি । উপজয়ে কোতুক কহিতে অন্ত নাই ॥ আচমন করি
 তিনে বসিলা এখায় । সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরিয়া যায় ॥
 অহে নরোত্তম হের দেখহ নির্জনে । বসিতেন ক্রীগোস্বামী
 এই জীর্ণাসনে ॥ এইখানে গোসাঞির জীবন গৌরহরি । একা
 আসি বসিতেন এ আসনোপরি ॥ ভাগবতপদ্যাস্বাদে হৈত
 অশ্রুপাত । তাহে গ্রন্থ সিন্ধু এই দেখহ সাক্ষাৎ ॥ এই
 টোটামধ্যে যত বিলাস দৌহার । তাহা কহিবার শক্তি না হয়
 আমার ॥ অহে নরোত্তম এই খানে গৌরহরি । না জানি কি
 পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি ॥ দৌহার নয়নে ধারা বহে অতি-
 শয় । তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষণহৃদয় ॥ ন্যাসিশিরোমণি
 চেক্টা বুঝে সাধ্য কার । অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অঙ্ককার ॥
 প্রাণে নিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে । হৈলা অদর্শন পুন না
 আইলা নাগিরে ॥ প্রভু সঙ্গোপন সময়েতে হৈল যাহা । লক্ষ

মুখ হইলেও কহিতে নারি তাহা ॥ এই খানে গোস্বামী হইলা
 অচেতন । এথা সব মহাস্তরের উঠিল ক্রন্দন ॥ ভকত বৎসল
 প্রভু গৌরগুণমণি । সব প্রবোধিলা যৈছে কহিতে না জানি ॥
 গোস্বামির প্রতি প্রভু কৈল এ আদেশ । বিপ্রপুত্র শ্রীনিবাস
 পাইল সড় ক্রেশ ॥ আইসেন পথে শুনি মোর সঙ্গোপন ।
 করিল নিশ্চয় তেঁহ ছাড়িতে জীবন ॥ প্রবোধিনু তারে তেঁহ
 আসিব এথায় । প্রাণ রক্ষা হবে তাঁর তোমার কুপায় ॥ সর্ব-
 তত্ত্ব জান তুমি কি আর কহিতে । কিছু দিন রহিবা আমার
 ইচ্ছামতে ॥ এঁছে কত কহি প্রভু কিছু স্থির কৈলা । কত
 দিনে শ্রীনিবাস এথাই আইলা ॥ কিবা প্রেমময় নেত্রে ধারা
 নিরন্তর । কৈশোর বয়স কি অপূর্ব কলেবর । অহে নরোত্তম
 শ্রীনিবাস এই খানে । ভূমে পড়ি প্রণমিলা গোস্বামিচরণে ॥
 দুই বাহু পসারি গোস্বামী করি কোলে । শ্রীনিবাস অঙ্গ
 সিঞ্চিলেন নেত্র ॥ পিতা মাতা বাৎসল্য করয়ে পুঞ্জ যৈছে ।
 শ্রীনিবাস প্রতি গোস্বামির ভাব তৈছে ॥ গোস্বামী করিলা
 'যৈছে অনুগ্রহ তাঁরে । সে সব সঙরি হিয়া না জানি কি করে ॥
 শ্রীনিবাসে বিদায় করিয়া বৃন্দাবনে । হইয়া ব্যাকুল বসিলেন
 এইখানে ॥ দিনে দিনে সে কোমল তনু হইল ক্ষীণ ।
 নেত্রজলে ধরণি সিঞ্চয়ে রাত্রি দিন ॥ অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘ
 নিশ্বাস সঘনে । অকস্মাৎ সঙ্গোপন হইলা এই খানে ॥ সে
 সময়ে যে হইল কহেন না যায় । রহিল জীবনমাত্র তাঁহার

ইচ্ছায় ॥ তোমার বৃত্তান্ত পূর্বের কহিল আমারে । এ হেন
 দুঃখের কালে দেখিনু তোমাতে ॥ যদ্যপি হৃদয় দগ্ধ হইছে
 আমার । তথাপি পাইনু সখ ঐছে আজ্ঞা তাঁর ॥ অহে নরো-
 ত্তম সদা ধৈর্য্যাবলম্বিবে । প্রভুপ্রিয় শ্রীনিবাসে এ সব কহিবে ॥
 নীলাচল হইতে শীঘ্র গোড়দেশ গিয়া । করহ কৃতার্থ জীবে
 ভক্তিদান দিয়া ॥ প্রভু চৈতন্যের অনুগ্রহ তোমা প্রতি । তুমি
 গিনাশিবে বহুলোকের দুর্গতি ॥ সঙ্কীর্ণন স্বেচ্ছা সমুদ্রে মগ্ন
 হবে । প্রভু মনোবৃত্তি মহানন্দে প্রকাশিবে ॥ ঐছে কত কহি
 প্রেমাবেশে আলিঙ্গিয়া । করিলা বিদায় গোপীনাথে সম-
 পিয়া ॥ নরোত্তম গেলা কাশীমিশ্রের ভবন । শ্রীগোপালগুরু
 সহ হইল মিলন ॥ তেঁহ নরোত্তম প্রতি অতিশ্নেহ করি । স-
 মধুর বচনে কহয়ে ধীরি ধীরি ॥ আছয়ে জীবনমাত্র প্রভুর
 ইচ্ছায় । দেখিতে এস্থান প্রাণ বিদরিয়া যায় ॥ অহে নরোত্তম
 দেখ পরমনির্জনে । বসিতেন প্রভু একা এই তৃণাগনে ॥ এই
 খানে মহাপ্রভু করিতা শয়ন । শ্রীগোবিন্দ করিতেন পাদ-
 সম্বাহন ॥ ব্রহ্মাদি দুর্লভ প্রেম এথা প্রকাশিলা । কে বুঝিতে
 পারে কৃষ্ণ চৈতন্যের লীলা ॥ নরোত্তম দেখি প্রভু শয়ন
 আসন । ভূমে লোটাইয়া কৈল অনেক ক্রন্দন ॥ শ্রীগোপাল-
 গুরু অতি অধৈর্য্য হিয়ায় । নরোত্তমে কোলে লইয়া কান্দে
 উভরায় ॥ শ্রীগোপালগুরু কত ক্ষণে স্থির হইয়া । নরোত্তমে
 স্থির কৈল কত প্রবোধিয়া ॥ যথা যথা প্রভু ভাবাবেশে মগ্ন

হইল। সে সকল স্থান নরোত্তমে দেখাইলা ॥ শ্রীবক্রেম্বরের
 চাক্‌চরিত্র কহিল। শ্রীরাধাকান্তের পাদপদ্মে সমর্পিল ॥
 নরোত্তম প্রণমিয়া জগন্নাথ সনে। চলিলেন গুণ্ডিচা মন্দির
 দরশনে ॥ বিপ্র জগন্নাথ নরোত্তম প্রতি কয়। এই পথে নীলা-
 চল চন্দ্রের বিজয় ॥ রথাগ্রে নর্তন প্রভু কৈলা এই গানে।
 ভূগন ব্যাপিল সে প্রভুর সঙ্কীৰ্তনে ॥ শ্রীমন্তক দিয়া রথ এথায়
 ঠেলিলা। ব্রহ্মাদি করিলা স্তুতি দেখি প্রভুলীলা ॥ শ্রী-
 প্রতাপরুদ্রে কৃপা কৈলা এই গানে। প্রভু পরিকরের আনন্দ
 হৈল মনে ॥ এই থানে মহাপ্রভু নিজগণ লৈয়া। কহে কত
 শ্রীলক্ষ্মীর বিজয় দেখিয়া ॥ এই টোটা মধ্যে প্রভু পরিকর
 মনে। ভুঞ্জিলেন শ্রীমহাপ্রসাদ হর্ষ মনে ॥ এই দেখ গুণ্ডিচা-
 মন্দির মনোহর। এথা নানা লীলা কৈলা শচীর কুমার ॥
 গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনেতে যৈছে সুখ। বর্ণিতে নারিয়ে হইলেও
 লক্ষমুখ ॥ ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীচৈতন্য ভগবান্। এই ইন্দ্রদ্বান্ন
 সরোবরে কৈলা স্নান ॥ এঁছে মহাবিজ্ঞ বিপ্র জগন্নাথদাস।
 দেখাইলা যথা যথা প্রভুর বিলাস ॥ নরোত্তমে লৈয়া আইলা
 আচার্য্যের ঘরে। নরোত্তম চেক্টা জানাইলা আচার্য্যেরে ॥
 আচার্য্যাদি নরোত্তমে যৈছে কৃপা কৈল। তাহা বিস্তারিয়া
 এথা বর্ণিতে নারিল ॥ সবে কহে শ্রীনিবাসে না দেখিব আর।
 তাহারে কহিবা এ সকল সমাচার ॥ শ্রীহৃদয়চৈতন্যের শিষ্য
 শ্যামানন্দ। শুনিয়া তাঁহার কথা পাইলু আনন্দ ॥ শীত্ৰ

আইলে দেখা বা হইত তাঁর সনে । এঁছে কত কহে অশ্রু
 ঝরয়ে নয়নে ॥ নরোত্তমে বিদায় করিয়া শীঘ্র করি । হইলেন
 যৈছে তাহা কহিতে না পারি ॥ নীলাচল হৈতে নরোত্তম যাত্রা
 কৈলা ॥ শ্যামানন্দ দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥ উৎকল
 মধ্যেতে শ্যামানন্দ বিলসয় । শিষ্যগণ সঙ্গে সঙ্কীৰ্ত্তন আন্বাদয় ॥
 অতি মূঢ় পাষণ্ডির করি পরিজ্ঞাণ । দেবের ছল ভ্রমভক্তি
 করে দান ॥ শুনি মহাশয়ের গমন লোকমুখে । গণ সহ আগু-
 সরি গেলা মহাস্থখে ॥ কি অপূৰ্ব মিলন দেখিল ভাগ্যবান ।
 শ্যামানন্দ দেব যেন পাইলেন প্রাণ ॥ শ্রীমহাশয়েরে নিজালায়ে
 লৈয়া আইলা । নৃসিংহপুরের লোক মহাহর্ষ হৈলা ॥ বিস্তা-
 রিতে নারি এথা যৈছে ছুঁ ছুঁ রীত । দৌহার অন্তত স্নেহ
 হইল বিদিত ॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ নির্জ্ঞানেতে বসি । বিবিধ
 প্রসঙ্গে গোড়াইলা দিবা নিশি ॥ শ্রীক্ষেত্রের কথা শ্যামানন্দে
 জানাইয়া । গৌড়দেশে যাত্রা কৈলা ব্যাকুল হইয়া ॥ শীঘ্র
 শ্যামানন্দ নীলাচলে যাত্রা কৈলা । শ্রীঠাকুর মহাশয় গৌড়-
 দেশে আইলা ॥ শ্রীখণ্ড দেখিয়া অশ্রু ঝরয়ে নয়নে । প্রবেশে
 ঠাকুর নরহরির ভবনে ॥ নরোত্তম আইলা শুনি সরকারঠাকুর ।
 হইলেন যৈছে তাহা বচনের দূর ॥ নিজ গণ প্রতি কহে
 গৌড় যাতায়াতে । ইহার পিতার সহ সাক্ষাৎ তথ্যতে ॥
 রাজ্যাধিকারী সে নাম কৃষ্ণানন্দ রায় । তাঁর ঘরে জন্মে
 ইহঁে প্রভুর ইচ্ছায় ॥ বহু কার্য্য প্রভু সাধিবেন এই দ্বারে ।

কোথা নরোত্তম দেখি আনহ তাঁহারে ॥ হেন কালে ঠাকুরের
 আগে নরোত্তম । প্রণময়ে নেত্রে ধারা বহে নদীসম ॥ শ্রী-
 ঠাকুর নরোত্তম পানে নিরখিয়া । নেত্রজলে সিক্তে স্নেহাবেশে
 আলিঙ্গিয়া ॥ নরোত্তমে যাহা জিজ্ঞাসিলা কৃপা করি । তাহা
 নরোত্তম নিবেদয়ে ধীরি ধীরি ॥ ক্ষেত্রবাসী যৈছে রহে সে
 সব শুনিয়া । হৈলা যৈছে ব্যাকুল ধরিতে নায়ে হিয়া ॥ নরো-
 ত্তমে কহে স্থির হৈয়া কতক্ষণে । ত্বরায় আইলা তেজি
 দেখিলু নয়নে ॥ প্রভু অভিলাষ পূর্ণ করিব তোমার । হইবা
 চিরায়ু ভক্তি করিবা প্রচার ॥ ঐছে কত কহি রঘুনন্দনে
 সঁপিলা । তেহৌ মহাপ্রভুর অঙ্গণে লৈয়া গেলা ॥ ভুবনমোহন
 গৌরচন্দ্রের দর্শনে । প্রেমাবেশে নরোত্তম প্রণমে প্রাঙ্গণে ॥
 তথা প্রভুগণ সহ হইল মিলন । যাজ্ঞগ্রামে পাঠাইলা শ্রীরঘু-
 নন্দন ॥ যাজ্ঞগ্রামে শ্রীনিবাসাচার্য্যের আলয় । তথা গেলা
 নরোত্তম অধৈর্য্য হৃদয় ॥ সবা সহ শ্রীআচার্য্য বাড়ীর বাহিরে ।
 নরোত্তমে দেখে যৈছে কে কহিতে পারে ॥ বিনা প্রণমিতে
 নরোত্তমে আলিঙ্গিল । পরিচয় দিয়া সবা সহ মিলাইল ॥
 নরোত্তমে জিজ্ঞাসে যা নিভুতে বসিয়া । নরোত্তম কহে তাহা
 ব্যাকুল হইয়া ॥ নবদ্বীপ আদি নীলাচলের বৃত্তান্ত । সকল
 কহিতে চাহে নাহি হয় অন্ত ॥ সে সব শুনিতে যৈছে হইলা
 আচার্য্য । তাহা দেখি অন্যেও ধরিতে নায়ে ধৈর্য্য ॥ দৌহার
 অন্তর যৈছে কে বুঝিবে আনে । ক্রন্দন সম্বরি স্থির হৈলা

কতক্ষণে ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম প্রতি কয় । যাইতে
 খেতরি গ্রাম বিলম্ব না সয় ॥ কহিতে কি শীঘ্র প্রকাশিবে
 প্রয়োজন । করিবে শ্রীবিগ্রহসেবার আয়োজন ॥ সব সহ
 শীঘ্র আনি যাইব তথাতে । না ভাবিহ যদি হয় বিলম্ব
 ইহাতে ॥ এঁছে কত কহি অতি ব্যাকুল হিয়ায় । লোক সঙ্গে
 দিয়া শীঘ্র করিলা বিদায় ॥ নরোত্তম কটকনগরে প্রবেশিতে ।
 দুই নেত্রে বহে ধারা নারে নিবারিতে ॥ নরোত্তম আইলা
 শুনি দাস গদাধর । দারুণ দুঃখেও হুথ ব্যাপিল অন্তর ॥
 নরোত্তমদাস গদাধর আগে গিয়া । করয়ে প্রণাম ভূমিতলে
 লোটাইয়া ॥ নরোত্তমে দেখিয়া শ্রীদাসগদাধর । কোলে
 করি সিঁধে নেত্রজলে কলেবর ॥ বসাইয়া নিকটে যে সন
 জিজ্ঞাসিল । নরোত্তম ব্যাকুল হইয়া নিবেদিল ॥ শুনি ঠাকু-
 রের হিয়া বিদরিয়া যায় । ছাড়ে দৌর্য্য নিশ্বাস অগ্নির শিখা
 প্রায় ॥ নরোত্তমে অনুগ্রহ করি যে কহিল । গ্রন্থের বাহ্য-
 ভয়ে বর্ণিতে নারিল ॥ সমর্পিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের রাঙ্গাপায় ।
 খেতরিগ্রামেতে শীঘ্র করিলা বিদায় ॥ দাসগদাধরের জীবন
 গোরাচান্দে । নিরখিয়া নরোত্তম দৈর্য্য নাহি বাঞ্চে ॥ যথা
 মহাপ্রভু কৈলা সন্ন্যাসগ্রহণ । সে স্থান দেখিতে দৈর্য্য নহে
 সম্বরণ ॥ মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভূমিতলে । করিলা ধণী
 সিন্ত নয়নের জলে ॥ করয়ে ক্রন্দন বেঁছে কহনে না যায় ।
 না মানে প্রবোধ হিয়া উমড়ে সদায় ॥ প্রভু পারিকর যে

ছিলেন স্থানে স্থানে । হইল মিলন তথা তাঁ' সবার মনে ॥ সে
 সব বিদায় কৈল কত প্রবোধিয়া । চলিলেন নরোত্তম রাঢ়-
 দেশ দিয়া ॥ রাঢ়দেশ মধ্যে একচক্রা নামে গ্রাম । যথা জন্মি-
 লেন প্রভু নিত্যানন্দ রাম ॥ নরোত্তম একচক্রা গ্রামে প্রবে-
 শিতে । প্রভু দেখা দিলা বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণরূপেতে ॥ যে যে স্থানে
 প্রভুগণ সঙ্গে বিহরিল । সে সকলস্থান নরোত্তমে দেখাইলা ॥
 নরোত্তমে প্রভু নারিলেন ভাঁড়াইতে । হইলা সাক্ষাৎ যৈছে
 কে পারে বর্ণিতে ॥ নরোত্তম দেখি নিত্যানন্দ বলরাম ।
 হইলা মুচ্ছিত নেত্রে ধারা অবিরাম ॥ প্রভুর ইচ্ছায় কতক্ষণে
 স্থির হৈলা । প্রভু ইহা অন্য জানাইতে নিষেধিলা ॥ নরো-
 ত্তম আত্মসমর্পিয়া শ্রীচরণে । একচক্রা প্রদক্ষিণ কৈলা হর্ষ
 মনে ॥ একচক্রাবাসি সকলেরে প্রণমিয়া । চলিলেন নিত্যা-
 নন্দগুণে মগ্ন হৈয়া ॥ খেতরিগ্রামের পথ জিজ্ঞাসি লোকেরে ।
 অতিশীঘ্র আইলেন পদ্মাবতীতীরে ॥ পদ্মাবতী পার
 হৈয়া খেতরি বাইতে । আইলা গ্রামবাগী লোকে আশু-
 সরি নিতে ॥ কহিতে কি সে সব পরমভাগ্যবান্ । নরো-
 ত্তম দেখি জুড়াইলা মন প্রাণ ॥ মনের উল্লাসে কেহ কহে
 কারু ঠাই । এ অপূর্ব বৈরাগ্য উপমা দিতে নাই ॥ কেহ
 কহে মোর মনে এই চিন্তা হয় । নিজরাজ্য বলি এথা রয় বা
 না রয় ॥ কেহ কহে বৈষ্ণবের শরীত্র সমান । অবতার
 করে পাষাণের পরিত্রাণ ॥ কেহ কহে এথা পাষ-

শির সীমা নাই । নিজরাজ্য হইলেও রহিব এক ঠাই ॥ কেহ
 কহে এ সকল দেশ উদ্ধারিতে । হৈল আগমন সত্য বিচারি
 চিতে ॥ এঁছে কহিয়াও এই সন্দেহ সবার । তীর্থাস্তরে যাবে
 এথা করি অঙ্ককার ॥ এত কহি সবার নমনে ধারা বয় । এক-
 দৃষ্টে নরোত্তম পানে নিরখয় ॥ হইল আকাশবাণী হেনই
 সময় । এথা নরোত্তম নিরস্তর বিলসয় ॥ প্রভুর ইচ্ছায় ইহৌ
 প্রকট হইয়া । উদ্ধারে পাষাণিগণে ভক্তি দান দিয়া ॥ এঁছে
 কত ধ্বনি হইল শুনি চমৎকার ॥ নরোত্তম চরণে প্রণমে বার
 বার ॥ মহাশয়ে বেড়ি সবে উল্লাস হিয়ায় । গ্রামে প্রবেশয়ে
 কি বা অপূর্ব শোভায় ॥ অতিরম্য পরম নির্জনে লৈয়া
 গেলা । মহাশয় সেই স্থানে অবস্থিতি কৈলা ॥ অতি বৃহদগ্রাম
 শ্রীধেতরি পুণ্য ক্রিতি । মধ্যে মধ্যে নামাস্তর অপূর্ব বসতি ॥
 রাজধানী স্থান সে গোপালপুর হয় । এঁছে গ্রাম নাম বহু
 ধনাঢ্য বৈসয় ॥ মিথ্যাস্বখে মগ্ন সবে নাহি ধর্ম জ্ঞান ॥
 না জানে পশ্চাৎ কৈছে হইবে কল্যাণ ॥ সে সবারে দেখি
 শ্রীঠাকুর মহাশয় । করয়ে করুণা যৈছে কহিল মা হয় ॥
 শ্রীসন্তোষ রায় আদি সবারে লইয়া । কহে আচার্য্যের কথা
 ব্যাকুল হইয়া ॥ এথা গণ সহ শ্রীআচার্য্য যাজ্ঞিগ্রামে ।
 স্থির নহে বিনায় করিয়া নরোত্তমে ॥ খণ্ডে শুনিলেন অদ্য
 গেলা নরোত্তম । সবে মনে গুণে তাঁর চেক্টা মনোরম ॥
 শ্রীমদ্বন্দন যাজ্ঞিগ্রামেতে আইলা । আচার্য্যের বিবাহ

উদ্দেশ্যে শীঘ্র কৈলা ॥ যাজিগ্রামে বৈসে শ্রীগোপাল চক্র-
বর্তী । আচার্য্যেরে কন্যা দিতে তাঁর মহা আর্তি ॥ শ্রীগো-
পালদাস বিপ্রে শ্রীরঘুনন্দন । নিভূতে কহয়ে অতি মধুর
বচন ॥ তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র শ্রীনিবাস । ইহা শুনি
গোপালের হইল উল্লাস ॥ বিবাহ প্রসঙ্গ জানাইলা বন্ধুগণে ।
সবে কহে কন্যাদান কর এই ক্ষণে ॥ বৈশাখের শুভ কৃষ্ণা
তৃতীয়া দিবসে । কন্যাদান করয়ে আচার্য্য শ্রীনিবাসে ॥ পূর্বে
কন্যা নাম সবে দ্রোপদী কহয় । হইল ঈশ্বরী নাম বিভার
সময় ॥ কিবা সে মাধুরী যেন কনকপ্রতিমা । ভক্তি মুক্তি-
মতা সে গুণের নাই সীমা ॥ আচার্য্য বিবাহকালে দীক্ষামন্ত্র
দিতে । ঈশ্বরীর তেজ যৈছে না পারি কহিতে ॥ প্রসঙ্গে
কহয়ে শ্রীগোপাল বিপ্রবর । আচার্য্যের স্থানে শিষ্য হইলা
সত্তর ॥ শ্যামদাস রামচন্দ্র গোপালতনয় । শ্যামানন্দ রাম-
চরণাখ্যা কেহ কয় ॥ দৌহে আচার্য্যের শিষ্য অদ্ভুত চরিত ।
এথা অল্পে কহিল এ সর্বত্র বিদিত ॥ শ্রীগোপাল চক্রবর্তী
করি কন্যাদান । করিলেন সকলের পরম সন্মান ॥ গ্রামবাসী
কিবা স্ত্রী পুরুষ সর্বজন । সবে কহে ধন্য ধন্য গোপাল
ব্রাহ্মণ ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য ঐছে বিবাহ করিল । ইহাতে সবার
মহা আনন্দ জন্মিল ॥ শ্রীসরকার ঠাকুর বিবাহবার্তা শুনি ।
বাৎসল্যে হইলা যৈছে কহিতে না জানি ॥ দাসগদাধর আদি
শুনি স্নেহাবেশে । পরস্পর কত প্রশংসয়ে শ্রীনিবাসে ॥ এথা

শ্রীনিবাস গোস্বামির গ্রন্থগণ । নিরন্তর শিস্যে করায়েন অধ্য-
 য়ন ॥ শ্রীনিবাসাচার্য—বিদ্যা প্রভাব অপার । শুনি সকলের
 চিস্তে হয় চমৎকার ॥ গৌরপ্রিয় দ্বিজ হরিদাসের তনয় । শ্রী-
 দাস গোকুলানন্দ দৌহে বিচারয় ॥ প্রভুর বিয়োগে পিতা
 বৃন্দাবন গেলা । এ আচার্য স্থানে শিষ্য হইতে আজ্ঞা
 দিলা ॥ অল্পদিন হৈল এথা আইলা ব্রজে হনে । বিলম্বে কি
 কাজ শীঘ্র যাইব দর্শনে ॥ এত কহি দুই জনে যাজ্ঞিগ্রামে
 গিয়া ॥ আচার্যদর্শনে হৈল উল্লাসিত হিয়া ॥ পিতার যে
 আজ্ঞা তাহা প্রত্যক্ষ হইল । রাখাক্ষ—প্রেম-সুখা সমুদ্রে
 ডুবিল ॥ জিজ্ঞাসিতে আচার্যে দিলেন পরিচয় । দৌহে পুনঃ
 পুনঃ আচার্যেরে প্রশ্নয় ॥ পায়া পরিচয় শ্রী আচার্য প্রেমা-
 গেশে । করি অতিগৌরব নেত্রের জলে ভাসে ॥ শ্রীদাস-
 গোকুলানন্দ দৌহে নিবেদয় । দীক্ষা মন্ত্র দেহ রূপা কর রূপা-
 য় ॥ আচার্য কহেন কিছু আছয়ে বিলম্ব । এত কহি করা-
 ইল গ্রন্থ শুভারম্ভ ॥ দৌহে গোস্বামির গ্রন্থ করে অধ্যয়ন ।
 দৌহার অদ্ভুত চেষ্টা না হয় বর্ণন ॥ দৌহে শ্রীনিবাস আচা-
 র্যের স্নেহ অতি । ঐছে নিজগণ আসি গিলে নিতি নিতি ॥
 এক দিন আচার্যঠাকুর যাজ্ঞিগ্রামে । সরোবরতটে গেলা
 বাড়ীর পশ্চিমে ॥ গণসহ বৈসে তথা তেজ সূর্য্যপ্রায় । সঙ্করণ-
 নয়নে পথের পানেচায় ॥ দেখে একজন দিব্য দোলার উপর ।
 হৃৎসজ্জ বিবাহ করি যায় নিজঘর ॥ কন্দর্পসমান শোভা

ভূষণে ভূষিত । অতি সুকোমল তনু জিনি নবনীত ॥ রূপে
 হেমকেতকী চম্পক—মদ হরে । শিরে সুচিকণ কেশ ঝল-
 মল করে ॥ উজ্জ্বল ললাট ভুরু নেত্র মনোরম । ॥ অংশু
 নাসিকা গণ্ড ছটা নিরুপম ॥ বদনচন্দ্রমা চারু অরুণ অধর ।
 সিংহগ্রীব কস্মুকঠ বক্ষ পরিসর ॥ মধুর উদর নাভি বলিত
 ত্রিবলী । বাহু জানুলস্থিত ললিত করাসুলি ॥ ক্ষীণ মধ্যদেশ
 জানু সুন্দর চরণ । পরিধেয় সূক্ষ্ম নব অপূর্ব বসন ॥ দেখিয়া
 আচার্য্য ঐছে করয়ে নিচারণ । গন্ধর্ব্বতনয় একি অশ্বিনীকুমার ॥
 কি অপূর্ব্ব যৌবন দেবতা মনে লয় ॥ এ দেহ সার্থক যদি
 কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ঐছে বিচারিয়া পুছে সঙ্গিলোক প্রতি । কি
 নাম কি জাতি এ পাত্রেয় কোথা স্থিতি ॥ কেহ প্রশ্নমিয়া
 কহে এ মহাপণ্ডিত । রামচন্দ্র নাম কবিনৃপতি বিদিত ॥
 দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক বশস্বপ্রবর । বৈদ্যকুলোদ্ভব বাস
 কুমারনগর ॥ এ সব শুনিয়া শ্রীআচার্য্য দয়াময় । মন্দ মন্দ
 হাসিয়া গেলেন নিজালয় ॥ রামচন্দ্র গাঢ় কর্ণে এ সব শুনিয়া !
 আচার্য্যে দর্শন কৈল দোলায় থাকিয়া ॥ আত্ম সমর্পিয়া ঐছে
 চিন্তে মনে মনে । পুনরায় দর্শন করিব কত কণে ॥ পরম
 সুখীর মৌন ধরিয়া রহিলা । বাটী গিয়া মহাকষ্টে দিবা
 গোষ্ঠাইলা ॥ রাত্রি যোগে আসি এক বিপ্রের আলয়ে ।
 আচার্য্যচরণ চিন্তে অধৈর্য্য হৃদয়ে ॥ রজনী প্রভাতে আচা-
 র্য্যের আগে গিয়া । করয়ে ক্রন্দন আচার্য্যেরে নিরখিয়া ॥

ছিন্নমূল বৃক্ষপ্রায় পড়িয়া ভূমিতে । বার বার প্রণময়ে নারে
 স্থির হৈতে ॥ গদ গদ স্বরে যে কহয়ে আচার্য্যেরে । সে সব
 শুনিতে ঐছে কে বা ধৈর্য্য ধরে ॥ আচার্য্য-চরণে নিজ মস্তক
 অর্পিয়া । ভূমে পড়ি রহে ধূলি ধূষরিত হৈয়া ॥ আচার্য্য
 ছবাহু তাঁর ধরি ছুই করে । উঠাইয়া হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন
 কল্লে ॥ মস্তকে ধরিয়া হস্ত আশীর্ব্বাদ করি । অশ্রুযুক্ত
 হইয়া কহয়ে ধীরি ধীরি ॥ জন্মে জন্মে তুনি মোর বান্ধবাতি-
 শয় । অদ্য বিধি মিলাইল হইয়া সদয় ॥ ঐছে নরোত্তমে
 মিলাইলা বৃন্দাবনে । নিরন্তর কে বা না বুঝয়ে তাঁর গুণে ॥
 তেহৌ এক নেত্র ভূষি দ্বিতীয় নয়ন । দৌহে মোর নেত্র
 ভুজবয় ছুই জন ॥ রামচন্দ্র নরোত্তম নাম শ্রবণেতে । স্বাভা-
 বিক প্রেমের উদয় হৈল চিতে ॥ রামচন্দ্র চিত্তবৃত্তি আচার্য্য
 জানিল । শ্রীনরোত্তমের কথা বিস্তারি কহিল ॥ শুনি রাম-
 চন্দ্র মনে উপজিল বাহা । রামচন্দ্র আচার্য্যে না জানাইল
 তাহা ॥ হাসিয়া শ্রীআচার্য্য কহয়ে ধীরে ধীরে । মনে সে
 কহিলা তাহা হইব অচিরে ॥ ঐছে কহি অতি অনুগ্রহ প্রকা-
 শিল । গোস্থামির গ্রন্থ পাঠারম্ভ করাইল ॥ দেখিয়া অদ্বুত
 শক্তি উল্লাসিত মনে । রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিল শুভ • ক্ষণে ॥
 শিষ্য হৈয়া রামচন্দ্র ভাসে ভক্তিরসে । বাঢ়িল অদ্বুত প্রেম
 দিবসে দিবসে ॥ এ সব প্রসঙ্গ কবিরাজ কর্ণপূর । নিজকৃত
 গ্রন্থে বর্ণিলেন সুমধুর ॥ আচার্য্যস্বরূপ রামচন্দ্র প্রেমময় ।

শুনিলে এ সব ভক্তিরত্ন লভ্য হয় ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ
চিন্তা করি । ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরোত্তমস্য শ্রীনবদ্বীপ-
নীলাচল দর্শনাদি বর্ণনং নাম অষ্টমস্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

নবমতরঙ্গ ॥

—:~::~:—

জয় জয় শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র । জয় পদ্মাবতীর নন্দন
নিত্যানন্দ ॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত নাভাদেবীর কোঙর । জয় রত্না-
বতীর তনয় গদাধর ॥ জয় শ্রীবাসাদি প্রভুপ্রিয় ভক্তগণ ।
মু হেন মুখের কর বাঞ্ছিত পূরণ ॥ জয় জয় জয় শ্রোতাগণ
শুণের আলায় । এবে যে কহিয়ে শুণ হইয়া সদয় ॥ শ্রীবীরহা-
সীর রাজা বনবিষ্ণুপুরে । আচার্য্য দর্শন লাগি উদ্বিগ্ন অন্তরে ॥
রাজা এই চিন্তা সদা করে মনে মনে । বিষ্ণুপুরে প্রভু বা
আসিব কত দিনে ॥ মো অতি অনাথ মোর কেহ নাহি আর ।
প্রভু বিনা তিলে তিলে দেখি অন্ধকার ॥ কে বা না পাইল
দুঃখ মোর আচরণে । গোস্বামি সবারে পীড়া দিনু বৃন্দাবনে ॥
কৈনু অপরাধ ঐছে কেহ নাহি করে । সে সবে কি অনুগ্রহ
কয়িব আমারে । ঐছে কত করি মনে রহে মৌন ধরি ।
সম্মরে নেত্রের ধারা কত যত্ন করি ॥ রাজারে উদ্বিগ্ন দেখি
পাত্র মিত্রগণে । করয়ে সাস্তুনা অতিমধুর বচনে ॥ এই
অল্প দিন হৈল গেলা এথা হৈতে । বুঝিয়ে বিলম্ব কিছু হইবে
আসিতে ॥ নহিবে ভাবিত তেহেঁ । তুয়া ভক্তিরস । সর্বত্র
ব্যাপিল এই তোমার স্মরণ ॥ তাঁর অনুগ্রহে সকলের অনু-
গ্রহ । ইথে মহারাজ কিছু না কর সন্দেহ ॥ যদি কহ

ব্রজস্থ প্রভুর প্রিয়গণে । করিব নিগ্রহ ইহা না করিহ মনে ॥
 এত কহিতেই ব্রজ হৈতে দুই জন । আইলেন গোস্বামির
 লইয়া লিখন ॥ দৌহে দেখি রাজা মহা অন্তবাস্ত হৈলা ।
 ভূমিতলে পড়িয়া দৌহারে প্রণমিলা ॥ ঐছে রীতি দেখি
 দৌহে হৈয়া স্তব্ধপ্রায় । রাজা প্রতি কহে কিছু মধুর ভাষায় ॥
 বৃন্দাবনে যৈছে সবে প্রশংসে তোমায়ে । সাক্ষাতে তা দেখি
 স্থখ বাড়িল অন্তরে ॥ পত্রিকা লইয়া আইলু গোস্বামি সবার ।
 এই পত্রী আচার্য্যের এ পত্রী তোমার ॥ এত কহি রাজ্যারে
 দিলেন পত্রী দ্বয় । পত্রী লৈয়া রাজা নেত্র মস্তকে ধরয় ॥
 হর্ষে নিজভাগ্য প্রশংসিয়া বার বার । পড়ে নিজপত্রী নেত্রে
 বহে অশ্রুধার ॥ শ্রীজীব গোসাঞির মহা মধুর অক্ষর । যে
 শুনে তাহার হয় অধৈর্য্য অন্তর ॥ পত্রী পড়ি রাজা মহা
 উল্লাসে কহয় । মু হেন অধমে সবে হইলা সদয় ॥ অদোষ-
 দরশী সে প্রভুর ভক্তগণ । ঐছে কত কহে অশ্রু নহে নিবা-
 রণ ॥ রাজার অদ্ভুত চেফা দেখে ভাগ্যবান্ । রাজা সে দৌহার
 কৈল পরমসন্মান ॥ যাজিগ্রামে গোস্বামির পত্রী পাঠাইতে ।
 নিজ সমাচার পত্রী লিখিল তুরিতে ॥ দুই পত্রী নিজ দুই
 লোকে সমর্পিল । দৌহে যাজিগ্রামে আসি আচার্য্যেরে দিল ॥
 গোস্বামির পত্রী মাথে বন্দিলা যতনে । পড়িতে আনন্দধারা
 বহে ছনয়নে ॥ আচার্য্যঠাকুর কতক্ষণে স্থির হৈলা । তবে
 সেই মনুষ্য রাজার পত্রী দিলা ॥ পত্রী পড়ি আচার্য্যের প্রশন্ন-

হৃদয় । পত্রে ব্যক্ত দর্শন আকাঙ্ক্ষা অতিশয় ॥ আচার্য্য রাজায়
 শীঘ্র পত্রিকা লিখিল । যাইতে বিলম্ব কিছু পত্রে জানাইল ॥
 আর যে যে সমাচার লিখিল তাহাতে । পত্রিকা দিলেন সেই
 মনুষ্যের হাতে ॥ পত্রী লৈয়া লোক বনবিষ্ণুপুরে গেল । পত্রী
 পাঠে রাজা মহা আনন্দ পাইল ॥ এথা শ্রী আচার্য্য শিষ্যগণেরে
 পড়ায় । সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি কহি গজ্জৈ সিংহপ্রায় ॥ আচার্য্যের
 এই এক চিন্তা নিরন্তর । প্রায় অদর্শন হৈলা প্রভু পরিকর ॥
 যে কেউ আছেন সে সবার স্থির নয় ॥ ঐছে বিচারিতে অতি-
 ব্যাকুলহৃদয় ॥ চিন্তাস্থরমাত্র ভক্তিশাস্ত্রের বিচারে । আচার্য্যের
 বিদ্যাবল ব্যাপয়ে সংসারে ॥ নানাদেশ হৈতে যে আইসে বিদ্যা
 বান্ । সে সবে পড়ান ভক্তিরত্ন দিয়া দান ॥ গোস্বামির গ্রন্থ
 অধায়নের কারণ । এক দিন আইলা দুই ক্ষেত্রস্থ ব্রাহ্মণ ॥
 পূর্বে যে আইলা মিলি তাঁসবার সনে । চলিলেন আচার্য্যঠাকুর
 সন্নিধানে ॥ ভক্তিপূর্ব্ব দোঁহে আচার্য্যেরে প্রণমিলা । আচার্য্য
 প্রণমি দোঁহে আলিঙ্গন কৈলা ॥ দোঁহে জিজ্ঞাসয়ে শ্রীক্ষে-
 ত্রের সমাচার । দোঁহে কহে কহিতে দুঃখের নাহি পার ॥
 প্রভু পরিকর যে ছিলেন নীলাচলে । নেত্র অগোচর প্রায়
 হইতেছে সকলে ॥ তথা গিয়াছিল শ্যামানন্দ প্রেমময় । যে
 দেখিল তাঁর দশা কহিল না হয় ॥ কুন কুন মহান্তের দর্শন
 পাইলা । সে সবার সন্মোহনে মৃতপ্রায় হৈলা ॥ বিদরে পাষণ
 দাক্ষ শুনি স্নেহে ক্রন্দন । প্রভুর ইচ্ছায় মাত্র রহিল জীবন ॥

কুন কুন ভাগবত তাঁরে প্রণোথিলা । বিচ্ছেদে ব্যাকুল তেহৌ
 বৃন্দাবন গেলা ॥ শুনি আচাচের দুই নেত্রে ধারা বয় । সে
 দশা দেখিতে কার হিয়া না দ্রবয় ॥ আচার্য্য আপনা প্রবো-
 ধিয়া সেই ক্ষণে । গোস্বামির গ্রন্থ পড়ায়েন দুই জনে ॥ নব-
 দ্বীপ হৈতে এক বৈষ্ণব আসিয়া । মিলিল আচার্য্যে অতি-
 ব্যাকুল হইয়া ॥ শ্রীআচার্য্য অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসয় । কহ
 নবদ্বীপের সংবাদ কৈছে হয় ॥ তেঁহো কহে শুক্লান্বর আদি
 ভক্তগণ । এই অল্প দিনে হইলেন অদর্শন ॥ এত কহিতেই
 কেহো আসিয়া কহিলা । দাসগদাধর অদ্য সঙ্গোপন হৈলা ॥
 শুনি শ্রীনিবাসাচার্য্য নারে স্থির হৈতে । মুচ্ছিত হইয়া পড়ি-
 লেন পৃথিবীতে ॥ সে দশা দেখিয়া চিন্তা করে সর্বজন । প্রভু
 ইচ্ছা হৈতে হৈল কিঞ্চিৎ চেতন ॥ করি কত বিলাপ কান্দয়ে
 উচ্চস্বরে । উঠিল ক্রন্দন রোল আচার্য্যের ঘরে ॥ সে কান্দন
 শুনিতে কান্দয়ে পশু পাখী । যে দেখিল সে সময়ে সেই তার
 সাথী ॥ স্থির হইয়া আচার্য্য কহেন সর্বজনে । আমারে যাইতে
 শীঘ্র হবে বৃন্দাবনে ॥ করিবে তোমরা সবে গ্রন্থানুশীলন । অর্থ-
 ক্ষুরাবেন প্রভু রূপসনাতন ॥ এত কহি গ্রন্থ পড়ায়েন শিষ্য-
 গণে । প্রকারে আচার্য্য বর দিলা সর্বজনে ॥ এক দিন শ্রী-
 আচার্য্য চিন্তয়ে অন্তরে । প্রায় সবে ছাড়ি গেলা মু হেন দুঃ-
 খিরে ॥ এত চিন্তিতেই কেহো কহে উচ্চকরি । অদর্শন
 হৈলা শ্রীঠাকুর নরহরি ॥ এঁছে বাক্যবজ্রাঘাতে স্থির নাহি

বান্ধে । ভূমিতে লোটায় একি হৈল বনি কান্দে ॥ করিতে
 ক্রন্দন রজনীর শেষ হৈল । ছাড়িব জীবন এই মনে দঢ়াইল ॥
 প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা হৈল অকস্মাৎ । স্বপ্নচ্ছলে দৌহে শীত্র
 হইলা সাক্ষাৎ ॥ প্রভু দাসগদাধর প্রভু নরহরি । করয়ে প্রবোধ
 আচার্যের করে ধরি ॥ এ নহে উচিত তুমি যে করিলা মনে ॥
 সদা আছি আমরা তোমার সম্মিধানে ॥ এত কহি শ্রীনিবাসে
 করি আলিঙ্গন । স্নেহাবেশে দৌহে হইলেন অদর্শন ॥ ছুঁই
 অদর্শনে দুঃখ হইল অশেষ । শ্রীনিবাস জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি-
 শেষ ॥ না জানি কি রামচন্দ্রে কহিয়া নিভুতে । বৃন্দাবনে
 বাত্রা কৈলা রজনী প্রভাতে ॥ অতিশীঘ্র মথুরা নগরে প্রবে-
 শিলা । শ্রীবিজ্ঞান ঘাটেতে যমুনা স্নান কৈলা । তথা এক
 মাধুরভ্রাক্ষণ দূরহৈতে । শ্রীনিবাসে দেখি মহাবিহ্বল স্নেহেতে ॥
 গোড়ে গিয়া শীঘ্র কেনে আগমন হইল । ঐছে বিচারিতে মনে
 উদ্বৈগ জন্মিল ॥ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিল সমাচার । শ্রীনি-
 বাস নিবেদিল করি নমস্কার ॥ ভ্রজের মঙ্গল জিজ্ঞাসিতে শ্রীনি-
 বাস । কহয়ে মাধুর বিপ্র ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ॥ মাঘমাসে হৈল
 এথা তোমার গমন । দিন দশ আগে আইলে পাইতা দর-
 শন ॥ মাঘকৃষ্ণ একাদশী দিনে কি আশ্চর্য্য । সঙ্গোপন হৈলা
 দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য ॥ শুনি শ্রীনিবাস ভাসে নেত্রের ধারায় ।
 নহিল দর্শন বুলি ভূমিতে লোটায় ॥ শ্রীনিবাস দশা দেখি
 বিপ্র মহাধীর । অনেক প্রকারে শ্রীনিবাসে কৈলা স্থির ॥ তথা

হৈতে শ্রীনিবাস গিয়া বৃন্দাবন । গোস্বামি সবার কৈল চরণ-
 দর্শন ॥ সে দিবস বসন্তপঞ্চমী তিথি হয় । শ্রীগোবিন্দমন্দিরে
 সকলে বিলসয় ॥ শ্রীগোপালভট্ট শ্রীভৃগুর্ভ লোকনাথ । শ্রী-
 জীব গোস্বামি আদি প্রিয়বর্গ সাঁথ ॥ অকস্মাৎ শ্রীনিবাসে
 দেখিয়া সকলে । স্নেহাবেশে ধরি করিলেন সবে কোলে ॥
 ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে শ্রীনিবাস । দেখি সে অদ্ভুত চেষ্টা
 সবার উল্লাস ॥ শ্রীনিবাসে কুশল সকলে জিজ্ঞাসিল । আদ্যো-
 পাস্ত শ্রীনিবাস সব নিবোধিল ॥ শুনি গৌরচন্দ্র প্রিয়ভক্ত
 সঙ্গোপন । ব্যাকুল হইয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥ কেহ কহে
 শ্রীনিবাসে দেখি কৈলু মনে । এত শীঘ্র ইহাঁর গমন হৈল
 কেনে ॥ পাইলা দারুণ দুঃখ এ হেতু গমন । ঐছে কত কহি
 এবোধয়ে সর্ব জন ॥ হরিদাসাচার্য্য অদর্শন জানাইতে ।
 সবে যৈছে হৈলা তাহা কে পারে কহিতে ॥ শ্রীনিবাসে স্থির
 করি সবে স্থির হৈলা । গোবিন্দের রাজভোগ আরতী
 দেখিলা ॥ শ্রীনিবাস করি রাধাগোবিন্দদর্শন । প্রেমেতে
 বিহ্বল যৈছে না হয় বর্ণন ॥ গোস্বামিসকল প্রিয় শ্রীনিবাসে
 লৈয়া । ডুঞ্জিলেন শ্রীমহাপ্রসাদ যত্ন পা'য়া ॥ নিজ নিজ বাসা
 সবে গমন করিলা । শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলা ॥
 হেন কালে শ্যামানন্দ আইলা ক্ষেত্রহৈতে । গোস্বামিরে
 প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে ॥ স্নেহাবেশে গোস্বামী করিয়া
 আলিঙ্গন । কহিলেন সুধাময় মধুর বচন ॥ শ্যামানন্দে যৈছে

স্নেহ কে কহিতে পারে । ঐছে কৈল মন স্থির হয় যে
 প্রকারে ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যের গমন জানাইয়া । রহিলেন কিছু
 কাল নিভৃতে বসিয়া ॥ শ্যামানন্দ দেখিয়া আচার্য্য শ্রীনিবাসে ॥
 ভূমে পড়ি প্রণমিল মনের উল্লাসে ॥ শ্রীনিবাস যথাযোগ্য
 আচরণ করি । বসাইলা পাশে শ্যামানন্দে করে ধরি ॥ পর-
 স্পর কহিয়া সকল সমাচার । নিবারিতে নারে নেত্রে বহে
 অশ্রুধার ॥ মনে করি গোস্বামির প্রবোধ বচন । কতক্ষণে
 স্থির হইলেন দুই জন ॥ শ্যামানন্দে আচার্য্য রাখিয়া সেই
 থানে । শীঘ্র করি গেলেন শ্রীযমুনা সিনানে ॥ স্নান করি
 জীবগোস্বামিরে নিবেদিয়া । শ্রীভট্টগোস্বামিপদে প্রণমিল
 গিয়া ॥ এই রূপ সর্বত্রই করিয়া ভ্রমণ । শ্রীজীব নিকটে
 করে গ্রন্থানুশীলন ॥ শ্রীজীবগোস্বামী অতি প্রসন্নহৃদয় ।
 দেখি আচার্য্যের বিদ্যা প্রভাবাতিশয় ॥ শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থ-
 রস্তু শুনাইলা । আর যে যে গ্রন্থ কৈল তাহা দেখাইলা ॥
 আচার্য্যের হইল অতি আনন্দ অন্তর । গোস্বামির গ্রন্থচর্চা
 করে নিরন্তর ॥ ঐছে শ্রীনিবাসাচার্য্য বৈসে বৃন্দাবনে ।
 গোড়়েতে ব্যাকুল সবে আচার্য্য বিহনে ॥ এক দিন শ্রীখণ্ডেতে
 শ্রীরঘুনন্দন । রামচন্দ্রে কহে অতি মধুর বচন ॥ হইল সকল
 শূন্য কহিতে কি আর । বৃন্দাবন যাহ শীঘ্র এ কার্য্য তোমার ॥
 এত কহি পথের সঙ্কান জানাইলা । সেই ক্ষণে রামচন্দ্রে যাজি-
 গ্রাম আইলা ॥ তথা রামচন্দ্রে সবে কহে বার বার । শ্রী-

আচার্য্য বিনা সব হইল অন্ধকার ॥ না কর বিলম্ব শীঘ্র যাহ
 বৃন্দাবন । আচার্য্যে আনিয়া রাখ সবার জীবন ॥ রামচন্দ্র
 সকলের পায়া অনুমতি । আইলেন নিজগৃহে হৈয়া হর্ষ অতি ॥
 রামচন্দ্র এই চিন্তা করে মনে মনে । শ্রীনরোত্তমের সঙ্গ হবে
 কতদিনে ॥ হইলে তাঁহার সঙ্গ যাবে সব দুখ । দরশন বিনা
 মনে না জন্মিবে সুখ ॥ প্রভু গৃহে রহিতে নারিব তাহা বিনে ।
 তথা গতায়ত্ত করিবেন গণসনে ॥ এঁছে স্থানে রহি যাতে সুখ
 সর্বমতে । স্থান স্থির হৈল মনে এঁছে বিচারিতে ॥ মহাস্ত-
 অন্তর বুঝে হেন কার শক্তি । কাঙ্ক্ষকে না প্রকাশিল নিজ
 মনোবৃত্তি ॥ নিজানুজ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ বিদ্যাবান্ । কার্য্যেতে
 চারু্য্য চারু সর্ব্বাংশে প্রধান ॥ অতি স্নেহাবেশে তারে কহয়ে
 নিভৃতে । যাইব শ্রীবৃন্দাবন রজনী প্রভাতে ॥ এবে এথা
 বাসের সঙ্গতি ভাল নয় । সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয় ॥
 আছয়ে কিঞ্চিৎ ভোম * বহু দিন হৈতে । তাহে যে উৎপাত
 এবে দেখহ সাক্ষাতে ॥ শীঘ্র এই বাসাদিক পরিত্যাগ করি ।
 নির্বিঘ্নে অন্যত্র বাস হয় সর্ব্বোপরি ॥ তাহে এই গঙ্গা-গদ্যা-
 বতী-মধ্য-স্থান । পুণ্যক্ষেত্র তেলিয়া বুধরি নামে গ্রাম ॥
 অতি গুণগ্রাম শিষ্টলোকের বসতি । যদি মনে হয় তবে
 উপযুক্ত স্থিতি ॥ শ্রীমাতামহের পূর্বে ছিল গতায়াত ।
 সকলে জানেন তেঁহো সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥ তথা বাস হৈলে

* ভোম—ভূমিসম্পত্তি ।

অনেকের সুখ হয় । গোবিন্দ কহয়ে এই কর্তব্য নিশ্চয় ॥
 গোবিন্দের বাক্যে রামচন্দ্র হর্ষ হৈলা । পরমার্থ রীত বহু
 উপদেশ কৈলা ॥ রামচন্দ্র রজনীপ্রভাতে ভ্রাতা স্থানে । বিদায়
 হইয়া যাত্রা কৈলা বৃন্দাবনে ॥ আচার্য্য গেলেন মার্গশীর্ষ *
 ঋশিশেষে । রামচন্দ্র গমন করিল। শেষ পৌষে ॥ শ্রীগোবিন্দ
 দুই চারি দিবস রহিয়া । কুমারনগর হৈতে গেলেন তেলিয়া ॥
 তেলিয়া বুধরি আদি গ্রামবাসী যত । সবার আনন্দ যৈছে কে
 কহিবে কত ॥ আসিয়া মিলিল। ভদ্র লোক ভাগ্যবান্ । সবে
 করি দিলেন অপূর্ব বাসস্থান ॥ সবে মহাসুখী গোবিন্দের
 সঙ্গগুণেতে । গোবিন্দ পাইলা সুখ সবার স্নেহেতে ॥ ঐছে
 বিলসয়ে এক চিন্তামাত্র সবে । শ্রীআচার্য্য চরণ কিঙ্কর হব
 কবে ॥ কবে শ্রীআচার্য্য প্রভু দীক্ষা মন্ত্র দিব । উদ্ধারিয়া অধমে
 আপন করি নিব ॥ ঐছে খেদ গোবিন্দ করয়ে অনুক্ষণ । ইথে
 কহি গোবিন্দের পূর্ব বিবরণ ॥ কুমারনগরে বৈসে অতি শুদ্ধা-
 চার । ভগবতী বিনা কিছু না জানয়ে আর ॥ গীতপদ্যে করে
 ভগবতীর বর্ণন । শুনি হর্ষ শক্তি-উপাসক সঙ্গিগণ ॥ ভগবতী
 প্রতি ঐছে হইল যেন মতে । তাহার কারণ এবে কহি সংক্ষে-
 পেতে ॥ শক্তিউপাসক মাতামহ দামোদর । ভগবতী যার বশী-
 ভূত নিরন্তর ॥ দামোদর কবিরাজ সর্বত্র প্রচার । তাঁর কণা

মুনন্দা গোবিন্দ পুত্র যার ॥ গাতৃগৰ্ভে গোবিন্দ ভূমিষ্ঠ নাহি
 হয় । তাহাতে মাতার কষ্ট হইল অতিশয় ॥ দাসী শীত্র কহি-
 লেন কবিরাজ প্রতি । সে সময়ে কবিরাজ পূজে ভগবতী ॥
 কথা না কহিয়া নেত্র হস্ত ভঙ্গীদ্বারে । শ্রীদুর্গাদেবীর যন্ত্র
 দেখায় দাসীরে ॥ লৈয়া যাহ ইহা শীত্র করাহ দর্শন । হইব
 প্রসব দুঃখ হবে নিরারণ ॥ কহিল ভক্তিতে যাহা তাহা না-
 বুঝিল । শীত্র যন্ত্র ধৌত করি জল পিয়াইল ॥ হইল প্রসব
 পুত্র পরমমুন্দর । দিনে দিনে বৃদ্ধি হৈলা যৈছে শশধর ॥ জন্ম
 হইল ভগবতী-যন্ত্রোদক পানে । এই এক হেতু ইহা জানে
 সর্বজন ॥ অল্পকালে পিতা সঙ্গোপন সঙ্গহীন । না বুঝিল কুন
 কন্ম কহয়ে প্রাচীন ॥ আজন্ম রহিলা মাতাগহের আলয় ।
 তাঁর সঙ্গাধীন আর এই এক হয় ॥ উত্তম মধ্যমাধম সঙ্গ শাস্ত্রে
 কর । যে যৈছে করয়ে সঙ্গ সেহো তৈছে হয় ॥ ভগবতীপ্রতি
 আৰ্ত্তি এ দুই প্রকারে । সবে উপদেশে ভগবতী পূজিবারে ॥
 ভগবতী বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধি নয় । এই মত উপদেশ
 গোবিন্দ করয় ॥ রামচন্দ্র শ্রী আচার্য্য স্থানে শিষ্য হৈতে ।
 গোবিন্দ একান্তে বসি বিচারয়ে চিতে ॥ ভগবতী-পাদপদ্ম
 কৈলে আরাধন । নহিবে কি এ ভববন্ধাদি বিমোচন ॥ হেন-
 কালে অলঙ্কে কহয়ে ভগবতী । কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না
 যুচে দুর্গতি ॥ শুনি এই বাক্য মনে বহু খেদ হৈল । ভজিব
 শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম দঢ়াইল ॥ আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য হইব সর্বথা ।

তবে সে ঘুচিবে মোর অন্তরের ব্যথা ॥ ঐছে বিচারিয়া চলি-
 তেই যাজ্ঞিক্রামে । শুনিলেন শ্রীআচার্য্য গেলা বৃন্দাবনে ॥
 গোবিন্দের চিত্তে খেদ হৈল অতিশয় । হইয়া ব্যাকুল মনে
 মনে বিচায় ॥ বৈষ্ণবগণেও মোর হিতচিন্তা কৈল । কহিল
 পিতার বার্তা তাহা না শুনিল ॥ মোর পিতা চিরজীবসেন
 বিদ্যাবান্ । চৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত গুণের নিধান ॥ এ হেন সন্তান
 হইয়া গেলু ছারে খারে । এ কেবল কৰ্ম্মদোষ কি বলিব
 কারে ॥ মোর সম জগতে অধম নাই আর । মনে যে করিছু
 তাহা নহিল আমার ॥ যদি আচার্য্যের কভু করিতু দর্শন ।
 তবে কিনা ফিরিত আমার দুষ্ট মন ॥ মোর জ্যেষ্ঠ আচার্য্য-
 প্রভুর দরশনে । ফিরিল সে মন নির্ভা হৈল সে চরণে ॥ তাঁরে
 শ্রীআচার্য্যপ্রভু অনুগ্রহ কৈল । মোর কৰ্ম্মদোষে তাঁর দর্শন
 না হইল ॥ কি করিব কোথা যাব কি হবে আমার । এত
 কহি কান্দে মেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ হেনকালে দৈববাণী হইল
 আকাশে । অভিলাষ পূর্ণ হবে অলপ দিবসে ॥ সেই দিন
 হৈতে কৃষ্ণে হৈল রতি মতি । দেখি ঐছে চেঁকা রামচন্দ্র
 হর্ষ অতি ॥ এইত কহিল গোবিন্দের পূর্বরীতি । এ সব শ্রবণে
 কৃষ্ণচন্দ্রে হয় প্রীত ॥ তেলিয়া বুধরিগ্রামে গোবিন্দের স্থিতি ।
 তেলিয়ায় নির্জনস্থানেতে প্রীত অতি ॥ বুধরি পশ্চিমে শ্রী-
 পশ্চিমপাড়া নাম । তথা সর্ব্বারক্তে বাস সেহ রম্যস্থান ॥
 বুধরি প্রসিদ্ধ বাসে ব্যক্ত সর্ব্ব ঠাই । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনা

গোবিন্দের ধৈর্য্য নাই ॥ কহিতে কি এথা উৎকণ্ঠিত হৈয়া অতি ।
 রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গেলা শীঘ্র গতি ॥ রামচন্দ্রে দেখি লোক
 করে ধাওয়া ধাই । সবে কহে এমন কথনু দেখি নাই ॥ গোড়-
 দেশ হৈতে হৈল ইহার গমন । না জানিয়ে এহৌ কোন
 রাজার নন্দন ॥ কেহ কহে অহে এ মনুষ্য কভু নয় । ইহৌ
 কোন দেবতা মনেতে এই হয় ॥ কেহ গিয়া কহে জীব-
 গোস্বামির অগ্রেতে । অপূর্ব পুরুষ এক আইলা গোড়
 হৈতে ॥ সর্বাপ স্তন্দরকান্তি কনক জিনিয়া । তারে দেখি না
 জানি কেমন করে হিয়া ॥ মন্দ মন্দ চলে চারু চতুর্দিকে চায় ।
 বিপুল পুলকাবলি শোহে সর্বগায় ॥ বৃন্দাবন শোভা দেখি
 কি ভাব অন্তরে । দীর্ঘ দুই নয়নে অদ্ভুত অশ্রু ঝরে ॥ ইহা
 শুনি শ্রীজীব আচার্য্যে জিজ্ঞাসিলা । আচার্য্য কহেন বুঝি রাম-
 চন্দ্র আইলা ॥ পূর্বের শ্রীআচার্য্য রামচন্দ্র বিবরণ । করিয়া-
 ছিলেন গোস্বামিরে নিবেদন ॥ শ্রীজীব-গোস্বামী কহে রামচন্দ্র
 কোথা । লোকে নিদেশয়ে শীঘ্র তাঁরে আন এথা ॥ এত কহি-
 তেই রামচন্দ্র তথা আইলা । শ্রীআচার্য্য-গোস্বামির পদে
 প্রণমিলা ॥ দৌহে রামচন্দ্রে আলিঙ্গিয়া বার বার । বসাইয়া
 নিকটে জিজ্ঞাসে সমাচার ॥ রামচন্দ্র প্রথমেই কৈল নিবেদন ।
 যে কহিল খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ॥ আর যে যে বৈষ্ণব যে
 কহিতে কহিল । তাহা কহি তাঁ সবার চেষ্টা জানাইল ॥ গ্রন্থ
 অধ্যয়ন আদি মৈছে তা কহিতে । হইল অধৈর্য্য ধৈর্য্য ধরিল

যজ্ঞেতে ॥ গয়া কাশী অযোধ্যা প্রয়াগ তীর্থ হৈয়া । যৈছে
 ব্রজে আইলা তা কহিল বিবরিয়া ॥ শ্রীজীবগোস্বামী রাম-
 চন্দ্রের কথায় । জানিলেন মহাদ্রুথ ব্যাপিল তথায় ॥ গোড়ে
 শ্রীনিবাসে শীঘ্র চাহি পাঠাইতে ! ঐছে বিচারিয়া হৈলা
 বিহ্বল স্নেহেতে ॥ রামচন্দ্র কহি কত মধুর বচনে । লৈয়া
 গেলা রাধাদামোদরের দর্শনে । রামচন্দ্র রাধাদামোদরে নির-
 থিয়া । নেত্রজলে ভাসে ভূমে পড়ি প্রণমিয়া ॥ শ্রীকৃপগোসা-
 ঞ্জের দেখি সমাধি তথায় । না রহে ধৈর্যলেশ ধরণীলোটায় ॥
 হা হা প্রভু রূপ বলি ক্রন্দন করয় । শ্রীজীব করিয়া কোলে
 কত প্রবোধয় ॥ রামচন্দ্র স্থির হইলেন কত ক্ষণে । ঐছে
 প্রেমাবেশ হয় সর্বত্র দর্শনে ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথে মদন-
 মোহন । রাধাদামোদর আর শ্রীরাধারমণ ॥ এ সব দর্শনে সুখ
 অশেষ হইল । সনাতনগোস্বামির সমাধি দেখিল ॥ সমাধি
 দর্শনে মহাব্যাকুল হইলা । কাশীশ্বরপণ্ডিতের সমাধি দেখিলা ॥
 রঘুনাথভট্টের সমাধি নিরখিয়া । কি বলিব যেরূপ বিদীর্ণ হৈল
 হিয়া ॥ শ্রীগোপালভট্ট লোকনাথ কৃপাময় । শ্রীভৃগুর্ভূত আদি
 কৃপা কৈল অতিশয় ॥ রামচন্দ্র আইলা ইহা সর্বত্র ব্যাপিল ।
 দেখিতে কাহার মনে সাধ না জন্মিল ॥ রামচন্দ্র আরীট-
 গ্রামেতে শীঘ্র গেলা । রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দেখি স্নান কৈলা ॥
 প্রণমিলা রঘুনাথদাস-গোস্বামিরে । তেঁহো স্নেহে আলিঙ্গিয়া
 দিগ্ধে নেত্র নীরে ॥ শ্রীরামচন্দ্রের শুনি কবিশ্র মধুর । যে

কৃপা করিল তাহা বচনের দূর ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি যত
 জন । তা সবা সহিত হৈল অপূর্ব মিলন ॥ গোবর্দ্ধন পর্ব-
 তের দর্শন করিলা । ভ্রমিয়া দ্বাদশ বনে মহার্ঘ হৈলা ॥
 বৃন্দাবনে শ্রীভট্ট গোস্বামি আদি যত । সবে রামচন্দ্রে প্রশং-
 সয়ে অবিরত ॥ শুনি রামচন্দ্রের কবিত্ব চমৎকার । কবিরাজ
 খ্যাতি হৈল সম্মত সবার ॥ কাহিতে কি শ্রীরামচন্দ্রের গুণগণ ।
 যার ইকনিষ্ঠা-যশ গায় সর্ব জন ॥ রামচন্দ্র নিজ ইক আচার্য্য-
 সঙ্গেতে । ভট্টগোস্বামির সেবা করে নানা মতে ॥ বৃন্দাবনে
 যৈছে বিলসয়ে দুই জন । বাহ্য-ভয়েতে তাহা না হয় বর্ণন ॥
 শ্রীজীবগোস্বামির স্তম্ভ বাঢ়ে নিরন্তর । দেখি গুরু শিষ্যের
 চরিত্র মনোহর ॥ শ্রীগৌড়গমন আচার্য্যেরে জানাইলা ।
 আচার্য্য সর্বত্র শীঘ্র বিদায় হইলা ॥ বৈশাখের পূর্ণিমা দিবস
 শুভ তিথি । রাধারমণের সিংহাসন যাত্রা তথি ॥ মহামহোৎ-
 সব ভট্টগোস্বামি-বাসায় । দেখিলেন শ্রীনিবাস উল্লাস হিয়ায় ॥
 সেই দিন শ্রীজীব গোস্বামী স্নেহাবেশে । যাত্রা করাইলা
 গোড়ে প্রিয় শ্রীনিবাসে ॥ পূর্ণিমার পরদিন শ্রীজীবগোস্বামি
 শ্যামানন্দে সমর্পিলা আচার্য্যের ঠাঁই ॥ যে যে গ্রন্থ পূর্বে
 পরিশোধন করিল । তাহা লোক সঙ্গতি করিয়া সঙ্গে দিল ॥
 গোস্বামী মকল গোবিন্দের মন্দিরেতে । হইলা ব্যাকুল সবে
 বিদায় করিতে ॥ শ্রীনিবাস সবার চরণে প্রণমিয়া । চলে
 গোবিন্দের মুখচন্দ্র নিরাখিয়া ॥ রামচন্দ্র শ্যামানন্দ ব্যাকুল

অন্তরে । পুনঃ পুনঃ প্রথময়ে গোস্বামি-সবারে ॥ শ্রীজীব
 ব্যাকুল হৈয়া চলে কথো দূর । পুনঃ পুনঃ নিবেধয়ে আচার্য্য
 ঠাকুর ॥ বাসায় বলিলা সবে বিদায় করিয়া । আচার্য্য চলিলা
 শীঘ্র মথুরা হইয়া ॥ কথো দিনে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশিতে ।
 আগুসরি আইলা রাজা মহাহর্ষ চিতে ॥ আচার্য্য প্রভুর পাদ-
 পদ্ম নিরখিয়া । করয়ে প্রণাম ভূমিতলে লোটাইয়া ॥ আচার্য্য
 রাজার শিরে অর্পিয়া চরণ । ধরি বাহুমূলে তুলি কৈল আলি-
 ঙ্গন ॥ রামচন্দ্র শ্যামানন্দ গুণের আলায় । আচার্য্য দিলেন এ
 দৌহার পরিচয় ॥ রাজা বীরহাস্মীর পড়িয়া ভূমিতলে । দুই
 পদে প্রণমি ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ উল্লাসে কহয়ে রাজা কি
 ভাগ্য আমার । প্রভুর কৃপায় পাইলু চরণ দৌহার ॥ দৌড়ে
 বীরহাস্মীরে করিয়া আলিঙ্গন । পাইলেন যে 'আনন্দ না হয়
 বর্গন ॥ রাজপাত্রাদিক যে রাজার সঙ্গে আইলা । সে সকলে
 আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হৈলা ॥ প্রভুরে লইয়া রাজা গেলা বাসা-
 স্থান । নেত্র ভরি দেখে গ্রামবাসী ভাগ্যবান ॥ আচার্য্য ঠাকুর
 আইলা বনবিষ্ণুপুরে । সর্বত্র ব্যাপিল পরস্পর লোকদ্বারে ॥
 বনবিষ্ণুপুরে শ্রীআচার্য্য গণসনে । বিলসয়ে দিবসরজনি
 সঙ্কীর্ণনে ॥ শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের অলৌকিক রীত । কে বুঝিতে
 পারে তাঁর অন্তরের প্রীত ॥ দিন দশ শ্যামানন্দে রাখি বিষ্ণু-
 পুরে । উৎকলে বিদায় করে ব্যাকুল অন্তরে ॥ শ্যামানন্দ
 যাইবেন উৎকল-দেশেতে । ইথে রাজা অধৈর্য্য হইয়া চিন্তে

চিত্তে ॥ মহাস্তের চেষ্টা বুঝে ঐছে শক্তি কার । সর্বত্র
 ভ্রমিয়া করে জীবের উদ্ধার ॥ এথা কথো দিবস নহিল অব-
 স্থিতি । পুন যে দেখিব ঐছে না কৈলু স্মৃতি ॥ এতেক
 চিন্তিয়া বহু দ্রব্য যত্ন মতে । লৈয়া আইলা শ্রী আচার্য্য প্রভুর
 অগ্রেতে ॥ আচার্য্য দেখিয়া সুখ পাইলেন মনে । অগ্রে লৈয়া
 সামগ্রী চলিলা ভারিগণে ॥ শ্যামানন্দ রাজার করিল মনো-
 হিত । অন্যে কি বুঝিব শ্যামানন্দের যে রীতি ॥ আচার্য্য
 ঠাকুর ধৈর্য্য ধরিতে না পারি । শ্যামানন্দে কহে কত আলি-
 সন করি ॥ শ্যামানন্দ সিন্ধু আচার্য্যের নেত্রজলে । আচা-
 র্য্যেরে প্রণময়ে পড়ি মহীতলে ॥ শ্যামানন্দ করে ধরি আচার্য্য
 ঠাকুর । স্নেহাবেশে সঙ্গতে চলয়ে কথো দূর ॥ শ্যামানন্দ
 কহি কত আচার্য্য ঠাকুরে । ফিরাইলা আচার্য্য গেলেন
 বাসাঘরে ॥ রামচন্দ্র করিরাজ আদি সব স্থানে । হইলা
 বিদায় যৈছে বর্ণিতে কে জানে ॥ বিদায়ের কালে রাজা যাহা
 নিবেদিল । গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে তাহা না বর্ণিল ॥ শ্যামানন্দ
 চলে মহা ব্যাকুল হইয়া । কান্দয়ে সকল লোক সে পথ
 চাহিয়া ॥ বনবিষ্ণুপুর হৈতে বহু জন সনে শ্যামানন্দ উৎ-
 কলে গেলেন অল্প দিনে ॥ সর্বত্রই বিদিত হইল আগ-
 মন । চতুর্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥ শ্রী রামকানন্দ-
 আদি মহাহর্ষ হৈলা । শ্যামানন্দ নৃসিংহপুরেতে স্থিতি কৈলা ॥
 সমাচার পত্নী পাঠাইলা বিষ্ণুপুর । পত্নী পাঠে হর্ষ হৈলা

আচার্য্য ঠাকুর ॥ বিষ্ণুপুরে আচার্য্য রহিলা দুই মাস । অনেক
 জনের পূর্ণ কৈল অভিলাষ ॥ দেখিয়া রাজার ভক্তিগ্রন্থে অদি-
 কার । আচার্য্যের মনেতে হইল চমৎকার ॥ পূর্বের কহি-
 লেন বাহা তাহা সূচাইয়া । রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলা হর্ব
 হৈয়া ॥ শ্রীকাম গায়ত্রী অর্থ যত্নে শুনাইল । হরিনাম জপের
 নির্বন্ধ করাইল ॥ প্রিয় রামচন্দ্র কবিরাজে সমর্পিলা । জানিবে
 বিশেষ ইহঁা স্থানে জানাইলা ॥ দেখিয়া রাজার চেষ্টা কহে
 বারে বারে । শ্রীজীব গোস্বামী হৈলা প্রসন্ন তোমারে ॥ শ্রী-
 চৈতন্য দাস নাম খুইল তোমার । শুনিয়া রাজার নেত্রে বহে
 অশ্রুধার ॥ সর্বাপ্নে পুলক ধৈর্য্য ধরণে না যায় । ভূমিতে
 পড়িয়া প্রণময়ে প্রভু-পায় ॥ কর যোড় করিয়া কহয়ে বার
 বার । তুয়া অনুগ্রহে সব সফল আমার ॥ এঁছে কত কহে
 দাঁড়াইয়া প্রভুপাশে । সে সব কহিতে মোর মুখে না
 আইসে ॥ রাজা বীরহাষীরের রাণী সুলক্ষণা । আচার্য্য প্রভুরে
 কত করিলা প্রার্থনা ॥ আচার্য্য প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষামন্ত্র দিলা ।
 পাইয়া যুগলমন্ত্র রাণী হর্ব হৈলা ॥ শ্রীধাড়িহাষীর যোগ্য রাজার
 তনয় । তাঁরে শিষ্য কৈলা শ্রীআচার্য্য দয়াময় ॥ হৈল বীরহাষী-
 রের পরম উল্লাস । শ্রীকালচাঁদের সেবা করিলা প্রকাশ ॥
 শ্রীআচার্য্য প্রভু তাঁর করে অভিষেক । দেখে ভাগ্যবন্ত লোক
 কোতুক অনেক ॥ কেহ কহে কালচাঁদ কিবা মনোহর । সাক্ষাৎ
 হইল একি ব্রজেন্দ্র কুমার ? ॥ কেহ কহে রাজার ভাগ্যের

সীমা নাই । হেন শ্রীনিগ্রহ না দেখিয়ে কোন্‌ ঠাই ॥ রাজার
 যেমন মনোবৃত্তি তৈছে হৈলা । দেখি কালাচাঁদ-শোভা কেবা
 না ভুলিলা ॥ ঐছে কত কহে চাহি কালাচাঁদ পানে । অতি-
 সেক উৎসব বর্ণিব কিবা আনে ॥ শ্রীআচার্য্য প্রভু কৃপা
 করিয়া রাজায় । সমর্পিল শ্রীকালাচাঁদের দুটি পায় ॥ আচার্য্য
 বিহনে রাজা না জানয়ে আর । আচার্য্যের পাদপদ্ম সর্বস্ব
 রাজার ॥ আচার্য্যের গুণে হিয়া উমড়ে সদায় । স্বপনেও রাজা
 আচার্য্যের গুণ গায় ॥ এক দিন স্বপ্নে গীত করিল বর্ণন ।
 মহানন্দে রাগী কিছু করিল শ্রবণ ॥ জাগিয়া বসিতে রাজা
 রাগী নিবেদয় । স্বপ্নেতে বর্ণিলা কি অপূর্ব গীতদ্বয় ॥ কহি-
 তেও ভয়, না কহিলে প্রাণ বুঝে । অনুগ্রহ করিয়া শুনাও এ
 দাসীরে ॥ রাজা কত দৈন্য প্রকাশিয়া যুহু ভাষে । সুমধুর
 গীত পাঠ করে প্রেমাবেশে ॥

কামোদঃ ॥

প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পুরাইল মনের আশ, তুয়া বিনু
 গতি নাহি আর । আছিলু বিষয় কীট, বড়ই লাগিত মিট,
 গুঁচাইলা রাজ-অহঙ্কার ॥ করিতু গরল পান, সে ভেল ডাহিন
 বাম, দেখাইলা অমিয়ার ধার । পিব পিব করে মন, সব ভেল
 উচাটন, এ সব তোমার ব্যবহার ॥ রাধাপদ সুধারাশি, সে
 পদে করিলা দাসী, গোরাপদে বাঁধি দিলা চিত । শ্রীরাধিকা
 গুণ সহ, দেখাইলা কুঞ্জ গেহ, জানাইলা দুহু প্রেমরীত ॥

যমুনার কূলে যাই, তীক্ষ্ণে সখী ধাওয়া ধাই, রাধা কানু বিল-
সয়ে স্থখে । এ বীরহাস্মীর হিয়া, ব্রজপুর সদা ধিয়া, যাঁহা
অলি উড়ে লাখে লাখে ॥ ১ ॥

কামোদঃ ॥

শুনগো মরম সখি, কালিয়া কমল আঁখি, কিবা কৈল
কিছুই না জানি । কেমন করয়ে মন, সব লাগে উচাটন, প্রেম
করি খোয়ানু পরাগি । শুনিয়া দেখিনু কালা, দেখিয়া পাইনু
জ্বালা, নিবাইতে নাহি পাই পানি । অগুরু চন্দন আনি,
দেহেতে লেপিনু ছানি, না নিবায় হিয়ার আগুনি ॥ বসিয়া
থাকিয়ে যবে, আসিয়া উঠায় তবে, লৈয়া যায় যমুনার তীর ।
কি করিতে কি না করি, সদাই ঝুরিয়া মরি, তিলেক নাহিক
রহি থির ॥ শাশুড়ী ননদী মোর, সদাই বাসয়ে চোর, গৃহ-
পতি ফিরিয়া না চায় ॥ এ বীরহাস্মীর চিত, শ্রীনিবাস অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পায় ॥ ২ ॥

গীত শ্রী রাগীর কত না উঠে মনে । না ধরে ধৈর্য ধারা
বহে ছনয়নে ॥ রাজার চরণে কত করয়ে প্রার্থনা । হইয়া
বিহ্বল রাগী না জানে আপনা ॥ রাজা নিজ নেত্রজলে সিক্ত
হইলা । স্থির হইয়া আপনি রাগীরে স্থির কৈলা ॥ মধ্যে মধ্যে
উঠে কত তরঙ্গ দৌহার । সে প্রেম বর্ণিতে হেন শক্তি কি
আম'র ॥ শ্রীচৈতন্যদাস নামে যে গীত বর্ণিল । বিস্তারের

ডরে তাহা নাহি জানাইল ॥ গোষ্ঠীসহ রাজার অপূর্ব রীত
 দেখি । গণসহ আচার্য্যঠাকুর মহাস্বামী ॥ বনবিষ্ণুপুরে ঐছে
 আচার্য্যঠাকুর । বহু শিষ্য করি ভক্তি বিতরে প্রচুর ॥ সে সব
 শিষ্যের অতি অদ্ভুত চরিত । শাখাগণনাতে কিছু হইব
 বিদিত ॥ কথো জন শিষ্য হৈতে মহা চেষ্টা পাইলা । আপনে
 না করি অন্য স্থানে করাইলা ॥ শিখর ভূমির রাজা हरिनारा-
 यण । আচার্য্যের স্থানে শিষ্য হৈতে তাঁর মন ॥ তেঁহো শিষ্য
 হইলেন শ্রীরামমন্ত্রেতে । স্বাভাবিক প্রীত তাঁর শ্রীরামচন্দ্রেতে ॥
 हरिनारायणের অপূর্ব চেষ্টা দেখি । শ্রীনিবাসাচার্য্য হইলেন
 মহাস্বামী ॥ তাঁর মনোরথ পূর্ণ করিতে আপনে । হইলা সচেষ্ট
 অনুগ্রহ কেবা জানে ॥ রঙ্গক্ষেত্রে ত্রিমল্লভট্টের পুত্র ছিল ।
 পত্নীদ্বারে অতিশীঘ্র তাঁরে আনাইলা ॥ তেঁহো পঞ্চকূটে
 আসি স্নেহাবিষ্ট মনে । রামমন্ত্রে শিষ্য কৈল हरिनारायणे ॥
 हरिनारायणे অনুগ্রহ প্রকাশিয়া । শ্রীনিবাস আচার্য্যে দিলেন
 সমর্পিয়া ॥ সর্ব তত্ত্ব জানাইলা আচার্য্যঠাকুর । কহিতে কি
 রাজার চরিত্র স্তমধুর ॥ এক দিন আচার্য্যঠাকুর সবা-সনে ।
 বসিয়া আছেন কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥ হেনকালে আইলা
 লোক যাজিগ্রাম হৈতে । সমাচার পত্নী দিয়া প্রণমে ভূমিতে ॥
 সে মনুষ্যে জিজ্ঞাসি কুশল তার পর । পত্নী পাঠে আচার্য্যের
 অর্ধেখ্য অন্তর ॥ পত্রে ব্যক্ত লিখিল গমন শীঘ্র হয় । খণ্ডবাসি
 আদি অতি উদ্বিগ্নহৃদয় ॥ ঐছে পত্নী সকলেই করিলা শ্রবণ ।

হইল ব্যাকুল নীরহান্ধীরের মন ॥ আচার্য্য কহেন নৃপে ব্যাকুল
 দেখিয়া । খেতরী যাইব খণ্ড যাজিগ্রাম হৈয়া ॥ অতি অল্প
 বিলম্বে আসিব বিষ্ণুপুরে । রাজা কহে কৃপা করি সঙ্গে লহ
 মোরে ॥ শ্রী আচার্য্য জানিয়া রাজার মনোবৃত্তি । অতি স্নমধুর
 বাক্যে কহে রাজা প্রতি ॥ নহিব উদ্বিগ্ন এবে স্থির কর মন ।
 শ্রীনরোত্তমের শীত্ৰ পাইবে দর্শন ॥ পত্নী পাঠাইব তেঁহো
 যাজিগ্রাম আইলে । এক যোগে বহু কার্য্য হ'বে তথা গেলে ॥
 শুনি হর্ষ হৈলা রাজা গোষ্ঠীর সহিতে । সন্মিলনে জানিলা যাত্রা
 রজনী প্রভাতে ॥ গণসহ শ্রী আচার্য্য রজনী বিহানে । বিষ্ণু-
 পুর হইতে চলয়ে যাজিগ্রামে ॥ আসিয়া অসংখ্য লোক দর্শন
 করিল । রাজা যত্নে অনেক সামগ্রী সঙ্গে দিল ॥ শ্রী আচার্য্য-
 প্রভুসঙ্গে কথোদূর গিয়া । আইলেন বিষ্ণুপুরে বিদায় হইয়া ॥
 গোষ্ঠীসহ রাজা এই চিন্তে মনে মনে । পুন প্রভু দর্শন পাইব
 কত দিনে ॥ আচার্য্য ঠাকুর করি রাজারে বিদায় । গণসহ
 যাজিগ্রামে আইলা ত্বরায় ॥ গ্রামবাসী লোক দেখি আচার্য্য-
 ঠাকুরে । পাইলা পরমানন্দ দুঃখ গেল দূরে ॥ যাজিগ্রামে
 আচার্য্যের গমন হইল । এ কথা লোকের মুখে সর্বত্র
 ব্যাপিল ॥ যাজিগ্রাম হইতে আচার্য্য বিজ্ঞবর । শ্রী খণ্ড গেলেন
 শীত্ৰ কে বুঝে অন্তর ॥ গৌরাঙ্গপ্রাপ্তগে গৌরচন্দ্রে প্রণমিতে ।
 দীর্ঘ ছুই নেত্রে বারি নারে নিবারিতে ॥ শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনি-
 বাসে নিরখিয়া । না ধরে ধৈর্য্য স্নেহে উমড়য়ে হিয়া ॥

দুই বাছ পসারি করিয়া আলিঙ্গন । ছাড়িতে নারয়ে বঞ্চে
 রাখে কতক্ষণ ॥ শ্রীনিবাস চাহে ভূমে পড়ি প্রণমিতে । তাহা
 না হইল, বন্ধ হৈলালিঙ্গনেতে ॥ আনে কি বুঝিব মর্শ্ব না
 হইবে হেন । শ্রীরঘুনন্দন প্রাণ পাইলেন যেন ॥ ব্রজস্থিত
 ভক্তের কুশল জিজ্ঞাসয় । শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইয়া নিবেদয় ॥
 প্রভুর বিয়োগে সে প্রভুর প্রিয়গণ । দিনে দিনে প্রায় হই-
 তেছেন অদর্শন ॥ এবে যে আছেন চেষ্টা না আইসে কহিতে ।
 তাঁ সবার স্থিতিমাত্র প্রভুর ইচ্ছাতে ॥ ব্রজ হৈতে আসি মুই
 অল্প দিনে গেলু । ইথে হৈল সন্দেহ তা জানি নিবেদিলু ॥
 শুনিযে সকল মহান্তের অদর্শন । হইলা মুচ্ছিত নেত্রে ধারা
 নদীসম ॥ শুনি রঘুনন্দন কহয়ে বার বার । দিনে দিনে
 অবনি হইছে অন্ধকার ॥ প্রভু নরহরি প্রিয়গণের সহিতে ।
 ছাড়িয়া গেলেন মোরে দুঃখ ভুঞ্জাইতে ॥ কি স্থখ থাইয়ে
 দেহে আছে যে জীবন । ঐছে কত কহি কান্দে শ্রীরঘুনন্দন ॥
 প্রভু নরহরির করুণা গোড়রিয়া । কান্দে শ্রীনিবাস ভূমিতলে
 মোটাইয়া ॥ কে ধরে ধৈর্য এ দৌহার কান্দনাতে । উঠিল
 কন্দন রোল শ্রীখণ্ডগ্রামেতে ॥ সে কান্দনে কান্দয়ে বনের
 গাশু পাখী । যে দেখিল সে সময় সেই তার সাথী ॥ শ্রীরঘু-
 নন্দন স্থির হৈয়া শ্রীনিবাসে । স্থির করি অনেক কহিল যত্ন-
 ভাসে ॥ রাখি কতক্ষণ যাজিগ্রামে পাঠাইলা । শ্রীকণ্ঠক
 নগর যাইতে আজ্ঞা কৈলা ॥ শ্রীআচার্য্য যাজিগ্রামে আসিয়া

ছরায় । কণ্ঠক নগরে গেলা ব্যাকুল হিরায় ॥ যথা গৌরচন্দ্র
 কৈল সম্যাস গ্রহণ । তথা যৈছে হৈলা তাহা না হয় বর্ণন ॥
 শ্রীগৌরঙ্গ-দর্শনে ভাসয়ে নেত্রজলে । বার বার প্রণময়ে পড়ি
 ভূমিতলে ॥ তথা যে ছিলেন ভক্তগণ স্নেহাবেশে । হইয়া
 বিহ্বল মিলিলেন শ্রীনিবাসে ॥ শ্রীযত্ননন্দন চক্রবর্তী বিজয়র ।
 যাঁর ইচ্ছা দেব প্রভু দাস গদাধর ॥ নিজ ইচ্ছা সঙ্গোপন-দুঃখে
 দগ্ধ হিয়া । হইলা অধৈর্য্য তেঁহো আচার্য্য দেখিয়া ॥ শ্রী-
 নিবাসাচার্য্য চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার । স্থির হৈতে নারে নেত্রে
 বহে অশ্রুধার ॥ প্রভু গদাধর গুণ করিয়া কীর্তন । দৌহে
 কান্দে ফুকরি কান্দয়ে সর্বজন ॥ সে কান্দন শুনিতে পাষণ
 গলি যায় । দুঃখের তরঙ্গ কত উমড়ে হিয়ায় ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের
 ইচ্ছানতে কতক্ষণে । সবে স্থির হইয়া বৈসে গৌরঙ্গ-প্রাক্ষণে ॥
 বৃন্দাবনগমনাদি আচার্য্য জিজ্ঞাসে । তাহা সব নিবেদিল
 সুমধুর ভাষে ॥ আচার্য্যের প্রতি কহে শ্রীযত্ননন্দন । এক বর্ষ
 হৈল ব্রজে গমনাগমন ॥ দারুণ বিচ্ছেদ দুঃখে বৃন্দাবন গিয়া ।
 শীত্র যে আইলা ইথে জুড়াইল হিয়া ॥ এই দেখ প্রভু গদা-
 ধরের আসন । এ নির্জনে কৈলা তুমি তাঁহার দর্শন ॥ কি
 বর্ষিব কার্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে । মোর প্রভু অদর্শন হৈলা
 এই খানে ॥ সেই তিথি আরাধনা করিবার তরে । করিলু
 সামগ্রী এই দেখহ ভাণ্ডারে ॥ সর্বত্রই নিমন্ত্ৰণ পত্রী পাঠা-
 ইল । মহাস্তগণের এই বাসাস্থান কৈল ॥ যাজ্ঞিকাম গিয়া শীত্র

এথায় আসিবে । রহিয়া দিবস দশ সব সমাধিবে ॥ এঁহে
 আচার্য্যেরে কত কহিতে কহিতে । ঝরয়ে নয়ন বারি নারে
 নিবারিতে ॥ আচার্য্য ঠাকুর যৈছে চেক্টা নিরাধিয়া । যাজি-
 গ্রাম চলে নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ গ্রামে গিয়া বিষ্ণুপুরবাসি
 লোক-দ্বারে । সমাচার পত্রী পাঠাইলেন রাজ্যারে ॥ শ্রীখণ্ডে
 বাইয়া শীঘ্র শ্রীরঘুনন্দনে । শ্রীমহোৎসবের কথা কহিল
 নির্জ্জনে ॥ শুনিয়া ঠাকুর অতিব্যাকুল অন্তরে । প্রিয় শ্রীনি-
 বাসে কিছু কহে ধীরে ধীরে ॥ কার্তিকে শ্রীদাস গদাধর-সঙ্গো-
 পনে । প্রভু নরহরি শীর্ণ হৈলা কণে কণে ॥ কে বুঝিতে
 পারে তাঁর অন্তরের ব্যথা । সে দিবস হৈতে কারু মনে নাই
 কথা ॥ নিরন্তর সিক্ত ছুই নেত্রের ধারাতে । তাহা কি বলিব
 তুমি দেখিলা সাক্ষাতে ॥ মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা একাদশী দিনে
 অকস্মাৎ অদর্শন হৈলা এই খানে ॥ সেই তিথি আরাধনা
 করিবার তরে । হইল সামগ্রী সব দেখহ ভাগ্যারে ॥ প্রভু
 নিত্যানন্দাঈত চৈতন্যের গণে । নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলু
 স্থানে স্থানে ॥ আসিবেন প্রভু নিত্যানন্দের নন্দন । প্রভু অরৈ-
 তের পুত্র করিবে গমন ॥ রজনী প্রভাতে কালি যাজিগ্রাম
 দিয়া । কণ্টক নগরে যাব একত্র হইয়া ॥ তথা আসিবেন
 শ্রীপ্রভুর প্রিয়গণ । তাঁ সবার দর্শনে জুড়াবে নেত্র মন ॥ মহা
 মহোৎসব সাঙ্গ হৈলে সবে লইয়া । আসিব শ্রীখণ্ডে যাজি-
 গ্রামেতে রহিয়া ॥ ইহা শুনি শ্রীনিবাস মহাহর্ষ হৈলা । বিদায়

ହୈୟା ଶିଷ୍ୟ ଯାଜ୍ଞିଗ୍ରାମେ ଆଇଲା ॥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କବିରାଜ ଆଦି
 ପ୍ରିୟଗଣେ । କହିଲ ମକଳ କଥା ବସିଯା ନିଞ୍ଜନେ ॥ ଶୁନି ଯେ
 ସେହି କ୍ଷଣେ ବାମା ସ୍ଥିର କୈଳା । କରিতে ମାମଗ୍ରୀ ଆୟୋଜନ-ଯୁକ୍ତ
 ହେଲା ॥ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟାଗଣେର ଗମନ ହବେ ଏଥା । ଯାଜ୍ଞିଗ୍ରାମବାସୀ ଯେ
 ଶୁନିଲ ଏ କଥା ॥ ହୈଲ ସବାର ମହା ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତର । ସାର ସେ
 ଉଚିତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ପରସ୍ପର ॥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁର ହୁଏ ହୈୟା ପର
 ଦିନେ । କଟକ ନଗର ଯାହିବେନ ଏହି ଯନେ ॥ ବାଢ଼ିର ବାହିରେ ଆସି
 ଲୈୟା ନିଜଗଣ । ଶ୍ରୀଧଣ୍ଡେର ପଥ-ପାନେ କରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ॥ ଶ୍ରୀରଘୁ-
 ନନ୍ଦନ ଗଣସହ ଥଣ୍ଡୁ ହେତେ । ଯାଜ୍ଞିଗ୍ରାମେ ଆଇଲେନ ରଞ୍ଜନ-ପ୍ରଭାତେ ॥
 କତକ୍ଷଣ ରହିଯା ଶ୍ରୀଆଚାର୍ଯ୍ୟେର ଘରେ । ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଦି ସହ ଗେଲା
 କଟକନଗରେ ॥ କଟକନଗରେ ସର୍ବ ମହାନ୍ତେର ଗତି । ଦେଖିତେ
 ଯାୟେନ ଲୋକ ହୈୟା ହର୍ଷ ଅତି ॥ ସେ ସେ ମହାନ୍ତେର ଆଗମନ ଯଥା
 ହେତେ । ଶୁଭ ବାହୁଧାର୍ଥେ ତାହା ନାରି ବିସ୍ତାରିତେ ॥ ନାମ ଯାତ୍ର
 କହି ଅତି ଉଲ୍ଲାସ ହିସାୟ । ସେ ନାମ ଶ୍ରବଣେ ଭକ୍ତିରତ୍ନ ଲଭାୟ ॥
 ପ୍ରଭୁପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀପତି ଶ୍ରୀନିଧି ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ । ବାଣୀନାଥ ବନ୍ଧୁ ରାମଦାସ
 କବିଚନ୍ଦ୍ର ॥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଞ୍ଜୟ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର । ଶ୍ରୀଗାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ
 କୌର୍ତ୍ତନୀୟା ସତ୍ତୀଧର ॥ ଶ୍ରୀକମଳାକାନ୍ତ ବାଣୀନାଥ ବିପ୍ରବର । ବିଷ୍ଣୁଦାସ
 ନନ୍ଦନପଣ୍ଡିତ ପୁରନ୍ଦର ॥ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟାଦାସ କର୍ଣ୍ଣପୁର ପ୍ରେମସୟ । ଶ୍ରୀ-
 ଜ୍ଞାନକୌନାଥ ବିପ୍ର ଶୁଣେର ଆଳୟ ॥ ଶ୍ରୀଗୋପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋପାଳ
 ଦାସ ଆର । ଯୁରାରି ଚୈତନ୍ୟାଦାସ ପରମ ଉଦାର । ରଘୁନାଥ ବୈଦ୍ୟ
 ଉପାଧ୍ୟାୟ ନାରାୟଣ । ବଳରାମ ଦାସ ଆର ଦାସ ମନାତନ ॥ ବିପ୍ର

কৃষ্ণদাস শ্রীনকড়ি মনোহর । হরিহরানন্দ শ্রীমাধব মহীধর ॥
 রামচন্দ্র কবিরাজবসন্ত লবনি । শ্রীকাণ্ঠাকুর শ্রীগোকুল গুণ-
 মণি ॥ শ্রীমাধবাচার্য্য রামসেন দামোদর । জ্ঞানদাস নর্ত্তক
 গোপাল পীতাম্বর ॥ কুমদ গৌরাজদাস ছঃষির জীবন । নৃসিংহ
 চৈতন্যদাস দাস বৃন্দাবন ॥ বনমালীদাস ভোলানাথ শ্রীবিজয় ।
 শ্রীহৃদয়ানন্দসেন গুণের আলয় ॥ লোকনাথপণ্ডিত শ্রীপণ্ডিত
 য়ারি । শ্রীকাণ্ঠপণ্ডিত হরিদাসব্রহ্মচারী ॥ শ্রীঅনন্তদাস কৃষ্ণ-
 দাস জনার্দন । শ্রীভক্তিরতনদাতা দাস নারায়ণ ॥ ভাগবতা-
 চার্য্য বাণীনাথ ব্রহ্মচারী । চৈতন্যবল্লভদাস ভক্তি অধিকারী ॥
 শ্রীগুপ্ত গোপাল শ্রীগোপালদাস আর । শ্রীহর্ষ শ্রীলক্ষ্মীনাথ-
 পণ্ডিত উদার ॥ কহিতে কি মহাস্তম্ভগুণের নাহি অন্ত । নেত্র-
 ভরি দেখয়ে সকল ভাগ্যবন্ত ॥ কিবা সে অদ্বুত গতি তেজ
 সূর্য্যপ্রায় । দেখিতে সে শোভা কার নেত্র না জুড়ায় ॥ কিবা
 প্রভু অবৈতচন্দ্রের পুঞ্জধর । কৃষ্ণমিশ্র গোপাল পরমানন্দ-
 য় ॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে
 দৌহার প্রাণধন ॥ পতিত দুর্গতে যে বিলায় প্রেমভক্তি । এক
 মুখে বর্ণে সে চরিত্র কার শক্তি ॥ প্রভু নিত্যানন্দের নন্দন
 বীরভদ্র । ভুবন পাবন যৈহো গুণের সমুদ্র ॥ বর্ণিবেক কেবা,
 সে যশের নাহি পার । নিত্যানন্দ প্রভুর শাখায় খ্যাতি যায় ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

“শ্রীবীরভদ্রগোস্বামিঞ স্বক্ৰমশ শাখা । তাঁর উপশাখা যত

অসংখ্য তার লেখা ॥ ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত । বেদ-
 ধর্ম্মাভীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত ॥ অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা বাহিরে
 নির্দম্ব । চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপের তেঁহো মূলস্তম্ভ ॥ অদ্যাপি
 বাঁহার কুপাপ্রভাব হইতে । চৈতন্যানিত্যানন্দ গায় সকল
 জঁগতে ॥” ঐছে গুণ চরিত্রে বর্ণয়ে ভক্তগণ । সর্ব্ব প্রকারেতে
 প্রভু সবার জীবন ॥ প্রভু বীরভদ্র মহা আনন্দের কন্দ । কেহ
 বীরভদ্র কেহ কহে বীরচন্দ্র ॥ হেন বীরচন্দ্রে যে দেখয়ে
 একবার । সব ছাড়ি সেই সে চরণ করে সার ॥ দেখি বীর-
 চন্দ্রের গমন মনোহর । কণ্টকনগর বাসী কহে পরস্পর ॥ দেখ
 দেখ নিতাই-নন্দন বীরচান্দে । দেখিতে এ শোভা কি মদন
 ধৈর্য্য বাঞ্চে ॥ আহা মরি কিবা হুকোমল তনুখানি । কনক
 বিদ্যুৎ এ না রূপের নিছনি ॥ কিবা চারু চিকণ চাঁচরকেশ
 মাথে । কিবা ভালে তিলক ভুবন ভূলে যাতে ॥ ভুরু ভৃগ-
 পাঁতি দীর্ঘ লোচন পুঙ্কর । কি মধুর গণ্ড শ্রুতি নাসিকা
 সুন্দর ॥ বদনচন্দ্রমা নিম্বি চন্দ্রের মণ্ডল । কুন্দবৃন্দ দূরে দম্ব-
 ছাতি সুনির্ম্মল ॥ পরিসর বক্ষ কিবা গ্রীবার বলনি । কিবা
 ডুজ ডুজঙ্গ-কুঞ্জর-কর জিনি ॥ কি অদ্ভুত উদর কৃশিম-মধ্য-
 দেশ । কিবা জালু চরণের মাধুর্য্য অশেষ ॥ পরিধেয় বস্ত্রাদি
 করয়ে বল মল । যে দেখে বারেক তার জীবন সফল ॥ হেন
 অপরূপ রূপ নয়নে দেখিলু । জনমের মত এই পদে বিকা-
 ইলু ॥ ঐছে পরস্পর কত কহি স্থানে স্থানে । হইলা বিহ্বল

এসবার সন্দর্শনে ॥ এথা রঘুনন্দন গৌরান্ধ্র প্রাপ্তগেতে ।
 মহাস্তগণের আগমন চিন্তে চিতে ॥ হেনই সময়ে যত্ন কহে
 ধীরে ধীরে । সবে আসি প্রবেশিলা কণ্টকনগরে ॥ যত্নন্দ-
 নের মুখে এ কথা শুনিয়া । সবা সহ কতো দূরে চলে হর্ষ
 হৈয়া ॥ প্রভুতত্ত্বগণের গমন গঙ্গাতীরে । দেখিতে অধৈর্য্য
 যৈছে কে কহিতে পারে ॥ পরস্পর কি অদ্ভুত মিলন হইল ।
 প্রেমভক্তি রসের সমুদ্রে উথলিল ॥ যথা প্রভু করিলেন সম্মান
 গ্রহণ । তথা উপনীত হইলেন সর্বজন ॥ দেখিতে সেন্থান
 হিয়া বিদরিয়া যায় । ছাড়ে অতিদীর্ঘশ্বাস অগ্নিশিখা প্রায় ॥
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সম্মান সোঙারিয়া । করয়ে ক্রন্দন সবে ভূমে
 লোটাইয়া ॥ উঠিল ক্রন্দন রোল নহে নিবারণ । কারু স্মৃতি
 নাহি দেহে ধৈর্য্য বা কেমন ॥ সে দশা যে দেখিল সেই সে
 তার সাথী । আনের কি কথা দেখি কান্দে পশু পাখী ॥ পর-
 স্পর সবার গলায় সবে ধরি । করয়ে বিলাপ যৈছে কহিতে
 না পারি ॥ সম্মুখি নারে নেত্রে ধারা অনিবার । ধূলায়
 ধূষর অঙ্গ হইল সবার ॥ সকল মহাস্ত গিয়া গৌরান্ধ্র প্রাপ্তগে ।
 দেখি গৌরচন্দ্রে স্থির হৈলা কতকণে ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের ইচ্ছা
 বুঝনে না যায় । অকস্মাৎ বাঢ়ে স্তম্ভ সবার হিয়ায় ॥ কতকণ
 সবে প্রভু প্রাপ্তগে রহিয়া । অপূর্ব বাসায় হর্ষে উত্তরিলা
 গিয়া ॥ গণসহ শ্রীনিবাসাচার্য্য ভক্তিগয় । সর্বত্র নিযুক্ত সব
 কার্য্য সমাধয় ॥ প্রতি দিন যে উৎসব তার নাই অন্ত । দেখয়ে

সকল গ্রামবাসী ভাগ্যবন্ত ॥ কিবা কার্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি
 তায় । মহা মহোৎসব যৈছে কেবা অস্ত পায় ॥ যৈছে সঙ্কী-
 র্তনারস্ত গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে । তাহার উপমা স্থান নাই ত্রিভুবনে ॥
 মহাস্তম্ভগণের যৈছে শোভা সঙ্কীর্তনে । যৈছে প্রেম কৃষ্ণমিশ্র
 গোপালনর্তনে ॥ এতু বীরভদ্রের যে অদ্ভুত নর্তন । সে সব
 বর্ণিব স্থখে ভাগ্যবস্তগণ ॥ সঙ্কীর্তন স্থানেতে লোকের সংখ্যা
 নাই । বিলম্বে দেবগণ মনুষ্যে মিশাই ॥ অশ্রু কম্প পুল-
 কাদি সবার শরীরে । যৈছে প্রেমবন্যা তাহা কে বর্ণিতে
 পারে ॥ সপ্তমী অষ্টমী নবমী এ দিবসত্রয় । কৈছে দিবা রাত্রি
 যায় কেহ না জানয় ॥ মহা মহোৎসব হৈলে সবে তার পরে ।
 কিছু দিন রহিলেন কণ্টকনগরে ॥ কণ্টকনগর হৈতে শ্রীযু-
 নন্দন । সবা লৈয়া শ্রীখণ্ডেতে করয়ে গমন ॥ গমন সময়ে যে
 ব্যাকুল সর্বজন ॥ তাহা এক মুখে কভু না হয় বর্ণন ॥ শ্রীযু-
 নন্দন আদি কান্দিয়া কান্দিয়া । কহিল যে তাহা শুনি বিদ-
 রয়ে হিয়া ॥ যৈছে সমাদর কৈল শ্রীযুদ্বন্দন । তাহা কে বর্ণিব
 দেখে ভাগ্যবস্তগণ ॥ শ্রীযুদ্বন্দন যদ্বন্দনে কহয় । শীঘ্র খণ্ডে
 যাব'বে যেন বিলম্ব না হয় ॥ এঁছে কত কহি স্থখে সন্তোষবচন ।
 প্রথমেই যাজিগ্রামে গতি বিলক্ষণ ॥ এথা যদ্বন্দনাদি সান্নি-
 সর্বকার্য্য । যদ্বন্দনের চেক্টা পরম আশ্চর্য্য ॥ দীন প্রতি দয়া
 যৈছে কহিল না হয় । বৈষ্ণবমণ্ডলে যার প্রশংসাতিশয় ॥ যে
 রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত । দ্রবে দারু পাষণাদি শুনি

যাঁর গীত ॥ য়েঁহ মুখ্য দাস গদাধরের শাখায় । সদা মগ্ন য়েঁহ
গৌরবিগ্রহ সেবায় ॥ দাস গদাধর শ্রীপণ্ডিত গদাধরে ॥ ভিন্ন
জ্ঞান নাহি য়াঁর বিদিত সংসারে ॥ প্রসঙ্গ পাইয়া এথা সং-
ক্ষেপে জানাই । চৈতন্যাবতারে রাধা পণ্ডিত গৌসাই ॥
রাধিকা বিভূতিরূপ দাস গদাধর । জানাইলা কবিকর্ণপুর
বিস্তবর ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ১৪৭ ইত্যাদি শ্লোকাঃ—

শ্রীরাধাপ্রেমরূপা যা পূবা বৃন্দাবনেশ্বরী ।

সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ ॥

নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্ঘো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা ।

পূবা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামহৃন্দরবল্লভা ॥

সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ।

রাধামনুগতা যত্নললিতাপ্যনুরাধিকা ॥

অতঃ প্রাবিশদেয়া তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা ॥

ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী,

ন খলু গদাধর এম ভূত্বরেন্দ্রঃ ।

হরিরয়মথবা স্বয়ৈব শক্ত্যা;

ত্রিতয়মভূৎ সসখী চ রাধিকা চ ॥

ঐবানন্দব্রহ্মচারী ললিতেত্যপরে জগুঃ ।

স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং গতস্তু তৎ ॥

অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাৎ ত্রিরূপতাং ।

অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ॥

রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকাস্তিঃ পুরা স্থিতা ।
 সাদ্য গোরাঙ্গনিকটে দাসবংশো গদাধরঃ ॥
 পূর্ণানন্দা ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণীঃ ।
 সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরং ॥
 সৰ্ব্বপ্রকারেতে শ্রেষ্ঠ গদাই পণ্ডিত । শ্রীগোরাচন্দ্রের
 শাখা জগতে বিদিত ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

বড়শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি । তেঁহো লক্ষ্মীরূপা
 তাঁর সম অন্য নাই ॥ দাস গদাধরের প্রভাব অতিশয় । চৈত-
 ন্যের শাখা ও নিতাইর শাখা হয় ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

শ্রীদাস গদাধর শাখা সৰ্ব্বোপরি । কাজিগণ মুখে বোলা-
 ইলা হরি হরি ॥ শ্রীনিত্যানন্দের শাখা দাস গদাধর । জানা-
 ইল কৃষ্ণদাস কবি বিজ্ঞবর ॥

তত্রৈব ॥

শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস । চৈতন্যগোসাইর ভক্ত
 রহে তাঁর পাশ ॥ নিত্যানন্দে আজ্ঞা যবে গৌড়দেশ যাইতে ।
 মহাপ্রভু এই দৌহে দিলা তার সাঁথে ॥ অতএব দুইগণে
 দৌহার গণন । ঐছে বহু ব্যক্ত বরি কহে বিজ্ঞগণ ॥ গদাধরদাস
 সদা মত্ত ভাবাবেশে । নিত্যানন্দ প্রভু তৈছে তা সহ বিলসে ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

গদাধরদাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ । যাঁর ঘরে দানলীলা করে নিত্যানন্দ ॥ ঐছে গদাধর প্রভু নিত্যানন্দ সনে । নিরন্তর হর্ষ প্রেমভক্তি-রত্ন দানে ॥ অল্পে জানাইলু দাস গদাধর-ক্রিয়া । জানাইব অন্যত্রৈও প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ শ্রীযত্ননন্দন দাস গদাধর বিনে । যে রূপে গোড়ায় তা বর্ণিব কোন জনে ॥ নিরন্তর তাঁর গুণ করয়ে কীর্তন । ভক্তিরসাবিষ্ট সদা শ্রীযত্ননন্দন ॥ নিজ প্রভু মহোৎসব যৈছে সমাধিল । তাহা দেখি লোক সব বিস্মিত হইল ॥ কহিতে কি মহাভাগ্যবন্ত লোক-গণ । নেত্র ভরি কৈল সর্ব মহাস্ত দর্শন ॥ সকল মহাস্ত গেলা বাজিগ্রাম পথে । হইল গমন ধ্বনি শ্রীযাজিগ্রামেতে ॥ যাজিগ্রামবাসী লোক মহাহর্ষ মনে । আগুসরি সবে লৈয়া গেলা বাসস্থান ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহানন্দ হৈল । তাহা এক-মুখে কিছু বর্ণিতে নারিল ॥ আনে কি জানিব শ্রীনিবাসের হৃদয় । নিরিখয়ে পথপানে উৎকণ্ঠাতিশয় ॥ হেনকালে যত্ননন্দনাদিগণ সনে । কণ্টকনগর হৈতে আইলা হর্ষ মনে ॥ আর যে যে গ্রামে ভাগবতগণ ছিলা । আচার্য্যভবনে সবে একত্র হইলা ॥ মহামহোৎসব হৈল আচার্য্যভবনে । সবে মহাস্ত হইলেন সঙ্কীর্ণনে ॥ ঐছে চারি পাঁচ দিন শ্রীনিবাসঘরে । করিলেন স্থিতি সবে উল্লাস অন্তরে ॥ সর্ব সমাদরে শ্রীনিবাস বিচক্ষণ । শ্রীনিবাসে প্রশংসয়ে ভাগ্যবন্তগণ ॥ শ্রীরঘুনন্দন মহাহর্ষ স্নেহাবেশে । না জানি কি নিভূতে কহিলা শ্রীনি-

বাসে । মহাযত্নে লৈয়া প্রভু পরিকরগণে । চলিলেন ত্রীখণ্ডে
 পরমানন্দ মনে ॥ খণ্ডবাসী লোক অতি উল্লসিত চিতে ।
 আগুসরি আসি লৈয়া গেলেন খণ্ডেতে ॥ সেবায় নিযুক্ত যৈছে
 হৈলা সর্বজন । সে সব বিস্তারি এথা না হয় বর্ণন ॥ অন্য-
 গ্রামী লোকগণ খায় চারি ভিতে । প্রভু ভক্ত সন্দর্শনে নারে
 স্থির হৈতে ॥ মনের আনন্দে কেহো কারু প্রতি কয় । দেখ
 প্রভুগণের কি শোভা প্রেমময় ॥ পরম দুর্লভ এ দর্শন এক-
 ত্রেতে । মো' সবার ভাগ্যে মনে আইলা ত্রীখণ্ডেতে ॥ অল্প-
 কাল দর্শনেতে তৃপ্ত নহে হিয়া । বুঝি অকস্মাৎ বা যায়েন
 দুঃখ দিয়া ॥ কেহো কহে ওহে ভাই শীঘ্র না বাইব । ত্রীখ-
 ণ্ডেতে প্রেমের সমুদ্র উথলিব ॥ অগ্রহায়ণে কৃষ্ণা একাদশী
 সর্বোপরি । যাতে অদর্শন ক্রীঠাকুর নরহরি ॥ সেই একা-
 দশীকে আছয়ে দিন চারি । হবে যে উৎসব তা দেখিবা নেত্র
 ভরি ॥ কহিতে কি অতুল দুর্লভ সঙ্কীৰ্তনে । মনুষ্যের কথা
 কি মাতিব দেবগণে ॥ এঁছে পরস্পর কত কহে ঠাঁই ঠাঁই ।
 ত্রীখণ্ড নগরেতে লোকের সংখ্যা নাই ॥ প্রতিদিন যে উৎসব
 ত্রীখণ্ডনগরে । তাহা না বর্ণিয়ে গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে ॥ একা-
 দশীদিনে যে উৎসব অন্তনাই । যে শুনিলু তাহা কিছু সংক্ষেপে
 জানাই ॥ একাদশী প্রাতঃকালে শ্রীরঘুনন্দন । প্রভু পরিকরে
 কৈল আত্ম দিব্যদন ॥ গৌরান্ধ্রপ্রাঙ্গণে আসি মনের উল্লাসে ।
 করাইলা সজ্জা চারু অশেষ বিশেষে । কিবা প্রাঙ্গণের শোভা
 কহনে না যায় । যে দেখে বারেক তার নয়ন জুড়ায় ॥ সর্ব

মহাস্তের তথা হৈল আগমন । শোভায় সবার চিত্ত করে আকর্ষণ ॥ চন্দন তিলক ভালে অতি সুশ্লীলত । পরম উজ্জ্বল বাহুবন্ধ নামাঙ্কিত ॥ শ্রীসরকারঠাকুরের জীবন গোঁরাঙ্গে । দেখিতেই দিপুল পুলকভরে অঙ্গে ॥ শ্রীরঘুনন্দন যাঁরে লাড়ু খাওয়াইল । তাঁরে দেখি মনে মহাকৌতুক বাঢ়িল । কতক্ষণ কৈল ছুই শ্রীমূর্তি দর্শন । হইল সে প্রেমচেষ্টা না হয় বর্ণন ॥ বিপ্রবাণীনাথ অতিমধুব বচনে । সর্ব মনোরক্তি কহে শ্রীরঘুনন্দনে ॥ শ্রীমদ্ভাগবত অদ্য দিবসে শ্রবণ । রাত্রিযোগে সঙ্কীর্তনানন্দ আস্বাদন ॥ শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবেন শ্রীনিবাস । শুনি রঘুনন্দনেব অধিক উল্লাস ॥ সেটক্ষণে অপূর্ব আসন করাইলা ! বসিতে সকল মহাস্তরে নিবেদিল ॥ শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি মতেক মহাস্ত । বসিলেন আসনে শোভার নাই অন্ত ॥ কৃষ্ণমিশ্র গোপাল পরমানন্দ মনে । প্রভু বীরভদ্র বসিলেন দিব্যাসনে ॥

শ্রীরঘুনন্দন অতিশয় স্নেহাবেশে । সর্ব মহাস্তের আগে নিল শ্রীনিবাসে । সকল মহাস্ত শ্রীনিবাস প্রতি কয় । শুনিতে গোমার মুখে বড় সাধ হয় ॥ শ্রীমদ্ভাগবত পড় বসি এ আসনে । না কর সঙ্কোচ আশা সবার বচনে ॥ শুনি শ্রীনিবাস ভূমে পড়ি প্রণমিয়া । করয়ে যে দৈন্য ধৈর্যধরে কে শুনিয়া ॥ পুনঃ পুনঃ অনুমতি পাইয়া সবার । বসিলা আসনে শোভা হৈল চমৎকার ॥ পুস্তকে অর্পিয়া পুষ্প তুলসীচন্দন । করয়ে আরম্ভ চারু মঙ্গলাচরণ ॥ কোকিল জিনিয়া অতি সুমধুর

স্বরে । উচ্চারণে শ্লোক যেন স্বধারষ্টি করে ॥ শ্রীরাসবিলাস
 কথা রসের পঁাথার । কহিতে অধৈর্য্য নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
 বিবিধপ্রকারে প্রতিপদ্য ব্যাখ্যা করে । নানা রাগ প্রভেদ
 প্রকাশে পদ্যদ্বারে ॥ কি অদ্ভুত কথার মাধুর্য্য ধৈর্য্য নাশে ।
 উপমার স্থান নাই সে মধুর ভাষে ॥ মহাবর্ষাপ্রাঘ প্রেমবর্ষে
 সে কথায় । সকলে বিহ্বল হর্ষ উথলে হিয়ায় ॥ অনিমিথ
 নেত্রে চাহে শ্রীনিবাস পানে । নিবারিতে নারে অশ্রু ঝরয়ে
 নয়নে ॥ মহ'কুণ্ডলের হয় যে ভাব বিকার । তাহা একমুখে
 কি বর্ণিব মুই ছার ॥ আনুবিস্মরিত কেহ মনে মনে কয় ।
 শ্রীশুক অর্পিল শক্তি তেঞি ঐছে হয় ॥ কেহ কহে শক্তি
 সঞ্চারিল বেদন্যাস । তেঞি এ অদ্ভুত অর্থ করয়ে প্রকাশ ॥
 কেহ কহে গদাধরপণ্ডিত গোসাঞি । বুঝি রূপাশক্তি পূর্ণ
 প্রকাশে এথাই ॥ কেহ কহে পণ্ডিতশ্রীবাসাদি রূপায় । ঐছে
 পাঠলালিত্য কি তুলনা ইহায় ॥ কেহ কহে গৌরপ্রেমস্বরূপ
 এ হন । এ মুখে সে বক্তা তেঞি ঐছে আকর্ষণ ॥ ঐছে
 স্নেহাবেশে মনে যে হয় সবার । তাহা কেহ বর্ণিবেন করিয়া
 বিস্তার ॥ প্রভুপরিকরের কি অদ্ভুতচরিত । করয়ে শ্রবণ যৈছে
 উপমারহিত ॥ শ্রীমদ্ভাগবত কথায়ত আশ্বাদনে । কৈছে দিন
 যায় তাহা কিছুই না জানে ॥ শ্রীনিবাস দেখে দিবা অবসান
 হৈল । প্রার্থনাপূর্ব্বক কথায়ত সাস্ত্র কৈল ॥ গ্রন্থে প্রণমিয়া
 অতি দীনতা অন্তরে । ভূমে পড়ি প্রণমিলা প্রভুপরিকরে ॥
 ৫ ভূপরিকরগণ হইয়া উল্লাস । শ্রীনিবাসে ঐছে স্নেহ করয়ে

প্রকাশ ॥ কেহ শ্রীনিবাস শিরে শ্রীহস্ত ধরয় । জুড়াইলু বলি
 নেত্রজলে সিক্ত হয় ॥ হউক তোমার সব মনোরথ সিদ্ধি ।
 তোমাতে বঞ্চিত যে বঞ্ছুক তারে বিধি ॥ যে লইবে তোমার
 শরণ সেই ধন্য । অবশ্য মিলিব তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ কেহ
 হস্তে স্পর্শি মুখে কহে বার বার । এ মুখ সদাই মনে রহুক
 আমার ॥ অধৈর্য্য হইয়া পুন ধীরে ধীরে কয় । তোমা হৈতে
 জীবের হইবে দুঃখ ক্ষয় ॥ কেহ কহে তোমার বালাই লৈয়া
 মরি । আইসহ তোমাতে বারেক কোলে করি ॥ কোলে
 লইয়া তিলেক ছাড়িতে নাহি পারে । মনে হয় রাখে সদা
 হিয়ার ভিতরে ॥ কেহ কেহ কত না করিয়া আশীর্ব্বাদ ।
 ধরিয়া হিয়ায় কহে পূর্ণ হৈল সাধ ॥ হৈয়াছে সকল শূন্য তাথে
 দন্ধ হিয়া । করিলা শীতল কথামৃত পিয়াইয়া ॥ কেহ আলিঙ্গন
 করি নারে স্থির হৈতে । সমর্পয়ে শ্রীমূর্ত্তিরে চরণেতে ॥ নর-
 হরি রঘুনন্দনের প্রেমাধীন । এ দৌহার গুণে মত্ত হয় রাত্রি
 দিন ॥ ভক্তিরস সাগরে ডুবাও হীনজনে । ঐছে কত কহে
 অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ কেহ প্রণমিয়া কহে কৃতার্থ করিলা ।
 শ্রীমদ্ভাগবত কথারসে ডুবাইলা ॥ কেহ মহা উল্লাসে রহয়ে
 মৌন ধরি । ঐছে যে অপূর্ব্ব চেষ্টা বর্ণিতে না পারি ॥ শ্রীনি-
 বাস প্রতি এ প্রকার আচরণ । দেখে মহানন্দে ভাগ্যবন্ত
 লোকগণ ॥ সর্ব্বমহাস্তের মহা আনন্দ জন্মিল । শ্রীরঘুনন্দন
 গুণে বিহ্বল হইল ॥ রঘুনন্দনেরে প্রশংসয়ে বার বার । সে সব
 ব্রহ্ম বর্ণিবারে শক্তি কার ॥ রঘুনন্দনের চিত্তে লজ্জা অতি-

শয় । আপনা মানয়ে দীন দৈন্য প্রকাশয় ॥ এ সকল রীতু কি
 বুঝি অন্যজন । শ্রীচৈতন্যকথায় গোড়ায় কতক্ষণ ॥ প্রভুদ্বয়
 উত্থাপন আরতি দর্শনে । উঠিলেন সবে শীত্ৰ প্রণমি প্রাপ্তগে ॥
 শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়ের দর্শনেতে হর্ষ হৈলা । সঙ্কীৰ্ত্তনারম্ভের উদ্যোগ
 করাইলা ॥ শ্রীরঘুনন্দন নিজগণে নিদেশিল । সবে শীত্ৰ গৌরা-
 ঙ্গের প্রাপ্তগে আইলা ॥ অবশেষ যে ছিল তা স্মজ্জ করিল ।
 অতিযত্নে খোল করতালাদি রাখিলা ॥ হইল প্রস্তুত রঘুনন্দনে
 কহিল । শ্রীরঘুনন্দন প্রভুগণে জানাইল ॥ করিয়া প্রভুর
 সঙ্ক্যা আরতি দর্শন । দেখে সঙ্কীৰ্ত্তন আরম্ভের প্রয়োজন ॥
 খোল করতালাদি অনেক নিরখিয়া । প্রশংসয়ে সকলে পরম
 হর্ষ হইয়া ॥ দেখয়ে অনেক পাত্রে স্নগন্ধি চন্দন । পৃথক্ পৃথক্
 পাত্রে পুষ্পহারগণ ॥ নানা পুষ্পমালা সে সৌগন্ধ অতিশয় ।
 অপূৰ্ব রচনা সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ঐছে বহু দেখিয়া প্রভুর
 প্রিয়গণে । পরস্পর কহে কি অপূৰ্ব আয়োজন ॥ শ্রীরঘুনন্দন
 কহে করি পরিহার । প্রসাদি চন্দন মালা কর অঙ্কীকার ॥
 শুনি সর্ব মহাম্ভের বাঢ়িল কোঁতুক । পরস্পর পরাইব ইথে
 মহাসুখ ॥ পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে শ্রীরঘুনন্দন । শ্রীচন্দনমালা
 সবে কৈলা সমর্পণ ॥ শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল ।
 তাহে কেহ অর্পয়ে চন্দন পুষ্পমাল ॥ শ্রীচন্দন মালা শোভে
 সর্ব মর্দলেত * । নিরন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা বৈসে যাতে ॥

শ্রীযত্নন্দন শ্রীলোচন দুই জন । লইলেন পুষ্প মালা সুগন্ধি
চন্দন ॥ দৌহে কৃষ্ণমিশ্র গোপালেরে পরাইয়া । দেখয়ে অমৃত
শোভা নয়ন ভরিয়া ॥ পরম আনন্দ মনে শ্রীরঘুনন্দন । শ্রীবীর-
চন্দ্রের সঙ্গে চর্চয়ে চন্দন ॥ নানা পুষ্পমালায় বিচিত্র বেশ
কৈল । দেখিতে সে শোভা সুখ-সমুদ্রে ডুবিল ॥ প্রভু বীর-
চন্দ্রের ইঙ্গিতে শ্রীনিবাস । শ্রীমালা চন্দন লৈয়া গেলা প্রভু-
গাশ ॥ প্রভু বীরচন্দ্র মালাচন্দন আপনে । পরাইলা মহাহর্ষে
শ্রীরঘুনন্দনে ॥ শ্রীরঘুনন্দন স্নেহে নিষল হইলা । শ্রীমালা
চন্দন শ্রীনিবাসে পরাইলা ॥ পরস্পর হৈল মালা চন্দন গ্রহণ ।
বিস্তারি বর্ণিব ইহা ভাগ্যবন্তগণ ॥ সবে দাঁড়াইলা চারু চন্দ্রা-
তপ তলে । পরম অন্তরু শোভা সমুদ্রে উথলে ॥ প্রভু গরি-
করণ গুণের আলয় । গীত নৃত্য বাদ্যে বিশারদ অতিশয় ॥
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি সঙ্কীর্্তনস্থলে । চতুর্দিকে বেড়ি কতশত
দীপ জলে ॥ পাষণ্ডমর্দন মর্দনের শব্দমাত্রে । পুলক ব্যাপিল
সব বৈষ্ণবের গাত্রে ॥ কি বা সে মধুর ঝাঁজ বাদ্যের চাতুরী ।
বাজার স্ফুন্দে চারু খমক (১) খঞ্জরী ॥ বাদক সকল পাঠা-
কর উচ্চারণ । শব্দের ঘটায় যেন সুধারসি হয় ॥ গায়ক সকল
সে আলাপ বর্ণ রৌতে । আলাপয়ে নানা ভাঁতি উপমা কি
দিতে ॥ করিয়া আলাপ রাগ একট করয় । কহিতে কি
রাগের সৌভাগ্য অতিশয় ॥ (২) শ্রুতি স্বর গ্রাম মুচ্ছনা

(১) মধো ঝাঁজসহিত বাদ্যযন্ত্র ।

(২) শব্দগাথি—স্বরবিশেষ, পঞ্চম তরঙ্গে বিভাজ্য দেখ ।

ভালাদি আর । গমক প্রভেদ প্রকাশরে চমৎকার ॥ বিবিধ
 প্রসঙ্গে তাল প্রভেদ প্রচারে । আনের কা কথা গন্ধর্বের গর্ভ
 হরে ॥ বাঢ়য়ে সবার বল করিতে কীর্তন । ষোড়শবর্ষের প্রায়
 হৈলা যুদ্ধগণ ॥ সঙ্কীর্তন স্থখের সমুদ্র উথলিল । পশু পক্ষী
 মনুষ্য দেবাদি যুদ্ধ হৈল ॥ সঙ্কীর্তন স্থলেতে লোকের নাই
 পার । সবাকার নেত্রে অশ্রুধারা অনিবার ॥ দেবগণ মিশা-
 ইয়া মনুষ্যের মেলে । ভাসে সঙ্কীর্তন-স্থখ-সমুদ্র-হিলোলো ॥
 সকল মহাস্ত হৈয়া আত্ম বিস্মরিত । করয়ে যেনৃত্য তাহে জগৎ
 মোহিত ॥ কৃষ্ণমিশ্র শ্রীগোপাল দৌহার নর্তনে । যে আনন্দ
 ভাষা কি বর্ণিব কবিগণে ॥ নাচয়ে শ্রীবীরভদ্র ভঙ্গি স্তমধুর ।
 যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর ॥ দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য
 কহে লোকগণ । না হৈল অনেক নেত্র হৈল ছনয়ন ॥ ইথে
 না পুরয়ে আর্তি কহিয়া কহিয়া । অনিমিথ নেত্রে সবে রহয়ে
 জাছিয়া ॥ চতুর্দিকে ফিরে অন্ধ ব্যাকুল হৃদয় । শুনিলেন
 নাচে নিত্যানন্দের তনয় ॥ কেহ কাহু প্রতি পুছে কি নাম
 ইহার । তেহে কহে বীরভদ্র জগতে প্রচার ॥ শুনি অন্ধ
 উলসিত অন্তরে বিচারে । যে নাম ইহার ইথে অমঙ্গল
 হরে ॥ এঁছে বিচারিয়া স্তুতি করে মনে মনে । বীর পদ হৈল
 দুই সংহার কারণে ॥ করিতে জীবের মহা অমঙ্গল কয় ।
 ভদ্র পদ হৈল তেঞি গুহে দয়াময় ॥ বিধাতা করিল অন্ধ
 না পাই দেখিতে । যে উচিত হয় এতু বিচারহ চিতে ॥
 এঁছে কত কাদিতে কাদিতে অন্ধ কর । জানিলেন এতু

নিত্যানন্দের তনয় ॥ সৰুৰূপ হৈয়া চাহে অঙ্গগণ প্রতি ।
 অঙ্গ নেত্র পাইল কিবা অঙ্গের সুরতি ॥ স্বচ্ছন্দে দেখয়ে
 বীরভদ্রের নর্তন । জয় জয় জয় ধ্বনি ব্যাপিল ভুবন ॥ সঙ্কী-
 র্তনে রজনী হইল অবসান । গৌরাগুণ সোড়রিতে বিদগ্ধে
 পরাণ ॥ প্রভু পরিকর ধৈর্য্য ধরিতে না পারে । উৰ্দ্ধ বাহু
 করিয়া ডাকয়ে উচ্চস্বরে ॥ কোথা গৌরচন্দ্র প্রভু শচীর
 নন্দন । কোথা নিত্যানন্দ রাম দুঃখির জীবন ॥ কোথা
 শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গুণের আলায় । কোথা শ্রীপণ্ডিত গদাধর
 প্রেমময় ॥ হরিদাস শ্রীবাস স্বরূপ রামানন্দ । কোথা শ্রীমা-
 ধব বাহু মুরারি মুকুন্দ ॥ কোথা মোর গদাধর দাস নরহরি ।
 লইয়া এ সব নাম কঁদয়ে কুকরি ॥ গগনসহ দেখা দেহ
 গোরা বিনোদিয়া । এত কহি ভূমিতলে পড়ে লোটাইয়া ॥
 অমিশিখা-সম সে নিখাস নিরস্তর । হইল সবার অঙ্গ ধূলার
 ধূসর ॥ দারুণ বিয়োগ ব্যথা বাড়িল প্রচুর । উঠিল ক্রন্দন
 রোল ধৈর্য্য গেল দূর ॥ ভক্তের ব্যাকুলে প্রভু স্থির হৈতে
 নারে । না জানি কি রূপে সন্তোষিলেন সবারে ॥ শ্রীমহা-
 প্রভুর এই অলৌকিক লীলা । দুঃখ হৈতে আনন্দ সমুদ্রে
 ডুবাইলা ॥ কিবা সে আনন্দাবেশ হইল সবার । কেহ কাক
 চরণে ধরয়ে বার বার ॥ কেহ করে আলিঙ্গয়ে প্রফুল্ল বরন ।
 আনন্দাশ্রু-জলে পূর্ণ সবার নয়ন ॥ পরস্পর বিবিধ প্রকারে
 সম্বোধন । দেখয়ে হইল নিশি প্রভাত সময় ॥ মঙ্গল আরম্ভ
 দেখি উন্নত মনে । করয়ে প্রণাম সবে প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥

সে সময়ে করি প্রভু গণের দর্শন । চতুর্দিকে হরি বোল
 বোলে লোকগণ ॥ লোকের সংঘট যত কহিল না হয় ।
 পরস্পর লোকগণ নানা কথা কয় ॥ কেহ কহে অদ্য নিশি
 শীত্রে পোহাইল । নিকরুণ বিধি নিশি বুদ্ধি না করিল ॥
 এ হেন শ্রীএকাদশী বহু ভাগ্যে মিলে ॥ যাতে প্রেমরুষ্টি
 কৈলা মহাস্ত সকলে ॥ কেহ কহে কিবা মহাম্ভের আচরণ ।
 দেখু উপবাস যৈছে তৈছে জাগরণ ॥ কেহ কহে চৈতন্যের
 পরিকর বিনে । শ্রীএকাদশীতে যে কর্তব্য তা কে জানে ॥
 কেহ কহে শ্রীএকাদশীতে এই রীত । অন্নাদি গ্রহণ না
 করিবে কদাচিত ॥ এবে কুন কুন পাপী শ্রীএকাদশীতে ।
 অন্যে অন্ন ভুজায় ভুজয়ে হর্ষ চিতে ॥ না মানয়ে শাস্ত্র করে
 শ্রমত কল্লনা । এ হেন পাপির দেখি পাইয়ে বেদনা ॥
 কেহ কহে প্রভু পরিকর কৃপা যাঁরে । একাদশী ভ্রমের
 নিয়ম প্রাপ্ত তাঁরে ॥ কেহ কহে মো পাপির হইব কি গতি ।
 শ্রীএকাদশীতে কি জন্মিব দূরতি ॥ কেহ কহে পাপে মগ্ন
 হৈনু নিরন্তর । না বুঝিনু কিছু মুই বড়ই পামর ॥ কেহ
 কহে বৈষ্ণব পরম কৃপাশান । করিবেন সর্ব-প্রকারেতে পরি-
 জ্ঞান ॥ কেহ কহে বড় দুঃখ রাহল হিয়ায় । লোটাইয়া
 না পড়িনু বৈষ্ণবের পায় ॥ কেহ কহে কুন চিন্তা না করিহ
 আর । এবে অভিলাষ পূর্ণ হবে মো সবার ॥ ঐছে কত
 কহি গিয়া সঙ্কীর্্তন-স্থলে । লোটাইয়া পড়ে সিন্ত হইয়া
 নেত্রজলে ॥ দেখিয়া লোকের চেষ্টা প্রভু প্রিয়গণ । যে

কৃপা করিল তাহা না হয় বর্ণন ॥ কহিতে কি মহাস্তুগণের
 প্রেমাবেশ । শ্রীরঘুনন্দনে শ্লাঘা করয়ে অশেষ ॥ কেহ কহে
 শ্রীরঘুনন্দনে প্রীত যার । জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বশ তার ॥
 কেহ কহে কি দয়ালু শ্রীরঘুনন্দন । অতিদীন হীন দুঃখিজনের
 জীবন । কেহ কহে কি দৈন্য বিনয় নাই হেন । কেহ কহে
 কম্পের প্রায় শোভা যেন ॥ কেহ কহে গীত বাদ্য নৃত্যে
 মহাধীর ॥ কেহ কহে রঘুনন্দনের মহাপ্রীতে । হৈল যে কীৰ্ত্ত-
 নানন্দ উপমা কি দিতে ॥ ঐছে কত কহে রঘুনন্দনের কথা ।
 হেনকালে শ্রীরঘুনন্দন আইলা তথা ॥ শুনি নিজশ্লাঘা চিত্তে
 লজ্জা অতিশয় । চাইলেন যৈছে তাহা কহিল না হয় ॥ আপনা
 মানয়ে দীন প্রশংসা না সহে । করয়ে যে দৈন্য শুনি কেবা
 স্থির রহে ॥ রঘুনন্দনের দৈন্য শুনি সর্বজনে । হইলা বিহ্বল
 অশ্রু ঝরণে নয়নে ॥ শ্রীরঘুনন্দনে করি দৃঢ় আলিঙ্গন । কত-
 কণে স্থির হৈলা প্রভুপ্রিয়গণ ॥ শ্রীরঘুনন্দন সবা প্রতি নিবে-
 দয় । শ্রীদ্বাদশী পারণেতে কৈছে আভা হয় ॥ সবে কহে
 একত্রে বসিয়া সর্বজন । করিব শ্রীগোরাঙ্গের প্রসাদসেবন ॥
 শুনি রঘুনন্দনের হৈল হর্ষ হিয়া । শীঘ্র নানা সামগ্রী করান
 বহু পাত্র ॥ মহাস্ত সকল নিজ নিজ বাসা গেলা । গণসহ সবে
 প্রাতঃক্রিয়াদি করিলা ॥ এথা নানা পকানাদি প্রস্তুত হইল ।
 পূজারি প্রভুকে শীঘ্র ভোগ সমর্পিল ॥ কতক্ষণ পরে প্রভু সম্মত
 জানিয়া । ভোগ সরাইলেন পূজারি হর্ষ হৈয়া ॥ সর্বমহাস্তেরে
 আনি শ্রীরঘুনন্দন । করাইল প্রভুর শ্রীভোগের দর্শন ॥ প্রভুর

ভোগের শোভা कहেনে না যায় । দেখি সৰ্ব্বমহাস্তর উল্লাস
হিয়ায় ॥

প্রভুর শ্রীআরাত্রিক করিয়া দর্শন । বসিলেন গিয়া যথা
করিব ভোজন ॥ বসিলেন সবে কিবা অপূর্ব বন্ধানে । হইল
অদ্ভুতশোভা ভোজনের স্থানে ॥ কদলীর পত্র, পাত্রে সুবা-
সিত বারি । পরিবেশে কত জন মহাযত্ন করি ॥ এথা প্রেম-
ভক্তিময় পূজারি যতনে । প্রভুকে শয়ন করাইলা হর্ষ মনে ॥
প্রভুর চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণমিলা । করিতে পরিবেষণ প্রস্তুত
হইলা ॥ গোধূমচূর্ণের পূপাদিক বহু হয় । ছুঙ্কের বিকার
নানা ফল মূল্যদয় ॥ যত্নপূর্ব পাত্রে লৈয়া চলে বহু জনে ।
ক্রমে পরিবেশন করয়ে হর্ষ মনে ॥ সর্বত্রই সর্বদ্রব্য দিয়া
থরে থরে । পরিবেশে শ্রীচরণায়ত মহাস্তরে । শ্রীরঘুনন্দনে
সর্বমহাস্ত কহয় । তুমি না বৈসহ ইথে সুখ না জন্ময় ॥ শুনি
দৈন্য করি কহে শ্রীরঘুনন্দন । করুন ভোজন দেখি জুড়াক
নয়ন ॥ হরিধ্বনি করি সবে ভুঞ্জন কোতুকে । দাঁড়াইয়া
শ্রীরঘুনন্দন দেখে সুখে ॥ তথা হৈতে শ্রীভোগমন্দিরে শীঘ্র
গিয়া । এক ভোগ লইলেন পৃথক্ করিয়া ॥ শ্রীঠাকুরনরহরি
ছিল। যে নির্জনে । তথা শ্রীপ্রসাদ লৈয়া গেলেন আপনে ॥
তৈঁহো যে আসনে বসিতেন তাহা লৈয়া । তাথে বসাইলা
ধ্যানে দৈন্যে গম হৈয়া ॥ আসন সম্মুখে নানাদ্রব্য সাজাইলা ।
জলপাত্রে প্রসাদি বাসিত জল দিলা ॥ এক পাত্রে প্রসাদি
ভাস্বল দিলা আর । অন্য পাত্রে দিলা গৌরাজের পুষ্পহার ॥

ধ্যানে তৎক জব্য আদি সমর্পণ কৈলা । করিয়া প্রার্থনা ধরধার
 আচ্ছাদিলা ॥ বাহিরে আসিয়া রহিলেন কতক্ষণ । সমস্ত
 জানিয়া চলে দিতে আচমন ॥ দ্বার যুটাইয়া দেখে প্রভু নর-
 হরি । আসনে বসিয়া আছে দিব্যরূপ-ধরি ॥ দেখিতেই মাত্র
 আত্মবিস্ময়িত হৈলা । অনর্শন হৈতে দুঃখসমুদ্রে ডুবিলা ॥
 কতক্ষণে স্থির হৈয়া দিলা আচমন । ভূমে পড়ি প্রণমিলা
 সজলনয়ন ॥ আসন লইয়া মাথে রাখি পূর্বস্থানে । গেলা
 শীত্ৰ মহাস্তম্ভগণের সম্মিথানে ॥ দেখয়ে ভোজনে কিবা কৌতুক
 সবার । ভুঞ্জে সবে সামগ্রী প্রশংসি বার বার ॥ শ্রীরঘুনন্দন
 কত করিয়া বিনয় । ভুঞ্জিতে বিশেষ পুনঃ পুনঃ নিবেদয় ॥
 পরম আনন্দে সবে করিয়া ভোজন । পরস্পর কহি কত কৈল
 আচমন ॥ স্নেহাবেশে কহে সবে শ্রীরঘুনন্দনে । লইয়া সকলে
 শীত্ৰ বৈসহ ভোজনে ॥ শ্রীনিবাস আদি সবে শ্রীরঘুনন্দন ।
 ভুঞ্জাইয়া যত্নে কৈল আপনি ভোজন ॥ ভুঞ্জয়ে আনন্দে বহু
 লোক ঠাই ঠাই । সবে কহে এহেন উৎসব দেখি নাই ॥ হৈল
 মহামহোৎসব দ্বাদশী দিবসে । এ সকল প্রসঙ্গ ব্যাপিল সর্ব-
 দেশে ॥ শ্রীরঘুনন্দন সর্বকার্য সমাধিয়া । গৌরান্ধ্রপ্রাঙ্গণে আই-
 লেন হর্ষ হৈয়া ॥ গৌরান্ধ্রের উত্থাপন আরতি দর্শনে । প্রভু-
 প্রিয়গণ আইলা গৌরান্ধ্রপ্রাঙ্গণে ॥ করি চারু আরতি দর্শন ।
 গৌরান্ধ্রের প্রাঙ্গণে বসিলা সর্বজন ॥ কতক্ষণ কৃষ্ণলীলা আলা-
 পন কৈলা । সন্ধ্যা আরাত্রিক দর্শনেতে হর্ষ হৈলা ॥ সবে প্রণ-
 মিলা প্রভু গৌরান্ধ্রপ্রাঙ্গণে । হইলেন মহামত শ্রীনাগকীর্তনে ॥

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ব্যতীত হইল । কিছুকাল বাসা গিয়া শয়ন
 করিল ॥ নিশান্ত সময়ে শীত্রে শয়ন তেজিয়া । করিলেন সবে
 দস্তধাবনাদি ক্রিয়া ॥ রজনী প্রভাতে রঘুনন্দন আপনে । আই-
 লেন সব মহাস্তের বাসাস্থানে ॥ পরস্পর হৈল কিবা প্রেম
 আচরণ । দেখিতে সে সব কার না জুড়ায় মন ॥ শ্রীপতি
 শ্রীনিধি রঘুনন্দনে কহয় । অদ্য যাত্রা করিতে সমার মন হয় ॥
 শ্রীরঘুনন্দন কহে ঐছে ভাগ্য নাই । কিছু দিন সকলে দেখিয়ে
 এক ঠাই ॥ যদি মোর ভাগ্যে এথা হৈল আগমন । দুই চারি
 দিবস ছাড়িয়ে নহে মন ॥ বিপ্র বাণীনাথ কহে শ্রীরঘুনন্দনে ।
 কালিপ্রাতে অনুমতি দিবেন আপনে ॥ শুনি রঘুনন্দন হাঁসিয়া
 মন্দ মন্দ । কহে কালি যে হইবে ইথে কি নির্বন্ধ ॥ পারণেতে
 কৈলা কালি পূপাদি ভঞ্জন । পুন আর জলবিন্দু নহিল গ্রহণ ॥
 অদ্য প্রতি বাসায় রন্ধন শীত্রে হবে । স্নানাদি করিলে শীত্রে সুখ
 পাই তবে ॥ শুনি রঘুনন্দনের মধুর বচন । স্নানাদিক করিলা
 প্রভুর প্রিয়গণ ॥ প্রসাদি মিষ্টান্ন নানাবিধ পাত্রে করি ।
 লইয়া আইলা গৌরচন্দ্রের পূজারি ॥ শ্রীচরণায়ুত সহ সর্ব-
 ত্রেই দিলা । পরমকৌতুকে সবে সে সব ভুঞ্জিলা ॥ হইল
 সর্বত্রে নানাবিধানে রন্ধন । কৃষ্ণে সমর্পিয়া সবে করিলা
 ভোজন ॥ কৃষ্ণকথা বিনে কেহ রহিতে না পারে । দিবা রাত্রি
 ভাসে প্রেমসমুদ্রে পঁাথারে ॥ শ্রীরঘুনন্দনের আনন্দ অতিশয় ।
 দিবা রাত্রি কৈছে যায় কিছু না জানয় ॥ ঐছে সবে দুই চারি
 দিবস রাখিলা । বিদায় হইল ইথে ব্যাকুল হইলা ॥ করিতে

বিদায় কত করি সমাদর । সকলের সঙ্গে দ্রব্য দিলেন বিস্তর ॥
 শ্রীবীরভদ্রের দুটি করেতে ধরিয়া । কহিলেন কত নেত্রজলে
 সিক্ত হইয়া ॥ কৃষ্ণমিশ্র গোপালের মুখ নিরখিয়া । না জানি
 কি কহিতে উমড়ি উঠে হিয়া ॥ প্রত্যেক মহাস্তুত্রে যে সব
 কহয় । তাহা বর্ণিবেন কুন কুন মহাশয় ॥ পরস্পর যে কথা
 তা শুনিতে দুষ্কর । যে শুনিল তার হৈল বিদৌৰ্ণ অন্তর ॥
 প্রাতঃকালে বিদায় হইয়া সৰ্ব্বজনে । চলিতে অধৈর্য্য অশ্রু
 ঝরেয়ে নয়নে ॥ গৌরাঙ্গ-প্রাক্ষণে আসি সবে প্রণমিলা । পূজারি
 প্রসাদ মালা যত্নে আনি দিলা ॥ শ্রীগুণ হইতে সবে করিলা
 গমন । না ধরে ধৈর্য্য খণ্ডবাসী লোকগণ ॥ দারুণ বিচ্ছেদ
 দুঃখে কত উঠে চিতে । প্রভুগণ সঙ্গে চলে নারে স্থির হৈতে ॥
 কথোদূর যাইয়া শ্রীপতি-আদি যত । শ্রীরঘুনন্দনে স্থির কৈল
 কহি কত ॥ শ্রীনিবাসে অতি অনুগ্রহ প্রকাশিলা । শ্রীযছু-
 নন্দন আদি সবে প্রবোধিলা ॥ পরস্পর হৈল যৈছে প্রেম-
 অচরণ । দেখিতে সে সব কার না দ্রব্যে মন ॥ হইয়া ব্যাকুল
 চলিলেন সৰ্ব্বজনে । শ্রীরঘুনন্দন চাহি রহে পথপানে ॥ শ্রীরঘু-
 নন্দন শ্রীনিবাসাদি-সহিতে । আইলা নিজালয়ে গুণ কহিতে
 কহিতে ॥ সে দিবস শ্রীখণ্ডে লইয়া সৰ্ব্বজনে । হইলেন মহা-
 যত্ন শ্রীকথা কীর্তনে ॥ তার পর দিন অতি ব্যাকুল হিয়ায় ।
 যে যথা যাবেন তাঁরে দিলেন বিদায় ॥ যাজ্ঞিকগ্রামে শ্রীনিবাস
 করিলা গমন । কন্টক নগরে গেলা শ্রীযছুনন্দন ॥ আর যে যে
 বৈষ্ণব আইলা যথা হৈতে । সে সকলে গেলা নিজ নিজ আল-

রেতে ॥ দূরদেশী লোক হর্ষে করিলা গমন । সোণ্ডরিয়া
 রঘুনন্দনের গুণ-গণ ॥ শ্রীখণ্ড নগরে মহা মহোৎসব কথা ।
 যারে তারে যে সে লোক কহে যথা তথা ॥ শ্রীমহোৎসবের
 কথা শুনে যেই জন । অনায়াসে হয় তার তাপ বিমোচন ॥
 এ সব প্রসঙ্গে যাঁর হয় দৃঢ় রতি । তাঁহারে মিলায় দেবভুল্লভ
 ভকতি ॥ ওহে ভাই ইথে মন দেহ নিরন্তর । না কর অলস
 স্তম্ব পাইবে বিস্তার ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি ।
 ভক্তি রত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে পুনঃ শ্রীনিবাসাচার্য্যস্য
 শ্রীবৃন্দাবনগমনাগমনাদি শ্রীকাটোয়া যাজ্ঞগ্রাম শ্রীখণ্ড মহোৎ-
 সববর্ণনং নাম নবমস্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

দশমতরঙ্গ ।

—:~::~~:—

জয় নবদ্বীপ নাথ শ্রীগৌরসুন্দর । জয় নিত্যানন্দ একচক্রার
ঈশ্বর ॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত শাস্তিপুরের ভূষণ ॥ জয় জয় প্রভুর
যতেক ভক্তগণ ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয় । এবে
যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর খণ্ডে
হৈতে । যাজিগ্রামে আইলা নিজ-গণের সহিত ॥ পরম স্মৃতি
বস্তু জনে করি যত্ন । করয়ে প্রদান গোস্বামির গ্রন্থরত্ন ॥ সর্ব-
শ্রেষ্ঠ ভক্তি কহে গর্জিয়া গর্জিয়া । শুনি ভক্তিবিরোধী
পলায় নত্ব হইয়া ॥ পরম আনন্দে আচার্য্যের শিষ্যগণ । নির-
ন্তর ভক্তিগ্রন্থ করে অধ্যয়ন ॥ সবে সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ গুণা-
লয় । দেখি আচার্য্যের মনে হর্ষ অতিশর ॥ শ্রীগোকুলানন্দ
শ্রীদাসাদি-প্রিয়গণে । দীক্ষামস্ত্র দেন শীঘ্র এই হৈল মনে ॥
সভা-মধ্যে শ্রীগোকুলানন্দে সম্বোধিয়া । কহে স্নমধুর বাক্য
ব্যাকুল হইয়া ॥ শ্রীসরকার ঠাকুর শ্রীদাস গদাধর । এ দুঁহো-
বিরহে দগ্ধ হইল অন্তর ॥ রহিতে নারিলু শীঘ্র বৃন্দাবন গেলু ।
তথাও দারুণ দুঃখসমুদ্রে ডুবিলু ॥ গত মাঘ মাসে কৃষ্ণা

একাদশী দিনে । হরিদাসাচার্য্য সঙ্গোপন বৃন্দাবনে ॥ আচার্য্যের অপ্রকটে গোষাঙ্গী সকল । কহিতে না পারি যৈছে হইলা বিকল ॥ কিজু দিন রাখি মোরে সবে প্রবোধিলা । অতিশীঘ্র গোড়দেশে যাত্রা করাইলা ॥ তাঁ' সবার ইচ্ছামতে আইলু তুরিত । এবে তোমা সবার হইবে মনোহিত ॥ কহিতে কি সকল প্রভুর ইচ্ছা হয় । সর্ব প্রকারেতে স্থির হবে ভ্রাতাৱয় ॥ আচার্য্যের তিরোভাব তিথি আরাধিতে । আছে অল্প দিবস উদ্দেশ্য চাহি ইথে ॥ শীঘ্র গিয়া কর সামগ্রীর আয়োজন । দুই চারি দিনে হবে আমার গমন ॥ কুন বিষয়েতে চিন্তা না করিহ চিতে । সর্ব সমাধান হবে আচার্য্য-কৃপাতে ॥ ইহা শুনি শ্রীগোকুলানন্দ ভ্রাতা-মনে । প্রণমিয়া বিদায় হইল সেইক্ষণে ॥ রামচন্দ্রকবিরাজ আদিসর্ব্বজন । সবে কথোদূর সঙ্গে করিলা গমন ॥ কহি কত স্মধুর কথা দুই জনে । নিজ নিজ বাসায় আইলা কতক্ষণে ॥ শ্রীদাস গোকুলানন্দ সবে সম্বোধিয়া । আইলেন শীঘ্র করি কাঞ্চনগড়িয়া । কাঞ্চনগড়িয়া-গ্রামবাসী লোকগণ । আইলা গোকুলানন্দাচার্য্যের ভবন । শ্রীদাস গোকুলানন্দ স্নেহের মুকুতি । বিবরিয়া সকল কহিল সভা প্রতি ॥ শুনিয়া বিশিষ্ট লোকগণ ঠাই ঠাই করিল সামগ্রী যত তার লেখা নাই ॥ পৃথক্ পৃথক্ বহু বাস নিৰ্ম্মাণয়ে । করি সব প্রস্তুত কহিল ভ্রাতা-দ্বয়ে ॥ শুনি শ্রীগোকুলানন্দ আচার্য্য শ্রীদাস । হইল দৌহার মনে পরম উল্লাস ॥ দেখিয়া অনেক সামগ্রীর আয়োজন । কেহো কারু প্রতি

কহে করি সঙ্গোপন ॥ কি কার্যে এ অয়োজন বুঝিতে না
 পারি । ইহা শুনি কেহ তারে কহে ধীরি ধীরি ॥ শ্রীমহাপ্রভুর
 শাখা হরিদাসাচার্য্য । সর্বত্র বিদিত সর্বমতে মহা আৰ্য্য ॥
 মহাপ্রভু নীলাচলে হইলা অদর্শন । তাঁর অদর্শনে শূন্য হৈল
 ত্রিভুবন ॥ প্রভুর বিচ্ছেদে বিজ হরিদাসাচার্য্য । স্মৃত্যপ্রায়
 হইলেন না রহিল ধৈর্য্য ॥ দেহত্যাগ করিবেন এ নিশ্চয়
 কৈলা । না জানি কি প্রভুর আদেশে স্থির হৈলা ॥ জ্যেষ্ঠ
 শ্রীগোকুলানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাসে । কহি স্মধুর বাক্য বসাইলা
 পাশে ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যের চরিত্র শুনাইলা । তাঁর স্থানে দীক্ষা
 মন্ত্র নিতে আজ্ঞা দিলা ॥ বৃন্দাবনে যাত্রা কৈলা রজনী
 প্রভাতে । একাকী চলিলা কেহ নাহি তাঁর সাথে ॥ বৃন্দাবনে
 গিয়া অতিনির্জনে রহিলা । শ্রীনিবাসাচার্য্য তথা যাইয়া
 মিলিলা ॥ শ্রীদাস গোকুলানন্দে শিষ্য করিবারে । তেঁহ পুনঃ
 পুনঃ আজ্ঞা কৈল আচার্য্যেরে ॥ বৃন্দাবন হৈতে শ্রীনিবাসাচার্য্য
 আইলা । পুনঃ গোড় হৈতে তেঁহ বৃন্দাবন গেলা ॥ গত মাঘ
 মাসে শ্রী আচার্য্য হরিদাস । হৈলা সঙ্গোপন পথে শুনে শ্রীনি-
 বাস ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য অতিব্যাকুল হইলা । স্বপ্নচ্ছলে বিজ
 হরিদাস প্রবোধিলা ॥ বৃন্দাবন গিয়া পুনঃ আইলা শ্রীনিবাস ।
 শুনি আগমন সব গেলা তাঁর পাশ ॥ শ্রীদাস গোকুলানন্দে
 তেঁহ অতি স্নেহে । জিজ্ঞাসি কুশল সব কহিলেন দৌহে ॥
 দৌহে পাঠাইয়া শীঘ্র কাঞ্চনগড়িরা । তেঁহ আইসেন সঙ্গে
 অনেকে লইয়া ॥ এই মাঘ কৃষ্ণ একাদশী শুভদিনে । দীক্ষা

দিব হরিদাসাচার্যের নন্দনে ॥ আচার্যের তিরোভাব তিথি এই
হন । হবে মহা উৎসব এ মহৎ আয়োজন ॥

মহাভাগবতগণ এথায় আসিব । সঙ্কীৰ্ত্তন স্নেহের সমুদ্র
উথলিব ॥ আইনু কুটুম্ব বাড়ি কার্য্যানুরোধেতে । তেঞি এ
সকল কথা পাইনু শুনিতে ॥ যত দিন এ আনন্দ হইব
এথায় । তত দিন এথাই রহিব সৰ্ব্বথায় ॥ এঁছে কত কহি
দৌহে চলে কার্য্যাস্তরে । হেনকালে হরি ধ্বনি ব্যাপিল
নগরে ॥ চতুর্দিকে ধায় লোক অধৈর্য্য হিয়ায় । তাহা দেখি
কেহ জিজ্ঞাসয়ে তাঁ' সবায় ॥ কি কার্য্যে যাইছ কোথা এঁছে
ব্রহ্ম হৈয়া । ইহা শুনি কহে কেহ মহামোদ পা'য়া ॥ আচার্য্য
ঠাকুর আইলা যাজিগ্রাম হৈতে । লোকমুখে শুনি যাই তাঁর
দর্শনেতে ॥ ইহা শুনি চলয়ে পুলকারতদেহে । দেখে মহা-
ভীড় শ্রীগোকুলানন্দ গেহে ॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুরের করিয়া
দর্শন । আপনা মানয়ে ধন্য এঁছে সৰ্ব্বজন ॥ শ্রীদাস গোকুলা-
নন্দে সবে প্রশংসয় । দৌহার চরিত্র যৈছে কহন না হয় ॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ আগুসরি গিয়া । আনন্দে বিহ্বল গৃহে
আচার্য্যে আনিয়া ॥ রামচন্দ্র কবিরাজ আদি সৰ্ব্বজনে । যৈছে
সমাদরে তা বর্ণিতে কেবা জানে ॥ যথা যথা করিয়াছিলেন
নিমন্ত্ৰণ । তথা তথা হৈতে আইলা ভাগবতগণ ॥ যথা যথা
হইতে যে যে বৈষ্ণবগমন । তাহা না বর্ণিনু তা বর্ণিব কুন
জন ॥ বৈষ্ণবসমূহ দেখি গোকুল শ্রীদাস । না ধরে ধৈর্য্য চিত্তে
অধুত উল্লাস ॥ করয়ে সন্মান যৈছে কহনে না যায় । দেখিতে

সে চেষ্টা সবে মহানন্দ পায় ॥ কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামবাগী শিষ্ট-
 গণ । সবে সর্বপ্রকারে নিযুক্ত সর্বক্ষণ ॥ অন্য অন্য গ্রামী
 লোক নানা দ্রব্য লৈয়া । চতুর্দিকে আইসে মহা উল্লসিত
 হইয়া ॥ শ্রীমহাস্তগণের করিয়া সন্দর্শন । কেহ কারু প্রতি
 কহে মধুর বচন ॥ জনমিয়া ঐছে শোভা না দেখিছু কভু ।
 শুনিতু, দেখিছু এবে এ আচার্য্যপ্রভু ॥ আহা মরি কি অপূর্ব
 বৈষ্ণব স্তম্ভা * । বুঝি নাই জগতে এ সভার উপমা ॥ মনে
 এই দুঃখ, কালি রহি এ সকলে । কার্য্য সমাধিয়া যাইবেন
 প্রাতঃকালে ॥ পরশ্ব দিবস না রহিব কোন জন । ইহা শুনি
 কেহ কহে মহাস্যবদন ॥ কালি মাঘকৃষ্ণ একাদশী তিথি হয় ।
 এ হেতু এ অনুভব কৈলা মনে লয় ॥ শ্রীএকাশীতে অবৈষ্ণব
 যাহা করে । তাহা এ বৈষ্ণবগণ করিতে না পারে ॥ শ্রীএকা-
 দশীর তত্ত্ব বৈষ্ণব সে জানে । দ্বাদশীতে কার্য্য সমাধিব সাব-
 ধানে ॥ শ্রীএকাদশীর রাত কত জানাইব । অদ্য একবার
 সবে অন্নাদি ভুঞ্জিব ॥ শ্রীএকাদশীতে এই বৈষ্ণবসকল ।
 কেহ না গ্রহণ করিবেন অন্ন জল ॥ দ্বাদশীদিবসে ভুঞ্জিবেন
 একবার । শ্রীএকাদশীর ঐছে নিয়ম প্রচার ॥ তোমার মনের
 কথা কহিয়ে বিরলে । অন্য ক্রিয়া নাই এই বৈষ্ণবমণ্ডলে ॥
 দ্বাদশী দিবসে করি পরম যতন । বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণে করিব
 অর্পণ ॥ কৃষ্ণের প্রসাদি দ্রব্য দিব্যপাত্রে ভরি । হরিদাস-

চার্য্যে সমর্পিব যত্ন করি ॥ ঐছে বৈষ্ণবের বহুক্রিয়া যু শুনিবু ।
 তুমি না জানহ তেঞি কিছু জানাইবু ॥ এ কথা শুনিয়া কহে
 এই হয় হয় । ভক্তিহীন ব্যক্তি কি বুঝিব এ আশয় ॥ ঐছে
 কহি চিত্ত আর্জ হইল তাঁহার । তাহা নিরখিয়া তেঁহ করে
 আর বার ॥ তুমি মনে কৈলা সবে পরশ্ব যাইব । পরশ্ব দিবস
 মহা উৎসব হইব ॥ অদ্য বিনা রহিবেন সবে দিন চারি । পরম
 আনন্দে নিরখহ নেত্র ভরি ॥ দেবের দুর্লভ সঙ্কীৰ্ত্তন-সুখ-
 রাশি । করহ শ্রবণ মহানন্দে দিবানিশি ॥ ঐছে কত নিভৃতে
 কহিয়া পরম্পরে । ভাসয়ে সকলে ভক্তিরসের সাগরে ॥
 আপনা মানিয়া ধন্য উল্লাস হিয়ায় । লোটাইয়া পড়েন শ্রীবৈ-
 ষ্ণবের পায় ॥ শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীদাসের প্রশংসয়ে । দৌহার
 যে ক্রিয়া তাহা কহিল না হয়ে ॥ দশমী দিবস দৌহে নিজ-
 গণসনে । করিলেন প্রেমসুধার্ষি সঙ্কীৰ্ত্তনে ॥ একাদশীদিনে
 কি অদ্ভুত দুঁহু রীত । করিবেন মন্ত্রদীক্ষা ইথে উল্লসিত ॥
 শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীএকাদশীদিনে । রাধাকৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা
 দিলা দুইজনে ॥ অপূর্ব বিধানে শিষ্য করি হর্ষ হৈলা । রাধা-
 কৃষ্ণ চৈতন্যচরণে সমর্পিলা ॥ দৌহে পড়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য
 পদতলে । প্রেমায বিশ্বল সিক্ত আনন্দাশ্রুজলে ॥ আচার্য্য-
 ঠাকুর দৌহে দিতে আলিঙ্গন । চতুর্দিকে হরিধ্বনি করে সর্ব-
 জন ॥ সকল বৈষ্ণব দুই-ভ্রাতার চরিতে । পাইলেন যে
 আনন্দ তাহা কি কহিতে ॥ শ্রীএকদশীতে যৈছে শ্রীকথা-
 কীর্ত্তম । তাহা করিবেন ভাগ্যবন্ত কবিগণ ॥ শ্রীদাস গোকুলা-

নন্দাচার্য্য দ্বাদশীতে । নানা ভক্ষ্য সামগ্রী করেন যত্ন মতে ॥
 হইল প্রস্তুত শ্রী আচার্য্যে জানাইলা । আচার্য্য ঠাকুর কৃষ্ণে
 ভোগ সমর্পিলা ॥ জানিয়া শ্রী প্রভুর ভোজন অবসর । ভোগ
 সরাইতে প্রেমে পূর্ণ কলেবর ॥ আশ্বল অর্পণ কৈলা আচমন
 দিয়া । দেখি নৈবেদ্যের শোভা জুড়াইল হিয়া ॥ অন্য পাত্রে
 প্রসাদান্ন অনেক যতনে । হরিদাসাচার্য্যে সমর্পিলেন নির্জ্জনে ॥
 ভোগ সমর্পিতে যে হইল চমৎকার । সে প্রেম আবেশ কিছু
 নারি বর্ণিবার ॥ ভক্ষণাবসর জানি আচমন দিলা । প্রসাদি
 তাম্বুল আদি যত্নে সমর্পিলা ॥ সে সময়ে বৈষ্ণবের যে আনন্দ
 মনে । যে অদ্ভুত ক্রিয়া তা বর্ণিব কুন জনে ॥ শ্রীদাস শ্রী আ-
 চার্য্য ঠাকুরে নিবেদয় । স্থান সংস্কার হৈল কৈছে আজ্ঞা হয় ॥
 শূনি শ্রী আচার্য্য যত্নে বৈষ্ণব সকলে । বসাইলা অপূর্ব বন্ধানে
 রম্য-স্থলে ॥ ক্রমে পরিবেষ্টি পরিবেশন করয় । অন্নাদি
 সৌগন্ধ সর্ব-চিত্ত আকর্ষয় ॥ হরি হরি ধ্বনি করি বৈষ্ণব
 সকল ! ভুঞ্জন প্রসাদ মহা আনন্দে বিহ্বল ॥ ভোজनावসরে
 সবে কৈলা আচমন । দেখিতে সে রীত কার না জুড়ায় মন ॥
 স্থানে স্থানে লোকের সংঘট অতিশয় । বিবিধ প্রকার মহা-
 প্রসাদ ভুঞ্জয় । ভুঞ্জিল যতক লোক লেখা নাই তার ।
 কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে আনন্দ অপার ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর
 হর্ষ হৈয়া । ভুঞ্জিল প্রসাদ সর্বলোকে ভুঞ্জাইয়া ॥ শ্রীগোকু-
 লানন্দ শ্রীদাসাদি হর্ষাবেশে । ভুঞ্জিলেন প্রভু-পাত্রে অবশেষ
 শেষে ॥ ভোজনাদি ক্রিয়া সঙ্গ হইলে সকলে । আইলেন

মহাস্থখে সঙ্কীৰ্ত্তন স্থলে ॥ ভক্তিমূৰ্ত্তিময় সবে স্থখের আলয় ।
 দেখিতে সে শোভা সৰ্বলোকের বিস্ময় । চতুৰ্দ্দিকে হরিধ্বনি
 করয়ে সকলে । সঙ্কীৰ্ত্তনারম্ভে প্রেমসমুদ্র উথলে ॥ নৃত্য গীত
 বাদ্যের তুলনা নাই দিতে । সঙ্কীৰ্ত্তনে যে স্থখ তা কে পারে
 বর্ণিতে ॥ এঁছে সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে হইয়া বিহ্বল । না জানে রজনী
 দিন বৈষ্ণব সকল ॥ প্রেমময় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরে ।
 তিলেক ছাড়িতে প্রাণ না জানি কি করে । দিন চারি পাঁচ
 মহা আনন্দে রহিলা । হইতে বিদায় অতি অধৈর্য্য হইলা ॥
 শ্রীদাস গোকুলানন্দে প্রবোধি যতনে । কাঞ্চনগড়িয়া হৈতে
 চলয়ে বিহানে । কহিয়ে দৌহার চারু চেষ্টা পরস্পরে ।
 গেলেন বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ ঘরে ॥ বৈষ্ণববিচ্ছেদে যৈছে
 হৈলা দুই ভাই । সে সব কহিতে হিয়া বিদরে সদাই ॥ শ্রী-
 নিবাসাচার্য্য যত্নে দৌহে স্থির কৈলা । গণসহ দুই চারি দিবস
 রহিলা ॥ শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীদাসের গুরুভক্তি । একমুখে তাহা
 কি কহিতে মোর শক্তি ॥ কাঞ্চনগড়িয়াদি গ্রামে যে যে
 হৈল । তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নরিলা ॥ কাঞ্চনগড়িয়ায়
 যতেক ভাগ্যবান্ । সবে তৃপ্ত কৈল নেত্র কর্ণ মন প্রাণ ॥
 মহামহোৎসব-কথা সৰ্ব্বত্র ব্যাপিল । গণসহ আচার্য্য্যাত্তি
 আনন্দ হৈল ॥ ষড়্যপি আচার্য্য বর্য্য ধৈর্য্যাবলম্বনে । তথাপি
 অধৈর্য্য প্রিয় নরোত্তম বিনে ॥ সঙ্গে লৈয়া পরম প্রবীণ শিষ্য-
 গণ । শ্রীখ্যেতারগ্রামে শীঘ্র করয়ে গমন ॥ শিষ্যগণ নাম কিছু
 কহিয়ে এখায় । যে নাম শ্রবণে সৰ্ব্ব দুঃখ ছুরে যায় ॥ রাম-

চন্দ্রকবিরাজ গুণের বিধান । শ্রীদাস গোকুলানন্দাচার্য্য দয়া-
বান্ ॥ শ্রীকৃষ্ণবল্লব দেউলিগ্রামনিবাসী । চক্রবর্তী ব্যাসাচার্য্য
খ্যাতি ভক্তিরামশি ॥ ভক্তিমूर्তি শ্রীবল্লবীকান্ত কবিরাজ । যাঁরে
দেখি কাঁপে মহাপাষণ্ড সমাজ ॥ শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহা-
কবি বেঁহো । যাঁর ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো ॥ কর্ণপূর
কবিরাজ পরম অধীর । শুনি তাঁর কাব্য কেহো হৈতে নায়ে
স্থির ॥ ভগবান্ কবিরাজ গুণের আলায় । যাঁর ভ্রাতা রূপ নিম্ন
বীর ভোঁমালয় ॥ পঞ্চকূটে সেরগড়বাসী শ্রীগোকুল । পূর্ববাস
কড়ই কবীন্দ্র ভক্ত্যাতুল ॥ দ্বিজশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ কুমুদ এ দ্বয় ।
এ দুই ভ্রাতার গুণ कहিল না হয় ॥ চক্রবর্তী শ্যামদাস শ্রী-
রামচরণ । ব্যবহারে আচার্য্য শ্যালক দুই জন ॥ শ্রীরূপ ঘটক
যাজিগ্রামে যার বাস । কাঞ্চনগড়িয়া-বাসী শ্রীগোপালদাস ॥
এ সকল শিষ্য-সঙ্গে আচার্য্য ঠাকুর । কাঞ্চনগড়িয়া হৈতে
আইলা কথোদূর ॥ রামচন্দ্র প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া । যাইব
খেতরিগ্রামে বুধরি হইয়া ॥ তেলিয়া বুধরিগ্রামে কনিষ্ঠ
তোমার । তারে জানাইবে কে, গমন সমাচার ॥ রামচন্দ্র
কহে জানাইতে হবে নাই । প্রভুর গমন ধ্বনি হৈল সর্ব
ঠাই ॥ হেনকালে বুধরি হইতে একজন । অতি শীঘ্র আসি
কৈল আচার্য্যে দর্শন ॥ ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বারবার ।
জিজ্ঞাসিতে কুশল কহয়ে সমাচার ॥ সকল মঙ্গল প্রভু
তোমার দর্শনে । শ্রীগোবিন্দ আদি চাহিয়াছে পথ-পানে ॥

প্রভু বৃন্দাবনে গেল গেল। রামচন্দ্র । তেলিয়া বুধিয়গ্রামে
 আইলা গোবিন্দ ॥ তেঁহো আত্মা সমর্পিল প্রভুর চরণে । মদা
 চিস্তে দর্শন পাইব কত দিনে ॥ প্রভু বৃন্দাবন হৈতে গমন
 করিলা । রামচন্দ্রে লইয়া বনবিষ্ণুপুরে আইলা ॥ যাজ্ঞগ্রামে
 আসি বিনাশিলা সর্ব দুঃখ । কণ্টকনগর খণ্ডে হৈলা মহা-
 স্তম্ভ ॥ কাঞ্চনগড়িয়াগ্রামে আসি গণসনে । মহামহোৎসবে
 মগ্ন কৈলা সর্বজনে ॥ কাঞ্চনগড়িয়া হৈতে গমন হইল ।
 প্রভুর এসব কথা সর্বত্র ব্যাপিল ॥ হইলু কৃতার্থ করি প্রভুর
 দর্শন । ধন্য এই দেশ যাতে হৈল আগমন ॥ ঐছে কত কহি
 প্রণমিয়া শ্রীচরণে । প্রণমিল রামচন্দ্রাদিক সর্বজনে ॥ বিদায়
 হইয়া শীঘ্র বুধরি আইলা । শ্রীআচার্য্য প্রভুর গমন জানা-
 ইলা ॥ শুনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের আগমন । চতুর্দিকে ধায়
 লোক করিতে দর্শন ॥ শ্রীগোবিন্দ আদি মহা আনন্দ অন্তরে ।
 করয়ে মঙ্গলকার্য্য বিবিধ প্রকারে ॥ শীঘ্র বাসা-স্থানের সংস্কার
 করাইলা । আশুসরি গিয়া সবে আচার্য্য আনিলা ॥ যৈছে
 শ্রীআচার্য্য লৈয়া আইলা বাসায় । যৈছে সবে মগ্ন হৈলা
 আচার্য্য শোভায় । যৈছে আচার্য্যের শিষ্যগণে সমাদরে ।
 যৈছে স্তম্ভ তেলিয়া বুধরি ঘরে ঘরে ॥ যৈছে নানা প্রকার
 সামগ্রী আয়োজন । যৈছে মনুষ্যের বাতায়াত সর্বক্ষণ ॥ যৈছে
 সর্ব জনের জন্মিলা প্রেমভক্তি । সে সকল বিস্তারি বর্ণিতে
 নাই শক্তি ॥ তিলে তিলে গোবিন্দের আনন্দাতিশয় । জ্যেষ্ঠ

রামচন্দ্র প্রতি কিছু নিবেদয় ॥ মো অস্ত্রের পরিত্রাণ করহ
 আপনে । সমর্পহ শ্রীআচার্য্যপ্রভুর চরণে ॥ ঐছে কত কহি
 দিক্ত হৈয়া নেত্রজলে । প্রণময়ে শ্রীজ্যেষ্ঠ ভাতার পদতলে ।
 দেখি গোবিন্দের অতি ব্যাকুল অন্তর । স্নেহাবেশে মগ্ন রাম-
 চন্দ্র বিজ্ঞবর ॥ গোবিন্দে প্রবোধি শ্রীআচার্য্য আগে গিয়া ।
 কহিল গোবিন্দ-মনোবৃত্তি বিবরিয়া ॥ শুনি শ্রীআচার্য্য অতি
 মনের আনন্দে । রাধাকৃষ্ণ মস্ত্র দীক্ষা দিলেন গোবিন্দে ॥ যে
 অপূর্ববিধানে গোবিন্দে শিষ্য কৈল । শিষ্যকালে সকলের যে
 আনন্দ হৈল ॥ গোবিন্দের যে প্রেম আবেশ শিষ্য হৈয়া ।
 বর্ণিব সে সব ভাগ্যবন্ত বিস্তারিয়া ॥ রামচন্দ্র গোবিন্দ উল্লাস
 ক্ষণে ক্ষণে । গণ সহ শ্রীআচার্য্যপ্রভুর সেবনে ॥ রামচন্দ্র
 গোবিন্দ এ ভ্রাতৃরয় প্রতি । আচার্য্যের যৈছে রূপা কহি কি
 শক্তি ॥ আচার্য্যের মনে এই রামচন্দ্র মনে । শ্রীনরোত্তমের
 দেখা হবে কতক্ষণে ॥ এতেক চিন্তিয়া পুন রামচন্দ্রে কয় ।
 নরোত্তম এথা আসিবেন মনে লয় ॥ বহু দিন হৈল তাঁর সংবাদ
 না পাইলু । মোর এ সংবাদ পত্রী পূর্বে পাঠাইলু ॥ এথা যে
 আইলু তেঁহ জানিব কেমনে । কুন এক লোক শীঘ্র যায় তাঁর
 স্থানে ॥ এত কহিতেই এক বিপ্র তথা হৈতে । আসি উপ-
 নীত হৈলা আচার্য্যসাক্ষাতে ॥ কি অপূর্ব চেষ্টা তাঁর কত
 উঠে মনে । মহা হর্ষ হৈয়া চায় আচার্য্যের পানে ॥ শিষ্যবর্গে
 বেষ্টিত আচার্য্য শোভা দেখি । ভূমে প্রণময়ে প্রেমজলে পূর্ণ

আঁখি ॥ শ্রীআচার্য্য বিপ্রে দেখি সন্তোষাতিশয় । হুমধুর
 বাক্যে কহে দেহ পরিচয় ॥ বিপ্র কহে খেতরিগ্রামেতে মোর
 বাস । মুঞি বিপ্রাধম মোর নাম দুর্গাদাস ॥ শ্রীঠাকুর নরো-
 দ্ভম দেখি মো পতিতে । তুলিলেন বিষয়বিষ্ঠার গর্ভ হৈতে ॥
 প্রভুর গমন এথা হৈল শুনি তাহা । কহিতে না জানি মনে
 উপজিল বাহা ॥ কাহাকে না কহি, প্রাতে করিনু গমন ।
 হইনু কৃতার্থ দেখি প্রভুর চরণ ॥ বিপ্রে বচন শুনি আচার্য্য
 সন্তোষে । শ্রীনরোদ্রমের শুভ সংবাদ জিজ্ঞাসে ॥ বিপ্র কহে
 নীলাচল হইতে আসিয়া । খণ্ডিলা পামগুমত ভক্তি প্রকা-
 শিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাশ্রিত গুণে । করিলেন মহা-
 মত্ত অধম দুর্জনে ॥ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ পঞ্চ কৈল প্রিয়া সহ ।
 প্রাপ্ত হৈল প্রিয়া সহ শ্রীগৌরবিগ্রহ ॥ প্রাপ্তকথা গোপয়িতে
 নহিল গোপন । যৈছে প্রাপ্ত তাহা কিছু করি নিবেদন ॥
 গোপালপুরের সন্নিধানে ক্ষুদ্রগ্রাম । তথা বৈসেভাগ্যবন্ত বিপ্র-
 দাস নাম ॥ ধান্য সর্ষপাদি গোলা তাঁর গৃহান্তরে । তথা সর্প-
 ভয়ে কেহ যাইতে না পারে ॥ সর্পাধিকারের কেহ না বুঝে
 কারণ । মন্ত্রোষধি কৈলে সর্প গর্জে অনুক্ষণ ॥ না জানি শ্রী-
 ঠাকুরের কিবা হৈল মনে । রজনীপ্রভাতে শীঘ্র গেলা সেই
 খানে ॥ বিপ্রদাস আসি কৈল চরণ বন্দন ॥ অতিদীন হৈয়া
 কহে কি কার্য্যাগমন ॥ বিপ্রদাস প্রতি কহে এ ধান্যগোলায় ।
 আছে প্রয়োজন তেঞি আইনু এখায় ॥ বিপ্রদাস কাতর হইয়া

নিবেদ্য । না যাবেন গোলাপার্শ্বে তথা সর্পভয় ॥ শুনি মহাশয়
কহে ঈষৎ হাঁসিয়া । চিন্তা না করিহ সর্প যাবে পলাইয়া ॥
এত কহি রহৎ গোলাদ্বার উদ্ঘাটিতে । সর্প অন্তর্দ্বান সবে
দেখিল সাক্ষাতে ॥ গোলা হৈতে প্রিয়াসহ শ্রীগৌরসুন্দর ।
ক্রোড়ে আইলা হৈল সর্বনয়ন গোচর ॥ প্রিয়াসহ ক্রোড়ে
লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরে । শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা বাসাঘরে ॥
সে সময়ে সঙ্কীৰ্ত্তনারম্ভ যে প্রকার । যে প্রেম প্রকাশ তা
কহিতে নাই পার ॥ শ্রীমহাশয়ের শিষ্য শ্রীসন্তোষ দত্ত । সর্ব
কার্য সাধে তেঁহ পরম মহত্ত্ব ॥ করিল নিৰ্ম্মাণ শ্রীমন্দির
সিংহাসন । মহামহোৎসবের করিলা আয়োজন ॥ শ্রীমহা-
শয়ের মনোরুতি কেবা জানে । সদা চাহি রহে প্রভু তুষা পণ
পানে ॥ প্রভু আগমন এথা এ কথা শুনিল । না জানিয়ে কত
স্থখসমুদ্রে ডুবিলা ॥ অদ্য পদ্মাবতী পার হইয়া রহিব । রজনী-
প্রভাতে কালি এথায় আসিব ॥ শুনি শ্রীআচার্য্য নরোত্তমের
চরিত । নিজগণসহ হৈলা মহা উল্লসিত ॥ দুৰ্গাদাস বিপ্রে
অতি অনুগ্রহ কৈল । নরোত্তমপ্রভাব সবারে জানাইল ॥ সবে
মগ্ন হৈলা নরোত্তমের গুণেতে । হৈল এই ধ্বনি কালি আসিব
এথাতে ॥ গ্রামবাসি লোকের আনন্দ অতিশয় । পরস্পর
সকলে সৌভাগ্য প্রশংসয় ॥ কতক্ষণে নিশি পোহাইব এই
মনে । যাইব দৰ্শনে রামচন্দ্রের ভবনে ॥ রামচন্দ্রভবন ছাড়িতে
কেউ নারে । মহাকণ্ঠে রজনী বধয়ে নিজঘরে ॥ রামচন্দ্রভবন

পরমানন্দময় । শ্রীআচার্য্যগণ সহ যথা বিলসয় ॥ আচার্য্যের
 যত স্নেহ রামচন্দ্র প্রতি । সুই মহা অস্ত্র তাহা কহি কি
 শক্তি ॥ গুণের সমুদ্র রামচন্দ্র কবিরাজ । সর্বত্র বিদিত
 তাঁর অলৌকিক কায ॥ দ্বিপ্রমুখে নরোত্তম গমন শ্রবণে ।
 না কৈল প্রকাশ যাহা উপজিল মনে ॥ সর্বকার্য্য সমাধায়
 হইয়া তৎপর । গোড়াইলা দিবারাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ॥ শ্রীআ-
 চার্য্যগণ সহ করিলে শয়ন । নির্জ্ঞানে চিস্তয়ে নরোত্তম গুণ-
 গণ ॥ নরোত্তম নামমাত্রে নারে স্থির হৈতে । পুলক বাঁপয়ে
 অঙ্গ কত উঠে চিতে ॥ কেনে হেন হৈল ইহা বিচারিতে
 মনে । না ভায় * শয়ন নিদ্রা না স্পর্শে নয়নে ॥ প্রভু ইচ্ছা
 মতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল ॥ স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগৌরসুন্দর দেখা
 দিল ॥ জিনিয়া কন্দর্প কোটি শ্রীঅঙ্গ সুন্দর । তাহে কি
 উপমা হেম বিদ্যুৎকেশর ॥ শিরে চারু চিকণ কুঞ্চিত কেশ-
 জাল । ভুবনমোহন গলে দোলে বনমালা ॥ শরতের চাঁদ যিনি
 বদনচন্দ্রমা । কিবা দীর্ঘ লোচন চাহনি অমুপমা ॥ আজ্ঞাসু-
 লম্বিত বাহুদ্বয় দোলাইয়া । গজেন্দ্রগমনে আসি রহে দাঁড়া-
 ইয়া ॥ গৌরচন্দ্রে দেখি রামচন্দ্রকবিরাজ । না জানি কি
 আনন্দ উথলে হিয়া মাঝ ॥ লোটাইয়া পড়িল প্রভুর পদ-
 তলে । প্রভু কোলে লৈয়া সিক্ত করে প্রেমজলে ॥ ঈষৎ
 হাঁসিয়া কহে সুমধুর ভাষে । আপনা না জান তুমি মোর

ইচ্ছাবশে ॥ তুমি মোর প্রিয় মোর প্রিয় নরোত্তম । দৌহে
দৌহা দেখি পূর্ব হইব স্মরণ ॥ দৌহে মোর প্রেমভক্তি
প্রদান করিবা । জীবের দারুণ তাপত্রয় নিবারিবা ॥ ঐছে
কত কহি অতি অনুগ্রহ করি । হইলেন অন্তর্দ্বান প্রভু গৌর-
হরি ॥ প্রভু অদর্শনে রামচন্দ্র স্থির নহে । নদীর প্রবাহপ্রায়
নেত্রে ধারা বহে ॥ দেখিয়া ব্যাকুল প্রভু পুনঃ প্রবোধিলা ॥
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীনিবাসাচার্য্যে জানাইলা ॥ প্রভুর অদ্বুত লীলা কে
পারে বুঝিতে । ভক্তপ্রেমাধীন প্রভু বিদিত জগতে ॥ রামচন্দ্র
প্রভুগুণে মগ্ন অতিশয় । নিদ্রাভঙ্গে দেখে হৈল প্রভাত সময় ॥
প্রাতঃক্রিয়াদিক করি চিন্তে মনে মনে । মহাশয় সহ দেখা
হবে কতক্ষণে ॥ হেনকালে অতিশীঘ্র আসি একজন । শ্রীআ-
চার্য্যে প্রণমিয়া করে নিবেদন ॥ পদ্মাবতীপার গ্রাম খেতরি
হইতে । শ্রীঠাকুর মহাশয় আইসেন এখাতে ॥ কি অপূর্ব
গতি সূর্য্যময় তেজ তাঁর । সঙ্গে যে আইসে কিবা শোভা সে
সবার ॥ এই অল্পদূরে মুই আইনু দেখিয়া । তাঁরে দেখি না
জানি কি করে মোর হিয়া ॥ আচার্য্য শুনিয়া নরোত্তমের
গমন । গণসহ আগুসরি চলে সেইক্ষণ ॥ নরোত্তমে দেখে বাড়ির
বাহির হইয়া । দেখিতেই কত স্থখে উমড়য়ে হিয়া ॥ নরোত্তম
আচার্য্য ঠাকুরে প্রণমিতে । আচার্য্য লইয়া জোড়ে না পারে
ছাড়িতে ॥ কি অদ্বুত প্রেমানন্দ বাঢ়য়ে দৌহার । দেখি
নকলের হৈল মহা চমৎকার ॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুর, ঠাকুর নরো-

ভমে ॥ মিলাইল শ্রীদাসাচার্যাদি প্রিয়গণে ॥ যে অপূর্ব
 মিলন হইল পরস্পরে । তাহা একমুখে কে বর্ণিতে শক্তি
 ধরে ॥ রামচন্দ্র নরোত্তমে করি নিরীক্ষণ । হইল অধৈর্য্য পূর্ব
 হইতে স্মরণ ॥ নহিল বিশেষ ব্যক্ত হইল কিঞ্চিৎ । কেহো
 কেহো জানিয়াও নাকৈল বিদিত ॥ শ্রীআচার্য্য নরোত্তমে
 করাবলম্বিয়া । জিজ্ঞাসয়ে কুশল নির্জনে বসাইয়া ॥ মহাশয়
 কহে মহামধুর বচনে । সকল মঙ্গল এবে হইল দর্শনে ॥ প্রভু
 আজ্ঞা কৈল গোঁড়ে করিতে গমন । শ্রীবিগ্রহ বৈষ্ণবসেবা
 শ্রীসঙ্কীৰ্ত্তন ॥ তাহে শ্রীবিগ্রহ অনুগ্রহ কৈল আর । হৈল শ্রী-
 মন্দির আদি সকল সম্ভার ॥ শ্রীকাক্সণপূর্ণিমায়ে শ্রীবিগ্রহগণে ।
 মনে এই আপনি বসাবে সিংহাসনে ॥ আসিবেন শীঘ্র এথা
 এই মনে ছিল । তাহাতে অনেক দিন বিলম্ব হইল ॥ ইহা
 শুনি আচার্য্য কহেন ধীরে ধীরে । প্রভুর যে ইচ্ছা তাহা
 কে বুঝিতে পারে ॥ এত কহি বিবাহপ্রসঙ্গ জানাইল । বৃন্দা-
 বনগমনাদি বিস্তারি কহিল ॥ শুনি মহাশয়ের যে হইল অন্তরে ॥
 তাহা অন্য জন কে বুঝিতে শক্তি ধরে । পরস্পর অনেক
 প্রসঙ্গে হর্ষ হৈলা । দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি এছে গোঙাইলা ॥
 শ্রীঠাকুর মহাশয়-আদি সর্বজন । পৃথক্ পৃথক্ স্থানে করিলা
 শয়ন ॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুরে শয়ন নাহি ভায় । কৈছে কার্য্য
 সমাধান হবে এ চিন্তায় ॥ মনে মনে কহে মহাপ্রভু প্রিয়গণ ।
 খেতরি-গ্রামে কি করিবেন আগমন ॥ অভিলাষ পূর্ণ কি করিব

গৌররায় ॥ এত কহি আসে দুই নেত্রের ধারায় ॥ ভক্তের
উদ্বেগ প্রভু না পারে সহিতে । স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা নিদ্রা
আকর্ষিতে ॥ শ্রীনিবাস আগে কি মধুর ভাঙ্গি করি । মন্দ মন্দ
হাসিয়া কহয়ে ধীর ধীরি ॥ ওহে শ্রীনিবাস কিছু চিন্তা না
করিবে । নিমন্ত্ৰণপত্রী শীঘ্র সর্বত্র পাঠাবে ॥ যদ্যপি সে
সকলের ব্যাকুল হৃদয় । এথা আসিতেই হবে মহাহর্ষোদয় ॥
দেখিবে সাক্ষাতে মোর অদ্ভুত বিলাস । পা'বে মহানন্দ পূর্ণ
হবে অভিলাষ ॥ অনায়াসে সর্বকর্ম্য হবে সমাধান । এতকহি
মহাপ্রভু হৈলা অন্তর্দ্বান ॥ প্রভু-অদর্শনে অতিব্যাকুল আচার্য্য ।
প্রভুর ইচ্ছায় কিছু ধরিলেন ধৈর্য্য ॥ রজনীপ্রভাতে সবে
একত্র হইলা ॥ সর্বত্র লিখিতে পত্রী শীঘ্র যত্ন পাইলা ॥
রামচন্দ্রাদিকে বহু আনন্দ ব্যাপিল । বহু নিমন্ত্ৰণ পত্রী
প্রস্তুত করিল ॥ পত্রীতে যে লিখিলেন পদ্য স্তমধুর । শুনিতে
বা কাহার না হয় ধৈর্য্য দূর ॥ পত্রী দিয়া অতিযোগ্য পঞ্চদশ
জনে । পাঠাইলা নবদ্বীপ আদি স্থানে স্থানে ॥ উৎকল
দেশেতে শ্যামানন্দ রহে যথা । পত্রী দিয়া দূতে শীঘ্র পাঠাইলা
তথা ॥ হৈল ধ্বনি সর্বত্র ফাল্গুন পূর্ণিমাতে । হবে মহামহোৎসব
খেতরি গ্রামেতে ॥ তেলিয়া বুদরি বাহাজুরপুর আদি ।
গ্রামে গ্রামে উথলে আনন্দ বারিনিধি ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণ
গায় সর্বজন । দেখিতে সে ক্রিয়া কার না জুড়ায় মন ॥ শ্রী-
আচার্য্যঠাকুর, ঠাকুর মহাশয় । গণসহ সকলের মঙ্গল চিন্তয় ॥

রামচন্দ্রালয়ে অতি অদ্বুত বিলাস । দেবের দুর্লভ চারু কীর্তন
 প্রকাশ ॥ কৈছে দিবারাত্রি যায় কেহো না জানিল । মঙ্কী-
 র্ত্তনানন্দে সবে বিহ্বল হইল ॥ শ্রীমহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রী-
 গোকুল । শ্রীদেবীদাসাদি সর্বগুণেতে অতুল ॥ শ্রীগোকুল
 দেবীদাসাদির বাদ্য গানে । আচার্য্যের যে ভাব তা বর্ণিতে
 কে জানে ॥ একদিন আচার্য্যাতি অধৈর্য্য হৃদয়ে । না জানি
 কি নিজ্জনে কহিলা মহাশয়ে ॥ প্রিয় রামচন্দ্রে নরোত্তমে
 সমর্পিলা । নরোত্তম যেন স্তম্ভসমুদ্রে ডুবিলা কে বুঝিতে পারে
 এই আচার্য্যের রীতি । সমর্পিয়া রামচন্দ্রে হৈলা হর্ষ অতি ॥
 রামচন্দ্রাদিক কথোজ্জন সঙ্গে দিয়া । পাঠাইলা খেতরি আসিব
 শীঘ্র কৈয়া ॥ নরোত্তম বিদায় হইয়া শীঘ্র করি । পদ্মাবতী পার
 হৈয়া গেলেন খেতরি ॥ মহাশয়ে বিদায় করিয়া শ্রীআচার্য্য ।
 রহেন বুধরিগ্রামে হইয়া অধৈর্য্য ॥ রামচন্দ্রানুজ শ্রীগোবিন্দ
 ভক্তিরানি । আচার্য্যের সেবা রসে মগ্ন দিবানিশি ॥ দেখি
 গোবিন্দের চেক্টা আচার্য্য ঠাকুর । কৈল অনুগ্রহ সীমা বচ-
 নের দূর ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা বর্ণিতে গোবিন্দে । আজ্ঞা
 করিলেন মহা মনের আনন্দে । প্রভুর আজ্ঞায় বর্ণে গদ্য পদ্য
 গীত । সে সব শুনিতে কার না দ্রবয়ে চিত । গোবিন্দের
 কাব্যে শ্রীআচার্য্য হর্ষ হৈলা । গোবিন্দে প্রশংসি কবিরাজ
 খ্যাতি দিলা ॥ শ্রীদাসাদি প্রিয়গণে গাওয়াইল গীত । গীতায়ুত
 ব্রহ্মি হৈল সর্ব মনোহিত । যথা রহে অজ্ঞাতরূপে যে প্রিয়-
 গণ । তাঁ সবারে কৃপা করি করে আকর্ষণ ॥ বুধার নিকট

বাহাজুরপুর গ্রাম । তথা বৈসে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্যামদাস নাম ॥
 তাঁহার অনুজ বংশীদাসচক্রবর্তী । বিধাতা নির্ম্মল, তাঁরে যেন
 স্নেহযুক্তি ॥ অল্পকাল হৈতে আর্তি বিদ্যা অধ্যয়নে । দেখিয়া
 সে চেষ্টা স্থখ পায় সর্বজনে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অনুরাগ অর্তি-
 শয় । নিরন্তর রাধাকৃষ্ণলীলা আস্বাদয় ॥ অদীক্ষিতমতে অতি
 উদ্বিগ্ন অন্তরে । হইব দীক্ষিত কোথা কিছুই না ক্ষুণ্ণ ॥
 বুধরিগ্রামেতে আচার্য্যের আগমন । শুনি অতি উৎকণ্ঠিত
 করিতে দর্শন ॥ শীঘ্র গিয়া দেখেন শ্রীগোবিন্দভবনে । আচার্য্য
 আছেন কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥ চতুর্দিকে বেষ্টিত সকল প্রিয়-
 গণ । আচার্য্যের শোভা সব করে নিরীক্ষণ ॥ দূর হৈতে বংশী-
 দাস আচার্য্য দেখিয়া । ভূমে পড়ি প্রণময়ে অতিদীন হৈয়া ॥
 তিলে তিলে আনন্দ বাড়য়ে অতিশয় । মনে যে উপজ্ঞে তাহা
 ব্যক্ত না করয় ॥ কতক্ষণ শ্রীআচার্য্য দর্শন করিয়া । গৃহে
 চলিলেন নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ দেখি বংশী চেষ্টা শিষ্ট-
 গণে বিচারয় । ইহঁ আচার্য্যের কৃপাপাত্র সুনিশ্চয় ॥ শ্রীআ-
 চার্য্য দৃষ্টিপাতে শক্তি সঞ্চারিল । আচার্য্যের মনোহরিত কেহ
 না জানিলা ॥ আচার্য্যের প্রিয় বংশীদাস মহাধীর । বুঝিতে না
 পারি তাঁর চরিত্র গভীর ॥ নির্জনে বসিয়া মনে মনে বিচারয় ।
 শ্রীআচার্য্যপ্রভু কি দিবেন পদাশ্রয় ॥ ঐছে কত বিচারিতে
 উদ্বিগ্ন অন্তর । গোড়াইলা দিবারাত্রি তৃতীয় প্রহর ॥ অক-
 স্মাৎ নিদ্রা আকর্ষিতে রাত্রিশেষে । স্বপ্নচ্ছলে আচার্য্য

আইসে বংশী-পাশে ॥ কি অপূর্ব ভঙ্গিতে গমন মনোহর ।
 টলমল করে প্রেমময় কলেবর ॥ দীর্ঘ ছুই লোচন চাহনি অনু-
 পমা । কে ধরে ধৈর্য দেখি মুখের সুষমা ॥ মন্দ মন্দ হাসিয়া
 চাহয়ে বংশীপানে । নিজপ্রভু জানি বংশী পড়ে শ্রীচরণে ॥
 স্নেহাবেশে আচার্য্যঠাকুর বংশীদামে । আলিঙ্গন করি কহে
 স্নমধুর ভাষে ॥ মহামহোৎসব হ'বে খেতরি গ্রামেতে । এ
 হেতু শ্রীনরোত্তম আইলেন নিতে ॥ তাঁ' সবারে অতিশীঘ্র
 বিদায় করিয়া । রহিলাম আমি তোমা সবার লাগিয়া ॥ না
 ভাবিহ রজনীপ্রভাতে শিষ্য করি । তোমা সবা সঙ্গে লৈয়া
 যাইব খেতরি ॥ এত কহি বংশী শিরে অর্পিয়া চরণ । অতি
 অনুগ্রহ করি হৈল অদর্শন ॥ প্রভু অদর্শনে অতি ব্যাকুল
 হৃদয় । জাগিয়া দেখেন নিশি প্রভাত সময় ॥ প্রাতঃকৃত্য
 করি গেলা উল্লসিত মনে । যথা শ্রীআচার্য্য বিলম্বে গণ
 সনে ॥ আচার্য্যচরণে পড়ি যৈছে দৈন্য করে । সে সব শুনিতে
 কার হিয়া না বিদরে ॥ গণ সহ শ্রীআচার্য্য প্রভুরে লইয়া ।
 আইলেন নিজগৃহে মহাহর্ষ হৈয়া ॥ শ্রীআচার্য্যপ্রভু মহা
 আনন্দ আবেশে । রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দোক্ষা দিলা বংশীদামে ॥
 পরম অপূর্ব বিধানেন্তে শিষ্য কৈল । গ্রন্থবাহুল্যের ভয়ে
 তাহা না বর্ণিল ॥ ঐছে আর কথোজনে অনুগ্রহ করি । গণ-
 সহ মহাহর্ষে চলয়ে খেতরি ॥ অতিশীঘ্র হইয়া শ্রীপদ্মাবতী
 পার । খেতরি গ্রামেতে পাঠাইলা সমাচার ॥ শুনি শ্রীআ-

চার্ঘ্য ঠাকুরের আগমন । আনন্দে বিহ্বল শ্রীঠাকুর নরোত্তম ॥
 রামচন্দ্র আদি প্রিয়বর্গের সহিতে । অতি শীঘ্র চলিলেন
 আশুপরি নিতে ॥ শ্রীসন্তোষ দত্ত নিজগণসঙ্গে লৈয়া । দিলা
 পরিচয় আচার্য্যের আগে গিয়া ॥ ঐছে আর নিজশিষ্য গণে
 জানাইল । সবে আচার্য্যের পাদপদ্মে প্রণমিলা ॥ শ্রীআচার্য্য
 যৈছে কৃপা কৈল সর্বজনে । তাহা বিস্তারিয়া বর্ণিবেন ভাগ্য-
 বানে ॥ পরস্পর যৈছে প্রিয়গণের মিলন । তাহা বাহ্যল্যের
 ভয়ে না হয় বর্ণন ॥ শ্রীঠাকুর মহাশয় আচার্য্য ঠাকুরের । পরম
 আনন্দে লৈয়া চলে বাসা ঘরে ॥ সর্বত্র হইল ধ্বনি আচার্য্য
 গমন । চতুর্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥ গণসহ আচা-
 র্য্যের দর্শন করিয়া । নিজ নিজ ভাগ্য প্রশংসয়ে হর্ষ হৈয়া ॥
 আচার্য্যের দৃষ্টিপাত হৈল যে প্রকার । তাহা এথা বিস্তারি
 নারয়ে বর্ণিবার ॥ গণসহ আচার্য্য লইয়া মহাশয় । মহানন্দে
 নির্জজন আলায়ে প্রবেশয় ॥ দেখি স্থান আচার্য্য প্রশংসি প্রিয়-
 গণে । পৃথক্ পৃথক্ বাসা দিলা সন্নিধানে ॥ শ্রীসন্তোষ দত্ত
 মহা আনন্দ হিয়ায় । পূর্বেই করিল লোক নিযুক্ত বাসায় ॥
 সর্বপ্রকারেতে সমাধায় সর্বকার্য্য । দেখি সন্তোষের চেষ্টা
 সন্তোষ আচার্য্য ॥ শ্রীআচার্য্য বাসা হইতে শীঘ্র গণসনে ।
 চলে মহাহর্ষে শ্রীবিগ্রহ সন্দর্শনে ॥ প্রিয়াসহ শ্রীগৌরাবগ্রহে
 থুইল যথা । শ্রীঠাকুরমহাশয় লৈয়া গেলা তথা ॥ শ্রীআচার্য্য
 করি মহাপ্রভুর দর্শন । হইলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন ॥

আর পঞ্চ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া । হইলা অধৈর্য্য হুখে উম-
 ডয়ে হিয়া ॥ দেখি মহোৎসবের সামগ্রী আয়োজন । দেখি
 বাসান্ধানাদি পরমহর্ষ মন ॥ শ্যামানন্দ আসিবেন উৎকল
 হইতে । তাঁহার বিলম্ব দেখি চিন্তায়ুক্ত চিতে ॥ কহিতেই শ্রী-
 শ্যামানন্দের গুণগণ । শুনিলেন লোকমুখে তাঁর আগমন ॥
 শ্রীঠাকুরমহাশয় মনের উল্লাসে । আগুসরি দেখে, আইলা
 আচার্য্য আসিবে ॥ পরস্পর হৈল যৈছে প্রেম আচরণ । তাহা
 দেখিলেন মহাভাগ্যবন্তগণ ॥ শ্রীআচার্য্য নরোত্তম শ্যামানন্দ
 তিমি । প্রভুগণ গমন চিন্তয়ে মনে মনে ॥ সে সবার গতি এথা
 কহি সংক্ষেপেতে । বিস্তারিব নরোত্তমবিলাস গ্রন্থেতে ॥ খড়-
 দহ গ্রামেতে শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী । করয়ে দিবস স্থির আসিতে
 খেতরি ॥ হেনকালে প্রভু অলঙ্কিত নিদেশয় । যাইতে খেতরি
 গ্রামে বিলম্ব না ময় ॥ তথা শ্রীনিবাস নরোত্তম গণসনে ।
 চাহি আছে তোমা সবাচার পথপানে ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম
 মোর প্রিয়দাস । করিব সফল যে করিব অভিলাষ ॥ প্রকট-
 প্রকট নিজপ্রিয়গণসনে । নাচিব গাইব সে অদ্ভুত সঙ্কীর্তনে ॥
 দেখিব সকলে এই আশ্চর্য্য বিলাস । হইবা বিহ্বল ঐছে
 হইব উল্লাস ॥ মহা মহোৎসব মহানন্দে সমাধিয়া । আসিব
 এখার শীঘ্র বৃন্দাবনে গিয়া ॥ এত কহি দেখা দিয়া অন্তর্দ্বান
 হৈতে । ঈশ্বরী বিহ্বল হৈয়া চাহে চারি ভিতে ॥ নয়নে
 আনন্দধারা নহে নিবারণ । শ্রীখেতরি গ্রামে যাত্রা কৈলা

সেই ক্ষণ ॥ এ সকল কথা হৈল সর্বত্র প্রচার । জন্মিল যে
 আনন্দ কহিতে সাধ্য কার ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর অলৌকিক
 রীতি । গমন উদ্দেশ্য যৈছে কহি কি শক্তি ॥ খড়দহ আদি
 গ্রামবাসি-লোকগণ । আইলেন সবে শীঘ্র করিতে দর্শন ॥
 শ্রীজাহ্নবী দেবী সে সবারে সন্তোষিলা । লোক রীত প্রায়
 সর্বমতে ভার দিলা ॥ শ্রীবনুদেবীরে কিবা কহি সঙ্গোপনে ।
 হইলা বিদায় যৈছে কে বর্ণিতে জানে ॥ অতি যত্নে গঙ্গা বীর-
 ভদ্রে প্রবোধিয়া । খড়দহ হৈতে চলে প্রভু সোঙরিয়া ॥
 সঙ্গিতে চলিলা মহা ভাগবতগণ । যাঁ সবার দর্শনে পবিত্র
 ত্রিভুবন ॥ কৃষ্ণদাস সরথেল মাধব আচার্য্য । রঘুপতি বৈদ্য
 উপাধ্যায় মহা আর্ঘ্য ॥ শ্রীগৌনকেতন রামদাস মনোহর ।
 মুরারি চৈতন্য জ্ঞানদাস মহীধর ॥ শ্রীশঙ্কর শ্রীকমলাকর
 পিপ্পলাই । নৃসিংহ চৈতন্য জীব পণ্ডিত কানাই ॥ গৌরাঙ্গ
 নকড়ি কৃষ্ণদাস দামোদর ॥ শ্রীপরমেশ্বরী বলরাম বিষ্ণুদেব ॥
 শ্রীমুকুন্দ দাসবৃন্দাবন আদি করি । এসবার সহ স্থখে চলয়ে
 ঈশ্বরী ॥ আর যত পরিচারিকাদি চারিপাশে । সে অপূর্ব
 শোভায় সবার ধৈর্য্য নাশে ॥ বিনা যানে শ্রীজাহ্নবী কথোদূর
 গিয়া । মনুষ্যের যানে চড়ে সঙ্কুচিত হৈয়া ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্ব-
 রীর গমন দর্শনে । গ্রামে গ্রামে লোকের সংঘট স্থানে স্থানে ॥
 নয়নভাস্কর হালিসর গ্রামে ছিলা । পরম আনন্দে তেঁহো শীঘ্র
 যাত্রা কৈলা ॥ খঞ্জ ভগবানাত্মজ রঘুনাথার্চাধ্য । আসিয়া

মিলিলা তেঁহো সর্বগুণে আৰ্য্য ॥ সে দেশে যে ছিলেন পুরম
 বিজ্ঞগণ । শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে হৈল সবার গমন ॥ নিত্যানন্দ কিঙ্কর
 বণিক্ ভাগ্যবন্ত । প্রভু সঙ্গে চলে সে স্ত্রথের নাই অন্ত ॥
 হইল সংঘট বহু আইলা অশ্বিকায় । শ্রীচৈতন্যদাস আসি
 মিলিলা তথায় ॥ সর্বত্র বিদিত সর্ব মতে যোগ্য য়েঁহো ।
 গৌরপ্রিয় শ্রীবংশীদাসের পুত্র তেঁহো ॥ শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে যাত্রা
 কৈলা সেই ক্ষণ । শ্রীহৃদয় চৈতন্যের হইল গমন ॥ শ্রীহৃদয়া-
 নন্দ ভক্তিপ্রদানে প্রবীণ । শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ যার প্রেমা-
 যীন ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জাহ্নবী ঈশ্বরী । অন্নাদি ভুঞ্জাইল
 যৈছে বর্ণিতে না পারি ॥ অশ্বিকাপ্রদেশে যে যে ভক্ত প্রেম-
 ময় ॥ সবে যাত্রা কৈলা হৈল চিত্তে হর্যোদয় ॥ নবদ্বীপ নিকট
 আসিয়া সর্বজনে । অনিমিষ নেত্রে চাহে নবদ্বীপে পানে ॥
 প্রভু-লীলা সোঙরিতে অধৈর্য্য হৃদয় । অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘ-
 নিশ্বাস ছাড়য় ॥ উঠিল ক্রন্দন রোল ভাসে নেত্র জলে । মুচ্ছিত
 হইয়া সবে পড়ে মহীতলে ॥ যে অদ্রুত চেক্টা তা বর্ণিব কুন
 জনে ॥ প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈলা কত ক্ষণে ॥ শ্রীপতি শ্রীনিধি
 আদি নবদ্বীপ হৈতে । প্রেমাবেশে আইলা সবে আগুগরি
 নীতে ॥ পরস্পর হৈল যৈছে সবার মিলন । যৈছে গঙ্গান্নানাদি
 তা নী হয় বর্ণন ॥ শ্রীপতি শ্রীনিধি শ্রীবাসের ভাতাদয় । সব
 লৈয়া নবদ্বীপ প্রাণে প্রবেশয় ॥ নবদ্বীপ প্রবেশ সময়ে যে
 প্রকার ॥ মু অজ্ঞের শক্তি কি বর্ণিতে লেশ তার ॥ শ্রীপতি

শ্রীনিধি লৈয়া গেলেন ভবনে । মহানন্দ হৈল গিয়া শ্রীবাস-
 অঙ্গণে ॥ শ্রীজাহ্নবী কহয়ে কি লাগি এতক্ষণ । শান্তিপূর হৈতে
 কারু না হইল গমন ॥ এত কহিতেই আইলা অদ্বৈততনয়া
 শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীগোপাল প্রেমময় ॥ অচ্যুতের সঙ্গে আইলা
 ভাগবত যত । তাঁ সবার নামগুণ কে কহিবে কত ॥ শ্রীকানু
 পণ্ডিত আর দাস নারায়ণ । বিষ্ণুদাসাচার্য্য কামদেব জনার্দন ॥
 বনমালী পুরুষোত্তম আদি দয়াময় । সবে আসি প্রবেশয়ে শ্রী-
 বাস আলয় ॥ আশুসরি শ্রীপতি আনয়ে সর্বজনে । হৈল মহা-
 নন্দ পরস্পর সম্মিলনে ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী হইয়া হর্ষ অতি ।
 দিন দুই তিন নবদ্বীপে কৈল স্থিতি ॥ নবদ্বীপে শ্রীপতি শ্রী-
 নিধি আদি করি । সবে উল্লসিত হৈলা যাইতে খেতরি ॥ প্রভু-
 গণ সংঘট্ট শোভায় ধৈর্য্য হরে । রজনী-প্রভাতে চলে কণ্টক
 নগরে ॥ আকাইহাটের কৃষ্ণদাসাদি সহিত । কণ্টকনগরে
 সবে হৈলা উপনীত । যদুনন্দনাদি মহামনের উল্লাসে । আশু-
 সরি লৈয়া আইসে গৌরঙ্গ আবাসে ॥ হেন কালে শ্রীখণ্ডের
 শ্রীরঘুনন্দন । গণসহ আইলা যেন সাক্ষাৎ মদন ॥ পরম অমৃত
 শোভা উপমা কি দিতে । মনেতে উল্লাস শীঘ্র খেতরি যাইতে ।
 আর যে সকল মহাস্তের আগমন । তাহা কে কহিবে কিছু
 করিয়ে গণন ॥ শিবানন্দ সহ বিপ্র বাগীনাথ বর্য্য । বল্লভ চৈতন্য-
 দাস শ্রীহরি আচার্য্য ॥ ভাগবতাচার্য্য আর নর্ত্তক গোপাল ।
 জিতামিশ্র রঘুমিশ্র পরম দয়াল ॥ কাশীনাথ পণ্ডিত নয়নমিশ্র ॥

আর । কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ উদ্ধব উদার ॥ শ্রীপুষ্পাগোপাল রঘু-
নাথ দয়াময় । লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিতাদি গুণেব আলয় ॥ এ সব
সহিত সে সবার সম্মিলনে । হৈল যে আনন্দ তা দেখিল
ভাগ্যবানে ॥ প্রভুর সন্ন্যাসস্থানে আসি সর্ব জন । হইলা
অধৈর্য্য অশ্রুত নহে নিবারণ ॥ সবার যে চেষ্টা তাহা कहনে না
যায় । কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছায় ॥ দাস গদাধরের
গৌরাঙ্গদরশনে । কহিতে কি জানি যে আনন্দ হৈল মনে ॥
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী সে দিবস তথাই । করিলা রক্ষন যৈছে কহি
সাধ্য নাই ॥ বিবিধ সামগ্রী ভূঞ্জাইয়া গৌরচন্দ্রে । ভূঞ্জাইলা
সকল মহাস্তে মহানন্দে ॥ অন্নাদি ভক্ষণে যৈছে উল্লাস সবার ।
কে বর্ণিবে যে শোভা ভোজনে বসিবার ॥ শ্রীযদুনন্দন আদি
আনন্দ-আবেশে । শ্রীঈশ্বরী ভূঞ্জিলেই ভূঞ্জিলেন শেবে ॥ উথ-
লিল প্রেম সিন্ধু কণ্টক নগরে । গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে সবে কীর্তনে
বিহরে ॥ শ্রীযদুনন্দন আদি উল্লাসিত চিত্তে । হইল প্রস্তুত সবে
খেতরি বাইতে ॥ হইলেন বৈষ্ণব-সংঘট অতিশয় । কণ্টক
নগর হৈতে করিলা বিজয় ॥ যে যে গ্রাম হৈয়া চলে মহান্ত-
সকল । সে সে গ্রামবাসী হয় আনন্দে বিহ্বল ॥ তেলিয়া বুধরি
আদি গ্রাম পুণ্য স্থান । সে সকল গ্রামে লোক মহা ভাগ্যবান ॥
আইসে প্রভুগণ শুনি ধায় চারি পাশে । করিয়া দর্শন সবে
মহানন্দে ভাসে ॥ দেখি লোক আর্তি প্রভুগণ হর্ষ হৈলা ।
জানিল এ ভক্তি শ্রীনিবাস প্রকাশিলা ॥ সে দিবস কৈলা স্থিতি
বুধরি গ্রামেতে । তথা যে ব্যাপিল সুখ তাহা কি কহিতে ॥ সে

দেশ ত্রিবাসী লোক স্থির হৈতে নারে । প্রীতে সঙ্গে চলিলেন
 পদ্মাবতী তীরে ॥ পূর্বে শ্রীসন্তোষ নৌকা নিযুক্ত রাখিলা ।
 গমন মাত্রেতে পদ্মাবতী পার হৈলা ॥ হইল গমনধ্বনি খেতরি
 গ্রামেতে । আনন্দে উথলে লোক নারে স্থির হৈতে ॥ খেতরি
 গ্রামেতে লোক অর্ধদুঃখ অপার । খেতরি প্রদেশে যত সংখ্যা
 নাই তার ॥ বালরুদ্ধ আদি সবে চতুর্দিকে ধায় । বুঝিতে
 না পারে কেহ কি হৈল হিয়ায় ॥ এথা শ্রীনিবাস নরোত্তমাদি
 সহিতে । পরম উল্লাসে চলে আগুসরি নীতে ॥ যৈছে লৈয়া
 আইসেন সে প্রেম আবেশ । যৈছে শোভা বর্ণিতে কে পারে
 তার লেশ ॥ চতুর্দিকে দেখি লোক ভাসে নেত্র জলে । প্রভু-
 গণে প্রণময়ে পড়ি ভূমিতলে ॥ দেখিয়া লোকের আর্তি কুন
 মহাশয় । অতি স্নমধুর বাক্যে কারু প্রতি কয় ॥ এ দেশে না
 ছিল এ দুর্লভ ভক্তিলেশ । নরোত্তম গুণে ধন্য হৈল হেন
 দেশ ॥ ঐছে কহি লোকের সৌভাগ্য প্রশংসয় । মহানন্দে
 খেতরি গ্রামেতে প্রবেশয় ॥ করুণার মূর্তি যত প্রভু প্রিয়-
 গণ । গ্রামমধ্যে উদয় হইলা চন্দ্রসম ॥ শ্রীনিবাস নরোত্ত-
 মাদি মহা যত্নেতে । সবে লৈল পৃথক্ পৃথক্ আলয়েতে ॥
 দেখি সে সে স্থান, হর্ষ সবার অন্তরে । আইলেন সবে যেন
 আপনার ঘরে ॥ হৈল যত বাসা আর যতক ভাণ্ডার । তাতে
 যে নিযুক্ত লোক সংখ্যা নাই তার ॥ শ্রীসন্তোষ দত্ত নিজ
 গণের সহিতে । করে যে মঙ্গলকার্য্য লেখা নাই দিতে ॥ এ

সব প্রসঙ্গ অতি সুখের পঁাথার । নরোত্তমবিলাসেতে হইব
 বিস্তার ॥ প্রভুপরিকরের দর্শনে সর্বলোক । দিবা নিশি
 বিহ্বল না জানে দুঃখশোক ॥ স্বপ্নেহ নাহিক কারু অন্য ব্যব-
 হার । এ সকল কথা বিনে কথা নাই আর ॥ স্থানে স্থানে
 লোকগণ মনের উল্লাসে । পরস্পর কহে কত হুমধুর ভাষে ॥
 কেহ কহে প্রতিদিব যে উৎসব এথা । দেখিব কি কভু না
 শুনিযে ঐছে কথা ॥ দেখিল মঙ্গলময় শ্রীথেতরি গ্রাম' । শ্রী-
 মহাস্তম্ভগণের ভবন অনুপম ॥ অহে ভাই প্রভুর মন্দির মন-
 লোভা । প্রভু না বসিতে সিংহাসনে এত শোভা ॥ কেহ কহে
 ফাক্তন পূর্ণিমা কালি হয় । বসিবেন সিংহাসনে শ্রীবিগ্রহ
 ছয় ॥ শ্রীবিগ্রহ অভিষেক করিয়া দর্শন । আনের কা কথা
 মত্ত হবে দেবগণ ॥ কহিতে কি জানি মোর মনে এই হয় ।
 হরিব দারুণ দুঃখ শ্রীবিগ্রহ ছয় ॥ সঙ্কীৰ্ত্তন সুখের সমুদ্র উথ-
 লিব । প্রভুগণ সনে সঙ্কীৰ্ত্তনে বিলসিব ॥ কেহ কহে শ্রীরাজা
 সম্ভোষ ভাগ্যান্ । কিবা সঙ্কীৰ্ত্তন স্থলী করিল নির্মাণ ॥ কি
 অপূৰ্ব চন্দ্রাতপ অঙ্গণ আবৃত । কত শত কদলী বৃক্ষাদি-
 সুশোভিত ॥ কেহ কহে পুষ্পমালা প্রস্তুত কারণে । কৈল বহু
 লোক মুক্ত চন্দনঘর্ষণে ॥ কেহ কহে নানা বাদ্যবাদক নর্তক ।
 বহুদেশ হৈতে আইলা অনেক গায়ক ॥ বন্দিগণ আদি যত
 তার অন্ত নাই । কি অদ্ভুত লোক কোলাহল টাই টাই ॥
 কেহ কহে অহে ভাই কহিতে কি আর । নিশি পোহাইলে

প্রাণ জুড়ায় আমার ॥ প্রাতে গিয়া প্রভুগণে করিব দর্শন ।
 তথাই রহিব ঘরে নাই প্রয়োজন ॥ কি সুখ খাইতে অন্য
 আইলাম ঘরে ঘরে । ঐছে কত কহি দুঃখে আপনা ধিকারে ॥
 কেহ কহে প্রভু এ না দুঃখ ঘুচাইব । এ বিষম নিশা অন্য শীত
 পোহাইব ॥ কেহ কহে বুঝি রাত্রি আছে দণ্ড ছয় । নহিলে
 কি ঐছে বাণ্য কোলাহল হয় ॥ কেহ কহে দেখে সুপ্রভাত
 হৈল নিশি । সৰ্বচিত্তাকর্ষে শ্রীকান্তনপোর্ণমাসী ॥ ঐছে কহি
 ধায় লোক শ্রীমন্দির যথা । পরম অদ্বুত শোভা দেখে গিয়া
 তথা ॥ নিজ নিজ বাসা হৈতে মহাস্তমকল । আইসেন শ্রীম-
 ন্দিরে প্রেমায বিহ্বল ॥ জিনিয়া গজেন্দ্রগতি তেজ সূর্যাসন্ন ।
 প্রতি অঙ্গ পুলকে পূর্ণিত মনোহর ॥ পরিধেয় নবীন বসন
 সুশোভিত । কপালে তিলক বাহু বক্ষ নামাক্তিত ॥ মন্দ মন্দ
 হাঁসি চতুর্দিক্ নিরীক্ষয় । প্রভুর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশয় ॥
 গনের উল্লাসে সবে বৈসে দিব্যাসনে । শ্রীজাহ্নবীঈশ্বরী বৈসয়ে
 সঙ্গোপনে ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তমমহাশয় । দেখি শোভা-
 স্থখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥ প্রভুপরিকর সবে শ্রীনিবাস প্রতি ।
 অভিষেকাদি ক্রিয়ায় দিলা অনুমতি ॥ শ্রীনিবাস দীনপ্রায়
 ভূমে প্রণমিয়া । করয়ে শ্রীবিগ্রহাভিষেকাদিক ক্রিয়া ॥ যে
 অদ্বুত পারিপাটী কহিল না নয় । বসাইলা সিংহাসনে শ্রীবি-
 গ্রহ ছয় ॥ স্বপ্নচ্ছলে প্রভু যে যে নাম জানাইল । বিগ্রহগণের
 সে সে নাম ব্যক্ত কৈল ॥ গৌরঙ্গ বল্লবী কান্ত শ্রীব্রজমোহন ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ ॥ এ ছয়ের অতিবেকুশোভা
 অতিশয় । না ধরে ধৈর্য যে বারেক নিরীক্ষয় ॥ সর্বমহাস্তের
 মনে হৈল চমৎকার । নিবারিতে নায়ে নেত্রে আকর্ষণ ধার ।
 অলঙ্কিত দেখি দেব পুষ্পরুষ্টি করে । পাইয়া পরমানন্দ
 আপনা পাসরে ॥ জয় জয় শব্দ কোলাহল অনিবার । নানা
 বাদ্য ধ্বনি ধৈর্য হরয়ে সবার ॥ বিপ্র বেদ উচ্চারয়ে স্তম্ভুর
 স্মরে । ভাটগণ বর্ণে শোভা বিবিধপ্রকারে ॥ নিরুপম শোভা-
 বধি শ্রীবিগ্রহগণ । সে বেশ রচিতে ধৈর্য ধরে কে এমন ॥
 শ্রীনিবাসাচার্য্য মহাবল্লভে ধৈর্য্য ধরি । বিরচি বিচিত্র বেশ
 দেখে নেত্রে ভরি ॥ স্নগন্ধি চন্দন আর যত পুষ্পমালা । বহু-
 পাত্রে লৈয়া প্রভু আগে সমর্পিলা ॥ অপূর্ব বিধানে পূজা
 করি মহাস্থখে । করে আরাত্রিক সবে দেখেন কোঁতুকে ॥
 জয় জয় ধ্বনি হৈল বাদ্য কোলাহল । শুনিতে সে শব্দ দূরে
 যায় অমঙ্গল ॥ আরাত্রিক সমাধায় মহাস্তমকলে । পরম
 আনন্দে প্রণময়ে মহীতলে ॥ নরোত্তম স্তূপের সমুদ্রে অগ্নি হৈয়া ।
 প্রণময়ে শ্রীপ্রভুগণের নাম লৈয়া ॥

তথাহি তৎকৃতপদ্যং ॥

গৌরাঙ্গবল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণব্রজমোহন ।

রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোহস্ত তে ॥

কল্ল শত লোক প্রবেশিয়া শ্রীঅঙ্গণে । প্রণমে বিহ্বল
 হৈয়া আরতি দর্শনে ॥ শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণাতি পরিসর নহে ।

তথাপি অনন্ত্য লোক এক ভিতে রহে ॥ প্রভু ইচ্ছা অঙ্গ
 প্রভাব ঐছে হয় । অন্যে কি জানিব এ চুল্ল্য অতিশয় ॥
 এ প্রসঙ্গ শুনিতে বিস্ময় হয় আনে । আরতি সময় যে দেখিল
 সেই জানে ॥ আহা মরি অপূর্ব আরতি সমাধিয়া । কোণ
 সমর্পিতে আচার্য্যের হর্ষ দিয়া । পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে স্ফটিক
 বন্ধানে । বিবিধ সামগ্রী ভোগ দিলা সঙ্গোপনে ॥ ভক্তগাব-
 সর জানি দিয়া আচমন । যত্ন করি করাইলা তাম্বুল ভক্ষণ ॥
 স্নগন্ধ চন্দনসহ পুষ্পমালা দিল । স্ফটিক চামর বায়ে অতি
 স্নিদ্ধ কৈল ॥ শ্রীমন্দির দ্বার আবরণ ঘুচাইতে । প্রভু অঙ্গ
 সৌগন্ধি ব্যাপিল চারি ভিতে ॥ শ্রীপ্রভুগণের প্রতি অঙ্গের
 ছটায় । হরিল সবার ধৈর্য্য উপমা কি তায় ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য
 অতি অধৈর্য্য হইয়া । ভূমে পড়ি প্রণময়ে অঙ্গণে আসিয়া ॥
 আপনা মানয়ে হীন অপরাধ ভয়ে । করয়ে যে দৈন্য তাহা
 কহিল না হয়ে ॥ প্রভুপরিকরে প্রণমিতে বার বার । সবে
 আলিঙ্গয়ে নেত্রে আনন্দাশ্রু ধার ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী চরণে
 প্রণময় । তেঁহ অতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশয় ॥ পরম আনন্দে
 কহে মধুর বচন । সবে দেহ পুষ্পমালা প্রসাদি চন্দন ॥ শুনি
 শ্রীনিবাস হর্ষে ঈশ্বরী সাক্ষাতে । শ্রীমালা চন্দন নিল অনেক
 পাত্রেতে ॥ পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে শ্রীমালা চন্দন । প্রভুপরিকর
 আগে করিলা অর্পণ ॥ দেখি সে অপূর্ব সবে হৈয়া উল্লসিত ।
 হইলেন শ্রীমালা চন্দনে বিভূষিত ॥ কিবা মালা চন্দনের

শোভা চমৎকার । দেখিতে না হয় নেত্রে নিমিষ সঞ্চার ॥
 দেবেও মনুষ্যরূপ ধরি সেইখানে । শ্রীমালা চন্দন পরে
 অন্যে নাই জানে ॥ মালা চন্দনেতে যুক্ত হৈলা শিষ্টলোক ।
 যে মালা চন্দনস্পর্শে নাশে দুঃখ শোক ॥ পরিল অসখ্যলোক
 শ্রীমালা চন্দন । এ কোতুক দেখে মহাভাগ্যবন্তগণ ॥ শ্রীঈ-
 শ্বরী নৃসিংহচৈতন্যে নিদেশিল । তেঁহ শ্রীনিবাসাদি সবারে
 পরাইল ॥ শ্রীঈশ্বরী কৈল মালা চন্দন গ্রহণ । হইল সবার
 অতি উল্লসিত মন ॥ শ্রীমালা চন্দন স্পর্শে জাহ্নবী ঈশ্বরী ।
 হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি ॥ নরোত্তম পানে
 কৃপাদৃষ্টিে নিরখিয়া । না জানি কি শক্তি সঞ্চারিলা হৃষ্ট
 হৈয়া ॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অবৈততনয় । নরোত্তমে অতি
 অনুগ্রহ বিস্তারয় ॥ সকল মহাস্তুপ্রিয় নরোত্তম প্রতি । সঙ্কী-
 র্তন আরম্ভে দিলেন অনুমতি ॥ নরোত্তম সবে প্রণম্যে মণী-
 তলে । সঙ্কীর্তনারম্ভে হিয়া আনন্দে উথলে ॥ দীনপ্রায়
 দাঁড়াইয়া প্রভুর প্রাপ্তনে । কৃপাদৃষ্টিে চাহে নিজ পরিকর
 পানে ॥ শ্রীনরোত্তমের প্রিয় পরিকরগণ । সকলেই গীত নৃত্য
 বাদ্যে বিচক্ষণ ॥ প্রথমেই দেবীদাস মর্দল বাজেতে । করে
 হস্তাঘাত প্রেমময় শব্দ তাতে ॥ অমৃত অক্ষর প্রায় বাদ্য
 সঞ্চারয়ে । শ্রীবল্লভদাসাদি সহিত বিস্তারয়ে ॥ শ্রীগোরাঙ্গ
 দাসাদিক মনের উল্লাসে । বায় কাংসাতালাদি প্রভেদ পর-
 কাশে ॥ অনিবন্ধ নিবন্ধ গীতের ভেদ হয় । অনিবন্ধ গীত

গোকুলাদি আলাপয় ॥ অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ ।
 আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ ॥ আলাপে গমকমন্ত্র
 মধ্য তারস্বরে । সে আলাপ শুনিত্তে কেবা, বা ধৈর্য্য ধরে ॥
 গায়ক বাদক যৈছে করে অভিনয় । যৈছে সে সভার শোভা
 কহিল না হয় ॥ নরোত্তম বেষ্টিত এসব পরিকরে । তারা-
 গণ মধ্যে যেন চন্দ্র শোভা করে ॥ সর্ব্বাস্ত্রসুন্দর মাধুর্য্যের
 নাই সীমা । সঙ্কীৰ্ত্তন আবেশে কি মধুর ভঙ্গিমা ॥ শ্রীকৃষ্ণ-
 চৈতন্য নিত্যানন্দাদৈতচন্দ্রে । গণসহ চিন্তয়ে মানসে মহা-
 নন্দে ॥ বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে । আলাপে অদ্ভুত
 রাগ প্রকট কারণে । রাগিণী সহিত রাগ মূর্ত্তিমন্ত কৈলা ।
 শ্রুতি স্বর গ্রাম মূচ্ছনাদি প্রকাশিলা ॥ সুমধুর কণ্ঠধ্বনি
 ভেদয়ে গগণ । পরম মাদক সুধা নহে তার সম ॥ তাল
 পাঠাকর চারু ছান্দে উচ্চারয় । বাদকগণের যাতে মোদবুদ্ধি
 হয় ॥ ক্রমে ক্রমে গীত বাদ্য বৃদ্ধি হয় যৈছে । শ্রীপ্রভুগণের
 প্রেমানন্দ বাড়ে তৈছে ॥ খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন প্রেমময় ।
 সঙ্কীৰ্ত্তন সুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥ শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল
 করতাল । তাহে স্পর্শাইলা শ্রীচন্দন পুষ্পমাল ॥ গণসহ
 নরোত্তমে করি আলিঙ্গন । নিজহস্তে পরাইলা শ্রীমালা
 নন্দন ॥ নরোত্তম গণসহ তাঁরে প্রণময় । নিবদ্ধ গীতের পরি-
 পাটী প্রচারয় ॥ শ্রীরাধিকাভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ । সেই
 ভাবময় গীত রচনা সুছান্দ ॥ আকর্ষণ মন্ত্র কি উপমা তার

দিতে । হইলা বিহ্বল তাহা প্রথমে গাইতে ॥ তদুপরি
 শ্রীরাধিকাক্ষেপের বিলাস । গাইবেন মনে এই কৈল অভি-
 লাস ॥ গৌরগুণ গীতারম্ভে অধৈর্য্য সকলে । শ্রীজাহ্নবী
 জৈষ্ঠরী-ভাসয়ে প্রেমজলে ॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈততনয় ।
 না জানে কি হৈল চিত্তে আনন্দ উদয় ॥ শ্রীপতি শ্রীনিধি
 আদি মহান্ত সকল । ধরিতে নারয় অঙ্গ করে টলমল ॥
 সবে একদৃষ্টে নরোত্তমে নিরীক্ষয় । কেহ কেহ শ্রীনধোত্ত-
 মের কথা কয় ॥ কেহ কহে কি অদ্ভুত গীতাদি প্রকাশে ।
 আঁহা মরি ইথে বা না কার দুঃখ নাশে ॥ কেহ কহে ঐছে
 গীত বাদ্যাদি না হয় । না জানিয়ে নরোত্তম কৈছে প্রকাশয় ॥
 কেহ কহে মহাপ্রভু স্বরূপের স্থানে । শুনিতেন উচ্চ গীত
 মহাহর্ষ মনে । গীতপ্রথা রক্ষা, ক্ষোভ নিবৃত্ত নিমিত্তে ।
 প্রচারিতে সম্যক্ বিচার কৈল চিতে ॥ যে সময়ে তাহা প্রেম
 সম্পূর্ণে রাখিল । নরোত্তম দ্বারে প্রভু এবে উঘাড়িল ॥ কেহ
 কহে হৈল ব্যক্ত প্রভু অদর্শনে । হইব প্রভুর ক্ষোভ নিবৃত্ত
 কেমনে ॥ কেহ কহে গীতপ্রিয় প্রভু ইচ্ছাগয় । বুঝি অদ্য
 সাক্ষাৎ রূপে বা বিলসয় । এ অপূর্ণ গীত করিলেন আশ্বা-
 দন । মনে এই হয় মুই কৈলু নিবেদন ॥ কেহ কহে ইহাতে
 সন্দেহমাত্র নাই । গণদহ প্রভুকে দেখিব এই ঠাই । ঐছে
 কত কহে কারু স্থির নহে মন । গীতামৃত পানে মহামগ্ন
 সর্বজন ॥ গীত প্রভেদাদি যৈছে কে বর্ণিতে পারে । গন্ধর্ব্ব

গণ । মনুষ্যে মিসাই মাথে নিজ প্রয়োজন । নারদাদি ঋষি-
 গণ অলক্ষ্য রূপেতে । মগ্ন হৈলা সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দ সমুদ্রেতে ॥
 শিব ব্রহ্মাদিক গানে মগ্ন অতিশয় । করে অভিনায যত
 কিম্বর ইথে আপনা ধিকারে ॥ পুষ্পরুষ্টি গগণে করয়ে দেব-
 কহিল না হয় ॥ তথা তথা পশু পক্ষী সর্পাদি সকল । হইলেন
 গানানন্দে পরমবিহ্বল ॥ সঙ্কীৰ্ত্তনসমুদ্র উথলে তিলে তিলে ।
 চতুর্দিকে ভাসে লোক নয়নের জলে ॥ সকলেই আত্ম বিস্ম-
 রিত অতিশয় । উন্মত্তের প্রায় চতুর্দিক নিরীক্ষয় ॥ কহিতে
 কি সঙ্কীৰ্ত্তন স্রবের ঘটায় । গণসহ অধৈর্য্য হইলা গোৱারায় ॥
 মেঘেতে উদয় বিদ্যাতের পুঞ্জ যৈছে । সঙ্কীৰ্ত্তনমেঘে প্রভু
 প্রকটয় তৈছে ॥ কি অদ্ভুত প্রকটপ্রকার স্রশোভিত । নিত্য-
 নন্দাঙ্গিত গণসহ স্রবেষ্টিত ॥ সবে হৈলা সঙ্কীৰ্ত্তন স্থলের
 ভূষণ । প্রভুগণ মাধুর্য্য ব্যাপিল ত্রিভুবন ॥ প্রকটাপ্রকট এ-
 কত্রে এ চমৎকার । সবে জানে প্রভুর এ প্রকট কিহার ॥
 প্রভুর এলীলা ব্রহ্মাদির গম্য নয় । গণসহ প্রভু সঙ্কীৰ্ত্তনে বিল-
 সয় ॥ পরমবিচিত্র বেশ বিচিত্র ভঙ্গিমা । শোভায় ভুবন ভুলে
 দিতে কি উপমা ॥ মণ্ডলী বন্ধানে চারু নৃত্য আরম্ভিতে । গীত
 বাদ্য বুদ্ধি যৈছে কে পারে বর্ণিতে ॥ নাচে গৌরচন্দ্র কি
 অদ্ভুত গান সৃষ্টি । ভুবনমাতায় প্রেমে করে প্রেমরুষ্টি ॥ মন্দ
 মন্দ হাসি চাহে নরোত্তম পানে । প্রভু নিত্যানন্দ সে প্রভুর
 ভঙ্গি জানে ॥ নাচে নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কুমার । দাড়রে

ধরণী কম্পয়ে অনিবার ॥ অদ্বৈত আচার্য্য নাচে উল্লাস হিয়ায় ।
 করয়ে গর্জ্জন মহামত্ত সিংহপ্রায় ॥ নাচয়ে পণ্ডিতগদাধর্য্য ধৈর্য্য
 নাশে । গৌরচন্দ্র সমীপে লইয়া শ্রীনিবাসে ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত
 নাচে হইয়া বিহ্বল । মুরারিগুপ্তের নৃত্যে নাশে অমঙ্গল ॥
 নাচে বক্রেস্বর সে উপমা নাই দিতে । হৈল অভিলাষপূর্ণ এ
 গীত বাদ্যেতে ॥ হরিদাসঠাকুরের নৃত্য কি মধুর । স্বরূপ
 গোসাঞির নৃত্যে তাপ যায় দূর ॥ দাস গদাধরের নর্ত্তন মনো-
 হর । নাচে রায় রামানন্দ রসের সাগর ॥ বাসুদেব সার্বভৌম
 বিদ্যাবাচস্পতি । দেখি এ দৌহার নৃত্য কেবা ধরে ধৃতি ॥
 নাচয়ে অচ্যুতানন্দ অদ্বৈততনয় । নিরন্তর নয়নে আনন্দধারা
 বয় ॥ মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন । নাচে যে ভঙ্গিতে তাহা
 না হয় বর্ণন ॥ গৌরীদাস পণ্ডিতের কিবা নৃত্যাবেশ । শ্রীপতি
 শ্রীনিধি নাচে আনন্দ অশেষ ॥ গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষের
 নর্ত্তনে । কে আছে এমন ধৈর্য্য ধরিবেক মনে ॥ নাচয়ে মুকুন্দ
 শ্রীআচার্য্য পুরন্দর । বাসুদেব দত্ত বৃদ্ধাচারী শুক্লাশ্বর ॥ শ্রীমান্
 পণ্ডিত যত্ন আচার্য্য নন্দন । শ্রীমুকুন্দদত্ত নাচে শ্রীমধুসূদন ॥
 শ্রীনাথ মহেশ নাচে শ্রীধর শঙ্কর । জগদীশ শ্রীযত্ননন্দন কাশী-
 শ্বর ॥ রঘুনাথভট্ট নাচে রূপ সনাতন । যে নৃত্য দর্শনমাঝে
 জুড়ায় নয়ন ॥ নাচে শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী ধনঞ্জয় । বিপ্র বাণী-
 নাথ শিখী কানাই বিজয় ॥ নাচে সূর্য্যদাস শ্রীনৃসিংহ নান।
 ছান্দে । হৃদয়চৈতন্য নাচে লৈয়া শ্যামানন্দে ॥ শ্রীনিবাস শ্রী-

নরোত্তমের প্রিয়গণ । নাচয়ে অসংখ্য লোক কে করু গণন ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি মিশাই মানুষে । নাচয়ে কত না সাথে
 মনের উল্লাসে ॥ চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের নাই অন্ত ।
 নাচে মহারঙ্গে সে সকল ভাগ্যবন্ত ॥ হৈল নৃত্যাবেশ কি
 অদ্ভুত নৃত্যস্থলে । সবার হৃদয়ে মহা আনন্দ উথলে ॥ নৃত্য
 গীত বাদ্যে হয় যে কাল ব্যতীত । সে কাল অলক্ষ্য সবে
 সামান্য প্রতীত ॥ আহামরি কিবা গীত বাদ্য মনোহর । কিবা
 নৃত্য নৃতন ব্রহ্মাদি অগোচর ॥ কিবানন্দে বিহ্বল অধৈর্য
 নিত্যানন্দ । কিবা ভক্তমণ্ডলী মধ্যেতে গৌরচন্দ্র ॥ একাশিলা
 প্রভু কিবা অদ্ভুত করুণা । কিবা এ বিলাস ইহা বুঝে কুন
 জনা ॥ ১ শ্রীনিবাস নরোত্তমে কিবা অনুগ্রহ । ছুঁহ অভিলাষ
 পূর্ণ কৈলা গণসহ । কিবা গণসহ নরোত্তম শ্রীনিবাসে । আলি-
 সন করি কি কহয়ে যুগুভায়ে ॥ কহিতে কি ভকতবৎসল
 গৌরারায় । অদর্শন হৈতে ধৈর্য্য না ধরে হিয়ায় । গণসহ সঙ্কী-
 র্তনে প্রকটিলা যৈছে । অকস্মাৎ প্রভু অদর্শন হৈলা তৈছে ॥
 অপ্রকট গণসহ অদর্শন হৈলে । রহিল প্রকট গণ সঙ্কীর্তন
 স্থলে ॥ প্রভু অন্তর্দানমাত্রে প্রাপ্ত বাহ্যজ্ঞান । সে আবেশ
 সবার হৈল অন্তর্দান ॥ উঠিল ক্রন্দন রোল সঙ্কীর্তন স্থলে ।
 সবে মহা ক্যাকুল ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ কেহ কহে কোথা
 গেলা প্রভু গৌরচন্দ্র । কেহ কহে কোথা শ্রীঅধৈর্য নিত্য-
 নন্দ ॥ কেহ কহে কোথা শ্রীপণ্ডিত গদাধর । কেহ কহে

কোথা হরিদাস বজ্রেশ্বর ॥ কেহ কহে কোথা গেলা শ্রীবাস
 মুরারি । কেহ কহে কোথা শ্রীমুকুন্দ নরহরি ॥ কেহ কহে
 কোথা গৌরীদাস গদাধর । কেহ কহে কোথা শ্রীস্বরূপ
 দামোদর ॥ কেহ কহে গণসহ প্রভু দেখা দিয়া । কোথা গেলা
 বলি কান্দে ভূমে লোটাইয়া ॥ চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের
 আর্তিধ্বনি । সে সবার নেত্রজলে কর্দম ধরণী ॥ হাস্য হেতু
 আইলা যত পাষণ্ডির গণ । সে সবেও কান্দে ধৈর্য্য না যায়
 ধরণ ॥ করয়ে বিলাপ সবে উর্দ্ধ বাহু করি । মো সবার রক্ষা
 কর প্রভু গৌরহরি ॥ পুনঃ পুনঃ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে । অপ-
 রাধ নহে যেন বৈষ্ণবের স্থানে ॥ সঙ্কীৰ্ত্তন সুধাপান করি নির-
 স্তর । ঐছে কত কহি হয় ধূলায় ধূসর ॥ কহিতে কি জানি
 কারু ধৈর্য্যমাত্র নাই । ভক্তচেষ্টা উপমা দিবার নাই ঠাই ॥
 শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি প্রিয়ভক্তগণ । পরস্পর কহে ইকি
 দেখিলু স্বপন ॥ কেহ কহে ভ্রম বা জন্মিল মো সবার । কেহ
 কহে প্রভু ইচ্ছা নারি বুঝিবার ॥ ঐছে কত কহি কিছু ধৈর্য্য-
 বলন্বিতা । শ্রীনিবাস নরোত্তমে সবে স্থির কৈলা ॥ শ্রীজাহ্নবী
 ঈশ্বরী কহয়ে মৃদুভাষে । পূর্ণ অনুগ্রহ নরোত্তম শ্রীনিবাসে ॥
 যে অঙ্কিত করিল প্রভু তাহা সত্য হৈল । গণসহ এ হেন
 কীৰ্ত্তনে নৃত্য কৈল ॥ আচণ্ডালপ্রভৃতি মাতিল প্রভুগণে ।
 খণ্ডিল সবার তাপ প্রেম বরিষণে ॥ প্রভুর এ লীলা অলৌকিক
 প্রেমময় । ঐছে কত কহিতে হইল হর্ষোদয় ॥ সর্বমহাশয়ের

মোদ ব্যাপিল হৃদয়ে । হৈল পূর্বপ্রায় চেষ্টা প্রভুর ইচ্ছায় ॥
 দেখি সে সবার রীত জাহ্নবী ঈশ্বরী । শ্রীনিবাসাচার্য্য এতি
 কহে ধীরি ধীরি ॥ ফাগু-খেলারস্তের করহ আয়োজন । শুনি
 কল্লু আদি আনাইলা সেই কণ ॥ পৃথক্ পৃথক্ বহুপাত্রে
 সুশোভয় । দেখি শ্রীঈশ্বরী অতিপ্রসন্ন হৃদয় ॥ শ্রীনিবাস
 নরোত্তম ঈশ্বরীআদেশে । প্রণমি মহান্তগুণে কহে মুদুভাষে ॥
 ফাগুখেলাইতে ইচ্ছা করুন এখন । শুনি হর্ষে অনুমতি দিলা
 সর্বজন ॥ শ্রীনিবাস পৃথক্ পৃথক্ পাত্র লৈয়া । সব আগে
 কল্লু-আদি দিলা হর্ষ হৈয়া ॥ পুষ্পের পরাগ ফাগু আদি যজ্ঞ-
 মতে । দিলেন পৃথক্ পাত্রে ঈশ্বরী অগ্রেতে ॥ শ্রীজাহ্নবী
 ঈশ্বরী মন্দিরে প্রবেশিয়া । প্রেমানন্দে মগ্ন প্রভু অঙ্গে ফাগু
 দিয়া ॥ মন্দির হইতে আসি বসিনিজাসনে । দেখে যৈছে ফাগু-
 ক্রীড়া করে প্রভুগণে ॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীগোপাল প্রেমময় ।
 শ্রীপতি শ্রীনিধি যত্ন গুণের আलय ॥ শ্রীরঘুনন্দন আদি প্রভু
 প্রিয়গণ । ফাগুখেলারস্তে প্রেমাবিষ্ট সর্বজন ॥ কেহ মহা-
 রঙ্গে গোরা-অঙ্গে ফাগু দিয়া । ফিরাইতে নারে আঁখি মুখ
 নিরখিয়া ॥ কেহ চারুচরিত্র বর্ণিয়া পদ্যছন্দে । শ্রীবল্লবীকান্তে
 ফাগু দেন মহানন্দে ॥ কেহ কেহ শ্রীত্রজমোহনে ফাগুদিতে ।
 উথলে আনন্দসিন্ধু নারে স্থির হৈতে ॥ কেহ শ্রীরাধিকাসহ
 কৃষ্ণে ফাগু দিয়া । দেখয়ে সে শোভা নানা ভঙ্গি প্রকাশিয়া ॥
 কেহ কেহ প্রকাশি কোতুক অতিশয় । শ্রীরাধাকান্তের অঙ্গে

ফাগু সমর্পয় ॥ কেহ কেহ ফাগু দিয়া শ্রীরাধারমণে । মন্দ
 মন্দ হাসে অতি উল্লসিত মনে ॥ ফাগু খেলাইতে যে অদ্ভুত
 ভাবাবেশ । একমুখে বর্ণিতে না পারি তার লেশ ॥ কিবা পর-
 স্পার ফাগুখেলায় বিহ্বল । কিবা ফাগুময় অঙ্গ করে বলমল ॥
 কিবা ফাগুক্রীড়া গীত গায়েন প্রভুর । নানা বাদ্য বায় কিবা
 শব্দ স্তমধুর ॥ কহিতে কিজানি সে অদ্ভুত সবরীত । গীতবাদ্য
 শ্রবণে ব্রহ্মাদি বিমোহিত ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম শ্যামা-
 নন্দ । গণসহ বিহ্বল পাইয়া মহানন্দ ॥ দেখি সে অদ্ভুত
 শোভা মধুরভঙ্গিতে । ফল্গুতে ভূষিত তনু উপমা কি দিতে ॥
 ফাগুময় হইল গগণ মহিতল । চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের
 কোলাহল ॥ প্রভুর ইচ্ছায় সে অদ্ভুত ফাগুখেলা । অলঙ্কিত
 দেবতা নমুসে একমেলা ॥ ফাগুখেলানুখে মগ্ন হইয়া সকলে ।
 প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈলা সঙ্ক্যাকালে ॥ সবে সঙ্ক্যাআরাত্রিক
 করিয়া দর্শন । করিলেন শ্রীনাম কীর্তন কতক্ষণ ॥ প্রভু প্রিয়-
 গণ মহাগুণের সাগর । বৈসে প্রভু প্রাঙ্গণে সে শোভা মনো-
 হর ॥ গৌরাঙ্গের জন্ম-অভিষেক করিবারে । অনুমতি সকলে
 দিলেন আচার্য্যেরে ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য সবে ভূমে প্রণমিয়া ।
 প্রবেশে মন্দিরে মহানন্দিত হইয়া ॥ পূজারি সকল মহা-উল্ল-
 সিত মনে । অভিষেক দ্রব্য সজ্জ কৈল সেই ক্ষণে ॥ বিবিধ
 ওষধি দ্রব্য অনেক প্রকার । আচার্য্যের আগে দিলা সকল
 সম্ভার ॥ আচার্য্যঠাকুর গৌরাঙ্গেরে যত্ন করি । খসাইলা পূর্ব

বেশ সিংহাসনোপরি ॥ শুরু বাস পরাইয়া পরমযতনে । বসী-
 ইলা গৌরচন্দ্রে অন্য সিংহাসনে ॥ কৃষ্ণ-জন্মতিথির বিধান
 যৈছে হয় । তৈছে গৌরচন্দ্র জন্মাভিষেক করয় ॥ গৌর কৃষ্ণ
 এক ইথে ভেদবুদ্ধি যার ! যমযন্ত্রণায় তার না হয় নিস্তার ॥
 আহা মরি কি অপূর্ব অভিষেক-রঙ্গ । দেখে সবে উল্লাসে
 ধরিতে নারে অঙ্গ ॥ বিপ্র বেদধ্বনি করে স্মধুর ছন্দে । ভাট-
 গণ বর্ণে প্রভুচরিত্র আনন্দে ॥ নানাদেশী গায়ক গায়েন নানা
 গীত । নদীয়াবিহার যাতে ব্রহ্মাদি মোহিত ॥ চতুর্দিকে
 নানাবাদ্য বায়েন বাদক । নানাদেশরীতে নাচে যতেক নর্তক ॥
 কহিতে কি জানি স্মখসিদ্ধ উৎসবে । যে জানে যে বিদ্যা তা
 কোতুকে প্রকাশয়ে ॥ গৌরাঙ্গের জন্ম অভিষেকের বিধান ।
 নেত্র ভরি দেখে যত লোক ভাগ্যবান্ ॥ কেহ কহে ধন্য এ
 ফাল্গুন পৌর্ণমাসী । এতিথি সেবিলে মিলে নদীয়ার শশী ॥
 কেহ কহে ফাল্গুন পূর্ণিমা ঐছে হয় । পূর্ণিমা রজনী কি অদ্ভুত
 শোভাময় ॥ দেখ চন্দ্র কিরণে সর্বত্র স্নানিস্থল । না বুঝিয়ে
 এথা কেনে অধিক উজ্জ্বল ॥ কেহ কহে প্রভু জন্মাভিষেক
 দর্শনে । আসি অলঙ্কিত চন্দ্র আছেন এখানে ॥ কেহ কহে
 যে কহিলে এহো সত্য হয় । এথা প্রভুভক্ত চন্দ্রগণের উদয় ॥
 ঐছে কত কহি লোক মগ্ন ভক্তিরসে । প্রভুপরিকর শোভা
 দেখি স্থখে ভাসে ॥ কি অদ্ভুত প্রভুপরিকরের চরিত ।
 গায়েন প্রভুর জন্ম অভিষেকগীত ॥ হইল প্রভুর অভিষেক

সমাধান । ক্রমে গান বাড়ে নহে গানের বিরাম ॥ গানানন্দে
 নিমগ্ন হইলা অতিশয় । পোহাইল নিশী কৈছে কিছূনা জানয় ॥
 প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈয়া সৰ্বজন । শ্রীমঙ্গল আরাত্রিক করিলা
 দর্শন ॥ প্রভুগণে প্রণমিয়া মহানন্দ মনে । প্রাতঃক্রিয়া কৈল
 গিয়া নিজ নিজ স্থানে ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী পরম হর্ষ হৈয়া ।
 প্রাতঃকালে করিলেন স্নানানিক ক্রিয়া ॥ পরম উৎসাহে কৈলা
 অপূর্ব রক্ষন । অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত না হয় বর্ণন ॥ গৌরাঙ্গ
 বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে । ভোগ সমর্পণ কৈলা অপূর্ব
 বিধানে ॥ সময় জানিয়া যত্নে ভোগ সরাইলা । দেখি প্রভুগণের
 কোতুক হর্ষ হৈলা ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য সর্ব মহাস্তুগণেরে ।
 নিবেদিলা আরতি দর্শন করিবারে ॥ সকল মহাস্তু মহা-উল্ল-
 ষিত মনে । আইসেন একযোগে প্রভুর প্রসঙ্গে ॥ কি অপূর্ব
 ভঙ্গী ভালে তিলক সুন্দর । শ্রীনাথ-অঙ্কিত বাহু বক্ষ মনোহর ॥
 পরিধেয় নবীন বসন শোভা করে । দেখিতে মহাস্তুগণে কেবা
 ধৈর্য্য ধরে ॥ প্রভুর প্রাপ্তগণে সবে করিয়া গমন । প্রভু আরা-
 ত্রিক দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ আরাত্রিক সমাধিয়া পূজারী যতনে ।
 প্রসাদি তুলসীমালা দিলা সর্বজনে ॥ শ্রীমন্দিরে প্রভুপরি-
 চর্যা সমাধিল । প্রভুগণে অপূর্ব শয্যায় শোয়াইল ॥ চামর
 ব্যজন আদি করি হর্ষ হৈলা । মন্দির-বাহিরে আসি দ্বার বন্ধ
 কৈলা ॥ ভূমে পড়ি প্রভুপারিকরে প্রণময়ে । সকল মহাস্তু
 অনুগ্রহে প্রশংসয়ে ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে বার বার ।

প্রভুপরিচর্যা পরিপাটী চমৎকার ॥ এত কহিতেই কত
 উপজয়ে চিতে । কেবা না আনন্দে ভাসে সে চেষ্টা
 দেখিতে ॥ এথা শ্রীঈশ্বরী শ্রীমাধবে নিদেশিল । তেঁহ সবে
 প্রসাদ ভুঞ্জিতে নিবেদিল ॥ মাধবাচার্যের শুনি মধুর বচন ।
 শ্রীঅচ্যুত শ্রীপতি আদির হৃষ্ট মন ॥ অপূর্ব বন্ধানে স্বচ্ছস্থলে
 সবে বৈসে । শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী আনন্দে পরিবেশে ॥ অন্ন
 বাঞ্ছনাদি স্বাদু অমৃত জিনিয়া । ভুঞ্জয়ে প্রশংসি প্রেমানন্দা-
 বিষ্ট হৈয়া ॥ স্বাদে স্বাদে সবে ভুঞ্জিলেন অতিশয় । ভক্ষণসময়
 শোভা কহিল না হয় ॥ পরমকৌতুকে সবে করি আচমন ।
 করিলেন নিজ নিজ বাসায় গমন ॥ শ্রীনিবাস আদি আঞ্জা
 লজ্বিতে নারিল । ভুঞ্জিলেন শ্রীঈশ্বরী যত্নে ভুঞ্জাইল ॥ মনের
 উল্লাসে শেষে জাহ্নবী ঈশ্বরী । ভুঞ্জিলেন শ্রীমহাপ্রসাদ যত্ন
 করি ॥ হইল সভার মহা আনন্দহৃদয় । স্থানে স্থানে ভোজন
 কৌতুক অতিশয় ॥ ভুঞ্জয়ে যতেক লোক সংখ্যা নাই তার ।
 শ্রীখেতরিগ্রামে ভোজন আনন্দ পাথার ॥ প্রভুপরিকরগণ
 দেখি এ কৌতুক । তিলে তিলে সবার বাঢ়য়ে মহাস্বথ ॥ প্রতি
 পদ দিবা নিশি ঐছে গোড়াইল । দ্বিতীয়ায় যাত্রা করিবেন
 স্থির কৈল ॥ দ্বিতীয়া দিবস শ্রীনিবাস হৃষ্টমনে । নিবেদয়ে
 প্রভুপ্রিয় পরিকরগণে ॥ অদ্য নিজ নিজ বাসা ঘরে শীত্ৰকরি ।
 হবে পাকক্রিয়াদি দেখিব নেত্র ভরি ॥ সন্তোষদন্তের মনে
 অভিলাষ যাহা । অনুগ্রহ করি পূর্ণ করিবেন তাহা ॥ শ্রীনিবাস

চেষ্টা দেখি সবে হৃষ্ট হৈয়া । বিবিধ প্রকারে করাইলা পাক-
ক্রিয়া ॥ কৃষ্ণ ভোগ দিয়া সবে প্রসাদ ভুঞ্জিল । শ্রীনিবাসা-
দিক সে কোঁতুক নিরখিল ॥ সন্তোষদত্তের ভাগ্য না হয় বর্ণন ।
যে যে দ্রব্য দিলা সবে করিলা গ্রহণ ॥ নানাদেশী সহস্র সহস্র
বিপ্রগণে । করিলা সম্মান নানা দ্রব্য বাক্য দানে ॥ গায়ক
বাদক নর্তকাদি লোকগণে । সন্তোষিলা সন্তোষ বিবিধদ্রব্য
দানে ॥ সকল মহাস্ত দেখি সন্তোষের রীত । স্নেহাবেশে অনু-
গ্রহ কৈলা যথোচিত ॥ কহিলু এ প্রসঙ্গাতিশয় সঙ্ক্ষেপেতে ।
বিস্তারিব নরোত্তমবিলাসেতে ॥ মহামহোৎসব অস্তে প্রভু-
প্রিয়গণ । নিজ নিজ দেশে করিবেন আগমন ॥ শ্রীজাহ্নবী
ঈশ্বরী যাবেন বৃন্দাবনে । বিদায় হইতে তেঞি গেলা তাঁর
স্থানে ॥ বিদায়সময়ে যে কহয়ে পরস্পরে । সে সব শুনিতে
দারুণ পাষণ বিদরে ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী অধৈর্য্য অতিশয় ।
নিবারিতে নায়ে ছুই নেত্রে ধারা বয় ॥ প্রভু প্রিয়গণ মহা-
ব্যাকুল হিয়ায় । নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া হইলা বিদায় ॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে । নেত্রভরি নিরখিয়া
প্রণমে প্রাঙ্গণে ॥ বিদায় হইয়া চলে খেতরি হইতে । খেতরি
গ্রামের লোক ধায় চারিভিতে ॥ পরস্পর কহে কত করিয়া
ক্রন্দন । দেখি সে সবারে স্থির নহে কুন জন ॥ শ্রীনিবাসা-
চার্য্য ধৈর্য্য ধরিতে না পারে । নরোত্তম রামচন্দ্র স্থির হৈতে
নায়ে ॥ শ্যামানন্দাদির চিত্তে খেদ অতিশয় । গণসহ সন্তো-

বের, ব্যাকুলহৃদয় ॥ কহিতে কি শ্রীমহাস্তগণের গমনে ।
 ব্যাপিল দারুণ দুঃখ পশু পক্ষিগণে ॥ পদ্মাবতীতীরে মহালোক
 ভীড় হৈল । শ্রীমহাস্তগণ শীঘ্র নৌকায় চটিল ॥ হইয়া ব্যাকুল
 পদ্মাবতী পার হৈলা । বুধরিগ্রামেতে রহি প্রাতে যাত্রা
 কৈলা ॥ আচার্য্যাদি সবে পদ্মাবতীতীর হৈতে । আইলেন
 শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী গ্রামেতে ॥ যদ্যপি ঈশ্বরী অতি অধৈর্য্য
 অন্তরে । তথাপি প্রবোধি স্থির করিলা সবারে ॥ করিবেন
 বৃন্দাবন গমন ত্বরায় । তাহা জানাইতে সবে ব্যাকুল হিয়ায়
 পুন কত যত্নে প্রবোধিলা সর্ব্বজনে । যাত্রা স্থির কৈলা বৃন্দা-
 বনের গমনে ॥ শ্রীসন্তোষদত্ত যত্নে নানা দ্রব্য দিলা । তারে
 অনুগ্রহ করি গ্রহণ করিলা ॥ গৌরান্ন বল্লবীকান্ত আদি প্রভু-
 গণে । না জানি প্রণমি কি কহিলা সন্তোষনে ॥ প্রভু আগে
 বিদায় হইয়া যাত্রা করে । সঙ্গে ভাগবতগণ অধৈর্য্য অন্তরে ॥
 কৃষ্ণদাস সরথেল মাধব আচার্য্য । মুরারি চৈতন্য কৃষ্ণদাস
 বিপ্রবর্য্য ॥ নৃসিংহ চৈতন্য বলরাম মহীধর । কানাই নকড়ি-
 দাস গৌরান্নসুন্দর ॥ শ্রীপরমেশ্বরীদাস দাস দামোদর । রঘু-
 পতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর ॥ জ্ঞানদাস মুকুন্দাদি ভাগবত
 যত । এ সবার প্রভাব বর্ণিবে কেবা কত ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য
 নরোত্তমাদি-বিচ্ছেদে । ধরিতে না পারে হিয়া বিদরয়ে খেদে ॥
 কে বুঝিতে পারে প্রেম-চেফা যে প্রকার । বিদায় হইলা
 বৈছে নারি বর্ণিবার ॥ গগনহু ঈশ্বরীর গমনসময়ে । গোবি-

নাদি সঙ্গে চলে আচার্য্য আজ্ঞায়ে ॥ খেতরি হইতে চলিলেন
 ধৈর্য্য ধরি । শীঘ্র আসিবেন জানাইলেন ঈশ্বরী ॥ শ্রীনিবাস
 আচার্য্যাদিপ্রভুর ইচ্ছায় । ধৈর্য্যাবলম্বন করি আইলা বাসায় ॥
 খেতরিগ্রামের লোক চাহে পথ পানে । না ধরে ধৈর্য্য অশ্রু
 ঝরয়ে নয়নে ॥ শ্রীঈশ্বরীচরণ চিন্তিয়া সর্বজন । পরস্পর কহে
 কত প্রবোধ বচন ॥ এসব প্রশঙ্গ নরোত্তমবিলাসেতে । বিস্তা-
 রিব প্রেমভক্তি পাবে আশ্বাদিতে ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্ত-
 মাদি-সহিত । হইলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে উপনীত ॥ অকস্মাৎ
 হইল চিত্তে আনন্দ উদয় । অঙ্গণপ্রভাব যৈছে কহিল না হয় ॥
 যে অঙ্গণে গৌর নিত্যানন্দাধ্বৈত তিনে । নৃত্য কৈলা প্রকট
 প্রকট গণ সনে ॥ যে অঙ্গণ ধ্যানে সর্ব বিঘ্ন বিনাশয়ে । দর্শনে
 পরম প্রেমানন্দ প্রাপ্ত হয়ে ॥ জয় শ্রীঅঙ্গণ সর্বচিত্ত আকর্ষয় ।
 জয় জয় শ্রীখেতরিগ্রাম ভক্তিময় ॥ আচার্য্যঠাকুর নরোত্তমগণ
 সনে । প্রতি দিন কীর্তনে বিহ্বল শ্রীপ্রাঙ্গণে ॥ এক দিন শ্রী-
 নিবাসাচার্য্য যুহুভাবে । শ্রীনরোত্তমের প্রতিকহে স্নেহাবেশে ॥
 শ্যামানন্দ সহ কালি প্রাতে শীঘ্র করি । পদ্মাবতীপার হৈয়া
 যাইব বুধরি ॥ যাজ্ঞিগ্রামে শ্যামানন্দে বিদায় করিব । বিষ্ণুপুর
 গিয়া যাজ্ঞিগ্রামেতে আসিব ॥ পাঠাব সংবাদপত্ৰী, তুমিহ
 স্বরায় । ঈশ্বরীগমন পত্ৰী পাঠাবে আমায় ॥ ঈশ্বরী যাইবেন
 যেই পথ দিয়া । তোমরা যাইবা সঙ্গে সে পথে লইয়া ॥ এঁছে
 কত কহি প্রাতে অধৈর্য্য হিয়ায় । মঙ্গল আরাত্রিক দেখি

হইলা বিদায় ॥ গমন কালেতে যে হইল পরম্পরে । তাহা
 কহিতেই হিয়া না জানি কি করে ॥ নরোত্তমবিলাসে এ বর্ষিব
 বিস্তরি । পদ্মাবতী পার হৈয়া গেলেন বুধরি ॥ এথা রামচন্দ্র
 ক্রীঠাকুর মহাশয় । বিচ্ছেদে ব্যাকুল হইলেন অতিশয় ॥ নিজ-
 গণ সহ সদা প্রভুর প্রাঙ্গণে । সঙ্কীর্ণনে মত্ত দিবা নিশি নাছি
 জানে ॥ কত শত পাষাণ্ডিরে অনুগ্রহ করি । করয়ে প্রভুর
 প্রেমভক্তি অধিকারী ॥ এ সব প্রসঙ্গে যার হয় গাঢ় রতি ।
 প্রভু পদে জন্মে তার নিখিল ভকতি ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য-চরণ
 চিন্তা করি । ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরোত্তমালয়ে
 মহামহোৎসব শ্রীজাহ্নবী বৃন্দাবনযাত্রাদিবর্ণনং নাম দশম
 স্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

একাদশ তরঙ্গ ।

—:~:~:~:—

জয় গৌরচন্দ্র প্রভু ভক্তপ্রাণপতি । জয় জয় নিত্যানন্দ
অগতির গতি ॥ জয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য জগতে পূজিত । জয়
গদাধর জয় শ্রীবাসপণ্ডিত ॥ জয় সনাতন রূপ রসের আলয় ।
জয় লোকনাথ শ্রীগোপাল প্রেমময় ॥ জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম
রামচন্দ্র । জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তবৃন্দ ॥ জয় জয় শ্রোতা-
গণ গুণের আলয় । এবে যে कहিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ শ্রী-
খেতরি গ্রামে মহামহোৎসব হৈল । এ সকল কথা মর্ক-
দেশেতে ব্যাপিল ॥ মহোৎসব অন্তে অন্যদেশী লোকগণ
নিজ নিজালায়ে সবে করিলা গমন ॥ শ্রীখেতরি গ্রামেতে
লোকের নাই অন্ত । ভক্তিরসে মগ্ন সে সকল ভাগ্যবন্ত ॥
গৌরঙ্গ বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে । দেখি লোক উল্লাসে
আপনা নাহি জানে ॥ নানা দ্রব্য আনে সবে স্মৃতি মানিয়া ।
প্রভুগণে অর্পয়ে পূজক হর্ব হৈয়া ॥ শ্রীপ্রভুগণের সেবা নিয়ম
বিধান । कहিতে কি জানি তায় জুড়ায় পরাণ ॥ আইসে
যতেক লোক করিতে দর্শন । ছাড়িয়া যাইতে নারে প্রভুর
প্রাঙ্গণ ॥ প্রেমময় প্রভুর প্রাঙ্গণ মনোরম । প্রাঙ্গণমহিমা ব্যক্ত
কৈল নরোত্তম ॥ কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের অন্তর । প্রভুর
প্রাঙ্গণ ধূলে সদাই ধূসর ॥ নিজস্ব গান নৃত্য বাদ্য প্রভে-

দেতে । গন্ধর্ব্ব বিশ্বয় তাহে উপমা কি দিতে ॥

তথাহি স্তবায়তলহর্য্যাং ॥

আনন্দমূর্ছাবলিপাত-ভাত, ধূলীভরালঙ্কৃতবিগ্রহায় ।

যদর্শনং ভাগ্যভরণেণ তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ।

গন্ধর্ব্বগন্ধর্ব্বকপণস্বলাগ্য,-বিস্মাপিতাশেষকৃতিব্রজায় ।

স্বস্বকগানপ্রথিতার তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ॥

প্রিয় রামচন্দ্র আর গোকুলাদি-সনে । সদা নানা রস-
আস্বাদয়ে সঙ্কীর্ণনে ॥ পূর্ণিমা রজনী পূর্ণচন্দ্রের উদয় । কহি
সে দিবস বৈছে রস আস্বাদয় ॥ প্রথমে অন্তত বাদ্যনৃত্ত
প্রকাশিয়া । গায় রাস লীলারসে নিমগ্ন হইয়া ॥ দেবাদি
মোহিত গীতবাদ্য-প্রভেদেতে । গীতজ্ঞের শিরোমণি নারে
স্থির হৈতে ॥ অকস্মাৎ চতুর্দিক্ হইল উজ্জ্বল । মেঘ বিদ্যুৎ-
প্রায় তেজ প্রকাশ নির্মল ॥ তিলে তিলে ব্যাপয়ে সৌগন্ধি
চমৎকার । নূপুর কিঙ্কিণী ধ্বনি হয় অনিবার ॥ সঙ্কীর্ণন-স্থলে
ঐছে হৈল অলঙ্কিত । অন্তর্দ্বার হৈতে সবে হইলা মুচ্ছিত ॥
রামচন্দ্র নরোত্তম ভাসে নেত্রজলে । দেবীদাস গোকুলাদি
লোটার ভূতলে ॥ প্রিয়াসহ কৃষ্ণের এ অলৌকিক লীলা ।
জানি সবে কৃষ্ণের ইচ্ছায় স্থির হৈলা ॥ নরোত্তম রামচন্দ্র
গুণের আলয় । নির্জনে বসিয়া কৃষ্ণ চরিত্রাস্বাদয় * ॥ (শ্রী-
জাহ্নবী ঈশ্বরী গমন চিন্তা করে । বাছে নৈর্য্য প্রকাশয়ে

অধৈর্য্য অন্তরে ॥ বৃন্দাবন যাইতে যে ঈশ্বরীর ক্রিয়া । সে
 সকল বর্ণিতে নারিয়ে বিস্তারিয়া ॥ তথাপি যে কহি কিছু
 সাধুমুখে শুনি । ঈশ্বরীর ভক্তিদানে ধন্য এ ধরণী ॥ এক দিন
 এক বৃহদ্রায় মধ্যে যাই । ঈশ্বরীর ইচ্ছা হৈল রহিতে তথাই ॥
 সেই গ্রামে সে দিবস করিলেন স্থিতি । চিন্তয়ে লোকের হিত
 দেখি লোকরীতি ॥ সে গ্রামের লোক মহাপাষণ্ড দুর্জয় ।
 বৈষ্ণবচরণে করে বিক্রপাতিশয় ॥ সন্ধ্যাসময়েতে মহাভাগবত
 গণ । করেন শ্রীঈশ্বরীর চরণবন্দন ॥ তাহা দেখি হাসিয়া
 পাষণ্ডিগণ কয় । ইহেঁ বিপ্রপত্নী মোর মনে এই লয় ॥ কেহ
 কহে এ গুলার নাহি কুন জ্ঞান । মনুষ্যে প্রণমে দেবে, না
 করে প্রণাম ॥ কেহ কহে চণ্ডী কৃপা করিলে সে হয় । কেহ
 কহে চণ্ডীকৃপা অস্ত্রে কি বুঝায় ॥ বিপ্রপত্নী বিপ্র কি না
 প্রণমে চণ্ডীরে । এ গুলার অপরাধ হৈল চণ্ডী-দ্বারে ॥ এত
 কহি হাসি হাসি পাষণ্ডির গণ । চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া করে
 জাম্বালন ॥ প্রণমিয়া চণ্ডীরে কহয়ে বার বার । অন্য রাত্রে
 এ গুলার করিবে সংহার ॥ যদি কায়মনোবাক্যে পূজয়ে চরণ ।
 তবে রক্ষা করি দিবে চরণে শরণ ॥ এও কহি পাষণ্ডিসকল
 ঘরে গেলা । করিতে শয়ন সবে নিদ্রাগত হৈলা ॥ পাষণ্ডির
 বাক্যে চণ্ডী হৈলা ক্রোধময় । কাঁপে গুষ্ঠাধর রক্তবর্ণ নেত্র
 দ্বয় ॥ স্বপ্ন-ছলে মহাতীক্ষ্ম খড়্গ হস্তে লৈয়া । পাষণ্ডি
 গণের প্রতি কহেন গর্জিয়া ॥ ওরে রে পাষণ্ডি দুঃখ নহে সম-

রণ । অদ্য তো সবার মুণ্ড করিব ছেদন ॥ অহঙ্কারে মত্ত
হৈয়া আপনা খাইলি । সর্ব্বারাধ্য ভাগবতগণে নিন্দা কৈলি ॥
বিপ্রপত্নী কহি যারে কৈলি হেয় জ্ঞান । ওরে দুষ্ঠ পাষণ্ড না
জান তত্ত্ব তান ॥ মোর শিরোধার্যা এই সবার পুজিতা ।
নিত্যানন্দ-বলরামচন্দ্রের বনিতা ॥ জাহ্নবী ঈশ্বরী নাম অতি-
শ্রমধুর । এ নাম গ্রহণে ভবভয় হয় দূর ॥ প্রভুনিত্যানন্দপ্রিয়া
করণার মূর্ত্তি । নিজগুণে জীবৈ বিতরয়ে প্রেমভক্তি ॥ কেবা
না বন্দয়ে সদা পাদপদ্মদ্বয় । সবেগায় সুযশ নিবারে তাপত্রয় ॥
তথাহি ॥

নিত্যানন্দপ্রিয়াং প্রেমভক্তিরত্নপ্রদায়িনীং ।

(শ্রীজাহ্নবীশ্বরীং বন্দে তাপত্রয়নিবারিণীং ॥)

যদি অনুগ্রহ করে তো সবার প্রতি । তবে গে কল্যাণ,
নহে হইব দুর্গতি ॥ তাঁ সবার শরণ লইলে রক্ষা পা'বে ।
নহিলে আমার হাতে কেহ না এড়া'বে ॥ এত কহি অদর্শন
হৈতে সেসবার । হৈল নিদ্রাভঙ্গভয়ে কাঁপে অনিবার ॥ আপনা
ধিকারে প্রাতে কাতর হইয়া । মহাস্তম্ভগণের পায় পড়ে লোটা-
ইয়া ॥ নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া কহে বারে বারে । কৈলু অপ-
রাধ রক্ষা কর মো সবারে ॥ পাষণ্ড উদ্ধারহেতু এ পথে গমন ।
ঘূচাহ দুর্দ্দৈব মোরা লইলু শরণ । ঈশ্বরী প্রসন্ন তোমাদের
প্রসম্মেতে । তোমরা সে পদে ভক্তি পার দিতে নীতে ॥ তাঁর
তত্ত্ব জানিতে কি শক্তি মোসবার । এত যে কহিয়ে সে কেবল

কৃপা তাঁর ॥ নহিলে কি মোসবার ঐছে বুদ্ধি হয় । সে চরণে
 আত্মসমর্পিলু অনিশ্চয় ॥ পাষণ্ডী অহর মোরা জানে সর্ব-
 জনে । সুবিবে অবশ উদ্ধারিলে দুষ্করণে ॥ এত কহি ভূমে
 প্রণময়ে বারে বারে । দেখি প্রভুগণ কৃপা কৈল তা সবারে ॥
 ক্রীষ্ণধরী অনুগ্রহ কৈলা অতিশয় । পাষণ্ডিগণের হৈল উল্লাস
 হৃদয় ॥ দুই চারি দিন সেই গ্রামেতে রহিয়া । যাত্রা কৈলা
 পাষণ্ডিরে কৃতার্থ করিয়া ॥ পাষণ্ডিগণকল ভক্তিরসে মগ্ন হৈলা ।
 হৈল ভক্তিময় যে এ সব সঙ্গ কৈলা ॥ ঐছে এক দিন এক
 গ্রামসন্নিধানে । রহিলেন নদীর তীরেতে দিব্য স্থানে ॥ সেই
 গ্রামে দম্ভ্য দুই যবন দুর্জয় । নির্জনে বসিয়া নিজগণ প্রতি
 কয় ॥ নানা রত্ন আছে এই গোড়িয়ার স্থানে । হরিব সে সব
 সজ্জ হও সাবধানে ॥ নানা শস্ত্র লৈয়া তবে শীঘ্র সজ্জ হৈলা ।
 প্রথমে জানিতে তত্ত্ব দূত পাঠাইলা ॥ দূত আসি কহে, করি
 নামসঙ্কীৰ্ত্তন । গোড়িয়া সকল এবে করিলা শয়ন ॥ দ্বিতীয়
 প্রহর প্রায় হইল রজনী । এবে গেলে কার্য্যসিদ্ধি হবে হেন
 জানি ॥ শুনি দম্ভ্যরাজ মহা ভয়ঙ্কর বেশে । নিজগণ লৈয়া
 চলে মনের উল্লাসে ॥ মহাবেগ গতি তথা করিতে পয়ান ।
 অতি অল্পদূর পথ হয় অফুবাণ ॥ কুবুদ্ধিপ্রযুক্ত কিছু বুঝিতে
 নাহিল । চলিতে চলিতে নিশা প্রভাত হইল ॥ রজনী প্রভাত
 দেখি ভয় পাইয়া মনে । দম্ভ্যরাজ কহে নিজ পরিকরণে ॥
 দেখহ সকলে ইকি অসম্ভব হৈল । তথাই আছিয়ে যথা হৈতে

যাত্রা কৈল ॥ হৈল দৃষ্টি যেন গোড়িয়ার পাশে গেলু ॥ সে
 কেবল ভ্রম রাত্রি হাটিয়া মরিলু ॥ তিলে তিলে মোর চিত্তে
 বাড়ে এইভ্রাস ॥ গোড়িয়া গোসাক্ষির কোপে হবে সর্বনাশ ॥
 তাহাতে মানহ সবে আমার বচন ॥ আজি হৈতে দস্যবৃত্তি
 ছাড় সর্বজন ॥ কৈলু পাপ অনেক নাহিক অন্ত তার ॥ যমের
 যাতনা হৈতে নাহিক নিস্তার ॥ চল চল গোড়িয়া গোসাক্ষির
 বরাবরে ॥ করিব অবশ্য অনুগ্রহ মো সবারে ॥ (এত কহি
 দস্যবেশ পরিত্যাগ করি ॥ চলিলা কাতরে যথা আছেন
 ঈশ্বরী ॥ মহাস্তম্ভের করিতেই সম্ভর্ষণ ॥ হৈল দস্যগণের
 পরম শুদ্ধ মন ॥ ভূমিতে পড়িয়া সবে করিয়া ক্রন্দন ॥ অত্যন্ত
 কাতরে করে আত্মনিবেদন ॥ এ দেশে প্রসিদ্ধ মোমা দস্য
 ছুরাচার ॥ অনুগ্রহ কর যশ যুবক সংসার ॥ এত কহি আর
 কিছু কহিতে না পারে ॥ নেত্রে বারিধারা বহে ব্যাকুল
 অন্তরে ॥ শ্রীঈশ্বরী দেখি দয়া উপজিল মনে ॥ গণসহ অনুগ্রহ
 কৈল দস্যগণে ॥ সর্বত্র ব্যাপিল দস্যগণের উদ্ধার ॥ তথা
 হৈতে চলে যৈছে নারি বর্ণিবার ॥)কথো দিনে মথুরায় করিলা
 প্রবেশ ॥ দেখিয়া মথুরা পুরী উল্লাস অশেষ ॥ মাতুর ত্রাঙ্গ-
 গণে করিয়া সম্মান ॥ করিলা বিশ্রামঘাটে যমুনা গিনান ॥
 অকস্মাৎ শুনি ঈশ্বরীর আগমন ॥ আইলা শীঘ্র মথুরার
 বতগণ ॥ ঈশ্বরীদর্শনে সিক্ত নেত্রের ধারায় ॥ মহাস্তম্ভেরে
 দেখি বিহ্বল হিয়ায় ॥ পরস্পর হৈল যৈছে প্রেম আচরণ ॥

নেত্র ভরি দেখিলেন ভাগ্যবন্তগণ ॥ মাথুর ব্রাহ্মণ মহাহর্ষে
 সেই ক্ষণে । গমন সংবাদ পাঠাইলা বৃন্দাবনে ॥ তথা হৈতে
 লৈয়া গেলা অপূর্ব বাসায় । সে দিবস সকলে রহিলা মথুরায় ॥
 বরাহকেশব দেবে করিয়া দর্শন । প্রাতঃকালে কৈল বৃন্দা-
 বনেতে গমন ॥ মথুরার সকল বৈষ্ণব সঙ্গে চলে । যে দেখে
 সে শোভা তার আনন্দ উথলে ॥ গোস্বামিসকল শীঘ্র বৃন্দাবন
 হৈতে । আইসেন মহাহর্ষে আগুসরি নীতে ॥ (অক্রুরস্থানেতে
 আসি দেখে সর্বজন । অতি অল্প দূরে ঈশ্বরীর আগমন ॥
 গোস্বামিগণের আগমন দূরে হেরি । শ্রীপরমেশ্বরীদাসে কহেন
 ঈশ্বরী ॥ এই আইসেন যত ভাগবতগণ । কি নাম কাহার
 মোরে করাহ শ্রবণ ॥) শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঈশ্বরী আদেশে ।
 জানায়েন অঙ্গুলীভঙ্গিতে মূঢ়ভাবে ॥ ইহঁ শ্রীগোপালভট্ট গৌর
 প্রেমময় । এই শ্রীভূগর্ত লোকনাথ গুণালয় ॥ কৃষ্ণদাস ব্রহ্ম-
 চারী এ কৃষ্ণপণ্ডিত । শ্রীমধুপণ্ডিত ইহঁ শ্রীজীব বিদিত ॥ এঁছে
 সকলের নাম ক্রিয়া জানাইল । (শুনি ঈশ্বরীয় মহা-আনন্দ
 বাড়িল ॥ ঈশ্বরীনিকটে আসি গোস্বামিসকলে । পরম-আনন্দে
 প্রণামিল মহীতলে ॥ জাহ্নবী ঈশ্বরী প্রেমভক্তি মূর্তিমতী ।
 আপনা মানয়ে লঘু কে বুঝে সে রীতি ॥ গোস্বামিগণের প্রেম
 চোঁক্কি নিরখিয়া । কৈল যে মনেতে অতি অধৈর্য্য হইয়া ॥
 গোস্বামিসকল হইলেন সশঙ্কিত । শ্রীভক্তিদেবীর এই অলৌ-
 কিক রীতি ॥ কৃষ্ণদাস সরথেল মাধব আচার্য্য ॥ শ্রীপরমেশ্বরী-

দাস আদি মহা-আর্য্য ॥ এ সকল সহ যৈছে গোস্বামি সবার ।
 হইল মিলন কি বর্ণিব মুণ্ডি ছার ॥ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া যে
 কহিল পরস্পরে । সে সকল শুনিতে কেবা বা ধৈর্য্য ধরে ॥
 শ্রীপরমেশ্বরী আচার্য্যের শিষ্যগণে । গোস্বামিসকলে মিলায়েন
 হর্ষ মনে ॥ অতিশ্নেহে কহে নাম গোবিন্দ ইহান । ভক্তিরস
 পাত্র সর্ব-বৈষ্ণবের প্রাণ ॥ খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনের নন্দন ।
 প্রিয় রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হন ॥ শুনি শ্রীগোপাল ভট্ট
 আদি হর্ষ হৈয়া । কৈল আলিঙ্গন অতি স্নেহ প্রকাশিয়া ॥
 ভগবান্ কবিরাজাদির পরিচয়ে । কৈল যে স্নেহানুগ্রহ কহিল
 না হয়ে ॥ সমলে অক্রুর স্থানে করিয়া গমন । শ্রীবিগ্রহ
 গোপীনাথে করিলা দর্শন ॥ শ্রীঈশ্বরী অগ্রেতে শ্রীজীব নিবে-
 দয় । অক্রুরের স্থান এ নির্জন অতিশয় ॥ লোক ভিঁড়ে প্রভু
 না রহিয়া বৃন্দাবনে । করিতেন ভিক্ষা এথা আসি এই থানে ॥
 শুনি শ্রীঈশ্বরী সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে । তেজি দীর্ঘশ্বাস প্রণ-
 ময়ে সেই স্থলে ॥ প্রণমে অধৈর্য্য হৈয়া ভাগবতগণ । প্রভু-
 অলৌকিক লীলা কয়িয়া স্মরণ ॥ চলয়ে সকলে শ্রীঈশ্বরী অগ্রে
 লৈয়া । হৈল মহানন্দ বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া ॥ বৃন্দাবনশোভা
 দেখি জাহ্নবী ঈশ্বরী । হইলেন যৈছে তাহা বর্ণিতে না পারি ॥
 পূর্বেই শ্রীজীব বাসা স্থির কৈল যথা । সবা-সহ জাহ্নবী ঈশ্বরী
 গেলা তথা ॥ বাসায় সবার স্থিতি হৈল যেন মতে । যে স্থখ
 ব্যাপিল তাহা নারি বিস্তারিতে ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ

মদনমোহনে । সেবায়ুক্ত বৈষ্ণবের চেষ্টা কেবা জানে ॥ সক-
 লেই শ্রীপ্রভুর সেবা সমাধিয়া । ঈশ্বরীদর্শন কৈলা বাসায়
 আসিয়া ॥ কৃষ্ণদাস সরথেল আদি সবাসনে । হইল মলিন
 কিবা প্রেমানন্দ মনে ॥ (কিবা শ্রী পুরুষ ব্রজবাসী শত শত ।
 আইসে দর্শনে আর্তি কে করিবে কত ॥) শ্রীগোপালভট্ট আদি
 বিদায় হইয়া । গেলেন বাসায় সবে শ্রীজীবে রাখিয়া ॥ রহি-
 লেন শ্রীজীব ঈশ্বরী সম্মিধানে । পরম প্রবীণ যেহৌ সর্ব সমা-
 ধানে ॥ শ্রীগোপালভট্ট লোকনাথ আদি করি । কতকণ পরে
 আইলা যথা শ্রীঈশ্বরী ॥ গোস্বামিগণের দেখি ঈশ্বরী উল্লাষে ।
 যাইব দর্শনে জানাইলা যুতুভাষে ॥ শুনি ঈশ্বরীর বাক্য মহা-
 হর্ষ মনে । ঈশ্বরীর সঙ্গে সবে চলিলা দর্শনে ॥ শ্রীগোবিন্দ
 গোপীনাথ মদনমোহন । শ্রীরাধাবিনোদ আর শ্রীরাধারমণ ॥
 রাধা দামোদর এ সকল সন্দর্শনে । যে প্রেম-আবেশ তা বর্ণিধ
 কুন জনে ॥ সঙ্গে যে আইল নানা বস্ত্র আভরণ । সর্বত্রই
 সকল করিলা সমর্পণ ॥ আপনা মানিয়া লঘু প্রকাশে যে
 ভক্তি । বিস্তারিয়া সে সব বর্ণিতে নাই শক্তি ॥ (সবা সহ শ্রী-
 ঈশ্বরী বাসায় আসিয়া । বসিলেন নিভূতে সকলে বসহেয়া ॥
 শ্রীখেতরি গ্রামে যৈছে মহামহোৎসব । মাধবাচার্য্যাদি দ্বারে
 জানাইলা সব ॥) শুনি লোকনাথ আদি গোস্বামিসকলে ।
 পাইয়া পরমানন্দ ভাসে প্রেমজলে ॥ আর যে সকল কথা
 হৈল পরস্পরে । তাহা না বর্ণিব গ্রন্থ-বাহুল্যের ডরে ॥ গোবি-

ন্দের কাব্যায়ত করিতে শ্রবণ । শ্রীপরমেশ্বরী দাস কৈল
 নিবেদন ॥ শুনি গোবিন্দের কাব্য অতি মনোহর । হইল সবার
 অতি-উল্লাস অন্তর ॥ সবে কহে কবিরাজ খ্যাতি যুক্ত হয় ।
 শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বলি প্রশংসয় ॥ ইথে শ্রীঈশ্বরী মহা-উল্ল-
 সিত মনে । কি বলিব নিতি যে আনন্দ বৃন্দাবনে ॥ সর্বত্র
 ব্যাপিল ঈশ্বরীর আগমন । পরম-আনন্দে মগ্ন হৈলা বিজ্ঞগণ ॥
 শ্রীরাধিকা-কুণ্ড-বাসী শ্রীদাস গোসাঞি । শুনি হর্ষ হৈলা চলি-
 বারে সাধ্য নাই ॥ শ্রীরূপ-বিচ্ছেদে সদা অধৈর্য্য হৃদয় । অম্বাদি
 বিহনে দেহ ক্ষীণ অতিশয় ॥ নিয়মনির্ব্বাহ যৈছে যে চেষ্টা
 অন্তরে । সে সব দেখিতে কার হিয়া না বিদরে ॥ কৃষ্ণদাস
 কবিরাজ আদি বহু জন । প্রণমি যাইতে কৈল আত্ম নিবে-
 দন ॥ গোপাল রাঘব পণ্ডিতাদি এক সাথে । চলে নন্দীশ্বর
 গোবর্দ্ধনাদি হইতে ॥ সবে বৃন্দাবনে করি ঈশ্বরী দর্শন । জানা-
 ইলা দাসগোস্বামির নিবেদন ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর যে হৈল
 অন্তরে । তাহা বিবরিয়া কে কহিতে শক্তি ধরে ॥ শ্রীগোপাল
 ভট্ট আদি গোসামিসকলে । জানাইলা শ্রীকুণ্ড যাইব প্রাতঃ-
 কালে ॥ সবে কহে শ্রীকুণ্ডাদি করিয়া দর্শন । শীঘ্র করি এথা
 করিবেন আগমন ॥ শ্রম-উপশম হইবেক ভাল মতে ! তবে
 যাইবেন বনভ্রমণ করিতে ॥ ইহা শুনি শ্রীঈশ্বরী উল্লসিত মনে ।
 চলিলেন শ্রীকুণ্ডে বেষ্টিত বিজ্ঞগণে ॥ শ্রীকুণ্ডেতে গেলেন
 বহুলা বন দিয়া । কুণ্ডশোভা দেখি প্রেমে উমড়য়ে হিয়া ॥

রঘুনাথদাস গোস্বামির স্থিতি যথা । মনে এই তাঁরে গিয়া
 দেখিবেন তথা ॥ শ্রীদাসগোস্বামি সে নির্জন কুণ্ডলীয়ে ।
 করেন শ্রীনাগ গ্রহণাদি ধীরে ধীরে ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ
 অগ্রেতে আসিয়া দাসগোস্বামির আগে ছিলা দাড়াইয়া ॥ অব-
 সর পাইয়া করয়ে নিবেদন ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর হৈল আগ-
 মন ॥ শুনি কি অদ্ভুত প্রেম ব্যপিল হৃদয়ে । আগুসরি চলে
 অশ্রুযুক্ত মেত্রদ্বয়ে ॥ শ্রীঈশ্বরী দেখে দাসগোস্বামি-গমন ।
 অতিশয় ক্ষীণ তনু তেজ সূর্য্যসম ॥ শ্রীঈশ্বরী অন্তর বুঝিতে
 কেবা পারে । ঝরে ছুই নেত্রে বারি নিবারিতে নারে ॥ শ্রীদাস-
 গোস্বামি প্রণমিতে ধৈর্য্য ধরি । কৈল যে উচিত প্রেমময়ী
 শ্রীঈশ্বরী ॥ শ্রীঈশ্বরী আগে দাস গোস্বামি যে কয় । তাহা
 শুনি কার বা না বিদরে হৃদয় ॥ মাধন-আচার্য্য আদি সবার
 সহিতে । মিলনে অদ্ভুত প্রেম উথলয়ে চিতে ॥ কি অদ্ভুত
 অশ্রুধারা সবার নয়নে । সকলেই স্থির হইলেন কতক্ষণে ॥
 আরিটগ্রামের ব্রজবাগী লোকগণ । সবে হর্ষ ঈশ্বরীর করিয়া
 দর্শন ॥ দিন তিন চারি রহি শ্রীরাধাকুণ্ডেতে । (করিণেন পাক-
 ক্রিয়া পরম-যত্নেতে ॥ কৃষ্ণ ভোগ সমর্পিয়া উল্লাস অন্তরে ।
 ভুঞ্জাইলা ব্রজবাসি বৈষ্ণব সবারে ॥ প্রদাদসেবনে যে আনন্দ
 প্রেমোদয় । কেবা না দেখিতে সাধ করে সে সময় ॥ শ্রীজা-
 হ্নবী ঈশ্বরীর অলৌকিক রীতি । কি বুঝিব মো ছারের নাহি
 বুঝিগতি ॥) এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে কুণ্ডলীয়ে । শুনি সে
 বংশীর ধ্বনি স্থির হৈতে নারে ॥

কৌতুক দেখিল সে অন্য অগোচর । বিজ্ঞে নিস্তারিব
এ প্রসঙ্গ মনোহর ॥ তথাপি কহিয়ে কিছু ঈশ্বরী-উল্লাসে ।
বংশীধ্বনি শুনিয়া চাহয়ে চারি পাশে ॥ কদম্বের তলে দেখে
শ্যাম চিকনিয়া । ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কোটিকন্দর্প জিনিয়া । মন্দ-
মন্দ হাসি সে মধুর বংশী বায় । কে ধরে ধৈর্য যাত্রে জগৎ
মাতায় ॥ শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখীগণ সঙ্গে । বেঢ়িয়াছে
শ্যামলসুন্দরে মহারঙ্গে ॥ সে অদ্ভুত শোভা দেখি জাহ্নবী
ঈশ্বরী । হইলা মৃচ্ছিত যৈছে কহিতে না পারি ॥ কতক্ষণে
চেতন পাইয়া স্থির হৈলা । নির্জনে এ রঙ্গ অন্যে প্রকাশ না
কৈলা ॥ যাইবেন শ্রীগোবর্দ্ধনাদি দর্শনেতে । তাহা জানাইলা
দাসগোস্বামি অগ্রেতে ॥ শ্রীদাসগোস্বামি ভূমে পড়ি প্রণমিয়া ।
দিল অলুমতি দৈন্যে নিমগ্ন হইয়া ॥ শুনিতে সে দৈন্য কার
হিয়া না বিদরে । কি কহিব ঈশ্বরীর যে হৈল অন্তরে ॥ পরি-
চারিকাদি মধ্যে জাহ্নবী ঈশ্বরী । কুণ্ডে হৈতে গোবর্দ্ধনে গেলা
ধীরি ধীরি ॥ গোবর্দ্ধন মানস গঙ্গাদি দর্শনেতে । যে প্রেম-
আবেশ তার উপমা কি দিতে ॥ মাধব আচার্য আদি অধৈর্য্য
হইলা । শ্রীজীবগোস্বামি আদি সবে স্থির কৈলা ॥ ঐছে নন্দ-
গ্রামাদি দেখি যে প্রেমাবেশ । এক মুখে বর্ণিতে না পারি
তার লেশ ॥ শ্রীঈশ্বরী বেষ্টিত শ্রীভাগবতগণে । অতি অল্প
দিনে আইলেন বৃন্দাবনে ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদন-
মোহন । মহানন্দে এ তিনের করিলা দর্শন ॥ শ্রীরাধাবিনোদ

আর শ্রীরাধারমণে । করিয়া দর্শন বাসা আইলা হর্ষ মনে ॥
 কভু অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত্নে পাক করি । ভুঞ্জায়েন শ্রীগোবিন্দ-
 দেবে শ্রীঈশ্বরী ॥ কভু পাক করি অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন । মহা-
 নন্দে গোপীনাথে করান ভোজন ॥ কভু শীত্র করি পাক
 বিবিধ বিধানে । ভুঞ্জায়েন কত সাধে মদনমোহনে ॥ রাধা-
 দামোদর আর শ্রীরাধারমণ । রাধাবিনোদে করাইলেন
 ভোজন ॥ যৈছে শ্রীপ্রসাদ ভুঞ্জাইলা বৈষ্ণবেরে । হৈল যে
 আনন্দ তাহা কে বর্ণিতে পারে ॥ শুনিতে গোসাক্ষির গ্রন্থ
 উৎকণ্ঠিত মন । শ্রীজীবগোস্বামী করাইলেন শ্রবণ ॥ বৃহত্তাগ-
 বতামৃতাদিক শ্রবণেতে । হইলা বিহ্বল প্রেমে নারে স্থির
 হৈতে ॥ পরমদুর্লভ ভক্তি অঙ্গে সাবধান । দেখিতে সে ক্রিয়া
 কার না জুড়ায় প্রাণ ॥ কথোক দিবস পরে বৃন্দাবন হৈতে ।
 সব। সহ চলিলেন বনভ্রমণেতে ॥ মধুতাল কুমুদ বহুলা কাশ্য-
 বন । ধদির ভদ্র ভাগীর শ্রী লোহ কানন ॥ মহাবন বৃন্দাবন এ
 দ্বাদশ বনে । যে প্রেমপ্রকাশ তা দেখিল ভাগ্যবানে ॥ তথাপি
 কহিয়ে কিছু মনের উল্লাসে । ঈশ্বরী গমন কৈলা গোবর্দ্ধন-
 পাশে । গোবর্দ্ধন পরীতসমীপ স্থনির্জনে । শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী
 চিস্তয়ে মনে মনে ॥ দুইভাই এথা নিজ নিজ প্রিয়াসঙ্গে । সবস্ত
 সমস্তে বিহারয়ে মহারঙ্গে ॥ এত চিন্তি শ্রীঈশ্বরী স্থির হৈতে
 নারে । বসন্তবিহার স্থান দেখে বারে বারে ॥ অকস্মাৎ হৈল
 দৃষ্টি শ্রীমদন্তরাস । নিজ নিজ প্রিয়াসহ দৌহার বিলাস ॥

রোহিণীনন্দন নিজ প্রিয়াগণসঙ্গে । ফাণ্ডখেলাদিক ক্রীড়া করে
 নানা রঙ্গে ॥ যশোদানন্দন কৃষ্ণরসের আলায় । নিজ প্রিয়াগণ-
 সঙ্গে সঙ্গে বিলসয় ॥ ফাণ্ডখেলাদিক যৈছে কে পারে কহিতে ।
 সে অদ্ভুত শোভার উপমা নাই দিতে ॥ ভূষন মোহয়ে ঐছে
 লীলা নিরখিয়া । পড়য়ে ধরণীতলে মূচ্ছিত হইয়া ॥ কতক্ষণে
 স্থির হৈলা কাছ না কহিল । মনের আনন্দে তথা হইতে
 চলিল ॥ রামঘাটে যে আনন্দ কহিতে না পারি । নিজপ্রাণ-
 নাথে ঐছে দেখিলা ঈশ্বরী ॥ প্রেমাবেশে আত্ম বিস্মরিত সে
 নির্জ্ঞানে ॥ শ্রীরামের রাসক্রীড়া চিন্তে মনে মনে ॥ হইল অবশ
 অঙ্গ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস । অকস্মাৎ হৈল দৃষ্টি শ্রীরাসবিলাস ।
 পরম প্রাবীণ্য নিজ প্রিয়াগণ সঙ্গে । বিলসে বলাই নৃত্য গীতা-
 দিক রঙ্গে ॥ শোভা দেখি হইলেন আনন্দে মূচ্ছিত । কত-
 ক্ষণে স্থির হৈয়া চাহে চারি ভীত ॥ যে ভাব অন্তরে তাহা
 অন্যে না জানিল । সবাহ সহ রামঘাট হইতে চলিল ॥ যমুনার
 তীরে এক গ্রামেতে প্রবেশে । জীবে দুঃখি দেখি তথা করুণা
 প্রকাশে ॥ সেই গ্রামে বৈসে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ । বৃদ্ধকালে
 হৈল তার অপূর্ব নন্দন ॥ পৌগণ্ড বয়সে সে পুত্রের মৃত্যু
 হৈল । ভূমে লোটাইয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিল ॥ মৃতপুত্র
 কোলে করি কান্দে তার মায় । দোঁহার কান্দনে দারু পাষণ
 মিলায় ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী দোহার কান্দনেতে । করুণায়
 আর্জচিত্ত নারে স্থির হৈতে ॥ ব্রাহ্মণের মৃতপুত্রে পরশিতে

চায় । না স্পর্শিহ যুতপুত্রে কহে তার গায় ॥ ঈশ্বরী কহেন
 তুমি হও ব্রজবাসী । হইব পবিত্র তুয়া তনয়ে পরশি ॥ এত
 কহি যুতপুত্র মাথে হাত দিতে । পাইয়া চেতন শিশু চাহে
 চারিভিতে ॥ শ্রীজাহ্নবী পাদপদ্মে করি নমস্কার । উঠিল
 বালক হৈল উল্লাস সবার ॥ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকহে পড়িয়া চরণে ।
 যুতপুত্রে জিয়াইলা কৃপাগলোকনে ॥ ঈশ্বরী কহেন দুঃখ
 দেখিয়া দৌহার । কৃষ্ণ জিয়াইল পুত্র ইথে কি আমার ॥ এঁছে
 কত করুণা প্রকাশি স্থানে স্থানে ।) সব সহ আসি প্রবেশিলা
 বৃন্দাবনে ॥ খড়দহে প্রভু আজ্ঞা করিয়া স্মরণ । মনে কৈল
 শীঘ্র গোড়ে করিতে গমন ॥ এক দিন শ্রীগোপীনাথের আগে
 গিয়া । রাধা গোপীনাথে দেখি রহে দাঁড়াইয়া ॥ পেরমকৌতুকে
 মনে মনে বিচারয় । শ্রীরাধিকা কিছু উচ্চ হৈলে ভাল হয় ॥
 ইহা মনে করি কারে কিছু না কহিলা । শয়ন আরতি দেখি
 বাসায় আইলা ॥ সপ্নচ্ছলে গোপীনাথ দিয়া দরশন । শ্রীজা-
 হ্নবী প্রতি কহে মধুর বচন ॥ আমি যৈছে উচ্চ তৈছে নহে
 মোর প্রিয়া । হইয়াছে কৌতুক অসদৃশ নিরখিয়া ॥ গোড়ে
 গিয়া শীঘ্র প্রিয়া প্রকাশি পাঠাবে । বামে বসিবেন তেঁহ
 ইহাও দেখিবে ॥ শ্রীরাধিকা হাসিয়া জাহ্নবী প্রতি কয় । না
 কর সঙ্কোচ এ ইচ্ছাও মোর হয় ॥ এঁছে কত কহি দৌহে
 অদর্শন হৈতে । নিদ্রাভঙ্গ হৈলে হর্ষে চাহে চারিভিতে ॥
 দেখিয়া প্রভাত নিশি উল্লাস অন্তরে । অনুগ্রহ করি কহে নয়ন

ভাক্ষরে ॥ নিরন্তর গোপীনাথে করিবে ধিয়ান । করিতে হইবে
 এক প্রেয়সী-নির্মাণ ॥) ঈশ্বরীর মনোবাঁত্তি নয়ন জানিলা ।
 যৈছে নির্মাণিব তাহা চিত্তে স্থির কৈলা ॥ ঈশ্বরী এ সব কথা
 গোপনে রাখিল । গোপীনাথ ইহা অন্যদ্বারে প্রকাশিল ॥
 শ্রীগোপীনাথের ভঙ্গি বুঝা নাহি যায় ॥ স্বপ্নচ্ছলে পুষ্পমালা
 দিলা জাহ্নবীয় ॥ যে কোঁতুক শ্রীগোবিন্দ মদনমোহনে । তাহা
 বিস্তারিব কুন ভাগ্যবন্ত জনে ॥ শ্রীঈশ্বরী যাইবেন শ্রীগোড়-
 মণ্ডলে । যাত্রা স্থির করিলেন গোস্বামিকলে ॥ হইল সর্বত্র
 ধ্বনি জাহ্নবী ঈশ্বরী । যাইবেন শ্রীগোড়মণ্ডলে শীঘ্র করি ॥
 যথা যে বৈষ্ণবগণ ছিলেন নির্জনে । সকলেই শীঘ্র আইলেন
 বৃন্দাবনে ॥ শ্রীঈশ্বরী হইলেন সর্বত্র বিদায় । ইহা বিচারিতে
 অতি ব্যাকুল হিয়ায় ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনে ।
 অন্তত অশ্রু বরষে নয়নে ॥ শ্রীরাধাবিনোদ রাধাদামোদর
 আর । দেখি রাধারমণে অধৈর্য্য অনিবার ॥ গোপীশ্বরে দেখি
 কি কহিল মনে মনে । বৃন্দাদেবী আদি সবে দেখে স্থানে
 স্থানে ॥ রঘুনাথভট্ট শ্রীপণ্ডিত কাশীশ্বর । গোস্বামী শ্রীসনাতন
 রূপ বিজ্ঞবর ॥ এই চতুর্কয়ের সমাধি নিরখিয়া । করয়ে ক্রন্দন
 হৃৎথে বিদরয়ে হিয়া ॥ গৌরীদাসপণ্ডিতের সমাধি দেখিতে ।
 বহে বারিধারা নেত্রে নারে নিবারিতে । না জানিয়ে তথা কি
 দেখিয়া চমৎকার । বড়ু গঙ্গাদাসে কি কহিল ষার ষার ॥
 স্থির হৈলা বড়ু গঙ্গাদাসের কথায় । তাঁর পরিচয় কিছু

নিবেদি এথায় ॥ তদ্রাবতী নাম শ্রীজাহ্নবীর জননী । অতি
পতিভ্রতা সূর্য্যদাসের ঘরগী ॥ যাঁর ভক্তিরীত দেখি সবার
বিস্ময় । গঙ্গাদাস তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর তনয় ॥ গোঁরীদাসপণ্ডি-
তের শিষ্য প্রেমময় । পণ্ডিতের অদর্শনে জীবন সংশয় ॥
স্বপ্নচ্ছলে যৈছে আভ্রা করিলা পণ্ডিত । তৈছে শীত্র বৃন্দাবনে
হৈল উপনীত ॥ শ্রীধীরসমীরে নিজ-প্রভু-সন্নিধানে । করয়ে
প্রভুর সেবা রহয়ে নিৰ্জ্জ্বনে ॥ গোবিন্দ-আদি স্থান ভ্রমণ
করিতে । শুনিল শ্রীজাহ্নবীগমন আচম্বিতে ॥ বৃন্দাবনে আসি
কৈল ঈশ্বরী দর্শন । সজ্জপে কহিল গঙ্গাদাসের বিবরণ ॥
শ্রীঈশ্বরী সর্ব্বত্রৈই বিদায় হইতে । কেহ শ্রীবিগ্রহ দিলা
প্রিয়ার সহিতে ॥ পাইয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি মনের উল্লাসে । সেবায়
নিবৃত্ত কৈলা বড়ু গঙ্গাদাসে ॥ বড়ু গঙ্গাদাসে অতি অনুগ্রহ
কৈলা । সঙ্গে লৈয়া যাইবেন তাহা জানাইলা ॥ রজনী-প্রভাতে
গোড়ে করিব গমন । হইলেন অত্যন্ত ব্যাকুল সর্ব্বজন ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ সতীর্থ্য সহিতে । গোস্বামিগণের আগে
গেলা সাবহিতে ॥ সবার চরণে প্রণমিয়া বার বার । হইতে
বিদায় নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ শ্রীগোপালভট্ট আলিঙ্গিয়া
গোবিন্দে । কহিল যে তাহা শুনি কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥
লোকনাথ গোস্বামী গোবিন্দের স্নেহ করি । নরোত্তমে কহিতে
কহয়ে ধীরি ধীরি ॥ শ্রীবিগ্রহ সেবায় হইবে সাবধান । কায়-
মনোবাক্যে করি বৈষ্ণব সম্মান ॥ বিমুখবৈষ্ণবের তিথি যত্রে

আরাধিবে ।) রামচন্দ্রসহ ভক্তিরস আশ্বাদিবে ॥ শ্রীনিবাস প্রতি
এ কহিও সমাচার । এত কহি কিছু না কহিতে পারে আর ॥
ভূগর্তগোশ্বামী নরোত্তম শ্রীনিবাসে । কহিতে যে কহিল তা
কহিতে না আসে ॥ শ্রীজীর কহয়ে স্নেহে কহিতে কি আর ।
কহিও সবারে প্রেমালিঙ্গন আমার ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যে যেন
দেখিবারে পাই । মধ্যে মধ্যে পত্নী পাঠাইব তাঁর ঠাই ॥
বর্ণিলা যে গীতামৃত তাহা পাঠাইবা । পাঠাইয়া দিবা পুন আর
যে বর্ণিবা ॥ এত কহি গোপাল বিরূদাবলী দিলা । শ্রীরূপের
স্বপ্নাদেশে যে গ্রন্থ বর্ণিলা ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি বিজ্ঞ-
গণ । কহি কত গোবিন্দে করিলা আলিঙ্গন ॥ ভগবান্ কবি-
রাজ আদি সর্ব্বজনে । প্রকাশিলা স্নেহ অতি গাঢ় আলিঙ্গনে ॥
বিদায় হইয়া সবে গেলেন বাসায় । পোহাইল নিশী অতি
ব্যাকুল হিয়ায় ॥ (গোশ্বামি-সকল অতিযত্নে ধৈর্য্য ধরি ।
আইলা ত্বরায় যথা জাহ্নবী ঈশ্বরী ॥ কি নারী পুরুষ যত ব্রজ-
বাসিগণ । সবে আইলেন কারু স্থির নহে মন ॥ কৃষ্ণদাস
মাধবাদি সহ শ্রীঈশ্বরী । যে ব্যাকুল হৈলা তাহা কহিতে না
পারি ॥ বৃন্দাবন হৈতে গোঁড়ে চলে শুভক্ষণে । হইয়া বেষ্টিত
মহাভাগবত গণে ॥ অক্রুর স্থানেতে গিয়া জাহ্নবী ঈশ্বরী ।
হইলা বিহ্বল বৃন্দাবনশোভা হেরি ॥ সেই খানে শ্রীঈশ্বরী
গোশ্বামিসকলে । করয়ে বিদায় সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে ॥
শ্রীভট্টগোশ্বামি আদি নারে স্থির হৈতে । হইলা বিদায় যৈছে

না পারি বর্ণিতে ॥ বিদায় সময়ে যত ব্রজবাসিগণ । শ্রীজাহ্নবী
 গুণ কহি করয়ে ক্রন্দন ॥ শ্রীঈশ্বরী-সঙ্গে যে সকল মহাশয় ।
 পরস্পর বিদায়ে ব্যাকুল অতিশয় ॥ শ্রীজীবগোস্বামি-আদি
 অধৈর্য্য হিয়ায় । শ্রীঈশ্বরী-সঙ্গেই আইলাম মথুরায় ॥ সে
 দিবস মথুরায় করিয়া বিশ্রাম । মথুর বিপ্রেস কৈলা পরম-
 সম্মান ॥ শ্রীজীবাদি সঙ্গে যত্নে বিদায় করিয়া । তথা হৈতে
 চলিতে বিদৌর্ণ হৈল হিয়া ॥ শ্রীগোড়গুণে প্রবেশিয়া
 কথোদিনে । আইলা শ্রীখেতরি গ্রামের সান্নিধানে ॥ ঈশ্বরী-
 গমন ধ্বনি সর্বত্র ব্যাপিল । চতুর্দিকে লোক সব দেখিতে
 খাইল ॥ রামচন্দ্র নরোত্তম গণের সহিতে । আইলা উল্লাসে
 সবে আগুসরি নীতে ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর দর্শন করিয়া ।
 প্রণময়ে বার বার ভূমে লোটাইয়া ॥ নরোত্তম রামচন্দ্রে
 দেখি গণসহ ॥ শ্রীঈশ্বরী কৈলা অতিশয় অনুগ্রহ ॥ নরোত্তম
 রামচন্দ্র ভক্তিরসময় । সর্ব-মহান্তরে মহানন্দে প্রণময় ॥
 সবে রামচন্দ্রে নরোত্তমে নিরখিয়া । কৈল যে উচিত প্রেমে-
 বিহ্বল হইয়া ॥ শ্রীসন্তোষদত্ত-আদি ভাসি প্রেমজলে ।
 করিল প্রণাম লোটাইয়া ভূমিতলে ॥ শ্রীগোবিন্দকবিরাজ-
 আদি সর্বজন । বন্দে রামচন্দ্র-নরোত্তমের চরণ ॥ পরস্পর
 যে আনন্দ হৈল সে সময় । তাহা এক মুখে কি কহিতে
 সাধ্য হয় ॥ (বৈষ্ণবে বেষ্টিত হৈয়া জাহ্নবী ঈশ্বরী । শ্রীখে
 তরিগ্রামে প্রবেশিলা শীঘ্র করি ॥) অতিলঘু প্রায় গিয়া

প্রভুর প্রাপ্তি । প্রাণি জুড়ায় হিয়া প্রভুর দর্শনে ॥ সবাসহ
কতক্ষণ প্রাপ্তি রহিয়া । করিল বিশ্রাম পূর্ব বাসায় যাইয়া ॥
পৃথক্ পৃথক্ বাসা মহাস্ত-সবার । সকল প্রস্তুত তথা যে প্রয়াস
যার ॥ পূর্ব্বই পরমানন্দে শ্রীসন্তোষরায় । রাখিয়াছিলেন
নানা সামগ্রী বাসায় ॥ পুন আর নানা দ্রব্য যত্নেতে আনিল ।
পরিচর্যা হেতু বহু লোক নিযোজিল ॥ ব্যাপিল পরমানন্দ
খেতরিগ্রামেতে । হইল বিপথ পথ লোক গতায়াতে ॥ ঈশ্বরী-
দর্শন মহাত্তর সন্দর্শনে । কেবা কি করয়ে কারু স্মৃতি নাই
মনে ॥ রামচন্দ্র সহ শ্রীঠাকুর মহাশয় । মহাস্তগণের আগে
যত্নে নিবেদয় ॥ সন্তোষের মনে অভিলাষ হৈল যাহা । শীত্ৰ-
স্নান করি পূর্ণ করিবেন তাহা ॥ শীত্ৰ শ্রীঈশ্বরী আগে গিয়া
নিবেদিল । সকলেই শীত্ৰ স্নান করি স্নিগ্ধ হৈলা ॥ অতিশুদ্ধ
শুদ্ধ ধৌত নীলবসন । সন্তোষ সন্তোষে কৈল সর্ব্বত্র অর্পণ ॥
সন্তোষেরে অনুগ্রহ করি সর্ব্বজনে । পরিলেন বসন পরমা-
নন্দ মনে ॥ তিলকাদি ক্রিয়া যৈছে হইল সবার । সে সব
দেখিতে প্রাণ না জুড়ায় কার ॥ (শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী পরমহর্ষ
মনে । স্নানাদিক ক্রিয়া সমাধিলা সঙ্গোপনে ॥ ঈশ্বরীর পরি-
চারিকাদি যে ব্রাহ্মণী । সবারে দিলেন বস্ত্র পরিতে আপনি ॥
শ্রীসন্তোষদত্তের ভাগ্য কহিতে কি আর । সবাসহ ঈশ্বরী
পরিল বস্ত্র যার ॥ ঈশ্বরী যাবেন শ্যামরায়ের দর্শনে । নয়ো-
ত্তম রামচন্দ্র আইলা সেইক্ষণে ॥ আনিল যে শ্রীবিগ্রহ বৃন্দা-

বন হৈতে । নাম শ্যামরায় শোভা উপমা কি দিতে ॥ বড়
 গঙ্গাদাস তাঁর সেবা সমাধিয়া । নিবেদল জাহ্নবা ঈশ্বরী আগে
 গিয়া ॥ রামচন্দ্র নরোত্তমে লইয়া ঈশ্বরী । প্রণমিয়া সে শোভা
 দেখিল নেত্রভরি ॥ নরোত্তম রামচন্দ্র বারেক চাহিতে । হইলা
 বিহ্বল প্রেমে নারে স্থির হৈতে ॥ কতক্ষণ শ্যামরায়ে নিরী-
 ক্ষণ করি । দৌহে লৈয়া নিজস্থানে আইলা ঈশ্বরী ॥ পুন সবা-
 সহ গিয়া গৌরান্ধ-প্রাঙ্গণে । আইলা বাসায় প্রণমিয়া প্রভু-
 গণে ॥ প্রভুর পূজকগণ উল্লাস হিয়ায় । প্রসাদ সামগ্রী বহু
 আনিল স্বরায় ॥ ফল মূল মিষ্টান্নাদি প্রসাদ যতনে । ভুঞ্জাইলা
 শ্রীঈশ্বরী ভাগবতগণে ॥ সবে ভুঞ্জাইয়া কিছু ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী ।
 ঐছে অন্নাদিক ভুঞ্জাইলা যত্ন করি ॥ কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া
 সবা-সনে । বসিলেন ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে ॥ নরোত্তম রাম-
 চন্দ্রপানে নিরখিয়া । কহিতে ব্রজের কথা উমড়য়ে হিয়া ॥
 আদ্যোপান্ত সকল কহিল ধৈর্য্য ধরি । গোড়ের সংবাদ জিজ্ঞা-
 সয়েন ঈশ্বরী ॥ শুনি নরোত্তম কিছু কহিতে না পারে । বহে
 দুই নেত্রে ধারা নিবারিতে নারে । রামচন্দ্র কহয়ে প্রভুর
 প্রিয়গণ । অই অল্প দিনে প্রায় হৈলা সঙ্গোপন ॥ যে কেহ
 আছেন সেহ অদর্শন প্রায় । এত কহি রামচন্দ্র ব্যাকুল
 হিয়ায় ॥ ঈশ্বরী কহেন যৈছে হইয়াছে এথা । না জানি ইহার
 মধ্যে কিবা হয় তথা ॥ সর্বত্রই প্রভু করিবেন অন্ধকার ।
 এত কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ কহিতে কি কারু না

রহিল ধৈর্য্যালেশ । বিদরে পরাণ নিবারিতে নারে বেশ ॥ কত
 কণে স্থির হৈয়া প্রভুর ইচ্ছায় । হইলেন মগ্ন সবে প্রভুর
 লীলায় ॥ সন্ধ্যা-সময়েতে গিয়া প্রভুর প্রাপ্তি ॥ সন্ধ্যা-আরা-
 ত্রিক দেখে মহাহর্ষ মনে ॥ আরম্ভয়ে শ্রীনামকীর্তন মনোহর ।
 শুনি ঈশ্বরীর অতি অধৈর্য্য অন্তর ॥ যে প্রেমপ্রকাশ তাহা না
 পারি কহিতে । হৈল দণ্ড ছত্র রাত্রি নাম কীর্তনেতে ॥ বাসায়
 আসিয়া সবে আসনে বসিলা । রামচন্দ্র প্রসাদ সামগ্রী লৈয়া
 আইলা ॥ যদ্যপি নাহিক ক্ষুধা তথাপি সকলে । ভুঞ্জিলেন
 প্রসাদ সামগ্রী কুতূহলে ॥ (শ্রীঈশ্বরী করিল কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান ।
 পরিচারিকাদি ভুঞ্জে যে ইচ্ছা যাহান ॥ পথশ্রম হৈতে সবে
 শয়ন করিলা । রামচন্দ্র নরোত্তম নিজস্থানে আইলা ॥) শ্রী-
 গোবিন্দকবিরাজ পাইয়া নির্জ্জন । গোস্বামি-সবার বাক্য
 কৈল নিবেদন ॥ গোপাল বিরুদাবলী গ্রন্থ যত্নে দিলা । নরো-
 ত্তম লৈয়া রামচন্দ্রে সমর্পিলা ॥ নরোত্তম হৈলা মহাব্যাকুল
 অন্তরে । স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগোস্বামী প্রবোধিল তারে ॥

মহাহর্ষে মহাশয় রজনৌ বিহানে । পাঠাইলা পত্নী খড়দহ
 যাজিগ্রামে ॥ (শ্রীখেতরিগ্রামেতে শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী । রহেন
 পরমানন্দে দিন তিন চারি ॥ শ্রীগোবিন্দকবিরাজ আদি কথো
 জন । অগ্রেই বুধরিগ্রামে করিলা গমন ॥ শ্রীঈশ্বরী যাত্রা
 করিবেন প্রাতঃকালে । হৈল এই ধ্বনি ইথে ব্যাকুল সকলে ॥
 শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে রামচন্দ্র নরোত্তম । যাইবেন ইহাও শুনিল

সর্বজন ॥ রজনীপ্রভাতে সবাসহ শ্রীঈশ্বরী । প্রাঙ্গণে গেলা
 প্রাতঃকৃত্য করি ॥ গৌরঙ্গ বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে ।
 দেখিতে বিহ্বল অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ প্রভুগণ আগে কি
 কহিয়া ধীরে ধীরে । হইলা বিদায় প্রেম উথলে অন্তরে ॥
 সকল মহাস্ত মহাব্যাকুল হিয়ায় । কহিতে কি জানি যৈছে
 হইলা বিদায় ॥ নরোত্তম রামচন্দ্র বিদায় হইলা । প্রভুর
 সেবায় সবে সাবধান কৈলা ॥ শ্রীসন্তোষ দিবেন ঈশ্বরীসঙ্গে ।
 যাহা । শ্রীপরমেশ্বীদাসে সমর্পিল তাহা ॥ খেতরি হইতে হৈল
 সবার গমন । চতুর্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥ পদ্মা-
 বতীতীরে শ্রীঈশ্বরী সবাসহ । দেখি লোক আর্তি লোকে
 কৈলা অনুগ্রহ ॥ পদ্মাবতী পার হইলেন শীঘ্র করি । সকলে
 বেষ্টিত হৈয়া গেলেন বৃধি ॥ হইল গমনধ্বনি ধায় লোক-
 গণ । পরম অদ্ভুত আর্তি করিতে দর্শন ॥ (শ্রীঈশ্বরী সবাসহ
 শুভ দৃষ্টিপাতে । কৈল লোকগণে গগ্ন শ্রীভক্তি-রসেতে ॥
 পূর্ববৎ ঈশ্বরী বাসায় প্রবেশিলা । বংশীদাস আদি সর্ব-
 কার্য্যে যুক্ত হৈলা ॥ শ্রীবংশীর ভ্রাতা শ্যামদাস চক্রবর্তী ।
 হাসিয়া ঈশ্বরী কিছু কহে তাঁর প্রতি ॥ তোমায়ে মাগিব
 যাহা তাহা হবে দিতে । সে অতি স্থলভ চিন্তা না করহ
 চিতে ॥ শুনি শ্যামদাস কিছু উত্তর না দিলা । হইল অনেক
 রাত্রি নিজ গৃহে গেলা ॥ মনে মনে বিচারে মো হেন
 অঘোগ্যেয়ে । মাগিবেন এঁছে কিবা আছে মোর ঘরে ॥

এত বিচারিতে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ । সাফাতের প্রায় বিপ্র
 দেখয়ে স্বপন ॥ ঈশ্বরী আজ্ঞায় মহা-মনের উল্লাসে । কন্যা দান
 করয়ে শ্রী বড়ু গঙ্গাদাসে ॥ সকল বৈষম্য মহাহর্ষে প্রশংসিতে ।
 হৈল নিদ্রাভঙ্গ বিপ্র নারে স্থির হৈতে ॥ বিপ্র শ্যামদাস স্থির
 হৈয়া কতক্ষণে । শ্রী ঈশ্বরী-আগে গেলা রজনী-বিহানে ॥
 ঈশ্বরীর ভঙ্গি জানি স্নমধুর ভাষে । নিবেদিল স্বপ্নকথা ঈশ্বরীর
 পাশে ॥ বিবাহের উদ্যোগ করিলা শীঘ্র করি । হইলেন আন-
 দিত জাহ্নবী ঈশ্বরী ॥ শ্রী ঈশ্বরী গঙ্গাদাসে কহে ধীরে ধীরে ।
 শ্যামদাস কন্যা দান করিব তোমাতে ॥ হইল উদ্যোগ অদ্য
 বিবাহ হইবে । করিব বিবাহ ইথে চিন্তা না করিবে ॥ হইব
 বিবাহ অন্য এ কথা শুনিয়া । মৌনাবলম্বন কৈলা কিছু না
 কহিয়া ॥ পরম বিরক্ত কুন স্পৃহা নাই চিতে । তথাপি ঈশ্বরী
 আজ্ঞা নারিল লঙ্ঘিতে ॥ হইল বিবাহ কালে অতি স্নমঙ্গল ।
 শ্যামদাস চক্রবর্তী আনন্দে বিহ্বল ॥ শ্রী শ্যামদাসের কন্যা
 নাম হেমলতা । অল্প বয়স হেমবর্ণা সুচরিতা ॥ যে দেখে
 বারেক তার জুড়ায় নয়ন । হেনকন্যা বড়ু গঙ্গাদাসে কৈল
 দান ॥ বড়ু গঙ্গাদাসের মৌন্দর্য্য অতিশয় । সূর্য্যময় তেজ
 থেম-ভক্তি-রসময় ॥ হেন গঙ্গাদাসেরে বিবাহ করাইয়া । শ্রী-
 ঈশ্বরী শ্যামরায় দিল সমর্পিয়া ॥ গঙ্গাদাস বিচার করয়ে মনে
 মনে ॥ ভোগের নির্ব্বন্ধ কিবা হইব এখনে ॥ গঙ্গাদাসে স্বপ্ন-
 চ্ছলে কহে শ্যামরায় । যবে যে মিলিবে তাহা ভুঞ্জাষে

আমায় ॥ ঈশ্বরীর আগে স্বপ্নকথা বিবেদিল । শুনি মহাযত্নে
 ভোগ নির্বন্ধ করিল ॥ গেবায় নিমগ্ন হৈল বড় গঙ্গাদাস ।
 হইল সবার ইথে পরম উল্লাস ॥ গোবিন্দাদি সহ রামচন্দ্র
 নরোত্তম । শ্রীঈশ্বরী চরিত্রে বিহ্বল অশ্রুগণ ॥ সবাসহ ঈশ্বরী
 বুধরিগ্রাম হৈতে । চলিলেন একচক্রা শ্রীরাঢ় দেশেতে ॥
 দূর হৈতে একচক্রা গ্রাম নিরাখিয়া । শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী ধরিতে
 নারে হিয়া ॥ কৃষ্ণদাস সরথেল গৌরাঙ্গসুন্দর । মাধব-আচার্য্য
 বলরাম গহীধর ॥ মুরারিচৈতন্য কৃষ্ণদাস বিপ্ররর । নৃসিংহ
 চৈতন্য শ্রীকানাই দামোদর ॥ রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনো-
 হর । শ্রীপরমেশ্বরীদাস গুণের সাগর ॥ শ্রীনকড়িদাস শ্রীমুকু-
 ন্দাদি সকলে । একচক্রা দেখিয়া ভাসয়ে নেত্র জলে ॥ নরো-
 ত্তম রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দাদয় । হইলেন যৈছে তাহা কহিল না
 হয় ॥ একচক্রা পথপানে করয়ে গমন । পথপ্রান্তে শোভে
 অশ্বখাদি বৃক্ষগণ ॥ অত্যন্ত নিবিড় ছায়া স্থান সুনির্মল । সদা
 মন্ড বায়ু বহে সুগন্ধি শীতল ॥ সবাসহ শ্রীঈশ্বরী সে স্থানে
 যাইতে । অকস্মাৎ মহানন্দোদয় হৈল চিতে ॥ কেহ কিছু
 কহে কারু স্থির নহে মন । একচক্রা পথে দেখে বিপ্র এক
 জন ॥ পূর্ব্ব গোঙরিয়া তেঁহ ব্যাকুল হিয়ায় । নিতাইর বিলাস
 স্থান দেখিয়া বেড়ায় ॥ অতিবুদ্ধ করেতে লগুড় মন্দগতি ।
 বৃক্ষতলে আসিয়া চাহেন সব প্রীতি ॥ দেখিয়া বৈষ্ণবগণে
 মনে বিচার । কোথা হৈতে অকস্মাৎ হইল দিগয় ॥ জুড়াইল

নেত্র এ সবারে নিরখিয়া । ঐছে মনে করি দেখে কিছু না
কহিয়া ॥ দেখি বৃদ্ধ বিপ্র প্রণমিয়া বিজ্ঞগণ । যত্নপূর্ব্ব দিলা
শীঘ্র বসিতে আসন ॥ দেখিয়া বিপ্রের অতি অলৌকিক রীতি ।
স্বমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসেন বিপ্র প্রতি ॥ শুনিলাম একচক্রা
গ্রাম সুবিস্তার । ইথে যে দেখিয়ে ভয় কি হেতু ইহার ॥
শুনি বিপ্ররাজ স্বমধুর বাক্যে কয় । শুনিয়াছ যাহা তাহা
কভু মিথ্যা নয় ॥ একচক্রা গ্রাম নাম বহুকাল হৈতে । বন-
বাসে পাণ্ডবাদি ছিলেন এখানে ॥ এ প্রদেশে ছিল দুই রাক্ষস
অস্তর । সে মতে পাণ্ডব পাঠাইলা যমপুর ॥ কহয়ে প্রাচীনে
এ পরম পুণ্য স্থান । এ গ্রামেতে অনেক দেবের অধিষ্ঠান ॥
একচক্রেশ্বর শিব পার্শ্বতী সহিত । নদীতীরস্থ প্রভাবান্তি
দেবাদিপূজিত ॥ শেষ গণেশাদি মূর্ত্তি ছিল নদীকূলে । কাল
প্রভাবেতে গোপ্য হৈলা সে সকলে ॥ এই নদীধারা পূর্ব্ব
ছিল বিস্তারিত । দুই পার্শ্বে নানা লতা বৃক্ষ সুশোভিত ॥
নানা পুষ্পে ভ্রমর গুঞ্জরে অনিবার ভ্রমে নানা পক্ষী তাহে
ধ্বনি চমৎকার ॥ অহিংসক নানা পশু বনেতে ভ্রমর । দেখি
বন শোভা কার উল্লাস না হয় ॥ কেবা বসাইল গ্রাম আশ্চর্য্য
বসতি । পৃথক্ পৃথক্ চতুর্বর্ণ গণস্থিতি ॥ একচক্রা গ্রামেতে
লোকের সংখ্যা নাই । প্রতিদিন পরম উৎসব ঠাঁই ঠাঁই ॥
সকলে ধনাঢ্য পুণ্য কর্মে মহাপ্রীত । বিপ্রের কা কথা
অন্য বর্ণেও পণ্ডিত ॥ স্থানে স্থানে নানা শাস্ত্রচর্চা অনুক্ষণ ।

সে সব শুনিতে কার না জুড়ায় মন ॥ যে যে স্থানে যে যে
 রূপে প্রকটে ঈশ্বর । সে সব প্রসঙ্গে উল্লাসিত পরম্পর ॥
 সবামধো এক জ্যোতিষজ্ঞ শিরোমণি । কহয়ে সবার প্রতি
 হৃদধুর বাণী ॥ অযোধ্যা মথুরা আদি ধামেতে ঈশ্বর । বিলম্বে
 এবে নহে প্রপঞ্চ গোচর ॥ এই একচক্রা হয় ঈশ্বরের ধাম ।
 এথা শীত্রে প্রকটিব প্রভুবলরাম ॥ দেখিবেক সবে হবে বিদিত
 জগতে । মোর অন্ন আয়ু মুই না পাব দেখিতে ॥ একচক্রা-
 মহিমা কহিতে সাধ্য কার । এত কহি কিছু না কহিল পুন-
 র্কার ॥ ওহে বাপু ! সব তাঁর স্তসত্য বচন । করিল পরীক্ষা
 মহা মহা বিজ্ঞগণ ॥ জন্মিব ঈশ্বর শীত্রে এ বাক্যে সবার । নিরু-
 পম আনন্দ বাড়য়ে অনিবার ॥ কহিতে না পারি আর শুনি-
 লাম যাহা । যৈছে গ্রাম ভয় যে দেখিনু কহি তাহা ॥ এই
 গ্রামে ছিল এক বিপ্র পুণ্যবান্ । ওঝাখ্যাতি জানি মনে নাই
 তাঁর নাম ॥ অতি অর্থবস্ত ওঝা প্রবীণ সৰ্ব্বাংশে । যজ্ঞমানে
 স্নেহ তাঁর অশেষ বিশেষে ॥ পূর্ব-স্বামি প্রায় সে সকল ক্রিয়া
 তাঁর । বিপ্রের লক্ষণ যত তাহাতে প্রচার ॥ যদ্যপি স্তম্ভরামল
 বন্দিঘাটি গাঁই । তথাপি বেষ্টিত শ্রেষ্ঠ পূজ্য সর্দ ঠাঁই ॥ অতি-
 অল্পবয়সে মু দেখিনু তাঁহারে । শুনিমু চরিত্র তাঁর বিজ্ঞলোক
 দ্বারে ॥ পরম স্ত্রীলা সেই ওঝার বনিতা । পুত্রবতী হইয়াও
 হইলা দুঃখিতা ॥ জন্মিল যে পুত্র তাহে কেহ না রহিল ।
 শেষে এক পুত্র শুভকণ্ঠেতে জন্মিল ॥ দেখি পুত্রে ওঝা হর্ষ

বিষাদ অন্তরে । পুত্রে সমর্পণ কৈপ পার্বতীশঙ্করে ॥ ওঝা
 নিজপত্নীসহ বিচার করিয়া । পুত্র নাম খুইল হাড়ো খেদ যুক্ত
 হৈয়া ॥ অন্তো অন্য নাম রাখিলেন হর্ষচিত্তে । কেবা না আইসে
 হেন বালক দেখিতে ॥ দিনে দিনে বাড়ত পুত্র অতিক্রমবান্ ।
 দেখি পত্নী সহ ওঝা জুড়ায় নয়ন ॥ অন্নপ্রাশনাদি ক্রম কৈল
 যথোচিত । পুত্রের চেষ্টায় ওঝা সদা উল্লসিত ॥ হইল বিবাহ
 যোগ্য দেখিয়া পুত্রেরে । দিলেন বিবাহ এই গ্রামে অন্নদূরে ॥
 যৈছে পুত্র তৈছে পুত্রাধু পদ্মাবতী । বিবাহ সময়ে হৈল
 সর্বত্র সুখ্যাতি ॥ ওঝা ভাৰ্য্যাসহ হর্ষে পুণ্য উপার্জনে ॥ হইল
 দৌহার পরলোক কিছু দিনে ॥ পিতা মাতা বিনা হাড়ো
 ব্যাকুল হিয়ায় । কৈল অর্থ ব্যয় বহু দৌহার ক্রিয়ায় ॥ সর্ব-
 শাস্ত্রে হাড়ো ওঝা হইলা পণ্ডিত । হাড়াই পণ্ডিত নাম হইল
 বিদিত ॥ অনন্যবৈষ্ণব বিষ্ণুভক্তিতত্ত্ব জ্ঞাতা । (পরমবৈষ্ণবী
 তাঁর পত্নী পতিব্রতা ॥) সে দৌহার চরিত্র কহিতে সাধ্য নয় ।
 জগতের মাতা পিতা হেন জ্ঞান হয় ॥ প্রশংসে সকলে দেখি
 অতি শুদ্ধাচার । অতিপ্রীত বিষ্ণু আরাধনায় দৌহার ॥ বিষ্ণু-
 অনুগ্রহ হৈল অপূর্ব সন্তান । সর্বজ্যেষ্ঠ য়েঁহ জন্মাদিক কহি
 তান ॥ শ্রীপদ্মাবতীর গর্ভ সঞ্চার হইতে । হৈল মহানন্দলাভ
 হাড়াইপণ্ডিতে ॥ ধন্য ধন্য হাড়াইপণ্ডিত বিপ্রবর । ধন্য পদ্মা-
 বতী ধন্য তাঁহার উদর ॥ মহাশুভক্ৰমে পদ্মাবতী গর্ভ হৈতে ।
 জন্মিল বালক তাঁর তুলনা কি দিতে ॥ পুণ্যবতীগণ সে বালক

নিরখিয়া । করে আশীর্বাদ অতিবিস্ময় হইয়া ॥ কেহ কহে এ
 মেন বালক কভু নয় । হেমবনৌতের পুতলী বুঝি হয় ॥ কেহ
 কহে এমন বালক নাই দেখি । দেখিতে ঘুচিল তাপ জুড়াইল
 আশি ॥ এইরূপ নানা কথা কহে পরস্পরে । লোক গতায়ত্ত
 বহু পণ্ডিতের ঘরে ॥ পুত্রের কল্যাণে বিজ্ঞ হাড়াইপণ্ডিত ।
 কৈল অর্থদান বহু হৈয়া উল্লসিত ॥ পদ্মাবতী হাড়াইর পুত্র-
 গত প্রাণ । দিনে দিনে বাড়ে পুত্র চক্ষুর সমান ॥ মাতার
 অত্যন্ত স্নেহ প্রশংসে সকলে ॥ ক্রোড়ে হৈতে পুত্রে না নামায়
 ভূমিতলে ॥ নাম করণাদি কালে হৈল মহানন্দ । কেহ কহে
 রাম কেহ কহে নিত্যানন্দ ॥ কেহ কুন নাম কহে উল্লাস
 অন্তরে । অন্নপ্রাশনের স্থখ কহিতে কে পারে ॥ হামাগুড়ি
 অঙ্গণে বেড়ান যেই কালে । আইস নিতাই ! বলি সবে করে
 কোলে ॥ কোলে চড়ি হাসে মুখ শোভা মনোহর । দুদ্ধবিন্দু
 প্রায় দুই দশন সুন্দর ॥ কোলে হৈতে ছাড়িতে নারয়ে কুন
 জন । নিত্যানন্দ হৈলা যেন সবার জীবন ॥ (জননী যতনে ববে
 আসনে বসায় । না বৈসে আসনে ধুলা বিনু নাই ভায় ॥ এক
 দিন গৃহে মুই মহাদুঃখ পাই । পণ্ডিতের বাড়ি গেলু দেখিতে
 নিতাই ॥ ধূলায় ধূসর অঙ্গ শোভা সুমধুর । বারেক দেখিতে
 সব দুঃখ গেল দূর ॥ আইস বাপু ! বুলিতেই কোলে লামা-
 উলা । না জানি কি আনন্দ সমুদ্রে ডুবাইলা ॥ হাসিয়া পিতার
 কোলে গেলেন নিতাই । পিতার যে স্নেহ তা কহিতে মাধ্য

নাই ॥ যদি কুন কার্য্যে যান যাইতে না পারে । উলটিয়া পুত্র-
মুখ দেখে বারে বারে ॥ কভু যজমানগৃহে গিয়া আসি ঘরে ।
কোথা নিত্যানন্দ বলি চৌদিকে নিহারে ॥ ধাইয়া পিতার
কোলে চড়য়ে নিতাই । হারা হেন প্রাণ যেন পায়েন হাড়াই ॥
তিলার্ক নেত্রের আড় না পারে করিতে । (ততোহধিক মাতা
স্নেহ কে পারে কহিতে ॥ পুত্রের সৌন্দর্য্য লাগি হরিদ্রা
মাখায় । হরিদ্রা মলিন হয় সে অঙ্গ-ছটায় ॥)

(মাথায়েন স্নিগ্ধ হেতু তৈল স্নগন্ধিত । সহজে সৌগন্ধস্নিগ্ধ
দেহ সুললিত ॥ করাইতে স্নান স্নেহে হয়েন বিহ্বলা । লঘু
লঘু পৌছে অঙ্গ লৈয়া পানিতোলা * ॥ রক্তপ্রাস্ত নীল পটু
ধড়া পরাইয়া । পুত্র প্রতি কহে খেল গৃহেতে বসিয়া ॥
হাসিয়া মায়ের প্রতি কহেন নিতাই । খেলাবার সঙ্গি বিনা
কিরূপে খেলাই ॥) সেই দিন হইতে সমবয় শিশুগণ । আইসে
যতেক তাহা কে কল্প গণন ॥ সে সকলে দেখিয়া পরম
উল্লসিত । হৈল হেন যেন কত কালের পিরিত ॥ করিলেন
খেলার আরম্ভ নিত্যানন্দ । পরম স্রবুন্ধি চাকুল্যের নাই গন্ধ ॥
কৌমার বয়সে হৈল পৌগণ্ড প্রবেশ । দিনে দিনে বাড়ি
খেলা অশেষ বিশেষ ॥ শতাধিক বর্ষ হৈল বয়স আমার । না
দেখি না শুনি ঐছে খেলা চমৎকার ॥ যে যে অবতারে ক্রী-
কৃষ্ণের যে যে লীলা । তাহা বিনু নিতাইচান্দের নাই খেলা ॥

* পানিতোলা অর্থাৎ গাজমার্জনী বা গাম্‌ছা ॥

যে খেলা খেলিব তার পূর্বে শিশুগণে । তদনুকরণ শিখায়েন
 জনে জনে ॥ এই নদীতীরে দেখ স্থান মনোহর । এখানে
 খেলেন পদ্মাবতীর কুণ্ডর ॥ যৈছে দেবতার আরাধনায় সত্বরে ।
 জাম্বিলেন বাসুদেব বসুদেব ঘরে ॥ বাসুদেবে লৈয়া বসুদেব
 কংসভয়ে । নন্দালয়ে গেলা যৈছে এ খেলা খেলয়ে ॥ কৃষ্ণ-
 জন্ম উৎসব যে রূপ নন্দঘরে । যশোদা যেরূপ স্নেহে
 আপনা পাসরে ॥ যৈছে কৃষ্ণ দুগ্ধপানে পুতনা বধিলা ।
 শয়নে থাকিরা যৈছে শকট ভাঙ্গিলা ॥ তৃণাবর্তবধ যৈছে
 কৈলা ভগবান্ । খেলায় সে খেলা কেখি জুড়ায় পরাগ ॥
 ধান্য দিয়া কল কৃষ্ণ কিনে কুতূহলে । যশোদা বন্ধন যৈছে
 করে উদ্বলে । যৈছে ভাঙ্গে যমল অর্জুন বৃক্ষদ্বয় । সে
 খেলা দেখিতে কার না জন্মে বিস্ময় ॥ নানা বেশ ধরিয়া
 প্রবল শিশু মেলে । খেলয়ে কৃষ্ণের যত চাকল্য গোকুলে ॥
 বক্ অঘ হয় শিশু কৃষ্ণ রূপ ধরি । সে সকলে বধেন
 কোঁতুকে যুদ্ধ করি ॥ গঢ়ি ভয়ঙ্কর সর্প লৈয়া যায় জলে ।
 সে অদ্ভুত কালীয়দমন খেলা খেলে ॥ কড়ু খেলে কৃষ্ণ
 যৈছে ধেনুক বধিলা । কড়ু গোষ্ঠে খেলয়ে প্রলম্ববধ-
 লীলা ॥ বুঝাস্তরে বশ কৃষ্ণ করে যে প্রকারে ॥ যৈছে তীর্থ
 আকর্ষণ করি স্নান করে ॥ যৈছে কৃষ্ণ সখাসহ করি গোচা-
 রণ । ধেনুগণ লৈয়া যৈছে গৃহেতে গমন ॥ যৈছে গোবর্দ্ধন
 ধরি ব্রজ রক্ষা করে । যৈছে গোপিকার পরিধেয় বস্ত্র করে ॥

যৈছে যজ্ঞপত্নীগণাদির ব্যবহার । সে সকল খেলে পদ্মাবতীর
 কুমার ॥ যৈছে কংসাদেশে ভ্রজে অক্রুর আসিয়া । মথুরায়
 রামকৃষ্ণে যৈছে যায় লৈয়া ॥ শকট চাপিয়া যৈছে যায় গোপ-
 গণ । সে খেলা দেখিতে দৈর্য্য ধরে কে এমন ॥ কৃষ্ণের
 বিচ্ছেদে যৈছে কান্দে গোপীগণ । কহিতে কি তৈছে নিত্যা-
 নন্দের ক্রন্দন ॥ মথুরাজমণ খেলা খেলে শিশুসঙ্গে । মালা-
 কার স্থানে মালা পরে মহারঙ্গে ॥ কুজাবেশে গন্ধ কেহ
 পরান পরিয়া । ধনুকভঞ্জন খেলা খেলয়ে গর্জিয়া ॥ কুবলয়
 চানুর মুষ্টিক বধ করি । মঞ্চ হৈতে কংস ভূমে পাড়ে চুলে
 ধরি ॥ কৃষ্ণ কংস মাতুলে বধিল । যেন মতে । খেলে সেই
 খেলা লোক বিস্ময় দেখিতে ॥ যথা যে যে লীলা সে সে স্থান
 বিরচয়ে । খেলায় সে লীলাস্থান প্রত্যক্ষ করয়ে ॥ জন্ম হৈতে
 শ্রীরামচন্দ্রের যে যে লীলা । শিশুগণে সাজাইয়া খেলে সেই
 খেলা ॥ বায়্মীক রচিলা যেই গ্রন্থ রামায়ণ । সে সব প্রত্যক্ষ
 করে পদ্মার নন্দন ॥ ধরিয়া বামনবেশ বলিরে ছলয় । নৃসিংহ
 বেশেতে হিরণ্যকশিপে বধয় ॥ প্রহ্লাদের প্রায় স্তুতি করে
 কুন জন । নৃসিংহের বাৎসল্যে খেলায় মনোরম ॥ ভক্তে স্থখ
 দিতে ঈশ্বরের যে বিহার । সে সকল খেলে পদ্মাবতীর কুমার ॥
 যখন যে দিকে নিত্যানন্দ চলি যায় । সেই দিগে সে সঙ্গে
 সকল শিশু ধায় ॥ একচক্রা-বাগী লোক আনন্দ অন্তরে ।
 নিজ নিজ শিশুগণে বারণ না করে ॥ বিবিধ ভূমণে শিশুগণে

সাজাইয়া । সবে কহে নিত্যানন্দ সঙ্গে খেল গিয়া ॥ শিশুসহ
 খেলারসে বিহ্বল নিতাই । যে অন্তু ত খেলা তা কহিতে অন্ত
 নাই ॥ কি আনন্দ তাঁর যজ্ঞোপবীত সময় । যে শোভা
 দেখিলু তাহা কহিল না হয় ॥ পৌগণ্ড বয়সে কিবা কৈশোর
 প্রবেশ । দেখি সে শোভা না কারু রহে ধৈর্য্যলেশ ॥ অল্প
 দিবসেই কৈল বিদ্যা-উপার্জন । ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে হৈলা
 বিচক্ষণ ॥ নিতাইর বয়েস লৈল দ্বাদশ বৎসর । (ষোড়শ বর্ষের
 প্রায় দেখিতে সুন্দর ॥ বন্ধুগণে জানাইয়া হাড়াইপণ্ডিত ।
 পুত্রের বিবাহ দিতে হৈলা উৎকণ্ঠিত ॥ একচক্রাবাসী যত
 ব্রাহ্মণ সজ্জন । বিবাহ প্রসঙ্গে হর্ব হৈলা সর্ব জন ॥ কন্যা
 স্থির কৈল কুন কুন বিপ্র ঘরে । মনকলা খায় কেহ স্পষ্ট
 নাই করে ॥ হৈল এই আনন্দপ্রসঙ্গ স্থানে স্থানে । বিধি যে
 দিবেক ছুঃখ কেবা তাহা জানে ॥ কোথা হৈতে আইলা এক
 সন্ন্যাসী গোসাঞি । সর্ববাংশে সুন্দর তাঁর দয়ামাত্র নাই ॥
 হাড়াইপণ্ডিত তাঁরে ভিক্ষা করাইলা । কৃষ্ণকথা রসে তেঁহ
 রাত্রি গোড়াইলা ॥ গন্তু কালে নিত্যানন্দে দিলেন মাগিয়া ।
 দিলেন হাড়াই পুত্রে পূর্ব বিচারিয়া ॥ নিত্যানন্দে লৈয়া
 সন্ন্যাসী চলিল তুরিতে । মুচ্ছিত হইয়া হাড়াই পড়িলা ভূমিতে ॥
 (প্রাণহীন-প্রায় ভূমে পড়ে পদ্মাবতী । হৈল যে দৌহার দশা
 কহি কি শক্তি ॥ কি নারী পুরুষ যত এ একচক্রায় । এ
 কথা শ্রবণমাত্র হৈল মৃত্যু প্রায় ॥) সঙ্গী শিশুগণ কহে মো

সবে ছাড়িয়া । কোথা গেলা বলিকান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥
 এই একচক্রাগ্রাম হৈল শূন্যপ্রায় । যে খানে সে খানে লোক
 করে হায় হায় ॥ হৈল লোক ভিড় হাড়ো পণ্ডিতের ঘরে ।
 করায় চেতন দৌহে অনেক প্রকারে ॥ হাড়াইপণ্ডিত পদ্মা-
 বতী দুই জন । কোথা নিত্যানন্দ বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
 দৌহার বিলাপ যে শুনিল সেই জানে । গলয়ে পাষণ কান্দে
 পশু পক্ষিগণে ॥ নিতাইর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কহেন কাঁদিয়া ।
 মোরে কেনে সম্যাসী না গেলেন লইয়া ॥ (এত কহি অঙ্গ
 আছাড়িয়া ভূমে পড়ে ॥ ঈশ্বরী ইচ্ছায় প্রাণ রহিল সে ধড়ে ॥
 কুন বিপ্র কান্দিয়া কহয়ে ওহে ভাই । কহ কুন পথে সম্যাসী
 গোসাঞি ॥ নিত্যানন্দ রন্ধনাদি ক্রিয়া কিবা জানে । মোর
 পুত্র পটু সর্ব কার্য্য সমাধানে ॥ ধরি তাঁর পায় নিত্যানন্দে
 মাগি নিব । করিয়া প্রসন্ন মোর পুত্র তাঁরে দিব ॥ এত কহি
 সম্যাসির করে অব্বেষণ । কোথাও না পায় খোজ ভাবে মনে
 মন ॥ একচক্রা গ্রামবাসী শাস্ত্রজ্ঞ সকলে । পরস্পর কহে কত
 বলিয়া বিরলে ॥ কেহ কহে জ্যোতিষজ্ঞ পূর্বে যে কহিল ।
 তাহার বচন সব প্রত্যক্ষ হইল ॥ দুর্দৈব দোষেতে মোরা
 নারিনু চিনিতে ॥ জন্মিলেন বলরাম হাড়াইর গৃহেতে ॥ কেহ
 কহে সত্য এই কভু মিথ্যা নয় । জন্মকালে হৈল মহামঙ্গল
 উদয় ॥ ঘুচিল ছুর্ভিক্ষ লোকপাড়া গেল দূষ । কৈল মেঘ
 ঝড়ি হৈল আনন্দ প্রচুর ॥ কেহ কহে জন্মকালে দেখিনু

নয়নে । দেবে স্তুতি কৈল পুষ্প বর্ষিল ভবনে ॥ দেব স্ত্রীগুণের
 ভীড় হয় অনিবার । এবে সে জানিনু পূর্বের না কৈনু বিচার ॥
 কেহ কহে বলরাম বিনা কি এ হয় । জন্মমাত্রে সকলের চিত্ত
 আকর্ষয় ॥ মনুষ্যে সম্ভব কি এরূপ সৌন্দর্য্যতা । শিশু সম-
 য়েতে কি অদ্ভুত সৌজন্যতা ॥ কেহ কহে শিশু কালে এ
 আশ্চর্য্য খেলা । ঈশ্বর সে জানে ঈশ্বরের যত লীলা ॥ এক
 দিবসের খেলা দেখিনু নয়নে । ধরিলা সম্যাসি-বেশ নিতাই
 আপনে ॥ কিবা দণ্ড কণ্ডলু করে সশোভয় । পরিধেয়
 অরুণ বসন তেজোময় ॥ শিশুগণ অপূর্ব বৈষ্ণব-বেশ ধরে ।
 তিলক মালায় অঙ্গ বাল মল করে ॥ সম্যাসিরে মধ্যে করি
 করয়ে কীর্তন । নাচয়ে সম্যাসী ভঙ্গি ভুবনমোহন ॥ বুঝি প্রভু
 সম্যাস করিব এ কলিতে । তাহা ব্যক্ত কৈল এই খেলা-
 কোতুকেতে ॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভু ভগবান্ । হবেন
 সম্যাসী আছে শাস্ত্রেতে প্রমাণ ॥ খেলা দেখি মনে কৈল
 প্রকৃত এ নয় । ব্যক্ত না কহিল লোক উপহাস ভয় ॥
 কেহ কহে কৃষ্ণাভিন্ন রোহিণী কুমার । সেই এই নিত্যা-
 নন্দ ইথে কি বিচার ॥ কৃপা করি সে যদি জানায় তবে
 জানি । নহিলে তাহার মায়া বশ এই প্রাণী ॥ কেহ কহে
 পাইয়াও না পাইল মোরা । হইয়া মায়ার বশ হৈনু রত্ন-
 হারা ॥ তাঁর রূপ গুণেতে বঞ্চিয়া গো সবারে । অকস্মাৎ
 সম্যাসী লইয়া গেলা তাঁরে ॥ কেহ কহে সম্যাসী কেবল

ছল তাঁর । ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝে ঐছে শক্তিকার ॥ বলরাম
কৈলা পূর্বে তীর্থ পর্য্যটন । তাহাই করিব এবে লয় মোর
মন ॥ কেহ কহে ঐছে পিতা মাতায় ছাড়িয়া । কৈল অনু-
চিত কৈছে গেলা বাহির হৈয়া ॥

কেহ কহে ঈশ্বরের কে বুঝে মরম । পূর্নাপর বুঝি ঐছে
আছয়ে নিয়ম ॥ এইরূপ কত কথা কহিয়া কহিয়া । করয়ে
ক্রন্দন নিত্যানন্দে সোঙরিয়া ॥ হাড়াইপণ্ডিতে মবে যান
প্রবেশিতে । উঠয়ে ক্রন্দনরোল গৃহে প্রবেশিতে ॥ (পদ্মাবতী
হাড়াইপণ্ডিত দুইজনে । না করে আহারদেহ না যায় ধারণে ॥
যদি কভু কিছু ভুঞ্জাইতে চায় কেউ । ভুঞ্জিব কি উঠে চুখ
গমুদ্রের ঢেউ ॥ ঐছে তিন মাগ নাই অম্মের গ্রহণ । বিধিরে
নিন্দয়ে কেনে আছয়ে জীবন ॥ কোথা নিত্যানন্দ বলি ধুলায়
লোটায় । কি কহিতে কিবা কহে পাগলের প্রায় ॥) তিলা-
র্দ্বৈক হাড়াইপণ্ডিত স্থির নহে । মনে যে উপজ্ঞে তাহা ব্যক্ত
করি কহে ॥ ক্ষণে কহে নিত্যানন্দ হৈল অনেক ক্ষণ ॥ আইস
কোলে করি মোর জুড়াউক জীবন ॥ ক্ষণে কহে ওহে বাপ
চট্ সিয়া কোলে । ঘাটে গিয়া স্নান করি সরোবর জলে ॥
ক্ষণে কহে মোর আগে চলহ হাঁটিয়া । পাকিয়াছে দান্য ক্ষেত্র
মাঠে দেখি গিয়া ॥ ক্ষণে কহে চল বাপ হাটে শীত্ৰ যাই ।
যে ইচ্ছা তোমার তাহা কিনিব তথাই ॥ (ক্ষণে কহে জননী
ডাকয়ে যাও ঘরে । বুঝি বিষ্ণু প্রসাদাম ভুঞ্জিবারি তরে ॥)

ক্ষণে কহে মোর শিষ্য বর্গের সহিতে । করো শাস্ত্র
 দেখি কেবা হারে জিতে ॥ ক্ষণে নিজ ভার্য্যা প্রতি কহে ডাক
 দিয়া । আইলেন নিত্যানন্দ এই দেখ সিয়া ॥ সন্নাসী গোসাঞি
 বড় দয়ার সাগর । কৃপা করি নিত্যানন্দে পাঠাইলা ঘর ॥
 ক্ষণে কহে ইকি বায়ু হইল আমার । না দেখিয়ে নিত্যানন্দ
 দেখি অন্ধকার ॥ ঐছে কত কহে নহে ধৈর্য্যাবলম্বন । পদ্মা-
 বতী চেক্টা যৈছে কহে কুন জন ॥ ওহে বাপ সব কি বলিব
 তো সবায় । হৈল মহা অমঙ্গল এ একচক্রায় ॥ কেহ স্থির
 হৈতে নারে নিত্যানন্দ বিনে । পিতা মাতা আদি অপ্রকট
 দিনে দিনে ॥ হইয়া ব্যাকুল নিত্যানন্দ সঙ্গিগণ । সর্ব্বত্যাগি
 গেলেন করিতে তীর্থাটন ॥ কেহ কুন রূপে স্থির হইতে না
 পারে । কেবা কোথা যায় কেহ না কহে কাহারে ॥ এই
 নদীপারে এক যবন আছিল । নিজ নামে তেহেঁ ঐ গ্রাম
 বসাইলা ॥ এথা হৈতে তথা কথো জন বাস কৈল । কহিতে
 কি ঐছে একচক্রা ভয় হৈল ॥ যুই বিপ্রাধম এই কথো জনে
 লৈয়া । আছি একচক্রা গ্রামে পূর্ক সোড়রিয়া ॥ মনের উদ্বেগে
 ঘরে নারি স্থির হৈতে । হইলু অথর্ব্ব অতি না পারি চলিতে ॥
 তথাপিহ ধায় মন দেখি বারে স্থান । যথা যথা খেলা কৈলা
 নিত্যানন্দ রাম ॥ এই যে অশ্বখবট ছায়া অতিশয় । এথা
 শিশুসহ নিত্যানন্দ বিলম্বয় ॥ ভক্ষ্যদ্রব্য লৈয়া বসি মণ্ডলী-
 বন্ধনে । করিতা ভক্ষণ যুই দেখিলু নয়নে ॥ সে সব ভাবিতে

হিয়া বিদরিয়া যায় । দুঃখ ভুঞ্জাইতে বিধি রাখিল আমার ॥
 মনে ছিল যদি বিধি রাখিল আমারে । অবশ্য দিবেন সুখ
 কিছু দিন পরে ॥ জন্মভূমি সৌওরিয়া নিতাই আমার । এক-
 চক্রা আসিবে দেখিব পুনর্বার ॥ মোর দুর্দ্দেবেতে তেঁহ নির্দয়
 হইল । হেন একচক্রা গ্রামে পুন না আইল ॥ হইলু নিরাশ
 এবে আশা নাই আর । বিধাতার প্রতি এ প্রার্থনা বার বার ॥
 এ জন্মে বঞ্চিত যদি পুনর্জন্ম পাই । তবে নিত্যানন্দে যেন
 দেখিয়ে এখাই ॥ মরি যেন নিতাইচান্দ্রের নাম লৈয়া । এত
 কহি বিপ্রে'র বিদরি যায় হিয়া ॥ পুন কহে কোথা প্রাণ
 নিতাই ! আমার । দেখি মোর দশা দেখা দেহ এক বার ॥
 এত কহি আই বিপ্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে । শুনি সে কান্দনা
 দারু পাষণ বিদরে ॥ কি অদ্ভুত দশা প্রাপ্ত হইল সবার ।
 জাহ্নবী ঈশ্বরী নেত্রজলে ভাসি যায় ॥ কৃষ্ণদাসপণ্ডিতাদি
 বিহ্বল সকলে । হৈল মহী পঙ্ক সে সবার নেত্রজলে ॥ কেহ
 কুন রূপে স্থির হইতে না পারে । বিপ্রে'র চরণধূলি নয় বারে
 বারে ॥ প্রভু ইচ্ছামতে সকলেই স্থির হৈলা । বিপ্রে'র আগে
 করি একচক্রা প্রবেশিলা ॥ বিপ্র কহে পণ্ডিতের বাড়ি ঐ
 হয় । এত কহি পুন কিছু কহিতে নারয় ॥ বাটী দেখাইয়া
 অতি কাতর অন্তরে । কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র গেলা নিজ
 ঘরে ॥ বিপ্রদশা দেখি সবে ব্যাকুল হইলা । হাড়াইপণ্ডিত
 গৃহে গমন করিলা ॥ যদিপি ভবন শূন্য ভগ্ন অতিশয় । তথা-

পিহ কার বা না চিত্ত আকর্ষয় ॥ নিত্যানন্দ লীলাস্থলী করিয়া
 দর্শন । হৈলা প্রেমাবিকট যৈছে না হয় বর্ণন ॥ (সে দিবস ভগ্ন
 ভবনেতে বাস কৈলা । শ্রীনাম কীর্তনে কথো রাত্রি গোড়া-
 ইলা ॥ জাহ্নবী ঈশ্বরী নেত্রে নিদ্রা না স্পর্শয় । বিরলে বসিয়া
 মনে মনে বিচারয় ॥ না হৈল শ্বশুর শাশুড়ীর মন্দর্শন । না
 স্পর্শিল শ্বশুরালয়ের স্তম্ভকণ ॥ এক বিচারিয়া আর কিছু
 বিচারিতে । অকস্মাৎ হৈল নিদ্রা প্রভুর ইচ্ছাতে ॥ স্বপ্নচ্ছলে
 দেখে একচক্রার বসতি । দিতে নাই উপমা সর্বাংশে শোভা
 অতি ॥ কিবা স্বর্ণপুরী বিশ্বকর্মার নির্মাণ । ইন্দ্রালয় নহে
 পণ্ডিতালয় সমান ॥ দাস দাসী অসংখ্য ঐশ্বর্য্য অতিশয় । নির-
 স্তর পরমমঙ্গল শোভাময় ॥ দেবপূজ্য হাড়াইপণ্ডিত পদ্মাবতী ।
 প্রাণাধিক নিত্যানন্দ পুন্ড্র স্নেহ অতি ॥ ক্রীষন্তু জাহ্নবী পুন্ড্র-
 বধু দুই জনে । নয়ন সম্পুটে সদা রাখে এই মনে ॥ কত সাধে
 করে পুন্ড্রবধুর পালন । দেখি পুন্ড্রবধু রীত জুড়ায় নয়ন ॥ জগ-
 তের পূজ্যা সূর্য্যদানের দুহিতা । শ্বশুর শাশুড়ী স্নেহে সদা
 উল্লসিতা ॥ শ্রীজাহ্নবী এ কোতুক মনে বিচারিতে । হৈল
 নিদ্রাভঙ্গ পুন আকর্ষে নিদ্রাতে ॥ পুন স্বপ্ন দেখে একচক্রা
 নদীতীরে । নানা পুষ্প কানন অপূর্ব্ব শোভা করে ॥ পুঞ্জ *
 পুঞ্জ ভ্রমর গুঞ্জরে অনিবার । নানা পক্ষী শব্দ করে অতি চমৎ-
 কার ॥ মন্দ মন্দ বহে সদা মলয় পবন । বনশোভা মুনীন্দ্রগণের

হরে মন ॥ তথা এক বৃক্ষ উচ্চ প্রফুল্লাতিশয় । তার তলে দিব্য
সিংহাসন রত্নময় ॥ সিংহাসন বেঢ়িয়া শোভয়ে দাসীগণ । ঝল
ঝল করে নানা বসন ভূষণ ॥ তালবৃন্ত চাগর চন্দন চুয়া আর ।
সুবাসিত বারি পাত্রে নানা পুষ্প হার ॥ তাম্বুল সম্পুট আদি
লৈয়া সর্বজনে । দেখে নিত্যানন্দশোভা রত্নসিংহাসনে ॥
নিত্যানন্দ শোভা কোটি কন্দর্প মোহন । রূপের নিছনি চম্পা
কেশর কাঞ্চন ॥ সদা চন্দ্রবদনে মধুর যুহু হাসি । উগারয়ে
কি নব অমিয়া রাশি রাশি ॥ নেত্রের ভঙ্গিতে তরুণীর ধৈর্য
হরে । সর্বঙ্গ উপমা নাই ভুবন ভিতরে ॥ শ্রীনিত্যানন্দের
বাম দক্ষিণ দিকেতে । শ্রীবসু জাহ্নবী শোভে উপমা কি
দিতে ॥ রূপের ছটায় সে কানন আলো করে । অঙ্গের
মৌষ্ঠবে কোটি রতি-মদ হরে ॥ শ্রীপদ্মবদনে কিবা হাসি মন্দ
মন্দ । নিরন্তর যুগে অদ্ভুত মকরন্দ ॥ কি মধুর ভঙ্গি দীর্ঘ
চকোর নয়ান । নিত্যানন্দ মুখ চন্দ্রামৃত করে পান ॥ দেখি
প্রেমরীত দাসী তাম্বুল লইয়া । শ্রীবসু জাহ্নবী করে দেন হৃষ্ট
হৈয়া ॥ নিত্যানন্দ মুখে দৌহে তাম্বুল যোগায় । চর্কিত
তাম্বুল প্রভু দৌহারে ভুঞ্জায় ॥ চুয়া চন্দনাদি দাসী দৌহে
যোগাইতে । দৌহার কোতুক প্রাণনাথে সগর্পিতে ॥ কুন
দাসী যোগায়েন নানা পুষ্প হার । প্রিয়গলে দিতে বাড়ে
কোতুক দৌহার ॥ নিজঙ্গ চন্দন চুয়া প্রিয়া-অঙ্গে দিতে ।
নিত্যানন্দ দৌহে আলিঙ্গয়ে কোতুকেতে ॥ আপনা গলার

মালা দুহুঁ গলে দিয়া । রহে হৃভঙ্গিতে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া ॥
 দেখিতেই পরম অন্তুত এ না রঙ্গ । শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর হৈল
 নিয়োভঙ্গ ॥ স্বপ্নভঙ্গে দুঃখী হৈয়া ভাবে মনে মনে । এমন
 কোতুক কভু না দেখি স্বপনে ॥ হইল প্রভাত নিশী উল্লাসে
 ঈশ্বরী । কহে কিছু কাহকে না কহে স্পর্শ করি ॥ একচক্রা
 ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ কান্দে । করয়ে যতন চিতে স্থির নাই
 বাঁধে ॥ অকস্মাৎ কহে কেহ সদা আছ এথা । খড়দহে গিয়া
 শীঘ্র সাধ মনঃকথা ॥ শুনি সবারহ চলে একচক্রা হৈতে ।
 করিতে দর্শন লোক ধায় চারি ভিতে ॥ সেই পথে এক মহা-
 মদ্যপ ব্রাহ্মণ । মদিরাপানেতে মত্ত করয়ে নর্তন ॥ ক্রণে হাসে
 ক্রণে কান্দে ভাসে নেত্রজলে । ক্রণে কম্প লক্ষ ক্রণে পড়ে
 মহীতলে ॥ দেখিয়া তাহার চেষ্ঠা জাহ্নবী ঈশ্বরী । নিজ সঙ্গি-
 গণে জিজ্ঞাসয়ে ধীরি ধীরি ॥ কহ কহ ইহঁা কেনে হইল
 এমন । সবে কহে এই মহামদ্যপ ব্রাহ্মণ ॥ শুনি অনুগ্রহ
 করি কহয়ে ঈশ্বরী । এছে প্রেমে মত্ত কর প্রভু গৌরহরি ॥
 ইহা শুনি হরি বোল বোলে সর্বজন । ধন্য ধন্য ধন্য এই
 মদ্যপ ব্রাহ্মণ ॥ ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য কহিতে নাহি পারি ।
 ঈশ্বরীকৃপায় হৈল ভক্তি-অধিকারী ॥ এছে জীবে করিয়া
 অশেষ অনুগ্রহ মোড়েশ্বর পথে চলিলেন সবারহ ॥ মোড়ে-
 খরে কৈল গিয়া শিবের দর্শন । যারে পূজিলেন পদ্মাবতীর
 নন্দন ॥ কুণ্ডলিন্দমন যথা কৈলা নিত্যানন্দ । দেখিয়া সে স্থান

হৈল সবার আনন্দ ॥ নিত্যানন্দ যে পথে গেলেন বক্রেশ্বরে ।
 লোকে সেই পথ দেখাইলা সকলে ॥ শ্রীঈশ্বরী রাঢ়দেশ
 ভ্রমিয়া তুরিতে । কণ্টক নগরে আইলা সবার সহিতে ॥ শ্রী-
 যদুনন্দন মহা-উল্লসিত হৈয়া । যাজিগ্রামে সমাচার দিল পাঠা-
 ইয়া ॥ শুনি গগনসহ শ্রীনিবাস সেই কণে । কণ্টক নগরে
 আইলা মহা-হর্ষ মনে ॥ শ্রীঈশ্বরীচরণ দর্শনে যে উল্লাস ।
 ভাগবতগণে দেখি যে স্থখ প্রকাশ ॥ যে সকল প্রসঙ্গ হইল
 পরস্পরে । সে সব कहিতে নারি বাহুল্যের ডরে ॥ শ্রীনিবাস
 নরোত্তম নিকটে আসিয়া । কহিল শুনিল সব নির্জনে বসিয়া ॥
 গোস্বামিগণের কথা গোবিন্দ কহিলা । সে সব শুনিয়া অতি
 ব্যাকুল হইলা ॥ রামচন্দ্র গোপাল বিরূপাবলী দিল ! শ্রীনি-
 বাসার্চ্য লৈয়া মস্তকে ধরিল ॥ হইল অনেক রাত্রি শয়ন
 করিলা । স্বপ্নছলে গোস্বামী আচার্য্যে প্রবোধিলা ॥ শ্রীঈশ্বরী
 আগে নিশি প্রভাত সময়ে । নিজালয়ে লইতে প্রণমি নিবে-
 দয়ে ॥ শ্রীনিবাসার্চ্যে অতি অনুগ্রহ করি । সবাসহ যাজি-
 গ্রামে গেলেন ঈশ্বরী ॥ শ্রীযাজিগ্রামের লোক আনন্দ হিয়ায় ।
 করিতে দর্শন সরে চতুর্দিকে ধায় ॥ শ্রীনিবাসার্চ্য অতি উল্ল-
 সিত চিতে । শীঘ্র সমাচার পাঠাইলা শ্রীখণ্ডেতে ॥ নরোত্তম
 রামচন্দ্র আদি প্রিয়গণে । করিলা নিযুক্ত সর্বকাৰ্য্য সমা-
 ধানে ॥ দেখি চেষ্টা সকল মহাস্তম্ব মোদভরে । না জানয়ে ভিন্ন
 যেন আইলা নিজ ঘরে ॥ সর্ব মহাস্তম্বের বাসা হৈল রম্য

ସ୍ଥାନେ । (ଈଶ୍ଵରୀର ବାମା ଶ୍ରୀନିବାସେର ଭବନେ ॥ ଶ୍ରୀଜାହ୍ନବୀ ଈଶ୍ଵରୀ
 ଭବନେ ପ୍ରବେଶିତେ । ଆଚାର୍ଯ୍ୟେର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆହୁସେ ଆଶ୍ଵିନି
 ନିତେ ॥ ମହା ଲଞ୍ଜାବତୀ ଗତି ଅତି ସୁଲଳିତ । ହେମ ନବନୀତ
 ଅମ୍ବ ବସନେ ଆବୃତ ॥ ଯୁଦ୍ଧ-ହାସି-ଗିମ୍ମା ମୁଖପଞ୍ଜ ସୁନିର୍ମଳ । ଅତି
 ସେ ସୁଚାରୁ ଦୀର୍ଘ ନୟନଯୁଗଳ ॥ ବରଦେ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତଃ ଈଶ୍ଵରୀଦର୍ଶନେ ।
 ପୁଲକ ବ୍ୟାପୟେ ପ୍ରାଣମିତେ ଶ୍ରୀଚରଣେ ॥ ଶ୍ରୀଈଶ୍ଵରୀ କହି କିବା
 ସୁମଧୁର ଭାଷେ । ତୁଲି ଲୈଳ କୋଳେ କି ଅନ୍ତୁତ ସ୍ନେହାବେଶେ ॥
 ଆଚାର୍ଯ୍ୟେର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବହୁ ଦୈନ୍ୟ ପ୍ରକାଶିୟା । ବସାହିଲା ଦିବ୍ୟାସନେ
 ମନ୍ଦିରେ ଲହିୟା ॥ ସୁବାସିତ ଜଳେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କୈଳ । ବର୍ଣ୍ଣିତେ
 ନା ଜାନି ସେ ଆନନ୍ଦ ଉଥଲିଲ ॥ ଦେଖି ଶ୍ରୀନିବାସାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାର୍ଯ୍ୟାର
 ସ୍ମରୀତ । ତିଳେ ତିଳେ ଈଶ୍ଵରୀର ବାଡ଼େ ମହା ପ୍ରିତ । ଯାଜ୍ଞିଗ୍ରାମେ
 ସେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅଇ ରହୁନେ । ସେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅଇ ମହା ପ୍ରସାଦ ସେବନେ ॥
 ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ୍ତ ମନେ ହୁଅଇ ସେ ଆନନ୍ଦ । ତାହା ନିନ୍ତାରିୟା କି
 ବର୍ଣ୍ଣିବ ମୁହିଁ ମନ୍ଦ ॥ ପରସ୍ପାର ସେ କୌତୁକ କହିତେ ନା ପାରି ।
 ଯାଜ୍ଞିଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ଦେଖେ ନେତ୍ର ଭରି ॥ ସକଳ ମହାନ୍ତ କୃଷ୍ଣ-
 କଥା ଆଳାପନେ । ବସିଆ ଆଛେନ ଅତିଶୟ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ॥ ହେନ
 କାଳେ ଧନ୍ତ ହୈତେ ଶ୍ରୀରଘୁନନ୍ଦନ । ଆହୁଲେନ ସଙ୍ଗେ ମହା-ଭାଗବତ-
 ଗଣ ॥ କି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହୁଅଇ ପରସ୍ପାରେ । ଦେଖିତେ ସେ ପ୍ରେମା-
 ବେଶ କେବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଧରେ ॥ ପରସ୍ପାର ଗୌଡ଼-ବ୍ରଜ ସଂବାଦ
 କହିତେ । ହୁଅଇ ବ୍ୟାକୁଳ କେହ ନାରେ ସ୍ଥିର ହୈତେ ॥ ଦୈର୍ଘ୍ୟା-
 ବଳନ୍ତନ କରି ଶ୍ରୀରଘୁନନ୍ଦନ । ଛିଡ଼ାମିଳା ଈଶ୍ଵରୀର ଗମନାନଗନ ॥

শ্রীপরমেশ্বরীদাস ধৈর্য্যাবলম্বিল । আদ্যোপান্ত শ্রীরঘুনন্দনে
 নিবেদিল ॥ শ্রীরঘুনন্দন হর্ষে মহাস্তম্ভগণেরে । নিবেদিল প্রভাতে
 শ্রীখণ্ড যাইবারে ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর আগে নিবেদিয়া । শীঘ্র
 খণ্ডে গেলা শ্রীনিবাসে কত কৈয়া ॥ এথা সঙ্ক্যাগময়েতে ভাগ-
 বতগণ । করিলেন কতক্ষণ নাম সঙ্কীৰ্ত্তন ॥ ঈশ্বরী-আজ্ঞায়
 শ্রীনিবাস হৈয়া হ্রষ্ট । শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে কৈল সুধা বৃষ্ট ॥
 হইলেন প্রেমানন্দে নিমগ্ন সকলে । সবার তিতিল * তনু
 নয়নের জলে ॥ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হৈলে সমাপন । কতক্ষণে
 স্থির হইলেন সৰ্ব্বজন ॥ জাহ্নবী ঈশ্বরী অতি মনের উল্লাসে ।
 শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥ রজনীপ্রভাতে খণ্ডে
 গমন করিব । খণ্ডে হৈতে খড়দহে ত্বরায় যাইব ॥ অতি অল্প-
 কাল এথা হৈল মোর স্থিতি । হিয়া কি করয়ে না বুঝিয়ে
 বুদ্ধিগতি ॥ শ্রীনিবাস কহে এবে নিলম্ব না মছে । প্রকাশবে
 মূর্তি শীঘ্রগিয়া খড়দহে ॥ শ্রীমতীরাদিকা মূর্তি নির্মাণ হইলে ।
 হইবে সুস্থির বৃন্দাবন পাঠাইলে ॥ শ্রীগোপীনাথের ইথে
 আগ্রহাতিশয় । হইব নির্মাণ অতিশীঘ্র মনে লয় ॥ শ্রীনিবাস-
 বাক্যে হর্ষ হইয়া ঈশ্বরী । পুন শ্রীনিবাস প্রতি কহে ধীরি
 ধীরি ॥ খড়দহে গিয়া পাঠাইব সমাচার । এবে কোথা কোথা
 স্থিতি হইবে তোমার ॥ শ্রীনিবাস কহে এথা রহি দিন চারি ।
 নবদ্বীপে গমন করিব শীঘ্র করি ॥

প্রায় নবদীপে গুপ্ত হইল সকলে । প্রভুর ঈশানমাত্র
 আছেন একলে ॥ তাঁর সমভ্যারী যে আছেন কত জন । হই-
 য়াছে তাঁ সবার সংশয় জীবন ॥ করিলা ঈশান আজ্ঞা আমা-
 য়াইতে । তথা গিয়া আসি যাব খেতরিগ্রামেতে ॥ কথো
 দ্বিন রহি তথা বিষ্ণুপুর গিয়া । রহিব এথাই তথা হইতে
 আসিয়া ॥ ঐছে কত কহিতে অনেক রাত্রি হৈল । প্রসাদ
 ভুঞ্জিয়া সবে শয়ন করিল ॥ রজনীপ্রভাতে খণ্ডে চলিতে
 ঈশ্বরী । আচার্য্যের ভাষায় প্রবোধে যত্ন করি ॥ দেখিয়া
 তাঁহার দশা ব্যাকুল হইলা । করি বহু অনুগ্রহ শ্রীখণ্ডে
 চলিলা ॥ শ্রীখণ্ডনিবাসী লোক ধায় চারিভিতে । শ্রীরঘুনন্দন
 আইসে আগুসরি নীতে ॥ গণসহ গতি অতিশয় চমৎকার ।
 দূরে দেখি এক বিপ্র কহে বার বার ॥ ভাগ্যবন্ত নারায়ণদাসের
 মন্দন । মুকুন্দমাধব নরহরি তিন জন ॥ মুকুন্দের পুত্র রঘু-
 নন্দনঠাকুর । ইহার দর্শনে সব তাপ যায় দূর ॥ কিবা ভক্তি-
 রসেতে নিমগ্ন নিরন্তর । ঐছে কত কহে সঙ্গে চলে বিপ্রবর ॥
 রঘুনন্দনের পুত্র নাম শ্রীকানাই । অলপ বয়সে সৌন্দর্য্যের
 লীলা নাই ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের গুণে সদাই বিহ্বল । ধরিতে
 নারয়ে অঙ্গ করে টলমল ॥ মহাস্তম্ভগণেরে দেখি মনের উল্লাসে ।
 কি নাম কাহার তাহা পিতায় জিজ্ঞাসে ॥ শ্রীরঘুনন্দন পুত্রে
 সব জানাইয়া । মিলিলা সবার আগে অতি হৃষ্ট হৈয়া ॥
 ঠাকুর কানাইর নেত্র পূর্ণ অশ্রুজলে । প্রণমিতে সবে ভুলি

লইলেন কোলে ॥ সর্ব-মহাস্তের অতি আনন্দহৃদয় । শ্রীঈশ্বরী /
করিলেন বাৎসল্যাতিশয় ॥ সবাসহ ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে ।
হইলেন উপনীত গৌরান্ধপ্রাঙ্গণে ॥

গৌরান্ধদর্শনে যে হইল প্রেমাবেশ । এক মুখে কবি কি
বর্ণিব তার লেশ ॥ শ্রীমদন গোপালের করিলা দর্শন । যারে
লাড়ু খাওয়াইলা শ্রীরঘুনন্দন ॥ কতক্ষণ রহি সবে প্রভুর
প্রাঙ্গণে । গেলা প্রভু মন্দির নিকট বাসাস্থানে ॥ যৈছে স্নান
ভোজনাদি হইল সবার । বিস্তারের ডরে তাহা নারি বর্ণিবার ॥
রাত্রিযোগে শ্রীমঙ্কীৰ্ত্তনাদি যেন মতে । কিছু বিস্তারিব নরো-
ত্তমবিলাসেতে ॥ শ্রীঈশ্বরী খড়দহ করিতে গমন । হইলা
ব্যাকুল অতি শ্রীরঘুনন্দন ॥ বিদায় সময়ে যে কহিলা পর-
স্পরে । সে সব শুনিতে কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে ॥ শ্রীপরমেশ্বরী-
দাসে শ্রীরঘুনন্দন । করিলেন অনেক সামগ্রী সমর্পণ ॥ শ্রীঈ-
শ্বরী শ্রীরঘুনন্দনাদি সকলে । কহিক অনেক সিন্ত হৈয়া নেত্র-
জলে ॥ কৃষ্ণদাস-সরথেল আদি সবাসহ । শ্রীঈশ্বরী গমন
করিলা খড়দহ ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি শ্রীথণ্ডে রহিয়া । গৃহে
আইলা শ্রীঈশ্বরী গুণ সোঙরিয়া ॥ খণ্ড হৈতে শ্রীঈশ্বরী গিয়া
নদীয়ায় । দেখে প্রভুপরিকরগণ শূন্য প্রায় ॥ শ্রীঈশান আদি
যে ছিলেন কথো জন । আগুসরি আইলা শুনি ঈশ্বরী-গমন ॥
সবাসহ ঈশ্বরীর দর্শন করিয়া । পাইলেন প্রাণ যেন জুড়া-
ইল হিয়া ॥ কৃষ্ণদাসাদি সহ ঈশ্বরী এ সবায় । দেখি কি

অদ্ভুত প্রেম উথলে হিয়ায় ॥ শ্রীবাসপণ্ডিতের ভবন প্রবে-
 শিতে । হইলেন যৈছে সবে কে পারে কহিতে ॥ সে দিবস
 শ্রীবাস-তবনে করি স্থিতি । মনের উদ্বেগেতে গোড়ায় দিবা
 রাতি । হৈল কিছু নিদ্রা নিশি অবশেষ কালে । গগনসহ প্রভু
 দেখা দিলা স্বপ্নচ্ছলে ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের কিবা স্মমধুর বেশ ।
 শিরে শোছে চিকন চাঁচর চারু কেশ ॥ বামে গদাধর নিত্যা-
 নন্দ দক্ষিণেতে । সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসাদিসহিতে ॥ সঙ্কী-
 র্ত্তনারস্তে নাচে শ্রীগৌরসুন্দর । নাচে নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত
 গদাধর ॥ শ্রীবাস মুরারি বক্রেশ্বর হরিদাস । নৃত্যে কি অদ্ভুত
 ভঙ্গী করয়ে প্রকাশ ॥ গোবিন্দ মাধব বাসু মুকুন্দাদি যত ।
 গীত বাদ্যে সকলে হইলা উনমত ॥ নবদ্বীপপুরী মহা আনন্দে
 উথলে । নাচে ব্রহ্মা শিব শেষ মনুষ্যের মেলে ॥ করি জয়-
 ধ্বনি লোক চতুর্দ্দিগে ধায় । সঙ্কীর্ণনে নানা পুষ্প বর্ষে দেব-
 তায় ॥ দেখিতেই নবদ্বীপে এ হেন মঙ্গল । জাহ্নবী ঈশ্বরী
 দুঃখ ভুলিলা সকল ॥ নিদ্রাভঙ্গ হইতেই ব্যাকুল হইলা । প্রভু
 ইচ্ছামতে ধৈর্য্যাবলম্বন কৈলা ॥ নবদ্বীপধামে প্রণমিল বার
 বার । স্বপ্ন যে দেখিল তাহা না কৈলা প্রচার ॥ শ্রীঈশান-
 আদি সবে যত্নে প্রবোধিলা । শ্রীনিবাস শীঘ্র আগিবেন জানা-
 ইলা ॥ এঁছে দুই দিবস রহিয়া নদীয়ায় । সবাসব ঈশ্বরী
 গেলেন অশ্বিকায় ॥ নিত্যানন্দ চৈতন্যের করিলা দর্শন । হইলা
 বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ ॥ একদিন অশ্বিকায় রহি প্রেমা-

বেঙ্গে । যাত্রা কৈলা নিত্যানন্দ চৈতন্য-আদেশে ॥ খড়্গহ
 গ্রামে শীঘ্র লোক পাঠাইল । ঈশ্বরী গমন ধনি সর্বত্র হইল ॥
 গঙ্গাভীরবর্তী যত বৈষ্ণবের গণ । আশুসরি লইতে আইলা
 সর্বজন ॥ ভাপ্যবস্ত বণিকের বাল বুদ্ধ যত । তা সবার ঘে
 আর্তি তা কে কহিবে কত ॥ ঈশ্বরী-দর্শনে সবে আপনা
 পাসরে । ঈশ্বরী গেলেন শীঘ্র উদ্ধারণ ঘরে ॥ উদ্ধারণদত্তের
 বাটীতে স্থিতি কৈল । ঈশ্বরী-দর্শনে বহু লোক ভীড় হৈল ॥
 উদ্ধারণদত্তের চরিত্রে সোঙরিয়া । শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী ধরিতে
 নারে হিয়া ॥ নিত্যানন্দ প্রিয় উদ্ধারণের কথায় । যৈছে প্রভু-
 গণ চেষ্টা কহেন না যায় ॥ উদ্ধারণ ঘরে রহিনো কায় চড়িলা ।
 সবে অনুগ্রহ করি খড়্গদহে গেলা ॥ খড়্গদহ-আদি গ্রামবাসী
 লোকগণ । পাইলা পরমানন্দ করিয়া দর্শন ॥ অতি শুভ-
 ক্ষণেই ভবনে প্রবেশিয়া । শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর উল্লসিত হিয়া ॥
 গঙ্গা বীরচন্দ্র অতি উল্লসিত মনে ॥ প্রণমিলা শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী
 চরণে ॥ গঙ্গা বীরচন্দ্র-মুখ করি নিরীক্ষণ । স্নেহাবেশে ঈশ্ব-
 রীর মঙ্গল নয়ন ॥ ঈশ্বরীর যে বাৎসল্য না জানি কহিতে ।
 না দেখিয়ে কোথাও উপমা ঐছে দিতে ॥ শ্রীবল্লভদেবীরে
 শ্রীজাহ্নবী প্রণমিতে । যে প্রেম প্রকাশ হৈল কে পারে
 কহিতে ॥ স্নেহাবেশে শ্রীবল্ল মঙ্গল জিজ্ঞাসিলা । শ্রীজাহ্নবী
 সজ্জেকপে সকল নিবেদিলা ॥ ঈশ্বরীর সঙ্গে যে যে মহাস্তের
 গতি ॥ তা সবার যে আনন্দ কহি কি শক্তি ॥ নয়ান ভাস্করে

শ্রীজাহ্নবী জাজ্ঞা কৈলা । তেঁহ শ্রীরাধিকামূর্তি নির্মাণা-
রস্তিলা ॥ এ সব প্রসঙ্গ জানাইলু সঙ্ক্ষেপেতে । কুন ভাগ্য-
বান্ বিস্তারিব ভাল মতে ॥ এ সব শুনিতে যার বাড়ে দৃঢ়
রতি । অনায়াসে মিলে তারে নিশ্চল ভকতি ॥ শ্রীনিবাস-
আচার্য্যচরণ চিন্তা করি । ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীঈশ্বরী-জাহ্নবীয়াঃ শ্রী-
বৃন্দাবনগমনাগমনাদিবর্ণনং নাম একাদশ স্তরঙ্গঃ ॥*॥১১॥*

দ্বাদশ তরঙ্গ ।

—:~:—

(জয় লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া পতি গৌরচন্দ্র । জয় বাহু জাহ্নবীর
জীবন নিত্যানন্দ ॥ জয় শ্রীসীতার নাথ অদ্বৈত ঈশ্বর ।) জয়
শ্রীবাসপণ্ডিত গদাধর ॥ জয় জয় দাস গদাধর নরহরি । জয়
বক্রেশ্বর জয় শ্রীগুপ্ত মুরারি ॥ জয় জগদীশ শ্রীস্বরূপ দামো-
দর । জয় হরিদাস ব্রহ্মচারী শুক্লাশ্বর । জয় পুণ্ডরীক বিদ্যা-
নিধি প্রেমময় । জয় বাহুদেব ঘোষ মুকুন্দ সঞ্জয় ॥ জয় রায়
রামানন্দ সর্বগুণে আৰ্য্য । জয় বাহুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ॥
জয় জগন্নাথমিশ্র বিদ্যাবাচস্পতি । জয় শ্রীবিজয় বনমালী
বিজ্ঞ অতি ॥ জয় কানীমিশ্র শ্রীআচার্য্য গোপীনাথ । জয় শ্রী-
মুকুন্দ রঘুনন্দনের তাত ॥ জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর ধনঞ্জয় । জয়
জয় শ্রীবংশীবদন দয়াময় ॥ জয় সনাতন রূপ রঞ্জক শেখর ।
জয় শ্রীগোপালভট্ট গুণের সাগর ॥ জয় শ্রীভৃগুর্ড লোকনাথ
দীনবন্ধু । জয় রঘুনাথ রঘুনাথ কৃপাসিদ্ধ ॥ জয় জয় শ্রীরাঘব
প্রিয় শ্রীপ্রভুর । জয় জয় শ্রীহৃদয় চৈতন্যঠাকুর ॥ জয় জয়
শ্রীজীব শ্রীদাস বৃন্দাবন । জয় কৃষ্ণদাস শ্রীগোপাল নারায়ণ ॥
জয় জয় প্রভুগণ-প্রিয় শ্রীনিবাস । জয় প্রভু প্রেমময় নরোত্তম
দাস ॥ জয় জয় প্রভু প্রেমদাতা রামচন্দ্র । জয় সর্ব বৈষ্ণবের

প্রাণ শ্যামানন্দ ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলায় । এবে যে
 কহিতে শুন হইয়া সদয় ॥ শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী শ্রীখড়্গদহ গেলে ।
 কহিতে কি জানি যৈছে ব্যাকুল সকলে ॥ যাজিগ্রামে শ্রীনি-
 বাস-আচার্য্যঠাকুর । এ সব সংবাদ পাঠাইল বিষ্ণুপুর ॥ শ্রীদাস
 গোকুলানন্দ-আদি শিষ্যগণে । শাস্ত্রানুশীলন হেতু খুইলা
 যাজিগ্রামে ॥ সকলের প্রতি কহে স্মধুর কথা । নবদ্বীপ
 হইতে আসিব শীঘ্র এথা ॥ নৃপতি হান্সীর বনবিষ্ণুপুর হৈতে ।
 আসিব এথায় শীঘ্র লিখিনু পত্রীতে ॥ শ্রীআচার্য্য ঐছে কত
 কহি শিষ্যগণে । যাজিগ্রাম হৈতে যাত্রা কৈল শুভকণে ॥ শ্রী-
 খণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন আগে গেলা । নবদ্বীপ গমন প্রসঙ্গ জানা-
 ইলা ॥ তেঁহ স্নেহ শ্রীনিবাসে লইয়া বিরলে । না জানি কি কহি
 সিন্ত হৈলা নেত্রজলে ॥ বিদায় করিতে অতি অধৈর্য্য হিয়ায় ।
 শ্রীনিবাস প্রণমিয়া হইল বিদায় ॥ নরোত্তম রামচন্দ্র দৌহে
 সঙ্গে লৈয়া । নবদ্বীপে চলে মহা প্রেমাবিকট হৈয়া ॥ নবদ্বীপ
 সন্নিধানে করিয়া গমন । নবদ্বীপ-পানে চাহে সজল নয়ন ॥ বহু
 নেত্র বাঞ্ছে নবদ্বীপ নিরখিতে । আউলাইয়া পড়ে অঙ্গ না
 পারে ধরিতে ॥ নবদ্বীপ স্কুমে প্রণময়ে বার দার । নিবারিতে
 নায়ে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ নবদ্বীপে গঙ্গাশোভা করিয়া
 দর্শন । করয়ে ভারতবর্ষ সৌভাগ্য বর্ণন ॥ গঙ্গা আদি মহানদী
 ভারতবর্ষেতে । ভারতবর্ষেও প্রশংসয়ে ভাগবতে ॥ ভারতবর্ষ
 ভেদে শ্রীনবদ্বীপ হয় । বিস্তারিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণে নিরূপয় ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদামিশাময় ।

ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাত্রবর্ণো গভস্তিমান্ ॥

নাগদ্বীপস্তথা সোম্যো গান্ধর্ব্বস্তথ বারণঃ ।

অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসম্ভূতঃ ॥

যোজনানাং সহস্রস্ত দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাং ।

সাগরসম্ভূত ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্তীতি শ্রীধরস্বামিবাখ্যা ।

নবমস্যাস্য নৃথঙ্কামা কথনাং নান্নাপি নবদ্বীপোহয়মিতি গম্যতে ।

ইথে যে বিশেষ বিষ্ণুপুরাণে প্রচার । সর্ব্বধামময় এ মহিমা
নদীয়ার ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ॥

রসজ্ঞাঃ শ্রীরুদ্দাবনমিতি যমাহর্ব্বহবিদো

যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে ।

সিতদ্বীপং চান্যে * পরমপি পরব্যোম জগদু-

র্নবদ্বীপঃ সোহয়ং জগতি পরমাশ্চর্য্যমহিমা ॥

নবদ্বীপনাম ঐছে বিখ্যাত জগতে । শ্রবণাদি নববিধি
ভক্তি দীপ্ত যাতে ॥ শ্রবণ কীর্তন আদি নববিধ ভক্তি । দেখহ
শ্রীভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদেদে উক্তি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদবাক্যং ॥

শ্রবণং কীর্তনং বিকোঃ স্মরণং পাদসেবনং ।

* সিতদ্বীপঃ প্রাহঃ, ইতি পাঠান্তরঃ

অৰ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাজনিবেদনং ॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশেষবলক্ষণা ।

ক্রিয়ন্তে ভগবত্যাক্ষা তন্মন্যেহধীতমুত্তমং ॥

অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম । পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয়
একগ্রাম ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির আরম্ভেতে । নহিল সে
নামের ব্যত্যয় কুন মতে ॥ যৈছে কলি বৃদ্ধ তৈছে নামের
ব্যত্যয় । তথাপি সে সব নাম অনুভব হয় ॥ ব্রজে বর্জনাভ
তৈছে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে । বসাইলা গ্রাম কৃষ্ণলীলানুসারেতে ॥
কথো কাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল । কথো গ্রাম নাম
লোকে অন্ত ব্যস্ত কৈল ॥ তৈছে নবদ্বীপ অন্তর্ভূত যত গ্রাম ।
প্রভুভক্তলীলা মতে ব্যক্ত হৈল নাম ॥ কথো অন্ত ব্যস্ত কথো
লুপ্ত সেই মতে । কিন্তু নবদ্বীপ নাম জানাই ক্রমেতে ॥ দ্বীপ-
নাম অবগে সকল দুঃখ ক্ষয় । গঙ্গাপূর্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ
নয় ॥ পূর্বের অন্তদ্বীপ শ্রীমীমন্তদ্বীপ হয় । গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীমধ্য
দ্বীপ চতুষ্কয় ॥ কোলদ্বীপ ঋতু জলু মোদক্রম আর । রুদ্রদ্বীপ
এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥ এই নবদ্বীপে নবদ্বীপাখ্যা এথায় ।
প্রভুপ্রিয় শিব শক্ত্যাদি শোভে সদায় ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং ॥

দ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকং

বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবীতটে ॥

শিবপঞ্চস্থিতং শক্তিসহিতং ভক্তিভূষিতং ।

অন্তর্মধ্যাদি নবধা দ্বীপদিব্যশ্মনোহরং ॥

তৎ পঞ্চযোজনং কেচিদ্ধদন্তি ক্রোশযোড়শং ।

মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্বাহং ॥

শোভাময় সুন্দর বসতি নদীয়ার । নবদ্বীপে লোক যত
সংখ্যা নাই তার ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

মধুপুরী প্রায় যেন নবদ্বীপপুরী । এক জাতি লক্ষ লক্ষ
কহিতে না পারি ॥ প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বই বিধিতা ।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইয়াছে তথা ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্ৰমে—

নবদ্বীপ ইতি খ্যাতে ক্ষেত্রে পরমবৈষ্ণবে ।

ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শাস্তা বৈষ্ণবাঃ সংকুলোদ্ভবাঃ ॥

মহান্তঃ কৰ্ম্মনিপুণাঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থপারগাঃ ।

অন্যে চ সন্তি বহুশো ভিষক্ শূদ্রবণিগ্ জনাঃ ॥

স্বাচারনিরতাঃ শুদ্ধাঃ সৰ্ব্বে বিদ্যোপজীবিনাঃ ।

তত্র দেবরূচঃ সৰ্ব্বে বৈকুণ্ঠভবনোপমে ॥

তথাহি গীতে ॥

জয় জয় শ্রীনদীয়া সুখধাম । অদ্বুত বসতি বসত চতুর্দা-
শ্রম, যহি নিতি নিতি উৎসব অনুপাম ॥ ধ্রু ॥

অষ্টসিক্তি নবনিধি, আদিপ্রতি মন্দিরে, নিরত ফিরত যনু দাস ।
ধর্ম্ম অর্থ অরু, কাম মোক্ষগণে, গণ তন কোউ করত উপহাস ॥
প্রবল প্রতাপ তাপত্রয় ভঞ্জন, নবধাত্তি দীপ্ত অনিবার ।

নির্মল প্রেমপূর্ণ অহনির্শি, বহি ধির চর সতত রহত নাতো-
য়ার ॥ বিবিধ ভাঁতি গৃহ, লসত সচ্ছপূরী, বেষ্টিত সুরধুনী ধবল
সুপানি । জম্বু নবকুল কুম্বম মুকুতাশ্রজ, জম্বু শশি খণ্ড উদয়
অজুমানি ॥ শোভা নব নব, বৃন্দাবন সম, যড়ধাতু সেবিত সরস
দিগন্ত । মঞ্জু মহামহিমা মহিবিস্তৃত, গায়ত কণিপ না পারত
অন্ত ॥ সুরসহ সুরবর হর চতুরানন, ধ্যান ধরত উর হরষ
অপার । তন ঘনশ্যাম সো পহঁ পরিকর সঞ্চে, নিরখব কব
উহ স্তমি মাঝার ॥

নবদ্বীপে গৌরাস্তের অদ্ভুত বিহার । নানা মতে বর্ণে
কবি শোভা নদীয়ার ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে—

স্বয়ং দেবো যত্র ক্রতকনকগৌরঃ করুণয়া

মহাপ্রেমানন্দোজ্জলরসবপুঃ প্রাচুরভবৎ ।

নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্তুঃসবময়ে

মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতাং ॥

যদ্যপি এ ধাম ব্যক্তাচ্ছন্ন হয় তত্ব । যৈজে কলিযুগেতে
ছন্নাবতার প্রভু ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে ॥

ইথং নৃতির্ধ্যাগৃষ্মিষেবাবাক্যতায়ৈ-

লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্ ।

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পানি যুগানুবৃত্তং

ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহথ স ত্বং ॥

পূর্বে পূর্বাবতারে যে ধামে যে ঘে লীলা । গুপ্তে নব-
 দ্বীপে তাহা সব প্রকাশিলা ॥ পূর্ব পূর্ব নবদ্বীপ ধামে যে
 বিহার । সেরূপ বিহরে সদা শচীর কুমার ॥ ব্রহ্মাদির অগো-
 চর নবদ্বীপলীলা । যারে জানাইলা প্রভু সেই সে জানিলা ॥
 এক দিন যে লীলা করেন নদীয়ায় । সহস্র বদনে তার অন্ত
 নাহি পায় ॥ যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহরয়ে ব্রজপুরে । সেই কলি-
 যুগে প্রভু নদীয়া বিহরে ॥ নদীয়া-বসতি অক্ট ক্রোশ কেহ
 কয় । অচিন্ত্য ধামের শক্তি সব সত্য হয় ॥ নবদ্বীপধাম পদ্ম-
 পুষ্প প্রায় রীত । কণেক সঙ্কোচ কণে হয় বিস্তারিত ॥ প্রভুর
 আশ্রয় হৈতে যে রহয়ে দূরে । সে আইসে লীল্য তাতে দূর
 নাহি ক্ষুরে ॥ আশ্রয় * অসংখ্য লোক সঙ্কীর্ণ স্থানে । অল্প
 স্থান বিস্তার তা কেহ নাই জানে ॥ সর্ব প্রকারেতে নবদ্বীপ
 শ্রেষ্ঠ হয় । অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলসয় ॥ নবদ্বীপমধ্যে
 মায়াপুর নামে স্থান । যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥
 যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ স্বমধুর । তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ
 মায়াপুর ॥ মায়াপুরশোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায় । মায়াপুর
 মহিমা কেবা বা নাহি গায় ॥ যে দেখে বারেক তার তাপ
 যায় দূর । হেন মায়াপুরে চলে আচার্য্যঠাকুর ॥ নরোত্তম রাম-
 চন্দ্র দৌড়ে সঙ্গে লৈয়া । প্রবেশয়ে মায়াপুরে অধৈর্য্য হইয়া ॥
 যে পথে চলয়ে সেই পথে কিছু দূরে । আইসেন এক বৃদ্ধ
 বিপ্র ধীরে ধীরে ॥ তাঁরে প্রণামিয়া অতি স্বমধুর ভাষে । শ্রী-

* আশ্রয়—পরিমিত হয় ।

ঈশানঠাকুরের সম্বাদ জিজ্ঞাসে ॥ বিপ্র কহে এই দেখি আইলু
ঈশানে । কি বলিব কেবা না খুরয়ে তাঁর গুণে ॥ সৰ্ব্বতত্ত্ব-
জ্ঞাতা তেঁহ সৰ্ব্বত্র বিদিত । শ্রীশচীদেবীরে যে সেবিলা যথো-
চিত ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

(সেবিলেন সৰ্ব্বকাল আইরে ঈশান । চতুর্দশ লোক মধ্যে
সহাভাগ্যবান ॥ শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কৈল । কহিতে
কি জানি তাহা সাক্ষাতে দেখিল ॥)

তথাহি শ্রীবৈষ্ণববন্দনায়াং ॥

(“বন্দিব ঈশান দাস কর যোড় করি । শচী ঠাকুরাণী বারে
স্নেহ কৈল বড়ি” * ॥) ওহে বাপু কহিতে কি জানি ক্রিয়া
তান । নিমাই চান্দ্রের অতি প্রিয় সে ঈশান ॥ ঈশানের প্রাণ
শচীনন্দন নিমাই । ঈশান বিহনে না বায়েন কুন ঠাই ॥ বাল্য
কালে নিমাই চঞ্চল অতিশয় । যে আখুটি † করে তা ঈশান
সমাধয় ॥ দেখিলাম যে তাহা না আইসে কহিতে । নিরন্তর
দক্ষে হিয়া সে সব ভাবিতে ॥ নদীয়ায় স্নেহের অবধি কে না
জানে । হেন নবদ্বীপ শূন্য হৈল দিনে দিনে ॥ যে দিকে
দেখিয়ে সেই দিক্ অন্ধকার । স্বপ্ন-অগোচর স্নেহ কহিতে কি
আর ॥ তো সবে দেখিতে হয় উল্লাস অন্তর । তোমরা কি
নিমাইচাঁদের পরিকর ॥ দেহ পরিচয় বাপ দেহ পরিচয় ।
শুনি শ্রীনিবাস বিপ্র আগে নিবেদয় ॥ শ্রীনিবাসদাস নাম হয়ত

আমার । নরোত্তম রামচন্দ্র নাম এঁদৌহার ॥ শুনি বিপ্ররাজ
 দুই বাহু পসারিয়া । কৈল আলিঙ্গন নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥
 ক্রোড়ে হৈতে শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে । চাহি মুখ পানে
 পুন কহে বারে বারে ॥ ওহে বাপ তোমাদের প্রসঙ্গ শুনিল ।
 দেখি মনে সাধ অকস্মাৎ দেখা হৈল ॥ অদ্য গিয়াছিনু ঈশা-
 নেরে দেখিবারে । তোমরা আসিবা তাহা কহিল আগারে ॥
 ঈশান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবনে । চাহিয়া আছেন তোমাদের
 পথ-পানে ॥ যাহ তথা আগিহ আসিব শীঘ্র করি । এত কহি
 বিপ্র গৃহে গেলা ধীরি ধীরি ॥ শ্রীনিবাস বৃদ্ধবিপ্র-পদে প্রণ-
 মিয়া । প্রভুর আলয়ে গেলা ব্যাকুল হইয়া ॥ প্রভুর অঙ্গ
 ধুলে হইলা পুসর । নয়নের জলে সিক্ত সর্ব কলেবর ॥ চতু-
 দিকে চাহে ধৈর্য্য নারে ধরিবার । দেখেন ঈশানে সূর্যাসন্ন
 তেজ তাঁর ॥ বসিয়া আছেন একা পরম নির্জনে । কি অদ্ভুত
 চেষ্টা অশ্রু মুদ্রিত নয়নে ॥ নয়নের জলে মুখ বক্ষতাসি যায় ।
 ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস সে অগ্নির শিখা প্রায় ॥ ক্ষণে বিশ্বস্তর বলি
 লোটায় ভূমিতে । ক্ষণে কহে থুইলা প্রভু কি স্থখ খাইতে ॥
 এত কহি কাতরে চাহয়ে চারি পাশে । দেখয়ে সম্মুখে প্রেম-
 ময় শ্রীনিবাসে ॥ আইস বাপ বুলি দুই বাহু পসারিয়া । হই-
 লেন হর্ষ শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিয়া ॥ নরোত্তম রামচন্দ্রে করি
 আলিঙ্গন । যে অদ্ভুত স্নেহাবেশ না হয় বর্ণন ॥ শ্রীনিবাস নরো-
 ত্তম রামচন্দ্র তিনে । নিবারিতে নারে অশ্রু প্রণমি ঈশানে ।

শ্রীঈশানঠাকুর যত্নেতে প্রবোধিয়া । জিজ্ঞাসরে কুশল নিকটে
 বসাইয়া ॥ শ্রীনিবাস সকল সংবাদ নিবেদিয়া । নিজ অভিলাষ
 কহে সঙ্কুচিত হৈয়া শ্রীরাঘব সঙ্গে ব্রজে ভ্রমণ করিতে । মনে
 হৈল নদীয়া ভ্রমিব এই মতে ॥ শুনি শ্রীঈশান কহে মনে
 কৈল যাহা । শ্রীগৌরমুন্দর পূর্ণ করিবেন তাহা ॥ এই নবদ্বীপ
 ধাম অতিশয় গুঢ় । যারে কৃপা জানে সে না জানে তত্ত্ব মূঢ় ॥
 নবদ্বীপ লীলা স্থান অতি মনোহর । আনের কা কথ্য ব্রজা-
 দির অগোচর ॥ দেখিনু যে শুনিমু প্রাচীন লোক স্থানে । এ
 ছেন দুঃখেরও তাহা আছে মোর মনে ॥ তোমাতে জানাবো
 অকস্মাৎ হৈল চিতে । তেঞি নরোত্তমদ্বারে কহিনু
 আসিতে ॥ ভাল হৈল শীঘ্র আইলা কি আর কহিতে । নদীয়া
 ভ্রমণে কালি যাইব প্রভাতে ॥ ইহা শুনি শ্রীনিবাস পড়ে পদ-
 তলে । ক্রোড়ে লইয়া ঈশান ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ঈশান
 কহয়ে বাপ তোমাতে দেখিয়া । জুড়াইল আগার দারুণ দন্ধ
 হিয়া ॥ হইলাম বৃদ্ধ হীন হৈনু সামর্থ্যেতে । এবে অকস্মাৎ
 হৈল সামর্থ্য দেহেতে ॥ এঁছে কত কহি শ্রীনিবাসে সেই
 ক্ষণে । মিলাইলা যে আছেন প্রভু প্রিয়গণে ॥ সে দিবস প্রভুর
 আলয়ে সর্বজন । রহিলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন ॥ রজনী
 প্রভাতে শ্রীঈশান মহাশয় । নদীয়া ভ্রমণে চলে উল্লাস
 হৃদয় ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম রামচন্দ্র । ঈশানের সঙ্গে
 চলে উথলে আনন্দ ॥ প্রণমিয়া বার বার প্রভুর মন্দিরে ।
 নানাপুর হৈতে শাক্তা কৈলা আতোপুরে ॥ প্রথমেই আতো-

পুর স্থান নিরখিয়া । কহয়ে ঈশান শ্রীনিবাস পানে চা'য়া ॥
ওহে শ্রীনিবাস এই আতোপুর স্থান । বহুকালাবধি লুপ্ত হৈল
এই গ্রাম ॥ পূর্বে অন্তর্দ্বীপ নাম আছিল ইহার । অন্তর্দ্বীপ
নাম যৈছে কহি সে প্রকার ॥ দ্বাপর যুগেতে কৃষ্ণ ব্রজে
বিহরয় । তাঁর গায়া বশে কেবা মোহিত না হয় ॥ আনের
কা কথা ব্রজা মোহিত হইলা । সখা সহ শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস
হরিল। ॥ করিতে ব্রজার দর্প চূর্ণ সেই ক্ষণে । সকল গোবৎস
সখা হইলা আপনে ॥ কৃষ্ণের এ লীলা ব্রজা বুঝিতে না পারে ।
পড়িয়া ফাঁকরে ব্রজা শ্মির হৈতে নারে ॥ সাপরাধ হৈয়া কৃষ্ণ
বহু স্তুতি কৈল । স্তুতিবশে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হৈল ॥

তথাপি ব্রজার নহে স্বচ্ছন্দ অন্তর । কৈলু অপরাধ চিন্তে
চিন্তে নিরন্তর ॥ মনে মনে বিচারয়ে বসিয়া নির্জনে । না
দেখি উপায় চৈতন্যাবতার বিনে ॥ কলির প্রথমে প্রভু শ্রী-
কৃষ্ণচৈতন্য । অবতীর্ণ হইয়া করিব কলি ধন্য ॥ নবদ্বীপে
করিলে প্রভুর আরাধনা । করিবেন পূর্ণ প্রভু মনের বাসনা ॥
ঐছে বিচারিয়া ব্রজা এই আতোপুরে । প্রভুরে আরাধে অতি
উল্লাস অন্তরে ॥ ভকতবৎসল গৌরচন্দ্র দয়াময় । হইলা
সাক্ষাৎ শোভা ভুবন গোহয় ॥ অঙ্গের ছটায় দশ দিক্ আলো
করে । কি ছার কনক কন্দর্পের দর্প হরে ॥ আজানুলম্বিত
বাহু বক্ষ পরিসর । নানা মণি ভূষণে ভূষিত কলেবর ॥
আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র অদ্বুত চাহনি । কোটি কোটি চন্দ্র জিনি

মুখের লাবণি ॥ সদা মন্দ মন্দ হাসি সুধাবৃষ্টি করে । কে
 আছে এগন সে ভঙ্গিতে ধৈর্য্য ধরে ॥ দেখি প্রাণনাথে ব্রজা
 হইলা বিহ্বল । ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টল মল ॥ করি
 বহু স্তুতি সিন্ধু হৈয়া নেত্রজলে । লোটাইয়া পড়য়ে প্রভুর
 পদতলে ॥ দেখিয়া ব্রজার চেক্টা শচীর নন্দন । কহে স্তমধুর
 বাক্য করি আলিঙ্গন ॥ তুমি প্রিয় সদা আমি প্রসন্ন তোমায় ।
 এবে যেই ইচ্ছা বর মাগহ আমায় ॥ ব্রজা কহে এই কলি-
 যুগে নদীয়াতে । করিবে প্রকট লীলা স্বগণ সহিতে ॥ সে
 সময়ে প্রভু মোরে করি অঙ্গীকার । জন্মাইবা নীচ কূলে এ
 ইচ্ছা আমার ॥ ওহে প্রভু মোর অভিমান অতিশয় । লোকে
 ঘৃণা করে যেন ঐছে দণ্ড হয় ॥ ঘুটাইবা আমার দারুণ দুষ্ক-
 মতি । করাইবা তোমার শ্রীনামে গাঢ় রতি ॥ পূর্বের যৈছে
 মায়ায় মোহিত কৈলা মোরে । তাহা না করিবা প্রভু এই
 অবতারে ॥ অনুক্ষণ তোমার ভক্তের সঙ্গ চাই । জীবনে
 মরণে যেন তোমাতে ধিয়াই ॥ শুনিয়া ব্রজার বাক্য প্রভুর
 উল্লাস । প্রভু কহে পূর্ণ হবে সব অভিলাষ ॥ পাইয়া প্রভুর
 বড় উল্লাস অন্তরে । প্রণমিয়া ব্রজা পুন কহে ধীরে ধীরে ॥
 স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি সকলের পর । কে বুঝিতে পারে প্রভু
 তোমার অন্তর ॥ নানা লীলা কৈলা পূর্ব পূর্ব অবতারে ।
 না জানি কি লীলা এই নদীয়া নগরে ॥ জীব নিস্তারিবে প্রভু
 এ দগ্ধ বিষয় । ইণে যে বিশেষ কিছু শুনি সাধ হয় ॥

শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য চাহি ব্রহ্মা-পানে । অন্তরের কথা কিছু
কহয়ে তাহানে ॥ ভক্তভাব গৈয়া ভক্তিরস আস্বাদিব । পরম
দুর্লভ সঙ্কীৰ্তন প্রকাশিব ॥ নানাবতারের নানাভাবে ভক্ত যে
তে । করাব ব্রহ্মানুগত মধুর-রসেতে ॥ ঐছে বাক্যে রাধা
প্রেম হৃদয়ে উথলে । বাজাত্রয় কহিতেই ভাসে নেত্রজলে ॥
অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মারে জানাইল ॥ প্রভুর যে বাজাত্রয়
নিজে ব্যক্ত কৈল ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে । আদি । ১ । ৬ ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়নহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-

স্বাদ্যো যেনাত্তু মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।

সৌখ্যং চাম্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-

ভদ্ভাবাত্যঃ সমজনি শচীগর্তাসন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

পুন প্রভু সঙ্ক্ষেপেই ব্রহ্মারে কহিলা । দেখিবা সাক্ষাতে
মোর নবদ্বীপলীলা । কহি অন্তরের কথা হৈল অন্তর্দান । এই
হেতু লোকে ব্যক্ত অন্তর্দ্বীপ নাম ॥ প্রভুর কৃপাতে ব্রহ্মা হৈলা
হর্ষ অতি । নবদ্বীপে প্রভুর প্রকট চিস্তে নিতি ॥ এই অন্ত-
র্দ্বীপ ভূমে গৌরগণ মনে । করে যে বিলাস তা বর্ণিবে কুন্
জনে ॥ ওহে শ্রীনিবাস অন্তর্দ্বীপ শোভানয় । এ স্থান দর্শনে
অভিলাষ সিদ্ধি হয় ॥ সুবর্ণবিহার ওই দেখ শ্রীনিবাস ।
কহিব পশ্চাৎ এই গ্রামে যে বিলাস ॥ ঐছে কত কহি সঙ্কে
লৈয়া তিন জনে । সিমলিয়া গ্রামে প্রবেশিলা কতক্ষণে ॥

ঈশানঠাকুর ত্রিনিবাস প্রতি কয় । দেখ এই গিমলিয়া গ্রাম
 শোভাময় ॥ পূর্বে এ সৌমন্ত্রদ্বীপ বিখ্যাত জগতে । সৌমন্ত্র-
 দ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সঙ্ক্ষেপেতে ॥ এক দিন কৈলাসপর্বতে
 মহেশ্বর । ভক্তানামায়ুত পানে অধৈর্য্য অন্তর ॥ সর্বাবতারের
 সর্ব ভক্ত নদীয়ায় । সেই সব নাম ব্যক্ত করি উচ্চরায় ॥ গায়
 প্রভু ভক্তের মহিমা পঞ্চমুখে । সর্বান্নে পুলক হিয়া উথলয়ে
 স্নখে ॥ পরম অদ্ভুত নৃত্য করে দিগম্বর । পদভরে কম্পয়ে
 কৈলাস গিরিবর ॥ বায় নিজযন্ত্র ধ্বনি ভেদয়ে গগন । মহা-
 মত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার গর্জ্জন ॥ প্রভু শঙ্করের চেষ্টা দেখিয়া
 পার্বতী । হইলা বিহ্বল কিছু নাহি বুদ্ধিগতি ॥ নৃত্যাবেশে
 স্থির হৈলা দেব ত্রিলোচন । বরয়ে আনন্দ-অশ্রু নহে নিবা-
 রণ ॥ রজত পর্বত প্রায় বসি চন্দ্রাসনে । প্রশংসয়ে কলির
 সৌভাগ্য শ্রীবদনে ॥ প্রভু মহেশ্বরের কি অদ্ভুত চরিত । মন্দ
 মন্দ হাসিয়া চাহয়ে চারি ভিত ॥ দেখি পার্বতীর চেষ্টা এসম
 অন্তরে । স্থির করি পার্শ্বে বসাইলা পার্বতীরে ॥ পার্বতী
 পরমানন্দে কহে ওহে প্রভু । অদ্য যে করিলা কৃপা এঁছে নহে
 কভু ॥ যে সকল নাম উচ্চারিলা শ্রীবদনে । এ সকল নাম কভু
 না শুনি শ্রবণে ॥ কলির সৌভাগ্য প্রশংসহ বার বার । ইথে
 বুঝি কলিতে প্রকট এ সবার ॥ শুনি পার্বতীর কথা মনের
 উল্লাসে । কহেন পার্বতী স্নমধুর ভাষে ॥ এই কলিযুগে কৃষ্ণচন্দ্র
 নদীয়াতে । হইব প্রকট শচীদেবীর গর্ত্তেতে ॥ শ্রীরাধিকা-

অঙ্গকাস্তি করিব ধারণ । ত্রৈলোক্য বিজয় রূপ অতি রসায়ণ ॥
 সে রূপের উপমা নারিব কেহো দিতে । মাতিব জগত রূপ
 বারেক চাহিতে ॥ সে অঙ্গ শোভায় কন্দর্পের দর্প নাশ ।
 নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস ॥ সর্ব অবতারের সকল
 ভক্ত সঙ্গে । আশ্বাদিন ব্রজের দুর্লভ প্রেমরঙ্গে ॥ প্রকাশিব
 সঙ্কীর্্তন স্থখের পাথার । নিজ গুণে করিবেন জগত উদ্ধার ॥
 এই অবতারে দুঃখী কেহো না রহিব । যার যেই মনোরথ সব
 সিদ্ধ হব ॥ পূর্ব পূর্ব বে কেহো করিল কুন দোষ । তাহা
 ক্ষমাইয়া তার করিব সম্ভাষ ॥ জানাইব ভক্তের মহিমা অতি-
 শয় । কহিল তোমারে ঐছে নাই দখানয় ॥ এ সব শুনিয়া
 পার্বতীর মনে যাহা । এক মুখে কে বা বা বর্ণিতে পারে
 তাহা ॥ নবদ্বীপে পার্বতী আসিয়া এই খানে । আরাধয়ে শ্রী-
 গৌর সুন্দর ভগবানে ॥ দেবী আরাধয়ে জানি প্রসন্ন অন্তর ।
 মাঙ্গাৎ হইলা নবদ্বীপ-স্থধাকর ॥ ভুবনমোহন প্রতি অঙ্গের
 লাভনি । শ্রীমুখচন্দ্রেতে কোটি চন্দ্রমা নিছনি ॥ দীর্ঘ দুই নয়নে
 বা কে বা ধৈর্য্য ধরে । গণ্ড ছটা কনকদর্পণ-দর্প হরে ॥
 আজানু-লম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর । নানারত্ন ভূষণে ভূষিত
 কলেবর ॥ পরিধেয় বসনে গদন মদনাশে । গমন ভঙ্গিতে কত
 আনন্দ প্রকাশে ॥ দেখিয়া পার্বতী ধৈর্য্য নারে ধরিবার ।
 নিষারিতে নারে নেত্রে আনন্দাশ্রু-ধার ॥ পার্বতীর চেষ্ঠা
 দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর । আইল নিকটে অতি উল্লাস অন্তর ॥

হুমধুর বাক্যে পার্বতীর প্রতি কয় । কৈলা 'আরাধনা' স্থির
 নহিল হৃদয় ॥ মোর আগে তুমি যে কহিবে মনঃকথা । তাহাই
 করিব আমি কহিল সর্বথা ॥ ইহা শুনি পার্বতীর আনন্দাতি-
 শয় । সর্বান্নে পুলক শোভা উপমা না হয় ॥ চুই কর যুড়ি
 কহে প্রভু বিখন্তরে । করিবা এ কলি ধন্য প্রকট-বিহারে ॥
 জগতের তাপত্রয় হেলায় হরিবা । সকল জীবের মহানন্দ বাড়ি
 ইবা ॥ সর্ব অন্তর্যামী প্রভু জানহ সকল । নিরন্তর মোর হিয়া
 হৈয়াছে বিকল ॥ ভক্তস্থানে অপরাধ করিছু প্রচুর । শাপ
 দিছু চিত্রকেতু হৈল বৃত্তান্তর ॥ তোমার ভক্তের গুণ কহনে
 না যায় । দোষ কৈমু তবু স্তুতি করিল আশ্রয় ॥ সে সকল
 সহ বিলসিবা নদীয়াতে । এই করো সে সবে প্রসন্ন হন যাতে ॥
 কহিতে না আইসে প্রভু যে করে অন্তর । দেখি যেন নদীয়া-
 বিহার নিরন্তর ॥ প্রভু কহে হবে পূর্ণ যে করিলা মনে । মোর
 বস্ত কার্য্য তাহা নহে তোমা বিনে ॥ এত কহি প্রভু হইতেই
 অন্তর্দান । পার্বতী পড়িয়া পদে করিল প্রণাম ॥ প্রভুর চরণ
 ধূলা সীমস্তে ধরিল । এ হেতু সীমস্তদ্বীপ নাম ব্যক্ত হৈল ॥
 পার্বতী ব্যাকুল হৈলা প্রভু-অদর্শনে । কবে হবে প্রকট
 বিহার চিন্তে মনে ॥ ওহে ত্রিনিবাস এই সীমস্তদ্বীপ স্থান ।
 যে দেখে বারেক তার সকল নয়ান ॥ অনায়াসে ঘুচয়ে দারুণ
 ভবভয় । পরমহুস্ৰ'ভ প্রেমভক্তি লভ্য হয় ॥ অদ্যাপিহ এখা
 সেবী পূজে সর্ব লোক । দেবীর কৃপায় না জানয়ে দুঃখ

শোক ॥ এই সিমলিয়া গ্রামে শ্রীগৌর সুন্দর । বিহরয়ে
 সঙ্গেন্তে অসংখ্য পরিকর ॥ নগর কীর্তন কালে যে আনন্দ
 এথা । এক মুখে কহিব কি সে সকল কথা ॥ ভাগ্যবন্ত গণ
 মহা শোভা নিরখিল । প্রেম কোলাহল সব জগৎ ব্যাপিল ॥
 এত কহি সিমলিয়া গ্রাম হৈতে চলে । প্রভুলীলা সত্তরি
 ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ কহিতে কহিতে প্রভু ভক্তের চরিত ।
 গদিগাছা গ্রামেতে হইলা উপনীত ॥ ঈশান কহয়ে এই
 গদিগাছা গ্রাম । বিজ্ঞে কহে পূর্বে এ গোক্রম দ্বীপ নাম ॥
 গোক্রম দ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে । শুনিমু যে পূর্ব
 বিজ্ঞগণের মুখেতে ॥ এক দিন ইন্দ্র অতি ব্যাকুল হৃদয় ।
 সুরভি গাবির প্রতি ধীরে ধীরে কয় ॥ প্রভুর মায়ায় স্থির
 হইতে নারিনু । অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া অপরাধ কৈমু ॥ যদ্যপি
 প্রসন্ন প্রভু হইলা আমারে । তথাপি হ চিত্ত স্থির নারি করি-
 বারে ॥ নহিল উচিত দণ্ড, দণ্ড দিয়া প্রভু । নিজ সেবা যোগ্য
 কি করিব মোরে কভু ॥ শুনিয়া ইন্দের কথা সুরভি সন্তোষে ।
 ইন্দ্র প্রতি কহে অতি স্নমধুর ভাষে ॥ জানিনু অন্তর কিছু
 চিন্তা না কবিবে । এই অবতারে মনোরথ-সিদ্ধি হবে ॥ অব-
 তীর্ণ হৈতে অল্প দিবস আছয় । এই কলিয়ুগের সৌভাগ্য
 অতিশয় ॥ ত্রৈলোক্যনন্দন কৃষ্ণ গৌরান্ধ-সুন্দর । বিহারিব নব-
 দ্বীপে অত্রি গুচর ॥ যারে জানাইব প্রভু সেই সে জানিবে ।
 অখিল লোকের সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিবে ॥ এত কহি ইন্দ্র সহ

সুরভি এথায় । দেখে নবদ্বীপ শোভা উল্লাস হিয়ায় ॥ আরা-
 ধিতে সুরভি শ্রীপ্রভুর চরণ । হইলা সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনা-
 তন ॥ ভুবন মোহন গৌরমূর্তি নিরখিয়া । মহানন্দে সুরভি
 ধরিতে নারে হিয়া ॥ মন্দ মন্দ হাসি নবদ্বীপ সুধাকর কহয়ে
 সুরভি প্রতি বুঝিলু অন্তর ॥ দেখিলে প্রকট মোর নদীয়া
 বিহার । সর্ব মনোরথ পূর্ণ হইব তোমার ॥ এত কহিতেই
 ইন্দ্র আসি হেন কালে । অতি দীন প্রায় পড়ে প্রভু-পদতলে ॥
 দেখিয়া ইন্দের অতি কাতর অন্তর । অতি সুমধুর বাক্যে
 কহে বিশ্বম্ভর ॥ কুনই সঙ্কোচ চিন্তে না করিহ আর । সর্ব
 মনোরথ সিদ্ধি হইবে তোমার ॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য ইন্দ্র
 নিবেদয় । তোমার মায়াতে কেবা মোহিত না হয় ॥ ব্রজ
 বিহারেতে চিত্ত ভ্রমাইলা যৈছে । নবদ্বীপ বিহারে বা কেরো
 প্রভু তৈছে ॥ শুনি মন্দ মন্দ হাসি প্রভু গৌররায় । ইন্দ্র যে
 করিল কুপা কহেন না যায় ॥ ইন্দ্রসহ সুর ভ অনেক স্তব কৈল ।
 প্রভু অন্তর্দান হৈতে ব্যাকুল হইল ॥ শ্রীসুরভি গাবী ইন্দ্রদেবের
 সহিতে । কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছাতে ॥ ইন্দ্রসহ সুরভি
 পরমানন্দ মনে । দেখি নবদ্বীপশোভা কত উঠে মনে ॥ কহিতে
 কি জানি চেষ্টা ওহে শ্রীনিবাস । এই স্থানে হৈল মহাপ্রেমের
 প্রকাশ ॥ এথা ছিল অশ্বথ বৃক্ষ অতি উচ্চতর । অতি বিস্তা-
 রিত বৃক্ষ শোভা মনোহর ॥ শ্রীসুরভি গাবী দ্রুমতলে বিল-
 ময় । এ হেতু গোদ্রল দ্বাপ পূর্ণবিষ্ণু কয় ॥ এবে গাদি-

গাছা নাম, এ গ্রাম দর্শনে । উপজে নির্মল ভক্তি প্রভুর
চরণে ॥ এ গ্রামবাসেতে পূর্ণ হয় অভিলাষ । এ গ্রাম মহিমা
কি কহিব শ্রীনিবাস ॥ এ গ্রামে শ্রীগোরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার ।
নেত্রভরি দেখে যত লোক নদীয়ার ॥ এত কহি ঈশানঠাকুর
হর্ষ হৈয়া । দেখে শোভা মাজিতাগ্রামের প্রান্তে গিয়া ॥ শ্রী-
নিবাস প্রতি কহে এ মাজিতা গ্রাম । কহয়ে প্রাচীন পূর্বের
মধ্যদ্বীপ নাম ॥ প্রভুর পরমাদৃত লীলা মধ্যদ্বীপে । মধ্যদ্বীপ
নাম বৈছে কহিয়ে সংক্ষেপে ॥ এথা সপ্তঋষি প্রভুগুণে মগ্ন
হৈয়া । নানা কথা কহে নবদ্বীপ নিরখিয়া ॥ কেহ কহে দেখ
নবদ্বীপ শোভাময় । প্রভুর বিলাসস্থান সুখের আলায় ॥ আছয়ে
যতেক তীর্থ জগত ভিতরে । সে সব তীর্থের স্থিতি নদীয়া
নগরে ॥ কেহ কহে নবদ্বীপ মহিমা অপার । প্রকটাপ্রকটে
এথা অদ্ভুতবিহার ॥ প্রকটে প্রভুরে সবে করয়ে দর্শন । অপ্র-
কটে দেখেমাত্র ভাগ্যবন্তজন ॥ কেহ কহে এইকলি ধন্য করি
বারে । হইব প্রকট জগন্নাথমিশ্র ঘরে ॥ এই অবতারে গৌর-
বর্ণ নিরূপমা । জগৎ মাতিব দেখি সর্বাপ্ন সুখমা ॥ কেহ
কহে কৃষ্ণের এ নদীয়াবিহার । ব্রহ্মাদির অগোচর ঐছে চমৎ-
কার ॥ কেহ কহে শচীর নন্দন স্নেহাময় । যবে যে করয়ে
কার্য্য কহিল না হয় ॥ কলিযুগে জীবেরে করিয়া মহাযত্ন ।
বিতরিব পরম দুর্লভ প্রেমরত্ন ॥ কেহ কহে দয়ার সমুদ্র মহা-
প্রভু । যে কৃপা করিব জীবে ঐছে নহে কভু ॥ সর্বাবতারের

সর্বভক্ত সঙ্গে লৈয়া । সঙ্কীৰ্তনে মাতিব জগত মাতাইয়া ॥
 কেহ কহে ভক্তের জীবন গৌরহরি । করিয়া সম্যাস হইবেন
 দেশান্তরী ॥ অসংখ্য তীর্থের পূর্ণ করি অভিলাষ । জগন্নাথ
 প্রীতে করিবেন ক্ষেত্রে বাস ॥ ঐছে মহানন্দে কত কহি পর-
 ম্পর । প্রভুপাদপদ্ম চিন্তা করে নিরন্তর ॥ অতি অনুরাগে
 ঋষিগণ আরাধয় । তকত বৎসল প্রভু অধৈর্য্যাতিশয় ॥ মধ্যা-
 হ্নের সূর্য্যাময় মধ্যাহ্ন কালেতে । হইলা সাক্ষাৎ শোভা কে
 পারে বর্ণিতে ॥ ভুবনমোহন ভঙ্গি করিতে দর্শন । হৈল অনি-
 মিশ ঋষিগণের নয়ন ॥ ব্যাপিল পুলক অঙ্গে নেত্রে অশ্রু-
 ধার । ভূমে পড়ি প্রভুরে প্রণমে বার বার ॥ করিল অনেক
 স্তুতি কহিল না হয় । করি প্রদক্ষিণ পুন প্রভুরে কহয় ॥ ওহে
 প্রভু বহু অভিলাষ মো সবার । নেত্র ভরি দেখি এই নদীয়া
 বিহার ॥ নবদ্বীপ ধ্যান যেন করিয়ে সদাই । নিরন্তর তোমার
 ভক্তের গুণ গাই ॥ ঐছে কত প্রভু আগে কহি ঋষিগণ ।
 প্রভুকে দেখিতে বাঞ্ছে সহস্র লোচন ॥ ঋষিস্তুতি-বশে প্রভু
 কহে ঋষিগণে । হইবেক পূর্ণ সবে যে করিলা মনে ॥ নবদ্বীপ
 লীলা মোর অতি গোপ্য হয় । রাখিবে গোপনে ইথে মোর
 সুখোদয় ॥ শুনি ঋষিগণ কহে কি বলিব প্রভু । করতলে
 সূর্য্য কি আচ্ছন্ন হয় কভু ॥ ঐছে ঋষিগণ কত কহয়ে উল্লাসে ।
 শুনি গৌরচন্দ্রপ্রভু মনে মনে হাসে ॥ ঋষিগণে মনের আনন্দে
 কৃপা করি । হইলেন অন্তর্দ্বান প্রভু গৌরহরি ॥ প্রভু অদর্শ-

নেতে ব্যাকুল ঋষিগণ । এথা হৈতে মধ্যাহ্নেই করিলা গমন ॥
 গঙ্গাতীরে কুমারহট্টের সম্মিধানে । দেখিয়া অপূর্ব স্থান রহে
 সেই খানে ॥ যথা স্থিতি কৈলা তাহা প্রসিক্ত আছয় । সপ্তঋষি
 ঘাট অদ্যাপিহ লোকে কয় ॥ ওহে ত্রিনিবাস মধ্যদ্বীপের
 প্রসঙ্গ । অল্পে জানাইলুঁ এথা হৈল মহারঙ্গ ॥ মধ্যাহ্নের সূর্য্য-
 সম মধ্যাহ্ন সময় । দেখা দিলা প্রভু তেঞি মধ্যদ্বীপ কয় ॥
 অন্য ঋষি এথা কথো দিন তপ কৈল । তেঁহো হর্ষে মধ্যদ্বীপ
 নাম প্রচারিল ॥ এস্থান দর্শনে হয় অমঙ্গল নাশ । মিলয়ে
 নির্মলভক্তি এথা কৈলে বাস ॥ গৌরান্দের অদ্ভুত বিলাস এই
 খানে । মাতাইলা জীবেরে দুর্লভ প্রেমদানে ॥ ঐছে কত
 কহি ত্রীংশান হর্ব অতি । বামন পৌধৈরা * গ্রামে চলে মন্দ
 গতি ॥ চতুর্দিকে চাহি নেত্রে ঝরে প্রেমজল । ত্রিনিবাসপ্রতি
 কহে হইয়া নিহল ॥ দেখ রমণীয় ভূমি ওহে ত্রিনিবাস । এই
 সব স্থানে প্রভুর অদ্ভুত বিলাস ॥ বামন পৌধৈরা এই গ্রাম
 নাম হয় । পূর্বনাম ব্রাহ্মণ পুঙ্কর বিজ্ঞে কয় ॥ ব্রাহ্মণ পুঙ্কর
 নাম যেক্রপে হইল । তাহা করি পূর্ব বিজ্ঞ মুখে যে শুনিল ॥
 এই খানে ছিল পূজ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ । পরমতপস্বী সর্বশাস্ত্রে
 বিচক্ষণ ॥ ত্রীপুঙ্কর তীর্থে তাঁর অতিশয় ভক্তি । তথা যান এ
 ইচ্ছা চলিতে নাহি শক্তি ॥ হইয়া ব্যাকুল বিপ্র কহে বার
 বার । ত্রীপুঙ্কর তীর্থ সেবা নহিল আমার ॥ ত্রীপুঙ্করস্থিতি

দূর পশ্চিম দেশেতে । গোঙাইলু কাল রুখা নারিলু যাইতে ॥
 নহিল দর্শন খেদ রহিল হিয়ায় । মোরে কি করিব অনুগ্রহ
 তীর্থরায় * ॥ এঁছে কত কহি শ্রীপুঙ্কর নাম লৈয়া । করয়ে
 ক্রন্দন বিপ্র বিরলে বসিয়া ॥ দেপি বিপ্রদশা শ্রীপুঙ্কর তীর্থ-
 নর্য্য । দিলেন দর্শন ইথে হইলা অধৈর্য্য ॥ অকস্মাৎ কুণ্ড এক
 এথা প্রকটিল । নিশ্চল মলিল শোভা অধিক হইল ॥ ব্রাহ্মণ
 অগ্রেতে নীত্ব করি বারিব্যাজ ‡ । হইলা সাক্ষাৎ শ্রীপুঙ্কর
 তীর্থরাজ ॥ বিপ্রে রূপা করি কহে মধুর বচন । না করিহ
 খেদ কর কুণ্ডাবগাহন ॥ শুনি বিপ্র পরম আনন্দে কৈল স্নান ।
 স্নানমাত্রে বিপ্রে হইল দিব্যজ্ঞান ॥ শ্রীপুঙ্করতীর্থে বিপ্র করি
 বহু স্তুতি । ভূমে পড়ি করিলেন অশেষ প্রণতি ॥ করযুগ যুড়ি
 পুন কহে বার বার । মোর লাগি দূর হৈতে গমন তোমার ॥
 পুঙ্কর কহেন দূর হৈতে না আসিয়ে । নবদ্বীপে রহি সদা
 নদীরা সেবিয়ে ॥ অসংখ্য তীর্থের স্থিতি নবদ্বীপ ধামে । নব-
 দ্বীপ মহিমা ব্রহ্মাদি নাই জানে ॥ প্রেমভক্তিময় নবদ্বীপ ধাম
 নিত্য । নদীয়ারূপায় জানে নবদ্বীপ তত্ত্ব ॥ নবদ্বীপে সদা
 গৌরচন্দ্রের নিবাস । যেঁহো বৃন্দাবনে কৈল রাসাদি বিলাস ॥
 বৃন্দাবনে শ্যাম গৌরবর্ণ নবদ্বীপে । নবদ্বীপে প্রভুর বিহার
 গোপ্যরূপে ॥ কভু অপ্রকট কভু প্রকট বিহার । এই কলি-
 যুগে হবে স্তব্ধের পাথার ॥ প্রকটিব প্রভু এই কলির প্রথমে ।
 বিলসিব সর্ব্বাবতারের ভক্তসনে ॥ ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম জীবে

* তীর্থরায়—তীর্থরাজ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতীর্থ ॥

‡ অলঙ্কার ॥

বিতরিব । সঙ্কীৰ্তনে সকল জগত মাতাইব ॥ উদ্ধারিব দীন
 হীন পামগুণগণেরে । নাহিব বঞ্চিত কেহো এই অবতারে ॥
 করিবেন নবদীপে অশেষ বিহার । দেগিবেন ভাগ্যবন্ত লোক
 নদীয়ার ॥ এ সব শুনিয়া বিপ্র কাশ্য সচরায । কহে পুন
 জন্ম কি হইব নদীয়ায় ॥ দেগিব কি গৌরচন্দ্রের চারুলীলা ।
 এত কহি বিপ্র মহান্যাকুল হইলা ॥ বিপ্রে প্রবোধিয়া ক্রী-
 পুঙ্কর তীর্থরাজ । হইলেন অন্তর্দীন করি কুন ব্যাজ ॥ বিপ্র
 মহা কান্তর পুঙ্কর-অদর্শনে । হইল আকাশবাণী বিপ্রে সেই
 ক্ষণে ॥ নিরন্তর চিন্তা গৌরচন্দ্রের চরণ । হবে মনোরথ পূর্ণ
 স্থির কর মন ॥ শুনি হেন বাক্য বিপ্র উল্লাস-অন্তরে । নির-
 ন্তর চিন্তে নবদীপ স্খা করে ॥ করয়ে নর্তন প্রভু চরিত্র
 গাইয়া । অন্যান্যে নিম্নয় বিপ্র চেষ্টা নিরখিয়া ॥ কহিতে কি
 জানি যে শুনিবু তাঁর রীতি । পুঙ্করতীর্থের কথা হইল বিদিত ॥
 ব্রাহ্মণে পুঙ্কর রূপা কৈলা অতিশয় । এ হেতু ব্রাহ্মণ পুঙ্কর
 নাম কয় ॥ প্রভু আরাধিল এথা বিপ্র ভাগ্যবান । দেখ এই
 পুঙ্করতীর্থের চিহ্নস্থান ॥ সে করে দর্শন যে করয়ে এথা বাস ।
 প্রভু পদে হয় তার স্নদুট বিশ্বাস ॥ না জানয়ে যমের যাতনা
 সেই জন । সে করয়ে এ অদ্ভুত স্থানের কীর্তন ॥ এথা গৌর
 স্কন্দের অদ্ভুত বিলাস । সে দেগিনু তাহা কি বলিব ক্রীনি-
 বাস ॥ এত কহি নেত্রজলে ভাসিয়া ঈশান । বামনপৌখেরা
 হৈতে করিলা পয়ান ॥ হাটডাঙ্গা গ্রামের নিকট দাঁড়াইয়া ।

শ্রীনিবাস প্রতি কহে হাত সান দিয়া * ॥ দেখ শ্রীনিবাস এই
 হাটডাঙ্গা গ্রাম । পূর্ব বিজ্ঞগণ কহে উচ্চহট্ট নাম ॥ উচ্চহট্ট
 গ্রাম নাম হৈল যে প্রকারে । তাহা কিছু কহিয়ে শুনিমু সাধু-
 দ্বারে ॥ ইন্দ্রাদি যতেক দেব এথাই রহিয়া । পরস্পর
 কহে কত বিহ্বল হইয়া ॥ কেহো কহে এই কলি যুগ ধন্য
 ধন্য । হইব প্রকট প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ অদ্বৈত ঈশ্বর নিত্য-
 নন্দ বলরামে । করিব প্রকট পূর্ব নিয়মিত ধামে ॥ কেহো
 কহে নবদ্বীপে সকলের স্থিতি । অসংখ্য প্রভুর গণ কহি কি
 শক্তি ॥ প্রভু পরিকর যত করুণার সিদ্ধ । দীন হীন অধম
 জনের আশ্রয় ॥ কেহ কহে প্রভু পরিকরগণ লৈয়া । সঙ্কী-
 র্ত্তনে মাতিব জগৎ সাতাইয়া ॥ বহিব আনন্দনদী এই নদীয়ায় ।
 জীবের কল্মষ নাশ হইব হেলায় ॥ কেহ কহে হবে যে মঙ্গল
 নাই অস্ত । দেখিবে অদ্ভুত লীলা লোক ভাগ্যবন্ত ॥ মো
 সবার জন্ম যদি হয় নদীয়ায় । তবে সে মনের মহা দুঃখ দূরে
 যায় ॥ কেহ কহে এথা জন্ম অবশ্য হইব । প্রভুর বিহার
 নেত্র-ভরি নিরখিব ॥ নবদ্বীপবাসী ভক্ত লৈয়া মো সবার ।
 করিব নিযুক্ত গৌরচন্দ্রের সেবায় ॥ ঐছে কত কহে যেন
 হাট বসাইল । এই উচ্চ স্থানে উচ্চ কীর্ত্তনারস্ত্রিল ॥ সকলে
 ভুলিয়া বাছ কহে আর্তি চিতে । বিলম্ব না কর প্রভু অবতীর্ণ
 হৈতে ॥ ঐছে কহি পরম উল্লাসে দেবগণ বিবিধ ভঙ্গিমা করি

করয়ে নর্তন ॥ প্রভুর শ্রীনামাবলি সবে করে গান । এই
 ছুই হেতু হৈতে উচ্চ হট্ট নাম ॥ এ স্থান দর্শনে হয় সর্বত্র
 মঙ্গল । প্রভুর কোর্তনে প্রেম বাঢ়ে অনর্গল ॥ এথা ভক্তসঙ্গে
 প্রভু শচীর কুমার । বিহরয়ে দেবগুনীন্দ্রাদি * অগোচর ॥ এত
 কহি ঈশান হইতে নাবে স্থির । সোঙরে শ্রীগৌরলীলা নেত্রে
 বহে নীর ॥ কতক্ষণে স্থির হৈয় লৈয়া শ্রীনিবাসে । কুলিয়া
 পাহাড়পুর গ্রামেতে প্রবেশে ॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে হুমধুর
 ভাষ । কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস ॥ পূর্বে কোলদ্বীপ
 পর্বতাখ্য এ প্রচার । এ নাম হইল যৈছে কহি সে প্রকার ॥
 শ্রীকোল দেবের ভক্ত বিপ্র এক জন । এথা আরাধয়ে কোল-
 দেবের চরণ ॥ প্রভু কোলদেবের চরিত্র মনোহর । গায় বিপ্র
 নেত্রে বারিধারা নিরন্তর ॥ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া বিপ্র কয় ।
 এক বার দেহ দেখা প্রভু দয়াময় ॥ এঁছে আর্তিনাদে কত
 কহে বিপ্রবর । দেখিতে সে চেষ্টা ধৈর্য্য ধরে কে অন্তর ॥
 ভক্তাধীন প্রভু অণতারী গৌরহরি । হইলেন কোলরূপ অদ্ভুত
 মাধুরী ॥ নানা রত্ন-ভূষণে ভূষিত কলেবর । হস্ত পদ নাসা মুখ
 চক্ষু মনোহর ॥ পর্বতপ্রমাণ উচ্চ শোভা সে আশ্চর্য্য ।
 দেখিতে বরাহদেবে কেবা ধরে ধৈর্য্য ॥ এই স্থানে বিপ্রে
 কোলদেব দেখা দিতে । বিপ্রে'র আনন্দ যে তা কে পাটল
 বর্ণিতে ॥ ভূমে পড়ি নিপ্র প্রণমিয়া প্রভুপায় । কৈল যত

স্তুতি তাহা কহনে না যায় ॥ ভকত বৎসল কোলদেব বিপ্র
 প্রতি । কহয়ে মধুর বাক্য হৈয়া হর্ষ অতি ॥ হইবেক পূর্ণ
 মনে যে আছে তোমার । দেখিবা এ নবদ্বীপে অদ্রুত বিহার
 ঐছে কহি অনুগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণে । অন্তর্দান হৈলা কোল-
 দেব কতক্ষণে ॥ প্রভু-অদর্শনে বিপ্র ব্যাকুল হৃদয় । স্থির হৈয়া
 প্রভু-আজ্ঞা মনে বিচারয় ॥ আজ্ঞা হৈল নবদ্বীপে দেখিবে
 বিহার । নবদ্বীপে প্রভুর কিরূপ অবতার ॥ চিন্তে বিপ্র লইয়া
 বেদাদি শাস্ত্রগণে । বেদাদি শাস্ত্রার্থ প্রকাশয়ে মনে মনে ॥
 এই কলি প্রথমে ধরিয়া গৌরবর্ণ । নবদ্বীপে বিপ্রবংশে তবে
 অবতীর্ণ ॥ প্রকাশিব ব্রহ্মাদি-তুল্লভ সঙ্কীর্তন । করিব প্রদান
 দীনহীনে ভক্তিদান ॥ আশ্বাদিব ব্রজপ্রেম রসের পাথার । ভক্ত-
 ভাবে করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার ॥ ঐছে বিচারিয়া বিপ্র চাহে
 চারি পানে । দেখি অপ্রাকৃত ভূমি কহে খেদ মনে ॥ প্রভুর
 পরম প্রিয় নবদ্বীপ ধাম । শাস্ত্রে ব্যক্ত তথাপি নহিল মর্শ
 জ্ঞান ॥ নবদ্বীপ মোরে অনুগ্রহ কি করিব । প্রভু অবতীর্ণ
 কালে এথা কি জন্মিব ॥ এত কহি বিপ্র ভাসে নয়নের জলে ।
 হইল আকাশবাণী জন্মিবে সে কালে ॥ শুনিয়া বিপ্রেস অতি
 আনন্দ অন্তর । প্রভুগুণে মগ্ন হইলেন নিরন্তর ॥ ওহে শ্রীনিবাস
 ইহা সর্বত্র বিদিত । শুনিলু প্রাচীনগুণে কহিলু কিঞ্চিৎ ॥
 পর্বতপ্রমাণ কোল বিপ্রে দেখা দিল । এই হেতু কোলদ্বীপ
 পর্বতাখ্য হৈল ॥ এস্থান দর্শন নাশে সর্ব অমঙ্গল । নিম্নয়ে

দুর্লভ প্রেমভক্তি সুনির্মল ॥ এথা বাস কৈলে পূর্ণহয় অভিলাষ ।
 নবদ্বীপে দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ ঐছে কত কহি চলে
 কোলদ্বীপ হৈতে । প্রভুর বিলাসস্থান দেখিতে দেখিতে ॥
 সমুদ্রগড়ি গ্রামের নিকটে গিয়া কয় । দেখ শ্রীনিবাস এ সমুদ্র-
 গড়ি হয় ॥ বিস্তরণে শ্রীসমুদ্রগতি নাম কয় । এথা গঙ্গাসমুদ্র-
 প্রসঙ্গ স্তম্ভময় ॥ গঙ্গাশ্রয় করিয়া সমুদ্র গতি এথা । লোকে যে
 প্রসিদ্ধ শুন কহিয়ে সে কথা ॥ এক দিন সমুদ্র কহেন গঙ্গা
 প্রতি । জগতে তোমার সম নাই ভাগ্যবতী ॥ পূর্ণব্রহ্ম শ্রী-
 গৌরসুন্দর নদীয়ায় । করিবেন প্রকট বিহার সবে গায় ॥
 তোমার তীরেতে হবে অশেষ আনন্দ । গগনসহ সদা বিলসিব
 গৌরচন্দ্র ॥ ব্রজে জলক্রীড়া নৈছে করে যমুনায়া । তৈছে ক্রীড়া
 করিবেন প্রভু গৌরনাথ ॥ শুনিয়া জাহ্নবী নিজঅন্তর প্রকাশে ।
 সমুদ্রের প্রতি কহে স্নগদ্বর ভাসে ॥ মোর যে দুর্ভাগ্য তা
 কহিব কার কাছে । স্থখ দিয়া প্রভু মহাদুঃখ দিব পাছে ॥
 করিব গম্যাস প্রভু ছাড়িব নদীয়া । তোমার তীরেতে বাস
 করিবেন গিয়া ॥ পরন অদ্ভুত লীলা তথা প্রকাশিব । নিরন্তর
 তোমার আনন্দ বাড়াইব ॥ তোমার সৌভাগ্য গাইবেক সর্ব-
 জন । তাহা না ক'হিয়া করো মোরে বিভ্রম ॥ সমুদ্র কহেন
 তথা যে কহিয়া বটে । দেখিব সন্ন্যাসিবেশ যাতে প্রাণকাটে ।
 সোঙরিতে সে বেশ কি করে জানি হিয়া । তোমার আশ্রয়
 তেঞি লইলু আনিয়া ॥ তুমি দেখাইবা এই নদীয়াগরে ।

ଭୁବନମୋହନ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ନଟବରେ ॥ ତିଳେ ତିଳେ ପ୍ରିୟଗଣେ ରଚିବ
 ଅବେଶ । କେବା ନା ଭୁଲିବ ଦେଖି ସେ ଟାଁଚର କେଶ ॥ ସୈଛି ପ୍ରଭୁ
 ତୈଛି ତୌର ପ୍ରିୟ ସଞ୍ଜିଗଣ । ତୋମା ହୈତେ ହବେ ତାଁ ସର୍ବାର ମନ୍ଦ-
 ଶର୍ମ ॥ ଐଛି ଦୌହେ କହି କତ ଚିନ୍ତେ ମନେ ମନେ । ପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ
 ବା ହୈବ କତ ଦିନେ ॥ ଓହେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗଙ୍ଗା ମିଳୁ ଏହି ଥାନେ ।
 ସଦାହି ଅଧୈର୍ବ୍ୟ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରର ଧିଆନେ ॥ ଅରଧୁନୀ ସମୁଦ୍ରେ ଓଢ଼-
 କର୍ତ୍ତାତିଶୟ । ଜାନିଲ ପ୍ରଭୁର ହୈଲ ଏକଟ ସମୟ ॥ ଏକଟ ସମୟ
 ମର୍ମମତେ ଅଲକ୍ଷଣ । ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣେର ଛଳେ ଶ୍ରୀନାଗକୀର୍ତ୍ତନ ॥ ନବଦ୍ବୀପ
 ଭୂମି ହୈଲ ମହାତେଜୋମୟ । ଶୋଭାବଧି ଜଗନ୍ନାଥମିଶ୍ରେର ଆଳୟ ॥
 ଅତିଶୟ ମଙ୍ଗଳାମଙ୍ଗଳ ଗେଲ ଦୂରେ । ଭାଗ୍ୟେ ସକଳ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ
 ମାୟରେ ॥ ବିବିଧ ଏକାରେ ସ୍ତୁତି କରେ ଧ୍ୟାନିଗଣ । ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ
 କରେ ପୁଷ୍ପ ବରିଷଣ ॥ ହୈତେ ଏକଟ ପ୍ରଭୁ ଶଚୀର ତନୟ । ପ୍ରଭୁର
 ଏକଟ ଧ୍ବନି ଭୁବନେ ବ୍ୟାପୟ ॥ ପ୍ରଭୁ ଏକଟାଦି ଶୈଳା ଦେଖିବାର
 ତରେ । ଚିନ୍ତାଦ୍ବେଶେ ମିଳୁ କତ କହିଲ ଗଙ୍ଗାରେ ॥ ଗଙ୍ଗାଶ୍ରୟ
 କରିଆ ଆଇସେ ନିତି ନିତି । ଦେଖେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରର ବିହାର ରଞ୍ଜେ
 ମାତି ॥ ଏକ ଦିନ ସମୁଦ୍ର ନିର୍ମଳ ଗଙ୍ଗାକୁଳେ । ଗଣସହ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର
 ଦେଖି ବୁଦ୍ଧକୁଳେ ॥ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନେ ବିଳମ୍ବେ ଗୌରହରି । ରୂପେ
 କୋଟି କନ୍ଦର୍ପେର ଦର୍ପ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ॥ କୁଞ୍ଜର କନକ ନହେ ରୂପେର
 ଉପମା । ଭୁବନ ଭୁଲ୍ୟେ ଦେଖି କେଶେର ଅସମା ॥ ବନଚନ୍ଦ୍ରଶା
 କୋଟିଚନ୍ଦ୍ର ମଦନାଶେ । ବାରଣ୍ଡେ ଅଗିଆ ସଦା ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହାସେ ॥
 ଆକର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେତ୍ର ଭଞ୍ଜି ମନୋହର । ଆଜାବୁଲସ୍ଥିତ ଭୁଞ୍ଜ ବଞ୍ଚ

পরিদূর ॥ অতি স্নমধুর নাভি মধ্য জানুদ্বয় । স্তচাক্রচরণ তলে
 অরুণ উদয় ॥ পরিধেয় রক্তপ্রান্ত্র শ্বেত পটাস্বর । শ্রীমলয়
 চন্দনে চর্চিত কণেবর ॥ নানাপুষ্প ভূষণে ভূষিত শোভাময় ।
 অদ্বুত ভঙ্গীতে প্রিয়বর্গে নিরিগয় ॥ যৈছে গৌরচন্দ্র তৈছে
 প্রভু প্রিয়গণ । চতুর্দিকে বেষ্টিত পরম স্তশোভন ॥ দক্ষিণে
 শ্রীনিত্যানন্দ বামে গদাধর । সম্মুখে অদ্বৈত শ্রীনাঙ্গাদি পরি-
 কর ॥ এ সবে হইয়া মহাবিহ্বল প্রেমায় । অনিমিখ নেত্রে
 গৌরচন্দ্র পানে চায় ॥ নানাসেবা করে প্রভু ভূতা চারিপাশে ।
 দেখিয়া সমুদ্র হৈলা অধৈর্য উল্লাসে ॥ সমুদ্রের মনে বহু অভি-
 লাস হৈল । অন্তর্যাগী প্রভু অভিলাষ পূর্ণ কৈল ॥ হইয়া সমুদ্র
 মহাবিহ্বল আনন্দে । গগনসহ প্রভু লীলা দেখয়ে স্বচ্ছন্দে ॥
 গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বার বার । নিতি গতাগতি মাত্র
 আশ্রয় গঙ্গার ॥ গঙ্গাসহ গতিতে সমুদ্রগতি নাম । এবে
 লোকে কহয়ে সমুদ্রগড়ি গ্রাম ॥ এ সমুদ্রগড়ি গ্রাম বাস দর্শ-
 নেতে । উপজে নির্মলভক্তি শ্রীগৌরচন্দ্রেতে ॥ এথা ভক্তা-
 লয়ে গৌরঙ্গের যে বিলাস । তাহা এক মুখে কি কহিব শ্রী-
 নিবাস ॥ এত কহি ঈশান সমুদ্রগড়ি হৈতে । পরম আনন্দে
 চলে চম্পকহট্টেতে ॥ শ্রীনিবাসে কহে এ চম্পকহট্টগ্রাম ।
 টাঁপাহাটি নাম এ বিদিত রম্যস্থান ॥ এইখানে আছিল চম্পক-
 বৃক্ষ বন । পুষ্প আহরণ সদা করে মালিগণ ॥ মালিগণ চম্পক
 কুসুম সজ্জ করি । এথাই বৈসয়ে হাট পাতি সারি সারি ॥

মহাস্থে কত শত লোকণ মজ্জন । কিনিয়া চম্পকপুষ্প করে
 দেবার্চন ॥ চাঁপাপুষ্প হাটে চাঁপাহাটি নাম হয় । ইথে সে
 বিশেষ কহি বিজ্ঞে যে কহয় ॥ এথা ছিলা বৃদ্ধ এক বিপ্র
 বিদ্যাবান্ । শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি সৰ্বাংশে প্রধান ॥ এক দিন
 অনেক চম্পকপুষ্প নৈয়া । কৃষ্ণপাদপদ্ম পূজে মহাহর্ব হৈয়া ॥
 শ্যামল সুন্দর রূপ বিয়ায অন্তরে । দেখে গৌররূপ সে শ্যামল
 কলেবরে ॥ গৌরকান্তি চাঁপাপুষ্প পুষ্পের সনান । দেখিতে
 দেখিতে রূপ হৈল অন্তর্দান ॥ গৌররূপ অন্তর্দানে ব্যাকুল
 হিয়ায় । একদৃষ্টে চম্পকপুষ্পের পানে চায় ॥ চম্পকপুষ্প-
 পুষ্পের রুচি নিরখিয়া । বেদাদি প্রমাণ পাঠে উনড়য়ে হিয়া ॥
 কতক্ষণে স্থির হৈয়া শাস্ত্রমতে কয় । যুগমধ্যে এই কলিযুগ
 ধন্য হয় ॥ এই কলিযুগে কৃষ্ণ হবে অবতীর্ণ । ধরিবেন ভুবন-
 মোহন পীতবর্ণ ॥ মহীর্জনযজ্ঞে যজিনেক বিজ্ঞ তাঁরে । জগৎ
 ভাসিব প্রভু নীলার পাথারে ॥ শাস্ত্র বিচারিয়া পুন করিল
 নির্দার ! নবদ্বীপে হবে এ না প্রভু অবতার ॥ অবতীর্ণ হৈতে
 বহু দিন আছে জানি । না দেখিব সে গৌরসুন্দর তনু খানি ॥
 এত কহি অতিদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়য় । মুখ বুক ভাসে ভুই নেত্রে
 ধারা বয় ॥ অত্যন্ত ব্যাকুল দৈর্ঘ্য ধরিতে না পারে । প্রভুর
 ইচ্ছায় নিদ্রা আকষিল তারে ॥ স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা প্রভু
 গৌরহরি । চম্পককুসুম সম রূপের সাধুরী ॥ কোটি কোটি
 চন্দ্রমা জিনিয়া মুখচাঁদ । শিরে চারু চাঁচর চিকুর কাম-

কাঁদ ॥ মেত্রে বাহু বন্ধের উপমা নাই দিতে । জগৎ মোহিত
করে সর্বদা-ভঙ্গিতে ॥ শোভা দেখি বিপ্র মহা-উল্লসিতমনে ।
করিল অনেক স্তুতি পড়িয়া চরণে ॥ বিপ্রে কৃপা করি প্রভু
অদর্শন হৈতে । মুচ্ছিত হইয়া বিপ্র পড়িলা ভূমিতে ॥ কত-
ক্ষণে চেতন পাইয়া বিপ্র রায় । অনুরাগে হইলেন উন্মাদের
প্রায় ॥ চম্পককুসুম প্রতি কহে বেরি বেরি । তুমি ক্ষুরাইলা
মোরে গৌর-অবতারি ॥ চম্পক প্রশংসা বাক্য-ঘটা হট্টমতে ।
চম্পকহট্টাখ্যা হৈল প্রসিদ্ধ লোকেতে ॥ প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র
সুস্থির হইলা । আজ্ঞা হৈল হবে পূর্ণ মনে যে করিলা ॥ শুনি
মহানন্দে বিপ্র প্রভুগুণ গায় । সদা চিন্তে প্রভুরে দেখিব নদী-
রায় ॥ প্রভু প্রিয় বিপ্রেয় শুনিষু যে যে ক্রিয়া । সে সকল
কহিতে নারিষু বিস্তারিয়া ॥ এই চম্পাহটে গনসনে । বিহরয়ে
যেছে তা বর্ণিব কুন জনে ॥ এই বিপ্র বাণীনাথের আশ্রয় ।
যেহঁা গৌরান্দের অতিপ্রিয় প্রেমময় ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়াং ॥

বাণীনাথবিজ্ঞচম্পাহটবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥

এঁছে দেখাইয়া প্রভু প্রিয়গণ স্থান । চম্পাহট গ্রাম হৈতে
চলয়ে জ্ঞান ॥ রাতুপুর গ্রামের নিকট গিয়া কয় । দেখ
ঝড়ুঘীপ এ পরম শোভাময় ॥ পূর্বে বৃহদগ্রাম এবে গ্রাম
নামমাত্র । এথা ছিল কৃষ্ণের অনেক ভক্তিপাত্র ॥ রাতুপুর

প্রদেশ পরম চমৎকার । এথা গৌরান্দের অতি অদ্ভুত বিহার
ওহে শ্রীনিবাস ঋতুদ্বীপাখ্যা যে মতে । তাহা কহি যে
কহয়ে প্রাচীন লোকেতে ॥ এথা ছয় ঋতু বর্ষা শরৎ হেমন্ত ।
শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম সবে মূর্তিমন্ত ॥ কেহো কারু প্রতি কহে
মধুর ভাষায় । হইব প্রকট কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার ॥ কেহ কহে
করিবেন অদ্ভুত বিহার । তিলে তিলে মোদ বাঢ়াবেন গো
সবার ॥ কেহ কহে ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরহরি । কতদিনে মোদ
জন্মাইব অবতরি ॥ কেহ কহে কলির প্রথমে অবতার । শ্রী-
নারদ মুনি কৈল সর্বত্র প্রচার ॥ কেহ কহে কহ অবতারের
সময় । কেহ কহে বসন্তেচ ভাগ্য অতিশয় ॥ হইলা বসন্ত
ঋতু হর্ষ অনিবার । আপনেই প্রশংসয়ে ভাগ্য আপনার ॥ ঋতু-
রাজ বসন্ত সহিত ঋতুগণ । প্রভু অবতীর্ণ চিন্তা করে অমু-
ক্ষণ ॥ ঋতুগণ বহু অভিলামে আরাধয় । এ হেতু এ ঋতুদ্বীপ
নাম পূর্বের কয় ॥ বসন্তাদি ঋতু ছয়ে প্রভুর বিলাষ । এবে
কি কহিব আগে হইব প্রকাশ ॥ এ স্থান দর্শনে সব তাপ
দূরে যায় । দেখয়ে প্রভুর লীলা জন্ম নদীয়ার ॥ এত কাহ
শ্রীদশান ঋতুদ্বীপ হৈতে । করিলা বিজয় বিদ্যানগরের পথে ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্রে । কহে স্মধুর কথা উল্লাস
অস্তুরে ॥ দেখ বিদ্যানগর পরম সুশোভিত । বিদ্যানগর-
ব্যাখ্যা যৈছে কহিয়ে কিকিৎ ॥ দেবসভামধ্যে বৃহস্পতি
এক দিন । হইলা উদ্বিগ্ন ইহা কহয়ে প্রাচীন ॥ বৃহস্পতি

উদ্বিগ্ন দেখিয়া দেবগণ । জিজ্ঞাসয়ে উদ্বিগ্ন হইলা কি কারণ ॥
 বৃহস্পতি অতিশয় মনের উল্লাসে । দেবগণ প্রতি কহে স্ময়ধূর
 ভাষে ॥ এই কলিয়ুগে প্রভু নদীয়া নগরে । জন্মিবেন বিপ্র
 জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ॥ প্রভু গৌরচন্দ্র জগন্নাথের তনয় । নানা
 অবতারে নানা রঙ্গ প্রকাশয় ॥ শ্রীরামাবতারে অস্ত্রশিক্ষা-
 স্ত্রনৈপুণ্য । শ্রীকৃষ্ণাবতারে গোচারণে অগ্রগণ্য ॥ শ্রীগৌরা-
 বতারে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-অধ্যয়নে । ইথে যে কোতুক তা না বুঝে
 অন্য জনে ॥ সর্ব মনোরথ পূর্ণ করিবেন প্রভু । বিলসিব
 যৈছে না বিলসে ঐছে কহু ॥ রহিতে নারিয়ে শীঘ্র নবদ্বীপে
 গিয়া । প্রভু আরাধিব প্রভু প্রকট লাগিয়া ॥ ঐছে কত কহি
 যাত্রা কৈলা বৃহস্পতি । প্রভুর শ্রীবিদ্যা-ক্রীড়া চিন্তে নিতি
 নিতি ॥ করিবেন প্রভু বিদ্যাক্রীড়া নদীয়ায় । এই হেতু বৃহ-
 স্পতি আইলা এথায় ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

“এই ক্রীড়া লাগি সর্ব্বাঙ্গাধ্য বৃহস্পতি । শিষ্য সঙ্গে নর-
 দ্বীপে হইলা উৎপত্তি” ॥ ওহে শ্রীনিবাস এই শ্রীবিদ্যানগরে ।
 বৃহস্পতি আরাধয়ে শ্রীগৌরহৃদয়ে ॥ হইল প্রভুর আজ্ঞা
 বৃহস্পতি প্রতি । হইব প্রকট শীঘ্র স্বগণ সংহতি ॥ অশেষ
 প্রকারে বিদ্যা করহ প্রচার । শুনি বৃহস্পতি চিন্তে হর্ষ অনি-
 বার ॥ কৈলা বিদ্যারম্ভ যৈছে কহনে না যায় । হইলা তৎক্ষণ

সবে বিদ্যাব্যবসায় ॥ প্রভু ক্রীড়া লাগি এথা বিদ্যা প্রচারিল ।
 এই হেতু শ্রীবিদ্যানগর নাম হৈল ॥ সৰ্ব সিদ্ধি এই বিদ্যা-
 নগর দর্শনে । ঘূচায়ে অবিদ্যা বিদ্যানগর শ্রবণে ॥ এই বিদ্যা-
 নগরে গৌরান্ধগণসঙ্গে । বিহরণে ভক্তের আশ্রয়ে মহারঙ্গে ॥
 এত কহি ঈশানঠাকুর ধীরে ধীরে । মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে
 জাম্নগরে ॥ শ্রীনিবাসে কহে দেখ গ্রাম জাম্নগর । পূর্বের জাম্ন-
 দ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর ॥ যৈছে জাম্নদ্বীপ নাম বাস্তব মহী-
 ভূলে । তাহা কহি যে কহয়ে প্রাচীন সকলে ॥ জহ্নু মনি পরম
 আনন্দে এই থানে । দেখি নবদ্বীপশোভা বিচারয়ে মনে ॥
 অন্য কলি হৈতে এই কলিযুগ ধন্য । যাতে অবতীর্ণ প্রভু
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ সৰ্ববিতারের সৰ্ব প্রিয়গণ মনে । নবদ্বীপে
 অবতীর্ণ কলির প্রথমে ॥ ধরিব সে গৌরবর্ণ উপমার পার ।
 হইব শ্রীঅঙ্গের ভঙ্গিমা চমৎকার ॥ নবদ্বীপে করিবেন অদ্বুত
 বিলাস । তাহা দেখি কি পূর্ণ হইবে অভিলাষ ॥ ঐছে বিচা-
 রিয়া মুনি মনের আনন্দে । আরাধয়ে ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রে ॥
 মুদ্রিত নয়নে মুনি করিতে ধ্যান । হৃদয়ে উদয় হৈলা প্রভু
 দম্বাবান ॥ শ্যামল স্তম্ভের মূর্তি ত্রিভুবন মোহে । ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা
 শিরে শিগিপিঙ্ক শোহে ॥ করাবলম্বন বংশী বায় মন্দ মন্দ ।
 বল মল করয়ে স্ফটিক মুখচন্দ্রে ॥ ঐছে দেখি দেখে তারে
 লম্বাসি নবীন । দণ্ড কমণ্ডলু করে শিরে শিখাহীন ॥ পরিধেয়
 অরুণ কোপীন বহির্বাস । অঙ্গতেজ জিনি কোটি সূর্যের

প্রকাশ ॥ ঐছে নিরখিয়া মুনিনায়ে স্থির হৈতে । নেত্র মেলিতেই
 তেহেঁ । উদয় সাক্ষাতে ॥ সূচাকু টাঁচর কেশে মাতায় ভুবন ।
 ঝলমল করে নানা অঙ্গের ভূষণ ॥ জগৎ করয়ে আলো রূপের
 ছটায় । স্বর্ণাদি মলিন সে উপমানহে তায় ॥ অঙ্গ ভঙ্গি কোটি
 কন্দর্পের দর্পনাশে ॥ দেখি মুনি হইলেন বিহ্বল উল্লাসে ॥ দে-
 খিয়া মুনির চেক্টা প্রভু গৌরহরি । করিল মুনিরে স্থির অনুগ্রহ
 করি ॥ মুনি মহানন্দে পড়ি প্রভু পদতলে । করিলেন সিক্ত
 শাদপদ্ম নেত্রজলে ॥ করিয়া অনেক স্তুতি রহিয়া সম্মুখে ।
 সমর্পিল নেত্রদ্বয় প্রভুর শ্রীমুখে ॥ প্রভু আলিঙ্গন করি কহে
 বার বার । সর্ব মনোরথ সিদ্ধি হইবে তোমার । ঐছে কত
 কহি প্রভু অন্তর্দান হৈলা । প্রভুর ইচ্ছায় মুনি ধৈর্য্যাবলম্বিলা ॥
 আপনার সৌভাগ্য প্রশংসে মনে মনে । হৈল মোর তপস্যা
 সফল এত দিনে ॥ ঐছে বিচারিয়া মুনি চাহে চারি ভিতে ।
 কত সাধ নদীয়ার মহিমা কহিতে ॥ নিরন্তর নদীয়াচান্দ্রের
 গুণ গায় । ধূলায় ধূষর সিক্ত নেত্রের ধারায় ॥ জহু মুনি মহা-
 নন্দে রহে এই থানে । এই হেতু জহু দ্বীপ কহে বিজ্ঞগণে ॥
 জহু দ্বীপে শ্রীগৌরচন্দ্রের যে বিহার । সে সব ভাবিতে হিয়া
 বিদরে আমার ॥ এথা ছিল পুষ্পময় অপূর্ব কানন । লোকে
 কহে শ্রীজহু মুনির তপোবন ॥ এস্থান দর্শনে সব তাপ দূরে
 যায় । বাঢ়য়ে নির্মলভক্তি প্রভুর শ্রীপায় ॥ এত কহি জাহ্নগর
 হইতে ঈশান । চলিলেন মাউগাছি গ্রাম সম্মিধান ॥ মাউগাছি

প্রদেশের শোভা নিরখিয়া । শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈশং
 হাসিয়া ॥ এই মাউগাছি গ্রাম লোকেতে প্রচার । মোদক্রম
 দ্বীপ নাম পূর্বে সে ইহার ॥ মোদক্রম দ্বীপ নাম যৈছে ব্যক্ত
 হৈল । তাহা কহি প্রাচীনের মুখে যে শুনিল ॥ পালিতে
 পিতার মত্যা কৌশল্যা তনয় । অযোধ্যা ছাড়িয়া বনে করিলা
 বিজয় । ছাড়ি রাজবেশ প্রভু মহানন্দ মনে । জানকী লক্ষণ
 সহ ভ্রমে বনে বনে ॥ অতি স্নকোমল পদে যে পথে চলয়ে ।
 সে পথ কোমল হয় কিছু না বাজয়ে ॥ বাত বর্ষা সূর্য্যাতপ
 সদা অনুকূল । অদ্ভুত ভ্রমণলীলা ভুবনে অতুল ॥ নানা দেশ
 বাসী স্ত্রী পুরুষ আদি বত । দেখি রামচন্দ্র শোভা সবাই
 উন্মত ॥ যে যে বন পর্ব্বতাদি স্থানে কৈল স্থিতি । হৈল
 মহাতীর্থ সে সে স্থানে ব্যক্ত কীর্ত্তি ॥ এথা হৈতে উত্তর দিশায়
 কথোদূরে । ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র পর্ব্বত গহ্বরে ॥ অদ্যপিহ
 লোক যাত্রা সেই থানে হয় । সে স্থান দর্শনমাত্রে সর্ব্বদুঃখ
 ক্ষয় ॥ ওহে শ্রীনিবাস ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে । আইসেন এথা
 যৈছে উপমা কি দিতে ॥ অথৈ রামরাজা দশরথের নন্দন ।
 মধ্যে শ্রীজানকী পাছে ঠাকুর লক্ষণ ॥ শ্রীরাম জানকী লক্ষ-
 ণের শোভা দেখি । আনের কা কথা মহাগুণ পশু পাখী ॥
 ব্রহ্মাদির বন্দ্য রাম রাজীবলোচন । চতুর্দিকে চাহি চলে
 গজেন্দ্র গমন ॥ কথোদূর হৈতে নবদ্বীপ-পানে চায় । মন্দ মন্দ
 হাসে অতি কৌতুক হিয়ায় ॥ শ্রীরামচন্দ্রের দেখি সহায়

বদন । জিজ্ঞাসে জানকী কহ হাস্যের কারণ ॥ শুনি শ্রীশ্রী-
 তার প্রোঢ় বাক্য রসাবেশে । কহয়ে জানকী প্রতি স্নমধুর
 ভাষে ॥ দ্বাপরের পরে কলিযুগের প্রথমে । হবে মহাকৌতুক
 এ নবদ্বীপ গ্রামে ॥ নবদ্বীপে করি অতি অদ্ভুত বিহার । তদু-
 পরি করিব সন্ন্যাস অপৌকার ॥ এবে যৈছে ভ্রমি ঐছে করিব
 ভ্রমণ । করিতে ভ্রমণ মনে হৃদিশু এখন ॥ শুনিয়া জানকী
 নিবেদয়ে ঘোড় করে । কৈছে বিলসিবা প্রভু নদীয়া নগরে ॥
 শুনি প্রভু কহে বিপ্র বংশেতে জন্মিব । বাল্যকালে বিবিধ
 চাকল্য প্রকাশিব ॥ ধরিব অদ্ভুত পৌতবর্ণ নিরুপম । আমা-
 পানে চাহিয়া মাতিব ত্রিভুবন ॥ হব বিদ্যাবস্তু কীর্ত্তি ব্যাপিব
 ভুবনে । করিব বিবাহ দয় পিতা অদর্শনে ॥ এবে যৈছে কৈলু
 পিণ্ড প্রদান গয়াতে । ঐছে পিণ্ড প্রদান করিব লোক রীতে ॥
 নবদ্বীপে ভক্তের উল্লাস বাড়াইব । ব্রহ্মাদি দুর্লভ সঙ্কীৰ্ত্তন
 প্রচারিব ॥ নিজগণে বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া । হইবাও
 দেশান্তরী সন্ন্যাসী হইয়া ॥ শুনি শ্রীজানকী কহে সহাস্য
 বদনে । সন্ন্যাস করিবা তবে বিবাহ বা কেনে ॥ ইথে অনুচিত
 এই মোর মনে লয় । পরম দয়ালু হইয়া হইবা নির্দয় ॥ শুনি
 লজ্জায়ুক্ত রাম কহে সীতা প্রতি । না জানহ সদা মোর নব-
 দ্বীপে স্থিতি ॥ কহিতে কহিতে ঐছে মধুর গমনে । জানকী
 লক্ষণ সহ আইলা এই খানে ॥ এক রহদটক্রম আছিল
 এখায় । তার তলে দাঁড়াইলা অপূর্ণি ছায়ায় ॥ পুন শ্রীজানকী

কহে নিজ প্রাণনাথে । সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দ প্রভু কৈছে নদীয়াতে ॥
 জানকীবল্লভ রাম রাজীবলোচন । প্রিয়া প্রতি কহে করো
 মুদ্রিত নয়ন ॥ শুনিয়া জানকী দুই নয়ন মুদয়ে । নবদ্বীপে
 অদ্ভুত বিলাস নিরিখয়ে ॥ গীত নৃত্য বাদ্যের অবধি নদীয়ায় ।
 প্রভুভক্ত অসংখ্য উপমা নাই তায় ॥ পরিকর মধ্যে গৌর
 বিগ্রহ সুন্দর । কৈশোর বয়স মহারসের সাগর ॥ ভুবনমোহয়ে
 সে না অঙ্গ ভঙ্গিমাতে । সে শোভা দেখিয়া সীতা নারে স্থির
 হৈতে ॥ নয়ন মেলিয়া চাহে প্রাণনাথপানে । হাসিয়া শ্রীরাগ-
 চন্দ্র স্থির কৈল তানে ॥ সৰ্ব্ব তত্ত্ব জানেন শ্রীহুমিত্রানন্দন ।
 হইলা অধৈর্য্য লীলা করিয়া স্মরণ ॥ এথা সকলের মোদবুদ্ধি
 অতিশয় । এই হেতু মোদদ্রুম দ্বীপ পূর্বে কয় ॥ এই মোদ-
 দ্রুম দ্বীপ যে করে দর্শন । তারে সুপ্রসন্ন রাম জানকী লক্ষণ ॥
 ওহে শ্রীনিবাস এই রামবট স্থান । কলি প্রবেশিতে বট হৈল
 অন্তর্ধান ॥ এথা হৈতে রামচন্দ্র মহাহর্ষ চিতে । শ্রীসীতা
 লক্ষণ সহ চলে উৎকলেতে ॥ প্রবেশি উৎকলে দেখি স্থান
 মনোরম । রামেশ্বর নামে শিব করিলা স্থাপন ॥ সুবর্ণরেখা
 নদীর নিকটে সেই স্থান । মনের আনন্দে তা দেখয়ে ভাগ্য-
 বান্ ॥ তথা হৈতে রামচন্দ্র ভ্রমে বনে বনে । করয়ে পরমাদ্বুত
 কীর্ত্তি স্থানে স্থানে ॥ এই মাউগাছি গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর ।
 করিল অদ্ভুত লীলা অন্য অগোচর ॥ রাম উপাসক এক বিপ্র
 ছিল এথা । ওহে শ্রীনিবাস কিছু কহি তাঁর কথা ॥ যে দিবস

বিশ্বস্তর প্রকট হইল। সে দিবস সেই বিপ্র মিশ্রগৃহে ছিল।
 প্রকট সময়ে দেবে জয়ধ্বনি করে। দেখি দেবগণে বিপ্র
 পড়িলা ফাঁকরে ॥ পরম আনন্দে মনে মনে বিচারয়। হইল
 প্রকট মোর প্রভু স্থনিশ্চয় ॥ দশরথ রাজা এই মিশ্র জগন্নাথ ॥
 জগত-জননী শচী কৌশল্যা সাক্ষাৎ ॥ কাঙ্কে না কহি কিছু
 দেখি বিশ্বস্তরে। মিশ্রগৃহে হৈতে আইলেন নিজ ঘরে ॥
 দূর্বাদশশ্যাম রামে করিতে ধ্যান। দেখি মিশ্র পুত্রে গৌর
 মূর্তি অনুপম ॥ ইথে চিন্তাবৃত্ত হৈতে নিদ্রা আকর্ষিল। স্বপ্ন-
 ছলে গৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ হইল ॥ কনকদর্পণ যিনি শ্রীঅঙ্গের
 ছটা। নিন্দয়ে শ্রীগুণচন্দ্রে চন্দ্রমার ঘটা ॥ আজ্ঞানুলম্বিত
 বাহু বক্ষ পরিসর। আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্রভঙ্গি মনোহর ॥ শিরে
 চাকর চিকন চাঁচর কেশভার। তাহে সুবিচিত্র বেড়া নানা
 পুষ্পহার ॥ গলে যজ্ঞসূত্র অতি অদ্ভুত সূক্ষ্মা। সর্বদাঙ্গ সুন্দর
 নাই জগতে উপমা ॥ বিলম্বে অপূর্ব রতন সিংহাসনে।
 স্তুতি করে সম্মুখে ব্রহ্মাদি দেবগণে ॥ দেখিতে দেখিতে বিপ্র
 মনের আনন্দে। দূর্বাদশশ্যামরূপ দেখে গৌরচন্দ্রে ॥ ভুবন-
 মোহন প্রভু কৌশল্যাতনয়। পরম অদ্ভুত রাজবেশে বিল-
 সয় ॥ সহায় বদন ধনুর্বাণ ধরে করে। বামে সীতা দক্ষিণে
 লক্ষণ ছত্র ধরে ॥ সম্মুখে পবননন্দন হনুমান্। করযোড়ে রহে
 সে অদ্ভুত ভঙ্গি তান ॥ ঐছে রামচন্দ্রশোভা দেখি বিপ্রবর।
 ভূমিতে পড়িয়া করে প্রণতি বিস্তর ॥ ভকত বংশল প্রভু

গুণের আশ্রয় । বিপ্রের অনুগ্রহ করিলেন অতিশয় ॥ প্রভু-
 অদর্শন হৈতে হৈল নিদ্রা ভঙ্গ । বিপ্র মহাব্যাকুল ধরিতে নারে
 অঙ্গ ॥ দেখি দশা পুন প্রভু স্বপ্নে প্রবোধিলা । এ সকল ব্যক্ত
 করিতেও নিষেধিলা ॥ স্থির হৈয়া বিপ্র মহা মনের আনন্দে ।
 কাঙ্ক্ষকে না কঁহে কিছু দেখি গৌরচন্দ্রে ॥ অত্যন্ত প্রাচীন
 বিপ্র অপ্রকট কালে । কবি অনুগ্রহ কিছু কহিল বিরলে ॥
 মোরে অতিশয় অনুগ্রহ হয় তার । কি বলিব বিপ্রের মহিমা
 চমৎকার ॥ দেখ সে বিপ্রের এই বাসস্থান হয় । এ স্থান
 দর্শনমাত্রে যুচে ভবভয় ॥ এথা গৌরচন্দ্র নিজগণের সহিতে ।
 প্রকাশয়ে রামলীলা দেখিনু সাক্ষাতে ॥ এত কহি শ্রীঈশান
 সে প্রেমাবেশেতে । গেলেন বৈকুণ্ঠপুর মাউগাছি হৈতে ॥
 শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে ধীরে ধীরে । দেখ এ বৈকুণ্ঠ-
 পুর বিদিত সংসারে ॥ বৈকুণ্ঠপুরাখ্যা যৈছে হইল প্রচার ।
 তাহা কিছু কহি লোকে কহে যে প্রকার ॥ এক দিন নারদ
 শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে । আইসে শিবের পাশে কৈলাসপর্বতে ॥
 নিজগণ সহ শিব বসি চন্দ্রাসনে । শ্রীকৃষ্ণ চরিত কহে শ্রীপঞ্চ-
 বদনে ॥ দূরে হৈতে নারদ শ্রীমহেশে দেখিয়া । হইলা বিহ্বল
 ভ্রমে পড়ে প্রণমিয়া ॥ নারদে করিয়া কোলে দেব ত্রিলো-
 চন । জিজ্ঞাসেন কোথা হৈতে হইল আগমন ॥ নারদ কহেন
 অতি উল্লসিত মনে ॥ গিয়াছিলাম শ্রীনারায়ণের সন্দর্শনে ॥
 শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লৈয়া নিজ প্রিয়গণ । নবদ্বীপ প্রসঙ্গে নিমগ্ন

অনুক্ষণ ॥ ভারতবর্ষেতে নবদ্বীপ রম্য স্থান । গণসহ হর্ষ
 তথা করিতে পয়ান ॥ দেখি মহারঙ্গ মুই আইলু ত্বরায় । না
 জানি কি আনন্দ হইবে নদীয়ায় ॥ শুনি নারদের বাক্য দেব
 মহেশ্বর । মন্দ মন্দ হাসে প্রেমে পূর্ণ কলেবর ॥ নারদের
 পানে চাহি মস্তক ঢুলায় । করয়ে গজ্জন কি অন্তুত ভঙ্গি
 তায় ॥ হইলা বিহ্বল শ্রীকৈলাস গিরীশ্বর ॥ নয়নের জলে
 সিক্ত শ্বেত কলেবর ॥ নবদ্বীপ-লীলাগত মহেশে দেখিয়া ।
 চলিলা নারদ মুনি বিদায় হইয়া । ওহে শ্রীনিবাস শ্রীনাদদ
 এই খানে । নবদ্বীপশোভা দেখি বিচারয়ে মনে ॥ এই নবদ্বীপ
 ধাম সর্বধামময় । সর্বধামনাথ এথা সদা বিলসয় ॥ দেখি
 আইলু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণে । এথা কি বৈকুণ্ঠনাথে দেখিব
 নয়নে ॥ মুনি মনোরথমাত্রে দেখয়ে সাক্ষাতে । গণসহ শ্রী-
 বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠের নাথে ॥ হইলা নারদমুনি প্রেমায় বিহ্বল ।
 নিবারিতে নারে ছুই নয়নের জল ॥ নবদ্বীপ ধামে কত প্রার্থনা
 করিয়া । কৃষ্ণসম্পর্শন কৈল দ্বারকায় গিয়া ॥ নারদের আগ-
 মনে রুক্ষিণীর নাথ । প্রেমায় বিহ্বল হৈয়া কৈল দৃষ্টিপাত ॥
 নারদেরে সন্তোষ করিয়া নানা মতে । জিজ্ঞাসয়ে আগমন
 হৈল কোথা হৈতে ॥ মুনি কহে নবদ্বীপ হৈতে আগমন ।
 এত কহি করিলেন মৌনাবলম্বন ॥ মুনিমনোরুতি জানি কৃষ্ণ
 কৃপাময় । হইলেন গৌরমূর্তি ভুবন মোহয় ॥ দেখিয়া নারদমুনি
 নদীয়ার চান্দে । নেত্রে বহে বারিধারা ধৈর্য্য নাহি বাঞ্ছে ॥ হই-

লেন যৈছে কিছু না যায় कहনে । শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ দেখে
 সেই কণে ॥ গৌর কৃষ্ণরূপ অতি অমূল্য রতন । হৃদয়সম্পূটে
 মুনি কৈল সঙ্গোপন ॥ ফিরাইতে নারে নেত্র রহয়ে চাহিয়া ।
 প্রভু হর্ব নারদের চেষ্ঠা নিরখিয়া ॥ নারদে করিয়া স্থির কহে
 মুদু-ভাষে । শিবের নিকট শীঘ্র যাইবে কৈলাসে ॥ নবদ্বীপ
 গমন জানাবে সব ঠাই । হইল সময় বিলম্বের কার্য্য নাই ॥
 শুনিয়া কৃষ্ণের মহা-মধুর বচন । বিদায় হইয়া মুনি করিল
 গমন ॥ গায় বীণায়ন্ত্রে গৌর কৃষ্ণের চরিত । কৈলাসপর্শিতে
 শীঘ্র হৈলা উপনীত ॥ শিবে প্রণমিয়া মুনি সব নিবেদিল ।
 শুনি মহাদেব মহাবিহ্বল হইল ॥ নারদে করিয়া ক্রোড়ে করয়ে
 নর্তন । যে আনন্দ কৈলাসে, তা না হয় বর্ণন ॥ ওহে শ্রীনিবাস
 মুনি সর্বত্রে জানাই । পুন শ্রীনারদ মুনি আইলা এই ঠাই ॥
 মনে মনে মুনি বিচারয়ে মনঃকথা । দ্বারকায় যে দেখিলু
 দেখিব কি এথা ॥ এঁছে বিচারিয়া মুনি চারি দিকে চায় ।
 দ্বারকার ঐশ্বর্য্য দেখয়ে নদীয়ায় ॥ রত্নসিংহাসনে গৌরচন্দ্র
 বিলসয়ে । রূপের ছটায় কোটি কন্দর্প মোহয়ে ॥ দেখিয়া
 প্রভুর শোভা নারদ গোসাঞি । হইলেন যৈছে তা कहিতে
 সাধ্য নাই ॥ নারদে কহয়ে প্রভু গধুর-বচনে । দেখিবে প্রকট-
 লীলা এথা অল্প দিনে ॥ তুমি যে করিলে মনে হবে সর্ব্বথায় ।
 জীবের দারুণ দুঃখ খণ্ডিব হেলায় ॥ এঁছে কিছু कहি
 নারদে কৃপা করি । হইলেন আদর্শন প্রভু গৌরহরি ॥

ওহে শ্রীনিবাস শ্রীপ্রভুর অদর্শনে । হইলা ব্যাকুল মুনি কত
উঠে মনে ॥ এই নারায়ণপীঠ স্থানে মুনিবর । কিছু দিন রহি
হৈলা ভ্রমণে তৎপর ॥ নারায়ণে নারদ দর্শ্য এথা কৈল । এই
হেতু নারায়ণপীঠ নাম হৈল ॥ বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ এই
খানে । তেত্রিশ শ্রীবৈকুণ্ঠপুর বিখ্যাত ভুবনে ॥ এ দেশের
রাজা যোগ্য সে সময়ে ছিল । শ্রীনারায়ণের সেবা এথা
প্রকাশিলা ॥ কথো দিন পরে গ্রাম হৈল লুপ্তপ্রায় । পুন
হৈল অতিশয় বসতি এথায় ॥ এথা ছিল বৃদ্ধ এক বিপ্র বিদ্যা-
বান্ । লক্ষ্মীনারায়ণমন্ত্রে উপাসনা জান ॥ লক্ষ্মীনারায়ণে তাঁর
অনন্য পিরিতি । কহিতে কি জানি যে দেখিলু শুদ্ধ রীতি ॥
মধ্যে মধ্যে বল্লভমিশ্রের ঘরে গিয়া । লক্ষ্মীনারায়ণে সেবে
নিভৃত পাইয়া ॥ বল্লভমিশ্রেরে তাঁর স্নেহ অতিশয় । বিপ্র
গুরুভক্তি করে মিশ্র মহাশয় ॥ যে দিবস লক্ষ্মীর বিবাহ প্রভু-
মনে । সে দিবস সেই বিপ্র ছিল সেই থানে ॥ বিবাহ সময়ে
দেখি লক্ষ্মীবিষ্মত্তরে । লক্ষ্মীনারায়ণ বলি বিপ্র নৃত্য করে ॥
বিপ্রের নয়নে আনন্দাশ্রু অনিবার । সর্ব্বাস্ত্রে পুলক নারে
ধৈর্য্য ধরিবার ॥ প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র কিছু স্থির হৈলা । সে
রাত্রি তথাই রহি নিজ বাসা আইলা ॥ অতি জীর্ণ বাসা প্রায়
স্থিতি বৃক্ষতলে । কুটিরে প্রবেশি বিপ্র ভাসে নেত্রজলে ॥
মিশ্রগৃহে লক্ষ্মী গৌরচন্দ্রে সোঙরিয়া । নিরন্তর প্রেমানন্দে
উমড়য়ে হিয়া ॥ মনে মনে করে বিপ্র হৃদয় বিচার । গৌর-

ରୂପେ ନାରାୟଣ ଶତୀର କୁମାର ॥ ବଲ୍ଲଭଗିତ୍ତର କନ୍ୟା ମାଙ୍କାଂ
 ଲଞ୍ଜିମୀ । ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦୌହେ ଏକଟ ଅବନୀ ॥ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରାଣନାଥ
 ମୋର ଏଡୁ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର । କରିବ କି କୁପା ମୋରେ ଦେଖି ଦୌନ
 ମନ୍ଦ ॥ ବିବିଧ ପ୍ରକାରେ ସ୍ତୁତି କରାଏ ଏଡୁରେ । ହୈଳା ମାଙ୍କାଂ
 ଏଡୁ ବିପ୍ରେର କୁଟିରେ ॥ ପରମ ଅନ୍ତୁତ ରମ୍ଭ କରିଲା ପ୍ରକାଶ ।
 ବିପ୍ରେର କୁଟିରେ ହୈଳ ବୈକୁଣ୍ଠବିଳାସ ॥ ଭୁବନମୋହନ ଏଡୁ ଶ୍ରୀ-
 ଗୌରବିଗ୍ରହ । ବିଳମ୍ବେ ରତ୍ନସିଂହାସନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହ ॥ ଶ୍ରୀଅମ୍ଭ
 ଭୂଷିତ ନାନାରତ୍ନ ବିଭୂଷଣେ । ଛୁଁହରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଉପମା କି
 ଆନେ ॥ ଦେହଫଳେ ଏଡୁ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଦୟାମୟ । ହୈଳା ଚତୁର୍ଭୁଜ
 ଦେଖି ବିପ୍ରେର ବିଷ୍ଣୁୟ ॥ ଏଡୁପଦେ ପଢ଼ି ବିପ୍ର କୈଳା ବହୁ ସ୍ତୁତି ।
 ଭକ୍ତାଧୀନ ଏଡୁ ହାସି କହେ ବିପ୍ର ପ୍ରତି ॥ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତୁମି
 ମୋର ହଓ ପ୍ରିୟଦାସ । ତୁମିମେ ଦେଖିତେ ଯୋଗ୍ୟ ଆମାର ବିଳାସ ॥
 ଏବେ ଯେ ଦେଖିଲେ ଇହା କାହିଁ ନା କହିବେ । ବବେ ଯେ କରିବେ
 ମନୋରଥ ମିଳିବ ହବେ ॥ ଏତ କହି ବିପ୍ରମାଥେ ଧରିଆ ଚରଣ ।
 ଅଚିନ୍ତ ଏଡୁର ଶୈଳା ହୈଳ ଅଦର୍ଶନ ॥ ବିପ୍ର ଯେହେ ହୈଳା ତାହା
 କେ ବର୍ଣ୍ଣିତେ ପାରେ । ସଦା ନବରୂପଶୈଳା ସମୁଦ୍ରେ ମାଁତାରେ ॥ ଓହେ
 ଶ୍ରୀନିବାସ କତ କହିବ ମେ କଥା । ଏହି ଦେଖ ବିପ୍ରେର କୁଟିର
 ଛିଲ ଏଥା ॥ ଭକ୍ତଗୋଷ୍ଠୀସହ ଏଡୁ ଶତୀର କୁମାର । ଶ୍ରୀବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ
 କୈଳ ଅଶେଷ ବିହାର ॥ ଶ୍ରୀବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଦର୍ଶନେତେ ଆର୍ତ୍ତି ଧାର ।
 ଅନାୟାସେ ମର୍ଦ୍ଦି ମନୋରଥ ମିଳିବ ତାର ॥ ଏତ କହି ଶ୍ରୀବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ
 ପ୍ରଣମିଆ । ମାତାପୁରେ ଚଳେ ଚତୁର୍ଦିକ ନିରାଧିଆ ॥ ଶ୍ରୀନିବାସେ

কহেন শ্রীঈশানঠাকুর । এই আগে দেখ গ্রাম নাম মাতা-
 পুর ॥ পূর্বে শ্রীমহৎপুর গ্রাম নাম হয় । মহৎ প্রসঙ্গপুর কহি
 যে লোকে কয় ॥ শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় পাণ্ডবের বনবাস । বনবাসে
 হৈল মহাকৌতুক প্রকাশ ॥ নানা দেশ ভ্রময়ে পাণ্ডব পঞ্চ
 ভাই । পাণ্ডবের চরিত্র কহিতে অস্ত্র নাই ॥ যে যে দেশে
 পাণ্ডবের নহিল গমন । সে সে দেশ পাণ্ডববর্জিত বিজে
 কন ॥ পাণ্ডবের কীর্তি যত বিদিত পুরাণে । অশ্বর রাক্ষস
 নাশ কৈল স্থানে স্থানে ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে গোড়দেশে প্রবে-
 শিল । রাঢ়ে এক চক্রানাম গ্রামে স্থিতি কৈল ॥ একচক্রা
 প্রদেশে যে অশ্বর রাক্ষস । সে সবে বধিলা ভীম ব্যাপিল
 স্রবশ ॥ দ্রৌপদীসহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই । লোকহিতে রত
 যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥ একচক্রা নির্জনে রহয়ে মহানন্দে ।
 সদা সোণ্ডরয়ে বলদেব কৃষ্ণচন্দ্রে ॥ দেখি একচক্রা ভূমি শোভা
 মনোহর । মনে বিচারয়ে যুধিষ্ঠির বিজ্ঞবর ॥ দেখিলু অনেক
 দেশ ঐছে না দেখিল । ঐছে চিত্ত আকর্ষণ কোথাও নহিল ॥
 ইথে বুঝি কৃষ্ণ লীলাস্বলী এই স্থান । কৃষ্ণ জানাইলে জানি
 অহিমা ইহান ॥ ঐছে বিচারিতে প্রায় রাত্রি শেষ হৈল ।
 কৃষ্ণের ইচ্ছাতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল ॥ স্বপ্নচ্ছলে রোহিণী-
 নন্দন বলরাম । হইলা সাক্ষাৎ শোভা অতি অনুপাম ॥ মন্দ
 মন্দ হাসিয়া অভ্যুত স্নেহাবেশে । রাজা যুধিষ্ঠিরে কিছু কহে
 মৃদুভাষে ॥ এই কথো দূরে নবদীপ নামে গ্রাম । সুরধুনী

বেষ্টিত পরম রম্য স্থান ॥ কলির প্রথমে কৃষ্ণ তথা বিপ্রকূলে ।
 জন্মিব আচ্ছন্নরূপে মহাকুতূহলে ॥ নানাদেশে জন্মিবেন প্রিয়-
 গণ তাঁর । তাঁর ইচ্ছামতে জন্ম এথাই আমার ॥ এই একচক্রা
 মোর বিলাসের স্থান । এত কহি বলদেব হৈলা অস্তুর্দ্ধান ॥
 হইয়া বিস্ময় রাজা চিন্তে মনে মনে । শ্বেতদ্বীপ হেন দেখে
 একচক্রা গ্রামে ॥ দেখিতেই ভূমিশোভা নিদ্রাভঙ্গ হৈল ।
 স্বপ্নকথা প্রাতে ভ্রাতাগণে জানাইল ॥ একচক্রা হইতে পাণ্ডব
 পঞ্চভাই । নবদ্বীপে আসি উত্তরিল। এই ঠাই ॥ দেখি নবদ্বীপ
 শোভা হর্ষ কণে কণে । মহারাজ যুধিষ্ঠির বিচারয়ে মনে ॥
 একচক্রা গ্রামে যৈছে দেখিলু স্বপ্নেতে । এথা কি দেখিব
 বলি নারে স্থির হৈতে ॥ রাজার যে মনোরক্তি বুঝনে না যায় ।
 হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥ স্বপ্নাচ্ছলে কৃষ্ণ বলদেব
 ভ্রাতাঙ্গয় । হইলা সাংক্কাৎ শোভা ভুবনমোহয় ॥ রাজাযুধিষ্ঠিরে
 কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া । মোর জন্মভূমি এই নগর নদীয়া ॥ কলি-
 যুগে প্রকট হইয়া গণমনে । মাতাইব জগৎ মাতিব সঙ্কীৰ্তনে ॥
 তোমা সব সহ সিন্ধুতীরে বিলসিব । ব্রজের দুর্লভ প্রেমস্থধা
 পিয়াইব ॥ এত কহি রাজার জানিয়া মনোরক্তি । হইলেন
 পরমসুন্দর গৌরমূর্তি ॥ কৃষ্ণ বলদেবের দেখিয়া হেনরূপ ।
 আশ্চর্য্যবিস্ময়িত যুধিষ্ঠির ভক্তভূপ ॥ পরম আনন্দে সিক্ত হইয়া
 নেত্রজলে । লোটাইয়া পড়ে দুই প্রভু পদতলে ॥ দুই প্রভু
 রাজায় করিয়া আলিঙ্গন । কহিয়া প্রবোধ বাক্য হৈল অদর্শন ॥

প্রভু অদর্শনে হৈল ব্যাকুল হৃদয় । জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি
 প্রভাত সময় ॥ এ অদ্ভুত কথা জানাইয়া ভ্রাতাগণে । কথো
 দিন আনন্দে রহিল। এই খানে ॥ মহতের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহা-
 শয় । তাঁর বাসস্থান হেতু মহৎপুর কয় ॥ এথা ছিল পঞ্চবট
 বৃক্ষ বিস্তারিত । অতি সুশীতল ছায়া সর্ব মনোহিত ॥
 দ্রৌপদী সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই । দেখি নবদ্বীপশোভা
 অধৈর্য্য এথাই ॥ যুধিষ্ঠিরবেদি নাম উচ্চ টীলা* ছিল । প্রভুর
 ইচ্ছাতে সে সকল লুপ্ত হৈল ॥ ওহে শ্রীনিবাস কত কহিব সে
 কথা । অজ্ঞাত রূপেতে পাণ্ডবের বাস এথা ॥ পাণ্ডব শ্রীনব-
 দ্বীপচন্দ্রের আদেশে । এথা হৈতে যাত্রা করিলেন ওতুদেশে ॥
 উৎকলে পুরুষোত্তম পুরী সম্বন্ধানে । রহিলেন কিছু দিন
 অপূর্ব কাননে ॥ তথা শ্রীবিগ্রহ শ্রীমাধব তাঁর নাম । ছিলেন
 রাক্ষস স্থানে পাইল সন্ধান ॥ গদাঘাতে ভীম সে রাক্ষসে
 নষ্ট কৈলা । শ্রীমাধবসেবা সর্বলোকে প্রচারিলা ॥ অদ্যাপি-
 হ ভাগ্যবন্ত লোক সেবে তাঁরে । পাণ্ডবের ক্রিয়া যত কে
 কহিতে পারে ॥ এই মহৎপুরে গৌরচন্দ্র মহারঞ্জে । প্রকাশে
 অদ্ভুত লীলা পরিকর সঙ্গে ॥ যে বারেক মহৎপুর করয়ে
 দর্শন । অনায়াসে পায় সে অমূল্য ভক্তিধন ॥ শ্রীমহৎপুর-
 প্রসঙ্গেতে যঁার রতি । তাঁর দৃষ্টিমাত্রে ঘুচে অন্যের দুঃখতি ॥
 এত কহি শ্রীমহৎপুর হৈতে চলে । সোঙরি গৌরান্ধলীলা

* টীলা অর্থাৎ উচ্চস্থান ।

ভাসে নেত্র জলে ॥ গঙ্গা-পূর্ব ধারে রাহুপুর গ্রাম হয় ।
 কেহো কেহো রাহুপুরে রুদপুর কয় ॥ শ্রীজ্ঞানঠাকুর সে
 রাহুপুরে গিয়া । শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥ এই
 রাহুপুর পূর্ব রুদ্রদ্বীপ নাম । গ্রাম লুপ্ত হৈল এবে আছোমাত্র
 স্থান ॥ রুদ্রদ্বীপ নাম যৈছে প্রচার হইল । তাহা কিছু কহি
 বিজ্ঞমুখে যে শুনিল ॥ গৌরচন্দ্র প্রকট হইব নদীয়ায় । ইথে
 শ্রীকৃষ্ণের মহা উল্লাস হিয়ায় ॥ নিজগণসনে রুদ্রদেব, এই
 ধানে । হইলা উন্নত গৌরচরিত্রকীর্তনে ॥ চতুর্দিকে নানা
 বাদ্য ধ্বনি মনোহর । অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য করে মহেশ্বর ॥
 মেদিনী কম্পয়ে শ্রীকৃষ্ণের পদভরে । দেখিতে সে নৃত্যশোভা
 কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥ কৃষ্ণের নর্তনে কেবা না করে নর্তন । স্বর্গে
 নানা পুষ্প বরিষয়ে দেবগণ ॥ দেবের অন্তরে গোদ বাড়ে
 অনিবার । সবে কহে খণ্ডিল জীবের দুঃখ ভার ॥ প্রভু না
 জন্মিতে রুদ্র প্রভুজন্ম গায় । এবে অবশ্য জন্মিব নদীয়ায় ॥
 দেখি প্রভু-জন্মলীলা জুড়াব নয়ন । এত কহি স্বর্গেও নাচয়ে
 দেবগণ ॥ প্রভুগুণ-গানে রুদ্র আত্ম বিস্মরিত । হইলা অধৈর্য্য
 প্রভু দেখি রুদ্র রীত ॥ অন্য-অলঙ্কিত রুদ্রদেবে দেখা দিয়া ।
 রুদ্র দেবে করে স্থির ঐছে প্রবোধিয়া ॥ তোমার যে মনো-
 বৃত্তি সফল করিব । অতি অবিলম্বে গণসহ প্রকটিব ॥ প্রভু-
 বাক্যে রুদ্র স্থির হৈয়া মহানন্দে । বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে
 গৌরচন্দ্রে ॥ শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবে আলিঙ্গিয়া । হইলেন

অদর্শন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ প্রভু অদর্শনে রুদ্র ব্যাকুল হিয়ায় ।
 কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছায় ॥ নিজগণ সহ রুদ্র বসি
 এই খানে । করে স্খারষ্টি গৌরচরিত্র কথনে ॥ ওহে শ্রীনিবাস
 এ পরম পুণ্যস্থান । শ্রীরুদ্রবিলাসে তেঞি রুদ্রদ্বীপ নাম ॥
 এ স্থান দর্শনমাত্রে ঘুচয়ে দুঃখতি । গৌরপাদপদ্মে রুদ্র জন্মা-
 যেন রতি ॥ ঐছে শ্রীঈশান স্থান মহিমা कहিয়া । চলে বেল-
 পৌখেরা গ্রামেতে হুফ হৈয়া । শ্রীনিবাসে কহে বেলপৌখেরা
 এ গ্রাম । কহয়ে প্রাচীনে বিদ্বপক্ষ পূর্ব নাম ॥ বিদ্বপক্ষ নাম
 এ স্থানের যৈছে হয় । তাহা কিছু कहিয়ে প্রাচীন লোকে
 কয় ॥ পঞ্চবক্ত্র শিবমূর্তি ছিলেন এখানে । তাঁর যে মহিমা
 তাহা কে कहিতে জানে ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে যেন যে কার্য্য
 প্রার্থয় । তাহা পূর্ণ করে পঞ্চবক্ত্র দয়াময় ॥ এক সময়েতে
 কত তপস্বী ব্রাহ্মণ । মনোরথাসিদ্ধি-হেতু করে শিবার্চন ॥
 এক পক্ষ বিদ্বদলে পূজিতে শিবেরে । হইলেন শিব মহাপ্রসন্ন
 অন্তরে ॥ রূপাদৃষ্টে চাহি পঞ্চবক্ত্র মহেশ্বর । বিপ্রগণে কহে
 লেহ নিজাভীষ্টবর ॥ বিপ্রগণ কহে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কার্য্য যাহা ।
 অনুগ্রহ করি মো সবারে দেহ তাহা ॥ বিপ্রগণে কহে শিব
 कहিলা আশ্চর্য্য । কৃষ্ণ পরিচর্যা বিলু নাই শ্রেষ্ঠ কার্য্য ॥
 বিপ্রগণ কহে পরিচর্যা শ্রেষ্ঠ হয় । কিরূপে হইব লভ্য कह
 রূপাময় ॥ পঞ্চবক্ত্র কহে কিছু চিন্তা না করিবে । অনায়াসে
 কৃষ্ণপরিচর্যা লভ্য হবে ॥ এই কথো দিনে এই নদীয়া নগরে ॥

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন বিপ্রঘরে ॥ তোমরাও সেই সঙ্গে প্রকট
হইবা । তাঁর বাল্যাবেশে মহা সুখ জন্মাইবা ॥ করিয়া তাহার
স্থানে বিদ্যা-অধ্যয়ন । জানিবা তাঁহারে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥
তাঁর প্রিয় ভক্ত সহ সদা কুতূহলে । তাঁর পরিচর্য্যারত হইবা
সকলে ॥

শুনি পঞ্চবক্তৃ মহাদেবের বচন । ভূমে পড়ি প্রণমিলা
সকল ব্রাহ্মণ ॥ করিয়া অনেক স্তুতি বিদায় হইয়া । কৃষ্ণ শাদ-
পদ্ম চিন্তে নিভুতে রহিয়া ॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌর কৃষ্ণের
ইচ্ছায় । কথো দিনে পঞ্চবক্তৃ হৈলা গুপ্ত প্রায় ॥ এক পঞ্চ
বিল্বদলে পূজিল ব্রাহ্মণ । এই হেতু বিল্বপঞ্চ নাম বিজ্ঞে কন ॥
এ স্থান দর্শনে পঞ্চবক্তৃ মহানন্দে । মিলায়েন পরম দুর্লভ
গৌরচন্দ্রে ॥ এথা বিশ্বস্তর প্রিয়ভক্তের সহিতে । যৈছে বিল-
ময়ে তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥ ঐছে কত কহিয়া শ্রীঠাকুর
ঈশান । চলয়ে ভারইভাঙ্গা মহাপুণ্যস্থান ॥ মনের উল্লাসে
কহে শ্রীনিবাস প্রতি । এ ভারইভেঙ্গা দেখ অপূর্ব বসতি ॥
পূর্বে ভারদ্বাজ টীলা নাম ব্যক্ত যৈছে । প্রাচীন লোকেতে যে
কহয়ে কহি তৈছে ॥ ভারদ্বাজ মুনি সমুদ্রাদিতীর্থ হৈতে ।
আইলেন চক্রদহ গঙ্গা সমীপেতে ॥ এবে চক্রদহে লোক চাকদা
কহয় । তথা হৈতে নবদ্বীপে করিলা বিজয় ॥ ওহে শ্রীনিবাস
মুনি আগি এই খানে । হইলা বিল্বল নবদ্বীপ নিরীক্ষণে ॥ এই
উচ্চ টীলারণ্যে রহি কথো দিন । আরাধয়ে গৌরচন্দ্রে হৈয়া

দীনহীন ॥ ভারদ্বাজ প্রেমাবশ হৈয়া গৌরহরি । হইলা সাক্ষাৎ
 মহাঅদ্ভুত মাধুরী ॥ ভারদ্বাজ নতি স্তুতি করিলা বিস্তর । প্রভু
 আজ্ঞা কৈল নেহ নিজাভীষ্ট বর ॥ মুনিবচন প্রভু এই প্রার্থনা
 আমার । নবদ্বীপে দেখি যেন তোমাব বিহার ॥ প্রভু কহে
 হ'বে যে তোমার মনে হয় । এত কহি অদর্শন হৈলা দয়াময় ॥
 প্রভু অদর্শনে মুনি নারে স্থির হইতে । মুনির যে চেষ্টা তাহা
 কে পারে বুঝিতে ॥ নবদ্বীপে প্রণমিয়া ভারদ্বাজ মুনি । চলিলা
 ভ্রমিতে ধন্য করিতে ধরণী ॥ এই উচ্চস্থানে ভারদ্বাজ বিল-
 সিল । এই হেতু ভারদ্বাজটীলা নাম হইল ॥ এথা গৌরা-
 রঙ্গের অতি অদ্ভুত বিলাস । এস্থান দর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাস ॥
 এত কহি ঈশানঠাকুর প্রেমাবেশে । চলিলেন স্বর্ণবিহার
 গ্রাম পাশে ॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে দেখ এই গ্রাম । পূর্বা-
 পর স্বর্ণবিহার হয় নাম ॥ স্বর্ণবিহার নাম যেরূপে হইল ॥
 তাহা কিছু কহি বিজ্ঞগণে যে কহিল ॥ এই দেশে ছিল এক
 রাজা ভাগ্যবান । কৃষ্ণোত্তে অনন্য ভক্তি সর্বোৎকর্ষে প্রধান ॥
 নারদের শিষ্য প্রশিয়াদি মহাশয় । তার মধ্যে আইল কেহ
 রাজার আশ্রয় ॥ রাজা তাঁরে অতিশয় সম্মান করিয়া । বস-
 ইলা আসনে ভূমিতে প্রণমিয়া ॥ প্রভু অবতার কত তাঁহারে
 জিজ্ঞাসে । তেঁহ সব জানাইল সুমধুর ভাষে ॥ রাজারে প্রশ্ন
 হইয়া সেই মহাশয় । পুনঃ রাজা প্রতি সুমধুর বাক্যে কয় ॥
 কলিতে হইয়া পীতবর্ণ অবতার ! নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত
 বিহার ॥ ব্রহ্মাদির পরম দুর্লভ সঙ্কীর্তন । সঙ্কীর্তনে মত্ত হইয়া

মা'তাবে ভুবন ॥ যৈছে মহারাসে নৃত্য কৈলা বৃন্দাবনে ।
 তৈছে নৃত্যে দিব স্নখ প্রিয়ভক্তগণে ॥ নবদ্বীপ হইবেক স্নখের
 অবধি । এই হেতু ঐছে গ্রাম বসাইল বিধি ॥ নবদ্বীপধামতত্ত্ব
 অন্য অগোচর । জানিব সে জানাইলে প্রভু পরিকর ॥ ঐছে
 কত কহি সে বৈষ্ণব মহাশয় । করিয়া রাজায় কৃপা করিলা
 বিজয় ॥ এ সব শুনিয়া রাজা বিচারয়ে মনে । ধিক্ এ মনুষ্য
 জন্ম ধিক্ এ জীবনে ॥ রাজবিষয়েতে মত্ত হইলু অনিবার । 'না
 হইল সাধুসঙ্গ ছুর্দৈব আমার ॥ বিনা সাধুসঙ্গ কোন কার্য-
 সিদ্ধি নয় । এত দিনে কৃপা কৈল সাধু কৃপাময় ॥ এবে সে
 জানিনু প্রভু ধাম এ নদীয়া । এত বিচারিতে প্রেমে উথলয়ে
 হিয়া ॥ নবদ্বীপপানে চাহি বহে অশ্রুধার । নবদ্বীপভূমে প্রণ-
 ময়ে বার বার ॥ নবদ্বীপধামে রাজা প্রার্থনা করয় । এই কর
 সে সময়ে যেন জন্ম হয় ॥ এ বাক্যে আকাশবাণী হইল
 রাজায় । অবতীর্ণকালে জন্ম হবে নদীয়ায় ॥ বদ্যপি রাজার
 হর্ষ এ কথা শ্রবণে । তথাপি না ধরে পৈর্য্য কত উঠে মনে ॥
 ভকত-বৎসল প্রভু বিশ্বস্তর রায় । স্বপ্নচ্ছলে লীলাশচর্য্য দেখান
 রাজায় ॥ চতুর্দিকে মহত্স মহত্স ভক্তগণ । বায় নানা বাদ্য
 গানে মোহয়ে ভুবন ॥ সে সভার মধ্যে নাচে নদীয়ার শশী ।
 শ্যামলহৃন্দর রূপ যেন সুধারশি ॥ দেখি কৃষ্ণচন্দ্রে রাজা
 জুড়ায় নয়ন । সেই ক্ষণে দেখে তারে সুবর্ণ বরণ ॥ হইয়া
 অপর্য্য রাজা বিচারয়ে মনে । সুবর্ণবিগ্রহ কে বিহরে সঙ্কী-

র্তনে ॥ ঐছে বিচারিতে নিদ্রা ভাঙ্গিল রাজার । স্থির হৈয়া
 প্রশংসে গোভাগ্য আপানার ॥ স্বর্ণবিগ্রহের বিহার হইল
 ধ্যান । এই হেতু স্বর্ণবিহার নামস্থান ॥ ওহে শ্রীনিবাস আর
 কহিয়ে তোমারে । প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ প্রকট বিহারে ॥ এই
 খানে ভক্তগোষ্ঠী সহ গৌরহরি । করয়ে নর্তন লোক দেখে
 নেত্র ভরি ॥ হইয়া বিহ্বল পরস্পর লোকে কয় । স্বর্ণবিগ্রহ
 কি কীর্তনে বিহরয় ॥ কেহ কহে এমন সুন্দর বর্ণ নাই । না
 দেখি জগতে কথু উপমার ঠাই ॥ কি অদ্ভুত বিহার মোহয়ে
 ত্রিভুবন । এত কহি স্থির হইতে নারে কোন জন ॥ ঐছে এ
 প্রশস্ত নাম স্বর্ণবিহার । সংক্ষেপে কহিনু, নারি করিতে
 বিস্তার ॥ স্বর্ণবিহার গ্রাম যে করে দর্শন । শ্রীগৌরান্ধ বিহারে
 ডুবয়ে তার মন ॥ এত কহি স্বর্ণবিহার গ্রাম হইতে । মায়া-
 পুরে চলয়ে মিশ্রের আলয়েতে ॥ মায়াপুর পরম অপূর্ব রম্য-
 স্থান । যে দেখে নারেক তার জুড়ায় নয়ন ॥ মায়াপুর-মহিমা
 কেবা বা অস্ত পায় । মায়াপুরস্থান সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায় ॥ শ্রী-
 নিবাস রামচন্দ্র নরোত্তমসনে । হেন মায়াপুরে আইলা মিশ্রের
 ভবনে ॥ ভবন ভিতরে শ্রীঈশান প্রবেশিয়া । হৈল প্রেমে
 বিহ্বল পুরুষ সোঙরিয়া ॥ কতক্ষণে স্থির হৈয়া সবে স্থির
 করি । এক ভিতে রহি দেখে ভবনমাধুরী ॥ শ্রীনিবাস প্রতি
 অতি ধীরে ধীরে কয় । মহাযোগপীঠ এই মিশ্রের আলায় ॥ এ
 আলায় প্রভুলীলামাধুর্য্য বাঢ়ায় । অন্যের দুঃখের শ্রীআলায় পদ্ম

প্রায় ॥ শচীসহ উপেক্ষনন্দনমিশ্রবর । এ বিষ্ণুমণ্ডপে বিষ্ণুপূজে
 নিরন্তর ॥ জগন্নাথমিশ্র যৈছে প্রবীণ সৰ্বাংশে । তৈছে তাঁর
 ভাৰ্য্যা শচী কেবা না প্রশংসে ॥ শচী জগন্নাথের বিবাহে মহা-
 স্তম্ভ । যে দেখিল তাহার খণ্ডিল সব দুখ ॥ নীলান্বরচক্রবর্তী
 মহাবিদ্যাবান্ । তাঁর কন্যা শচী তেঁহ মিশ্রে কৈলা দান ॥ শ্রী-
 শচীর হৈল অষ্ট কন্যা এক পুত্র । পুত্রনাম বিশ্বরূপ বিদিত
 সৰ্বত্র ॥ বিশ্বরূপ চরিত্র কহিতে নাই অন্ত । বিবিধপ্রকারে
 গুণ বর্ণে ভাগ্যবন্ত ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্ৰমে ॥

অথ তস্য গুরুশচক্রে সৰ্বশাস্ত্রার্থবেদিনঃ ।

পদবীৰ্ণিত তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রীমন্মিশ্রপূরন্দরঃ ॥

তমেকদা সৎকুলীনং পণ্ডিতং ধৰ্ম্মিণাং বরং ।

শ্রীমাম্লীলান্বরো নামচক্রবর্তীমহামনাঃ ॥

সমাহুয়াদদৎ কন্যাং শচীং স কুলসংকৃতঃ ।

তাং প্রাপ্য সোহপি বরুধে শচীং মিশ্রপূরন্দরঃ ॥

ততো গেহে নিবসত স্তস্য ধর্ম্মো ব্যবর্জিত ।

আতিথৈঃ শান্তিকৈঃ শৌচৈর্নিত্যকাম্যক্রিয়াফলৈঃ ॥

তত্র কালেন ক্রিয়তা তস্যার্ফৌ কন্যাকাঃ শুভাঃ ।

বভূবুঃ ক্রমশো দৈবান্নাঃ পঞ্চত্বং গতাঃ শচী—॥

বাৎসল্য দুঃখতপ্তেন জগাম মনসা হরিং ।

পুত্রার্থং শরণং শ্রীমান্ পিতৃষজ্ঞং চকার সঃ ॥

কালেন ক্রিয়তা লেভে পুত্রং সুরসুতোপমং ।

মুদগাপ জগন্নাথো বিধিং প্রাপ্য যথাধনঃ ॥
 নাম তস্য পিতা চক্রে শ্রীমতো বিশ্বরূপকঃ ।
 পঠতা তেন কালেন স্বল্পেনৈব মহাত্মনা ॥
 বেদশচ ন্যায়শাস্ত্রঞ্চ জ্ঞাতঃ স দেবাগ উত্তমঃ ।
 স সর্বজ্ঞঃ সুধীঃ শান্তঃ সর্বেষামুপকারকঃ ॥
 হরেৰ্ধ্যানপরো নিত্যং বিষয়ে নাকরোশ্মনঃ ।
 শ্রীমদ্ভাগবতরস-স্বাদমন্তো নিরন্তরং ॥

ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বরূপের অন্তর । কে বুঝিতে পারে
 কিবা চিন্তে নিরন্তর ॥ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সকল তত্ত্ব জানে ।
 প্রভুকে আনিব ইথে হর্ষ ক্ষণে ক্ষণে ॥ গঙ্গাজল তুলসী চন্দন
 পুষ্প দিয়া । প্রভুকে আরাধে মহাত্মার করিয়া ॥ শ্রীঅদ্বৈত
 ছুঙ্কারে পাইয়া মহানন্দ । (কৈলা শচী গর্ত্তাবলম্বন গৌরচন্দ্র ॥
 শচী জগন্নাথ শোভা বৃদ্ধি অতিশয় । শচীগর্ত্তে স্থখে গৌরচন্দ্র
 বিলময় ॥ এক দুই গণনে হইলে ছয় মাস । সর্বচিত্তাকর্ষে
 প্রভু করি গর্ত্তে বাস ॥ অকস্মাৎ শ্রীঅদ্বৈত এথাই আসিয়া ।
 শচীগর্ত্ত বন্দিল চন্দন গন্ধ দিয়া ॥ করি প্রদক্ষিণ হর্ষে গেলা
 নিজালয় । শচী জগন্নাথ এথা হইলা বিস্ময় ॥ এথা শচী আগে
 ব্রহ্মাদিক স্তুতি করে । গর্ত্তে রহি প্রভু নানাকৌতুক বিস্তারে ॥
 ত্রয়োদশ মাস শচীগর্ত্তেতে রহিল । কে বুঝিতে পারে এই
 অলৌকিক লীলা ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে

দ্বিতীয় সর্গে ২৪ শ্লোকঃ ॥

ক্রমেণ মাসা দশ তে ত্রয়াধিকাঃ

সমীযুরাসন্নতয়া সমাপ্ততাং ।

তপস্যামাসচরমঃ সমঙ্গলো

বভূব তেষাং জগতঃ স্তুতৈকভূঃ ॥

চৌদ্দশত সাত শকে ফাল্গুন পূর্ণিমা । ফাল্গুণী নক্ষত্র সর্ব
মঙ্গলের সীমা ॥ হৈল চন্দ্রগ্রহণ সময়ে বিশ্বস্তর । অবতীর্ণ
হৈলা এই দেখ জন্ম-ঘর ॥ জগন্নাথমিশ্রে পুত্ররত্ন লভ্য হৈল ।
সর্বাস্ত স্তন্দর রূপে সতে মগ্ন কৈল ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্রমে ॥

তং বিকাশিকমেনেকগং লসৎ, পূর্ণচন্দ্রবদনং কনকাভং ।

তেজসারিতিমিরং দিশঃ স্বয়ং, কারয়ন্তুপলভ্যন্ততং সঃ ॥

ওহে শ্রীনিবাস চন্দ্রগ্রহণের ছলে । করাইলা নিজ নাম-
গ্রহণ সকলে ॥ স্থানে স্থানে লোকের সংঘট্ট অতিশয় । করয়ে
কীর্তন সর্বচিত্তে হর্ষোদয় ॥ যার মুখে কভু না শুনিষু কৃষ্ণ-
নাম । সেহো নাম লইয়া করয়ে গঙ্গাস্নান ॥ আনের কা কথা
যবনেও কৃষ্ণ কয় । ঐছে উদ্ধারয়ে জীবে শচীর তনয় ॥ সঙ্কী-
র্তন প্রিয় প্রভু জন্ম সঙ্কীর্তনে । সঙ্কীর্তন মহিমা বিদিত ঐ-
ডুবনে ॥

তথাহি পদ্যাবলীধৃতপ্রভাসখণ্ডবচনং ॥

চেতোদর্পণমাজ্জর্নং ভবমহাদাবাগ্নিনির্কাপণং

শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকারিতরংগং বিদ্যাবধূজীবনং ।

আনন্দাস্বধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং

সৰ্ব্বাঙ্গসম্পন্নং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসকীৰ্ত্তনং ॥

যে শুনিল শ্রীনামকীৰ্ত্তন ধন্য সেহো । শ্রবণমহিমা কি
কহিতে পারে কেহো ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্ৰমে ॥

কীৰ্ত্তনং শ্রীহরেঃ শ্রদ্ধা নিমিষাৰ্দ্ধেন যা ভবেৎ ।

শ্রীতিরসাদৃশাং সা তু কোটিযজ্ঞৈর্ভবেন্নহি ॥

প্রভুর জনম কথা সৰ্ব্বত্র ব্যাপিল । প্রভু আকর্ষণে সবে
অধৈর্য্য হইল ॥ ধাইল অসংখ্য লোক মিশ্রের গৃহেতে ।
দেবতা মনুষ্য কেহো না পারে চিনিতে ॥ মিশ্রগৃহে আনন্দ
সমুদ্র উথলয়ে । প্রভু জন্ম লীলা বিজ্ঞে বিস্তারি বর্ণয়ে ॥

তথাতি গীতে বসন্তঃ ॥

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে । জনমিলা গোরাচান্দ
শচীর উদরে ॥ ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী । শুভক্ৰমে
জনমিলা গোরা দ্বিজমণি ॥ পূর্ণিমার চান্দ যিনি করিল প্রকাশ ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইল নৈরাশ ॥ দ্বাপর যুগেতে ভেল কৃষ্ণ
অবতার । আপনে করিল সেই অসুর সংহার ॥ শচীর উদরে
ভেল গোরা-অবতার । কলিযুগে জীব গোরা করিলা উদ্ধার ॥
বাসুদেব ঘোষে গায় মনে করি আশা । গোরা পছঁ পদ দুই
করিয়া ভরসা ॥

পুনর্বসন্তঃ ॥

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র । দশদিগে উঠিল আনন্দ ॥ ৬ ॥

রূপ কোটি মদন যিনিয়া । হাসে নিজ কীৰ্ত্তন শুনিয়া ॥

অতি সুমধুর মুখ অঁাখি । মহারাজ চিহ্ন সব দেখি ॥ ৩৮-
রগে ধ্বজ বজ্র শোভে । সব অঙ্গ জগ-মন লোভে ॥ দূরে গেল
সকল আপদ্ । ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ্ ॥ ক্রীচৈতন্যানিত্যা-
নঙ্গ জ্ঞান । বৃন্দাবনদাস গুণ গান ॥

পুনর্বসন্তঃ ॥

(ফাল্গুন পূর্ণিমা শুভক্ষণে । পুত্র প্রসবিয়া শচী চাহে পুত্র
পানে ॥ তিলে তিলে কত উঠে চিতে । কনক নবনী ব্রমে
নারে পরশিতে ॥) কত না যতনে কোলে করে । পুত্রের জনম
জানাইয়া মিশ্রবরে ॥ জগন্নাথ বিপ্র শিরোমণি । ভাসে সুখ-
সমুদ্রে পুত্রের জন্ম শুনি ॥ কত সাধে চলয়ে ধাইয়া । না ধরে
ধৈর্য চান্দ মুখ নিরখিয়া ॥ লইয়া আপন প্রিয়গণে । করয়ে
মঙ্গল কৰ্ম্ম পুত্রের কল্যাণে ॥ চতুর্দিকে জয় জয় ধ্বনি । সবে
কহে ধন্য ধন্য জনক জননী ॥) সবার অন্তরে বাড়ে সুখ ।
সুসুধুনী ধরনী বিসরে সব দুখ ॥ দশ দিশ হইল উজ্জ্বল । পশু
পক্ষী বৃক্ষ লতা প্রফুল্ল সকল ॥ নরহরি কহিতে কি আর ।
গৌরচন্দ্রোদয়ে গেল তাপ অন্ধকার ॥

পুনর্ধানিশী ॥

ফাল্গুন পূর্ণিমা, মঙ্গলের দীপা, প্রকট গোকুল ইন্দু ।
নদীয়া নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, উথলে আনন্দ সিন্ধু ॥ কিবা
কোঁড়ুক পরসপরে । (শচীদেবী ভালে, পুত্র লৈয়া কোলে,
বিলসে সূতিকা ঘরে ॥ ধ্রু ॥

বালকে দেখিতে, ধায় চারি ভিতে, কেহ না ধরয়ে ধৃতি ।
 গ্রহণাক্ষকারে, কে চিনে কাহারে, অসংখ্য লোকের গতি ॥
 বালক মাধুরী, দেখি আঁখি ভরি, পাসরে আপন দেহা । নর-
 হরি কয়, শচীর তনয়, প্রকাশে কি নব লেহা ॥

পুনঃ কাসোদঃ ॥

পরম শুভ শচীগর্ভে বিলসত গৌরগোকুল নাহ । করই
 স্তুতি নতি দেবগণ ঘন ভবনে ভরই উছাহ ॥ স্তভগ ফাল্গুন-
 পূর্ণিমা নিশি শশী উদয়ে রাহ্ গরাসি । ঐছে সময়ে প্রকাশ
 পছ নিজ নাম পহিলে প্রকাশি ॥ হোত জয় জয় কার জগ-
 ভরি ধিরজ ধরত ন কোই । মিশ্র ভবনে প্রবেশি শিশু অব-
 লোকি উনমত হোই ॥ বিবিধ মঙ্গল রচই নব নব সব মনো-
 রথ পূর । ভগত নরহরি বিপুলবলী কলি গরবভর ভেল চূর ॥

পুনর্বাস্তুঃ ॥

জয় জয় জয় মঙ্গলরব, ফাল্গুন পূর্ণিমা নিশি নব শোভিত,
 শচীগর্ভে প্রকট গৌর বরজ রঞ্জনা । বাল কত বর বালক তনু,
 কুঙ্কুগ থির দামিনী জন্ম, চমকত মুখচন্দ্র মধুর ধৈরজ ভর
 ভঞ্জনা ॥ পছ প্রকাশ নিরখত, ঘন গণসহ গগণে সুরগণ বর-
 মত, কুন্ডমাণি বিপুল পুলক ভরল অঙ্গহী । করত কত মনো-
 রথ চিত, চঞ্চল ভনি চারু চরিত, লোচনজল ছল কত ছবি
 পায়ত বহু রঙ্গহী ॥ গায়ত কিম্বর স্বধঙ্গ, বায়ত যুদুতর যুদঙ্গ,
 ধা দিকি দিকি তা দিক্ দিক্, দিকট তক দিম্বানা ॥ নৃত্যত সুর
 নর্তকীচয়, বিবিধ ভাঁতি করু অভিনয়, উষট তত ক থৈ থৈ

ধৈ, তি অই অই অ তেন্নানা ॥) নির্মল দশ দিশ উজ্জোর,
মলয়ানিল বহত খোর, পিকু কুল কুহ কত বসন্ত, ঋতুপতি
সরসায়ত্রে । উছলত সুর সরিত বারি, নদীয়া মহি মুদ বিধারি,
মিশ্র ভবন কোতুকে নরহরি হিয় উমত্তা অত্র ॥

পুনর্বসন্তঃ ॥

আজু পুণিম, সাঁঝ সময়ে, রাহু শশি গরাসি । গৌরচন্দ্র
উদয়ে, তবহি, তাপ তম বিনাশি ॥ প্রফুল্লিত সব, ভক্তহৃদয়,
ধিরয ন ধরু কোই । সীতাপতি নিয়রে, চলত অতি উনমত
হোই ॥ ঘন ঘন ছল্লারত, অদ্বৈত পরম ধীর । বিলসত প্রিয়-
গণসহ গ্রহণে সুবধূনী তীর ॥ মঙ্গল কলরব সব নদীয়াপুর ভরি
ভেল । কোতুকে কোই, জানত নাহি, কৈছে রজনী গেল ॥
মিশ্রভবন শোভা শুভ, সম্পদ সুখ বাড়ি । আয়ত বহু লোক
কোঁন, যাত ভবন ছাড়ি ॥ বায়ত মুহু বাদ্য সব স, বাদক মুদ
মাতি । গায়কগণ গান নিপুণ, গায়ত কত তাঁতি ॥ নর্তক কৃত
নৃত্যতান্ত্রা, ধৈ তাঁথে উচারি । নির্মল যশ ভনত ভাট, ভঙ্গি
ভর বিধারি ॥ যাচক মন তোষি মিশ্র দেত উচিত দান । নিরু-
পম নবনী তরঙ্গ, নিরগত ঘনশ্যাম ॥

পুনর্বসন্তঃ । তোড়িঃ ॥

ভুবন মনচোরা, গোকুলপতি গোরা,-চাঁদের জনম কি
শুভক্ষণে । দেখিয়া পুত্রমুখ, শচীর যত সুখ, তাহাকি কহি-
বারে পারে আনে ॥ (নদীয়াপুর-নারী, আইসে সারি সারি,

লইয়া খারি ভরি দ্রব্য বহু । স্তম্ভে স্তম্ভে স্তম্ভে, মানুষে মিশা-
ইয়া, বালকে নিরখিয়া থির নহু ॥ শ্রীমীতাদেবী আসি, সূতিকা
গৃহে পশি, দেখিয়ে শিশু উলসিত হিয়া । মালিনী আদি সঙ্গে, ^১
ভাসয়ে নানা রঙ্গে, করয়ে কত না মঙ্গল ক্রিয়া ॥ গোয়ালিনী
বা কত, গোয়াল শত শত, লইয়া দধি আসে চারু সাজে ।
সবে বিহ্বল চিতে, পুরব সভাবেতে, ছড়ায় দধি আঙ্গিয়ার
মাঝে ॥ ১) রচিয়া করতালী, হাসিয়া নাচে ভালি, তা দেখি দেবে
গোপবেশ ধরি । নাচয়ে আঙ্গিগাতে, কেবা না নাচে তাতে,
সঘন জয় জয় ধ্বনি করি ॥ বাজয়ে বাদ্য হেন, কোতুক নাহি
যেন, মিশ্রালয়ে সে নন্দালয় রীতি । নরহরি কি কব, প্রভু-
জনমোৎসব, উৎসাহে কারু কিছু নাহি স্মৃতি ॥

ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব জন্ম কথা । নীলাম্বরচক্রবর্তী
লগ্নগণে এথা ॥ এথা অষ্ট দিনে অষ্ট কলাই বিলায় । ব্যাপিল
অসংখ্য শিশু এই আঙ্গিগায় ॥ এথা দেবগণে দেখে প্রভুর
বিলাস । বিবিধ কোতুকে পূর্ণ হৈল এক মাস ॥ এথা বিশ্ব-
স্তরের শ্রীউত্থান শয়নে । মাতা পিতা নানা চিহ্ন দেখে শ্রী-
চরণে ॥ বালক উত্থান পর্বে নারীগণ এথা । করে যে মঙ্গল
কর্ম্ম সে অদ্ভুত কথা ॥ এই খানে বিশ্বস্তর ক্রন্দনের ছলে ।
অকস্মাৎ হরিবোল বোলায় সকলে ॥ কি বলিব বাল্যাবেশে
অদ্ভুত প্রকাশ । বিশ্বস্তর বয়স হইল চারি মাস ॥ (এই ঘরে
আই বিশ্বস্তরে শোয়াইয়া । গেলেন কোথাও একা বালকে
রাখিয়া ॥) অদ্ভুত বালক ক্রিয়া কেহ না বুঝয় । ঘরে নানা

সামগ্রীর করে অপচয় ॥ আসিয়া দেখয়ে পুত্র আছয়ে শয়নে ।
কে কৈলে এ কর্ম বলি চিন্তে মনে মনে ॥ ছয়মাসে এথা অন্ন
প্রাশন সময় । হৈল নাগকরণ কোতুক অতিশয় ॥ ত্রীনিমাই
বিশ্বম্ভর নাম লোকরীতে । পুন নাম হৈল বহু বিদিত জগতে ॥
(অন্নপ্রাশনের যে বিধান লোকে গায় । হইল সে সব মহানন্দ
নদীয়ায় ॥)

গীতে কানোদঃ ॥

নদীয়ার নারী পুরুষ, স্মৃতি মানি, মনে মহানন্দিত হৈয়া ।
নিমাইর অন্নপ্রাশনে, সকলে আইসেন নানা সামগ্রী লৈয়া ॥
শচীসুত শোভা, দেখে আঁখি ভরি, নীলাম্বর ভাগ্যবস্তুর
কোলে । নব নব আভরণময়, কর্টিতটে পট্ট ধটি, অঞ্চল
দোলে ॥ হেগ সরসিজ জিনি, তনুখানি মুখে, কি উপমা
চান্দ্রের ঘটা । মিষ্ট অন্ন কণিকা, গ্রহণে কিবা অদ্ভুত, যুছ
হাসির ছটা ॥ এ হেন উৎসাহে, কেবা ধরে ধৃতি, কহিতে
কোতুক না আইসে মুখে । সবে শচী জগন্নাথে, প্রশংসায়
নরহরি হিয়া উথলে সুখে ॥

কি বলিব শচীদেবী রহি এই খানে । পাইলা আনন্দ সর্ব-
জনের সম্মানে ॥ (এথা আই পুত্রে শোয়াইয়া মহাসুখে ।
পাড়িয়া কাজল স্নিগ্ধহেতু দেন আঁথে ॥ এথা বৈসে আই
চতুর্দিকে নারীগণ । নিমাইরে করি কোলে পিয়ায়েন স্তন ॥
এথা আই নিমাইচান্দ্রে নিন্দাইতে । গায় স্নমধুর স্বরে যেবা

লয় চিতে ॥/ ওহে শ্রীনিবাস এথা শচীঠাকুরাণী । বালকে
লালস্বয়ত কহিতে না জানি ॥ জানু চক্ৰমণ প্রভু করে এ
অঙ্গণে । সে অদ্ভুত শোভা স্বখে বর্ণে বিজ্ঞগণে ॥

গীতে যথা ॥

এক মুখে কি কহিব গোরাটাদের লীলা । হামাগুড়ি যায়
নানা রঙ্গে শচীবালা ॥ লালে ঝর ঝর মুখ দেখিতে সুন্দর ।
পাকা বিশ্বফল যিনি হুরঙ্গ অধর ॥ অঙ্গদ বলয় সাজে সুবাহু
যুগলে । চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে ॥ সোনার সিকলি
শিরে পাটের থোপনা । বাহুদেব ঘোষে কহে নিছনি আপনা ॥

পুনঃ রাগ ভূড়ি ॥

জগন্নাথমিশ্র মহাস্বখে । পুন্নে কোলে করি চুম্ব দেই
চান্দমুখে ॥ শিরে কেশ ভূষণ সাজায় । আঁগুলি চালিতে
স্নেহ উথলে হিয়ায় ॥ নিমাই বাপের কোলে হৈতে । ভঙ্গি
করি নাময়ে অঙ্গণে বেড়াইতে ॥ হামাগুড়ি বেড়ায় অঙ্গণে ।
সোনার নুপুর বাজে স্ফটিক চরণে ॥ চলিতে হেরই উলটিয়া ।
চলনমাধুরী মিশ্র দেখে দাঁড়াইয়া ॥ সম্মুখে আসিয়া কহে
মায় । কোলে চড় সিয়া বাপ ধুলা লাগে গায় ॥ জননীর হাতে
হাত দিয়া ॥ কোলে উঠে লহ লহ হাসিয়া হাসিয়া ॥ দুখবিন্দু
সম দস্তদ্যুতি । হাসিতে প্রকাশ তায় কেবা ধরে ধৃতি ॥ ভুটি
আঁখে যায় পানে চায় । তারে নিরন্তর স্বথ সমুদ্রে ভাসায় ॥
জননীর কোলে ভাল শোহে । নরহরি নিছনি ভুবনমনমোহে ॥

(এথা পুজ্জ লৈয়া কোলে জিজ্ঞাসয়ে আই । নেত্র নাসা
মুখ কেবা বলহ নিমাই ॥ শুনিয়া মায়ের কথা বাঢ়ে মহামুখ ।
দেখান অঙ্গুলি দিয়া নেত্র নাসা মুখ ॥) জানু চক্ৰমণে এথা
সর্পে হুথ দিলা । সর্পের কুণ্ডলি পরি শয়ন করিলা ॥ তাহা
দেখি ভয়ে সবে করে হায় হায় । এ হেতু অনন্তদেব এই
পথে যায় ॥ এথা বিশ্বরূপ বিশ্বস্তরে কোলে লৈয়া । ঝাড়য়ে
অঙ্গের ধূলা না জানি কি কৈয়া ॥ জানু-চক্ৰমণে নানা রঙ্গ
প্রকাশয় । হরয়ে সবার দুঃখ শোভা অতিশয় ॥ ওহে শ্রীনি-
বাস শ্রীচরণ চক্ৰমণে । পরম কৌতুক এই অপূর্ব অঙ্গণে ॥
হুচারু চরণস্পর্শে মহীতাপ ক্ষয় । অঙ্গের কিরণে সর্বচিত্ত
আকর্ষয় ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্ৰমে ॥

ততঃ কালেন শোণাভ্যাং পাদাভ্যামমিতদ্যুত্তিঃ ।

অটন্ বিরহজং তাপং মেদিন্যাঃ সংজহার সঃ ॥

এ অঙ্গণপ্রদেশের মর্ম্ম কেবা জানে । পাদচক্ৰমণের
আরম্ভ এই খানে ॥

গীতে তোড়ি রাগঃ ॥

(শচীঠাকুরাণী চারু ছান্দে । হাঁটন শিখায় গোরাচান্দে ॥
হু হু কহেন হাসিয়া । ধরো মোর অঙ্গুলী আসিয়া ॥) শুনি
হুখে নদীয়ার শশী । মায়ের অঙ্গুলি ধরে হাসি ॥ ধীরে ধীরে
উঠিয়া দাঁড়ার । দুই চারি পদ চলি যায় ॥ ছাড়িয়া অঙ্গুলি

পড়ে ভূমে । শচী কোলে লৈয়া মুখচূমে ॥ কোলে চড়ি চরণ
দোলায় । বাজরে নুপুর রাঙ্গা-পায় ॥ আঙ্গুলে কচালি স্তন
পিয়ে । নাহি যে উপমা তায় দিয়ে ॥ চারি দিগে চার ভঙ্গি
করি । তাহাতে নিছনি নরহরি ॥

স্ব-ইচ্ছায় বিশ্বস্তর বাঢ়ে দিনে দিনে । পরম কৌতুকে
একা ভ্রমে এ অঙ্গণে ॥ নবদ্বীপনিবাসী স্ত্রীগণ মহানন্দে ।
প্রভাতে আসিয়া এথা দেখে গৌরচন্দ্রে ॥

গীতে রাগ বিভাসঃ ॥

নদীয়ার অতি, পুণ্যবতী পতি-ব্রতাগণের কি মনের গতি ।
নিজ পুত্রে মন, নাহি অনুখন, ভণে শচীসুত চরিত রীতি ॥
নিশিষেষ দেখি, শয়ন উপেখি, তিল আধ নাহি ধৈর্য বাঁধে ।
নানা দ্রব্যে খারি, ভরি সারি সারি, লৈয়া চলে দিতে নদীয়া-
চাঁদে ॥ শচীর গৃহেতে, প্রবেশিতে চিতে, উথলয়ে কত
কৌতুকসিদ্ধ । দেখয়ে সকলে, জননীর কোলে, খেলে বসি
গোরা গোকুল-ইন্দু ॥ জুড়ায় নয়ন, নারীগণ প্রাণ, পা'য়া
কোলে করি পাসরে দেহা ॥ কহে নরহরি, আহা মরি মরি,
কে বা দিরজিল এহেন লেহা ॥

এই খানে নিমাইর অদ্ভুত নর্তন । (করতালি দিয়া নাচা-
য়েন নারীগণ ॥)

গীতে রাগ তোড়ী ॥

নাচো আরে বাপ বিশ্বস্তর । করভরি খা'তে দিব কীর

ননী সয় ॥ পতিব্রতাগণ চারি পাশে । কহে কত নিমাই-
 চান্দেরে মুহু ভাষে ॥ হরি হরি বোল বুলি । সবে মিলি সঘনে
 রচয়ে করতালি ॥ চাহি গোরা জননীর পানে । হরি বোল
 বুলি নাচে বিবিধ বন্ধানে ॥ কিবা চান্দমুখে মুহু হাসি । ভুলায়
 ভুবন চালে স্থধা রাশি রাশি ॥ নয়ন চাহনি চারু ছান্দে ।
 ভুজের ভঙ্গিমা দেখি কেবা ধির বাঁধে ॥ কি মধুর মধুর কিরণে ।
 ঝলকে অঙ্গণ হেম-অঙ্গের কিরণে ॥ কিঙ্কণী নূপুর ঝাজে
 ভালে । নরহরি নিছনি চরণ তল তালে ॥

এথাই জননী স্নেহে গিহ্বল হইয়া । কহে কত নিমাই-
 চান্দের মুখ চা'য়া ॥

গীতে ধানশী ॥

আরে মোর সোনার নিমাই । আপনার ঘর ছাড়ি, না
 যাবে পরের বাড়ি, বসিয়া খেলাবে এই ঠাঁই ॥ ক্র ॥

শিশুগণ খেলাইতে, আসিবে তোমার সাঁথে, এথাই
 রাখিবে তা সবারে । যখন যে চাও তুমি, তাহা আনি দিব
 আমি, কিসের অভাব মোর ঘরে ॥ যদি কেহো কিছু কয়,
 তারে দেখাইহ ভয়, বাপের নিষেধ জানাইয়া । চঞ্চল বালক
 মেলে, বাড়ির বাহির গেলে, মায়ে কি ধরিতে পারে হিয়া ॥
 তিলেক আঁখের আড়ে, পরাণ না রহে ধড়ে, নরহরি জানে
 মোর দুখ । মায়ের বচন ধর, ঘরে বসি খেলা কর, সদা যেন
 দেখি চান্দ মুখ ॥

এই খানে বিশ্বস্তর ধূলা মাথে গায় । তা দেখি জননী
 হাসি করে হায় হায় ॥ এথা মায়ে কিছু কহিবেন এ কারণ ।
 সন্দেশাদি ত্যাগি কৈল যুক্তিকা ভঞ্জন ॥ এক দিন এই ঘরে
 শচী জগন্মাতা । (পুত্রে নিদাইতে কহে পৌরাণিক কথা ॥)
 প্রতিবাক্যে বিশ্বস্তর রচয়ে ছন্দার । পরম আনন্দে মাতা কহে
 অনিবার ॥ ওহে বাপ বিশ্বস্তর কৃষ্ণ মথুরায় । কংসে বধিবারে
 গেলা কংসের সভায় ॥ কতক্ষণ মল্লযুদ্ধ করি কংসাসুরে । মঞ্চ
 হৈতে ভূমে পাড়ি বধিলা কংসেরে ॥ শুনি প্রভু ক্রোধাবেশে
 কহে বার বার । আর যে আছেয়ে তারে করিমু সংহার ॥ আর
 এক দিন প্রভু শুতিয়া এ ঘরে । স্বপ্নে সম্বোধয়ে শিব ব্রহ্মাদি
 দেবেরে ॥ ওহে শিব ব্রহ্মা চিন্তা না করিহ মনে । জীব উদ্ধা-
 রিয়া মাতাইব সঙ্কীৰ্তনে ॥ ঐছে নানা স্বপ্নে কথা কহে বিশ্ব-
 স্তর । শুনি খুখুংকারে মাতা শঙ্কাতি অন্তর ॥ ওহে শ্রীনিবাস
 বিশ্বস্তর বাল্যাবেশে । কহিতে না জানি কিছু যেরঙ্গ প্রকাশে ॥
 বিশ্বস্তরে লৈয়া এই ঘরে ছিল আই । অকস্মাৎ মহাভীড় হৈল
 এই ঠাই ॥ চতুর্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণে । দেখি শচী
 মায়ের হইল ভয় মনে ॥ এইঘরে জগন্নাথমিশ্র ছিল শূ'য়া ।
 পিতার নিকটে পুত্রে দিল পাঠাইয়া ॥ অকস্মাৎ শুনে নৃপু-
 রের শব্দ হয় । বিস্মিত হইয়া পিতা মাতা কত কয় ॥ রজনী
 প্রভাতে পিতা মাতা সশঙ্কিত । করিল মঙ্গল কৰ্ম্ম যে হয়
 বিহিত ॥ এথা শিশুগণमध्ये নাচে বিশ্বস্তর । সে শোভা দেখিয়া
 কত কহে পরস্পর ॥

গীতে রাগঃ কামোদঃ ॥

কিএ হাম পেখলু কনক পুতলিয়া । শচীর অঙ্গণে নাচে
ধূলি ধূষরিয়া ॥ চৌদিগে বিগম্বর বালক বেঢ়িয়া । তার মাঝে
নাচে গোরা হরি হরি বলিয়া ॥ উজ্জ্বল কমলপদ ধায় দ্বিজ-
মগিয়া । জননী শুনয়ে ভাল নৃপূরের ধনিয়া ॥ কহে বাসুদেব-
ঘোষ শিশু রস জানিয়া । ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া ॥

ওহে শ্রীনিবাস এ অঙ্গণে বিশ্বস্তর । নাচে নানা রঙ্গে সে
কৌতুক মনোহর ॥

গীতে বিভাষঃ ॥

শচীর অঙ্গণে নাচে বিশ্বস্তররায় । হাসি হাসি ফিরি ফিরি
মায়েরে লুকায় ॥ বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইলু । শচী বলে
বিশ্বস্তর আমি না দেখিলু ॥ মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে ।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জনগমনে ॥ বাসুদেব ঘোষে কহে অপ-
রূপ শোভা । শিশুরূপ দেখি হয় জগমন লোভা ॥

পুনঃ । রাগ ভাট্যালি ॥

নাচে গোরা শচীর ছললিয়া । চৌদিগে বালক মেলি,
দেই তারা করতালি, হরি বোল হরি বোল বলিয়া ॥ ধ্রু ॥

স্বরঙ্গ চতুনা মাথে, গলায় সোনার কাঁটি । সাধ করে
পরায়্যাছে সায ধড়া গাছি আঁটি ॥ সুন্দর চাঁচর কেশ সুবলিত
তনু । ভুবনমোহন বেশ ভুরু কানধনু ॥ রজত কাঞ্চন নানা
আভরণ, অঙ্গে মনোহর সাজে । রাতা-উতপল * চরণযুগল

তুলিতে নূপুর বাজে ॥ শচীর অঙ্গণে নাচয়ে সঘনে বোলে
আধ আধ বাণী । বাসুদেবঘোষে বোলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা যেন পরাণের পরাণি ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

রঙ্গে নাচয়ে শচীর বালা । রূপে করয়ে ভুবন আলা ॥
জিনি হেম সরসিজ তনু । ধূলীধূষর পরাগ জন্ম ॥ বেশ ভূষণ
শোভয়ে ভালী । হরি বলি দেই করতালী ॥ যত্ন হাসয়ে মধুর
ছাঁছে । তাহে কেবা বা ধৈর্য বাঁধে ॥ চারিদিকে কি কোঁতুকে
চায় । কর ভরি সর দেই মায় ॥ ভঙ্গি করি ঘন ঘন ঘুমে ।
ধটি অঞ্চল লোটায় ভূমে ॥ কটি কিকিণী স্ফুটায় ছটা । তার
ঝিনি শব্দ ঘটা ॥ বাজে ঝনু নূপুর পায় । নরহরি সে
নিছনি তাঁয় ॥

কি বলিব এই খানে শচীর নন্দন । মায়ের অঞ্চল ধরি
করয়ে ভ্রমণ ॥ বাড়ির বাহিরে প্রভু খেলাইতে যায় । কি শুচি
অশুচি স্থান সর্বত্র বেড়ায় ॥ (এই খানে দাড়াইয়া কহে শচী
আই । না যাহ অশুচি স্থানে অবুধ নিমাই ॥ মায়ের কথায়
যে কহিল বিশ্বস্তর । তাহা শুনিতেই হৈল বিশ্বয় অন্তর ॥
খেলায় মৰ্কটখেলা ঐ গঙ্গাতীরে । ডাকয়ে জননী এথা রহি
উঠৈঃশ্বরে ॥ অলঙ্কিত আসি এই ঘরে সামাইয়া । ক্রোধা-
বেশে নানা দ্রব্য ফেলে ছড়াইয়া ॥ নিমাইরে কোলে করি

শচীদেবী এথা । কহে কত নিমাই না মানে তাঁর কথা ॥
 কোলে হৈতে নামি এডু পলাইয়া যায় । হাতেছড়ী করি আই
 পাছে পাছে ধায় ॥ চতুর্দিকে দেখে লোক কহে বার বার ।
 যশোদার প্রায় শ্রীশচীর ব্যবহার ॥ (এথা বর্জ্য যুক্তিকা হাড়ির
 আসনেতে । বৈসে বিশ্বস্তর মসিচিহ্ন সর্বাপ্তেতে ॥ জননী
 কহয়ে শুচি অশুচি না জান । স্নান করসিয়া শীঘ্র মোর কথা
 মান ॥ শুনি কত কহে ক্রোধে উল্লাস অন্তরে । ইচ্ছকা লইয়া
 ত্রাস দেখান মায়েরে ॥ এথা নারীগণ মধ্যে মূর্ছাপন্ন আই ।
 তাহে নারীকেল ফল আনিল নিমাই ॥ কুকুর শাবক লৈয়া
 এথাই খেলায় । তাহারে রাখয়ে এই ঘরের পিড়ায় ॥ সে
 শাবকে আই ছলে দিলেন ছাড়িয়া । এথা গালি পাড়ে মায়
 নিমাই কান্দিয়া ॥ জগতজননী শচীদেবী এই খানে । প্রবোধে
 বালকে যৈছে কেবা ভাহা জানে ॥ (এথা আই মাজাইয়া নানা
 উপহার । বটবৃক্ষতলে চলে যষ্ঠী পূজিবার ॥ এথা বিশ্বস্তর মগ্ন
 ছিলেন খেলায় । না মানি নিষেধ যষ্ঠীপূজারূপে খায় ॥ এথা
 আই ধরি বৃদ্ধ নারীর চরণে । নিমাইর মঙ্গল প্রার্থয়ে জনে
 জনে ॥ এথা নারীগণ নিমাইরে কোলে করি । শিখায়েন যত
 তাহা করিতে না পারি ॥) ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বস্তর ইচ্ছাময় ।
 দুই চোরে বত কৃপা কহিল না হয় ॥ বিশ্বস্তর অঙ্গে দেখি
 নানা আভরণ । লইতে করয়ে যুক্তি এথা দুই জন ॥ জগৎ
 ভুলায় যে তাহারে ভুলাইয়া । লৈয়া গেলা চোরভ্রমে ভ্রমিলা

নদীয়া ॥ এথা স্কন্ধ হৈতে নামাইয়া সাবহিত । পলাইলা
 চোর এ কোঁতুক অলক্ষিত ॥ নিমাইসুন্দর চঞ্চলের শিরো-
 মণি । যবে যে করয়ে তাহা কহিতে কি জানি ॥ যার তার
 ঘরে গিয়া বালকে কান্দায় । দধি দুগ্ধ ভাণ্ড সব ভাঙ্গিয়া
 ফেলায় ॥ এথা হর্ষে আসি তাঁরা দেন ওলাহন । ব্রজে যৈছে
 যশোদায় কহে গোপীগণ ॥ ওহে শ্রীনিবাস এই নদীয়া নগরে ।
 অতিথের সেবা অতিশয় মিশ্র-ঘরে । কিবা বিপ্র কি সন্ন্যাসী
 কেহো কেনে নয় । সবারে আদরে মহা উল্লাস হৃদয় ॥ এক
 দিন আইলা এক * তৈরীক ব্রাহ্মণ । অতি দিব্য তেজ শুদ্ধা-
 চার সর্বোত্তম ॥ সর্বশাস্ত্রে বিদ্যা কেহো লিখিতে না পারে ।
 উপসনা শ্রীগোপালমন্ত্র ষড়ঙ্করে ॥ কণ্ঠভূষা শ্রীবালগোপাল
 শালগ্রাম । নিরন্তর বদনে জপয়ে কৃষ্ণনাম ॥ তাঁরে দেখি
 মিশ্র মহা আনন্দ-অন্তরে । বিহিত বিধানে বাসা দিলা এই
 ঘরে ॥ এথা অকস্মাৎ বিপ্র বিশ্বস্তরে দেখি । কাহার বালক
 বলি না ফিরায় আঁখি ॥ এ হেন বালক না দেখিছু কুন খানে ।
 হইয়া অধৈর্য্য বিপ্র কহে মনে মনে ॥ বিপ্র-পানে চাহি প্রভু
 জন্ম হাঙ্গিয়া । শিশুসহ বাড়ির বাহিরে খেলে গিয়া ॥ বিপ্র
 মহাধীর কিছু না কহে কাহারে । দেখিয়া মিশ্রের চেষ্টা
 উল্লাস অন্তরে ॥ মিশ্র মহাযত্নে বিপ্রে পাক করাইল । প্রায়
 সন্ধ্যা উত্তীর্ণেই পাক সাঙ্গ হৈল ॥ কৃষ্ণে ভোগ দিতে ধ্যানে
 বৈসে বিপ্রবর । আইলা শোভাময় অন্তর্যামী বিশ্বস্তর ॥ মহা-

হর্ষে হাসি এক গ্রাস অন্ন খায় ! দেখি ভাগ্যবন্ত বিপ্র করে
 হায় হায় ॥ মিশ্র মহাক্রোধে পুত্রে চাহয়ে মারিতে । কহি
 কত বিপ্র ধরিলেন মিশ্র হাতে ॥ মিশ্রের কথায় পুনঃ করিলা
 রক্ষন । পুন ঐছে বিশ্বস্তর করিল ভক্ষণ ॥ পুনঃ বিশ্বরূপের
 বিনয়ে বিপ্রবর । পাক কৈল পুন ঐছে ভুঞ্জে বিশ্বস্তর ॥ ভকত
 বৎসল প্রভু ভুঞ্জি বারতর । শেষে অনুগ্রহ যৈছে কহি সাধ্য
 নয় ॥ হইল অনেক রাত্রি প্রভুর ইচ্ছাতে । সবে নিদ্রাগত যে
 যে ছিলেন এখানে ॥ ভুবনমোহন বিশ্বস্তর দয়াময় । স্নমধুর
 বাক্যে বিপ্র প্রতি কত কয় ॥ ভক্তাধীন প্রভু এই রক্ষনের
 ঘরে । দেখি বিপ্র আশ্চর্য্য দেখান বিশ্বস্তরে ॥ অষ্টভুজ শঙ্খ-
 চক্রাদিক চতুর্দিকে । দ্বয়ে ভুঞ্জে নবনী, বায়য়ে বংশীদ্বয়ে ॥
 সর্ব্বাঙ্গ স্তম্ভর রত্নভূষণে ভূষিত । নেত্রের ভঙ্গিতে করে জগৎ
 মোহিত ॥ দেখে বিপ্র যমুনাগুলিন বৃন্দাবন । চতুর্দিকে
 শোভয়ে গো গোপ গোপীগণ ॥ দেখি বিপ্র আনন্দে পড়িয়া
 মহীতলে । ধুইলেন প্রভু-পাদপদ্ম নেত্রজলে ॥ করুণাসমুদ্রে
 প্রভু শচীরনন্দন । জানাই নদীয়াক্রীড়া কৈল আলিঙ্গন ॥ অন্যে
 এ সকল প্রকাশিতে নিষেধিল । প্রভুব্যক্ত হইলে এ সব ব্যক্ত
 হৈল ॥ আচ্ছন্নরূপেতে বিপ্র রহি নদীয়ায় । দেখে প্রভুলীলা
 যাহা ব্রহ্মাদি ধিয়ায় ॥ এই খানে এক দিন মিশ্রের তনয় ।
 করয়ে ক্রন্দন তাহে বিদরে হৃদয় ॥ জগদীশহিরণ্য ক্রীএকাদশী
 দিনে । বিষ্ণুলাগি কৈল নানা সামগ্রী যতনে ॥ তাহাই খাইতে
 আগে চায় বিশ্বস্তর । শুনিলেন জগদীশহিরণ্য বিপ্রবর ॥

বিষ্ণুর নৈবেদ্য না হইভে আনি দিল । তাহা এথা ভুঞ্জিয়া
 ক্রন্দন সম্বরিল ॥ জগদীশহিরণ্যের ওই বাড়ি হয় । জগন্নাথ-
 মিশ্র সঙ্গে অত্যন্ত প্রণয় ॥ কি কব নিমাইর বাল্য চেষ্টা
 নিরুপম । যখন যে চায় তাহা না দিলে বিষম ॥ এথা রহি
 নিমাই আকাশ-পানে চায় । চাঁদ ধরি দেহ মোরে কহে শচী-
 মায় ॥ উড়ে পক্ষী দেখি এথা শচীর নন্দন । ধরি দেহ মোরে
 কহি, করয়ে ক্রন্দন ॥ বালিকা সকল মিলি আসিয়া এথায় ।
 নিমাইর উপদ্রব কহে শচীমায় ॥ এথাই আসিয়া পুণ্যবস্ত
 বিপ্র সব । মিশ্রে কহে নিমাই-চান্দের উপদ্রব ॥ এথা রহি
 বিশ্বস্তর প্রতি কহি আই । বিশ্বরূপে ডাকিয়া আনহ শীত
 যাই ॥ বিশ্বরূপ আছেন শ্রীঅদ্বৈত সভায় । তাঁরে কহে
 ভোজনে চলহ ডাকে মায় ॥ অগ্রজের বস্ত্রাঞ্চল ধরি বিশ্বস্তর ।
 মোহিয়া সবার চিত্ত আইলেন ঘর ॥ স্থান সংস্কারি গুই দিনু
 সেই ক্ষণে । এই খানে দুই ভাই বসিলা ভোজনে ॥ ওহে
 বাপ শ্রীনিবাস কহিতে কি আর । সে সব ভাবিতে হিয়া
 বিদরে আমার ॥ এই খানে শচী মিশ্র পুত্রেরে বুঝায় । যে
 কার্য্য করিলা বাপ ইহা না জুয়ায় ॥ ঋষিসম শ্রীমুরারিগুপ্ত
 নদীয়াতে । সত্বেই সমীহা তারে করে সর্ব্ব মতে ॥ ভোজ-
 নের কালে তার ভোজন থালিতে । লঘী কেলা ইথে কেবা
 নানিন্দে জগতে ॥ তেহেঁ বিজ্ঞ তেঞি দোষ নানিল তোমার ।
 কোথাও এমন কার্য্য না করিহ আর ॥ বিদ্যারম্ভসময়ে শ্রীমিশ্র
 এই খানে । পুত্র-হাথে খড়ি দিলা অতি শুভক্ষণে ॥ ক, খ, গ,

ঘ, লেখিয়া কহয়ে লেখ বাপ । হাটু পাড়ি লেখে তা দেখিলে
 যুচেতাপ ॥ দেখিয়া নিমাঞি চান্দ ক, খ, গ, ঘ, বোলে । তাহা
 শুনি মিশ্র হিয়া আনন্দে উথলে ॥ বিদ্যারসে মগ্ন প্রভু পৌ-
 গণ্ড বয়সে । লেখিতে না পাইলেই চাকল্য প্রকাশে ॥ যবে
 যে লিখয়ে তাহা বাড়ে দিনে দিনে । বিশ্বস্তরে সবে প্রশংসয়ে
 এই খানে ॥ এথা জগন্নাথমিশ্র মহার্ঘ চিতে । হইলা চেষ্টিত
 বিশ্বস্তরে পড়াইতে ॥ খুলিয়া পুস্তক পাঠ দিলা এই খানে ।
 বিশ্বস্তর মগ্ন হইলেন অধ্যয়নে ॥ (এই খানে দাঁড়াইয়া বিশ্বস্তর
 রায় । একাদশী করিতে কহেন শচীমায় ॥ পুত্রের বচনে হর্ষ
 হৈয়া যত্ন করি । করেন শ্রী একাদশীত্রয়ত সর্বোপরি ॥ এথা
 জগন্নাথমিশ্র হর্ষ অতিশয় । বিশ্বরূপে বিবাহ দিবেন বিচারয় ॥
 বিশ্বরূপ সকল অনিত্য বিচারিরা । সম্যাস গ্রহণ কৈল কৃষ্ণের
 লাগিয়া ॥ শ্রীশঙ্করারণ্য নাম হইল বিদিত । তীর্থ পর্যটনে
 চলে যৈছে পূর্বরীত ॥ বিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের অংশ হয় ।
 বয়স্ ষোড়শ বর্ষ সৌন্দর্য্যাতিশর ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্ৰমে ॥

ইতুস্ত্বা বক্তুমারেভে বৈদ্যো হৃদ্যাং কথাং শুভাং ।

বলদেবাংশকস্যাপি বিশ্বরূপস্য পাবনীং ॥

শ্রীমচ্ছ্রীবিশ্বরূপঃ সকলগুণনিধিঃ ষোড়শাকোহতিশুদ্ধঃ

প্রাপ্যচার্য্যত্বমাত্মশ্রবণমননতাসক্তধীঃ প্রেমভক্তঃ ।

সর্বজ্ঞঃ সর্বদাগৌ নরহরিচরণাসক্তচিত্তোহতিহৃষ্টঃ

শান্তঃ সন্তোষযুক্তো জগতি ন রতিমান্ বেদবেতা রসজ্ঞঃ ॥

এথা বিশ্বস্তর কান্দে ধূলায় লোটায় । অগ্রজবিচ্ছেদে অতি
 ব্যাকুল হিয়ায় ॥ এথা শচী জগন্নাথমিশ্র দৌঁছে কান্দে ।
 দৌঁহার ক্রন্দনে কেহ স্থির নাহি বাঞ্চে ॥ কোথা বিশ্বরূপ বলি
 ডাকে বার বার । কেবা না খুরয়ে গুণে লোক নদীয়ার ॥
 হইল ক্রন্দনময় মিশ্রের ভবন । সে সব ভাবিতে দুঃখে দগ্ধয়ে
 জীবন ॥ শচী জগন্নাথে সবে প্রবোধে এথায় । হইলেন স্থির
 বিশ্বস্তরের ইচ্ছায় ॥ এক দিন এথা পিতা মাতা প্রতি কয় ।
 বিশরূপসম্ম্যাসে মঙ্গল অতিশয় ॥ পিতৃকুল মাতৃকুল তেঁহো
 উদ্ধারিব । আমি তোমা দৌঁহাকার সেবন করিব ॥ শুনি পুত্র-
 বাক্য দৌঁছে অতিহর্ষ হৈলা । কোলেতে লইয়া মুখচন্দ্রমা
 চুম্বিলা ॥ ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বরূপের সম্ম্যাসে । যুচয়ে চাকল্য
 কিছু দিবসে দিবসে ॥ এথা শচী প্রতি কহে মিশ্র পুরন্দর ।
 চূড়াকর্ম যোগ্য হইলেন বিশ্বস্তর ॥ এত কহি দৌঁছে বেদ-
 বিহিত বিধানে । করিল পুত্রের চূড়াকর্ম এই খানে ॥

গীতে ধানশী ॥

আজু কি আনন্দময়, লোকগতি অতিশয়, শোভাময় শচীর
 ভবনে । সবার পরাণ জুড়া, নিমাইচান্দ্রের চূড়া,-কর্ম কি
 অপূর্ব শুভক্ষণে ॥ দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে, সাজাইয়া বিশ্বস্তরে,
 বসাইয়া দিব্যাসন পরি । যে বেদবিহিত আর, লোকরীতি যে
 প্রকার, তাহা মিশ্র করে যত্ন করি ॥ আসিয়া নাপিত আর্ঘ্য,
 সাধয়ে সে নিজ কার্য্য, কর্ণমূলে পীতসূত্র দিতে । (নারীগণ
 বজকারে, কে না জয়ধ্বনি করে, ব্যাপিল মঙ্গল পৃথিবীতে ॥)

বিপ্রে করে বেদপাঠ, বর্ণয়ে কবিত্ত ভাট, বাদক বিবিধ বাদ্য
বায় । নাচয়ে নর্তক যত, নরহরি কহে কত, গায়কে নিম্নল
যশ গায় ॥

চিদানন্দগয় প্রভু লোকবৎ লীলা । কর্ণবেধ না করিতে
ছিত্র সে দেখিলা ॥ নাপিত দেখিয়া মনে পাইল বিস্ময় । প্রভু
ইচ্ছামতে পারে কিছু নাহি কয় ॥ শ্রীজীব সন্দর্ভে যেই সব
বিচারিল । নরহরি আজ্ঞা-পায়া আনন্দ করিল ॥

পুনশ্চ রাগ বেলাবলী ॥

আজু নিরুপগ গৌরচন্দ্রচূড়া বেদবিহিত মঙ্গল লোকভীড়
ভবনে । শ্রীনবদ্বীপ বধূরন্দ রীতি অতুল উলু লু লু লু লু লু
দেত কি উলাস শ্রবণে ॥ ভূস্বর সমাজ ভ্রাজত ভূরি ভঙ্গি বেদ-
ধ্বনি স্রুগধুর হৃদি মোদ ভরঙ্গি । নৃত নাগধ বন্দী রচই নব
চরিতচয় শ্রবণপথ গত জগত চিত্ত হরঙ্গি ॥ বাদক যুগঙ্গাদি
বাদ্য প্রভেদ ভনি ধা ধা ধিলঙ্গ ধিকি তক ধিম্নিনা । গায়ত
সুছন্দ গুণিগণ নটত নট উঘটত তত্ত থৈ থৈ তি অই তিম্নিনা ॥
পুলক কুল বলিত উৎসাহময় মিশ্রবর বিতরি বহু দ্রব্য যাচক
সকলে তোষঙ্গি । নরহরি কি ভণব শোভা ভূরি নিরখি সুরগণ
মগন গগনে জয় জয় সঘনে ঘোষঙ্গি ॥

দেখ শ্রীনিবাস বাড়ি বাহিরে এথাই । বয়সাবেষ্টিত হৈয়া
খেলয়ে নিমাই ॥ (ওই পথে নারীগণ বিহ্বল হইয়া । নিমাই-
চান্দের শোভা দেখে দাঁড়াইয়া ॥) এক দিন এই খানে মিশ্র-
নহাশয় । বিশ্বস্তরে বাৎসল্য প্রকাশে অতিশয় ॥ কিছু দিনে

জগন্নাথমিশ্র এই খানে । পুন্নে যজ্ঞসূত্র দিব বিচারয়ে মনে ॥
করিল দিবস স্থির আনি বন্ধুগণ । মহানন্দে পূর্ণ হৈল মিশ্রের
ভবন ॥ যজ্ঞসূত্র সময়ে কোতুক নাই অন্ত । বিবিধপ্রকারে
তা বর্ণয়ে ভাগ্যবন্ত ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

কি আনন্দ নদীয়া নগরে । শ্রীশচীদেবীর পুত্র, ধরিবেন
যজ্ঞসূত্র, এই কথা প্রতি ঘরে ঘরে ॥ স্নেহেতে বিহ্বল হৈয়া
কে বা না চলয়ে ধা'য়া নানা দ্রব্য লৈয়া মিশ্রালয়ে । নিরুপম
মিশ্রালয়, লোকভীড় অতিশয়, সে শোভায় কে বা না ভুলয়ে ॥
মিশ্র মহাহর্ষ হৈয়া, করে বেদমত ক্রিয়া, যজ্ঞসূত্র দেই গোরা-
চান্দে । গৌরমূর্তি মনোহর, পরিধেয় রক্তাস্বর, হাতে দিব্য দণ্ড
ঝুলি কান্ধে ॥ প্রভু ভিক্ষা করে রঙ্গে, দেখি দেবনারী সঙ্গে,
নানুমে মিশায় ভিক্ষা দিতে । প্রভু প্রিয়গণ যারা, কত না
কোঁতুকে তারা, ভিক্ষা দেই প্রভুর ঝুলিতে । মঙ্গলবিধান যত
কে তাহা কহিবে কত, কিবা স্ত্রীগণের যজকার । বিপ্র বেদ-
ধ্বনি করে, শুনি কে ধৈর্য ধরে, ভাটগণে পড়ে কায়বার ॥
জয় জয় কলরব, ব্যাপিল সে দিশা সব, নৃত্য গীত বাদ্য নানা
ভাঁতি । দাস নরহরি ভণে, যাচক উচিত দানে, ভণয়ে অযশ
অখে মাতি ॥

পূর্নধানশী ॥

জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে । বাজে বাদ্য মঙ্গল বিধানে ॥

ନାରୀଗଣେ ଦେଇ ଯଜ୍ଞକାର । ଭାଟଗଣେ ପଢ଼େ କାୟବାର * ॥ ଶୁଭ-
କ୍ଷଣେ ଶରୀର ନନ୍ଦନ । ଯଜ୍ଞସୂତ୍ର କରଣେ ଧାରଣ ॥ ଓଁ ॥

ଯଜ୍ଞସୂତ୍ର ଉପମା କି ଆନେ । ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପେ ଅନନ୍ତ ଆପନେ ॥
କେଶହୀନ-ମନ୍ତ୍ରକ-ମାଧୁରୀ । କାର ବା ନା କରେ ଚିତ ଚୁରି ॥ ରକ୍ତ
ବାସ ପରିଧେୟ ଭାଲୋ । ରୂପେ ଦଶ ଦିଶା କରେ ଆଲୋ ॥ ଚତୁ-
ର୍ଦିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣସମାଜ । ତାର ମାବେ ଗୋରା ଦ୍ଵିଜରାଜ ॥ ହାତେ
ଦିବ୍ୟ ଦଘ ଝୁଲି କାଞ୍ଚେ । ତା ଦେଖି ଦୈରସ କେ ବା ବାଞ୍ଚେ ॥ ବାମନ
ଆବେଶ ବେଶ ଶୋହେ ॥ ଭଞ୍ଜିତେ ଭୁବନମନ ମୋହେ ॥ ହାସି ଯୁଦ୍ଧ
ହୁମଧୁର ଭାଷେ । ଭିକ୍ଷା ମାଗେ ଭକତେର ପାଶେ ॥ ସବେ ଚାହେ ପ୍ରାଣ
ଭିକ୍ଷା ଦିତେ । ସେ ଦେଇ ତାହା ନା ଭାୟ ଚିତେ ॥ ଦେବନାରୀ
ଗାନ୍ତୁଷେ ମିଶାଏ । ଭିକ୍ଷା ଦେନ ଚାନ୍ଦଗୁଥ ଚାଏ ॥ କେବା ବା ନା
ନିଛନ୍ଦେ ଜୀବନ । ଜୟ ଧ୍ଵନି କରେ ସର୍ବଜନ ॥ ତନେ ଘନଶ୍ୟାମ
ମିଶ୍ରାଲୟେ । ହୁଅନ୍ତେର ସମୁଦ୍ର ଉଥଲୟେ ॥

ଗୌରହରମ୍ଭର ପରମ ଶୁଭଧନେ ଧରଣ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ । (ବେଦବିହିତ
କ୍ରିୟା ନିପୁଣ ଶରୀ ମିଶ୍ର ନିରୂପଣ ରୀତ ॥ ବିବିଧ ମଙ୍ଗଳ ହୋତ
କୁଳବଧୁ ଉଲୁ ଲୁ ଲୁ ଲୁ ଲୁ ଲୁ ଦେତ । ଭାଟଗଣ ଭନ ହୁଅନ୍ତେ ଶୁଭ
ଶୋଭା ହୁଦିଛି ଭାର ଲେତ ॥) ଗାନ କରୁ ନବତାଳ ଗୁଣି ଯୁକ୍ତଜାଦି
ବାୟତ ହରଣ । ନୃତ୍ୟାକୃତ ନର୍ତ୍ତକ ଉତ୍ତମ ଘନ ଧା ଧି ଧିକଟ ଧିଲଙ୍ଗ ॥
ଦେଶଗଣ ମନ ମଗନ ଅତିଶୟ ନିରାଶି ଲଳିତ ବିଳାସ । ଭୁବନ ଭରି
ଜୟ ଜୟ ଜୟ ଧ୍ଵନି ନିଛନ୍ତି ନରହରିଦାସ ॥ ଓହେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଏହା
ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରାୟ । ପଢ଼ିବାର ଲାଗି ଅତି ଉଦ୍ଘିଷ୍ଟ ହିୟାୟ ॥ ବୁଝିଆ

পুত্রের চেষ্টা মিশ্র পুরন্দর । লৈয়া গেলা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের
ঘর ॥ গঙ্গাদাসে করিলেন পুত্র সমর্পণ । গঙ্গাদাস যত্নে পড়া-
য়েন ব্যাকরণ ॥ দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈলা চমৎকার । তাহা
দেখি কেবা না প্রশংসে নদীয়ার ॥ একদিন এইখানে প্রভু
গৌরচন্দ্র । তাহুল ভঞ্জন করি হাসে মন্দ মন্দ ॥ অকস্মাৎ
মূচ্ছাপন্ন এথাই হইলা । মাতা পিতা যত্নেতে চেতন করা-
ইলা ॥ স্থির হৈয়া প্রভু মাতা পিতা সন্তোষিল । বিশ্বরূপ
প্রসঙ্গাদি অনেক করিল ॥ এই ঘরে জগন্নাথ মিশ্র
পুরন্দর । স্বপ্নে দেখে সম্যাস করিলা বিশ্বস্তর ॥ নিদ্রাভঙ্গ
হৈলে প্রাতে ব্যাকুল হইয়া । করয়ে প্রার্থনা কত দেবে সন্তো-
ধিয়া ॥ রজনী প্রভাতে কহে শ্রীশচীদেবীয়ে । বুঝি বা নিমাই
মোর না থাকয়ে ঘরে ॥ (জগন্নাথমিশ্রে এথা কহে শচী আই ।
নিমাই রহিব ঘরে কুন চিন্তা নাই ॥ পড়া বিনা নিমাইরে কিছু
নাই ভায় । হইবেন যোগ্য মাতা পিতার সেবায় ॥ অনেক
প্রকারে কহিলেন শচীমাতা ।) তথাপি না ভুলয়ে দারুণ স্বপ্ন
কথা ॥ এক দিন এথা বসি মিশ্র পুরন্দর । মনে মনে কহে
পুত্র ছাড়িবেন ঘর ॥ এত কহি অধৈর্য্য ছাড়য়ে দীর্ঘশ্বাস ।
অকস্মাৎ দেহে জ্বর হইল প্রকাশ ॥ কি কহিব মিশ্র অদর্শন
যেন মতে । বিদরয়ে হৃদয় সে সব সোঙরিতে ॥ এথা ভূমে
পড়ি শচী শচীর তনয় । করয়ে ক্রন্দন যাতে জগত কাঁদায় ॥
প্রভুর ইচ্ছায়ে নবদ্বীপবাসিগণ । দৌহে স্থির করি স্থির হৈলা

ସର୍ବଜନ ॥ ଓହେ ବାପ ଶ୍ରୀନିବାସ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏଥା । ମାୟେ ପ୍ରାୟୋ-
 ଧିଳ କହି ଅମଧୁର କଥା ॥ କି ବଳିବ ଜନନୀର ସ୍ନେହ ସେ ପ୍ରକାର ।
 ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିନେ କିଛି ନା ଜାଣିବେ ଆର ॥ କେ ବୁଝିବେ ପାରେ
 ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ତର । କରନ୍ତେ ସେ ଲୀଳା ଶ୍ରୀକାନ୍ତର ଅଗୋଚର ॥
 ଏକ ଦିନ ନିମାଇଁ ଯାହିବେ ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନେ । ମାଗିଲେନ ପୁଷ୍ପ ମାଳା-
 ଦିକ ମାତା ସ୍ଥାନେ ॥ କିନ୍ତୁ ବଳନ୍ତ ହେତେ ମହାକ୍ରୋଧ ହେଲ ।
 ସେ କିଛି ଆছিল ଘରେ ସବ ନକଟ କେଲ ॥ ସର୍ବଶେଷେ ଏ ଅଙ୍ଗଣେ
 କରিল ଧ୍ୟାନ । ହେଲା ନିଦ୍ରାଗତ ଶ୍ରୀ ଶଚୀର ନନ୍ଦନ ॥ କତକ୍ଷଣେ
 ନିଦ୍ରାତ୍ୟକ୍ତ ହେଲ ଜାନିଲା । ଝାଡ଼ିଆ ଅଙ୍ଗର ଧୂଳା ପୁତ୍ରେ ଉଠାଇଲା ॥
 ପୁଷ୍ପମାଳାଦିକ ପୁତ୍ରେ ଦିଲା ମଞ୍ଜୁ କରି । ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନ କରି ହର୍ଷେ
 ଆଇଲା ଗୌରହରି ॥ ଏକ ଦିନ ଏଥା ଶଚୀ କହନ୍ତେ ପୁତ୍ରେ ।
 ଭକ୍ତୀ ମାମଗ୍ରୀ କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଘରେ ॥ ଶୁଣିଆ ମାୟେର କଥା ଶ୍ରୀ
 ହର୍ଷ ଚିତେ । ତୋଳା ଘୁଇଁ ସ୍ଵର୍ଗ ଆନି ଦିଲା ଏ ନିଭୁତେ ॥ ସ୍ଵର୍ଗ
 ଦେଖି ଶଚୀମାତା ଚିନ୍ତିତ ଅନ୍ତରେ । ପୁତ୍ରେର ଏ ରମ୍ୟ କିଛି ବୁଝିବେ
 ନା ପାରେ ॥ ଏକ ଦିନ ଶଚୀମାତା ବସି ଏହି ଥାନେ । ପୁତ୍ରେର ବିବାହ
 ଦିଅନ୍ତେ ବିଚାରନ୍ତେ ମନେ ॥ ପୌରାଣିକ ବୟସ ଶେଷେ କୈଶୋର ପ୍ରବେଶ ।
 ତିଳେ ତିଳେ ଘାଟେ ଶୋଭା ଅଶେଷ ବିଶେଷ ॥ ଦେଖିଆ ନିମାଇଁ
 ଚାନ୍ଦେ କେବା ସ୍ଥିର ହୟ । ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚେଟା ତାହା ଅନ୍ୟ ନା ଜାଣୟ ॥
 ଜନନୀର ପରମ ଆନନ୍ଦ ବାଟାହିତେ । ହେଲ ଶ୍ରୀରାମର ଇଚ୍ଛା ବିବାହ
 କରିବେ ॥ ଏଥା ଶାସ୍ତ୍ରଚିନ୍ତା କରି ଶଚୀର ନନ୍ଦନ । ଗଙ୍ଗାତୀରେ ଓହି
 ଶେଷେ କରିଲା ଗମନ ॥ ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ, ଆଇଲା ଗଙ୍ଗା-

জ্ঞানে । পরস্পর দেখা যৈছে বর্ণে বিজ্ঞগণে ॥)

গীতে যথা—কামোদ ॥

বল্লভ হুহিতা, লক্ষ্মী স্ফুরিতা, সখীতে বেষ্টিত হৈয়া ।
জ্ঞান করিবারে, চলে গঙ্গাতীরে, চাকিত চৌদিকে চা'য়া ॥
গৌরঙ্গ চান্দরে, দেগি কিছু দূরে, উথলে নিগূঢ় লেহা । সে
রূপ মাধুরী, অধা পান কবি, ধরিতে নারয়ে থেহা ॥ গোরা
শুণমণি, নিজ প্রিয়া চিনি, চাহয়ে লক্ষ্মীর পানে ॥ যিনি কাঁচা
সোনা, লক্ষ্মী তনু জেনা, প্রবেশে মরম খানে ॥ দৌহে দিঠি
কোণে, মিলে স্নগদ্বানে, আনে না জানিতে পারে । নরহরি
পহুঁ, হাসি লহুঁ লহুঁ, আনন্দে চলিল ঘরে ॥

এই খানে বসিয়া শ্রীশচীর কুমার । গোরে কহে হইবেক
মনে যে ভোমার ॥ এক দিন বনমালী আচার্য্য এখায় । বিবাহ
প্রসঙ্গ কিছু কহে শচীমায় ॥ বল্লভ আচার্য্যকন্যা লক্ষ্মী তার
মনে । হইল বিবাহ স্থির আর এক দিনে ॥ এথা মাতা পুত্রের
বিবাহ কথা কয় । শুনি কার্য্যে তৎপর শ্রীশচীর তনয় ॥
বিবাহ সামগ্রী শীঘ্র কৈল আয়োজনে । স্থির হৈল বিবাহদিবস
শুভক্ষণে ॥ বিবাহপ্রসঙ্গ নবদ্বীপ ঘরে ঘরে । প্রভু আকর্ষণে
কেহো স্থির হৈতে নারে ॥ সর্ববাবতারের সর্বভক্ত নদীয়ায় ।
বিলসয়ে স্ত্রী পুরুষ রূপে সে ইচ্ছায় ॥ আপনা মা জানে
কেহো তাঁর ইচ্ছামতে । করয়ে যে সব কার্য্য পূর্ণ স্বভাবেতে ॥
এথা যৈছে স্ত্রী পুরুষগণের গমন । যৈছে এ বিবাহ তা বর্ণয়ে

বিজ্ঞগণ ॥

গীতে যথা—ধানশী ॥

কি আনন্দ নদীয়া নগরে । নিমাইর বিবাহ কথা প্রতি
ঘরে ঘরে ॥ কি নারী পুরুষ নদীয়ার । বিবাহ দেখিতে হিয়া
উথলে সবার ॥ ভাটগণ চলয়ে ধাইয়া । পাইব অনেক ধন
মনে বিচারিয়া ॥ নর্তক বাদক আদি যত । করে ধাওয়া ধাই
কত করি মনোরথ ॥ চলয়ে গণকগণ ধা'য়া । করাইব বিবাহ
অপূর্ব লগ্ন পা'য়া ॥ মালিগণ চলয়ে উল্লাসে । নানাপুষ্প হার
লৈয়া ক্রীশচো-আবাসে ॥ এক মুখে কহিবে কে কত । দরিদ্র
যাচক তারা চলে শত শত ॥ নরহরি মনে এই আশ । দেখিব
কি আঁখি ভরি বিবাহবিলাস ॥

পুনর্দানশী ॥

নেদীয়ার নব, নব বধু সব, বিরলেতে কহে মধুর হাসি ।
ধন্য মোরা যেন, দেখিব এহেন, বিবাহ সে সুখ সাগরে ভাসি ॥
কেহো কহে আৰ্য্য, বল্লভ অংচার্য্য, ভার্য্যা তার পতিব্রতা
সুগীতি ॥ হেন লয়ে চিতে, পুরব পুণ্যেতে, পাবে এ জামাতা
দুর্লভ অতি ॥ কেহো কহে ধন্য, বল্লভের কন্যা, লক্ষ্মী রূপ-
যতী লখিমি ঘোনো । হেন ভাগ্যবতী, কে আছে এমতি,
পাবে পতি যিনি মদন মোনো ॥ কেহো কহে ভালি, কৈলে
ঘটকালি, বনমালী কত আনন্দ পা'য়া । অধিবাস আজি, চল
চল সাজি, নরহরি আসি গেলেন কৈ'য়া ॥

পুনর্দানশী ॥

শ্রীশচী আলায়, অতি শোভাময়, উথলিব তাহে আনন্দ
 দিঙ্কু । অধিবাস আজি, বিলসিব সাজি, স্ন্যময় গোরা গোকুল
 ইন্দু ॥ এত কহি চিতে, নারে থির হৈতে, চাহি চারি ভিতে
 কুলের বালা । উপমা কি মেন, ঘরে হৈতে যেন বা'র হৈল
 চারু চান্দের মালা ॥ নিচিত্র বসন, শোহে আভরণ, প্রতি
 অঙ্গে বেস বিন্যাস ভালো । নানা ভঙ্গি করি, চলে সারি সারি,
 নদীয়ার পথ করিয়া আলো ॥ (কত অভিলাষে, গিয়া আই-
 পাসে, প্রণমিতে কত আদরে আই ।) নরহরি নাথে, পা'য়া
 আঙ্গিণাতে, জুড়াইল হিয়া সে মুখ চাই ॥

পুনঃ কাগোদঃ ॥

শোভাময় শচীর অঙ্গণে । চতুর্দিকে বেদধ্বনি করে বিপ্র-
 গণে ॥ আজু কি আনন্দ পরকাশ । শুভক্ষণে নিমাই চান্দের
 অধিবাস ॥ ৫৮ ॥

গন্ধমালা দেই আপ্তগণে । দিশা আলো করে গোরা-
 অঙ্গের কিরণে ॥ সভামধ্যে গোরা দ্বিজগণি । বিলসয়ে কত
 না অর্বুদ কাম যিনি ॥ বারেক যে চায় গোরাপানে । না ধরে
 ধৈর্য্য সে আপন নাই জানে ॥ যে জন আইল অধিবাসে । গন্ধ
 চন্দনাদি দিয়া সতে পরিতোষে ॥ বিধিমত করি অধিবাস ।
 • বল্লভ-আচার্য্য গেলা আপন আবাস ॥ কহিতে স্ন্যখের অন্ত
 নাই । (আইহো শুইহো লৈয়া শুভ কর্ম্ম করে আই ॥ নারী-

ଗଣେ ଦେଇ ଯଜ୍ଞକାର । ଭାଟଗଣେ ପଢ଼ିବେ ମଞ୍ଜଳ କାନ୍ଦବାର ॥ ନୃତ୍ୟ
 ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ନାନା ଭାତି । ଉପମା ଦିବାର ନାହିଁ କାହାରୁ ଶକତି ॥
 କେବା ନା ବଳେ ଭାଳ ଭାଳ । ଜଗତ୍ତ୍ରି ଜୟ ଜୟ ଶବ୍ଦ ରମାଳ ॥
 ନାନୁଷେ ମିଶା'ୟା ଦେବଗଣେ । ଦେଖେ ଅଧିବାସ ରଞ୍ଜ ନରହରି ଭନେ ॥
 ପୁନର୍ଦାନଶୀ ॥

ଆଜୁ ସ୍ନେହେତେ ବିହ୍ୱଳ ହେୟା । ବଲ୍ଲଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧିବାସ
 କାର୍ଯ୍ୟ, କରେ ଆପ୍ତ ବିପ୍ର ବର୍ଗେରେ ଲେୟା ॥ ଛ୍ର ॥

କେତକୀ ଗାୟ, ଲଗିମି କନ୍ୟା, ପରାୟେ ବାସଭୂଷଣ ଭାଣୀ ।
 ଅଚାରୁ ଅଗ୍ନେ, ଦିବ୍ୟସିଂହାସନେ, ବସା'ଇଁ ଅଖେ ଭାସେ ଆଳୀ ॥
 ଶୁଭକ୍ଷଣେ ଦିତେ, ଗନ୍ଧମାଳା ଚିତେ, ଉଲମିତ ବାଢ଼େ ଅଗ୍ନେର ଛଟା ।
 ଧିର ନହେ ଚିତ, ଦେଖେ ଅଳଖିତ, ଚାରି ଭିତେ ଦେବ ରମଣୀ ଘଟା ॥
 ଶଞ୍ଜ ଘଟା ଆଦି, ବାଦ୍ୟ ନାନା ବିଧି, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶୁଭ ଭାଟେତେ
 ଭଣେ । ନାରୀ ଯଜ୍ଞକାରେ, ଧୃତି ଧରିବାରେ, ନାରେ ନରହରି ନିଛନ୍ତି
 ମେନେ ॥

ପୁନଃ କାମୋଦଃ ॥

ଅଧିବାସ ନିଶି ପୋହା'ଇଲେ । ବିବାହେର କାର୍ଯ୍ୟ ସତ କରସେ
 ସକଳେ ॥ ବିପ୍ରଗଣେ ହେୟା ବେଷ୍ଟିତ । ନିମା'ଇ କରେନ କ୍ରିୟା ସେ
 ବେଦବିହିତ ॥ ଲୋକ ଭିଡ଼ କହିଲ ନା ହୟ । ଲେହ ଦେହ ବାକ୍ୟ-
 କୋଲାହଳ ଅତିଶୟ ॥ ବାଞ୍ଛେ ନାନା ବାଦ୍ୟ ନିରନ୍ତର । ଗାୟକ-
 ଗଣେତେ ଗାନ କରେ ମନୋହର ॥ ଭାଟଗଣେ ପଢ଼ି କାୟବାର (ନାରୀ-
 ଗଣେ ଦେଇ ଅମଧୁର ଯଜ୍ଞକାର ॥ ସବାର ଉଲ୍ଲାସ ଶ୍ରୀ-ଆଚାରେ ।) ନର-
 ହରି ଭାସେ ମେ ନା ଅଖେର ପାଥାରେ ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

কুলবধুগণ, উলসিত মন, পানি সাইবারে সাজয়ে রঞ্জে ।
গোরা মুখশশী, হেরি হেরি হাঁসি, উলু লু লু দেই পুলক
অঞ্জে ॥ চলে ঘরে হৈতে, কত উঠে চিতে, গৌরবিধু অঙ্গ-
মৌরভে মাতি । অধির অন্তর, ভাবে গর গর, আঁখি কোণে
ভঙ্গি কত না ভাঁতি ॥ পরস্পর কত, কহে অবেকত, কে না
নিছে তনু রঙ্গিণী রীতে । বাস ভূষা বেশে, ধৈর্যব বিনাশে,
কে পারে সে শোভা উপমা দিতে ॥ নূপুর কিঙ্কিণী, নানা
বাদ্যধ্বনি, কি মধুর কহি না আসে মুখে । পানিশায়ি শেষে,
ভবনে প্রবেশে, নরহরি হিয়া উথলে জুখে ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

কিবা, ক্রীণচী ভবনমাঝে । নিবিধ মঙ্গল, কলরবে সভে,
ভ্রময়ে বিবাহ কাজে ॥ সেজে গোরা গোকুলের ইন্দু । বিবাহ-
বিহিত, স্নানে অতিশয়, উগলে আনন্দসিন্ধু ॥ কুলবধু স্তমধুর
ছান্দে । স্ফটিক কুন্তলে, তৈল দিব বলে, বারে বারে আউ-
লাইয়া বান্ধে ॥ কেহো হলদি মাথায় গায় । হলদি মলিন
হেরি হাসে মবে, পরাণ নিছয়ে তায় ॥ কেহ গন্ধদ্রব্য সেই
অঞ্জে । সেনা অঙ্গগন্ধে, এ গন্ধমদ হরে, কে দিবে উপমা
অঞ্জে ॥ অভিষেক কৈল গঙ্গাজলে । নরহরি পাণি,-তোলা
লাইয়া তনু, পৌছয়ে কৌতুক ছলে ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

• আজু কত না আনন্দ মনে । বসিয়া আসনে, বিশ্বস্তরবেশ,

রচয়ে বয়স্যগণে ॥ গন্ধ চন্দন চরচে গায় । বিরচয় চাকু,
ললাটে তিলক, কেবা না ভুলয়ে তায় ॥ বাঙ্কি টাঁচর চিকুর
ভালে । মনের উল্লাসে, মধুর ছান্দে, বেড়য়ে মালতীমালা ॥
কাণে কুণ্ডল অর্পণ করে । ঝলকয়ে গণ্ড-তটে গণ্ড যুগ, দর্পণ-
দরপ হরে ॥ গলে দেই মণিময় হার । পরিসর বুকে, দোলে
জ্বলিত, কে দিবে উপমা তার ॥ বাহু অঙ্গদ বলয়া করে ।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী, সোপি মুখপানে, চাহি না ধৈর্য ধরে ॥ সিংহ
ঘিনি মাজা খানি ক্ষীণ । মোনার শিকলি, সাজাইতে আঁখি,
হইল নিমিখ ছীন ॥ বেশ বিন্যাস ভুবনলোভা । রক্তপ্রাস্ত-
বাস, পরাইয়া নর,-হরি নিরথয়ে শোভা ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

বেশ বনাইয়া সহচরে । শশিসম স্তবর্ণ দর্পণ দেই করে ॥
নিমাইচান্দ্রের বেশ দেখি । আনের কি দেবেও ফিরাইতে
নারে আঁখি ॥ নিজ সখীসহ শচী আই । (করয়ে মঙ্গল কত
পুত্রমুখ চাই ॥ নববধূগণ দূরে রৈয়া । না ধরে ধৈর্য গোরা-
চান্দপানে চা'য়া ॥ উলু লু লু দেয় নারীগণ । বিবাহ বিনোদ
কথা ভরিল ভুবন ॥ প্রণমিয়া জননীর পায় । বিবাহ করিতে
যাত্রা করে গৌররায় ॥ বেদধ্বনি করে বিপ্রগণ । বাজে নানা
বাদ্য শব্দ ভেদয়ে গগন ॥ কোঁতুক কহিতে কেবা পারে ।
নরহরি সাতারয়ে সে স্তম্বপাথারে ॥

পুনঃ ভূপালী ॥

আজু, গোখুলী সময় শুভক্ষণ, গৌরগুণমণি ভুবনমোহন,

দেশ বিয়চিত বিবাহ বিহিত, স্নমুদ্রণ তনু ছবি ছলকয়ে ।
কোটি মনমগ্ন গরব-ভঞ্জন, কঞ্জদিঠি জন-হৃদয়রঞ্জন, চাহি চছ
দিশ হাসি লহ লহ, চড়ত চৌদল ঝলকয়ে ॥ চলত বল্লভভবন
ভূস্বর, বেড়ি গতি অতি মন্দ স্নমধুর, বন্দিগণ ভূরি মঙ্গল, ভুবন
ভরু জয় জয় ধ্বনি । নটত নটগণ, উঘটি থৈ তত, থোঙ্গ
থোঙ্গিন গান রত কত, গিরিচি রুচির চরিত্র স্বর সঞ্চে, সরস
রস বরষত গুণী ॥ বাদ্য কত কত তাঁতি বায়ত, বাদ্য পাঠ
অভঙ্গ ভায়ত, স্নঘর বাদক বন্দ বাদ্য, সমুদ্রে মধি যনু সমুদ্রে ।
গগনে স্বরগণ মগন অতিশয়, মঘনে অনিমিত্র নয়নে নিরিখয়,
বিপুল পুলক, অলক্ষ খিতি উতরত, কি কোতুক অন্তরে ॥
নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত, প্রসন্ন পথ নিরুপম স্নহায়ত, দীপ
শত শত উজ্জয় যামিনী,-নাথ কর পরকাশই । ধরণী অধিক
উছাহে প্রফুল্লিত, জাহ্নবীজল ভেল উছলিত, দাস নরহরি
কহব কিয়, পশু পাখি সব স্নখে ভাসই ॥

পুনর্ভূপালী ॥

গোরাচান্দের বিবাহ দেখি বারে । কত না মনের সাধে,
ধায় নদীয়ার নববধূগণ ধৈর্য ধরিতে কেউ নারে ॥ নিরুপম
বেশ বাস, ভূষণে ভূষিত তনু, ঝলমল করে সে ভঙ্গিমা শোছে
ভালো । চলিতে বাজয়ে কটি,-কিঙ্কিনী নূপুর পদে, স্নমধুর
গগন করয়ে পথ আলো ॥ সে রস-আবেশে, পরস্পর কত,
কয় কিবা স্নললিত, কেন্দ্র দোলয়ে নামামূলে । যুগটে আবৃত
মঞ্জু, মুখে যুহু যুহু হাসি, হাসি ছটা ষটায় কেবা বা নাই

ভুলে ॥ অঞ্জে রঞ্জিত মন, রঞ্জন খঞ্জন পাখি, যিনি মধু নয়ন
চাহনি চারি ভিতে ।) নরহরি পরাগনাথেরে, নিরখিয়া হিয়া
উথলয়ে, বল্লভ ভবন প্রবেশিতে ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

বল্লভভবনে গোরা রায় । বল্লভমিশ্রের মহা-আনন্দ বাঢ়ায় ॥
বল্লভ হইয়া উল্লসিত । করয়ে মঙ্গল কার্য্য বিবাহবিহিত ॥
বিশ্বস্তর হরষ হিয়ায় । দাঁড়াইলা পিড়ির উপরে ছোড়লায় ॥
অঙ্গের ভঙ্গিতে প্রাণ হরে । রূপের ছটায় দশ দিক্ আলো
করে ॥ চান্দমুখে উপমা কি দিতে । অগিয়া-গরব নাশে
ঈষৎ হাসিতে ॥ নয়ন চাহনি চারু ছান্দে । যার পানে চায়
সে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে ॥ মকরকুণ্ডল শ্রুতিমূলে । চাঁচর কেশের
বেশে কেবা নাহি ভুলে ॥ অঙ্গদ বলয়া ভাল সাজে । শোভা
দেখি কত না মদন মরে লাজে ॥ (এহেন বরেরে উরুখিতে * ।
কন্যার জননী চলে আইও গণ সাথে ॥ সে শোভা কহিতে
কেবা পারে । সপ্তদীপ হাতে সপ্ত প্রদক্ষিণ করে ॥ পরগ
অদ্বুত স্ত্রী-আচার । বর উরুখিয়া ঘরে গমন সবার ॥ বল্লভ
আচার্য্য ভাগ্যবান্ । আনাইলা কন্যায় করিতে কন্যাদান ॥
বসাইলা দিব্য সিংহাসনে । হইল উজ্জ্বল মহা অঙ্গের কিরণে ॥
অতি স্বকোমল তনু খানি । হাসি মাখা বদন পূর্ণিমা চান্দ
জিনি ॥ পরিধেয় বিচিত্র বসন । ঝল ঝল করে নানারস আভ-

* উরুখিতে—উলুখনি, দূরী, পান, দীপ, ইত্যাদি মঙ্গলদ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক
আদর করিয়া পরকে উঠাইতে ।

রণ ॥ হেন কন্যা বিবিধ বিধানে । করিল প্রদান মিশ্র শচীর
নন্দনে ॥ বিপ্রগণে করে বেস ধ্বনি । উলু লু লু দেই যত
কুলের রমণী ॥ বাজে বাদ্য বিবিধ প্রকার । নাচয়ে নর্তক ভাট
পড়ে কায়বার ॥) দেবগণ বিমানে চড়িয়া । বরিশে কুহুম অল-
ঙ্কিতে জয় দিয়া ॥ ভুবন ব্যাপিল মহান্থখে । নরহরি কত না
কহিব এক মুখে ॥

পুনর্ভূপালি ॥

গোরা গুণমণি, প্রাণপ্রিয়া-সহ, বিলসয়ে সে যে বাসর-
ঘরে । কুল বধুগণ, ঘন ঘন করু, গতাগতি কত, কোঁতুক-
ভরে ॥ কেহ নানা ছল, করি পরিহাস, করে হাসি হাসি,
মনের স্থখে । কেহো গোরা কর, কগলে তাম্বুল, দিয়া কহে
দেহ, লক্ষ্মীর মুখে ॥ কেহ গোরা-বিশু-বদনে তাম্বুল, দিতে
চিত্তে বহু, বাঢ়য়ে শ্রীতি । কেহো পরশের, মাধে বাঁধে কেশ,
আউলাইয়া নারে, ধরিতে ধৃতি ॥ কেহো বিশ্বস্তর-কোলে
লখিগীরে, বসাইয়া চারু, ভঙ্গিতে চাহে ॥ ভণে নরহরি, বাসরে
ধে রস, উখলয়ে নাহি, উপমা তাহে ॥

পুনশ্চ তোড়ী ॥

(গোরা, চাঁদের দিবাহ পর দিনে । কত, আনন্দ উখলে
তায় রজনী বিহানে ॥ কুল,-বধুগণ চারিদিকে ধায় । দেখি বর
কন্যা শোভা সবে নয়ন জুড়ায় ॥ কিবা, বল্লভ ঘরণী ভাগ্য-
বতী । পা'য়া, জামাতা রতন না জানয়ে আছে কতি ॥) মিশ্র
বল্লভ উদার অতিশয় । নিজ, জামাতা মঙ্গল হেতু কিবা না

করয় ॥ ভালে, বল্লভাজামাতা গৌরহরি । হর্ষ, হইলেন বিবাহ
বিহিত কৰ্ম্ম করি ॥ কৈল, কার্য্য সমাধান সুবিধানে । নর,-
হরি কহে বল্লভে প্রশংসে দেবগণে ॥

পুনঃ তোড়ী ॥

গৌর গোকুল, চন্দ্র চলু নিজ, গেহে নিশি পরভাত ।
বিরলে বল্লভ, স্নেহে কহি কত, কহল লখিমিক গাত ॥ হেরি
পথ যত, নারী দৈরয না ধরই ঝরই নয়ান । লখিমি সহচরী
জানে লখিমিক, নাথ কয়ল পয়ান ॥ শঙ্খ ছন্দুভি, ভেরী
বাজত, বাদ্য বিবিধ প্রকার । নটত নর্তক, বৃন্দাগায়ত, গীত
গুণী অনিবার ॥ বেদ উচরত, বিপ্রগণ গুণ, বন্দি করু পর-
কাশ । ভুবন ভরি জয়, জয় কি নরহরি, ভবন পঙ্খ ক বিলাস ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

বিবাহ করিয়া বিশ্বস্তর । শশুরালয়েতে হৈতে আইলা
নিজঘর ॥ আনন্দ কহিতে না পারি । করয়ে মঙ্গল যত
পতিব্রতা নারী ॥ শচী পুত্রবধু কোলে লৈয়া । কৈল আশী-
র্বাদ বহু ধান্য দূর্বা দিয়া । শ্রীশচীস্নেহের নাই পার ।
পুত্রমুখ বধু মুখ চুম্বৈ কত বার ॥ লক্ষ্মী-বিশ্বস্তর শোভা
দেখি । কেহ কিরাইতে নারে অনিমিগ আঁখি ॥ ভুবন-
মোহন গোরারায় । স্নমধুর ভাবে পতিতোষয়ে স্বরায় ॥
ভাট নট ঝাড়কাদি যত । করিলেন পূর্ণ সকলের মনোরথ ॥
নরহরি কহে উভরায় । দেগি যেন এহেন কোতুক নদীয়ায় ॥

ওহে শ্রীনিবাস যু দেখিনু নেত্র ভরি । বিবাহকৌতুক যত
কহিতে না পারি ॥ এই ঘরে লক্ষ্মীর সহিত বিশ্বস্তর । দিল-
সয়ে সদা অতি-উল্লাস অন্তর ॥ (শ্রীলক্ষ্মীর চরিত্র কহিতে অন্ত-
নাই । যাঁর সেবাসুখে মগ্ন হইলেন আই ॥) শ্রীলক্ষ্মীর নাথ-
গৌরচন্দ্র নারায়ণ । বিদ্যারসে নিমগ্ন লইয়া শিষ্যগণ ॥ যত
বিদ্যাবস্ত্র বৈসে নদীয়া নগরে । সকলেই সমীহা করেন বিশ্ব-
স্তরে ॥ নদীয়ায় কেবা না প্রশংসে দেখি রীত । প্রভু সর্ব-
সম্মান করয়ে যথোচিত ॥ নিজ ভৃত্য ঈশ্বরপুরীরে প্রণমিয়া ।
এই ঘরে দিল ভিক্ষা যত্নেতে আনিয়া ॥ এক দিন প্রভু বায়ু-
ছলৈ এই খানে । প্রকাশয়ে প্রেমভক্তি অন্যে নাহি জানে ॥

শিষ্ট লোক আসি নানা উপায় সৃজিলা । নিজ ইচ্ছা-মতে
প্রভু ভাব সম্বরিল ॥ স্তম্ভ হৈলে সকলের আনন্দ জন্মিল ।
বাক্যব্যয়ে বায়ুরক্তি সতে বিচারিল ॥ এই বিষ্ণুমণ্ডপের দ্বারে
গৌরারায় । দেখি পূর্ণিয়ার চন্দ্র সে ভাবে বংশী বায় ॥ আই-
মাত্র শুনে অন্য না পায় শুনিতে । ঐছে নানা রঙ্গ-প্রকাশয়ে
ইচ্ছামতে ॥ কি বলিব শ্রীনিবাস গৌরঙ্গচরিত । বঙ্গ-ধন্য-
করিতে হইলা উৎকণ্ঠিত ॥ এথা যত্নে প্রণমিয়া মাগের চরণে ।
চলিলেন বঙ্গদেশে লৈয়া শিষ্যগণে ॥ (প্রভু মোড়রিয়া লক্ষ্মী-
ছিলেন এথায় । প্রভুর বিচ্ছেদ সর্ব দংশে লক্ষ্মী পায় ॥ গঙ্গা-
তীরে লক্ষ্মীদেবী হৈলা অদর্শন । এথা মহাত্ম্যে আই করয়ে
ক্রন্দন ॥ এথাই আসিয়া সতে প্রবোধে শচীরে । পুত্রের গমন
শচী চিন্তয়ে অন্তরে ॥ প্রভু অন্তর্যামী জানি লক্ষ্মী—অদর্শন ।

নীল বঙ্গদেশ হৈতে করিল গমন ॥ এথা আসি প্রণমিলা মায়ের
 চরণে । মায়ে প্রবোধিলা কত কহি এই খানে ॥ প্রভুর অমৃত
 রস বুঝে কোন জন । বিদ্যারসে বিহ্বল লইয়া শিষ্যগণ ॥ এথা
 সাতা পুত্রের বিবাহ চিন্তে চিতে । পুত্রের সদৃশ কন্যা না পায়
 চাহিতে ॥ সনাতনমিশ্রের ছুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁরে স্থির কৈল
 গঙ্গাঘাটে স্নানে গিয়া ॥ কাশীনাথপণ্ডিত ক্রীণচীর আচ্ছাতে ।
 বিবাহঘটনা যত্নে কৈল তাঁর সাতে ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া সনে 'বিশ্ব-
 স্তরের সম্বন্ধ ।' শুনি সকলের হৈল পরম আনন্দ ॥ বুদ্ধিমন্তু-
 থান আর মুকুন্দ সজ্জয় । বিবাহের ভার লৈয়া পরস্পর কয় ॥
 এ বিবাহ হবে রাজপুত্রের সমান । দেখি সব লোক যেন
 জুড়ায় নয়ন ॥ ভক্ত-ইচ্ছাধীন গৌর ব্রজেন্দ্রতনয় । শুনিয়া
 ভক্তের নাক্য সৈয়ং হাসয় ॥ বুদ্ধিমন্তুখান আদি মহাহর্ষ মনে ।
 হইলা তৎপর বিবাহের আয়োজনে ॥ (বড় বড় চন্দ্রাতপ এথা
 টানাইল । আনিয়া কদলীরস এখানে রোপিল ॥ পূর্ণঘট—
 আদি যত মঙ্গল প্রকার । করে যে নিযুক্ত লোক লেখা নাই
 তার ॥) পুষ্পমালা চন্দনাদি স্তম্ভজ্জ কারণে । করিল নিযুক্ত
 লোক এ নির্জজন স্থানে ॥ কৈল যে সম্ভার তাহা কহিল না
 হয় । অর্থব্যয় করিতে উল্লাস অতিশয় ॥ গায়ক বাদক নর্ত-
 কাদি যত আর । এ সকল স্থানে স্থিতি হৈল সে সম্ভার ॥
 অধিবাস পূর্ব দিনে মহা আয়োজন । * নবদ্বীপে সর্বত্রই হৈল
 নিমন্ত্রণ ॥ লোকের সংঘট যত অধিবাস দিনে । যৈছে কোলা-
 হল তা বর্ণিল কোন জনে ॥ আই মহা আনন্দ-নিমগ্ন অধিবার ।

সখীগণে দিলেন সঙ্গল-কার্য্য ভার ॥ পতিব্রতাগণ যৈছে
আইলা এ ভবনে । যৈছে জল সাইলেন অধিবাস দিনে ॥ অধি-
বাস বিবাহে যে কৌতুক হইল । তাহা কসিগণ নানাপ্রকারে
বর্ণিল ॥

গীতে যথা কামোদঃ ॥

নদীয়া নগরে হৈল ধ্বনি । করিব বিবাহ পুনঃ গোরা গুণ-
মণি ॥ সনাতনমিশ্র ভাগ্যবান্ । করিবেন নিগাইটাদেৱে কন্যা-
দান ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া নাম সে কন্যার । রূপে গুণে ভুবনে তুলনা
নাই তাঁর ॥ কালি হবে শুভ অধিবাস । দেখিব নয়ন ভরি
বিবাহবিলাস ॥ কতক্ষণে নিশি পোহাইব । শ্রীশচীতবনে
পানি সাইতে যাইব ॥ নরহরি কহে হেন বাসি । তো সভার
অনুরাগে পোহাইল নিশি ॥

পুনশ্চ তোড়ী ॥

নিশি পরভাতে, নিভৃত নিকেতে, কুলবধুকুল বিলসে
রঙ্গে । কেহ কারু প্রতি, কহে ইকি অতি, মৌরভ ভরল
অলস অঙ্গে ॥ শুনি রসাবেশে, ভণে নিশিশেষে, স্বপনে সে
নব নদীয়াবিধু । তেরছ নয়নে, চাহি আমা পানে, হাসি মিশে
যেন বরিশে মধু ॥ ধীরে ধীরে কহে, মোর এ বিবাহে, জল
সাইবারে আইবে প্রাতে । এত কহি করে, ধরি বাৱে বাৱে,
আলিঙ্গয়ে কত, কৌতুক, তাতে ॥ সে তনু মৌরভ, পরশে
এ সব, তো সতে কহি যে নিলজি হৈয়া । অধিবাস আজি,
বেগে চল সাজি, নরহরিনাথে মিলহ গিয়া ॥

পুনশ্চ তোড়ী ॥

গৌর বরজ, -কিশোর বর, অনুরাগে নব নব নারী । সিপুল
পুলকিত, গাত # গর গর, ধিরজ ধরই না পারি ॥ বেগি
বিরচি, স্রবশ কাজরে, আজি কজনয়ান । মুকুর করগছি,
পেখি কুঙ্কমমে, মাজি মঞ্জু বয়ান ॥ গমন সময়, বিচারি গুরু-
জন, চরণবন্দন কেল । ক্রীশচৌগৃহ, গমনে মো সব, উলসে
অনুমতি দেল ॥ পরশ পরশ, বরষে ঘন ঘন, ভবন তৈজি
তুরন্ত । ভণত নরহরি, পঙ্খগত কত, যুথ গণই ন অন্ত ॥

পুনশ্চ বেলাবলী ॥

রজনী প্রভাত, সময়ে সব সুন্দরী, চলত ললিত গতি অতি
রুচিকারি । অপরূপ বেশ, সরস রসনা মণি, নূপুররব মুনি-
জনমনহারী ॥ অনুভব ন হই, কোঁনে সিরজল, প্রতি অঙ্গ
কিরণে করু ভুবন উজোর । মনগথ শত শত, ঘুরাছে হেরি
তনু, সৌরভে মধুপ ধায়ত চছ তোর ॥ হরষ পরশপর, পরম
রঙ্গ উর, ভুরিতছি রুচির গেঁহ মধি গেল । অঙ্গণ সুখবর, সর-
সি তাঁহি নব, কমলবৃন্দ জমু প্রফুলিত ভেল ॥ আইক নিয়ড়ে,
যাবহ যতনহি, যুথ যুথ সবই করু পরণাম । চম্পককলি,
অঞ্জলি ভরি ভরি বিহি, পূজত পদ বুঝি ভণ ঘনশ্যাম ॥

পুনঃ বেলাবলী ॥

যুবতি যুথমতি, গতি অতি অদভুত, করত প্রণাম ভঙ্গি
 রুচিকারী । নয়ত স্তম্ভ জন্ম, কণ কলতানব, কুম্ভ সমুহ
 তার গত ভারি ॥ স্বরুচির চরণ, উপাস্ত ধরত শির, শিথিল
 সরোরুহ অসিত স্বকীৰ্তি । ভূমি পতিত যনু, বিজুরি পুঞ্জ সহ,
 সজল জলদ কির, চর তছু ভাঁতি ॥ লঘু লঘু কর,-পল্লব কর
 প্রেরণ, তুল্লভ রেণু-গ্রহণে চিত চাহ । বলকত নখ, মরি জাদ
 হেতু যনু, ভেটত মনিগণ অনুপ উছাহ ॥ অম্বুজ বদনে, ঝাঁপি
 বসনাঞ্চল, হাসত মুচ্ মুচ্ কিরণ প্রকাশ । নব মকরন্দ, ছানি
 যনু যতনহি, সিঞ্চত ঘন ভণ নরহরি দাস ॥

পুনঃ তুড়িরাগঃ ॥

শচী, জগতের জননী, জন-নীতবিদ, বিদিত স্চাকর চরিত
 রীতি । নিজ, প্রাণের অধিক, বধু সম মান, সবাকারে করে
 পরম প্রীতি ॥ প্রতি, জনে জনে পুছি, মঙ্গল শিরেতে, কর-
 ধরি করে আশীশ বহু । সদা, বাঢ়ুক সম্পদ পতি আদি সব,
 চিরঞ্জীবী হৈয়া কুশলে রহু ॥ ইহা, শুনি বধুগণ,-মনে মনে
 হাসি, সুখে ভাসি কহে মধুর কথা । ওগো, এ শুভ চরণ, দর-
 শনে বোলো, কি লাগি অশুভ রহিব এথা ॥ অতি, সঙ্কচিত
 চিতে, কিকিত কহি, কর যুড়ি সদা দাঁড়া'য়া রহে । নর,-হরি
 প্রাণপতি, মাতা তা দেখিয়া, আঁধি ছল ছল বিবশ স্নেহে ॥

যথা—রাগঃ ॥

নব নদীয়ানাগরী, গোরি ভোরি বয় থোরি, কি চরিত

বুঝিব আনে । অতি অলক্ষিত পিয়া,-পানে চাহি হিয়া, ধর
 হরি কাঁপে মদন বাণে ॥ কেহো, ভাবি মনে মনে, তপে আজ
 বুঝি, নিলজ হইলু সবার পাশে । কেহ, কারু প্রতি ঠাঙ্গি,
 নীরে সম্বরিতে, অমুনি দ্রবৎ হাসে ॥ কেহ, কারু করে ধরি,
 ধীরে ধীরে সাধে, অধিক আনন্দে উমড়ে হিয়া । কেহ, কারু
 প্রতি কহে, পিরিতি কাহিনী, অলপ যুড়টে যুড়ট দিয়া ॥ কেহ
 করি প্রতি করে, করেছে সঙ্কেতে, কত কত কথা উপজে
 মনে । কেহ, কারু মতি ধির, করে কত ভর, দেখাইয়া চারু
 নরান কোণে ॥ কেহ, নিজ ধৈর্য্য জানা,-ইতে কারু মুখ,
 মোছে পটাকল যতনে লৈয়া । কেহো করি কানা কানি, জানি
 বিপরীত, এক ভিতে থাকে গুপত হৈয়া ॥ এইরূপে যত,
 কুলবতী সতী, গৌরপ্রেমরসার্ণবে সবে মগন হৈলা । নর,-হরি
 কি কহিব প্রাণ নাথে প্রাণ, জীবন যৌবন সোঁপিয়া দিলা ॥

যথা—রাগঃ ॥

(গোরা রসে ভাসি, হাসি লহ লহ, কুলবতী-কুল উলসিত
 বহু, পানি লাইবারে, সাজে শচীদেবী,-আদেশেতে কিবা
 কোড়ক চিতে । নব্য মধ্য পূর্ণ যৌবনা স্তম্ভরী, মুখে মুখে গতি
 অতি সুমাহুরি, চঞ্চল চারু দৃগঞ্চল চাহনি, ভঙ্গি নানা নাহি
 উপমা দিতে ॥ পরিধেয় কত ভাঁতি সুবসন, প্রতি অঙ্গে হেম
 মণি অভিরণ, বলকরে মুখে যুড়ট অতুল, স্তম্ভলিত বেণী
 পাঁঠেতে দোলে । কারু করে শুভময় দ্রব্য, কারু করু করে

সরসিজ নব্য, কারু শিরে ডালা আলা করে গঠ, বাজে সে
আবৃত শোভয়ে ভালে ॥ চলিতেই বাজে কটিতে কিঙ্কিণী,
ঝনি ঝিনি ঝনি ঝিনি নি নি নি, চরণে নৃপূর রুণু রুণু নুহু
রবে রঞ্জয়ে শ্রুতি । আগে আগে চলে বাদক আনন্দে, বাজা-
য়ে বাদ্য হৃদধর ছন্দে, ধাধা, ধিং নিং নিং নিং ধো মিকি,
ধিকি তা ধেরা নানা বাদ্যে হরয়ে ধৃতি ॥ অলখিত হর নারী-
গণ রঙ্গে, মিশাইয়া নদীয়ার বধূরঙ্গে, পানি সাই সবে প্রবেশে
ভবনে, ধনি ধনি ধনি কেবা না কহে । তৈল হরিদ্রাদি বিলা-
ইয়া যত, জ্বী-আচার তাহা কে কহিবে কত, সে হৃথ পাখারে
কে না সঁতারয়ে, নরহরি বহু নিছনি তাহে ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

শচী দেবী উলসিত হৈয়া । গঙ্গা পূজিবারে, যার গঙ্গা-
তীরে, আইহু হুইহু গণ সঙ্গিতে লৈয়া ॥ নানা পুষ্প গন্ধ,
চন্দনাদি দিয়া, পূজে জাহ্নবীরে যতন করি । উছলয়ে হরধনি
অনিবার, শচীহুত পদ হৃদয়ে ধরি ॥ বাজে বাদ্য ভালে, বটী
ধলে চলে, পূজে বটী কত সামগ্রী দিয়া । বটী হৃথে ভাসি,
প্রশংসে আপনা, গোরাচান্দ গুণে উথলে হিয়া ॥ কত সাধে
বহুগণ গৃহে গতি অতি, উল্লাসে সে সবার চিতে । আসি নিজ
ঘরে করে শুভ ক্রিয়া, নরহরি নারে ভুলনা দিতে ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

খোরা বিধু অধি, বাস হৃথে কেনা, বৈসে প্রবেশিলা ভবন-

মাঝে । গোরা প্রিয়গণ, নিত নব নব, নিপুণ তা অধিবাসের
কাষে ॥ মালা চন্দনাদি, দেই জনে জনে সে অতি কোতুক
কে কত কবে । সভা মধ্যে বিল, -সয়ে শচীসুত, যেন পুরন্দর
বেষ্টিত দেবে ॥ মিশ্র সনাতন, গণ সহ শুভ, ক্ষণে আসি নানা
সামগ্রী লৈয়া । ছোয়াইয়া গন্ধ, গোরা মুগ পানে, অনিমিত্ত
আঁখে রয়েছে চাইয়া ॥ বিপ্র বেদধ্বনি, করে নারি যজ্ঞকার,
চাকর রঙ্গ ভাটেতে ভণে । গায় নরহরি, অধিবাস রস, বায়
নানা বাদ্য বাদক গণে ॥

পুনঃ যথা—বাগঃ ॥

হোত শুভ অধিবাস শুভক্ষণে, গগণে সুরগণ মগণ গণ
সনে, পরশপর পছঁ চরিত ভনি অনি, -বার মুদমতি গতি নয়ী ।
গৌর রসময় রসিক শেখর, সরস আসনে বিলসে রুচির,
কর কনক দরপণ দরপভর-হর, যুতুল তনু মনমথ জয়ী ॥
বদনবিধু বিধুগরব-ভঞ্জন, হাস যুত্ যুত্ হৃদয় রঞ্জন, মঞ্জুদিটি
যুগ কঞ্জ ঝলকত, তাল তিলক স্রশোহয়ে । ভুজগ ভুজ-
বর বক্ষ পরিসর, ক্ষৌণ কটি প্রতি অঙ্গ সুরুচির, চিকণ চাঁচর
চিকুর নিরুপম, ভুবন-জন-মন মোহয়ে ॥ ঐছে মাধুরী হেরি
গুণি গণ, মানি সুরুতি উছাহে ঘন ঘন, বিবিধ রাগ আলাপি
গায়ত বীণ গছি শ্রুতি সরসয়ে । সুর বাদক বৃন্দ ভায়ত,
মধুর মরুজ যুদঙ্গ বায়ত, খোঙ্গ খোঙ্গণ ঝিকি কু ঝাঙ্কট,
ঠিঠি টন ন ন ন নায়ে ॥ নটত নর্তক হস্ত অভিনয়, ললিত

ভক্তি বিথারি অতিশয়, বদত তক তক থৈ ত থৈ তত, ধা
ধিলি লি লি লি ল ল লঙ্গৈ । নিরত জয় জয়, শবদ ভুবি-ভরু,
ভূরি ভুসুর বেদধ্বনি করু, দেত উলু লু লু নারীগণ ঘনশ্যাম
হিয় সুখে উথলঙ্গৈ ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

(মিশ্র সনাতন হর্ষ মনে । করয়ে কন্যার অধিবাস শুভ্র-
ক্ষেপে ॥ বিপ্রগণ আইগৃহ হৈতে । অধিবাস সজ্জ লৈয়া আইলা
তুরিতে ॥ নদীয়ার ব্রাহ্মণ সজ্জন । রাজপণ্ডিতের ঘরে সভার
গমন ॥ মিশ্র মহা আদর করিয়া । বসান সভারে মালা চন্দ-
নাদি দিয়া ॥ কি অপূর্ব সুখমা অঙ্গণে । বৈশয়ে সকলে চারু-
মণ্ডল বন্ধানে ॥ সখীসহ মিশ্রের ঘরণী । করয়ে মঙ্গল যত
কহিতে না জানি ॥ চকিত চাহিয়া চারিভিতে । বিষ্ণুপ্রিয়া
বাহির হইলা ঘরে হৈতে ॥ সভা মধ্যে বৈসে সিংহাসনে ।
অনিগিষ অঁখে শোভা দেখে সস্বজনে ॥ বসন ভূষণ সাজে
ভালো । প্রতি অঙ্গ ছটায় ভুবন করে আলো ॥ উপমা কি
কনক বিজুরি । চান্দের গরব হরে মুখের মাধুরী ॥ যত শোভা
কে কহিতে পারে । ছোয়াইয়া গন্ধ সন্ভে আশীর্বাদ করে ॥
নারীগণে দেই যজ্ঞকার । বিপ্রগণে বেদধ্বনি করে অনিবার ॥
ভাটগণে ভণে সুচরিত । বাজে নানা বাদ্য গুণে গণে গায়
গীত ॥ কত না কোতুক মিশ্রঘরে । নরহরি ভালে সেনা
সুগের সায়রে ॥

পুনঃ বধা রাগঃ ॥

অধিবাস দিবসের পরে । বাড়িয়ে আনন্দ নব নদীয়া নগরে ॥
 চারি দিকে ফিরে লোক ধা'রা । নিমাইর বিবাহ আজি এই
 কথা কৈয়া ॥ ভুবন ভরিয়া জয় জয় । বিবাহ দেখিতে সাধ
 কার বা না হয় ॥ শিবস্থখে পার্শ্বভী সহিতে । ছাড়িয়া কৈলাস
 আসে বিবাহ দেখিতে ॥ অনন্ত আপন গণ লৈয়া । বিবাহ
 দেখিতে রহে অলক্ষিত হৈয়া ॥ বৈকুণ্ঠের যত পরিকর ।
 বিবাহ দেখিব বলি অধৈর্য্য অন্তর ॥ চতুর্মুখ নিজ প্রিয়া-সনে ।
 দেখিতে বিবাহ কত সাধ ক্ষণে ক্ষণে ॥ সুরপতি শচী সঙ্গে
 লৈয়া । বিবাহ দেখিতে সাজে মহাহর্ষ হৈয়া ॥ উৎসাহে তনয়ে
 দেবগণে । দেখিব বিবাহ রহি প্রভুর ভবনে ॥ দেবনারী বিচা-
 রিল চিতে । (নাতিব বিবাহে নদীয়ার বধু সাতে ॥ গন্ধর্ব্ব
 কিরর করে মনে । গীত বাদ্যে শিশা'ব বিবাহে গুণি সনে ॥
 ইন্দ্রের নর্ত্তকীগণ কহে । নদীয়া নর্ত্তকীসহ নাচিব বিবাহে ॥
 দেবদ্বারি উল্লসিত চিতে । কত অভিলাষ করে বিবাহ
 দেখিতে ॥ উৎসাহে যমুনা জাহ্নবী । বিবাহ কোড়ক রসে
 প্রফুল্ল পৃথিবী ॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন নদীয়ার । বিবাহে শ্রীমাইর
 গৃহে গমন সভার ॥ শচীর নন্দন গৌরহরি । বৈসে স্থখে
 বিবাহ বিহিত কর্ম করি ॥ প্রভু যুগচন্দ্র নিরখিয়া । কহে
 কত কেউ না ধরিতে পারে হিয়া ॥ উপজে মঙ্গল যত যত ।
 এক মুখে নরহরি কহিব তা কত ॥

যথা রাগঃ ॥

(গোরা রসরস, সুখের আলয়, বিলসে বিবাহ বিহিত
স্নানে । কুলবধু কুল, ঊলু লু লু দিয়া, চাহে চারুচন্দ্র সুখের
পানে ॥ কেহ কেহ সেনা, অঙ্গের বাতাসে, কাঁপে ঘন ঘন,
বিজুরি জিতি । কেহ পরশের, সাথে গন্ধ হরি, জ্বালি মাখা-
ইতে না ধরে ধূতি ॥ কেহ স্থলনিত, কুন্তলেতে তৈল, দিতে
কত রস উপজে চিতে । কেহ অভিমেক, করে গঙ্গাজলে,
ভক্তি নানা নাহি উপমা দিতে ॥ কেহ আধ হাসি, ভাসে রসে
তনু, গোছে পানিতোলা লইয়া হাতে । রক্তপ্রাস্ত শুক, বাস
পিঁধাঅএ, নরহরি অতি কৌতুকে তাতে ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

(কি আনন্দ শচীর ভবনে । করয়ে মঙ্গল কর্ম আইহ সুইহ
গণে ॥ বিবাহ বিহিত স্নান করি । বৈসেন অপূর্ব সিংহাসনে
গৌরহরি ॥ রূপের ছটায় মন মোহে । চাঁচর চিকণ কেশ
পিঠে ভাল শোহে ॥ গোরাপাশে আসে প্রিয়গণ ॥ বারেক
চাহিয়া নারে ফিরাইতে নয়ন ॥ কত না আনন্দে সতে রাতি ।
বিবাহ বিহিত বেশ রচে নানা জাঁতি ॥ কহিতে কি জ্ঞানে
নরহরি । নিরুপম বেশের বালাই লইয়া মরি ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

নদীরার শশী, রসিক শেখর, শোভে ভালো, শুভ বিবাহ
বেশে । চর্চিতান চারু, চন্দন তিলক, অর্ঘ্যসম্ভাতি ললাট
দেশে ॥ নানা পুষ্পময়, বিচিত্র মুকুট, শিরে সেনা ছান্দে কে

নাহি ভুলে । আঁখে কাজরের রেখা নব কুল,-বতী সতীগণে
না রাখে কুলে ॥ শ্রুতিমূলে মণি মকর কুণ্ডল, ঝলকয়ে কিবা
গণ্ডের ছটা । স্নগধুর হাসি,-মাথা মুখস্থানি, নিছনি পুণিস-
চান্দের ঘটা ॥ সূত্রে বাঁধা ধান্য দূর্বাদি স্নন্দর, হেম দরপণ
দক্ষিণ করে । নরহরি ভণে, ভূষণে ভূষিত, প্রতি অঙ্গ হেরি
কে ধ্রুতি পরে ॥

পুনঃ বলা রাগঃ ॥

গৌর বিধুবর, বরজ নাগর, জননী পদধূলি ধরত শির পর,
করত বিজয়, বিবাহে ভূস্বর,-বৃন্দ বলিত স্তম্বোহয়ে । চড়ত
চৌদল, মাহি ঝলকত, অঙ্গকিরণ সমুদ্রে উছলত, মদনমদভর,
হরণ সরস, সিংগার জনমন মোহয়ে ॥ বিকুল কলরব, কহি না
আয়ত, নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত, পশু বিপথন মানি কালুক,
গেই গমন রহ স্মৃতি । তেজি অলখিত,-দেবগণ দিবি, ব্যাপি
সব নদীয়া নগর ভুবি, ভ্রমই পছক বিবাহে গতি অবলোকি
কো উন ধর ধ্রুতি ॥ বাদ্যাদ্বন্দুভি ভেরি তিত্তিরি, শৃঙ্গিকাক
বিলাস কংসারি, ঢোল ঢোলক ডগমু ডিণ্ডিম, মঞ্জু কুণ্ডলী
বারুণা । বীণ পণব পিনাক কাহল, মুরুজ চঙ্গ উপঙ্গ মাদল,
বাজতহি তক থোঙ্গ থোঙ্গিন, তক থবিকু তক তক খুনা ॥
সধুর স্তরগুণি গানে নিমগন, নটত নর্তক নর্তকীগণ, উষটি
ধি ধি কট ধা ধিনি নি নি নি দৃষ্কতা দৃমিত কথঙ্গ । ভাট ভণ
নব চরিত্ত রসময়, বিবিধ মঙ্গল নিত অতিশয়, হোত জয় জয়,
কার ঘন ঘন,-শ্যাম হিয় উগতা অঙ্গ ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

গৌর রসিক শেখর বর, বেষ্টিত প্রিয় নিপ্র নিকর, হর-
বিত স্নবিবাহ করব, ইথে চলু চড়ি চৌদলে । তত ঘন আনন্দ
শুধির, বাদ্য চতুর্নিধ স্বরুচির, বাজত বহু ভাঁতি শবদ, ভরল
গগন মণ্ডলে ॥ সর্ব বাদ্য শোভন নব, মর্দল মৃদবর্দ্ধন রব, ধো
ধো ধিগি তগ ধিলঙ্গ, ধা ধা নি নি নিধিয়া ॥ অলখিত সুর নর্ত্ত-
কীগণ, নর্ত্তকীগহ লাস্য সবন, ভণ তক তক থৈ থৈ থৈ, আই
অতি নি নি নি তিয়া ॥ গায়ক গণে মিলি উলসিত, গায়ত
গঙ্কর্ব-ললিত, শ্রুতি স্নমধুর গ্রামাদি বিবিধে, কোতুক পর-
কাশয়ে । দশশতমুখ বিহি মহেশ, বিহি মহেশ, গণ সহ সুর-
পতি গণেশ, গিরিজাদিক ধৃতি কি ধরব, স্নখ সাগরে ভাসয়ে ॥
হয় গজ বহু অস্ত্রধারী, প্রকটত গুণ হাস্য কারী, লসত শত
পতাকাদিক, ভীড়ে পথ রোকজি । নদীয়াপুর ভরমি ভরমি,
সুরধুনি তীরে বিরমি বিরমি, মিশ্রগৃহ সমীপ নর,-হরি শোভা
অবলোকই ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

গোরা,-চান্দ্রের বিবাহ দেখিবারে । কত না মনের নাথে,
সাজয়ে কুলের বধু ধৈর্য ধরিতে কেউ নাদে ॥ ক্র ॥

রসের আবেশে আঁখে, অঞ্জন রঞ্জয়ে কিবা, বন্ধিম চাহনি
বন্ধ ভুর । চিকণ চিকুর বেণী, পীঠেতে লোটায় কিবা, কনক
নির্মিত ঝাঁপা চাক ॥ কপালে সিন্দুর বিন্দু, চন্দন শোভয়ে

শোভয়ে কিবা, গন্ধরাজ টাঙ্গা দেই কাণে । মণি মুকুতার
মালা, গলায় দোলয়ে, কিবা, বাল মূল করে আভরণে । পরিয়া
পাটের শাড়ী, ছাড়িয়া ভবন কিবা, চলি যায় গজেন্দ্রগমনে ।
নরহরি নাথে নির,-খিয়া হিয়া উথলয়ে, কেউ কিছু কহে
কারু কানে ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

সই ! ওই দেখ নদীয়ার চান্দে । ভুবনমোহন ওনা, রূপের
নিছনি লৈয়া, কত শত মদন চরণে পড়ি কান্দে ॥ ৬৫ ॥

রসে ডুবু ডুবু ছুটি, নয়ান চাহনি বিধি, সিরজিল যুবতি
বধিতে হেন বাসি । বদনচান্দের শোভা, চান্দের গরব হরে,
হাসি মিশে অমিয়া বরিষে রাশি রাশি ॥ আহা মরি মরি মেন
কত না মনের মাধে, কেবা বনাইল এ না বিবাহের বেশ ।
পরম উজ্জ্বল অতি, বিচিত্র মুকুট মাথে, ঝাঁপিয়াছে চিকন
চাঁচর চারু কেশ ॥ (মঙ্গল বিহিত পীত,-সুতা দুর্বাদল করে,
নিরুপম কনক দর্পণ ভাল শোছে । পরিধেয় বসন ছু,-যণ
সুমধুর প্রতি, অঙ্গের ভঙ্গিতে নরহরি মনমোহে ॥)

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

আহা মরি কি মধুর রীতি । নদীয়া নাপরী, গোরাচান্দে
হেরি, ধরিতে নারয়ে স্থতি ॥ ৬৬ ॥

কেহো ধীরি ধীরি, কহে ভঙ্গিকরি, কি কায কুলের লাজে
নিশি দিশি গোরা,-সহ বিলম্বি, রাখিব, বুকের মাঝে ॥ কেহো

কহে এবে, সে রসে মাতিয়া, দেখিব বিবাহ রঙ্গ । সোমা'রা
বাসর, ঘরে ছল করি, ছুইব সোনার অঙ্গ ॥ এই মত কত,
মনোরথ তাহা, কহিতে না আসে মুখে নরহরি সহ, সনাতন
মিশ্র ভবনে প্রবেশে স্থখে ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

সনাতন মিশ্রের ভবনে । যে মঙ্গল ক্রিয়া তা কহিতে
কেবা জানে ॥ বাজে নানি বাদ্য শোভাময় । উথলে আনন্দ
কোলাহল অতিশয় ॥ বক্ষুগগনে সনাতন । আগুসরি আসে
নিতে জামাতা-রতন ॥ জামাতা কি মনোহর সাজে । ঝল ঝল
করে দিব্য চতুর্দল মাঝে ॥ চতুর্দিকে ব্রাহ্মণ সজ্জন । অসংখ্য
লোকের ভিড় না যায় গণন ॥ কারু হাতে হাত দিয়া অঙ্ক
দাঁড়াইয়া রহয়ে যে দিকে গৌরচন্দ্র ॥ পঙ্কুগণ রাজ পথে
আসি । দেখয়ে মনের সাধে গৌরা-রূপরাশি ॥ যেবা কেউ
চলিতে না পারে । ধরিয়া লগুড় পথে আইসে ধীরে ধীরে ॥
কেবা নাহি গৌরা গুণ গায় । না জানয়ে কত স্থখ বাঢ়য়ে
হিয়ায় ॥ নানা বাদ্য বাজে নানা ছান্দে । নাচে বাল বৃদ্ধ কেউ
থির নাই বাঁধে ॥ কত শত মহাদীপ জলে । ধরণি ছাইল
আলো গগণ মণ্ডলে ॥ কেহো কুন রঙ্গ প্রকাশয় । ব্যাপিয়ে
সকল মহীতলে যাহা হয় ॥ মিশ্র মহা উল্লসিত মনে । জামাতা
লইয়া কোলে প্রবেশে ভবনে ॥ অপূর্ব আসনে বসাইয়া
করে পুষ্পবৃষ্টি চান্দমুখ-পানে চা'য়া ॥ জয় জয় ধ্বনি অনিবার ॥

বাদ্যবাদি বার বাদ্য বাদক দৌহার ॥ মিশ্র করে জামাতাবরণ
নরহরি তাহা দেখি জুড়ায় নয়ন ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

নদীয়ার শশী, বিলসয়ে চারু, ছোড় লাতে কিবা মধুর
ছান্দে । কনক নবনি, জিতি তনু নব, ভঙ্গিমাতে কেবা মৈরব
বান্দে ॥ বারে বারে বিম্বাপ্রিয়ার জননী, অনিগিধ অঁথে নিরখে
ছলে । কত না আনন্দে, উথলয়ে হিয়া, না পরশে পদ ধরণী-
আইহ সুইহ সহ, স্নেহে আইসে, মঙ্গল বিধানেনিপুণা অতি ।
ধান্য দুর্দাদল, স্থললিত মাথে, দেই আলীকাদ অতুল রীতি ॥
হাতে দীপ মণ্ড,-প্রদক্ষিণ করে, বরে উরুথিয়া যাইতে ঘরে ।
নরহরি নাথে, চাহে পালটিনা, চলে পদ আধ স্নেহের ভরে ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

সনাতন মিশ্রের ঘরণী । করে লোকাচার যত কহিতে
না জানি ॥ সঁতারয়ে সুখের পাথারে । কন্যায় ভূষিত
করে নানা অলঙ্কারে ॥ দেখি বিম্বাপ্রিয়ার স্নবেশ । বাঢ়য়ে
সবার মনে উল্লাস অশেষ ॥ মিশ্র মহাশয় শুভকণে । কন্যায়
আনিতে নিদেশিল প্রিয়গণে ॥ মিশ্রের ভবন মনোহর । ঝল
ঝল করয়ে অঙ্গণ পরিমর ॥ ছোড়লা শোভয়ে সেই খানে ।
আনিলেন কন্যা বসাইয়া সিংহাসনে ॥ যে কিছু আছয়ে
লোকাচার । তাহাও করেন তাহে কোতুক অপার ॥ এথ-
মেই দেবী বিম্বাপ্রিয়া । আত্ম সমর্পিণ প্রভুপদে মালা দিয়া ॥
ঈশং হাসিয়া গোরা রায় । দিল পুষ্প মালা বিম্বাপ্রিয়ার

গালায় ॥ পুষ্প ফেলা ফেলি দুই জনে । দৌহার মনের কথা
 দৌহে ভাল জানে ॥ তিলে তিলে বাঢ়য়ে আনন্দ । বিষ্ণুপ্রিয়া
 সহ বিলসয়ে গৌরচন্দ্র ॥ কি নব শোভার নাই পার । চারি-
 দিগে নারীগণ দেই যজ্ঞকার ॥ করে কোলাহল সর্বজন ।
 বাজে নানা বাদ্য, ধ্বনি ভেদয়ে গগণ ॥ সনাতনমিশ্র ভাগ্য-
 বান্ । বসিলেন উল্লাসে করিতে কন্যা দান ॥ বেদাদিবিহিত
 ক্রিয়া করি । সমর্পিল কন্যা বিশ্বস্তর করে ধরি ॥ দিলেন
 কোতুক স্থখে ভাসি । দিব্য ধেনু ধন ভূমি শয্যা দাস দাসী ॥
 সর্বশেষে হোমকর্ম্ম করে । বিশ্বস্তর বামে বসাইয়া দুহিতারে ॥
 কি অদ্ভুত দৌহার মাধুরী । কহিতে কি দৌহার নিছনি নর-
 হরি ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

দেখি পল্ক, বিবাহ মাধুরী, কোঙ ধরই ন থেহ । শেষ
 শিব বিহি, ইন্দ্রগণ পতি, আদি পুলকিত দেহ ॥ ভৌড় অতি-
 শয়, গগণ পথ বহু, রোকে দেব বিমান । হোত জয় জয়, শব্দ
 স্তমধুর, ভঙ্গি ভণই ন জান ॥ ভূরি কোতুক, পরশপর বর,
 সরস চরিত উচারি । করত কুম্ভ, স্রষ্টি অলঙ্কিত, ললিত
 রঙ্গ বিথারি ॥ বিজয়সনাতন, ভাগভর পর, শংসি পরম বিখোর ।
 দাসনরহরি, আশ ইহ স্থখ, মাতব কি মতি মোয় ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

দেবরমণি, বৃন্দ বিরচি বেশ বিবিধ ভাঁতি । বাজত থর,
 আহি অভুল, ঝলকে কল্লুক কাঁতি ॥ ভ্রমত গগণ, পথ অগ-

গিত, যুথহিয় উৎসাহ । মানত দিঠি,-সকল নিরখি, গৌরবর
বিবাহ ॥ মিশ্রভবন, রীত রুচির, উচরি পুলক গাত । নব নব
অভি,-লাস করহ, ধৃতি ধরই ন জাত ॥ নিরুপম পহু, প্রেয়সী
ছবি, লোচন ভারি নেত । নরহরি কত, ভাখব সতে, প্রাণ
নিছনি দেত ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

আহা মরি মরি, অর-নারীগণ, নদিয়া চান্দের বিবাহ দেখি ।
মে শোভা সাগরে, সাঁতারিয়া সতে, তিরপিত করে তৃষিত
আঁখি ॥ কেহ কারু প্রতি, কেহ দেখ মিশ্র,-সনাতন স্তখে না
ধরে হিয়া । কৃষ্ণে কন্যা দান, করি কত সাধে, কেহ কত
নানা যৌতুক দিয়া ॥ কেহ কেহে জামা,-তার বামে কন্যা,
বসাইয়া ধন্য আপনা মানে । করে হোম ফিয়া, তাহা নাহি
মন, চাহি রহে চান্দমুখের পানে ॥ কেহ কেহে দেখ, মিশ্রের
ঘরগী, উনমত পারা, বিবাহধূমে । নরহরি নাথে, দেখে কত
ছলে, উলসিত পদ না পড়ে ভূমে ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

দেবদেব রমণী উল্লাসে । বিবাহ প্রসঙ্গ সতে কেহে যুছ
ভাষে ॥ ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার । হইল বিবাহ দেখি উল্লাস
সভার ॥ রূপবতী কন্যা যার ঘরে । সে সকল বিপ্র মনে মহা
খেদ করে ॥ এ হেন বরেরে কন্যা দিতে । না পারিলু হেন
স্বখ নাহিক ভাগ্যেতে ॥ এই মত কেহ কত-কয় । সকলেই
সনাতনমিশ্রে প্রশংসয় ॥ সনাতনমিশ্র ভাগ্যবান্ । হোমকৰ্ম্ম

আদি সব কৈল সমাধান ॥ কন্যা জামাতায় নিরখিয়া । তিলে
তিলে বাঢ়ে স্বথ উথলয়ে হিয়া ॥ (কহিতে কে জানে লোকা-
চার । ঘন ঘন নারীগণে দেই যজ্ঞকার ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী
গোরাটাদে । লইতে বাসর ঘরে কেবা থির বাঞ্ছে ॥) নরহরি
পছঁ গোৱারায় । চলে বাসঘরে কত কৌতুক হিয়ায় ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

নদীয়া বিনোদ গোৱা । প্রবেশে বাসর,-ঘরে নব নব,
তরুণিগণের পরাণ চোৱা ॥ ক্র ॥

কুলবধূগণ, মনের উল্লাসে, বিশ্বস্তরে বিষ্ণুপ্রিয়ায় লইয়া ।
স্বমধুর ছান্দে, বসায় বাসরে , অনিমিষ আঁখে, ও মুখচাঁয়া ॥
কেহ পরশের, মাধে হাঁসি হাঁসি, স্নগন্ধি চন্দন মাথায় অঙ্গে ।
কেহ সাজাইয়া, তাম্বুল বীটিকা, সম্পুট সম্মুখে, রাখয়ে রঙ্গে ॥
কেহ করে কত, কৌতুক ছলেতে, ঢলি পড়ে গায়, পুলক
হিয়া । নরহরিনাথ, আগে রহে কহে, ভঙ্গিতে কুসুম, অঞ্জলি
দিয়া ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

বাসর ঘরেতে গোৱারায় । রূপে কোটি মদন মাতায় ॥
কুলবধূগণ মনস্বখে । সোপয়ে নয়ন চান্দমুখে ॥ ঘুঙটে ঘুঘট
কেউ দিয়া । কহে কি বা ঈষৎ হাঁসিয়া ॥ পুলকে ভরয়ে সব
গা । আঁপয়ে বসন দিয়া তা ॥ কেউ দাড়াইয়া কারু পাশে ।
কাঁপে সেনা রসের আবেশে ॥ কেহ অতি অথির হিয়ায় ।
নিছয়ে জীবন রাঙ্গাপায় ॥ বাসর ঘরেতে রঙ্গ যত । তাহা

কেবা কহিলেক কত ॥ নরমনে এই আশ । দেখিব কি এ সব
বিলাস ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

বাসর ঘরেতে গোরাগয় । বিষ্ণুপ্রিয়া সহ স্তখে রজনী
গোড়ায় ॥ কহিতে কোতুক নাই ওর । গোষ্ঠীসহ সনাতন
আনন্দে বিভোর ॥ রজনীপ্রভাতে গৌরহরি । হৈলা হর্ষ, কুশ-
গুণিকা আদি কর্মকরি ॥ গমন করিব নিজালয়ে । সনাতনগিঞ্জ
মহাশয়ে নিবেদয়ে ॥ (সনাতন জামাতা রতনে । করিতে বিদায়
ধৈর্য্য ধরয়ে যতনে ॥ কন্যায় কত না প্রবোধিয়া । দিল বিম্বস্তর
কর ধরি সমর্পিয়া ॥ গৌরহরি গমন সময়ে । মান্যগুণে পরম
উল্লাসে প্রণময়ে ॥ করিতে কি সে সভার সাধ । ধান্য দুর্বা
দিয়া শিরে করে আশীর্ব্বাদ ॥ মিশ্রপ্রিয়া কন্যা জামাতারে ।
বিদায় করিতে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥) গোরা গৃহে গমন
করিতে । বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে চারি ভিতে ॥ নারীগণ দেই
যজ্ঞকার । নানা বাদ্য বাজে, ভাটে পড়ে কায়বার ॥ নরহরি-
নাথে নিরগিয়া । গগন-উচিত সভে করে শুভক্রিয়া ॥

পুনঃ যথা রাগঃ ॥

বরজ ভূষণ গৌর বিধুবর, করি বিবাহ বিনোদ গতিপর,
প্রায়সীসহ চলই নিজঘর, পরম অন্তত শোহয়ে । চটল চৌদল
মাছি ঝলকত, রূপ অগ্নি প্রবাহ উছলত, বলিত নয়ল সিং-
গার নিরুপম, নিখিলজন-মন মোহয়ে ॥ হোত জয় জয়

শব্দ অবিরত, নারী পুরুষ অসংখ্য নিরন্তর, গরমগরম তপ,
 লখিমি লখিমিক, নাথ দহ যিলসত যনু । বন্দি গণ মন, মোদ
 অতিশয়, উচরি নব নব,-চরিত রসময়, ভুরি ভুসুর করত ঘন,
 ঘন বেদ ধ্বনি পুলকিত তনু ॥ বাদ্য বহুবিধ, মরুজ মর দল,
 ত্রিসরি কুণ্ডলি পটহ পুফল, কুকু নুনু নুনু, নু ধা বিবিধ বা,-
 যত মধুর বাদক ঘটা । (নটত নর্তকী, নর্তকাবলি, উঘটি তা
 দিক দিকিতা ধিনি, নিনি ধেম্মা দিকি, তক তাল ধরু পগ
 ভঙ্গি চমকত তনুছটা ॥ জাতি শ্রুতি স্বরগ্রাম মুরুছন, তান
 নব নব নব আলাপন, শুনত কানন তেজি যুগ গুণিবৃন্দ নিকট
 হি ধায়এ । ভবন চছদ্মশি বিপুল কল কল, দাস নরহরি হৃদয়
 উথলল, সময় গোধূলি, ললিত সুরধুনী তীরে বিরমি ঘরে
 আয় এ ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

গোরা চান্দ বিবাহ করিয়া । আইলেন ঘরে অতি উল্ল-
 সিত হৈয়া ॥ অলঙ্কিত হৈয়া দেবগণ । করয়ে সকল পথ
 বরিষণ ॥ স্তূথের পাথার নদীয়ায় । বিবাহ প্রসঙ্গ কেউ কহে
 শচী মায়া ॥ শুনি মহা বাদ্য কোলাহল । শচীদেবী হইলেন
 আনন্দে বিহ্বল ॥ (বাড়ির বাহিরে শচী আই । পতিব্রতা গণসহ
 রহে পথ চাই ॥ সভা-সহ গোরা ধীরে ধীরে । আসিয়া চৌদল
 হৈতে নামিলা দুয়ারে ॥ পুত্র পুত্র-বধু দেখি আই । নিছিয়া
 কেসয়ে মত দ্রব্য লেখা নাই ॥ স্নেহে চান্দবদন চুছিয়া ।

প্রবেশে ভরনে পুত্রবধু পুত্রে লৈয়া ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া সহ বিশ্বস্তর ।
বৈসে সিংহাসনে দেখে যত পরিকর ॥ উলু লু লু দেই নারী-
পণ । হইল মঙ্গল ময় সকল ভুবন ॥ ভাটগণে পড়ে কায়বার ।
বিপ্রপণ বেদধ্বনি করে অনিবার ॥ নানা বাদ্য বায় সবে স্তখে ।
নরহরি কত বা কহিব এক মুখে ॥

পুনঃ যথা—রাগঃ ॥

(গোরা গুণমণি, সুষর শেখর, পরম মুদিত হিয়ায় । নৌক
বহুত, বিবাহে আতুল, তাহে দেয়ই বিদায় ॥ ভাট নট গীতজ্ঞ
বাদক, ভিকু ভূয় ভরি । দেত সবে বহু, বস্ত্র ভূষণ ধন,
মনোরম পুরি ॥ অতি হি স্তমধুর, বচনে স্তনিপুণ, গৌরহরি
বশ পায় ॥ শ্রীশ্রী সর্ব, নারী জনে জনে, কয়ল কত সন্মান ।)
জগত নরহরি, মো সকল স্তখে, গেহে কয়ল পয়াম ॥

ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বস্তরের বিহায় । হৈল যে আনন্দ তাহা
জাগরে হিয়ায় ॥ এই খানে বিষ্ণুপ্রিয়া সহ গৌরহরি । বৈসয়ে
অননী তাহা দেখে নেত্র ভরি ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি যত স্নেহ
করে আই । এক মুখে সে সব কহিতে সাধ্য নাই ॥ (বিষ্ণু-
প্রিয়া দেবী চেষ্টা কহিব বা কত । বিষ্ণুদেবা শ্রীশ্রীসেবায়
হৈলা রত ॥ কি বলিব বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবায় । দিবা নিশি
আই মহা-আনন্দে গোড়ায় ॥) বিলসয়ে পরম আনন্দে বিশ্ব-
স্তর । যৌবন প্রবেশে অঙ্গশোভা মনোহর ॥ দিব্যমালা চন্দনে
সুশোভন নিরস্তর । সূক্ষা বাস ভূষণে ভূষিত কলেবর ॥ ভুবন

মোহন গোর। শচীয়া নন্দন । বিদ্যারসে মগ্ন শিষ্য সঙ্গে অমু-
 কণ ॥ দেখিয়া পাষণ্ড বৃদ্ধি সহিতে না পারে । হইল প্রভুর
 ইচ্ছা গয়া যাইবারে ॥ এই থানে মায়ের চরণে প্রণমিয়া । গয়া
 চলিলেন প্রভু মায়ে প্রবোধিয়া ॥ লোকরীতে গয়াকার্য্য সারি
 গৌরহরি । গৃহে আসে ঈশ্বরপুরীয়ে কৃপা করি ॥ নবদ্বীপে
 প্রভু আইলেন কিছু দিনে । আনন্দে বিহ্বল হইলেন সর্ব
 জনে ॥ (বিবিধ মঙ্গল কৰ্ম্ম করে শচীয়ায় । বাড়ির বহিরে গিয়া
 পথ পানে চায় ॥ লোকে জিজ্ঞাসয়ে বিশ্বস্তর কত দূরে । হেন
 কালে প্রভু আইলেন নিজ ঘরে ॥) ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বস্তর এই
 থানে । মহাহর্ষে প্রণমিলা মায়ের চরণে ॥ জননীর যে আনন্দ
 কহিতে কে পারে । মঙ্গল নয়নে মুখ চাহে বারে বারে ॥
 বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণনাথে নিরাখিয়া । আনন্দে বিহ্বল না
 ধরিতে পারে হিয়া ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া-পিতৃ-কূলে হৈল মহানন্দ ।
 কি বলিব সবার জীবন গৌরচন্দ্র ॥ প্রভুরে দেখিতে আই-
 লেন যত জন । তা সবারে কৈল যথাযোগ্য আচরণ ॥ সঙ্গি-
 গণ বিদায় করিলা বিশ্বস্তর । সে সবে আনন্দে গেলা নিজ
 নিজ ঘর ॥ শ্রীমান্-পণ্ডিত আদি চারি পাঁচ জনে । শ্রীগয়া-
 শ্রমঙ্গ কহে বসি এ নির্জনে ॥ বিষ্ণুপাদপদ্ম তীর্থ নাম উচ্চা-
 রিতে । ভাস্বে নেকের জলে নারে স্থির হৈতে ॥ ছাড়ে
 দীর্ঘ শ্বাস কৃষ্ণ বলি বারে বারে । ভরয়ে পুলক কম্প প্রভুর
 শরীরে ॥ কত কণে স্থির হৈয়া শচীর নন্দন । শ্রীমান্-পণ্ডিতে

কহে মধুর বচন ॥ ওহে বন্ধু সব স্নেহ আজি গৃহে বাহ ।
 কালি শুক্লাশ্বর ঘরে আসিবারে চাহ ॥ শুনি অমধুর বাক্য
 উল্লাস সভার । হইলা বিদায় দেখি প্রেমচমৎকার ॥ অন্যান্যে
 শুনিয়া সব বৈষ্ণব আনন্দে । আইসেন এথাই মিলয়ে গৌর-
 চন্দ্রে ॥ লোক গতায়াত যত কহনে না যায় । সকলে বিহ্বল
 গৌরচন্দ্রের চেষ্ঠায় ॥ নদীয়ায় পরম্পর কহে লোক সব ।
 নিমাই পণ্ডিত হৈলা পরমবৈষ্ণব ॥ বাঢ়য়ে প্রভুর প্রেমাবেশ
 কণে কণে । না ভায় ভোজন মন না হয় শয়নে ॥ শয়ন করিব
 কিয়ে গোরায়ায় । কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি নিশি জাগিয়া পোহায় ॥
 নয়নে বহয়ে বারি ধারা নিরন্তর । সঘনে সোনার অঙ্গ ধুলায়
 ধুসর ॥ এথা কপিলের ভাবে বিশ্বস্তর রায় । মনের আনন্দে
 কত মায়েরে শিখায় ॥ প্রেমভক্তি-স্বরূপিনী আই জগন্মাতা ।
 তাঁবে প্রভু প্রেম বিতরণ কৈল এথা ॥ এক দিন এই খানে
 বৈসে বিশ্বস্তর । চতুর্দিকে শিষ্যবর্গ শোভা মনোহর ॥ শিষ্য-
 গণ পূর্বমত চাহে পড়িবার । শিষ্যগণ কহে এক প্রভু কহে
 আর ॥ শিষ্যগণ কহে মনে মনে বিচারিয়া । এই মত
 হৈল গয়া হইতে আসিয়া ॥ ঐছে বিচারিতে গৌরচন্দ্রের
 ইচ্ছায় । প্রেমভক্তি উপাজিল সভার হিয়ায় ॥ পড়িব কি
 শব্দশাস্ত্র ফিরিলেন মন । প্রভুর কান্দনেতে কান্দয়ে সর্ব-
 জন ॥ সকল পড়ুয়া শ্রীপ্রভুর নিত্য দাস । সর্বচিত্তে হৈল
 প্রেমভক্তির প্রকাশ ॥ ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব এই খানে ।

করয়ে নর্তন প্রভু আপন কীৰ্তনে ॥ চতুর্দিকে প্রভুরে দেখিয়া
 শিষ্যগণ । গোপাল গোবিন্দ বলি করয়ে কীৰ্তন ॥ প্রভু
 প্রেমাবেশে সতে বোল বোল গোলে । ভাসয়ে সকলে প্রেম-
 আনন্দ হিলোলে ॥ অকস্মাৎ শুনি প্রেমময় সঙ্গীতন । খাইয়া
 আইলা নিকটের ভক্তগণ ॥ আর যত লোক আইসে কহে
 পরস্পরে । ইকি গুণগোল শুনি নদীয়া নগরে ॥ এঁছে কহি
 প্রভুর এতবনে আসিয়া । হয়েন মোহিত প্রভু পানে নিরখিয়া ॥
 অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য কীৰ্তন প্রচার । ইথে কোন জন ধৈর্য্য
 নারে ধরিবার ॥ প্রভু প্রেমাবেশ দেখি চিস্তে সর্বজন । প্রভুকে
 করিলা স্থির প্রভুভক্তগণ ॥ ওহে বাপ শ্রীনিবাস বিশ্বস্তর
 এথা । আপনারে প্রকাশয়ে এ অদ্ভুত কথা ॥ ভক্তাধীন প্রভু
 ভক্ত-দুঃখনাশ হয় । পাষণ্ডির প্রতি ক্রোধ হৈল অতিশয় ॥
 মুই সেই মুই সেই বলিয়া বলিয়া । হাসে কান্দে মহা ঘোর
 হুকার করিয়া ॥ দেখিয়া পাষণ্ডিগণ খেদাড়িয়া যায় । দর্পকরি
 কহে সংহারিমু তো সভায় ॥ ক্রণে ভূমে লোটাইয়া থির হৈয়া
 রহে । এঁছে দেখি কেহ কেহ আই প্রতি কহে ॥ পূর্ব বায়ু-
 বল এবে করিল হইঁারে । করহ শৈত্যক সেবা অশেষ প্রকারে ॥
 লোকদ্বারে আই জানাইল শ্রীনিবাসে । তেঁহ প্রয়োখিল অতি
 মনের উল্লাসে ॥ সকলেই কহে এ মনুষ্য কভু নয় । হইলেন
 ব্যস্ত এথা শচীর তনয় ॥ শুন শ্রীনিবাস এক দিবসের কথা ।
 ১ প্রেমাবেশে অত্যন্ত বিহ্বল প্রভু এথা ॥ যারে দেখে তারে

পুছে কৃষ্ণ কোন খানে ? । নিবারিতে নারে বারি ধারা ছু-
 নয়নে ॥ গদাধর তাম্বুল লইয়া আইলা এথা । তাঁরে পুছে
 শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ কোথা ॥ তেঁহো কহে সদা কৃষ্ণ হৃদয়ে
 তোমার । শুনি নখে হৃদয় চিরয়ে আপনার ॥ প্রভু-দুই করে
 শীঘ্র ধরে গদাধর । কত প্রবোধিল হির হৈল বিশ্বস্তর ॥
 গদাধরে মহাভূক্ত হৈয়া কহে আই । নিমাইর সঙ্গে বাপ
 রহিবে সদাই ॥ এথা সন্ধ্যাকালে আসি মিলে ভক্তগণ । মুকুন্দ
 পড়য়ে শ্লোক অতি রসায়ন ॥ ভক্তিরসময় শ্লোক শুনি গৌর-
 রায় । যে প্রেম-আবেশ তাহা কহা নাই যায় ॥ বৈষ্ণব
 বেষ্টিত প্রভু মত সঙ্কীর্ণনে । হৈল ক্ষণপ্রায় নিশি প্রভাত
 না জানে ॥ প্রেমানন্দে হৃদয় গর্জ্জন অতিশয় । শুনি পাষ-
 ণ্ডির রাগে নিদ্র নাই হয় ॥ করয়ে বিদ্রূপ ক্রোধে পাষাণ্ডির
 গণ । কেহ কহে আজি এ সভার বিড়ম্বন ॥ নদীয়ায় কীর্তন,
 এ অমঙ্গল ইথে । আইসে রাজার লোক বৈষ্ণবে ধরিতে ॥
 এ সতে পলা'বে জানি হুণ্ড সাবধান । শ্রীবাগে বাকিয়া দিলে
 সভার কল্যাণ ॥ শ্রীবাস উদার শুনি করিল প্রত্যয় । দুষ্ক-
 রাজা যবন অসাধ্য কিছু নয় ॥ এত বিচারিয়া শ্রীবাসের ভয়
 হৈল । অন্তর্যামী বিশ্বস্তর সকল জানিল ॥ হৃদয় করিয়া প্রভু
 কহে দার বার । ভক্তভয় বিনাশিতে মোর অবতার ॥ প্রভু
 অবতীর্ণ ইহা ভক্তে নাই জানে । আপনারে প্রকাশিতে ইচ্ছা
 হৈল মনে ॥ করিয়া সবেশ প্রভু উলসিত চিতে । নদীয়াভ্রমণে

রঙ্গে চলে এথা হৈতে ॥ সেরূপ লাগি দেখি কেবা খির হয় ।
মনের উল্লাসে কেউ কারে কত কয় ॥

তথাহি গীতে ॥

দেখ ভুবন মোহন গোরা নদীয়া নগরে । রূপের ছটায়
দশ দিশা আলো করে ॥ ৫ ॥

কণক ভূধর গরব ভঞ্জন, মঞ্জু মুকুতি রসাল রে । কুটিল
কুঙ্কল, বিমল মলয়জ, তিলক বলকত ভালি রে ॥ অতনু-ধনু
দূরে, দরপ ভুরুদিটি, ভঙ্গি কি মধুর ভাঁতিয়া । হাস মিলিত
ময়ক মুখলস, দশন মোতিম পাঁতিয়া ॥ চারু শ্রুতি অব,-তংস
সুন্দর, গণ্ড মণ্ডল শোহয়ে । নাসিকা শুক, চক্ষু জিতি, সতী-
যুধতীগন মন মোহয়ে । জানু লম্বিত, ললিত ভূজযুগ, গঞ্জি
ভুজগ যুগাল রে । বক্ষপরিসর পরম সুগঠন, কণ্ঠে মালতী মাল
রে ॥ ত্রিবলিবলিত, স্নানান্তি সরসিজ, ভ্রমর তনুরুহ রাজয়ে ।
সিংহ জিনি কটি,-দেশ কুশ ঘন, অংশু অংশুক ভ্রাজয়ে ॥ মদন
মদনলি, কদলি উরু উরু, পর্ক অতি অনুপাম রে । চরণ তল-
• থল, কমল নখমণি, নিছনি ঘন ঘমশ্যামরে ॥

কেবা না ভুলয়ে গোরাচান্দে নিরখিয়া । এই পথে চলি-
লেন ভ্রমিতে নদীয়া ॥ নদীয়া-ভ্রমণে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে ।
হৈলা চতুর্ভূজ রূপা করি শ্রীবাসেরে ॥ আসি বিপ্রগণ সঙ্গে
বসিলা এথাই । সে অদ্ভুত শোভার উপমা দিতে নাই ॥ এই
খানে প্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশ । কৃষ্ণ বলি কান্দয়ে ধৈর্য্যের

নাহি লেশ ॥ এক দিন বরাহভাবেতে মত্ত হৈলা । এথা হৈতে
মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা ॥ হইয়া বরাহমূর্তি তাঁরে কুপা করি ।
এথাই আসিয়া বসিলেন গৌর হরি ॥ লইয়া সকল ভক্তে প্রভু
বিলম্ব । এক নিত্যানন্দ বিনু ব্যাকুল হৃদয় ॥ ওহে শ্রীনিবাস
নিত্যানন্দ হলধর । হাড়াইপণ্ডিত পদ্মাবতীর কুমার ॥ সর্ব-
পূজ্য হাড়াইপণ্ডিত পদ্মাবতী । রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামেতে
বসতি । (পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী । অপার মহিমা গুণ
কহিতে না জানি ॥) প্রভু নিত্যানন্দ সুখ দিতে সর্বজনে ।
তাঁরে ঘরে অবতীর্ণ হৈলা শুভক্ষণে ॥ নিত্যানন্দ প্রভু জন্ম-
তিথি বিলক্ষণ । কেবা না আরাধে কেনা করয়ে বন্দন ॥

তথাহি ॥

সর্বমঙ্গলরূপাং তাং মাঘশুক্রাত্রয়োদশীং ।

নিত্যানন্দপ্রভোৰ্জন্মতিথিং বন্দে যুদানিশং ॥

প্রভু জন্মকালে যে আনন্দ উপজিল । তাহা বিজ্ঞগণ
নানা প্রকারে বর্ণিল ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

আহা মরি আজু কি আনন্দ । কিবা একচক্রাপুরে, হাড়াই-
পণ্ডিতের ঘরে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ॥ ৫ ॥

অতি সুকোমল তনু, হেম নবনীত জনু, শোভায় ভুবন
বিমোহিত । পুত্র মুখ নিরখিয়া, উলাসে না ধরে হিয়া, পদ্মা-
বতী হাড়াইপণ্ডিত ॥ শ্রীঅদ্বৈত শাস্ত্রিপুরে, গর্জজে আনন্দ-
তরে, তিলেক হইতে নারে থির । নাচে প্রভু উর্জ্বাহে,

কাঁথতালী দিয়া কহে, আনিলু আনিলু বলবীর ॥ ব্রহ্মা আদি
দেবগণ, করে পুষ্প বরিষণ, জয় জয় ধ্বনি অনিবার । গন্ধর্ব্ব
কিম্বদন্ত, বায় বাদ্য কত শত, গায় গুণ স্তবের পাথার ॥
ওঝা মহা ভাগ্যবান, পুত্রের কল্যাণে দান, করে যত লেখা
নাই দিতে । কত না জোড়ুক লৈয়া, লোক সব আসে ধা'রা,
মহা ভীড় গৃহে প্রবেশিতে ॥ ধন্য রাত্ৰ মহী আর, ধন্য সেনা
নক্ষত্র বার, ধন্য মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী । নরহরি কহে ভাল,
ধন্য ধন্য কলিকাল, একটে খণ্ডিল দুঃখ রাশি ॥

পুনঃ সূহই ॥

প্রভু নিত্যানন্দ, আনন্দের কন্দ, পুরুষে রোহিণী তনয়
যেহেঁ । ধন্য কলি কৈলা, শুভক্ৰমে হৈলা, পদ্মাবতীগর্ভে
একট তেহেঁ ॥ জয় জয় জয়, ধ্বনি অতিশয়, মঙ্গল হাড়াই
পণ্ডিত ঘরে । একচক্রাবাসী, লোক স্তবে ভাসি, ধা'রা আসে
স্থতি ধরিতে নারে ॥ সূতিক্রা মন্দিরে, ঝল মল করে, নিতাইর
মুখচন্দ্রমা চারু । সে শোভা দেখিতে, কত সাধ চিতে, দেখে
আঁখে নাই নিমিখ কারু ॥ হর্ষে দেবগণ, বর্ষে পুষ্প ঘন,
অলখিত নৃত্য ভঙ্গিমা ভালে । ঘনশ্যাম গায়, নানা বাদ্য বায়,
ধা ধা ধিকি ধিকি, ধেন্না না তালে ॥

নিত্যানন্দ জন্ম বাল্য লীলা মহোহর । গৃহে বাস কৈলা
প্রভু দ্বাদশ বৎসর ॥ সম্মাদির ছলে গৃহে হইতে চলিলা । তীর্থ
পর্যটন করে এ অদ্ভুত লীলা ॥ সর্ব্ব মনোরথসিদ্ধি করি

পৰ্যটনে । প্রভুর প্রকাশ লাগি রহে বৃন্দাবনে ॥ শুশ্রূষণে
নন্দীরাবিহারে গৌরচন্দ্রে । হইলা প্রকাশ তা জানিলা নিত্য-
নন্দ ॥ মহা প্রেম্যানন্দে মত্ত হৈয়া নিরন্তর । আইলেন নব-
রূপে দেব হলধর ॥ নন্দন-আচার্য্য গৃহে গমন করিলা ।
ভেহো মহা ভেজ দেখি অধৈর্য্য হইলা ॥ মহাযত্নে নিত্যনন্দ-
চন্দ্রে রাখি যবে । করাইলা ভিক্ষা অতি উল্লাস অন্তরে ॥
নিত্যনন্দ গমন জানিয়া গৌররায় । মন্দ মন্দ হাসে মহা
উল্লাস হিরায় ॥ এ বিষ্ণু মন্দিরে বিষ্ণু পূজে বিশ্বস্তর । এথাই
বৈক্য সব মিলিলা সত্তর ॥ সে শোভা দেখিয়া প্রভু উল্লসিত
মনে । রজনী স্বপন কথা কহে এই খানে ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

এতু বিশ্বস্তর, প্রিয় পরিকর, প্রতি কহে শুন স্বপন কথা ।
কিবা সে নির্মিত, অতি সুশোভিত, তালধ্বজ রথ আইল
এথা ॥ দেখিষু হৃন্দর, দীর্ঘ কলেবর, পুরুষ এক কি উপমা
ভাহে । এক কর্ণে কিবা, কুণ্ডল সে গ্রীবা, কিবা মুখশরী
কোহে ॥ কাল কুন্ত হাতে, নীলবস্ত্র মাথে, নীল বাস পরিধান
সুহৃদ্যন্দে । চৌদিকে নেহালে, হেলি ছলি চলে, সে ভঙ্গিতে
কেবা ধৈর্য্য বাঞ্ছে ॥ মোর নাম ধরি, পুছে বেরি বেরি, বুঝি
হলধর গমন কৈলা । এত কহি নর,-হরি প্রভুবর বলরামভাবে
বিজ্ঞান হৈলা ॥

শ্রীবাসাদি প্রভু বন্দাবেশে নিরখিয়া । করিলেন স্তুতি সবে

হুহির হইয়া ॥ বিশ্বস্তর চেষ্টা কিছু কহিল না হয় । যেখানে
 নিত্যানন্দ উৎকর্ষাভিলাষ ॥ হরিদাস শ্রীবাসপণ্ডিতে কিছু
 কৈয়া । নিত্যানন্দ অধ্বংসে দিল পাঠাইয়া ॥ হরিদাস শ্রীবাস
 সর্ব্বাংশে বিচক্ষণ । নবরীণে প্রতি ঘরে কৈল অধ্বংস ॥
 কোথাও না পাইয়া কহয়ে প্রভু-পাশে । শুনি প্রভু কহি কত
 মন্দ মন্দ হাসে ॥ প্রভুর এ ভক্তি কিছু অন্যে না জানিল ।
 নিত্যানন্দ পরম দুঃখের জানাইল ॥ শোভাময় অপূর্ব্ব সুবেশে
 গৌরচন্দ্র । প্রিয়গণ সঙ্গে চলে যথা নিত্যানন্দ ॥ মিলি নিত্যা-
 নন্দে রাখি শ্রীবাসের ঘরে । এথা আসি বৈসে প্রভু উন্নত
 অন্তরে ॥ শ্রীবাসের গৃহে হৈতে রামাই আসিয়া । নিত্যানন্দ
 চেষ্টা কহে এখায় বসিয়া ॥ পুন পুন পুছে প্রভু কহ তাঁর
 রীতি । প্রভু আগে কহে কিছু রামাইপণ্ডিত ॥ কথো রাজে
 নিত্যানন্দ করিয়া ছাড়ার । ভক্তি কেলেন্দণ্ড কমণ্ডলু আগনার ॥
 শুনি প্রভু বিশ্বস্তর ঈষৎ হাসিয়া । শ্রীবাসের গৃহে গেলা এই
 পথ দিয়া । ওহে শ্রীনিবাস নিজগৃহে যে কোড়ক । তাহা কি
 বলিব সবে মোর এক মুখ ॥ এক দিন এই খানে প্রভু
 গৌররায় । ভক্তগণ মধ্যে বৈসে বিহ্বল প্রেমায় ॥ কহি কত
 শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য আনিতে । পাঠাইলা শান্তিপুরে শ্রীরাধ-
 পণ্ডিতে ॥ শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাস যে প্রকারে । শুনি শ্রী-
 নিবাস তাহা কহিয়েতোমারে ॥ অদ্বৈতের পিতা পিতামহাদি
 বিখ্যাত । বনে বাসপূর্বে শান্তিপুরে গভীরাত ॥ বনদেশে

শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম । সর্ব্বাঙ্গাধ্য অদ্বৈত চন্দ্রের প্রিয় ধাম ॥
তথা রহে বিপ্র শ্রীকুবেরমহাশয় । মিশ্র পণ্ডিতাচার্য্য এ খ্যাতি
জ্ঞান হয় ॥ তেহেঁ অদ্বৈতের পিতা জ্ঞান শুদ্ধ রীতি । সর্ব্ব
প্রকারেতে যোগ্য সর্ব্বত্র বিদিত ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ॥

মহাদেবস্য মিত্রং যঃ কুবেরো গুহকেশ্বরঃ ।

কুবেরপণ্ডিতঃ সোহদ্যো জনকশ্চ বিদ্যাম্বরঃ ॥

(নাভা নামে শ্রীকুবের মিত্রের ঘরণী । অতি পতিব্রতা
যেহেঁ অদ্বৈতজননী ॥ পুত্রের কামনা পূর্বে দৌহার আছিল ।
তাহা বৃদ্ধকালে নবগ্রামে পূর্ণ হৈল ॥) নবগ্রামে জন্মিলেন
শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র । জন্মকালে ভুবনে ব্যাপিল মহানন্দ ॥

গীতে মাউর ॥

মাঘে শুক্লাতিথি, সপ্তমীতে অতি, উৎসবে মহা আনন্দ
সিদ্ধি । নাভা গর্ভ ধন, করি অবতীর্ণ, হৈল শুভক্ষণে, অদ্বৈত-
ইন্দু ॥ কুবের পণ্ডিত, হৈয়া হরষিত, নানা দান দ্বিজ দরিদ্রে
দিয়া । সূতিকা মন্দিরে, গিয়া ধীরে ধীরে, দেখি পুত্রমুখ
জুড়ায় হিয়া ॥ নবগ্রামবাসী, লোক ধায়্যা আসি, পরস্পর
কহে না দেখি হেন । কিবা পুণ্য ফলে, মিশ্র বৃদ্ধ কালে,
পাইলেন পুত্র রতন মেন ॥ পুষ্প বরিষণ, করে গুরগণ,
অলঙ্কিত রীতি উপমা নহ । জয় জয় ধ্বনি, ভরল অবনি,
ভনে ঘনশ্যাম মঙ্গল বহু ॥

পুনঃ ভূপালিঃ ॥

মাঘ সপ্তমী শুক্লপক্ষ, শুভক্ষণ ক্ষণ ভূরি । একটি প্রভু,
অবৈত হৃন্দর, করল কলিমদ দূরি ॥ ধাই চলু সব, লোক
পৈঠি, কুবের ভবন মাঝার । বিপুল পুলক, বিলোকি বালক,
দেত জয় জয় কার ॥ ভাটগণ ঘন, ভগত যশ, গায়ত গুণি মুল
মাতি । হৃষর বাদক, বৃন্দ বায়ত, বাদ্য কত কত ভাজি ॥
করত নর্তক, নৃত্য উঘটত থৈতা তক তক থোন । দাস-নর-
হরি, পছঁক জনম, নিলস বরণব কোন ॥

ওহে শ্রীনিবাস অবৈতের জন্মকালে । শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ-
নাম উচ্চৈঃস্বরে বলে ॥ অবৈতের বাল্যলীলা অতি রসায়ন ।
জন্মায়েন সভার সন্তোষ অনুক্ষণ ॥ শ্রীকৃষ্ণের নাভা গঙ্গাবাসের
নিমিত্তে । আইলেন শাস্তিপু্রে নবগ্রাম হৈতে ॥ কুবেরপণ্ডিত
নাভাদেবী পুত্র লৈয়া । শাস্তিপু্রে রহে মহা উল্লসিত হৈয়া ॥
পুত্রে নানা শাস্ত্র করাইয়া অধ্যয়ন । কথো দিনে দৌছে হই-
লেন অদর্শন ॥ অবৈত ঈশ্বর মাতা পিতা অদর্শনে । গয়াচলে
গেলা সর্বতীর্থ পর্য্যটনে ॥ বৃন্দাবনে কথো দিন কৃষ্ণে অরো-
ধয় । জানিলেন নবদ্বীপে প্রকট সময় ॥ বৃন্দাবন হৈতে প্রভু
করিয়া গমন । গোড়ে আসি কৈল গোড় বস্ন্তেতে ভ্রমণ ॥ নব-
দ্বীপ হইয়া আইলা শাস্তিপু্রে । দেখি শাস্তিপু্র বাসী উল্লাস
অন্তরে ॥ পূর্ব হৈতে অপূর্ব আলায় করি দিল । অবৈত-
সেবার সত্তে নিযুক্ত হইল ॥ সর্বশাস্ত্রে অধ্যাপক অবৈত-

আচার্য্য । কে বুঝিতে পারে তাঁর অলৌকিক কার্য্য ॥ শ্রী-
অষ্টমত আচার্য্য বিবাহ করাইতে । বিশিষ্ট লোকের চেষ্টা
হৈল ভাল মতে ॥ লকলেই কৈলা বিবাহের আয়োজন । তাহা
জানিলেন প্রভু কুবেরনন্দন ॥ করিতে বিবাহ অষ্টমতের ইচ্ছা
হৈল । মন্দ মন্দ হাসি সতে অনুমতি দিল ॥ সতে মহার্ঘ্য
হৈয়া গিয়া নিজঘরে । (জানাইল নৃসিংহভাছুড়ি বিপ্রবরে ॥
ভাগ্যবন্ত নৃসিংহ বিপ্রের দুই কন্যা । বিবাহের যোগ্যরূপে
মহা ধন্যা ধন্যা ॥ নৃসিংহভাছুড়ি অতি উল্লাস অস্তরে । দুই
কন্যা সম্প্রদান কৈলা অষ্টমতেরে ॥ অষ্টমতেরে বিবাহে অথের
নাই অভ্য । বহু অর্থ ব্যয় কৈল যত ভাগ্যবন্ত ॥ আচার্য্যের
কার্য্য দুই জগৎপুজিতা । সর্বত্র বিদিত নাম শ্রী আর শ্রী-
গীতা ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ॥

যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতং ।

গীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রীনারী তৎপ্রকাশতঃ ॥

সর্বভক্তজাতা দুই অষ্টমতধরী । দৌহার যে চেষ্টা তাহা
কহিতে কি জানি ॥) এঁছে রহে শান্তিপুরে শ্রীঅষ্টমতরায় ।
কুবেরনন্দন এক বাসস্থান নদীয়ায় ॥ প্রায় শ্রীবাসের গৃহে অষ্টম-
তের স্থিতি । কৃষ্ণরসাস্বাদে না জানয়ে দিবারাতি ॥ কহু
শান্তিপুরে কহু রহে নদীয়ায় । কৃষ্ণ বিনা কথো দিন উষেগে
গেঞায় ॥ কৃষ্ণে আরাধয়ে সদা অশেষ প্রকারে । হইলা

একট কৃষ্ণ অধৈত হকারে ॥ প্রভুর অমৃত লীলা দেখে নদী-
 যায় । না করয়ে ব্যক্ত সতে প্রকারে জানায় ॥ প্রভু প্রকা-
 শিয়া পূজি উল্লাস অন্তরে । কত মনোরথ করি গেলা শাস্তি-
 পুরে ॥ শ্রীরামপণ্ডিত গিয়া প্রভুর আজ্ঞায় । প্রভু যে কহিল
 তাহা কহিল তাঁহায় ॥ হইয়া বিহ্বল শ্রীঅধৈত প্রেমাবেশে ।
 যে যে কথা কহয়ে তা কহিতে না আইসে ॥ অধৈত ভবনে
 মহানন্দ উখলিল । প্রভু-পূজা-দ্রব্য সীতাদেবী সজ্জ কৈল ॥
 অধৈতের যে কোড়ুক কহনে না যায় । গোষ্ঠীসহ অধৈত
 আইসে নদীয়ায় ॥ অধৈত আইসে জানি প্রভুগৌরহরি । এ
 পথে শ্রীবাস গৃহে গেলা শীত করি ॥ ভক্তগোষ্ঠী সহিতে শ্রী-
 গৌরানন্দ সুন্দর । নিজগৃহে সঙ্কীৰ্তনে মগ্ন নিরন্তর ॥ এথা সঙ্কী-
 র্তনানন্দে স্থির নাহি থাকে । পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি বলি প্রভু
 কান্দে ॥ কণে বাপ কণে বন্ধু বলিয়া কান্দয় । পুণ্ডরীক বিদ্যা
 নিধি প্রিয় অতিশয় ॥ সৰ্ব্বমতে শ্রেষ্ঠ তাঁর বাস বঙ্গদেশে ।
 চক্রশালা নামে গ্রাম চাটিগ্রাম পাশে ॥ মধ্যে মধ্যে শ্রীনব-
 রীপেও স্থিতি হয় । নবরীপে আছে তাঁরঅপূর্ব আলায় ॥
 তেহ মহাবৈষ্ণব চিনিতে সাধ্য কার । দেখিলে বিষয়ী জ্ঞান
 হয়ন্ত সভার ॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রনিজমুখে । কহিতে
 চরিত্র তাঁর ভাসে মহাসুখে ॥ প্রভু আকর্ষণে তেহ আইলা
 নদীয়ায় । রাত্রিযোগে আসি মিলে প্রভুরে এথায় ॥ আনন্দে
 মুচ্ছিত হৈলা প্রভুরে দেখিয়া । ভাসয়েমেত্বের জলে
 চেতন পাইয়া ॥ কহয়ে বভেক খেদ যে দৈন্য প্রকাশে ।

দেখিতে সে দশা মতে নেত্রজলে ভাসে ॥ বিদ্যানিধি গোসা-
 ঙ্গেরে প্রভু বকে ধরি । হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না
 পারি ॥ সভারে কহয়ে প্রভু উল্লাস হইয়া । দেখিলাম
 প্রেমনিধি নয়ন ভরিয়া ॥ ঐছে কত কহি প্রভু শ্রীগৌর-
 মন্দর । নেত্রজলে সিকে বিদ্যানিধি কলেবর ॥ বিদ্যানিধি
 প্রেমায় বিহ্বল অনিবার । প্রভুর ইচ্ছায় বাহুজ্ঞান হৈল তাঁর ॥
 তখন প্রণমে প্রভু চিনি আপনার । শ্রীঅদ্বৈত আচার্যে করিল
 নমস্কার ॥ বথায়োগ্য মিলন হইল ভক্তসনে । পাইলেন পরম
 আনন্দ ভক্তগণে ॥ কণেকেই প্রেমভক্তি আবির্ভাব হইতে ।
 হৈল যে প্রকার তাহা না আসে কহিতে ॥ বিদ্যানিধি মহা-
 নন্দে হইয়া বিদায় । এই পথে গেলা তেঁহ আপন বাসায় ॥
 ওহে শ্রীনিবাস এক দিন শচীমাতা । দেখিল যে স্বপ্ন তাহা
 কহেয় পুত্রে এথা ॥ পুত্রপানে চাহি আই কহে স্নেহাবেশে ।
 শুন বাপ স্বপ্নে যা দেখিলু নিশিশেষে ॥ তুমি আর নিত্যানন্দ
 কলহ করিয়া । বিষ্ণু-ঘরে গেলা পঞ্চবর্ষের হইয়া ॥ ঘরের
 ভিতরে দেখিলাম চারি জন । তুমি নিত্যানন্দ কৃষ্ণ রোহিণী
 নন্দন ॥ তথা নিত্যানন্দ কৃষ্ণ হস্তে হস্ত দিলা । বলরাম হস্তে
 তুমি হস্ত আরোপিলা ॥ ঐছে ঘরে হৈতে বাহির হইয়া চারি
 জনে । কৈলা কত কলহ আমার বিদ্যামানে ॥ নানা দ্রব্য
 কাড়াকাড়ি করিয়া খাইলা । নিত্যানন্দ মা বলিয়া মোর আগে
 আইলা ॥ মোরে কহে ক্ষুধা হৈল অন্ন দেহ মাতা । নিদ্রাভঙ্গ
 হৈল মোর শুনি এই কথা ॥ জাগিয়া দেখিলু নিশি প্রভাত

সময় । কিছু না বুঝিয়ে মোর মনে কত হয় ॥ শুনি মহানন্দে
 প্রভু মন্দ মন্দ হাসে । কহি কত মায়ে পুন কহে মৃদুভাবে ॥
 অদ্য নিত্যানন্দে এথা করাহ ভোজন । (শুনি জননীর অতি
 উল্লসিত মন ॥ ভিকার সামগ্রী শচী শীত্ৰ সজ্জ কৈলা । নিত্যা-
 নন্দে প্রভু মহানন্দে লৈয়া আইলা ॥ এইখানে আসিয়া বসিলা
 দুই জন । এথা বৈসে গদাধর আদি আপ্তগণ ॥ ওহে শ্রীনিবাস
 সে অপূর্ব শোভা হেরি । চরণ ধুইতে জল দিলু শীত্ৰ করি ॥
 করয়ে ভোজন দৌহে বসিয়া এথাই । শ্যাম শুক্ল রূপ নিরি-
 খয়ে শচী আই ॥ দৌহার অদ্বুত শোভা বারেক চাহিতে ।
 প্রেমায় বিহ্বল আই নারে স্থির হৈতে ॥ শ্রীশচীদেবীর যৈছে
 প্রেমের বিকার । কহিতে না জানি যৈছে ভোজন দৌহার ॥
 ভোজন করিয়া দৌহে বসিলা এথায় । স্থান পরিষ্কার মুই
 করিল ত্বরায় ॥ পত্র অবশেষ হর্ষে লইলু সকল । সে সব
 ভাবিতে হিয়া হইছে বিকল ॥ নিত্যানন্দে লৈয়া গৌরচন্দ্র
 গণসনে । এথা হৈলা পরম বিহ্বল সঙ্কীর্ণনে ॥ এথা বিশ্বস্তর
 আপনাতে প্রকাশয় । গৎস্য কূর্ম্য বরাহ বামন আদি হয় ॥
 যখন যে ভাবে প্রভু আপনা প্রকাশে । তখন তা দেখে মাত্র
 প্রভুপ্রিয় দাসে ॥ শিবের গায়ক এক আসিয়া এথায় । গায়
 শিব-গীত নাচে ডমরু বাজায় ॥ মহে শের ভাবে প্রভু ধৈর্য
 নাই বান্ধে । মুই সে মহেশ বলি চড়ে তার কান্ধে ॥

গীতে যথা মালব-জ্ঞী ॥

ଆଜୁ ଶଙ୍କରଚରିତ ଶୁନି, ଶୀତନୟ ଶଙ୍କର ତେଲ । ରଞ୍ଜିତ
 ଗିରି ଜିତି, ଜ୍ୟୋତି ଡଗ ମଗ, ଜଗତ-ଧୃତି ହରି ନେଲ ॥ ଭସମ
 ହୁସିତ, ଅନ୍ନ ଭଞ୍ଜିତ, ଅନନ୍ନ ମଦ ଭର ହାରି । ଋଚିର କର ଗହି,
 ଶୁଦ୍ଧ ବାରତ, ଡମରୁ ରବ ଋଚିକାରୀ ॥ ଲୋଳ ଲଳିତ, ତ୍ରିଲୋଚନା-
 କଳ, ଲମତ ବୟନ ମୟଙ୍କ ॥ ଗଞ୍ଜ ମଞ୍ଜୁଳ, ବିମଳ ଯୁଦ୍ଧତର, ତାଳ ହୁକୁ-
 ଗୁଗ ବନ୍ଧ ॥ ବିପୁଳମୟ, ହୃଦୟାନ୍ତର, ଚରମ ପରମ ଉଦ୍ଧୋର । ଶିରସି
 ମଞ୍ଜୁ, ଜଟାଳ ପଟଭର, ପେଶି ନରହରି ଭୋର ॥

ମହେଶ ଆବେଶ ଥୁ ସମ୍ବରଣ କେଲା । ମେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ଧୁର ଶୁଦ୍ଧ
 ହୃଦେ ନାମିଲା ॥ ଐଚ୍ଛେ ଭିକ୍ଷା ଦିଲା ତାରେ ଥୁ ଦୟାମୟ ।
 ପୁନ ଆର ଭିକ୍ଷା ଯେନ କରିତେ ନା ହର ॥ ଏଥା ଥୁ ଆନନ୍ଦେ
 ଲହରୀ ପ୍ରିୟଗଣ । କରିଲ ନିର୍ବନ୍ଧ ରାତ୍ରିଯୋଗେ ମହୀର୍ତ୍ତନ ॥ କହୁ
 କୁନ ହାନ୍ଦେ କରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବିହାର । ମନ୍ତ୍ରେ ପାରିଷଦ ଯତ ଲେଖା ନାହି
 ତାର ॥

ତଥାହି ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଭାଗବତେ ॥

“ଶ୍ରୀବାସମନ୍ଦିରେ ପ୍ରତି ନିଶାୟ କୀର୍ତ୍ତନ । କୁନ ଦିନ ହୟ ଚନ୍ଦ୍ର-
 ଶେଖର ଗୁପ୍ତନ ॥ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଦାଧର ଅଦ୍ଭୁତ ଶ୍ରୀବାସ । ବିଦ୍ୟା-
 ନିଧି ଯୁଗାରି ହିରଣ୍ୟ ହରିଦାସ ॥ ଗଙ୍ଗାଦାସ ବନମାଳୀ ବିଜୟ ନନ୍ଦନ ।
 ଜଗଦାନନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଖାନ ନାରାୟଣ ॥ କାଶୀଧର ବାସୁଦେବ ରାମ ଗରୁ-
 ଡାହି । ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦାନନ୍ଦ ସକଳ ତଥାହି ॥ ଗୋପୀନାଥ
 ଜଗଦୀଶ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀଧର । ସଦାଶିବ ଶକ୍ତେଶ୍ଵର ହୃଦୟ ଶୁକ୍ରାଧର ॥
 ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଞ୍ଜୁରାଜି ଯତ । ଅନନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ହୃଦୟ ନାମ

নিব কত ॥ সে সব সহিত এক দিন এ অঙ্গণে । দিবা নিশি
বিহ্বল হইলা সঙ্কীর্ণনে ॥ দেবের দুর্লভ নৃত্য করে গৌরহরি ।
সে সুবেশ শোভা সবে দেখে নেত্র ভরি ॥”

গীতে যথা—শ্রীরাগঃ ॥

চম্পক কুমম, কনক নব কুঁকুম, তড়িত পুঞ্জ যিনি বরণ
উজ্জোর । ঝল মল মনমথ, ফান্দ চান্দ মুখ, মধুরিম, অধরে
হাস অতি খোর ॥ জয় জয় গৌর, নটন জন রঞ্জন, বলি কলি
কাল গরম ভর ভঞ্জন ॥ ধ্রু ॥

মঞ্জু পুলক কুল, বলিত বলেবর, গর গর নিরত তরল নহু
ধির । গদ গদ ভাষ, অবশ নিশি বাসর, ঝর ঝর কঞ্জ নয়নে
ঝর নীর ॥ নিরুপম চারু, চরিত করুণাময়, পণ্ডিত বন্ধু বশ
বিশদ বিখার । ভণ বনশ্যাম, ভাগ ভূষণ রস, বিতরণ লাগি
ললিত অবতার ॥

পুনঃ কর্ণাটঃ ॥

নাচত ভুবন মন মোহন, চম্পক কনক কঞ্জ জিনি বরণ ।
সুবলনি তনু মদু, মলয়জ রঞ্জিত, পহিরণ বসন ঘন কিরণ ॥
হিমকর নিকর, নিম্দি মধুরানন, হাসত মধুর হৃদা যনু ঝরঙ্গি ।
ভুরুযুগ ভ্রু, পাঁতি লস লোচন, ডগ মগ অরুণ কিরণ উর
হরঙ্গি ॥ দোলত মণিময়, হার হরত ধৃতি, টল মল কুণ্ডল ঝল-
কত প্রবণে । চাঁচর চিকুর, ভঙ্গিতার ভরে, বিলুলিত হালত,
তিমির তার যনু পবনে ॥ অভিনয় ললিত, কলিত করকিশ-

ଲୟେ, କତ ଶତ ତାଳ ଧରତ ପଗ ଧରଣେ । ନରହରି ପରମ, -ଉଲମ୍ବ ।
 ଯଶ ପାୟତ, ଶୋଭା ବିପୁଳ କୌନକ ବିବରଣେ ॥

ପୁନଃ ସୋମରାଗଃ ॥

ନାଚତ ଗୌର ପୁରୁଷରସେ ଭୋର । କନକଧରାଧର-ଗରବ-ବିଭଞ୍ଜନ,
 ଶଳକତ ଅମ୍ଳ ଅତନୁ ଚିତ ଚୋର ॥ ଝୁ ॥

ହାସତ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ, ବଦନ ଚାନ୍ଦ ଛବି, ନାଶତ ସୋର କଲୁଷ ଆଧ-
 ଯାର । ଧରଇତେ ତାଳ, ତରଳ ପଦପଞ୍ଚଜ, କମ୍ପଇ ଧରଣି ମହଇ
 ନାହି ଭାର ॥ ତରୁଣ ଅରୁଣ ଯୁଗ, ଲୋଚନ ଢଗ ଯଗ, ଅବିରଳ
 ବିପୁଳ ପୁଲକ କୁଳ ମାଞ୍ଜି । ଗରଜତ ସଘନ, ମିଂହ ଜିନି ବିକ୍ରମ,
 ବଳି କଳିକାଳ ବିପୁଳ ଭୟେ ଭାଞ୍ଜି ॥ ଭେଦତ ଗଗନ, ଗାନେ ପ୍ରିୟ
 ପରିକର, ବାୟତ ଖୋଳ ଲଳିତ କରତାଳ । ମାତୁଳ ଅଧିଳ, ଲୋକ
 ଭଗ ନରହରି, ଭୁବନ ଭରଣ ଯଶ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ॥

ପୁନଃ ଆତ୍ରପଞ୍ଚକଃ ॥

ନିରୁପମ ହେମ ଜ୍ୟୋତି ଜିତି ବରଣା । ମଞ୍ଜୁତ ରମ୍ପିତରମ୍ପିତ-
 ଚରଣା ॥ ନାଚତ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଖମଣିୟା । ଚୌଦିଗେ ହରି ହରି ଧନି
 ଧନି ଧନିୟା ॥ ଝୁ ॥

ଶରଦଚନ୍ଦ୍ର ଜିନି ଶୁନ୍ଦର ବୟନା । ଅହ ନିଶି ପ୍ରେମ ନିବରେ
 ଶର ନୟନା ॥ ବିପୁଳ ପୁଲକ-ପରିପୂରିତ ଦେହା । ନିଜ ରସେ ଭାସି
 ନା ପାୟତ ଥେହା ॥ ଜଗ ଭରି ପୁରଣ ଏ ହେନ ଆନନ୍ଦା । ମହିମାହା
 ଶକ୍ତି ନାମ ଗୋବିନ୍ଦା ॥

ଓହେ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଭୁ ଆପନ ଭବନେ । ସେ ଭାବ ପ୍ରକାଶେ
 ତା ବର୍ଣ୍ଣିବ କୁନ ଜନେ ॥ ଆଇ ମହାବିହାର ହଇୟା ଏହି ଧାନେ ।

নেত্রজলে সিক্ত হইলেন সঙ্কীৰ্তনে ॥ শ্রিয়গণ সহ প্রভু বাহু
প্রকাশিয়া । শ্রীবাস-আলয়ে গেলা এই পথ দিয়া ॥ সঙ্কীৰ্তনা-
বেশে রহি শ্রীবাসভবনে । এথা আসি পৈশ্যে প্রভু রজনী-
বিহানে ॥ পরম অদ্ভুত শোভা দেখি নেত্রভরি । যে আজ্ঞা
করিল তা করিলু শীঘ্র করি ॥ কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্র
গভীর । সঙ্কীৰ্তন বিনা তিলার্দ্ধেক নহে থির ॥ অপরাহ্নকালে
প্রভু সঙ্কীৰ্তনরঙ্গে । এই পথে গঙ্গাতীরে গেলা গণসঙ্গে ॥
গঙ্গাতীরে সঙ্কীৰ্তনানন্দে মগ্ন হৈয়া । গণসহ আইলা গৃহে
এই পথ দিয়া ॥ যে ভাব আবেশে সঙ্কীৰ্তন এই খানে । তাহা
দেখিলেন এথা রহি ভাগ্যবানে ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের শোভা
ডুবনমোহন । পরম অদ্ভুত রঙ্গে করয়ে নর্তন ॥

গীতে যথা—ধানশী ॥

ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর ছুলাল । সব অঙ্গে চন্দন
দোলয়ে বনমাল ॥

বিশাল হৃদয়ে গজ মুকুতার হার । পদতলে তাল উঠে
নূপুর ঝঙ্কার ॥ ছন্দ বিছন্দে কত জানে অঙ্গ ভঙ্গি । নদীয়া
নগরে নাই এত বড় রঙ্গী ॥ কিম্বদন্তে শিখা শুনি যুছু
গান । গন্ধর্ব্ব তাণ্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ান ॥ পঙ্কজ সঙ্কোচ পায়
দেখিয়া নয়নে ॥ হাসিতে বিজুরি ছটা পড়য়ে দশনে ॥ বাঁধুলি
জিনিয়া রাঙা ওটখানি * হাস । ওরূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম-
দাস ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু কীৰ্ত্তন আবেশে । কহিতে না জানি
 কিছু যে ভাব প্রকাশে ॥ এক দিন কি আনন্দ উপজিল মনে ।
 এই পথে গেলা একা শ্রীবাস ভবনে । সাত শ্রহরিয়া ভাবে
 বিলসি তথায় । এই পথে আইলা নিজালয়ে গৌররায় ॥ এই
 পুষ্পবাটীমধ্যে প্রিয়গণ মনে । আইলা বিহ্বল কৃষ্ণকথা আলা-
 পনে ॥ কি বলিব শ্রীনিবাস দেখিলু যে স্থখ । সে সব ভাবিতে
 এবে বিদরিছে বুক ॥ একদিন এই ঘরে প্রভু বিশ্বম্ভর । অপূৰ্ব
 আসনে বৈসে উল্লাস অন্তর ॥ নিজ প্রাণনাথ পাশে দেবী
 বিষ্ণুপ্রিয়া । তাম্বুল যোগান প্রভু খায়েন হাসিয়া ॥ হেনই
 সময়ে নিত্যানন্দ ভাবাবেশে । চলিতে চলিতে আইলা প্রভুর
 আবাসে ॥ দেখি প্রেমে বিহ্বল নিতাই দিগম্বর । তাঁরে বস্ত্র
 আপনে পরান বিশ্বম্ভর ॥ দেখি এ চরিত্র আই হাসে মনে
 মনে । নিত্যানন্দে বিশ্বরূপ পুত্র সম জানে ॥ নিত্যানন্দে দিল
 চারি সন্দেশ থাইতে । থাইল সন্দেশ মহা কৌতুক তাহাতে ।
 নিত্যানন্দ ভাবাবেশ বুঝনে না যায় । প্রভু সহ কত কথা
 রহিয়া এথায় ॥ শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীকৌপীন একখানি । চাহিয়া
 নিলেন গৌরচন্দ্র গুণমণি ॥ সে কৌপীন খণ্ড খণ্ড করি গৌর-
 রায় । দিলেন সভারে সতে ধরিল মাথায় ॥ শ্রীগৌর সুন্দর
 প্রেমে বিহ্বল হইয়া । নিত্যানন্দ পাদোদক সতে খাওয়াইলা ॥
 কৌপীন ধারণ আর পাদোদক পানে । যে প্রেম বিহ্বল তা
 কহিতে কেবা জানে ॥ সঙ্কীৰ্ত্তনস্থলের সমুদ্রে উথলিল । গগনসহ
 প্রভু নৃত্যে বিহ্বল হইল ॥

গীতে যথা—দেশপালঃ ॥

নৃত্যত গৌরচন্দ্র জন রঞ্জন, নিত্যানন্দ বিপদভর তঞ্জন,
কঞ্জনগরু জিতি নব নব খঞ্জন, চাহনি মনমথ গরব হরে । ঝল-
কত দুঁহু তনু, কনক ধরাধর, নটন ঘটন পগ, ধরত ধরনি পর,
হাস মিলিত মুখ, লবত সুধাকর, উচরি বচন জলু অমির
ঝরে ॥ শোভা নিরুপম, ভগ তন আয়ত, বেষ্টিত পরিকর,-গণ
গুণগণ গায়ত, মধুর মধুর মদু মর্দল বায়ত, ধা ধা ষিগি ষিগি
ধিকট ধিলঙ্গ । গণসহ সুরগণ, গগন পঙ্কগত, ঘন ঘর সরস,
কুসুমবর বরষত, জয় জয় জয় ধ্বনি ভুবন বিদ্যাপত, নরহরি
কহব কি প্রেমতরঙ্গ ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

আজু কি আনন্দ সঙ্কীর্ণনে । নাচে গৌর নিত্যানন্দ, পরম
আনন্দ কন্দ, প্রিয়পারিষদবৃন্দ সনে ॥ নাচে বোলে ভাল ভাল,
বাজে খোল করতাল, সতে মহাবিশ্বল প্রেমায় । নদীর প্রবাহ
পারা, সতার নয়নে ধারা, কেহ কেহ পড়ে কারু গায় ॥ কেহ
বা পুলক ভরে, হৃদয় গর্জন করে, কাঁপে কেহ ধির হৈতে
বারে । কেহ কারু পানে চা'য়া, চুই বাহু পসারিয়া, কোলে
করি ছাড়িতে না পারে ॥ কেহ কারু পায় ধরে, পদধূলি লয়
শিরে, কেহ ভূমে পড়ি গড়ি যায় । প্রভু ভৃত্য এক রীতি,
দেখি নরহরি অতি, আনন্দে প্রভুর গুণ গায় ॥

যখন যে প্রভুর আবেশ তরু মেলে । তখন সে রূপ

କ୍ରୀଡ଼ା କରେ କୁତୂହଳେ ॥ ଏକ ଦିନ ଫୁଲୁ ଏକା ବସି ଦିବ୍ୟାମ୍ବୁରେ ।
 ସକଳେ ନେତ୍ରେ ନିରିଖିବେ ଚାରି ପାଶେ ॥ ପ୍ରିୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହରି-
 ଦାସେ କହେ ଯାହ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବତ୍ର ଜ୍ଞାନାହ ॥
 ଫୁଲୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଦୋହେ ଗେଲା ଏହି ପଥେ । ଦୋହାର ଆନନ୍ଦ
 ଯତ କେ ପାରେ କହିତେ ॥ ସର୍ବତ୍ର କହିଲା ତା ଫୁଲୁରେ ଜନାହିଲା ।
 ସତୀସହ ଫୁଲୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିଲା ନିଳା ॥ ଅଗ୍ନେ ବେଷ୍ଟିତ ଫୁଲୁ
 ବସିଲା ଏଥାହି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୈଳ ମନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ଜଗାହି ଯାହାହି ॥ ଜଗାହି
 ଯାହାହି ଦୁଇ ଜନେ ଦେଖିବାରେ । (ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସହ ଆସି ବୈଷେ ଏହି
 ଘରେ ॥) ଘେନି ଶ୍ରୀନିବାସ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଥାନେ । ସତୀସହ ବିଷ୍ଣୁ
 ନାଚରେ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନେ ॥

ଗୀତେ ଯଥା—ଧାନଶୀ ॥

ନାଚେ ଶତୀର ଛୁଳାଳ ରଙ୍ଗେ । ଅଦ୍ୱୈତ ନିତାହି, ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବା-
 ସାଦି ପରିକର ସଙ୍ଗେ ॥ ଅନ୍ତର୍ଭାସି କି ମଧୁର ଛାନ୍ଦେ । ପଦଭରେ
 ଯହି, କରେ ଟଳ ଯଳ, କେ ତାହେ ଦୈବ୍ୟ ବାନ୍ଧେ ॥ ନାନା ତାଳେ
 ନିୟା କରତାଳୀ । ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହବ, ବାସୁ ଯଶ ଗାୟ, ଚୌଦିଗେ
 ଶୋଭରେ ଭାଳି ॥ ଗୋରାଚାନ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧେ ହରିବୋଲେ । ଜଗାହି ଯାହାହି,
 ଦୋହେ ହେରି ବାହ, ପମାରି କରରେ କୋଳେ ॥ ଗୋରାଚାନ୍ଦର
 ପରମ ପା'ରା । ଜଗାହି ଯାହାହି, ନାଚେ ଭୁଜ ଭୁଲି, ତାବେତେ ବିଷ୍ଣୁ
 ହେଲା ॥ ଦୋହେ ଲୋଟାର ଧରଣୀ ତଳେ । କାମେ ତମୁ ଅମୁ, -ପମ
 ପୁଲକିତ, ଶିତରେ ଆଁଧର ଜଳେ ॥ ଗୋରା କରୁଣା ପ୍ରକାଶ
 ଦେଖି । ନାଚେ ଶ୍ରୀଗଣ, ଗଗନେତେ ରହି, ସଦନେ ଜୁଡ଼ାର ଆଁଧି ॥
 କେନା ଧାର ମେ କରୁଣା-ଆଶେ । ଜୟ ଜୟ ଧ୍ବନି ଅବନି ଭରଣ ଶୁଣେ

ঘনশ্যাম দাসে ॥

(প্রভুভূত্য দেখি সবে হৈলা বিমোহিত । বধু-সহ আই দেখি হৈলা উল্লসিত ॥ সঙ্কীৰ্ত্তনাবেশে প্রভু লৈয়া পরিকরে । গঙ্গায় করিয়া জলক্রীড়া আইলা ঘরে ॥ চরণ পাখালি তুল-সীরে প্রণমিয়া । ভুঞ্জে বিষ্ণু-প্রসাদান্ন এ ঘরে বসিয়া ॥ তঙ্ক-গাদি সারি এথা করিলা শয়ন ।) অলঙ্কিত আসিয়া সেবিল দেবগণ ॥ প্রভুর এ লীলা বা বুঝিব কুন জনে । দেখিলু যে সব তা সদাই জাগে মনে ॥ (একদিন প্রভু শ্রীবাসের বাড়ি গেলা । তাঁর শাশুড়ীয়ে কৃপা করি ঘরে আইলা ॥) এক দিন প্রভু এই পথে গণমনে । সঙ্কীৰ্ত্তনাবেশে চলে নগরভ্রমণে ॥ নগর ভ্রমিয়া প্রভু উল্লাস হিয়ায় । গণসহ গৃহে আলি বৈসয়ে এখায় ॥ কে বুঝে চরিত্র, প্রভু কহে সৰ্ব্বজনে । প্রেমশূন্য দেহত্যাগ করিব এখানে ॥ ইহা বলি গঙ্গায় পড়য়ে ঝাঁপ দিয়া । নিত্যানন্দ হরিদাস আনয়ে তুলিয়া ॥ ইথে যে কোড়ুক তাহা কে কহিতে পারে । সঙ্কীৰ্ত্তনস্থথে প্রভু সদাই বিহরে ॥ এই দেখ বাড়ির নিকট রম্য স্থানে । হইলেন পরমবিহ্বল সঙ্কীৰ্ত্তনে ॥

গীতে যথা—বঙ্গাল ॥

নাচত গৌরচন্দ্র গুণধাম । ঝলকত অঙ্গ-কিরণ মনরঞ্জন,
কনক মেরু দূরে দামিনী-দাম ॥ ধ্রু ॥

বন্ধুর বদন, মদন মদ-মরদন, মধুরিমহাস যুবতিধৃতিহারি ।
ঐতিজিতি তরুণ, অরুণমণি কুণ্ডল, টল মল নয়নমুগল ছবি

ভারি ॥ চাঁচর চিকন, কেশ কুহুমাক্ত, চপল চাকু উরে
মণ্ডিত মাল । অভিনব বাহু, ভঙ্গিভর নিরুদম, ধরত চরণতলে
স্তম্বিত ভাল ॥ পঁছ চলু পাশ, লসত প্রিয়পরিকর, গায়ত
মধুর রাগ রস মাতি । উলসিত সকল, ভুবন ভণ নরহরি,
বায়ত খোল খমক বহু ভাঁতি ॥

পুনর্বোলাবলী ॥

নাচত গৌরচন্দ্র নটভূপ । মনমথ লাখ,-গরব ভরভঞ্জন,
অখিল ভুবনজন রঞ্জন রূপ ॥ ৩৫ ॥

অবিরত অতুল, ভাব ভরে গর গর, গরজত অতি অদভুত-
রুচিকারী । মঙ্গলময় পদ, ধরত ধরণী পর, করত ভঙ্গি ডুজ-
বুগল পসারি ॥ হাসত মধুর, অধর যুছ লাবণি, শরদ চান্দ
যিনি বদন বিলাস । টলমল অরুণ, কমল দল লোচন, কোনে
করহ কত রস পরকাশ ॥ গায়ত মধুর, ভকত গণ নব নব,
কিম্বর নিকর দরপ করু চুর । উথলল প্রেম,-সিদ্ধু মহী ভাসল
নরহরি কুমতি পরশ রহ দূর ॥

সেকীর্তনাবেশে এথা শচীর তনয় । সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানে
তাকি কয় ॥ আজি চন্দ্রশেখরাচার্যের গৃহে গিয়া । লক্ষ্মী-
আদি বেশেতে নাচিব সবে লৈয়া ॥ শঙ্খ শাড়ী কাঁচুলী স্বর্ণাদি
অলঙ্কার । বোগ্য বোগ্য বেশ সজ্জ করহ সভার ॥ এত কহি
গৌরচন্দ্র প্রিয়গণ সনে । এই পথে গেলা চন্দ্রশেখর-ভবনে ॥
তথা নানা বেশে নৃত্য করি বিশ্বস্তর । এথা আসি বসিলা

ত পরিকর ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের রঙ্গ কে বুঝিতে পারে ।
ভক্তসঙ্গে বিহরয়ে বিবিধ প্রকারে ॥ অদ্বৈতেরে গুরু-ভক্তি
করে গৌর রায় । তাহাতে অদ্বৈতাচার্য্য মহাদুঃখ পায় ॥
অদ্বৈতের মনে হৈল ঐছে কার্য্য করি । যাতে মোর শাস্তি
প্রভু করে চূলে ধরি ॥ এত বিচারিয়া হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে ।
কুন ছলে বিদায় হইয়া চলে রঙ্গে ॥ প্রভু-জ্যোৎস্না জন্মাইতে
উপায় সৃজিল । “ভক্তি ছাড়ি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ” ব্যাখ্যা আরম্ভিল ॥
নিজ গৃহে বসি দিব্য পীড়ার উপরে । মহাদর্পে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ
বুঝায় সবারে ॥ অদ্বৈতাচার্য্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে । পর-
স্পার কহে কত রহিয়া বিরলে ॥ সীতাদেবী শ্রীঠাকুরাণীর প্রতি
কয় । না বুঝিয়ে এবা কোন রঙ্গ প্রকাশয় ॥ অনশ্য হইব এথা
প্রভুর গমন । এত ক’হ কয়য়ে সামগ্রী আয়োজন ॥ সকল
জানয়ে অন্তর্বাণী গৌরচন্দ্র । এই খানে বসিয়া হাসয়ে মন্দ
মন্দ ॥ অদ্বৈত সঙ্কল্পসিদ্ধি করিবার তরে । নগরভ্রমণ-ছলে
চলে শাস্তিপুরে ॥ সঙ্গে নিত্যানন্দ, গতি অদ্ভুত দৌহার ।
দেখি সে মাধুর্য্য ধৈর্য্য ধরে শক্তি কার ॥ ললিতপুরেতে কুপা
করি সম্মতিসিরে । গঙ্গাপথে দৌহে শীঘ্র গেলা শাস্তিপুরে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুগমন জানিয়া । জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যানে
অধিক মত্ত হইয়া ॥ অদ্বৈত-আলয়ে প্রভু করিলা গমন । অচা-
তানন্দাদি বন্দে প্রভুর চরণ ॥ সব প্রতি শুভদৃষ্টি করি গৌর-
চন্দ্র । অদ্বৈতসম্মুখে গেলা সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ প্রভু জ্যোৎস্না

অদ্বৈত আচার্য্যে জিজ্ঞাসয় । জ্ঞান, ভক্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ কহ
 কেবা হয় ॥ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হয় অদ্বৈত কহিলা ॥ শুনি মহা-
 ক্রোধে প্রভু বাহু পানরিলা ॥ মহাবলবান্ প্রভু শ্রীগৌরহৃন্দর
 লাফ দিয়া উঠে নীত্ৰ গাঁড়ার উপর ॥ অদ্বৈতের চূলে ধরি
 পাড়ে উঠানেতে । অদ্বৈতে কিলায় সুকোমল দুই হাতে ॥
 (সর্বতত্ত্ব-জ্ঞাতা সীতা জগত্জননী । ব্যগ্রতা করয়ে কত কহে
 যুহু বাণী ॥) হরিদাস ত্রাসেতে রহয়ে এক পাশে । নিত্যানন্দ
 রঙ্গে অতি মন্দ মন্দ হাসে ॥ প্রভু ক্রোধে গর্জিয়া ঐশ্বর্য্য
 প্রকাশিল । শান্তি পাই অদ্বৈতের আনন্দ বাঢ়িল ॥ হাতে
 তালি দিয়া নাচে শ্রীঅদ্বৈতরায় । প্রভুর চরণ ধূলি ধরয়ে
 মাথায় ॥ অদ্বৈত কহিল কত শুনি গৌরহরি । করয়ে ক্রন্দন
 অদ্বৈতেরে কোলে করি ॥ নিত্যানন্দ হরিদাস করয়ে ক্রন্দন ।
 কান্দয়ে অদ্বৈত সীতা আদি প্রিয়গণ ॥ অদ্বৈততনয় শ্রীঅচ্যু-
 তানন্দ কান্দে । অদ্বৈতভবনে কেহো থির নাই বান্ধে ॥ অদ্বৈত
 করিলা স্তুতি প্রভু বর দিল । মহা জয় জয় ধ্বনি ভুবন ভরিলা ॥
 অদ্বৈতের গৃহে হৈল প্রভুর ভোজন । ছড়াইলা অন্ন পদ্মাবতীর
 নন্দন ॥ কিছু দিন রহি প্রভু অদ্বৈত-ভবনে । নবদ্বীপে আসে
 মহা উল্লাসিত মনে ॥ জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু আর ।
 অদ্বৈত-অন্তর বুঝে এঁছে শক্তি কার ॥ অদ্বৈতাচার্য্যের শাখা
 শঙ্কর নামেতে । জ্ঞানপক্ষে তাঁর নির্ভা হৈল ভাল মতে ॥
 অদ্বৈত শঙ্কর প্রতি কহে বারে বারে । মনোরথসিদ্ধি সুই

কৈলু এ প্রকারে ॥ ছাড় ছাড় ওরে রে-পাগল ! নকৈ হৈলা ।
 তেহৌ না ছাড়ে তারে অদ্বৈত ত্যাগ কৈলা ॥ মহাবহির্মুখবীজ
 করিল রোপণ । ক্রমে বৃদ্ধি হইব জানিল বিজ্ঞগণ ॥ নিত্যা-
 নন্দাঈত হরিদাস প্রভুসঙ্গে । শান্তিপুৰ হৈতে নদীয়ার
 আইলা রঙ্গে ॥ নিজগৃহে আসি প্রভু বসিলা এথায় । প্রভুকে
 দেখিতে লোক চতুর্দিকে ধায় ॥ শ্রীবাস মুকুন্দ বক্রেশ্বর-আদি
 যত । হইলেন সবে সঙ্কীৰ্তনে উনমত ॥ সঙ্কীৰ্তন স্থখের সমুচ্ছে
 প্রভু ভাসে । এই পথ দিয়া গেলা শ্রীবাস-আবাসে ॥ শ্রীবা-
 সের ঘরে স্থখ প্রকাশি আসিয়া । মুরারির ঘরে গেলা এই পথ
 দিয়া ॥ তথা হৈতে আসি এথা বৈসে বিশ্বস্তর । চকুর্দিকে
 শোভয়ে সকল পরিকর ॥ (অদ্ভুত ভঙ্গিতে প্রভু কহে প্রিয়-
 গণে । অপরাধ কৈলা মাতা অদ্বৈতের স্থানে । যদি তাঁর পদ-
 ধূলি ধরেন মাথায় । তবে তাঁর স্থানে তাঁর অপরাধ যায় ॥
 এত কহি ভক্তিয়োগ করয়ে প্রকাশ । আইর যে অপরাধ শুন
 শ্রীনিবাস ॥ বিশ্বরূপ বৈসে সদা অদ্বৈতসভায় । করিলা সন্ন্যাস
 তেহৌ আপন ইচ্ছায় ॥ পুত্রের বিচ্ছেদে আই ব্যাকুল হইয়া ।
 মনে বিচারয়ে এথা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ অদ্বৈত গোসাঞির
 দয়াশ্রিত নাই চিতে । বিশ্বরূপে বাহির করিলা ঘরে হৈতে ॥
 এ পুত্রেও স্থির হৈতে না দেন আচার্য্য । মহাবিজ্ঞ হইয়া
 করেন হেন কার্য্য ॥ আচার্য্য গোসাঞি মোর দুই পুত্র নিল ।
 এত মনে করিতেই ভয় উপজিল ॥ এই অপরাধমাত্র করিলেন

আই । ইহা শুনি অদ্বৈত আইলা এই ঠাই ॥ ক্রীশচীমায়ের
 কহি মহিমা অপার । হইলা মুচ্ছিত প্রেমে কুবের-কুমার ॥
 সময় বুঝিয়া আই এথাই আইলা । অদ্বৈত-চরণ ধূলি মস্তকে
 ধরিল ॥ হইলেন হর্ষ গৌরচন্দ্র ভগবান্ । জননীর লক্ষে অন্যে
 কৈল সাবধান ॥ প্রেমভক্তি-রত্ন-দাতা শচীর তনয় । নিরন্তর
 সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে বিলসয় ॥ সঙ্কীৰ্ত্তনাবেশে প্রভু আপনা না জানে ।
 এই পথে চলিলেন নগরভ্রমণে ॥ নগরভ্রমণে মহা রঙ্গ প্রকা-
 শিয়া । গণসহ এথা প্রভু বৈসে হর্ষ হৈয়া ॥ ত্রজের বিলাস
 সদা উথলে হিয়ায় । স্নমধুর স্বরে মুকুন্দাদি তাহা গায় ॥ নিজ
 গুণ শুনিতে প্রভুর বড় সাধ । কে বুঝিতে পারে চারু চরিত
 অগাধ ॥ প্রভুর ইঙ্গিতে গদাধর এই খানে । রচয়ে প্রভুর বেশ
 পুষ্পের ভূষণে ॥ দাস গদাধর প্রভু প্রিয় নরহরি । বেশের
 সামগ্রী সব দেন সজ্জ করি ॥ ভুবনমোহন বেশ রচিল প্রভুর ।
 যে বারেক দেখে তাঁর ধৈর্য্য যায় দূর ॥ বেশের সুষমা যে
 উপমা নাই তার । মুরুছয়ে কান কোটি অঙ্গের ছটায় ॥ প্রভু
 প্রিয়গণ চাহি চান্দমুখপানে । যেরূপ হইলা তা কহিতে কে
 বা জানে ॥ আপনা নিছয়ে ভাব আবেশ সবার । করে আরা-
 ত্রিক স্তূথ শোভা নাই পার ॥

গীতে যথা—গৌরী ॥

জয় জয় আরতি গৌর কিশোর । লসত সিংহাসনে, জঙ্ঘ-
 কনকাচল, ভগ মগ জগত যুঁহুতী চিত চোর ॥ ধ্রু ॥

শ্রীঅষ্টম প্রেমভরে, গর গর আরতি, করু নিজ নাথে
 নেহারি । গণি গণ জটিত হু,-কনক ধারি পর, দম কত দীপ
 ছুরিত তম-হারি ॥ দক্ষিণভাগে, ভাঁতি রীতি অদভুত, নিত্যা-
 নন্দচন্দ্র রস ভোর । বামে গদাধর, সরস ভঙ্গি তহি, কোউ
 ধরত নব ছত্র উজোর ॥ শ্রীনিবাস বর,-যত কুসুমাবলি, চামর
 করু নীরহরি অনিবার । গুরুশ্রব বর, চরচত চন্দন, গুণ্ড য়ুরারি
 করত জয়কার ॥ মাধব বাসু,-ঘোষ পুরুষোত্তম, বিজয় মুকুন্দ
 আদি গুণি ভূপ । গায়ত মধুর, রাগ শ্রুতি মুকুছন, গ্রাম সপ্ত-
 স্বর ভেদ অমুপ ॥ বাজত মুরজ, মৃদঙ্গ চঙ্গড়ক, বীণ নিশান
 বেণু চলু ওর । ঘন ঘন ঘণ্ট, ঝমকত ঝাঁঝরী, ঝন নন ঝাঁঝ
 গরজে ঘন ঘোর ॥ নাচত পরম,-হরষ বক্রেশ্বর, সরস ভাঁতি
 গতি নটক স্ফটর । উষ টত দিকট দিধি কট, তক থৈ থৈ থৈ
 তি বিবিধ পরকার ॥ বিবশ পুরুষ রসে, রসিক গদাধর, শ্রীধর
 গৌরোদাগ হরিদাস । কো বিরচব সব, ভকত মত্ত অতি, নিরখি
 গৌরমুখ মধুরিম হাস ॥ সুরগণ গগণে, মগন-গণসহ, সুরপতি
 কত যতনে করত পরিহার । পার্কীতী পতি চতু,-রানন পুল-
 কিত, ঝর ঝর নয়নে ঝরত জলধার ॥ ত্রিভুবন উলস, শেষঘণ
 বরণত, স্তুতি করু যুনি নব নাম উচারি । নরহরি পহ ব্রজ,-
 ভূষণ রসময়, নদীয়াপুর পরমানন্দ-কারী ॥

পরমমঙ্গল আরাত্রিক সন্দর্শনে। হৈল সবে বিহ্বল আপনা
 নাহি জানে ॥ নানা তন্য দ্রব্য লৈয়া প্রভুরে ভুজায় । ভুজয়ে

କୌତୁକେ ସବେ ଶ୍ରବୁର ଆଜ୍ଞାର ॥ ହଇଲ ଅନେକ ରାତ୍ରି ଦେଖି ମର୍ଦ୍ଦ
 ଜନ । ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ସବେ କରିଲା ଧ୍ୟାନ ॥ ଶୁଭିବେନ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର
 ଜାନି ଗଦାଧର । ରଚିଲେନ ଶୟା ଲୁକୋମଳ ମନୋହର ॥ ଶୁଭିତେ
 ଚଲେନ ଶ୍ରବୁ ହୈୟା ଉତ୍ତମିତ । ଗଦାହିରଚିତ ମାଲ୍ୟ ଚନ୍ଦନେ ହୃଷିତ ॥
 ଏହି ସ୍ବରେ ଧ୍ୟାନ କରିଲା ବିଷ୍ଣୁଚର । ଶୁଭିଲେନ ନିକଟେ ପଞ୍ଚିତ
 ଗଦାଧର ॥ ଛୁହ ବ୍ୟାକ୍ୟାୟତପାନେ ଦୌହେ ଗୟ ହୈଲା । କୈ ବୁଦ୍ଧିତେ
 ପାରେ ଗୌରଗଦାଧର ଲୀଳା ॥ ପ୍ରଭାତେ ଜାଗିୟା ଗଦାଧର ହର୍ଷମନେ ।
 କରନ୍ତେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ବର୍ଣ୍ଣୟେ ବିଜ୍ଞଗଣେ ॥

ତଥାହି ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟାଚରିତେ ତୃତୀୟାଂଶେ ॥

ଗଦାଧରୋ ମହାପ୍ରାଞ୍ଜୋ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ସଂକୁଲୋନ୍ନବଃ ।
 ପ୍ରେମଭକ୍ତଃ ଚ ତତ୍ପାଦସମ୍ବିକର୍ଷେହିତିତିର୍ଠତି ॥
 ତେନ ସାର୍ଘ୍ୟଃ ରଞ୍ଜୟାଂ ସ ତିର୍ଠସ୍ମିନ୍ ଶୁଭାକରଃ ।
 ନୀତବ୍ୟଂ ତବତା ପ୍ରୀତବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟଃ ପ୍ରମାଦକଃ ॥
 ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ବା ଗାତ୍ରମାଲ୍ୟାନି ଦର୍ଦ୍ଦୋ ତସ୍ୟ କରେ ହରିଃ ।
 ତତଃ ପ୍ରଭାତେ ବିମଳେ ତେ ମର୍ଦ୍ଦେ ସମୁପାଗତାଃ ॥
 ସନ୍ଧ୍ୟାୟାୟାଂ ଚ ସନ୍ଦତଃ ତତ୍ତତ୍ତତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦତ୍ତବାନ୍ ।
 ତତତ୍ତତ୍ତ ହର୍ଷମନଃ ସ୍ନାତ୍ବା ସ୍ବରନଦୀଜଳେ ॥
 ପୂଜୟିତ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥଂ ନୈବେଦ୍ୟଂ ବିନିଯୁଜ୍ୟ ଚ ।
 ପୁନଃତଃ ଦେବଦେବେଶମାଜଘ୍ନୁର୍ମୁଦିତାଶୟାଃ ॥
 ଗଦାଧରଃ ପ୍ରତ୍ୟହଂ ତଂ ଚନ୍ଦନେନାମୁଲେପୟାଂ ।
 କୃତ୍ବା ମାଲ୍ୟାନି ଗାତ୍ରେଷୁ ଦଦାତି ସତତଂ ଯଦା ॥

শয়নীয়গৃহে শয্যাং কৃৎস্না তৎসন্নিধৌ স্মৃৎ ॥

অপিত্তি অক্ষয়া যুক্তঃ শৃণুঃস্তস্যাযুতং বচঃ ॥

তথাচ শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে ॥

সত্ব গদাধরপণ্ডিতসত্তমঃ

সততমস্য সমীপস্থসঙ্গতঃ ।

অনুদিনং ভজতে নিজজীবিত-

প্রিয়তমং তমতিস্পৃহয়া যুতঃ ॥

নিশি তদীয়সমীপগতঃ স্থিরঃ

শয়নমুৎসুক এব কৰোতি সঃ ।

বিহরণায়ুতমস্য নিরন্তরং

তদুপভুক্তমনেন নিরন্তরং ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু রজনী-বিহানে । বিলসে পরমানন্দে
ভক্তগোষ্ঠী-সনে ॥ এথা দিব্যাসনে বৈসে প্রভু গৌররায় ।
করিতে দর্শন নগরিয়া লোক ধায় ॥ প্রভু-পাশে আসি প্রণ-
ময়ে বার বার । প্রভু কহে কৃষ্ণে ভক্তি হউক সভার ॥ সভা-
প্রতি করি প্রভু করুণা অশেষ । হরিনাম মহামন্ত্র করে উপ-
“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম দেশ ॥
হরে রাম রাম রাম হরে হরে” ॥ পুন প্রভু কহে তাই নির্বাক
করিয়া । হরিনাম জপ সতে কর ঘরে গিয়া ॥ হইব সকল-
সিদ্ধি মস্ত্রের প্রতাপে । পাইবা পরমানন্দ এই মন্ত্র জাপে ॥
পুন দস্তে তুণ ধরি কহে সবা প্রতি । করিবে শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন
দিবারাতি ॥ ঐছে শ্রীমুখের উপদেশ সতে পাই । প্রণমিয়া

নম্র ভূপ করে ঘরে গাই ॥ প্রভুর আজ্ঞায় সবে উল্লাস অন্তর ।
 সঙ্কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলা ঘরে ঘরে ॥ কাজি† দুই কীর্তন
 সহিতে নারে কভু । করিল কীর্তন বাধ শুনিলেন প্রভু ॥ শূনি
 মহাক্রোধবুক্ত হৈয়া গৌরহরি । আপনার তত্ত্ব প্রকাশয়ে দৰ্প
 করি ॥ ঘন ঘন হুঙ্কার করয়ে মহারঙ্গে । নগরকীর্তনে প্রভু
 সাজে গণসঙ্গে ॥ হইল সর্বত্র ধ্বনি শচীর নন্দন । নগরে
 নগরে আজি করিব কীর্তন ॥ নগরিয়া লোকে আজ্ঞা কৈল
 গৌররায় । গোধূলি-সঙ্গে * সবে আসিবে এথায় ॥ নগরিয়া
 লোক মহাপ্রকুল হৃদয় । সাজিয়া আইলা এথা শোভা অতি-
 শয় ॥ লোকের নাহিক অন্ত ওহে শ্রীনিবাস । জয় জয় শব্দ
 ব্যাপি এ ভূমি আকাশ ॥ শ্রীগৌরসুন্দর মহা উল্লসিত মনে ।
 আগে সঙ্কীৰ্ত্তনারম্ভ কৈল এই ধানে ॥ ভুবনমোহন বেশে নাচে
 গৌরচন্দ্র । বামে গদাধর সে দক্ষিণে নিত্যানন্দ ॥ অদ্বৈত
 শ্রীবাস হরিদাস বক্তেশ্বর । নরহরি দাস গদাধর দামোদর ॥
 মুরারি নুকুন্দ বাস্ত গোবিন্দাদি যত । সবে নাচে গায় শোভা
 কে কহিবে কত ॥ এথা মহাবিহ্বল হইয়া সঙ্কীৰ্ত্তনে । করিল
 সম্প্রদা বন্ধ গৌরাঙ্গ আপনে ॥ প্রভুর আদেশে হর্ষ শ্রীঅদ্বৈত
 রায় । এথা হৈতে চলে আগে এক সম্প্রদায় ॥ তাঁর নৃত্য গীতে
 কেউ স্থির নাহি থাকে । কিবা শ্রী বালক সবে ফুকরিয়া কান্দে ॥
 এথা হৈতে পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় । শ্রীবাসাদি চলে মহারঙ্গে
 নাচে গায় ॥ এক সম্প্রদায় প্রভু শচীর নন্দন । এই পথে

† কাজি—এক যবনের নাম । * গোধূলি—হর্যোর অন্ত সমর ।

চলে শোভা ভুবনমোহন ॥ এই খানে আই পুত্রবধূর সহিতে ।
 প্রেমায় বিহ্বল হৈলা সে শোভা দেখিতে ॥ প্রকাশে অদ্ভুত
 লীলা প্রভু গৌররায় । সবে সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দ সমুদ্রে ডুবায় ॥ এক
 মুখে কি বলিব সে অদ্ভুত কথা । নগরকীৰ্ত্তন করি প্রভু
 আইলা এথা ॥ এই খানে বৈসয়ে বেষ্টিত সৰ্ব্বজনে । হৈল
 নিশি ভোর কৃষ্ণ চরিত্র কথনে ॥ এক দিন গৌরচন্দ্র নদীয়া
 নগরে । চলয়ে ভ্রমণে বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে ॥ প্রথমেই এই পথে
 করিলা গমন । চতুর্দিকে বেষ্টিত পরম শ্রিয়গণ ॥ সৰ্ব্বত্র ভ্রমণ
 প্রভু করি মহারঙ্গে । গৃহে আসি এথাই বৈসয়ে গণ সঙ্গে ॥
 ওহে শ্রীনিবাস এক দিন এই খানে । ভুবনমোহন-বেশে নাচে
 সঙ্কীৰ্ত্তনে ॥ প্রভুর চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে । সঙ্কীৰ্ত্তনে
 অনুগ্রহ করে যারে তারে ॥ পুত্র সহ বঙ্গদেশী বিপ্র শুদ্ধাচার ।
 ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বনমালী নাম তার ॥ তেহৌ গৌরচন্দ্রে দেখে
 শ্যামলমুন্দর । শিরে শিখি-পুচ্ছ পারিধেয় পীতাম্বর ॥ অধরে
 স্পর্শয়ে বংশী দেখিয়া বিহ্বল । এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি করে
 কোলাহল ॥ কি বলিব বনমালী-বিপ্র ভাগ্যবানে । দিলেন
 অমূল্য প্রেম রত্ন এই খানে ॥ এথা প্রভু ভক্তে নাম-অহিমা
 কহিল । পড়য়া অধম অৰ্ধবাদে দুঃখ দিন ॥ গণসহ সচেল
 করিলা গঙ্গাস্নান । ভুলিয়াও কভু না দেখিল মুখ তান ॥ এক
 দিন সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে গৌররায় । এক আত্মবীজ রঙ্গে রোপিল
 এথায় ॥ সেই ক্ষণে জন্মি বৃক্ষ ফলিতে লাগিল । পাড় পঙ্ক

ଆତ୍ମ ବହୁ କୃଷ୍ଣେ ସମର୍ପିଲ ॥ ନାହିକ ବକ୍ତ୍ରଲ ଅସ୍ତି ଅମୃତ ମୋମର ।
 ଏକ ଫଳେ ପୂର୍ଣ ହୟ ଏକେର ଉଦର ॥ ଭୁଞ୍ଜିଲ ମେ ଫଳ ଥୁ ଗୁଣେ
 ଭୁଞ୍ଜାଇଲା । ନିତି ବାରମାସ ଫଳେ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ॥ ଏକ ଦିନ
 ଏହି ଥାନେ କୀର୍ତ୍ତନସମୟ । ହେଲ ମହା ମେଘଘଟା ଦେଖି ଲାଗେ ଭୟ ॥
 ଲାଲିରା ଲହିରା ଥୁ ଏଥା ଦାଢ଼ାହିତେ । ମେଘ ଉଡ଼ି ଗେଲା ସବେ
 ହୁଇଲା ହର୍ଷ ଚିତେ ॥ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଥୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶିଖର । ଗଣ
 ମହ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତେ ବିଷୁଘର ॥

ତଥାହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚେତନାଚରିତେ ଦ୍ଵିତୀୟପ୍ରକ୍ରମେ ॥

ଅଥାପରଦିନେ ଦେବୋ ଭକ୍ତିଃ ସଂଶିକ୍ଷୟନ୍ ସ୍ଵକାନ୍ ।

ଦେବାଲୟାନ୍ ଯଯୌ ବିଠେଃ ସାର୍ଘ୍ୟଃ ସନ୍ଧ୍ୟାର୍ଜ୍ଜୁନୀକରଃ ॥

କୁନ୍ଦାଳଂ ଚାଂଶଭାଗେଷୁ ଧଟୀଂ କଟିବରେ ବହନ୍ ।

ନେତ୍ରବନ୍ଧକୃତୋଷ୍ଣୀଷୋ ବାଳସୂର୍ଯ୍ୟମମପ୍ରଭଃ ॥

ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଦ୍ୟା ମହାତ୍ମାନଃ କୁନ୍ଦାଳମାର୍ଜ୍ଜୁନୀକରାଃ ।

କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ହଢିତ୍ତ୍ଵା ତୁତ୍ତ୍ଵା ଦ୍ଵାରଂ ଦେବାଲୟସ୍ୟ ତେ ॥

ଭିକ୍ତିଃ ଚ ମାର୍ଜ୍ଜୟାମାତୁଃ ସହ କୃଷ୍ଣେଣ ସନ୍ଦୁ ଖାଃ ।

ଏବମ୍ପ୍ରକାରଂ ନୂହରେଃ ଶିକ୍ଷାଂ ଶତସହସ୍ରଶଃ ॥

ଭଗବାନ୍ ସ୍ଵାତ୍ମତନ୍ତ୍ରୋହିପି କାରୁଣ୍ୟେନାଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟନ୍ ॥

ଏକ ଦିନ ଗୋପୀ ଗୋପୀ ବୋଲନ୍ତେ ଏଥାହି । କେହ କହେ
 କୃଷ୍ଣ କେନ ନା ବୋଲେ ନିମାହି ॥ ନା ବୁଝି ଆଶୟ ମେହି ପଢ଼ୁଆ
 ଅଧମ । ଐଛେ କତ କହେ ଶୁନି ହେଲା ଚୁକ୍ତସମ ॥ ଚେନା ହାତେ
 ଧାର ଥୁ ତାହାରେ ମାରିତେ । ପଳାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହା ଭୟ ପା'ରା

চিতে ॥ এ পড়ুয়া মিলি আর পড়ুয়ার সনে । নিম্নয়ে প্রভুরে
 যার যেবা লয় মনে ॥ প্রভুর নিম্নায় পড়ুয়ার বুদ্ধিনাশ ॥ সু-
 পঠিত বিদ্যা কারু না হয় প্রকাশ ॥ প্রভুর যে মনে তাহা
 প্রকাশ না করে । গগনস্থ কীর্তনে বিলাসে নিজ ঘরে ॥ এক
 দিন কেশবভারতী এথা আইলা । তাঁরে নমস্করি নিমন্ত্রিয়া
 ভিক্ষা দিলা ॥ না জানিয়ে কি কথা হইল পরম্পরে । ভারতী
 গেলেন শীঘ্র কণ্টকনগরে ॥ শ্রীবাসের গৃহে গিয়া আসি বিখ-
 ত্তর । এথাই বৈসয়ে সঙ্গে প্রিয় গদাধর ॥ স্নান করি বিষ্ণুপূজা
 করিবারে চলে । মুখ বন্ধ বস্ত্র ভিজে নয়নের জলে ॥ নেত্র-
 ধারা নিবারিতে নারে গৌররায় । গদাধর বিষ্ণুপূজে প্রভুর
 আশ্রয় ॥ ব্রজের বিলাসে প্রভু মগ্ন অতিশয় । নিরন্তর সেই
 কথা গদাধর কয় ॥ কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের বিলাস ।
 করয়ে সম্পূর্ণ সকলের অভিলাস ॥ (বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মায়
 পরিতোষ । ঐছে কার্য্য করে বাতে মায়ের সন্তোষ ॥) ওহে
 শ্রীনিবাস এই প্রভুর ভবনে । দেখাইল যে যে লীলা কৈল যে
 যে স্থানে ॥ এ সকল স্থান সন্দর্শনে দুঃখ ক্ষয় । দেবের দুর্লভ
 প্রেমভক্তি লভ্য হয় ॥ এবে বাটী বহির্ভূত স্থান দেখাইব ।
 যথা যে বিলাস তাহা কিছু জানাইব ॥ বাল্যকালাবধি বাটী
 বহির্ভূত স্থানে । কৈলা প্রভু অদ্ভুত বিলাস গগনেনে ॥ সে
 সকল স্থান সন্দর্শন করাইয়া । পুন এ বাটীতে স্থান দেখাইব
 আসিয়া ॥ যে স্থানে যে প্রকার তাহাও জানাইব । একণে সে

ସବ କଥା କହିତେ ନାରିବ ॥ ଐଚ୍ଛେ କତ କହି ଶ୍ରୁତବନା ହୁଏତେ ।
 ଚଳୟେ ଈଶାନ ଶ୍ରୀନିବାସାଦି ସହିତେ ॥ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରତି କହେ
 ମଧୁର ବଚନେ । ଏଥା ବାଲ୍ୟକାଳେ ଶ୍ରୁ ଖେଳେ ଶିଶୁମନେ ॥ ଓହେ
 ଶ୍ରୀନିବାସ ଏହି କଦମ୍ବର ଫୁଲେ । ଖେଳେ ଦିଗମ୍ବର ଶ୍ରୁ ବାଳକେର
 ମେଳେ ॥ ଶ୍ରୁର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଦେଖି ଶିର୍ଷଗଗ । ଶ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବମୁଖେ
 କରେ ବୁଦ୍ଧ-ନିରାଶ୍ରମ ॥ କଦମ୍ବର ଫୁଲ ମାଗେ ବାର ତାର ଟାହି ।
 ମତେ କହେ ଏବେ ଫୁଲ ନା ହୁଏ ନିମାହି ॥ ଶୁନି ଅର୍ଦ୍ଧ କାଳନେ
 ଅନ୍ତୁତ ଶୋଭା ମେନ । ତୁହି ନେତ୍ରେ ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ-ସୁକ୍ତ ମୁକ୍ତା ଯେନ ॥
 ମତାଧୀନ କହେ ଶ୍ରୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରବଦନେ । ପାହିବେ ଅବଶ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଦେଖ
 ଏଥନେ ॥ କୋନ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ବୁଦ୍ଧପାନେ ନିରାଶ୍ରମେ । ଦେ'ଥେ ଏକ
 ପୁଷ୍ପ, ତେ'ହ ପାଞ୍ଜିର ତୁରିତେ ॥ ନିମାହିର ହାତେ ପୁଷ୍ପ ଦିଆ
 କୋଳେ କୈଳ । ମକଳେର ମନେ ମହାବିଷ୍ଣୁର ଜଗ୍ନିଲ ॥ (ଏହି ବଟବୁଦ୍ଧ
 ତଳେ ପୁତ୍ରେ କୋଳେ ଲେୟା । ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆହି ନାନା ଉପହାର
 ଦିଆ ॥ ଏଥା ଥିଲ ଏକ ନିମ୍ବବୁଦ୍ଧ ପୁରାତନ । ଫଳହୀନ ପୁଷ୍ପର
 ମୋଗନ୍ଧ ବିଳାସ ॥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଛାୟା ଶୋଭା ଅତିଶୟ ।
 ବୁଦ୍ଧୋପାରି କହୁ କୋନ ପକ୍ଷୀ ନା ବୈଷୟ ॥ ବତ ଦିନ ଗୃହେ ରହି-
 ଲେନ ବିଷ୍ଣୁର । ବୁଦ୍ଧତଳେ କୈଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଅତି ମନୋହର ॥ (ଗୌରୀ-
 ଦାସପଣ୍ଡିତେ ଶ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା କୈଳା । ତେ'ହ ସେହି ବୁଦ୍ଧେ ତୁହି ମୂର୍ତ୍ତି
 ପ୍ରକାଶିଲା ॥ ତୁହିଲେନ ମୈତ୍ରେ ତୁହି ଶ୍ରୁର ପ୍ରକାଶ । ସେ ଅତି-
 ଅନ୍ତୁତ କଥା ଅନ୍ତୁତ ବିଳାସ ॥ ଗୌରୀଦାସପଣ୍ଡିତ ପରମ ପ୍ରେମ-
 ସୟ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟର ପ୍ରିୟ ଅତିଶୟ ॥ କି ବଳିବ ନିମାହି-

চাঁদের ক্রীড়াকথা । আপনার ইচ্ছায় ফিরয়ে যথা তথা ॥ যত
 উপদ্রব করে বন্ধুবর্গ-ঘরে । সে সব কহিতে সে অনন্ত শক্তি
 ধরে ॥ এই বিপ্রগৃহে এক দিন বিশ্বস্তর । দুক্ক চুরি করি পিয়ে
 নির্ভয় অন্তর ॥ শিকায় দধির ভাণ্ড দেখি বাড়ে সুখ । ভাণ্ড-
 ছিদ্ৰ করি তার তলে পাতে মুখ ॥ করি দধি ভক্ষণ চলয়ে
 ধীরে ধীরে । বিপ্র আসি ধরিল নিমাইর বাম করে ॥ বিপ্রপদে
 ধরি প্রভু কহে বার বার । আর না করিব ইহা দোহাই
 তোমার ॥ শুনি বিপ্র দধিবিন্দুযুক্ত মুখ দেখি । হইলা বিহ্বল
 পালটিতে নারে আঁখি ॥ নিমাইচান্দরে বিপ্রকহে বার বার ।
 প্রতি দিন দধি দুক্ক খাইবে আমার ॥ ঐছে নানা উপদ্রব
 করে ঘরে ঘরে । বাছে সে সভার ক্রোধ, উল্লাস অন্তরে ॥
 এই পথে ভাগ্যবন্ত চোর দুই জন । বিশ্বস্তরে ঘরে রাখি কৈল
 পলায়ন ॥ এই থানে ধূলা লৈয়া খেলে গৌরহরি । তাহে যে
 অদ্ভুত শোভা কহিতে না পারি ॥ ওহে শ্রীনিবাস দেখ স্থান
 এ নির্জন । এথা ছিলা গুপ্তে সেই তৈর্যিক ব্রাহ্মণ ॥ জগদীশ
 হিরণ্য বিপ্রের এ আশ্রয় । যাঁহার নৈবেদ্য একাদশীতে ভুঞ্জয় ॥
 এথা বসি বিপ্রগণ স্নমধুর ভাষে । নিমাইর চাকল্য কথা কহয়ে
 উল্লাসে ॥ এই দেখ জাহ্নবীর পুলিন সুন্দর । শিশুসঙ্গে খেলে
 এথা শচীর কুমার ॥ যে সকল খেলা কহে না দেখে না শুনে ।
 সে সকল খেলা খেলে মহাহর্ষ মনে ॥ এই পথে মুরারিগুপ্তের
 আগমন । জ্ঞানব্যাখ্যা কালে করে হস্তের চালন ॥ প্রভু সেই

রূপে তারে বিদ্রূপ করয় । তাঁর গৃহে গেলা তাঁর ভোজন-
 সময় ॥ মূতিলেন তার খালে কহি তত্ত্বজ্ঞান । এই দেখ মুরারি
 গুপ্তের বাসস্থান ॥ গঙ্গাতীরে দেখ এ অপূর্ব দেবতায় । সর্ব-
 মনোরথ সিদ্ধি ইহার কুপায় ॥ (গঙ্গাস্নান করি দেবে পূজে
 কন্যাগণ । অকস্মাৎ আইলেন শচীর নন্দন ॥ কন্যাগণ মধ্যে
 বসি করে নানা রঙ্গ । সে সব দেখিতে বাড়ে সুখের তরঙ্গ ॥
 বল্লভ-ছহিতা এথা আইলা আর দিনে । কি বলিব যে কোঁতুক
 হইল তাঁর সনে ॥) এই পথে শিশুগণ সঙ্গে বিশ্বস্তর । প্রতিদিন
 লেখিয়া যায়েন নিজ ঘর ॥ এথাই কলহ করে অন্য শিশুসনে ।
 সে সভারে জিনয়ে নিমাইর সঙ্গিগণে ॥ চঞ্চলের শিরোমণি
 নিমাই সুন্দর । চঞ্চল বালকগণ সঙ্গে নিরন্তর ॥ জাহ্নবীর এই
 ঘাটে শচীর কুমার । করে উপদ্রব যত লেখা নাই তার ॥
 ব্রাহ্মণ সজ্জন বাছে ক্রোধযুক্ত হইয়া । (স্নানকালে যে চাকল্য
 মিশ্রে কহে গিয়া ॥ বালিকা সকল নিমাইর চঞ্চলতা । কহে
 শচীমায়ে গিয়া সে অভ্যুত কথা ॥) এই বৃক্ষতলে বিশ্বরূপ মহা-
 শয় । “নিমাই মনুষ্য নহে” মনে বিচারয় ॥ এথা শ্রীঅদ্বৈত
 আদি প্রভুপ্রিয়গণ । জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥
 বিশ্বরূপ বাখানয়ে কৃষ্ণভক্তি সার । শুনিয়া অদ্বৈত দেব করয়ে
 হৃদ্যর ॥ বিশ্বরূপে কোলে লইয়া অদ্বৈত নাচয় । এথা সর্ব-
 ভক্তের আনন্দ অতিশয় ॥ এথা বসি কৃষ্ণের চরিত্রে সতে কর ।
 শুনি নিজ কথা আইলা শচীর তনয় ॥ দিগম্বর ধূল্য

ধূসর সতে দেখি । হইলা মুগ্ধ কেহ কিরাইতে নারে আঁখি ॥
 এথা দাঁড়াইয়া বিশ্বস্তর হর্ষ চিতে । বিশ্বরূপে কহে চল ভোজম
 করিতে ॥ এই পথে ধরি বিশ্বরূপের বসন । ঘরে চলে সে
 অদ্বুত ভঙ্গিতে গমন ॥ বিশ্বস্তর সঙ্গে বিশ্বরূপ চলি যায় । বার
 বার নিমাইচান্দের মুখ চায় ॥ বিশ্বরূপ কথা কি বলিব শ্রীনি-
 বাস । কিছু দিনে বিশ্বরূপ করিলা সম্যাস ॥ বিশ্বরূপ লাগি
 ভক্তগণ এই খানে । কহি কত ব্যাকুল চলিতে চাহে বনে ॥
 পাষণ্ডের বাক্য-বজ্রাঘাতে ভক্তগণ । এই খানে বসি মহাদুঃখে
 নিমগন ॥ এথা শ্রীঅদ্বৈতদেব গুণের আশ্রয় । মহাদর্প করি
 ভক্তগণে প্রবোধয় ॥ এই গৃহে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি । ধাইয়া
 আইসে বিশ্বস্তর তাহা শুনি ॥ সবে কহে কেনে বাপ আইলা
 এখায় । শুনি কহে কিবা কার্য্যে ডাকিলা আমায় ॥ এত কহি
 শিশুসঙ্গে যায় খেলাইতে । চিনিতে নারয়ে কেহ তাঁর ইচ্ছা-
 মতে ॥ ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব এই খানে । নিমাই পড়েন
 তা প্রশংসে সর্ব্বজনে ॥ বিশ্বরূপ-সম্যাস-আশঙ্কা করি চিতে ।
 বিশ্বস্তরে পিতা নিষেধিলেন পড়িতে ॥ পড়িতে না পাইয়া
 নিমাইর দুঃখ মনে । পুন আরম্ভিলেণ ঔদ্ধত্য শিশু-গনে ॥ এ
 সকল গৃহে নানা উপদ্রব করে । ক্রোধ করে, কেহ কিছু
 কহিতে না পারে ॥ জগন্নাথমিশ্র শিষ্টগণের কথায় । পড়িতে
 কহেন পুস্ত্রে উল্লাস হিয়ায় ॥ পড়য়ে নিমাই প্রিয়-শিশুগণ-
 সনে । করে নানা বিদ্যাচর্চা বসি এই খানে ॥ জগন্নাথমিশ্র

প্রিয়ভ্রমের এ ঘর । নিমাইর বস্ত্রসূত্রকার্যে যে তৎপর ॥ এই
 গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী হয় । ব্যাকরণ পড়ে এথা শচীর তনয়
 দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈয়া চমৎকার । ব্যাকরণে করয়ে
 টিপ্তনী আপনার ॥ কৃষ্ণানন্দ শ্রীকল্যাকান্ত মুরারিগুপ্তে । এথা
 রহি ফাঁকি জিজ্ঞাসয়ে হর্ষ চিত্তে ॥ বিদ্যারসে মগ্ন হৈয়া শ্রী-
 গৌরনন্দন । করয়ে যে ক্রীড়া ব্রজাদির অগোচর ॥ জাহ্নবীর
 এই ঘাটে শিষ্যগণ সঙ্গে । জলক্রীড়া করি গৃহে চলে মহারঙ্গে
 বিষ্ণুপূজা করি তুলসীরে জল দিয়া । ভুক্তিয়া প্রসাদ রহে
 এথাই আসিয়া ॥ শাস্ত্রের প্রসঙ্গ বিনা কিছুই না ভায় । পরম
 পণ্ডিত হৈয়া ফিরে নদীয়ায় ॥ এক দিন মুরারি-গুপ্তেরে এই
 খানে । কহে কত তাহে তাঁর ক্রোধ নাই মনে ॥ করে শাস্ত্র-
 চর্চা প্রভুভূত্য দুই জন । অন্যের কা কথা শুনি হর্ষ দেবগণ ॥
 রুদ্র-অংশ মুরারি আপনা নাই জানে । প্রভুর ব্যাখ্যায় মহা-
 নন্দ বাড়ে মনে ॥ এই দেখ শ্রীবল্লভ-আচার্যের ঘর । যাঁর
 কন্যা লক্ষ্মী, যেহঁা সর্বাংশে সুন্দর ॥ কহিতে কি বল্লভ-
 আচার্য ভাগ্যবান । (এই খানে কৈল বিশ্বস্তরে কন্যাদান ॥)
 (বিবাহের পূর্বে গঙ্গাতীরে এই পথে । হৈল শ্রীলক্ষ্মীর দেখা
 বিশ্বস্তর সাঁথে ॥) বনমালী আচার্যের এই বাড়ী হয় । লক্ষ্মীর
 বিবাহে যাঁর উদ্বেগাতিশয় ॥ শ্রীলক্ষ্মীরে বিবাহ করিয়া
 বিশ্বস্তর । এই পথে মহারঙ্গে যান নিজ ঘর ॥ এথা বহু লোক
 বিশ্বস্তরে প্রশংসয় । প্রশংসে শচীরে যাঁর এ হেন তনয় ॥ এই

খানে রহিয়া প্রভুর ভক্ত যত । না চিনিয়া নিজ প্রভু শিক্ষা
 দেন কত ॥ শ্রীমুকুন্দপণ্ডিত রহিয়া এই খানে । পক্ষ প্রতিপক্ষ
 বহু করে প্রভুসনে ॥ এথা পাষণ্ডির বাক্যে ক্রোধযুক্ত হৈয়া ।
 কহেন অদ্বৈত সবে হুকার করিয়া ॥ কিছু দিন পরে এই নদী-
 রাভিতর । দেখিবা কৃষ্ণেরে শুনি উল্লাস অন্তর ॥ এই দেখ
 গোপীনাথ-আচার্য্যের ঘর । মধ্যে মধ্যে এথা আইসেন বিশ্ব-
 স্তর ॥ শ্রীসৈখরপুরী কিছু দিন এথা ছিল । “কৃষ্ণলীলাবৃত্ত”
 গ্রন্থ এথাই রচিল ॥ গদাধরপণ্ডিতে পরম স্নেহ করে । তাঁর
 প্রেমচেষ্টা দেখি পড়াইলা তাঁরে ॥ বিশ্বস্তর প্রতি শ্রীপুরীর
 শ্রীতি* অতি । গ্রন্থ পরিশোধন করিতে কহে নিতি ॥ বিশ্ব-
 স্তর সমীহা করেন অতিশয় । যাহাতে তাঁহার শ্রীতি সে কার্য্য
 করয় ॥ এই খানে গদাধর পণ্ডিত সহিতে । হৈল শাস্ত্রচর্চা
 অতিকৌতুক তাহাতে ॥ এথা সবে শাস্ত্রচর্চা শুনি বিশ্বস্তরে ।
 কৃষ্ণে ভক্তি হোক বলি আশীর্ব্বাদ করে ॥ এই খানে শ্রীবা-
 সাদি বৈষ্ণব সবারে । প্রণামিতে কত শিক্ষা দেন বিশ্বস্তরে ॥
 এই দেখ শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয় ভবন । এথা শাস্ত্রচর্চা প্রভু করে
 অনুক্ষণ ॥ এথাই বসিয়া বিপ্রগণ সবে কহে । বায়ু অধিকার
 কৈল বিশ্বস্তর দেহে ॥ প্রেমভক্তি-বিকার তা কেহো নাই
 জানে । বায়ুশাস্তি হৈল শুনি সবে হর্ষ গনে ॥ নবদ্বীপে
 গৌরান্দের অদ্ভুত বিলাস । সব সহ করে সদা হাসিয়া সম্ভাষ ॥

* “মুরারির শ্রীতি” এইটী পাঠ্যস্তর ।

কেবা না মোহিত দেখি শচীর নন্দনে । এই পথে চলে প্রভু
 নগরভ্রমণে ॥ এই তন্তুবায়গৃহে প্রভু বিশ্বস্তর । বস্ত্র লৈয়া
 পরিলেন শোভা মনোহর ॥ এই গোপগণগৃহে পরমকৌতুকে ।
 দধি দুগ্ধ নবনীত ভুঞ্জে মহাস্থখে ॥ এই গন্ধবণিকের ঘরে গৌর-
 হরি । পরিলেন দিব্য গন্ধ অমুগ্রহ করি ॥ এই মালাকার
 ঘরে পটুয়ার সঙ্গে । পরে দিব্য মালা ঝলমল করে অঙ্গে ॥
 এই তাম্বুলির ঘরে আসি গৌররায় । তাম্বুল ভক্ষণ করে
 উল্লাস হিয়ায় ॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র গণসঙ্গে । নবদ্বীপে
 ভ্রমণ করয়ে মহারঙ্গে ॥ পূর্বে মধুপুরে প্রভু করিয়া ভ্রমণ ।
 করিলেন তৃপ্ত ঐছে সকলের মন ॥ শঙ্খবণিকের এই ভবনে
 আসিয়া । লইলেন শঙ্খ অতিকৌতুক করিয়া ॥ নবদ্বীপ-মধ্যে
 এই সর্বজ্ঞের ঘর । এথা আইলেন প্রভু শচীর কুমার ॥ স্তম-
 ধুর বাক্যে প্রভু কহে সর্বজ্ঞেরে । অন্যজন্মে কে ছিলাম কহ
 দেখি মোরে ॥ শুনি জপে সর্বজ্ঞ গোপালমন্ত্র-বরে । মন্ত্রবলে
 দেখে বসুদেবের কুমারে ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভূজ দেখি ।
 চাহি বিশ্বস্তর পানে পুন মুদে আঁখি ॥ পুন দেখে নন্দের নন্দন
 বংশীধর । ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা দিব্য শ্যামল স্তম্ভর ॥ শ্রীরাম বরাহ
 নৃসিংহাদি অবতার । দেখিয়া সর্বজ্ঞ চিতে চিস্তে অনিবার ॥
 প্রভু কহে কহ শুনি, সর্বজ্ঞ কহয় । কহিব পশ্চাৎ এবে করহ
 বিজয় ॥ শুনি মন্দ মন্দ হাসি শ্রীগৌরসুন্দর । আইল এখায়
 এই শ্রীধরের ঘর ॥ শ্রীধরের সঙ্গে প্রভু যত রঙ্গ করে ।

একমুখে তাহা কেহ কহিতে না পারে ॥ নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া
 বিশ্বস্তর । সবা সহ এই পাথে গেলা নিজ ঘর ॥ যুদ্ধ কাম লীলা
 আদি বচনের দূর । সে সব করেন যবে যে ইচ্ছা প্রভুর ॥ এই
 রাজপথে প্রভু শচীর নন্দন । ভুবন-মোহন বেশে করয়ে গমন ॥
 অকস্মাৎ শ্রীবাসপণ্ডিত সনে দেখা । তাঁর সনে যত কথা নাছি
 তার লেখা ॥ ওহে শ্রীনবাস এথা বসি গৌরচন্দ্র । দেখয়ে
 গঙ্গার শোভা হইয়া আনন্দ ॥ চতুর্দিকে শিষ্যবর্গ, শোভা
 অতিশয় । করে শাস্ত্রচর্চা প্রভু সভারে মোহয় ॥

শিষ্যগণ মধ্যে কেহ প্রভু বিশ্বস্তরে । দিগ্বিজয়ী প্রসঙ্গ
 কহয়ে ধীরে ধীরে ॥ সরস্বতী দেবী বক্তা তাহার জিহ্বায় ।
 সর্বত্র করিয়া জয় আইলা নদীয়ায় ॥ বিদ্যাবলে দিগ্বিজয়ী
 কাহ্নকে না গণে । হস্তী অশ্ব দোলা বহু লোক তাঁর সনে ॥
 নবদ্বীপে বড় বড় অধ্যাপক গণ । হইল সভার অতি চিন্তাযুক্ত
 মন ॥ শুনি মন্দ মন্দ হাসি কহে বিশ্বস্তর । অহঙ্কার কারু
 নাহি রাখেন ঈশ্বর ॥ দূরে রহি দিগ্বিজয়ী শোভা নিরখিয়া ।
 আইলা নিকটে অতি বিন্মিত হইয়া ॥ বিশ্বস্তর অত্যন্ত গৌরব
 করি তারে । কহিলেন গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণিবারে ॥ দিগ্বিজয়ী
 মহাদর্পে বহু শ্লোক কৈল । বিশ্বস্তর তারে ব্যাখ্যা করিতে
 কহিল ॥ অতি সে কঠিন শ্লোক কারু গম্য নহে । হাসি
 দিগ্বিজয়ী নিজ শ্লোক-অর্থ কহে ॥ শ্লোক-অর্থ করি বিপ্র হৈলা
 অবসর । শ্লোক আদি মধ্যে অস্ত্রে দোমে বিশ্বস্তর ॥ দিগ্বিজয়ী

সন্ন্যাস হইয়া চিস্তয় । তথাপি গৌরব রাখে শচীর ভনয় ॥
 পূর্ণত্রয় সনাতন প্রভু গৌররায় । হেন জ্ঞান হৈল সন্ন্যস্তীর
 কৃপায় ॥ দিগ্বিজয়ী প্রভু পদে লইল শরণ । যে কৃপা করিল
 প্রভু না হয় বর্ণন ॥ দিগ্বিজয়ী বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধ্যে হয় । কেশব
 কাম্বীর নাম দিগে পরিচয় ॥ শ্রীনারায়ণের শিষ্য হংসএ প্রচার ।
 লনকাদি চতুঃসন হন শিষ্য তাঁর ॥ সনকের শিষ্য শ্রীনারদ
 মহাশয় । তাঁর শিষ্য নিম্বাদিত্য গুণের আলায় ॥ শ্রীনিম্বা-
 দিত্যের শিষ্যাচার্য্য শ্রীনিবাস । হইল সর্বত্র যাঁর মহিমা
 প্রকাশ ॥ ● তাঁর শিষ্য বিশ্বাচার্য্য সর্বত্র প্রধান ॥ তাঁর শ্রী-
 পুরুষোত্তমাচার্য্য বিদ্যাবান্ ॥ শ্রীবিলাসাচার্য্য তাঁর শিষ্য মহা-
 ধীর । তাঁর শিষ্য শ্রীস্বরূপ আচার্য্য গভীর ॥ তাঁর প্রিয় শিষ্য
 শ্রীমাধবাচার্য্য বর্য্য । তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীমহলভদ্রাচার্য্য । তাঁর
 শিষ্য পদ্মাচার্য্য সর্বত্র বিদিত । তাঁর শিষ্য শ্রীশ্যাম আচার্য্য
 চারু রীত ॥ তাঁর প্রিয়শিষ্য হন আচার্য্য গোপাল । তাঁর শিষ্য
 কৃপাচার্য্য পরমদয়াল ॥ তাঁর শিষ্য দেবাচার্য্য গুণের আলায় ।
 তাঁর শিষ্য শ্রীসুন্দরভট্ট দয়াময় ॥ শ্রীমৎপদ্মনাভ ভট্ট শিষ্য হন
 তাঁর । তাঁর শিষ্য শ্রীউপেন্দ্র ভট্ট খ্যাতি যাঁর ॥ তাঁর প্রিয়
 শিষ্য রামচন্দ্রভট্ট হন । তাঁর শিষ্য সর্বপ্রিয় শ্রীভট্ট বামন ॥
 তাঁর শিষ্য কৃষ্ণভট্ট পরম সুশাস্ত । তাঁর শিষ্য পদ্মাকর ভট্ট
 বিদ্যাবন্ত ॥ শ্রীপদ্মাকরের শিষ্য ভট্ট শ্রীজ্ঞান । তাঁর শিষ্য
 কুরিভট্ট চেক্টা বিলক্ষণ ॥ তাঁর অতিপ্রিয় শিষ্য ভট্ট শ্রীমাধব ॥

তাঁর শিষ্য শ্যামভট্ট মহা অনুভব ॥ তাঁর শিষ্য ত্রীগোপালভট্ট
 সুচরিত । তাঁর শিষ্য বলভদ্রভট্ট শুদ্ধরীত ॥ তাঁর শিষ্য গোপী-
 নাথভট্ট সৰ্বপূজ্য । তাঁর শিষ্য ত্রীকেশবভট্ট চেক্টাশ্চর্য্য ॥ তাঁর
 শিষ্য ত্রীগোকুলভট্ট মহাধীর । তাঁর অতিপ্রিয় শিষ্য কেশব-
 কাশ্মীর ॥ সরস্বতীদেবীর করিয়া মন্ত্র জাপ । হৈল সৰ্ববিদ্যা-
 ক্ষুৰ্ত্তি বাড়িল প্রতাপ ॥ সৰ্বদিশা জয় করি “দিথিজয়ী”
 খ্যাতি । কাশ্মীরদেশস্থ অতি শিষ্ট বিপ্রজাতি ॥ অতি শুভ
 ক্ষণে নবদ্বীপেতে আইলা । সৰ্বত্যাগ করি প্রভু আজ্ঞায়
 চলিলা ॥ কৈশব কাশ্মীর দিথিজয়ী লজ্জা ইথে । বর্ণি নীলা-
 ভোগ “লঘুকেশব” নামেতে ॥ দিথিজয়ী কেশব কাশ্মীর ভাগ্য-
 বস্ত । ডুবিলেন যে স্থখে কহিতে নাই অন্ত ॥ নিমাইর স্থানে
 দিথিজয়ী পরাজয় । সৰ্বত্র বিদিত লোকে এ যশ ঘোষয় ॥
 যেখানে সেখানে গাত্র এই কথা শুনি । নিমাইপণ্ডিত অধ্যা-
 পক শিরোমণি ॥ এই মত নানা রঙ্গ করে গঙ্গাতীরে । স্বেচ্ছা-
 ময় প্রভু এই পথে যান ঘরে ॥ এক দিন এই পথে করিতে
 গমন । দেখয়ে সম্যাসী আইসেন বিশ জন ॥ পরম আদরে
 সে সকল সম্যাসিরে । বিবিধ সামগ্রী ডুজ্জামেন লৈয়া ঘরে ॥
 ঐছে সদা সম্যাসিরে করান ভোজন । সব মহাবিন্মিত না
 দেখে উপার্জন ॥ বঙ্গদেশে যাইতে প্রভুর ইচ্ছা হৈল । যাত্রা
 করি এই বিপ্রগৃহে স্থিতি কৈল ॥ শিষ্যগণসঙ্গে প্রভু বঙ্গদেশে
 গিয়া । ত্রীতপননিজে দিল কাশী পাঠাইয়া ॥ বঙ্গ ধন্য করি

আইলেন কথো দিনে । আশুসরি বিপ্রগণ এই পথে আনে ॥
 শিষ্যবর্গে বেষ্টিত শ্রীগোবিন্দচন্দ্র । সর্বচিত্ত মোহিয়া চলেন
 নিজঘর ॥ এথা বসি বিপ্রগণ অধৈর্য্য অন্তরে । লক্ষ্মীর বিয়োগ
 কথা কহে ধীরে ধীরে ॥ বিশ্বস্তর আইলেন বঙ্গদেশ হৈতে ।
 গৃহ শূন্য দেখি মহাছুঃখ পাবে চিতে ॥ নিমাইপণ্ডিত মহা-
 পুরুষরতন । এত কহি প্রবোধিতে গেলা সর্বজন ॥ এক দিন
 এথা কেহ স্নান করি আইলা । না দেখি তিলক, করিবারে
 শিক্কা দিলা ॥ ওহে শ্রীনিবাস এথা নিমাই রঞ্জেতে । বঙ্গদেশি-
 লোকে কদর্থেন নানা মতে ॥ এথা বিশ্বস্তর যে যে রঙ্গ পর-
 কাশে । কহিতে সে সব কথা মুখে না আইসে ॥ এই দেখ
 সনাতনমিশ্রের ভবন । যেঁহ রাজপণ্ডিত সর্বাংশে বিলক্ষণ ॥
 সনাতনমিশ্রের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া । এক মুখে কহিতে না
 পারি তাঁর ক্রিয়া ॥ সনাতনমিশ্র মহা আনন্দিত মনে । বিশ্ব-
 স্তরে কন্যাদান কৈল এই খানে ॥ দেখ কাশীনাথপণ্ডিতের
 বাসস্থান । বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহে উদ্বেগ অতি তান ॥ এথা
 ভক্তগণ মহাছুঃখিত হইয়া । করেন আক্ষেপ ভক্তসঙ্গ না
 পাইয়া ॥ “হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ” বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস । হেনকালে
 আইলা ঠাকুর হরিদাস ॥ হরিদাসঠাকুরের অমৃত চরিত ।
 কহিব কতক তাহা সর্বত্র বিদিত ॥ এথা গৌরচন্দ্র বসি
 বিচারয়ে চিতে । মোর অবতার প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ॥ গয়া
 হইতে আসি ভক্তছুঃখ বিনাশিব । পরমদুর্লভ প্রেমভক্তি

প্রকাশিব ॥ এত বিচারিয়া প্রভু উল্লাস অন্তরে । মায়ে প্রবো-
 দিয়া চলে গয়া করিবারে ॥ এই বিপ্র-ঘরে যাত্রা করিয়া
 রহিলা । প্রাতঃকালে শিষ্যসঙ্গে এ পথে চলিলা ॥ গয়া করি
 বিশ্বস্তর ঈশ্বরপুরীতে । যত অনুগ্রহ তাহা কে কহিতে পারে ॥
 তথা প্রেম ভক্তি প্রকাশারম্ভ হইল । শিষ্যগণ সঙ্গে নবদ্বীপে
 যাত্রা কৈল ॥ নবদ্বীপে আইলেন শ্রীশচীকুমার । নবদ্বীপে
 হৈল মহা-আনন্দ সভার ॥ আগুসরি আনিতে গেলেন সর্ব
 জন । এই পথে প্রভু গৃহে করিলা গমন ॥ প্রেমভক্তি রসে
 সঁতারয়ে গৌররায় । দেখি সর্ববৈষ্ণবের উল্লাস হিয়ায় ॥
 শ্রীবাস রামাই গোপীনাথ গদাধরে । এথা হর্ষে শ্রীমান্ কহয়ে
 সে সভারে ॥ গয়া হইতে আইলেন পণ্ডিত নিমাই । সে সকল
 ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নাই ॥ গয়াতীর্থ-প্রসঙ্গ কহিয়া মো
 সভারে । বিষ্ণু-পাদপদ্ম কথা কহিতে না পারে ॥ নদীর প্রবাহ-
 প্রায় ঝরে ছুনয়ন । কৃষ্ণ বলি ভূমে পড়ে হৈয়া অচেতন ॥
 দেখিনু অদ্ভুত তাঁর প্রেমের বিকার । শুনি কত কহে মহা
 উল্লাস সভার ॥ এথা শ্রীবাসাদি প্রশংসিয়া বিশ্বস্তরে । গঙ্গা-
 তীরে বৈসে গিয়া শুক্লাশ্বরঘরে ॥ এই শুক্লাশ্বর ব্রহ্মচারির
 ভবন । গয়া হৈতে আসি এথা প্রভুর গমন ॥ শ্রীমান্ পণ্ডিত-
 আদি এথায় দেখিয়া । কহিতে কৃষ্ণের কথা উৎসাহে হিয়া ॥
 আপনা মানিয়া দীন শচীর নন্দন । ধরিয়া সভার গলা করয়ে
 ক্রন্দন ॥ গোপ্যরূপে যে যে ভক্ত ছিলেন যথায় । কান্দয়ে
 সকলে গৌরচন্দ্রের প্রেমায় ॥ প্রভু কহে কে কান্দয়ে যবের

ভিতর । শুক্লাশ্বর কহয়ে তোমার গদাধর ॥ হৈল প্রেমারস
 যৈছে কহিতে না পারি । ডুবিলেন আনন্দসমুদ্রে ব্রহ্মচারী† ॥
 রত্নগর্ভ আচার্য্য এ বৃক্ষ-সন্নিধানে । পড়ে ভাগবত-পদ্য মহা-
 নন্দ মনে ॥ শুনি গৌরচন্দ্র নিজ ভক্তির বড়াই । মুচ্ছিত হইয়া
 প্রেমে পড়য়ে এথাই ॥ শ্রীরত্ন গর্ভের ভাগ্য কহিতে নারিল ।
 চেতন পাইয়া প্রভু তারে আলিঙ্গিল ॥ ওহে শ্রীনিবাস, কি
 বলিব এই খানে । আপনা প্রকাশে প্রভু আপন কীর্তনে ॥
 দেখি বিশ্বস্তর-প্রেমাবেশ ভক্তগণ । এথা শ্রীঅদ্বৈত সব কৈল
 নিবেদন ॥ সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর । শুনি অতি
 উল্লাসে পুলক কলেবর ॥ ভক্তগণে অনেক প্রকারে আনাইলা ।
 দেখিলেন স্বপ্নে যাহা তাহাও কহিলা ॥ অদ্বৈতচন্দ্রের চেষ্ঠা
 বুঝে কোন জন । ক্ষণে প্রকাশয়ে ক্ষণে করয়ে গোপন ॥
 শুনিয়া অপূর্ব কথা অদ্বৈতের স্থানে । চলিলেন ভক্তগণ
 প্রশমি তাহানে ॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের চরিত । দিনে
 দিনে নদীয়ায় হইল বিদিত ॥ গঙ্গার এ ঘাটে প্রভু মাতি
 ভক্তিরসে । করয়ে ভক্তের সেবা অশেষ বিষয়ে ॥ প্রকাশে
 যে দৈন্য তাহা করিতে না পারি । ভক্তসেবা মুখ্য জানায়েন
 গৌরহরি ॥ কি বলিব প্রভুর এ মনে বড় সাধ । নিরন্তর
 লইতে ভক্তের আশীর্বাদ ॥ গৃঢ়রূপে প্রভু বিলসয়ে নদীয়ায় ।
 কে জানিতে পারে প্রভু যদি না জানায় ॥ (সর্বপূজ্য হইয়াও
 পণ্ডিত নিমাই । বৈষ্ণবের সাজি* ধুতি বহে লজ্জা নাই ॥

† "গৌরহরি" ইহাও পাঠ আছে ।

* সাজি—পুষ্পাধারবিশেষ ।

এথা ভক্তগণ গৌরচন্দ্র-মুখ হেরি । করে আশীর্বাদ কত উপ-
 দেশকরি ॥ ভক্ত-পদধূলি বিশ্বস্তর লৈয়া শিরে । কহেন যত্নেক
 তাহা কে কহিতে পারে ॥ এক দিন এই পথে প্রভু বিশ্বস্তর ।
 অদ্বৈত-বাসায় গেলা সঙ্গে গদাধর ॥ দেখিয়া অদ্বৈত এথা
 প্রেমায় বিহ্বল । সঘনে সোণার অঙ্গ করে টল মল ॥ অদ্বৈত
 আচার্য্য মহা উল্লাস অন্তরে । কহি কত প্রভুর পূজার সজ্জ
 করে ॥ গন্ধপুষ্প দিয়া পূজে প্রভুর চরণ । বার বার প্রণমিয়া
 করয়ে স্তবন ॥ অদ্বৈতের ক্রিয়া দেখি গদাধর হাসে । দন্তে
 জিহ্বা দংশিয়া কহয়ে যদু ভামে ॥ অনুগ্রহ করিবে মঙ্গল
 বাতে হয় । বালকে করহ ঐছে এ উচিত নয় ॥ হাসিয়া অদ্বৈত
 কহে না জান এখনে । এ বালক যে হেন জানিবে কিছু দিনে ॥
 শুনি গদাধর চিত্তে হইল বিস্ময় । মনে মনে গুণে এ ঈশ্বর
 স্নানশ্চয় ॥ কত ক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া গৌররায় । অদ্বৈতেরে
 কহি কত আপনা লুকায় ॥ অদ্বৈতের প্রেমাদীন প্রভু গৌর-
 হরি । হৈল যে কোতুক কথা কহিতে না পারি ॥ কত অভি-
 লাষ করি উল্লাস অন্তরে । এথা হৈতে অদ্বৈত গেলেন শাস্তি-
 পুরে ॥ এথা সঙ্কীৰ্ত্তনাবেশে প্রভুর যে স্থখ । সে আবেশ
 বর্ণিতে না জানে চতুর্মুখ ॥ বৈষ্ণব সকল প্রেমে স্থির হৈতে
 নারে । ঘুঁচিল মনুষ্য জ্ঞান প্রভু বিশ্বস্তরে ॥ এথা প্রেমাবেশে
 প্রভু বৈষ্ণবে কহিল । কানাইর নাট্যশালা গ্রামে যে দেখিল
 এথা সঙ্কীৰ্ত্তনে করে হুঙ্কার গর্জন । বল্লিয়া * মরয়ে শুনি

পাষণ্ডির গণ ॥ পাষণ্ডের বাক্যে বৈষ্ণবের দুঃখ হয় । প্রভু
অবতীর্ণ তাহা কেহো না জানয় ॥ দুঃখ বিনাশিতে জানাইতে
আপনায় । পরমসুন্দর-বেশে ভ্রমে নদীয়ায় ॥ ঘরে হৈতে এই
পথে আইসে সাজিয়া । দেখিয়া পাষণ্ডিগণ মরয়ে বলিয়া ॥
দেখি গৌরচন্দ্র শোভা ভুবনমোহন । স্মৃতিগণের মহা উল্ল-
সিত মন ॥ কি নারী পুরুষ সতে অধৈর্য্য অন্তর । দেখি গৌর-
চন্দ্রে কত কহে পরস্পর ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

গৌর বিধুবর, বরজ মোহন, ভ্রমণ কর নদীয়ায় । বৃদ্ধ
পুরুষ, অসংখ্য পথ গত, নিরিখে হরষ হিয়ায় ॥ কেউ কহে
কিয়ে, অনঙ্গ স্বেগঠন, কোনে সিরজল কেল । ঐছে অপরূপ,
রূপক বহুল, নয়ন গোচর ভেল ॥ কোউ কহ কিয়ে, নেহ
ঘটই কি, কহব কহই না যায় । হৃদয়সম্পূটে, ধরব অনুক্ষণ,
কহ কি করব উপায় ? ॥ কোউ কত কত তাঁতি ভাল অনি-
বার আশীষ দেত । দাস নরহরি পঙ্ক গাধুরী, নিরত দিঠি
ভরি লেত ॥

কামোদঃ ॥

আজু কি আনন্দ নদীয়ায় । পথে যত বৃদ্ধ নারী, দাঁড়া-
ইয়া সারি সারি, শচীর দুলাল পানে চায় ॥ ধ্রু ॥

কেহো কারু প্রতি কয়, এ কছু মানুষ নয়, বুঝিলাম
চিত্তে বিচারিয়া । এমন বালক মেন, না দেখি না শুনি হেন,
ভারত ভূমেতে জনমিয়া ॥ কেহো পুন পুন ভণে, কি

বলির এত দিনে, হইল সকল দুঃখ নাশ । কেহো কহে
 মনে বাহা, কহিতে নারিয়ে তাহা, ধন্য এই নদীয়ার বাস ॥
 (কেহ কহে শচী ধন্য, করিল কতেক পুণ্য, কহিতে না জানি
 স্নেহ তাঁর । এ চাঁদবদনে যাকে, সদা মা বলিয়া ডাকে, হেন
 ভাগ্য আছে আর কার ॥) কেহ কহে এই মতে, বেড়াউক
 নদীয়াতে, সকল স্মৃতি-সঙ্গে মৈত্রেয় । কেহ কহে মনে হেন,
 সোনার নিমাই যেন, কখন না ছাড়য়ে নদীয়া ॥ কেহ কহে
 নদীয়াতে, সদা রহু কুশলেতে, বিধিরে প্রার্থনা এই করি ।
 নরহরি প্রাণ গোরা, কেবল আঁখের তারা, ইহার বালাই লৈয়া
 মরি ॥

ভূপালী ॥

গৌরাঙ্গ গমন, শুনি অঙ্গগণ, বাহিরে বাঢ়ায় পা । চাহে
 ঘন ঘন, পাইয়া নয়ন, উলসে ভরয়ে গা ॥ কেহ কারু করে,
 ধরি কহে ধীরে, আজু সে সফল হৈল । দিতে মহানন্দ, বিধি
 কৈলে অঙ্গ, আনে না দেখিতে দিল ॥ এ রূপ অমিয়া, পিয়া
 এনা হিয়া, কি করে না যায় জানা । হেনরূপ যেহ, না দেখিল
 সেহ, নয়ন থাকিতে কানা ॥ সদা দেখিবারে, ধায় বারে বারে,
 আঁখি না ধৈর্য বঁাধে । নরহরি সাথি, সোঁপিলু এ আঁখি,
 সোনার নিমাই চান্দে ॥

তোড়ী ॥

নদীয়া ভ্রময়ে, গোরা গুণমণি, শুনি পঙ্গু পথে গিয়া ।
 অনিমিষ আঁখি, সে মুখ নিরখি, আনন্দে উথলে হিয়া ॥ কেহ
 কহে শুন, বিধি সক্রম, এবে সে বুঝিলু মনে । যে লাগিয়া

পঙ্কু করিলে সে ফল, ফলা'লে এতেক দিনে ॥ পঙ্কু না হইলে
গৃহকায ছলে, যাইতাম দূরদেশ । না জানিয়ে তথা মরণ
হইলে, দুঃখের নহিত শেব ॥ পঙ্কু হৈয়া যেন, থাকি মেন
হেন, বিধিরে প্রার্থনা করি । নরহরি নাথে, সদা নদীয়াতে,
দেখি এ নয়ন ভরি ॥

কামোদঃ ॥

ভুবনমোহন, গোর। গুণমণি, রাজপথে কত ভঙ্গিতে চলে ।
কত কত শত, মদনমুরুছি, লোটায় চরণকমলতলে ॥ চারি-
দিকে লোক, করে ধা'য়া ধাই, অতুল শোভায় মোহিত হৈয়া ।
তনু মন প্রাণ, কেবা নাহি নিছয়ে, পরস্পর চারু চরিত
কৈয়া ॥ নদীয়া নগরে, নাগরালিবেশে, ফিরয়ে নবীন নাগর
যত । গোর।চান্দ-পানে, চাহি তা সভার, নাগর-গরব হইল
হত ॥ জগতের মাঝে প্রণীণতা অতি, রসিকতামদে বিভোর
যাহা । নরহরিভণে খন্দ্যাত * যেমন, বিধু আগে হৈল তেমনি
তারা ॥

ধানশী ॥

নদীয়ার শশী, রঙ্গে রাজপথে, হিলি ছলি চলে পুলক-
হিয়া । অলখিত যত, যুবতি অখির, সাধে আদ দিঠি সে অঙ্গে
দিয়া ॥ কেহ কহে দেখ, দেখ সখী এই, গোর।রূপ কিয়
অমিয়া রাশি । তাম্বুলের রাগে, অধর উজ্জ্বল, তাহে কিবা মন্দ
মধুর হাসি ॥ রঙ্গকুলের, মালা দোলে কিবা, আঁখের ভঙ্গিতে

ভুবন মোহে । চাঁচর কিকুর, চয় চারু কিবা, কপালে চন্দন
 তিলক শোহে ॥ কিবা জানু ভুজ, যুগের বলনি, পরিসর
 বুকে কেবা না ভুলে । নরহরি পছঁ, রসে মু মজিলু, দিলু
 তিলাঞ্জলি এ লাজ কুলে ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু নদীয়া ভ্রমণে । আপনা প্রকাশে সুখ
 দিতে ভক্তগণে ॥ গমনভঙ্গিতে চতুর্দিক নিরিখয় । দেখয়ে
 গোগণ গঙ্গা পুলিনে শোভয় ॥ হাস্যারব করি যুখে যুখে ধেনু
 ধায় । পিয়ে বারি উর্দ্ধ পুচ্ছে চতুর্দিকে চায় ॥ পরস্পর করে
 যুদ্ধ প্রভু তা দেখিয়া । মুই সেই মুই সেই বলয়ে গর্জিয়া ॥
 অদ্ভুত আবেশে এই পথে বিশ্বস্তর । ধাইয়া গেলেন হর্ষে শ্রী-
 বাসের ঘর ॥ শ্রীবাসভবনে এই ঘরে দ্বার দিয়া । পূজয়ে
 নৃসিংহদেবে নিমগ্ন হইয়া ॥ করে পদাঘাত গৌরচন্দ্র এই
 দ্বারে । শ্রীবাসের ধ্যান ভঙ্গ হৈল সে হুকারে ॥ ধ্যানভঙ্গ
 ক্রোধে বিপ্র চাহে চারি পানে । দেখে তেজোময় বিশ্বস্তরে
 বীরাসনে ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি হাতে লৈয়া । করয়ে
 গর্জন কত শ্রীবাসেরে কৈয়া ॥ শ্রীবাস ত্রাসেতে স্তব্ব কিছুই
 না ক্ষুরে । প্রভুর আজ্ঞায় হর্ষ হৈয়া স্তুতি করে ॥ প্রভুর
 অদ্ভুত ক্রিয়া যে যে অবতারে । তাহা প্রকাশয়ে সে আবেশে
 স্তুতি দ্বারে ॥ সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত শ্রীবাস মহাশয় । প্রভু আগে
 করে স্তুতি উথলে হৃদয় ॥ শুনিয়া অদ্ভুত স্তুতি ভঙ্গি গৌর-
 হরি । দিলেন স্বাভীষ্ট বর অনুগ্রহ করি ॥ গোষ্ঠী সহ শ্রী-
 বাস ভাগ্যের সীমা নাই । প্রভুর চরণ পূজে শ্রীবাস এথাই ॥

সে অল্পতপুজার তুলনা নাই দিতে । পূজায় এসব যত কে
 পারে কহিতে ॥ সভার মস্তকে চারু চরণ অর্পয়ে । পরম-
 আনন্দে ভক্তভয় বিনাশয়ে ॥ নারায়ণী নামে এক বালিকা
 এখায় । কৃষ্ণ বলি কান্দে তেঁহ প্রভুর আজ্ঞায় ॥ সে বালিকা
 শ্রীবাসের ভাতৃহতা হয় । চারি বৎসরের কন্যা সৌভাগ্যাতি-
 শয় ॥ প্রভু ভাবাবেশ যত অন্য অগোচর । বাহু পাই লজ্জা-
 যুক্ত হন বিশ্বস্তর ॥ কাছ না কহিয় ইহা কহি শ্রীবাসেরে ।
 এথা হৈতে এ পথে গেলেন নিজঘরে ॥ এক দিন প্রভু শ্রী-
 বরাহ ভাবাবেশে । গর্জিয়া এ পথে চলে মুরারি আবাসে ॥
 এই বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশি বিশ্বস্তর । বরাহ আকার হৈলা
 পরমসুন্দর ॥ জলপাত্র গাড়ু এথা সম্মুখে দেখিয়া । ধরিলেন
 দন্তে স্থানুভাবে মগ্ন হৈয়া ॥ মুরারির প্রতি প্রভু কহে বার
 বার । এত দিন না জানহ মোর অবতার ॥ হইলা মুরারি স্তব্ধ
 প্রভুর দর্শনে । কি বলিব কিছুই না ক্ষুরঘে বয়নে ॥ বোল
 বোল বোলে প্রভু কিছু নাই ভয় । মুরারি করয়ে স্তুতি নেত্রে
 ধারা বয় ॥ মুরারির স্তুতি শুনি প্রভু গৌরহরি । ভাবাবেশে
 কহে যত কহিতে না পারি ॥ যত অনুগ্রহ প্রভু কৈলা মুরা-
 রিরে । মুরারির যে আনন্দ কহিতে কে পারে ॥ এই মত প্রভু
 সর্বভক্তের বাসায় । মহা-অনুগ্রহ করি আপনা জানায় ॥
 আপনার প্রভু তত্ত্ব চিনি হর্ষ মনে । করে সঙ্কীর্তন পাষণ্ডিরে
 নাই গণে ॥ এক দিন শ্রীবাস মুরারি আসি এথা । পরস্পর
 কহে গৌরচন্দ্র গুণ গাথা ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত খেদে কহে বার

বার । এত দিন না চিনিলু প্রভু আপনার ॥ সদাই বিদরে হিয়া
কহিতে কি আর । হেন প্রভু সাজি ধৃতি বহিল আমার ॥
কৃষ্ণে ভক্তি হোক বলি আশীর্বাদ কৈলু । কৃষ্ণে কৃষ্ণ ভজি-
বারে কত শিক্ষা দিলু ॥ ঐছে শ্রীমুরারি-আদি প্রভু প্রিয়গণ ।
করি কত খেদ সতে করয়ে ক্রন্দন ॥ এথা প্রভু শ্রীবাসাদি
সকল-ভক্তেরে । নিত্যানন্দ-গমন জানান ঠারে ঠারে ॥ অক-
স্মাৎ নিত্যানন্দ আসি নদীয়ায় । রহিলেন গুপ্তে তা জানিলা
গৌররায় ॥ নিত্যানন্দ অন্য-অগোচর জানাইয়া । তারে মিলি-
বারে চলে এই পথ দিয়া ॥ শ্রীনন্দন-আচার্য্য পরমভাগ্যান্ ।
দেখ শ্রীনিবাস এই ভবন তাহান ॥ ভক্তগোষ্ঠী-সহ প্রভু গিয়া
এ ভবনে । দেখে নিত্যানন্দ বাস আছেয়ে ধোয়ানে ॥ নিরুপম
নিত্যানন্দ-অঙ্গের মাধুরী । দাঁড়াইয়া ভক্তগণ দেখে নেত্র
ভরি ॥ নিত্যানন্দ সম্মুখে বিলসে বিশ্বস্তর । নিত্যানন্দ দেখে
প্রভু শোভা মনোহর ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

বিশ্বস্তর মূর্তি যেন মদন সমান । দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস
পরিধান ॥ কি হয় কনক দ্যুতি সে দেহের আগে । সে বদন
চাহিতে চান্দের সাধ লাগে ॥ সে দস্ত দেহিতে হরে যুকুতার
মান । সে কেশ বন্ধন দে'খে না রহে গেয়ান ॥ দেখিতে
আরক্ত সেই অরুণ নয়ন । আর কি কমল আছে হেন লয়
জ্ঞান ॥ সে আজানু ভুজ দুই হৃদয় স্থপীন । তথি শোভে শুক্ল
যজ্ঞসূত্র অতিকীর্ণ ॥ ললাটে বিচিত্র উৰ্দ্ধ তিলক সুন্দর ।

আভরণ বিনে সর্ব্ব অঙ্গ মনোহর ॥ কিবা হয় কোটি অগ্নি সে
নথ চাহিতে । সে হাস দেখিতে কিবা করিবে অমৃত ॥
বিশ্বস্তর শোভা দেখি নিত্যানন্দ রায় । কহিতে কি জানি
যেছে উল্লাস হিয়ার ॥ নিত্যানন্দচন্দ্রের অন্তর প্রকাশিতে ।
শ্রীবাস পড়িল শ্লোক প্রভুর ঈঙ্গিতে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ॥

বর্হাপৌড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং ।
রক্তান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদগীতকীর্ত্তিঃ ॥

কৃষ্ণধ্যান শ্লোক শুনি নিত্যানন্দ রায় । যে ভাব-আবেশ
তাহা কেবা নাই গায় ॥

গীতে বথা—মায়ুরঃ ॥

ভাবে গর গর, নিতাই সুন্দর, হেরি গোরা-মুখচান্দের
ছটা । কত উঠে চিতে, নারে থির হৈতে, অতি অঙ্গ নব পুলক
ঘটা ॥ কিবা উনমাদ, খেনে সিংহনাদ, খেনে লোটায়য়ে ধরণী-
তলে । খেনে দীর্ঘশ্বাস, খেনে মহাহাস, খসে বাস ভাসে
অঁথের জলে ॥ খেনে ঘোড় লক্ষ, খেনে দেহে কম্প, খেনে
ধায় কেউ ধরিতে নারে । খেনে কিবা কৈয়া, রহে থির হৈয়া,
সামাইয়া বিশ্বস্তরের কোরে ॥ নিত্যানন্দে কোলে, -লৈয়া
নেত্রজলে, ভাসে কিবা পছঁ প্রেমের রীতি । কহে নরহরি,

শ্রীবাসাদি চারি, পাশে কান্দে কেউ না ধরে ধ্বতি ॥

ওহে শ্রীনিবাস এথা আনন্দ অশেষ । ভুবনে বিদিত নিত্য-
নন্দ-ভাবাবেশ ॥ এথা বিশ্বস্তর-কোলে রহে নিত্যানন্দ । তাহা
দেখি গদাধর হাসে মন্দ মন্দ ॥ প্রভু বিশ্বস্তর নিত্যানন্দ রহি
এথা । কহিতে না জানি দৌহে কহিল যে কথা ॥ শ্রীবাসাদি
ভক্ত এথা ভাসিল যে স্থখে । সে সব কহিতে না আইসে এক
মুখে ॥ এথা নিত্যানন্দে কহে শচীর কুমার । কালি পৌৰ্ণ-
মাসী ব্যাসপূজন তোমার ॥ কোথা পূজা হ'বে শুনি উল্লাস
অন্তরে । হাসি কহে এ শ্রীবাস বামনার ঘরে ॥ নিত্যানন্দ-
বাক্যে এথা হর্ষ বিশ্বস্তর । শ্রীবাসসহিত কথা হইল বিস্তর ॥
সকলেই নন্দনাচার্যের গৃহে হৈতে । শ্রীবাসপণ্ডিত ঘরে গেলা
এই পথে ॥ ওহে শ্রীনিবাস এই শ্রীবাস-অঙ্গণে । নাচে গৌর-
চন্দ্র নিত্যানন্দ সঙ্কীৰ্তনে ॥ দুই প্রভু নাচে চতুর্দিকে ভক্তগণ ।
যে প্রেম-আবেশ তাহা না হয় বর্ণন ॥ বলরাম-আবেশে এথাই
গৌরহরি । নিত্যানন্দচন্দ্রে প্রকাশয়ে ভক্তি করি ॥ লাফ দিয়া
উঠে প্রভু খট্টার উপর বারুণী বারুণী বলি ডাকে নিরন্তর ॥
কেহো পাত্র ভরি গঙ্গাজল দিল আনি । সতে দেখে প্রভু যেন
পিয়ে কাদম্বিনী * ॥ শ্রীহল মুসল মাগে নিত্যানন্দ স্থানে ।
দিল নিত্যানন্দ তা দেখিল ভাগ্যবানে ॥ এথা হর্ষে প্রভু পদ্মা-
বতীর নন্দন । শ্রীগৌরচন্দ্রের কৈল ষড়্‌ভুজ দর্শন ॥ এথা প্রভু

নাচা নাচা বলি ডাক দিল । নাচা শব্দে অদ্বৈত আচার্য্যে
জানাইল ॥ প্রেমানন্দে মগ্ন হৈয়া কত কথা কয় । শুনি ভক্ত-
গণের উল্লাস অতিশয় ॥ এথা নিত্যানন্দ প্রেমে হইলা বিহ্বল ।
কোথা বা রহিল তাঁর দণ্ড কমণ্ডল ॥ বাস্ত্যাবেশে সঙ্গাই চঞ্চল
নিত্যানন্দ । করয়ে স্থস্থির তাঁয়ে ধরি গৌরচন্দ্র ॥ এথা রাতে
নিত্যানন্দ কহি কিবা কথা । দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গি ফেলাইলা
এথা ॥ ঐড়ু বিশ্বস্তর দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া । সমর্পিণ গঙ্গায় না
জানি কিবা কৈয়া ॥ নিত্যানন্দে লৈয়া স্নান করিলা গঙ্গায় ।
তথা যে কোতুক তাহা কহা নাহি যায় ॥ গন্ধ চন্দনাদি লৈয়া
বিবিধ বিধানে । ব্যাসপূজারন্তু ঐড়ু কৈলা এই খানে ॥ যৈছে
ব্যাসপূজা তাহা কহিতে না পারি । ব্যাসপূজা কোতুক দেখিছু
নেত্র ভরি ॥ (এই খানে জগৎ-জননী শচী আই । সম স্নেহা-
বিক্ট দেখি নিমাই নিতাই ॥) ব্যাসপূজা সঙ্কীৰ্ত্তনে যে ভাব-
বিকার ! সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার ॥ ব্যাসপূজা-
নৈবেদ্য-ভক্ষণ এই খানে । তাহে যে কোতুক তা কহিতে
কেবা জানে ॥ এথা ছিল কুন্দ পুষ্পবৃক্ষ শোভাময় । পুষ্প চয়-
নেতে বৈষ্ণবানন্দাতিশয় ॥ ওহে শ্রীনিবাস এক দিন গৌরা-
রায় । নিজ গৃহ হৈতে শীঘ্র আইলা এথায় ॥ শ্রীবাসের প্রতি
ঐড়ু কহেন হাসিয়া । অদ্বৈত আইসে মোর পূজাসজ্জ লৈয়া ॥
মোর ঠাকুরালী দেখিবারে ইচ্ছা তার । এত কহি প্রেমাবেশে
করয়ে ছফার ॥ ওহে শ্রীনিবাস এথা হৈতে গৌররায় । এই
দিকুমণ্ডপে বৈসে বিষ্ণুর খট্টায় ॥ চতুর্দিকে বেষ্টিত হইয়া

ভক্তগণ । প্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র করে নিরীক্ষণ ॥ নিত্যানন্দ ছত্র
ধরে মস্তক উপর । শ্রীবদনে তান্মূল যোগায় গদাধর ॥ বিবিধ
প্রকারে সেবারত সর্বজন । হেনকালে হৈল অষ্টদেবের আগ-
মন ॥ ভূমে প্রণমিয়া আইসে অষ্টদেব গোসাঞি । উপজিল
যে স্থখ কহিতে অন্ত নাই ॥ প্রভুর অন্তুত শোভা করে নিরী-
ক্ষণ । কোটি সূর্য্য সম তেজ ভুবনমোহন ॥ নানা রত্নভূষণে
ভূষিত গৌর অঙ্গ । হাসি হাসি বংশীবায় হইয়া ত্রিভঙ্গ ॥ ব্রহ্মা
নিব শেষ আদি দেবঋষিগণ । প্রভুর সম্মুখে সবে করয়ে
স্তবন ॥ প্রভুর অন্তুত ঠাকুরালি নিরাখিয়া । অষ্টদেবতার্য্যের
মহা উল্লাসিত হিয়া ॥ অষ্টদেবের প্রতি প্রভু কহে বার বার ।
তোমার সঙ্কল্প লাগি মোর অবতার ॥ ঐছে কত প্রেমাবেশে
কহে অষ্টদেবে । শুনি সর্বভক্ত মহা উল্লাস অন্তরে ॥ কর-
যোড়ে অষ্টদেব রহয়ে দাঁড়াইয়া । প্রভু কহে পূজ মোরে মস্তক
হইয়া ॥ শুনি অষ্টদেবের হিয়া আনন্দে উথলে । প্রভুপদ ধৌত
কৈল স্রবাসিত জলে ॥ চন্দনে করিয়া সিক্ত তুলসীমঞ্জরী ।
কত সাধে দেই প্রভু চরণ উপরি ॥ মহাযত্নে করি পূজা
ঘোড়শোপচারে ।) প্রভুরে করয়ে স্তুতি অশেষ প্রকারে ॥
হইয়া বিহ্বল ভাসে নয়নের জলে । লোটাইয়া পড়য়ে প্রভুর
পদতলে ॥ অষ্টদেবের মনোরথ জানি গৌররায় । দিলেন চরণ
তুলি অষ্টদেবমাথায় ॥ অষ্টদেবমণ্ডকে পদ ধরিল যখন । মহা
জয় জয় ধ্বনি হইল তখন ॥ ওহে ত্রিনিবাস শ্রীঅষ্টদেব এই
খানে । নাচে প্রভু-আজ্ঞায় প্রভুর সঙ্কীৰ্তনে ॥ সে প্রেম-

আবেশ দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে । সে অঙ্গ-শোভায় সকলের
 চিত্ত হরে ॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখপায়ে নেত্র দিয়া । না জানি
 কি আনন্দে ধরিতে নারে হিয়া ॥ না ধরয়ে ধৈর্য্য লোটায়
 মূহীতলে । নিত্যানন্দ পানে চাহি ভাসে নেত্রজলে ॥ অদ্বৈত-
 আচার্য্য চেষ্ঠা কে পারে বুঝিতে । কতক্ষণে স্থির হৈলা
 প্রভুর ইচ্ছাতে ॥ গৌরঙ্গ গলার মালা দিয়া অদ্বৈতেরে । বর-
 মাগ বর-মাগ বোলে বারে বারে ॥ অদ্বৈত কহয়ে মৈমার
 সর্ব্বসিদ্ধি হৈল । “জীবে কৃপা কর” বলি, এই বর নিল ॥
 যত কথা হইল শ্রীঅদ্বৈত বিশ্বম্বরে । সে সব কথার মর্ম্ম কে
 বুঝিতে পারে ॥ তবে মহানন্দে মগ্ন হইলেন এথা । শুনি
 নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেমকথা ॥ এ পথে গেলেন গৃহে প্রভু
 গৌরচন্দ্র । শ্রীবাসভবনে রহিলেন নিত্যানন্দ ॥ গোষ্ঠীসহ
 অদ্বৈত গেলেন নিজালয় । এই দেখ অদ্বৈত আলয় শোভা-
 ময় ॥ নিজ নিজ গৃহে ভক্তগণ গেলা স্নখে । যে দেখিলু তাহা
 কি কহিব এক মুখে ॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায় ।
 দূরে হৈতে ভক্ত আসি মিলে নদীয়ায় ॥ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি
 প্রভু আকর্ষণে । প্রভুকে দেখিতে অতি উৎকণ্ঠিত মনে ॥ বহু
 লোক সঙ্গে বিদ্যানিধি বঙ্গে হৈতে । নদীয়ায় আদি গৃহে
 গেলা এই পথে ॥ এক গ্রামবাসী শ্রীমুকুন্দ হর্ষ হৈয়া । শ্রী-
 বিদ্যানিধিরে এথা মিলিলা আসিয়া ॥ এই পুণ্ডরীক বিদ্যা-
 নিধির আলয় । যাঁর লাগি কাঁদিলা শ্রীশচীর তনয় ॥ পরম-
 বৈষ্ণব তেঁহ কি বুঝিব আনে । শ্রীমুকুন্দ বাসুদেবদত্ত-মাত্র

জানে ॥ বাহু বৃত্তি তাঁর যৈছে কি কব সে কথা । রাজপুত্র-
প্রায় সজ্জা করি বৈসে এথা ॥ পরমবৈষ্ণব শুনি পণ্ডিতগোলা-
ত্রি । মুকুন্দের সঙ্গে আইলা দেখিতে এথাই ॥ শ্রীবিদ্যানিধির
অস্তরূপ না জানিল । দৃষ্টিমাত্রে, “বিষয়-বৈষ্ণব” জ্ঞান হৈল ॥
গদাধর চিত্ত বুঝি মুকুন্দ প্রকারে । বিদ্যানিধি অস্তর প্রকাশে
পদ্যঘারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতস্য তৃতীয়ে ২ । ২৩ ॥

অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেস্ব ॥

তত্রৈব দশমে চ ৬ । ২৬ ॥

পুতনা লোকবালয়ী রাক্ষসীরুধিরাননা ।

জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দদ্বাপ সদগতিং ॥

শ্লোক শুনি বিদ্যানিধি অধৈর্য্য অন্তরে । বল বল মুকুন্দ
বলয়ে ষারে ষারে ॥ কম্প স্বেদ পুলক হৃদ্যর অতিশয় ।
করয়ে ক্রন্দন ছুই নেত্রে ধারা বয় ॥ অঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে
পৃথিবী-উপরে । পদাঘাতে শয্যাঙ্গি সকল গেল দূরে ॥ যতেক
অবেশ তার লেশ না রহিল । স্তন্য শরীর ধূলি-ধূসর হইল ॥

গড়াগড়ি যায় ভূমে কত খেদ করে । দেখিতে সে ভাবাবেশ
কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥ মুচ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন এই থানে । পাইয়া
চেতন স্থির হৈলা কতক্ষণে ॥ দেখি মহাবিস্মিত পণ্ডিত গদা-
ধর । নিজ নেত্রজলে সিক্ত হৈল কলেবর ॥ মুকুন্দেরে কহে
মুই অপরাধ কৈল । তুমি রক্ষা কৈলা বলি কত প্রশংসিল ॥
অপরাধ যা'বে শিষ্য হইলে ইহাঁর । জানাইয়া প্রভুকে হইলা
শিষ্য তাঁর ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ॥

গদাধর-বাক্যে প্রভু সন্তোষ পাইলা । শীঘ্র কর শীঘ্র কর
বলিতে লাগিলা ॥ তবেত শ্রীগদাধর প্রেমনিধি স্থানে । মজ্জ
নীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে ॥ কি কহিব আর পুণ্ডরী-
কের মহিমা । গদাধর শিষ্য যার ভক্তির এ সীমা ॥ যোগ্য-
গুরু পুণ্ডরীক শিষ্য গদাধর । দুই জন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলে-
বর ॥ ওহে বাপ শ্রীনিবাস কি কব সে কথা । গদাধর
পণ্ডিত হইলা শিষ্য এথা ॥ শিষ্যকালে মুকুন্দাদি বৈষ্ণব-
সকল । হইলেন সতে মহা প্রেমায়া বিহ্বল ॥ এ প্রসঙ্গ শুনি
নিত্যানন্দ হলধর । মন্দ মন্দ হাসে মহা উল্লাস অন্তর ॥
নিত্যানন্দ চরিত্র বৃদ্ধিতে কেবা পারে । সদা বাল্যাবেশে
রহে শ্রীবাসের ঘরে ॥ (শ্রীবাসের পত্নী শ্রীমালিনী পতিভ্রতা ।
নিত্যানন্দে সেবে সদা যৈছে পুত্রে মাতা ॥ তেঁহ নিজ
হাতে অন্ন না খায় তুলিয়া । পুত্রস্নেহে মালিনী ভুঞ্জায়
হর্ষ হৈয়া ॥) শ্রীবাসের স্নেহ বৈছে নিত্যানন্দ প্রতি । তাহা

কহিবারে নাই অন্যের শক্তি । শ্রীবাস অন্তর প্রভু পরীক্ষা
করিল। গাঢ় রতি জানি বর দিয়া সমর্পণা ॥ নিত্যানন্দ
যদিয়াবেশে প্রবেশ নদীয়ায় । গঙ্গাদাস মুরারিগুপ্তের ঘরে ধার ॥
গঙ্গায় সাঁতারে মহারঙ্গে তথা হৈতে । ধাইয়া আইসে হর্ষে
আইরে দেখিতে ॥ (নিত্যানন্দে যৈছে আই পুত্রস্নেহ করে ।
সে সব ভাবিতে এই হৃদয় বিদরে ॥) ওহে শ্রীনিবাস কত
কহিব তোমায় । প্রভুর অদ্ভুত গতি দেখিষু এখায় ॥ নিত্যা-
নন্দাষ্টৈষ্ঠ গদাধর-আদি সঙ্গে । নিজ গৃহে হইতে চলি আইসে
মহারঙ্গে ॥ গঙ্গসহ প্রভুর শোভার সীমা নাই । প্রবেশি শ্রী-
বাসগৃহে নৈসে এই ঠাই ॥ দেখ শ্রীবাসের এ অঙ্গণ মনোহর ।
এখা সঙ্কীর্তনারম্ভ কৈলা বিশ্বস্তর ॥ শ্রীবাস নুকুন্দ আর শ্রী-
গোবিন্দ দত্ত । এ সব সম্প্রদান সঙ্কীর্তনে হৈলা যত ॥ নিত্যা-
নন্দাষ্টৈষ্ঠ গদাধর প্রেমময় । এ সতে বিশ্বল প্রভু নৃত্য নিরি-
খয় ॥ সঙ্কীর্তনে নৃত্য করে শচীর কুমার । পদাঘাতে ধরশি
কল্যাণে অনিবার ॥ প্রভুর স্ববেশ-শোভা যৈছে ভাবাবেশ ।
বর্ষে বিজয়গণ চিতে উল্লাস অশেষ ॥

গীতে যথা—গৌরী ॥

চম্পক সোন, কুমুম কনকাচল, জিভল গৌরতনু লাব-
নিরে । উন্নত গীম, সীম নহু অমৃতব, জগ-মন-মোহন ভাঙ
নিরে ॥ জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন-বন্দন, কলিযুগ কলিভুজ-
ভয় খণ্ডন ॥ ৫ ॥

বিশুল পুলক কুল, আকুল কলেশ্বর, গর গর অন্তর

শ্রোম-ভরে । লহ লহ হালনি, গদ গদ ভাগনি, কত মন্দা-
কিনী নরনে করে ॥ নিজ গুণে নাচত, নয়ন চুল্ল্যত, গায়ত
কত শত ভকতি হি মেলি । যো রসে ভাগি, অংশ মহী-মণ্ডল
গোবিন্দদাস তহি পরশ না ভেলি ॥

পুনঃ—তোড়ী ॥

নাচত গৌর ভাব ভরে গর গর । বিপুল পুলক, কুল
বলিত কলেবর ॥ হাস মিলিত লস বদন সুধাকর । বরষত
নিরন্ত অমিয় রস বর বর ॥ তরুণ অরুণ জিনি লোচন চর
চর । করত ভঙ্গি কত নিম্বি কুহুমশর ॥ কর কিসলয় অতি-
নয় অতি সুন্দর । কত হি রঙ্গে পগ ধরয়ে ধরগি'পর ॥ উন-
মত অমুখন যনু মদ-কুঞ্জর । বল মল করু কিয়ে কনক ধরা-
ধর ॥ নিরুপম বেশ কেশ দৃশি ধুতিহর । চৌদিশে বিলসে
উলস প্রিয়পরিকর ॥ গায়ত নব নব গীত ময়ূরতর । শুনইতে
ধায়ত অখিল নারী নর ॥ বায়ত ধমক যুদঙ্গ রঙ্গকর । উঘটত
ধা ধা ধিগি তি নিরন্তর ॥ জয় জয় ভন হর সহিত পুরন্দর ।
ধনি কলি কাল ভাগ লহ পটতর ॥ ভাসল সুখসায়রে যত
পামর । ইথে বঞ্চিত এ কুমতি ঘনশ্যামর ॥

পুনঃ—নাট্য ॥

নাচত দ্বিজ কুলচন্দ্র গৌরহরি । মঙ্গল ময় ভর, হরণ চরণ
বুগ, ধরত ধরগিপার, পরম ভঙ্গি করি ॥ অবিরত পুরুষ, ভাব
ভরে গর গর, অবিরল পুলক কদম্ব বলিত তনু । চাঁচর চিকুর
ভার রুচি সূচিকন, কনক ধরাধর লিথরে মেঘ যনু ॥ মালতী-

ହୃଦୟ,- ସାଳ ଅଳିକାଶିତ, ଚମଳ ଚାନ୍ଦ୍ର ଉରେ ଲବିତ ବଳ ବଳ ।
 ସନସଥ କାଳ, ସମ୍ମାନ ସନ-ରଞ୍ଜନ, ଅରୁଣ ବଞ୍ଚ ସୁଗ ଲୋଚନ ଟଳ ବଳ ॥
 ନିରୁପମ ନଟଳ, ନିରାଧି ପ୍ରିୟ ପରିକର, ଗାୟତ ସଧୁର ସଧୁର ସନ
 ବରସତ । ଅଧିକ ଲୋକ ହୁଏ, ନାୟରେ ନିମଗନ, ନରହରି କୁସନ୍ତି
 ଦୂରେ ନାହିଁ ମରଣତ ॥

ପୁନଃ ସଙ୍ଗୀତରସଃ ॥

ନାଚତ ଗୌର, ନିଖିଳ ନଟ ପଣ୍ଡିତ, ନିରୁପମ ଭକ୍ତି, ଗଦନସନ
 ହରଜି । ଶ୍ରୀଚର ଚଞ୍ଚୁକର, ନର ପରିଭଞ୍ଜନ, ଅଜ୍ଞକିରଣେ ନିକ ବିନିକ
 ଉଜ୍ଜରଜି ॥ ଉନୟତ ଅତୁଳ, ସିଂହଜିନି ଗରଜନ, ଶୁନିତେ ବଳି
 କଳି ବାରଣ ଉରଜି । ସନ ସନ ଲକ୍ଷ୍ମ, ଲଳିତ ଗତି ଚକ୍ଷୁ, ଚରଣ
 ଘାତେ କ୍ଷିତି, ଟଳ ବଳ କରଜି ॥ କିମ୍ବର ଗରବ, ଧରବ କର ପରି-
 କର, ଗାୟତ ଉଲସେ ଅମିୟ-ରସ ବରଜି । ବାୟତ ବହୁବିଧ, ଖୋଳି
 ଧରକ ଧୁନି, ପରଣତ ଗଗନ, କୌନ ସ୍ଥିତି ଧରଜି ॥ ଅତୁଳ ଶ୍ରୀତାପ,
 କାଳି ହରଜନ ଗଣ, ଲେଖି ଶରଣ ଚରଣତଳେ ପଡ଼ି । ନରହରି
 ପଞ୍ଚକ, କିରାତି * ରହ ଜଗ ଭରି, ପରମ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ସନ ନିରାତ କିତ-
 ରଜି ॥

ପୁନଃ-ସାହୁରସଃ ॥

ଆଜ୍ଞ, ଶୁଭ ଆଶିଷ କୀର୍ତ୍ତନେ, ଗୌରହନ୍ଦର ସୁନିତ ନର୍ତ୍ତନେ,
 ହୃଦୟ ପରିକର, ସର୍ବେ ସଧୁର ଶ୍ରୀବାସ-ଅଜ୍ଞେ ଶୋହରେ । କରକ
 କେଶର ଗରବ ଗଞ୍ଜନ, ସର୍ବେ ତନୁ ରଞ୍ଜି ଅତନୁ ରଞ୍ଜନ, ବଞ୍ଚ ଲୋଚନ
 ଚମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ, ଚାହି ଜନ ସନ ଯୋହରେ ॥ ନଟନ ଗତି ଅତି,

ভক্তগণ পদতল, তাল ধরইতে, ধরণী টল মল, করই হস্তক,
 ব্রহ্ম কলিত, স্থললিত কর কিশলয় ছটা । লক্ষ্যম মোহিতম,
 পীতি নিরসত, হাস লছ লছ, অমিয় বরষত, সরস ললত,
 সুবদন মাধুরী, জিতই শারদ শশিঘটা ॥ চিকন টাঁচর, চিকুর
 বন্ধন, চারু রচিত সু-তিলক চন্দন, ভূরি ভূষণ, ঝলকে অঙ্গ,
 বিভঙ্গী ভগত, না আয়এ । বামে পছ পণ্ডিত, গদাধর দক্ষি-
 ণেতে, নিতাই সুন্দর, সমুখে শ্রীঅদ্বৈত, উনমত পেখি সুর-
 গণ ধায় এ ॥ বাসুদেব শ্রীবাস, নন্দন বিজয় ষক্রেস্বর, নারা-
 য়ণ গোপীনাথ সুকুন্দ মাধব, গায়ত এ অদ্বুত গুণী । রাম বামে
 গুরুড়,-সোবিন্দ আদিক বায়ে, মর্দল ধিকি ত। ত। বিক, ধিনি
 নি নি নি নি নি, ভগত নরহরি, ভুবন তরু কামজয় ধুমী ॥
 পুনর্ধানশী ॥

শ্রীবাস অঙ্গণে, বিনোদ বন্ধানে, নাচত চৈতন্য রায় ।
 সসুজ দৈবত, পুরুষ বোধিত, সভাই দেখিতে ধায় ॥ ভকত-
 মণ্ডল, গায়ত মঙ্গল, বাজত খোল করতাল । মাঝে উনমত,
 নিতাই নাচত, ভায়ার ভাবে মাতোয়াল ॥ হেমন্তভ জিনি,
 বাছ সুবলনি, সিংহ জিনি কটিদেশ । চন্দ্র বদনে, মদন-
 আলয়, ভুবনমোহন বেশ ॥ (না জানি নর নারী, ভুবন দশ
 চারি, রূপ হেরি হেরি কাদই । গরজে যম যম, লক্ষ পুন
 পুন, মঙ্গলবেশ ধরি নাচই ॥ অরুণ লোচনে, প্রেম বসিগণে,
 অবনী মণ্ডলে সিংহয়ে । ধরণিমণ্ডলে, প্রেম বাসর *, করল

অবধূত চন্দ্রে ॥ শান্তিপুৰনাথ, গরজে অধিরক্ত, দেখিয়া
শ্রেয়ের বিকার । ধরিয়া শ্রীচরণ, করয়ে রোমন, পণ্ডিত
শ্রীগঙ্গা উদার ॥ মুকুন্দ কুতূহলী, কান্দয়ে ফুলি ফুলি, ধরিয়া
গদাধর-কোল । নয়নে বহে প্রেম, ঠাকুর অভিরাম, সন্মানে হরি
হরি বোল ॥ না জানে দিবা নিশি, প্রেমরসে ভাসি, সকল
সহচর-বৃন্দ । বৃন্দাবনদাস, প্রেমপরকাশ, নিতাইচরণাবিন্দ ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই শ্রীবাস অঙ্গণে । যে মৃত্যু কীর্তন তা
বর্ণিষ কুনজনে ॥ সামাইল যত লোক লেখা নাই তার ।
কহিতে কি অঙ্গণপ্রভাব চমৎকার ॥ দ্বার বন্ধ কীর্তনে না
বাইতে পারিয়া । কত শত লোক এথা মরয়ে বলিয়া ॥ সঙ্কী-
র্তনে গেলো রাত্রি তৃতীয় প্রহর । না হইল কারু অমযুক্ত
কলেবর ॥ তৃতীয় প্রহর রাত্রি সতে অনুমানে । ইথে কত
যুগ গেলো তাহা নাই জানে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ॥

বৎসরেক নামমাত্র কত যুগ গেলো । চৈতন্য আবেশ-
নন্দে কিছু না জানিল ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে ॥

ইতি সকলনিশাং নিনায় দেবো নিজজনমনসাং যুগে যুগারিঃ ।
কগমিব মহদ্বৎসরেণ মেনেহনবরতহুখমাপুর্নার্য্যবর্য্যাঃ ॥

প্রভুর অদ্বুত ভাবাবেশে সঙ্কীর্তনে । পূর্বনাম লইয়া
ডাকিলা ভক্তগণে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ॥

“সকল মৈত্র্যে-প্রভু দেখি একে একে । ভাবাবেশে পূর্য
নাম ধরি ধরি ডাকে ॥ যে ভাব আবেশে প্রভু যাহা প্রকা-
শিলা । আনের কা কথা তাহে দ্রবে দারুশিলা ॥ নিত্যানন্দা-
বৈত পদাধর আদি যত । কি বলিব সে সকলে হইলা যে
মত ॥” ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের আজ্ঞাতে । হইল কীর্তন
দ্বির রজনী-শেষেতে ॥ প্রভু ভাবাবেশে পুন চতুর্দিকে ঠায় ।
শালগ্রাম-শিলা কোলে বসিলা খটায় ॥ ভক্তগণে কহি কত
গৌর গুণনিধি । ভুঞ্জিলেন দধি দুগ্ধ নবনীত আদি ॥ দাস্য-
ভাবে ভক্তগণে বৈছে আচরণ । বৈছে সে আবেশ তাহা না
হয় বর্ণন ॥ শ্রীমুরারিগুপ্ত মহা উল্লাস হিয়ার । দেখয়ে প্রভুর
শোভা রহিয়া এখায় ॥ মুরারিরে কহে গোরা জানকীজীবন ।
নিজ কৃত পদ্য গোরে করাহ অবণ ॥ শ্রীমুরারিগুপ্ত রামাষ্টক
পাঠ করে । শুনি রাম-আবেশে প্রসন্ন মুরারিরে ॥ মন্দ মন্দ
হাসি মহানন্দে প্রসঙ্গয় । ‘রামদাস’ নাম তার ললাটে লিখয় ॥
রঘুনাথাক্টক সে প্রসঙ্গ সুমধুর । তাহার অবণে সব তাপ যায়
দূর ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্ৰমে ॥

ভক্তঃ প্রোবাচ করুণো মুরারিঃ তাং পঠ শ্রবণং ।

কথিত্বং ভবতঃ শ্রদ্ধা স পপাঠ শুভাকরং ॥

অথার্ককং ॥

রাজকিরীটমণিদীপ্তিদীপিতাশ-

মুদ্রাধ্বংসপ্রতিবিম্বাতিমেব হস্ত ।

যে কুণ্ডলেহকরহিতেন্দুগমানবদ্রুং

রামং জগজ্জয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ১ ॥

উদ্যমিতাকরমরীচিবিবোধিতাজ-

নেত্রং সুবিশ্বদশনচ্ছদচারুনাগং ।

শ্রব্রাং শুরশিপরিনির্জিতচারুহাসং

রামং জগজ্জয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ২ ॥

তং কন্থকণ্ঠমজ্জমমুজতুল্যরূপং

মুক্তাবলীকনকহারধ্বতং বিভাস্তং ।

বিদ্যাম্বলাকগণসংযুতমম্বদং বা

রামং জগজ্জয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩ ॥

উত্তানহস্ততলসংস্বহস্রপত্রং

পঞ্চচ্ছদাধিকশতং প্রবরাঙ্গুলীতিঃ ।

কুর্কৃত্যশীতকনকদ্যুতি বস্য সীতা-

পার্শ্বেস্থিতা, রঘুবরং সততং ভজামি ॥ ৪ ॥

অগ্রে ধনুর্ধরবরং কনকোজ্জ্বলাকো-

জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো রতভূষণাণ্যঃ ।

শেষাধ্যাধাম বরলক্ষণনাম বস্য

রামং জগজ্জয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৫ ॥

যো রাঘবেন্দুকুলমিদ্ধুগ্ধাং শুরূপো

মারীচশ্রাকগনহবাহুধামহত্যা ।

যজ্ঞং ররক কুশিকাময়পুণ্যরাশিঃ

রামঃ জগজ্জয়ন্তরুং সততং ভজামি ॥ ৬ ॥

হুতা ধরজ্জিশিরসৌ সগণৌ কবচং

শ্রীমণ্ডকানন্দনদূষণমেব কৃতা ।

সুগ্রীবনৈজ্জমকরোদিনিহত্য শত্রুং

ভং রাঘবং দশমুখাস্তকরং ভজামি ॥ ৭ ॥

ভুক্তাপি নাকমকরোজ্জনকাজ্জায়া-

বৈবাহিকোৎসববিধিং পথি ভার্গবেজ্জং ।

ভিত্তা পিতৃমুদমুবাহ ককুৎস্থবর্ষাঃ

রামঃ জগজ্জয়ন্তরুং সততং ভজামি ॥ ৮ ॥

ইথং নিশমা রঘুনন্দনরাজসিংহ-

শ্লোকাক্টকং স ভগবান্ চরণং যুগারে—।

বৈদ্যস্য মূর্দ্ধি বিনিধায় লিলেখ ভালে

তং 'রামদাস' ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদাৎ ॥

কি বলিব গুণে দেখি কৃপা অতিশয় । হইল ভক্তের
মহা উল্লাস হৃদয় ॥ প্রাতঃকালে নিজগৃহে প্রভুর সন্ধান । নিজ
নিজ গৃহেতে গেলাম ভক্তগণ ॥ কি বলিব ভক্তগণে সদাই
বিহরে । নিরন্তর ভাবাবেশে স্থির হৈতে নারে ॥ প্রভুর শ্রী-
ভাবাবেশ অন্য অগোচর । দিব্য নিশি সিন্ধু নৈজ্জলে কলে-
বর ॥ এক দিন এই পথে ভক্তগোষ্ঠী-সঙ্গে । গৃহে হৈতে চলে
গগাতীরে মহারঙ্গে ॥ প্রভুর আদেশে এথা প্রিয় ভক্তগণ ।
আরতিলা দেবের দুর্লভ সাক্ষীভন ॥ ভাবাবেশে ভক্তগণ মধ্যে
নাচি যায় । প্রভুর অকৃত রেখা কেবা নাহি পার ॥

গীতে যথা—শ্রীরাগঃ ॥

চিন্তাচোর গৌর অঙ্গ, রঙ্গে ফিরত ভকত সঙ্গ, মদনমোহন
ছান্দুয়া । হেমবরণ হরণ দেহ, পুরল তরুণ করুণ দেহ, তপত
জগত বন্ধুয়া ॥ সঘনে রোদন সঘনে হাস, আনহি বরণ বিরস
ভাস, নয়নে সলিল সিন্দুয়া । ভাবে বিদশ দিবস রাত্রি, নীপ-
কুসুম পুলক পাঁতি, বদন শরদ-ইন্দুয়া ॥ অমিয়া জিতল মধুর
বোল, অরুণ চরণে মঞ্জীর রোল, চলত মন্দ মন্দুয়া । অখিল
ভুবন আনন্দে ভাস, আশ করত গোবিন্দদাস, প্রেমসিন্ধু-
বিন্দুয়া ॥

পুনঃ—তোড়ী ॥

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র, বেঢ়ল ভকত নথত বৃন্দ, অখিল
ভুবন উজোর কারি, -কুন্দ কনক কাঁতিয়া । অগতি পতিত
কুসুমবন্ধু, হেরি উছলে রসের সিন্ধু, হৃদয় কুহর তিমির হারী,
উদিত দিনছ রাত্রিয়া ॥ সহজে সুন্দর মধুর দেহ, আনন্দে
আনন্দে না বাঁধে খেহ, ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খলত, মত্ত
করিবর ভাঁতিয়া । নটন ঘটন ভৈগেল ভোর, মুকুন্দ মাধব
গোবিন্দ বোল, রোয়ত হসত ধরনি খসত, শোহত পুলক
পাঁতিয়া ॥ মহিম মহিমা কো কহু তুর, নিজ পর ধরি করত
কোর, প্রেম অমিয় হরখি বরখি তরখিত মহি মাতিয়া ।
ও রসে উত্তম অমম ভাস, একলে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস, কি
জানি কি খেনে কোন গঢ়ল, কাঠ-কঠিন ছাতিয়া ॥

ପୁନଃ—ଆଶାବରୀ ॥

ନାଚତ ଶଚୀତନୟ ମୌର, -ସୁନ୍ଦର ମନ ମୋହନ । ବାଜତ କତ
କତ, ସୁଦମ୍ଭ ଉଷଟତ, ଧି ଧି କଟ ଧିଲମ୍ଭ, ଗାୟତ ସ୍ଵର ମଧୁର ଅମ୍ଭ,
ଭକ୍ତି ପରମ ଶୋହନା ॥ କ୍ର ॥

ନିରୁପମ ରସ ଉଲସ ଆଜ୍ଞ, ବିଳସତ ପ୍ରିୟ ଭକତ ମାଧବ, ଝଲ-
କତ ଅତି ଲଳିତ ମାଞ୍ଜ, ଯୁବତି ଧିରବ ମୋଚନା । କୁହୁମାଞ୍ଜିତ
ଚାରୁ ଚିକ୍ର, କୁଣ୍ଡଳ ଶ୍ରୀତି ଗଞ୍ଜ ଯୁକ୍ର, ଭାଳ ତିଳକ ମଞ୍ଜୁଳ ଭୁରୁ
ଭୁଞ୍ଜକମଲଲୋଚନା ॥ ନାମାପୁଟ ମୋଦ ମଦନ, ଇନ୍ଦୁ ନିକର ନିନ୍ଦି
ବଦନ, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସ ନିକୁନ୍ଦ, ଦଶନ ମଧୁର ବୋଲନା । କଞ୍ଚ ମଦନ
ମଦ ଭର ହର, ଭୁଞ୍ଜ ଯୁଗ ଜିମି କୁଞ୍ଜରକର, କଙ୍କ ଯତ୍ନ ବିଳାସ ବଞ୍ଚ,
ମାଳ ଅତୁଳ ଦୋଳନା ॥ ନାଭି ଦ୍ଵିବଳି ବଳିତ ଭୈତି, ଲୋମାବଳି
ଭୁଞ୍ଜଗ ପାଁତି, ରସନାୟୁତ କୂଶ କଟି ନବ, କେଶରି-ମଦଭଞ୍ଜନା ।
ପହିରେ ବର ବସନ ବେଶ, ଉକ୍ର ବରାଣି ନା ଶକତ ଶେଷ, ନରହରି
ପଞ୍ଚ ପଦତଳେ କରୁ, ତରୁଣାରଣେ ଗଞ୍ଜନା ॥

ଓହେ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଭୁ ସୁରଧନୀ-ତୀରେ । ମହାର୍ଜନାନନ୍ଦେ ସମ
ଚଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ॥ ଗଙ୍ଗାର ମୋଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକାଶୟେ ଅଭିଳାଷ ।
ପାରିକର ସଙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗାତୀରେ ବିହରୟ ॥

ଗୀତେ ସଦା ନଟ୍ଟଃ ॥

ବିହରତ ସୁରସରିତ ଶ୍ରୀର, ଗୌର ତରୁଣ ବୟସ ଧିର, ତଡ଼ିତ
କନକ କୁକୁମ ମଦ, -ସର୍ଦ୍ଦନ ତନ୍ମୁ କୀର୍ତ୍ତି । ମଦନ କଦନ ବଦନ ଚନ୍ଦ୍ର,
ନିଧିଳ ତରୁଣି ନୟନ କନ୍ଦ, ହସତ ଲଗତ ଦଶନ ବୁନ୍ଦ, କୁଳ କୁଳମ
ପାଁତି ॥ ଅଞ୍ଜନ ସନ ପୁଞ୍ଜ ବରଣ, କୁଞ୍ଜିତ କଟ ମୈର୍ଯ୍ୟା ହରଣ, ବେଶ

বিমল অলকাকুল, রাজত অনুপাম । ভাল তিলক ঝলকত
অতি, ভাউ ভুজগ মঞ্জুল গতি, চঞ্চল দিঠে অঞ্চল রস, রঞ্জিত
ছবি ধাম ॥ কুণ্ডল শ্রুতিগুণ কলিত, কণ্ঠ হি বনমাল বলিত
বাহু বিপুল বলয়া কর, কোমল বলিহারি । পরিসর বর বক্ষ
অতুল, নাশত কত কুলবতী-কুল, ললিত কটি নুকুল কেশরী,
গরব ধরব কারি ॥ জগ মগ ভুজ জামু তরুণ, অরুণাবলি
কিরণ চরণ, কমল মধুর মৌরভ ভরে, ভকত ভ্রমর ভোর ।
করুণা ঘন ভুবন বিদিত, প্রেম অমিয়া বরষত নিত, নরহরি
মতি মন্দক বহু, পরশত নাহি থোর ॥

পুনঃ—বেরগুপ্ত ॥

স্বরধুনী তীর, পরম নিরমল থল, তহি উলসিত সব ভকত
উদার । গায়ত কত কত, গীত অমিয় ময় বায়ত বাদ্য বিবিধ
পরকার ॥ নাচত গুণমণি গৌর কিশোর । চন্দন চরচিত,
রুচির অঙ্গ অতি, অপরূপ রূপ, রমণি মন চোর ॥ ধ্রু ॥

অমল কমল দল, লোচন ডগ মগ, ভাউ ভঙ্গি নব অলক
বিলাস । শরদ নিশাকর, নিকর নিন্দি মুখ, কোটি মদনমদ-
মরদন হাস ॥ চঞ্চল ললিত, বিসাল বক্ষ'পরি, ঝলকত জিনি
দামিনী মণিহার । নরহরি পছ' পগ, ধরত তাল যব, তব কি
মধুর রব, নৃপুর ঝনকার ॥

পুনর্বাসন্তঃ ॥

স্বরধুনী-তীরে, তরুণ তরু বল্লরী, পল্লব নব নব কুশুম
বিমুকাশ । পরিমলে গদ্য, মধুপকুল কুজত, কোকিল কীর

কিরত'চছ পাশ ॥ নাচত উঁহি নট,-গৌর কিশোর । কেশর
মুগ্ধ মা, চন্দনচরচিত, ফাগু অরুণ অশ্রু অধিক উল্লেস ॥ ৬৮ ॥

নিরুপম বেশ, বগন মণি ভূষণ, ঝলকত চারু চপল বন-
মাল । অভিনব ভঙ্গি, ভুবন মন মোহন, ঘন ঘন ধরত চরণ-
তলে তাল ॥ গায়ত পরম, মধুর পরিকর-গণ, নিরখি বদন
পশি উলস অভঙ্গ । সুরগণ গগনে, মগন ভণ জয় জয়, বায়ত
নরহরি মধুর মৃদঙ্গ ॥

পুনর্বাসন্তঃ ॥

আজু সুরধ্বনীতীরে সুন্দর গৌর নৃত্য বিভোর । কাণ্ড
বিলু স্নগন্ধি চন্দন, চর্চিত অঙ্গ উল্লেস ॥ ভাল ঝলকত,
তিলক অলুপিত, ললিত কুন্তল ভার । শ্রবণ কুণ্ডল, গণ্ড
মণ্ডিত, ভাণ্ড ভঙ্গি অপার ॥ লোল লোচন, কঞ্জ মঞ্জু, ময়ঙ্ক
জিহ্বা মুগ্ধ জ্যোতি । অরুণ অধর, সুহাস মুছ মুছ, দন্ত নিম্নই
মোতি ॥ বাহু কনক, যুগল মনমথ, দমন বক্ষ বিশাল ।
চারু রচিত, বিচিত্র চঞ্চল, কণ্ঠে মালতী-মাল ॥ ক্ষীণ কটি
তট, জটিল কান্দী, পাহিরে বগন স্ফটিক । চরণ নুপুর, রণিত
নিরুপম, সর্বমদ মকল দিওর ॥ হেরি অপারূপ, রূপ পরিকর
মগন ভণ নহ অস্ত । কাঁড় মুরজ, মৃদঙ্গ বায়ই, গায়ে রাগ
বসন্ত ॥

শুনত সুরগণ, গগন মণ্ডলে, দিগন্ত ধরই না পারি । ধাই
ধাই চলু, চছ গুর নট, নাদিয়ানগর-নরনারী ॥ হোত জয় জয়,

কার জগভরি, উমড়ি প্রেম প্রবাহ । ভগত নরহরি, ধন্য,
কলিযুগে, বিলসে গোকুলনাহ ॥

স্বরধুনীতীরে প্রভু বিলসিয়া রঞ্জে । এই পথে নিজগৃহে
গেলা ভক্তসঙ্গে ॥ একদিন প্রভু মহা উল্লাসিত হৈয়া । আইলা
শ্রীবাস-গৃহে এই পথ দিয়া ॥ দেখ শ্রীনিবাস এই শ্রীবাস-
ভবনে । এথা বৈসে প্রভু প্রিয়-পরিকর-মনে ॥ শ্রীকীর্তন বিনা
কিছু প্রভুরে না ভায় । শ্রীকীর্তনে সবে প্রভু উল্লাস জন্মায় ॥
প্রভুর অন্তর অন্যে না পারে জানিতে । প্রসন্নমনে প্রভু চাহে
চারি ভিতে ॥ প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি প্রভুপ্রিয়গণ । শ্রীঅভি-
ষেকের শীঘ্র করে আয়োজন ॥ গঙ্গাজল আনে সবে উল্লাস
হিয়ায় । প্রভু-অভিষেক গীত মুকুন্দাদি গায় ॥ এথা গৌর-
চন্দ্রে বসাইয়া সিংহাসনে । করে অভিষেক অতি অপূর্ব
বিধান ॥

গীতে যথা—সুহই ॥

শঙ্খ ছন্দুভি নাদ বাজয়ে সুস্বরে । গোরাটাদের অভিষেক
করে সহচরে ॥ গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি । নগরের
নারী সব করে অর্ঘ্যখানী ॥ নদীয়ার লোক সব দেখি আন-
ন্দিত । জয় জয় জয় দিয়া কেহ গায় গীত ॥ গোরাঙ্গচন্দ্রের
মুখ করে নিরীক্ষণে । গোরা-অভিষেক রস বাসুঘোষ গানে ॥

পুনঃ মায়ূরঃ ॥

আজু অভিষেক স্থখের অবধি, বৈসে সিংহাসনে গোরা

ଜଗନ୍ନିଧି, ନିରୁପମ ଶୋଭା ଭଜିଯାତେ କେଉଁ ଦୈବ୍ୟ ନା ଧରେ ଧରଣୀ
ତଳେ । ଚିକନ ଟାଁଚର କେଶ ଶିରେ ଶୋଭେ, ଲୋଟାୟେ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଛୁଟା ଯୋନି ଯୋହେ, ହେୟ ଧରାଧର ଶିଖରେତେ ଯେନ, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବାହ
ବହେ ଡାଳେ * ॥ ନିରମଳ ଅମ୍ବ ବଳ ମଳ କରେ, କତ ଶତ ମନମଧ୍ୟ
ମଳ ହରେ, କେବା ନା ବିତଳ ହୟ ହାସିଯାଆ ମୁଖଶିଖିପାନେ ବାରେକ
ଚା'ନ୍ନା । ଅଭିଷେକମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବାରେ ବାରେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦାଦୈତ୍ୟ
ଉଦ୍ଧାସ ଅନ୍ତରେ, ଶ୍ରୀବାସାଦି ପଞ୍ଚ ଶିରେ ସ୍ୱାସିତ, ଜଳ ଡାଳେ
କରେ କଳସ ଲେୟା ॥ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସୁଦେବ ନାରାୟଣ, ସୁକୁନ୍ଦସାଧବ
ଗାନେ ବିଚକ୍ଷଣ, ଶ୍ରୀତି ଜାତି ସ୍ୱରଭେଦ ନାନା ଡାଳେ, ଗାୟ ଅଭି-
ଷେକ ଅମିୟା ପାରା । ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦାନନ୍ଦେ ଖୋଳ ବାସ୍ତବ, ସା
ଧା ଧିକ୍ ଧିକ୍ ସେବା ନାନା ତାୟ, ନାଚେ ବକ୍ରେନ୍ଦ୍ରର ଅମଧୁର ଛାନ୍ଦେ,
କାରୁ ନେତ୍ରେ ବହେ ଆନନ୍ଦଧାରା ॥ ସ୍ୱରଗଣ ଗଣସହ ଅଳକ୍ଷିତ, ଅଭି-
ଷେକ ଅଥେ ହେୟା ବିମୋହିତ, ବରିଷେ କୁହ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧରେ ଧରେ କରେ,-
ଜୟ ଜୟ ଧ୍ୱନି ପୁଲକ ଅଗ୍ନେ । (ପତିବ୍ରତା ନାରୀଗଣ ସନ ସନ, ଦେଇ
ଜୟକାର ଅତି ରମାୟନ, ଯଶ୍ୱଳ ରୀତି କି ନବ ନବ,) ନରହରି ହେରି
ହିୟା ଉତ୍ତଳେ ରମେ ॥

ପୁନର୍ଦାନଶୀ ॥

କି ଆନନ୍ଦ ଶ୍ରୀବାସ ଉପନେ । କରନ୍ତେ ପ୍ରଭୁର ଅଭିଷେକ ପ୍ରିୟ-
ଗଣେ ॥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନେ ବସାହିୟା । ଆନେ ସ୍ୱାସିତ ଜଳ ଉତ୍ତଳିତ
ହେୟା ॥ (ଅଭିଷେକମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି । ପ୍ରଭୁର ଯନ୍ତ୍ରକେ ଜଳ ଡାଳେ

ঘট ভরি ॥ উলু লু লু দেই নারীগণ । বাজে নানা বাণ্য ধ্বনি
ভেদয়ে গগণ ॥ অভিব্যেক গীত সবে গায় । ভাসয়ে নিয়ন্ত নেত্র
আনন্দধারায় ॥ দেবগণ জয় জয় দিয়া ॥ নাচে কত সাধে অভি-
ব্যেক নিরখিয়া ॥ অভিব্যেক শোভা মনোহর । ঝলমল করয়ে
কৌমল কলেবর ॥ নরহরি আপনা নিছয়ে । সুধাময় বদনে
মদন মুরছয়ে ॥

ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব এক মুখে । কেবা না মাতিল
প্রভু অভিব্যেক মুখে ॥ কেহ কত ঘট জল আনে লেখা নাই ।
মন্দ মন্দ হাসে প্রভু সভা পানে চাই ॥ জল আনে শ্রীবাসের
দাসী নাম দুঃখী । দেখি তার ভক্তি, প্রভু নাম খুইল সুখী ॥
অভিব্যেক-শোভার উপমা নাই দিতে । দেখে ভক্তগণ দাঁড়া-
ইয়া চারি ভিতে ॥ মনের উল্লাসে কেহ পানিতোলা লৈয়া ।
মোছয়ে প্রভুর অঙ্গ স্নান সমাধিয়া ॥ কেহ লৈয়া সূক্ষ্ম সু-
নূতন শুক বাস । পরায় প্রভুরে কত বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ কেহ
অতি সুগন্ধি চন্দন দিয়া গায় । ভূষণে ভূষিত করি চান্দমুখ
চায় ॥ এখাই পাতয়ে বিষ্ণুখটা সজ্জ করি । তাহার উপরে
বৈসে প্রভু গৌরহরি ॥ প্রভুশিরে ছত্র ধরে নিত্যানন্দরায় ।
পরম আনন্দে কেহ চামর ঢুলায় ॥ কেহ কেহ পুষ্পবর্ষে
মনের উল্লাসে । দেখে শোভা সবাই রহিয়া চারি পাশে ॥

বিবিধ প্রকারে সতে প্রভুরে পূজিয়া । সতেই করয়ে স্তুতি
ভূমে প্রণমিয়া ॥ বিবিধ সামগ্রী সতে প্রভুরে ভুঞ্জায় । ভক্ত-
দ্বয় মাগিয়া ভুঞ্জয়ে গৌররায় ॥ কে বুকিবে শ্রীপাদচন্দ্রের

ভাষি স্মর্য । ভাবাবেশে কহয়ে সভার জন্ম কর্য ॥ শ্রীবাস
 অদ্বৈত-গঙ্গাদাস হরিদাসে । পূর্ব কথা কহে প্রভু সুমধুর
 ভাবে ॥ শুনিয়া সে সব সতে ভাসে নেত্রজলে । করে কত
 স্তুতি-পড়ি প্রভু পদতলে ॥ ঐছে যে যে ভক্তের জন্মাদি কথা
 কয় । শুনি সে সবার মহা উল্লাস হৃদয় ॥ খোলাবেচা শ্রীধ-
 রেরে প্রভু দিলা বর । পরম কোতুকে স্তুতি করিলা শ্রীধর ॥
 প্রভুর আজ্ঞায় বর মাগে যত জন । দিলেন সবারে বর শচীর
 নন্দন ॥ যে যে অবতারে যে যে ভক্টে কৃপা কৈল । তৈছে
 সে সে ভক্টে প্রভু প্রত্যক্ষ হইল ॥ শ্রীমুরারি গুপ্তে প্রভু
 দিলেন দর্শন । দুর্বাদলশ্যাম রাম জানকী লক্ষ্মণ ॥ শ্রীরাম
 লক্ষণ সীতা মুরারি দেখিয়া । আপনারে দেখে হনুমান্ হর্ষ
 হৈয়া ॥ মুরারির স্তুতি শুনি প্রভুর উল্লাস । মুরারিবল্লভ নাম
 হইল প্রকাশ ॥ মুকুন্দে প্রভু দণ্ড অনুগ্রহ কৈল । মুকুন্দ
 প্রভুর প্রিয় নিদিত হইল ॥ সাত প্রহরিয়া ভাবে অদ্ভুত
 বিলাস । নেত্র ভরি দেখে যত প্রভুপ্রিয়দাস ॥ চতুর্মুখ পঞ্চ-
 মুখ আদি দেবগণ । অলঙ্কিত হৈয়া সতে করয়ে দর্শন ॥ কি
 বলিব এক মুখে ওহে শ্রীনিবাস । এথা রহি দেখিনু মূ প্রভুর
 বিলাস ॥ শ্রীবাস-ভবনেতে স্থণের সীমা নাই । ভাবশাস্তি
 হৈলে প্রভু বৈসে এই ঠাই ॥ গৌরাক্ষের বাক্যে নিত্যানন্দের
 যে রীত । গদাধর আদি তাহে হৈলা উল্লসিত ॥ নিত্যানন্দে
 রাধি প্রভু শ্রীবাসভবনে । এই পথে নিজগৃহে গেলা গণসনে ॥
 (নিত্যানন্দচরিত্রে বৃত্তিতে কেবা পারে । শ্রীমালিনী দুঃখী দেখি

জিজ্ঞাসিল তারে ॥ পিতলের স্নতপাত্র কাক লৈয়া গেল ।
 শ্রীমালিনী দেবী নিত্যানন্দে নিবেদিল ॥ হাসি নিত্যানন্দ
 আজ্ঞা কৈল কাক পক্ষে । বাটি আনি দিল কাক মালিনী-
 সম্মুখে ॥ নিত্যানন্দ-প্রভাব দেখিয়া পুণ্যবতী । চাহি নিত্যা-
 নন্দ-পানে কৈল বহু স্তুতি ॥ এক দিন এই পথে নিত্যানন্দ
 দায় । আইকে দেখিতে চলে উল্লাস হিয়ার ॥ এক দিন নিত্যা-
 নন্দ হরিদাস-সাঁথে । শ্রীশচী-আলয় হৈতে আইসে এই পথে ॥
 প্রভুর আজ্ঞায় নদীয়ার ঘরে ঘরে । “কৃষ্ণ ভজ” এই ভিক্ষা
 মাগরে সভারে ॥ শিষ্ট লোক এ বাক্যে আনন্দ পায় চিতে ।
 পাশে গু অম্বর হাসি করে নানা মতে ॥ এই পথে চলে যথা
 জগাই মাধাই । তারে উপদেশে “কৃষ্ণ ভজ” দুই ভাই ॥
 শুনিয়া মদ্যপ দুই মহাছুরাচার । পড়িয়া ছিলেন, উঠি কহে
 মার মার ॥ ব্রহ্মাদি দেবতা বারে ধ্যানে নাহি পার । হেন
 নিত্যানন্দে দৌহে ধরি বারে পায় ॥ জগাই মাধাইর ক্রিয়া
 কহিব বা কত । চিত্রগুপ্ত লিখিতে না পারে পাপ যত ॥
 ব্রাহ্মণ হইয়া সঙ্গদোষে হৈলা নষ্ট । নবদ্বীপ আদি ভয়ে কাঁপে
 এঁছে দুষ্ঠ ॥ মহাক্রোধে কহি কটুবাক্য বজ্রাঘাত । নিত্যানন্দ
 মাথে এথা কৈল রক্তপাত ॥ অচ্ছেদ্য অভেদ্য নিত্যানন্দের
 শরীর । ইথে রক্তপাত ইহা বুঝে কুন ধীর ॥ গগনসহ প্রভু
 এথা আসি গৃহে হৈতে । চক্রে আকর্ষিল মহাদস্যে সংহারিতে ॥
 নিত্যানন্দ পরম দয়ালু ব্যক্ত হৈল । স্মদর্শন চক্রে হৈতে তারে
 রক্ষা কৈল ॥ নিত্যানন্দ কুপা কৈলা । জগাই মাধাই দুই

ମାପି ଉଠାରିଲା ॥ ଦେଖେ କୁଳଭ ଭକ୍ତି ଦିନା ହୁଏ ଜନେ ।
 ଦୌହାର ସେ ପାପ ଥୁଲିଲା ଆମ୍ଭେ ॥ ନିଜଗଣ-ସହୋ ଦୌହେ
 ଗଣନା କରিল । ମହର୍ଷିନ ଶ୍ରବେ ମହୁଡ଼େ ଭୁବିଲ ॥ ଅଗ ବର୍ତ୍ତା
 ପାତାଳେ ହିଲ ଏହି ଧନି । ହୁଏ ଦୈତ୍ୟେ ଉଠାରିଲା ଗୌର ଶୁଣ-
 ଶନି ॥ ଷୁଚିନ ମହାର ଭର ଉଲ୍ଲାସ ହିରାମ । ଜଗାଇ ଯାଧାହିରେ
 ସେଥିରେ କେ ନା ଧାର ॥

ଗୀତେ ଯଥା-ଶୁଦ୍ଧରୀ ॥

ଆଜୁ କି ଆନନ୍ଦ ନଦୀୟା ନଗରେ, ଜଗାଇ ଯାଧାହି ଦୌହେ
 ଦେଖି ବାରେ, ଧାର ଚାରି ଦିକେ କି ନାରୀ ପୁରୁଷ, ପରସ୍ପର କହେ
 କତ ନା କଥା । କେହ କହେ ଅତି ବିରଳେତେ ରୈୟା, ଓହି ଦେଖ
 ଦେଖ ହୁଏ ପାନେ ଚା'ୟା, ହରୁସେର ମନ ତେଜ ଏବେ ଭେଲ, ସେ ପାପ
 ଧରୀର ଗେଲୋ ବା କୋଥା ॥ କେହୁ କହେ ଆହା ମରିଣୁମରି, ଭାବେ
 ଗର ଗର ବୈଶେ ବେରି ବେରି, କାନ୍ଦି ଉଠେ ଛୁଟେ ଆଁଥେ ବାରି-
 ଧାରା, ନିବାରିତେ ନାରେ ନା ଧରେ ସ୍ମୃତି । କେହ କହେ ହେରୋ ଦେଖ
 ନିରୁପମ, ପୁଲକିତ ତନ୍ମୁକାପେ ଘନ ଘନ, ଧୂଳାର ଧୂସର ଧରଣୀତେ
 ପଢ଼ି, ଗଢ଼ି ସାୟ କିଛି ନାହିକ ସ୍ମୃତି ॥ କେହ କହେ କିବା ଗୋରା
 ମୁଖଶର୍ମା, -ପାନେ ଚାହେ ଜାନିକିତ ଶୁଖେ ଭାସି, ହାସି ଶୁଧାପାନେ
 ଉନମତ ହୈୟା, ଲୋଟାହିୟା ମଢ଼େ ଚରଣ-ତଳେ । କେହ କହେ ଦେଖ
 ନିତାହିଚାଲେରେ, ଚାହି ହିୟା ଯାବେ କତ ଧେନ କରେ, ଛୁଧାନି
 ଚରଣ ପରଶିୟା କରେ, କରେ ଅଭିଷେକ ଆଁଥେର ଜଳେ ॥ କେହ
 କହେ ଦେଖ ଅଦୈତ ତପସୀ, ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସାଦି-ପାଶେ ମାପି,
 ଅଦୂଳ ଉଲ୍ଲସେ ଫୁଲି ଫୁଲି ଫିରେ, ଲହିୟା ମହାର ଚରଣ ଧୂଳି ।

কেহ কহে কুহু কাতর অন্তরে, এক ভিতে রহি দস্তে তুণ ধরে
নরহরি পছ পরিকর সহ, “কর কুশা” কহে ছুবাছ তুলি ॥

যে কোতুক জগাই মাধাই উদ্ধারিতে । হইলে সহস্র
মুখ না পারি কহিতে ॥ জয় জয় জয় ধ্বনি ভরিল ভুবন ।
স্বর্গে মহা আনন্দে নাচয়ে দেবগণ ॥ অলঙ্কিত পুষ্প বৃষ্টি করে
অনিবার । নারদাদি গায় প্রভু করুণা অপার ॥ শ্রীকরুণাময়
অবতার গৌররায় । পরম দুঃখিরে সুখসমুদ্রে ডুবায় ॥ সভা-
সহ সঙ্কীর্তনাবেশে গৌরহরি । নিজ গেহে গেলা লোক দেখে
নেত্র ভরি ॥ কি বলিব জগাই মাধাই দুই জন । ভক্তিরস
উপার্জনে মহাবিচক্ষণ ॥ রজগিপ্রভাতে দৌঁছে করি গঙ্গা-
স্নান । নির্জনে লয়েন দুই লক্ষ হরিনাম ॥ পরমধার্মিক দুই
বিপ্র মহাশয় । নবদ্বীপে দৌঁছারে কেবা না প্রশংসয় ॥ এই
দেখ জগাই মাধাইর বাস স্থান । এ স্থান দর্শনে পাণী পায়
পরিভ্রাণ ॥ শ্রীমাধাই প্রভু নিত্যানন্দের আভ্যায় । গঙ্গাঘাটে
সজ্জ করে হৈয়া দীনপ্রায় ॥ গঙ্গাস্নানে যায় যে যে প্রণমিয়া ।
করয়ে প্রার্থনা দৈন্য কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ শুনি মাধাইর দৈন্য
কে বা না কান্দিয় । মাধাইর হিতচিন্তা সকলে করয় ॥ এই
মাধাইর ঘাট যে করে দর্শন । ভক্তি লভ্য হয়, ঘুঁচে সংসার-
বন্ধন ॥ যে তপস্যা মাধবের কহেন না যায় । “শ্রীমাধব ব্রহ্ম-
চারী” খ্যাতি নদীয়ায় ॥ এক দিন নিজ গৃহে হৈতে প্রভু
রঙ্গে । এ পথে শ্রীবাস গৃহে গেলা ভক্ত সঙ্গে ॥ শ্রীবাস
উল্লাসে ধৈর্য্য ধরিতে নারিল । প্রভুর অদ্ভুত-সমুদ্রে ডুবিব ॥

এথা গৌরচন্দ্র নৃত্য করে সঙ্কীৰ্তনে । সভা প্রতি কহে স্বখ
না জন্ময়ে কেনে ? ॥ শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাসপণ্ডিত ।
চিন্তাযুক্ত হইয়া চাহয়ে চারি ভিত ॥ (শ্রীবাসের শাস্ত্রী মাথায়
ডোল * দিয়া । এ ঘরের কোণেতে হৌছিল লুকাইয়া ॥
বাহুহীন শ্রীবাস উন্মত্ত কৃষ্ণাবেশে । ঘরে হৈতে বাহির কৈল
ধরি তার কেশে ॥ প্রভু কহে এবে স্বখ উপজয়ে মনে । হই-
লেন সতে মহামত্ত সঙ্কীৰ্তনে ॥) এক দিন প্রভু প্রেন্নে মুচ্ছিত
এথায় । পদধূলি লইয়া অদ্বৈত মাথে গায় ॥ বাহু পাই প্রভু
নৃত্য করে সঙ্কীৰ্তনে । সভা প্রতি কহে স্বখ না জন্ময়ে
কেনে ? ॥ না জানিয়ে অপরাধ কোথা বা হইল । অদ্বৈতের
পানে চাহি সকল জনিল ॥ মহাবলবান্ প্রভু ধরি অদ্বৈতেরে ।
অদ্বৈতচরণ লৈয়া ঘষে নিজ শিরে ॥ সঙ্কীৰ্তনাবেশে প্রভু
বৈসে এ খটায় । ভিক্ষা করি শুক্লাশ্বর আইলা এথায় ॥ মহা-
শ্রীতে প্রভু সে বুলিতে হাত দিয়া । খায়েন তগুল তারে
স্বদামা বলিয়া ॥ কত দৈন্য করি ব্রহ্মচারী শুক্লাশ্বর । বুলি
কাঁধে কীৰ্তনে নাচয়ে মনোহর ॥ শ্রীশুক্লাশ্বরের প্রেমচেফা
নিরখিতে । গণসহ প্রভুর আনন্দ বাঢ়ে চিতে ॥ শ্রীবাস-আলয়ে
প্রভু এঁছে বিলসিয়া । নগরভ্রমণে চলে নিজমূহে গিয়া ॥ এই
খানে বিশ্বস্তর প্রিয়গণসঙ্গে । ভাসে সঙ্কীৰ্তন-স্বখসমুদ্রতরঙ্গে ॥
পরম অদ্ভুত নৃত্য করে গৌররাধ । চতুর্দিকে পারিষদ-বৃন্দ
সভে গায় ॥

ଗୀତେ ଯଥା—ଦେବକିରୀ ॥

ବଳି-କଳି-ରକ୍ତ-ମତଞ୍ଜ-ରମନ, ଗୌରସିଂହ ନାଚତ ନଦୀୟା ।
 ଜୟ ଜୟ ରବସବ, ଭୁବନ ବିସାପିତ, ନିଖିଳ ଲୋକ ମିଳି ଚୌଦିକେ
 ଧାୟ ॥ ଗାୟତ ପରମ, ପ୍ରବଳ ପ୍ରିୟପରିକର, କିନ୍ନର ଚୁରଗମ ତାଳ
 ଭରଣ । ବାଞ୍ଜତ ଯୁକ୍ତ, ଯୁଦଞ୍ଜ ଦୃମିକି ଦୃମି, ଦାଁ ଦାଁ ଦୃମି କଟ, ଦି
 କଟ ଦିଲଞ୍ଜ ॥ କମ୍ପଇ ଧରଣୀ, ଧରତ ପଦ ପଞ୍ଚଜ, ଡଗ ଯଗି ଅଞ୍ଜ-
 ଭଞ୍ଜି ଅନୁପାମ । ଲୋଚନ ତରୁଣ, ଅରୁଣ ରୁଚି ଗଞ୍ଜଇ, ଚାହିନି
 ଚାରୁ ଚମକେ କତ କାମ ॥ ଶଶଧର ନିକର, ନିନ୍ଦି ମୁଖ ମଧୁରିମ,
 ହାସତ ଲହ ଲହ ଅମିୟ ଉଗାରି । ପ୍ରେମ ବିତରି ନର, ହରି ପଛ
 ପାମରେ, କରଇ କୋରେ ଭୁଞ୍ଜ,-ବୁଞ୍ଜ ପସାରି ॥

ପୁନଃ—ସେଷାଂଶଃ ॥

ନାଚତ ଗୌର ନଟନ ପଞ୍ଚିତ ବର । କୁଞ୍ଜକୁମ ଦାଗିନୀ, ଦାଗ ଦମନ
 ଭଞ୍ଜୁ, ସଞ୍ଚିତ ନିରୁପମ ବିପୁଳ ପୁଲକ ଭର ॥ ଛ୍ର ॥

ଅରୁଣ ଅଧର ଯୁକ୍ତ, ଚାନ୍ଦ ବଦନ ଲମ୍ବ, ଦଶନ କୁନ୍ଦ ଲହ, ହାସ
 ଅମିୟ ବର । ନୟନକଞ୍ଚ ଜନ, ରଞ୍ଜନ ରମୟ, ଚାହିନି କତ ଶକ୍ତ,
 ଗଦନ ଗରବ ହର ॥ କନକ ଯୁଗାଳ, ନିନ୍ଦି ଭୁଞ୍ଜ ଯୁଗ ଭୁଲି, ବୋଲତ
 ହରି ହରି, ଅସ୍ତର ଗର ଗର । ଯଞ୍ଜଳ ଯୟ କୋ, ଯଳ ଶ୍ଵଳିତ ପଦ,
 ବିବିଧ ଭଞ୍ଜି ଯେଞ୍ଜ, ଧରଇ ଧରଣୀ ପର ॥ ବାଞ୍ଜତ ଶାଞ୍ଜ ଶୁ, ଧ୍ୟାୟକ
 ଶୋଳ କତ, ଗାୟତ ମଧୁର, ମଧୁର ଶ୍ରୀ ପରିକର । ବିତରତ ପ୍ରେମ,
 ରତନ ଧନ ଜଗତ୍ତରି, ବଞ୍ଚିତ କୁଞ୍ଜିତ ଏ, ନରହରି ପାମର ॥

পুং:—ভূপতি: ॥

নাচত গৌর, নটন জন রঞ্জন, নিখিল মদন মদ ভঞ্জন অঙ্গ ।
পুলকিত ললিত, কম্প ঘন উনমত, শুনইতে পুরুষ, পিরিতি
পরসঙ্গ, লোচন অরুণ, কমল দল ছল ছল, জল ঝলকত যমু
মোতিম দাম । হসইতে দশন, বিজুরি সম চমকত, টর টর
মধুর অধর অনুপাম ॥ কুঞ্জর কর রব, গরব বিমোচন, মঞ্জু
বিপুল ভুজ যুগল পসারি । নিরাখি গদাধরে, করই কোরে পুন,
ভগই মরমধ্বতি ধরই না পারি ॥ উখলই প্রেম, পরোনিধি
মিরুপম, প্রবল তরঙ্গ রঙ্গ উপজায় । পামর পতিত, দুখিত
স্থখে ভাসয়ে, নরহরি পাপী, পরশ নহু তায় ॥

পুনর্নট-নারায়ণঃ ॥

নাচত গৌর, পরম সুখ সদনা । অবিরল বিপুল, পুলক
কুল ঝলমল, স্থললিত অঙ্গ, মদন মদন মদ কদনা ॥ ৬ ॥

টলমল অমল, কমলদল লোচন, চাহনি করুণ অরুণ রুচি
রুচিরে ॥ নিরসি * শরদ শশি, হসিত লপনলস, দশন সুকি-
রণ, হরতচিহ্ন অচিরে ॥ গজবর গরব, হরণ গতি নব নব, ধর-
তেই চরণ, ধরণী অতি মুদিতা । গদ গদ হৃদয়, বদতঃ সম হরি
হরি, নিরুপম ভাব, বিভব ভর উদিতা ॥ উনমত অতুল, রতন-
ধন বিতরণে, হরল বিপদ যশ, ভরল এ ক্রমেনে । পূরল সকল

নিরসি—নিরাস করিয়া ॥

মনো,-রথ ইথে বঞ্চিত, নরহরি বিফল,-জনম দিক জীবনে ॥

ওহে শ্রীমিবাস সঙ্কীৰ্তনে মগ্ন হৈয়া । মন্দ মন্দ টলে প্রভু
এই পথ দিয়া ॥ দেখ প্রভু প্রিয় সঞ্জয়ের এই ঘর । অধুনা
ভজিতে এখা নাচে বিশ্বস্তর ॥

গীতে—যথা নাটঃ ॥

নাচত শচী তনয় গৌর, মাধুরী মন মোহে । কনকচন্দন
দলন কোঁহে, পুলকাবলি শোহে ॥ কলমল বিধুমলন অমিত্র,
বরষত মুহু হাসে । চঞ্চল নয়নাঞ্চলে কত, কত রসপরকাশে ॥
পদতলে ধরু, তাল বনন, নৃপুর ঘন বাজে । অভিনব বহু, ভজি
নিরখি, মনমথ মরু লাজে ॥ গায়ত গুল, জগজ্ঞান নিম, গন মুখ
পরবাহে । বঞ্চিত নর,-হরি দীনহীন, দহে ভবদব দাহে ॥

পুনর্নটী ॥

কিবা, খোল করতাল বাজে । চারি, পাশে পরিকর
সাজে ॥ আজু, গায়ত মধুর লীলা । শুনি, দরবয়ে দারুশিলা ॥
রঙ্গে, নাচয়ে সুন্দর গোরা । কেবা, জানে কিবা ভাবে
ভোরা ॥ ধ্রু ॥

নব, পুলক বলিত তনু । শোহে, কনকগনস জমু ॥ হর,
সরিত্ত প্রবাহ পাশা । ছুটি, নয়নে বহয়ে ধারা ॥ ঘন, ঘন ভুজ
যুগ ভুলি । গর,-জয়ে হরি হরি বুলি ॥ অতি, পতিত পামরে
হেরি । ধরি, কোরে করে ধেরি বেরি ॥ প্রেম,-ধন দেই
জনে জমে । ছাড়ি, একা নরহরি দীনে ॥

ପୁନର୍ମାଳବତ୍ରୀଃ ॥

ନାଚେ ଶଙ୍ଖୀ ହୃତ, ବିପୁଳ ପୁଲକିତ, ମରମବେଷ ହୁଶୋହରେ ।
କନକ ଛିନି ଧନୁ, ମଦନ ଯୟ ତନୁ, ଜଗତ ଜନ ମନ ଗୋହରେ ॥
ଲଳିତ ଭୁଞ୍ଜ ଭୁଲି, ଗରଜେ ହରି ବୁଲି, ପୁରୁଷ ପ୍ରେମରସେ ଭାସିଲେ ।
କତ ନା ବାରେ ବାରେ, ନିରାଶି ଗଦାଧରେ, ମଧୁର ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ହାସିଲେ ॥
ଶ୍ରୀବାସ ଆଦିଶ୍ୟାମ, ଅଧିକ ଉନମତ, ଅତୁଳ ଶୁଣଗଣ ଗାୟିଲେ ।
ସୁଦମ୍ଭ କରତାଳ, ଧମକ ହରମାଳ, ତା ଧ୍ୱମି ଧ୍ୱମି ଧ୍ୱମି ବାୟିଲେ ॥
ଗଗଣେ ହରଗଣ, ଗଗନ ଘନ ଘନ, ବରିଷେ କୁହୁଳ ହୁତାତୀୟାଳି ।
ଜୟ ଜୟ, ଭଗତ ଅତିଶୟ, ଶ୍ୟାମ ଘନ ଯୁଦ୍ଧ ମାତିୟା ॥

ପୁନର୍ବରାଟୀ ॥

ଭୁବନମୋହନ ଗୋରାଚାନ୍ଦ । ଅଖିଳ ଲୋକେର ମନ କାନ୍ଦ ॥ ନାଚେ
ପଞ୍ଚ ପ୍ରେମେର ଆବେଶେ । ଅରୁଣନୟନ ଜଳେ ଭାସେ ॥ ଛ୍ରୁ ॥

ଭୁଞ୍ଜ ଭୁଲି ହରି ହରି ବୋଲେ । ପାତିତେ ଧରିଯା କରେ କୋଲେ ॥
ନିଜରସେ ସବାରେ ଭାସାୟ । ଚାରି ପାଶେ ପାରିଷଦ ଗାୟ ॥ ହୁ-
କୋମଳ ଅଙ୍ଗ ଆଛାଡ଼ିୟା । ଗଢ଼ି ଯାଏ ଧୂଳାୟ ପଡ଼ିୟା ॥ ଦେଖିଯା
ମକଳ ଜୀବ କାନ୍ଦେ । ନରହରି ହିୟା ନାହିଁ ବାନ୍ଧେ ॥

ଏହି ବ୍ରହ୍ମତଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିୟା । ଗନ୍ଧାତୀର ପଥେ ଚଳେ
ଉଲ୍ଲାସିତ ହିୟା ॥ ଏହା ଅନୁରାଗବତୀ ଅନ୍ଧନା ଉଲ୍ଲାସେ । ପରମ୍ପର
କତ କଥା କହେ ଯୁଦ୍ଧଭାଷେ ॥

ତତ୍ରାଦୌ ଶ୍ରୀନାମ-ଗଦାଧରଠକୂରମ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ-ଶ୍ରୀସଦ୍‌ନନ୍ଦନଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି-
କୃତ ଗୀତେ ଯଥା ॥

ଧାନୀ ॥

ଗୋରାମ୍ଭ ଚରିତ ଆଜୁ କି ପେଖନ୍ତୁ ମାହି । ରାଧା ରାଧା ବଞ୍ଚି

কান্দে ধরিয়া গদাই ॥ ধরিতে না পারে হিয়া ধরনী লোটায় ।
ধূলা লাগিয়াছে কত ওনা হেম-গায় ॥ সে মুখ চাহিতে হিয়া
কি না জানি করে । কত সুরধুনী-ধারা আঁখি বহি পড়ে ॥
মৈলু মৈলু কেন গেলু সে পথ বাহিয়া । ধৈর্য না ধরে চিত্তে
ফাটি যায় হিয়া ॥ দেখি দাস গদাধর লহু লহু হাসে । এ
যছনন্দন কহে ওই রসে ভাসে ॥

পুনঃ । কশ্চিৎ কামোদঃ ॥

দাস গদাধর বদন হেরি । আঁখি-কোণে কহে ইঙ্গিতে
করি ॥ কে জানে কি লাগি পুলকে তনু । হাসিতে অনিয়া
বরিষে যনু ॥ সুরনদী-তীরে দেখিলু গোরা । অখিল তরুণী
নয়ন চোরা ॥ সহজ ভাঙর ভঙ্গিমা কাজে । পরাণে আঁজুলি
কি আর লাজে ॥ গ্রীবার ভঙ্গিমা কহিল নয় । আঁখি পাখি
পাখা গদারি রয় ॥ আজানু লম্বিত বাহর শোভা । যুবতি-
মরম বা হেরি লোভা ॥ অরুণ কমল চরণ তলে । যত্ন মন
রহু মধুগ ছলে ॥

পুনঃ কাচিৎ ধানন্দী ॥

তরুণি পরাণ,-চোরা গোরা রূপ, নাধুরী অনিয়া ধারা ।
ধনি ধনি ধনি, বারেক নয়ন,-কোণেতে পিষয়ে বারা ॥ সেই !
এথা কহিব কাথে । শণ্ডিত গদাই,-পানে ঘন চাই, রাধিকা
বলিয়া ডাকে ॥ ধ্রু ॥

দাস গদাধর, করে দিয়া কর, উলসে পুলক গা । যত্ন
যত্ন হাসে, কিবা রসে ভাসে, কিছুর না পাইলু থা ॥ নাগ-

রাঙ্গি ঠাটে, নদীয়ার বাটে, হিলিতে ছলিতে যায় । নরহরি
মন,-মোহন ভঙ্গিমা, মদন মুরুছে তায় ॥

পুনঃ কাচিৎ কর্ণাটিকা ॥

সজনি সই ! শুন গোরা-অপরূপ গাঁথা । বরজ বধুর সঙ্গে,
বিলাস গোপন রঙ্গে, ভুবন ভাসিল সেই কথা ॥ ৬৭ ॥

অঙ্গের সৌরভে কত, মনমথ উনমত, মধুকর ছলে উড়ি
ধায় । রঙ্গণ * ফুলের মালা, হিয়ার উপরে খেলা, কুলবতী-
মতি মুরুছায় ॥ গৌরবরণ দেখি, আর সব ণ সেই সখি !,
বলন গমন অঙ্গ ছটা । গোকুল চান্দের ছাঁদ, পয়তেক ভুরু
ফাঁদ, কুলবতী দুই কুল কাটা ॥ কে আছে এমন নারী, নয়ন-
সন্ধান হেরি, মুখ-চান্দে হাসির মাধুরী । দেখিয়া ধৈর্য ধরে,
তবে সে যাইবে ঘরে, মনমথে না করি বাউরি ॥ খেনে রাধা
বুলি ডাকে, নয়ন মুদিয়া থাকে, খেনে হাসে ভাবের আবেশে ।
খেনে কাঁদে উভরায়, পুলকিত সর্ব গায়, এ যদুনন্দন ভালো
বাসে ॥

পুনঃ কশ্চিৎ কামোদঃ ॥

নদীয়ার মাঝারে ওনা রূপ । সোনার গৌরাজ নাচে অতি
অপরূপ ॥ ৬৮ ॥

অলকা তিলক চান্দ মুখের পরিপাটী । রসে ডুবু ডুবু
করে রাঙ্গা আঁখি দুটি ॥ অধরে জৈষত্ হাসি মধুর কথা কয় ।
ঐবার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণ কোথা রয় ॥ হিয়ার দোলনে

* রঙ্গণ—“বরুদ ফুলের মালা” + “দেই সাখি” এই দুইটি পাটাস্বর ।

দোলে রঙ্গ ফুলের মালা । কত রস লীলা জানে কত রস-
কলা ॥ চন্দনে চর্চিত অঙ্গ বিনোদিয়া কৌচা । চাঁচরচিকুরে
শোভে গন্ধরাজ টাঁপা ॥ দৈবকীনন্দনে বোলে শুন লো
আজলি * । তুমি কি না জানো গোরা নাগর বনমালী ॥

কশিচচ্চ কামোদঃ ॥

নদীয়ার মাঝারে নাচয়ে গোরা চাঁদ । অখিল জনার মন
বাঙ্কিবার ফাঁদ ॥ কনক কেশর তনু অনুপম ছটা । দেখিতে
মোহিত নব যুবতীর ঘটা ॥ শরদের চাঁদ কি মধুর মুখ খানি ।
অমিয়ার ধারা বাণী তাপিয়া-জুড়ানি ॥ ঈষত মিশাল হাসি
অধর উজ্জ্বল । দশন মুকুতা পাঁতি করে ঝল মল ॥ নয়ন যুগল
অনুরাগের আলয় । চাহনিতে ভুবন পরাণ-হরি লয় ॥ কামের
ধনুক-মদ ভাঙ্গিবার তরে । কেবা গড়াইল ভুরু কত রঙ্গ
ধরে ॥ চাঁচর কেশের ঝুটা ঙ্গ চমকিয়া বাঁকে । মালতী-বলিত
অলি ফিরে বাঁকে বাঁকে ॥ কে ধরে ধৈর্য হেরি স্ফুট
কপাল । চন্দনের বিন্দু ইন্দু-গরবের কাল ॥ ভুবন বিজই
মালা দোলয়ে হিয়ায় । বারেক নিরখি অখি সন্ধ্যা হিয়ায় ॥
কিবা সে দীঘল ভুজ যুগের বলনি । কত ভাঁতি ভঙ্গি সতী-
কুলের দলনি ॥ সরস্যা কাঁকালি কিবা মুঠেতে লুকায় । বিনি
মূলে কিনে মন নয়ন জুড়ায় ॥ চরণকমল-তল অতি অনুপাম ।
নখর নিকরে কত মুরছয়ে কাম । কহে নরহরি কি না
জানো রঙ্গ তার । গোঁকুল নাগর ওনা রসের পাথার ॥

* আজলি—উপহাস (ঠাট্টা) করিয়া যে কথা কয় । ঙ্গ“হুড়া” পাঠান্তর ।

কাচিচ্চ মল্লারিকা ॥

সই গো নদীয়া-জাহুবী কূলে । কো বিহি কেমনে, গঢ়ল
ও তনু, কনয়া সিরিষ ফুলে ॥ কে না পরতীত যায় । বদন
কমল, বাঁধুলি অধর, দশন কুন্দ কি তায় ॥ কাহারে কহিব
কথা । কিংস্বক কোরক, নাদিকা স্তভগা, অঁাখি উতপল
রাতা ॥ কহিতে না জানি মুখে । বাহু হেমলতা, উপরে পদুম
মল্লিকা ফুটল নখে ॥ নয়ান আনন্দ সিঞ্চু । পদতল থল, রাতা
উতপল, নখে মোতি ফল নিন্দু ॥ পিরিতি সৌরভ ধরে ।
ত্রিভুবন জন, মাতল তা হেরি, পালটি না যায় ঘরে ॥ হরি
হরি হরি বোলে । না জানি কি লাগি, কান্দয়ে গৌরান্ধ
দাস গদাধর কোলে ॥ অত যে লাগয়ে ধন্দ । এ যদুনন্দন,
কহে কি না জানো, ওই না গোকুল চন্দ ॥

কশ্চিচ্চ কামোদঃ ॥

দেখ গোরা রঙ্গ সই দেখ গোরা রঙ্গ । নদীয়ানগরে যায়
কনয়া-অনঙ্গ ॥ ধ্রু ॥

হেমমণি দরপন জিনিয়া লাবনি । অরুণ চরণে আলো
করিলে অবনি ॥ পুণিম চান্দেদর ঘটা ধরিয়াছে মুখ । ছটায়
গগণ আলো দিশা নারী স্তম্ব ॥ ভুরু ধনু অঁাখি বাণ বক্ষিম
সন্ধান । বরজ মদন হেন সকল বন্ধান ॥ জানু বিলম্বিত বাহু
পরিসর বুক । দরশনে কে না পায় পরশন স্তম্ব ॥ গতি মন্ত-
গজপতি-জিতি কমনিয়া । মজিল তরুণি ও না না চায়

ফিরিয়া ॥ যছু কহে ও না সেই গোকুলহৃদয় । জানিয়া না
জান তুমি তেঞি লাগে ডর ॥

কাচিচ্চ বল্ললী ॥

সই ! কিবা অপরূপ রূপ । পুলক বলিত, তনু অনুপম,
কি নব মদন ভূপ ॥ কি জানি কি ভাবে, ভাবিত অন্তর,
অরুণ যুগল আখি । গদাধর-করে, ধরি কি কহয়ে, না জানি
কি মধু মাখি ॥ অধর বাঁধূলি, ফুল সুললিত, দামিনী দশন
ছটা । হাসির মিশালে, ঢালে স্খারাশি, বদন চান্দ্রের ঘটা ॥
নাগরালি কাচে, নাচয়ে নদীয়া, -নাগরী-পরানচোরা । নরহরি
কহে, তুমি কি না জান, গোকুলমোহন গোরা ॥

কাচিচ্চ ভূপালিঃ ॥

দেখ দেখ গোরাচান্দে । কাঞ্চন রঞ্জন, বরণ মদন, মোহন
নটন ছান্দে ॥ ধ্রু ॥

পুরুষ পিরিতি কহে । কিশোর বয়সে, ভাবের আবেশে,
পুলক পুরল দেহে ॥ কে জানে মরম বেথা । যমুনা পুলিন,
বন বিহরণ, কহয়ে সে সব কথা ॥ নীরজ নয়নে নীর । রাধার
কাহিনী, কহয়ে আপুনি, তিলেক না রহে থির ॥ গদাধর করে
ধরি । কাঁদন মাখন, কহিতে বচন, বোলে হরি হরি হরি ॥
ভাবে জর জর তনু । ছুটল মাতল, কুঞ্জর গমনে, বনের দলনু
যনু ॥ খেনে হাসে কান্দে নাচে । অধর কম্পিত, রহয়ে
চকিত, খেনে প্রেমধন যাচে ॥ এ যদুনন্দন কহে । তুমি কি
না জান, গোকুলমোহন, গৌরঙ্গ ভুবন মোহে ॥

কাচিচ্চ আশাবরী ॥

গৌরবরণ সোনা, ছটক টাঁদের জোনা । তরুণ অরুণ,
চরণে থির, ভাবে বিয়াকুল মনা ॥ অরুণনয়নে ধারা, যনু স্তর-
ধনী ধারা । পুলক গহন, মিচয়ে সঘন, মহি জিনি ভার ভরা ॥
বদনে ঈষত হাসি, তরুণি ধৈর্য নাশী । খেনে খেনে গদ,-গদ
হরি বোলে, কান্দনে ভুবন ভাসি ॥ গদাই ধরিয়া কোলে,
মধুর মধুর বোলে । আর কি আর কি, করিয়া কান্দয়ে, না
জানি কি রসে ভোলে ॥ যে জানে সে জানে হিয়া, সে রসে
মজিল ধিয়া । এ যদুনন্দন, ভনয়ে আঁজুলি, ওই না গোকুল
পিয়া ॥

কশিচ্চ দেশপালঃ ॥

রূপ হেরি কি না হইল মোরে । সোনার বরণ তনু, ওই
ছিল কালা কানু, নহিলে কি মন চুরি করে ॥ রসের পরাণ
বার, কুল কি রহিবে তার*, নদীয়ানগরে হেন জনা । কি ছার
দারুণ মতি, মজিল যুবতি সতী, প্রতি ঘরে প্রেমের কঁাদনা ॥
নয়ন কমল নব, অরুণ পরাভব, ধারা বহে মুখ বুক বায় ॥
আহা মরি মরি সই, মরম তোমারে কই, জীব নাশে গোরা
না দেখিয়া ॥ হিয়ায় প্রেমের রস, তনু কৈলে জর জর, প্রবোধ
না মানে মোর প্রাণী । স্তরধুনী তীরে যা'য়া, ভাসাইব কুল-
ক্রিয়া, ভজিব সে গোরা গুণমণি ॥ পুরুবে শুনিল যত, সেই
সব অভিমত, এবে ভেল কাল তনু গোরা । বাহুদেব ঘোষের

* “বিহরয়ে কি প্রাণ তার” পাঠান্তর ॥

ବାଣୀ, ରସିକନାଗର ଜାନି, ନହିଲେ ଗୋପୀର ମନଚୋରା ॥

ଓହେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗଙ୍ଗାକୂଳେ ଏହି ଥାନେ । ବିହରରେ ରଞ୍ଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ
ହରସେ ନର୍ତ୍ତନେ ॥

ଗୀତେଷଥା—ମୋହରାଗଃ ॥

ହରଧୁନୀ ତୀରେ, ଗୌର ନଟ ନାଗର, ପରିକର ସଙ୍ଗେ ରଞ୍ଜେ
ବିହରେ । ନିରୂପମ ବିବିଧ, ନୃତ୍ୟ ନବ ଯାଧୁରୀ, ନିଖିଳ ଭୁବନ ଜନ
ନୟନ ହରେ ॥ କନକ ଧରାଧର, ଗରବ ହାରି ତନ୍ମୁ, ଝଲ ଝଲ ବିପୁଳ
ପୁଲକ ନିକରେ । କୁଞ୍ଜର କର ମଦ,-ହର ଭୁଞ୍ଜ ଭଗ୍ନିମ, ନିନ୍ଦିତ କତ
ଶତ କୁହୁମଞ୍ଚରେ ॥ କୁନ୍ଦ ଦଶନ ଛାତି, ଦମକତ ଶଞ୍ଜୁଳ, ମିଳିତ
ହାସ ମଧୁର ଅଧରେ । ଉଗମଗ ବଦନ, ବଦତ ସନ ହରି ହରି, ଶୁନ-
ହିତେ କୋ ଆଛୁ ଧିରସ ଧରେ ॥ ଉମଡ଼ି ହୃଦୟ, ଗଦାଧରେ ହେର-
ହିତେ, ଶାଢ଼ନ ସନ ସନ * ନୟନ ଘରେ । ନରହରି ଭଗତ, ଧରଣି କର
ଟଳମଳ, ଶୂଳଲିତ ଚଞ୍ଚଳ ଚରଣ ଭରେ ॥

ପୁନର୍ମେଘରାଗଃ ॥

ଆଜୁ ହରଧୁନି,-ତୀରେ ନାଚତ, ଗୌର ସନ ଅବତାର । ଝୁମି ରହ
ଚହ, ଓର ଶୀତଳ, ହରତ ଉତପତ ଭାର ॥ ଲଳିତ ତନ୍ମୁ ଛାତି, ଦମକେ
ଦାମିନି, ଚମକେ କଳି ଅକ୍ତିୟାର । ସଘନେ ହରି ହରି, ବୋଲ ଗର-
ଜନ, ହୋୟତ ଜଗତ ବିଧାର ॥ ଭକତ ଶିଖି ଅତି,-ମତ୍ତ ଗାରତ,
ସଞ୍ଜୁ ହର ପରଚାର । ହସିତ ଚାତକ, ଅଧିଳଜନ ପିୟେ, ପ୍ରେମ-
ଜଳ ଅନିବାର ॥ ଧନ୍ୟ ଧରଣି ହୁ,-ଭାଗ ଭର ବିହି, ଛୁଲହ ଯୋଦ
ଅପାର । ଭଗତ ସନ ସନ,-ଶ୍ୟାମ ଐଛନ, ଦୀନ କି ହୋୟବ ଆର ॥

পুনর্দানশী ॥

নাচত গৌরকিশোর । অরধুনি তীরে উজোর ॥ কত শত
পরিকর সঙ্গ । কীর্তনে অতুলিত রঙ্গ ॥ নিজ পর কাছ না
জান । প্রেমরতন করু দান ॥ নিরুপম ভাবে বিভোর । অরুণ
নয়নে ঝরু নোর ॥ কহি কত গদ গদ বাণী । ধরই গদাধর
শাণি ॥ ঘন ঘন কাঁপয়ে অঙ্গ । নরহরি কি বুঝব রঙ্গ ॥

পুনশ্চ গৌরভী ॥

গৌর অরধুনি, তীরে নাচত, অঘর পরিকর সঙ্গ । হেম-
ভূধর,-গরবভর-হর, পরম মধুরিগ অঙ্গ ॥ অতুল কুন্তল, 'বলিত
কেতকী, কুন্দ কুসুমস্বরঙ্গ । বাহু বলনি বি,-শাল বন্ধ বি,-
লৌকি বিকল অনঙ্গ ॥ ভাবে গর গর, গমন গজপতি, গঞ্জি
গরজে অভঙ্গ । কঙ্কলোচনে, লোর ঢর কত, প্রকট জলু যুগ
গঙ্গ ॥ তরল পদপলে, তাল ধরইতে, ধরণি অধিক উমঙ্গ ।
দাস নরহরি, করত জয় জয়, কার কি কহব রঙ্গ ॥

গঙ্গার গোভাগ্য বিস্তারিয়া প্রভু রঙ্গে । এই পথে নিজ
গৃহে গেলা গণ সঙ্গে ॥ নিরন্তর সঙ্কীর্তনানন্দ বিস্তারয় । নৃত্যা-
বেশে সদাই চঞ্চল পদদ্বয় ॥ নাচিবেন চন্দ্রশেখরাচার্য্যভবনে ।
এ হেতু এ পথে তথা চলে গণসনে ॥ এই দেখ চন্দ্রশেখরা-
চার্য্য-ভবন । এথা উপনীত প্রভু সঙ্গে প্রিয়গণ ॥ সদাশিব
বুদ্ধিমন্ত খান দুই জনে । নানাবেশ দেব্য সজ্জ কৈল এই
খানে ॥ লক্ষ্মী আদি কাচে নাচিবেন গৌররায় । হইব কীর্তন
যাতে জগত মাতায় ॥ নিত্যানন্দাদৈবতাদি অঘরশিরোমাণি ।

নানা কাচে নাচিবেন হৈল এই ধ্বনি ॥ সঙ্কীৰ্তনে গে নৃত্য
দেখিতে সাধ মনে । (বধু সহ আই আসি বৈসে এই খানে ॥
শ্রীবাসাদি প্রভু শ্রিয়গণ পরিবার । এথা আসি বৈসে সতে
নৃত্য দেখিবার ॥ এই খানে নানা কাচ কাচে সৰ্বজন । যে
কাচয়ে যে কাচ সে সেই মত হন ॥ মুকুন্দাদি কৈল কীর্তনা-
রত্ত এথায় । যদঙ্গ মন্দিরা নানা যন্ত্র সতে বায় ॥ অষ্টৈতাদি
এ নৃত্য দেখিতে বাসে ডর । প্রভুর ইচ্ছায় সতে হৈলা
যোগেশ্বর ॥ জর জয় ধ্বনিতেই ভরিল ভুবন । রুক্মিণীর কাচে
নাচে শচীর নন্দন ॥ প্রভু হৈলা রুক্মিণী চিনিতে কেহ নারে ।
অদ্ভুত শোভায় দশ দিক্ আলো করে ॥

গীতে যথা—রাগ সঙ্করাভরণঃ ॥

ভুবনমোহন, গৌর নটবর, বরজ ভূষণ, রসিকশেখর ।
আজু রুক্মিণী,-বেশে করু নব, নৃত্য নিরুপম ভ্রাজয়ে ॥ অঙ্গ-
রুচি জিনি, কনক দরপণ করত বলমল, ললিত স্ফটিকন,
রুচির পরম, বিচিত্র পহিরণ, বিনিধ অংশুক সাজয়ে । (চিকুর
চয় কম,-নীয় বন্দন, বোরি যুগ মদ, চিত্র চন্দন, সরস লসত,
ললাট তটমণি, বন্ধনৌ মন মোহয়ে । কর্ণভূষণ, তরল মুহূতর,
গণ্ড যুগ যমু, ভ্রমর ভুরু বর, কঙ্কলোচন, মঞ্জু-অঞ্জন, রঞ্জিতা-
ধিক শোহয়ে ॥ বিশ্ব ফলমিব,-বন্ধুরাধর, নাসিকা শুকচঞ্জ
বেসর, বলিত বয়ন,-ময়ঙ্ক দশন, অকুন্দ মদ ভর ভঞ্জন । কণ্ঠ
অঙ্কিত বক্ষ মুদুতর, হার রতন, অনঙ্গ ধৃতিহর, শঙ্খ সঙ্কর

ককণাঙ্গুলি,-অঙ্গুরী জন রঞ্জনা ॥ অঙ্গুর উদয়, হঠাৎ রস বরু,
নরীণ কেশরি,-ধরব দূর কর, ক্ষীণ মধ্য স্থ,-মধুর মাধুরী,
কনক কিকিণী বাজয়ে । ভঙ্গি সঞ্চে পগ, ধরনি ধর যব, অতি
হি কোমল, হোত খিতি তব, নিছই নরহরি, জীবন ঘন,
মঞ্জীর বাননন বাজয়ে ॥

ওহে শ্রীনিবাস সর্বশক্তিরূপ প্রভু । করয়ে নর্তন এঁছে
যেনা দেখে কভু ॥ ধেনে পার্শ্বতীর কাচে নাচে বিশ্বস্তর ।
ধেনে লক্ষ্মীবেশে নাচে শচীর কুমার ॥ সর্বশক্তি-আবেশ
প্রকাশে জিয়া-দ্বারে । মহালক্ষ্মীভাবে বৈসে খট্টার উপরে ॥
প্রভুর আজায় স্তুতি করে পরিকর । শ্রীলক্ষ্মী পার্শ্বতী-আদি
স্তুতি মনোহর ॥ জননী-আবেশে বিশ্বস্তর গৌরহরি । পিয়া-
ইল স্তন সতে পুত্রস্নেহ করি ॥ করিল দবার পরিতোষ গৌর
রায় । কেবা না ডুবিল এই অদ্ভুতলীলায় ॥ গদাধর পণ্ডি-
তাদি যৈছে নৃত্য কৈল । যৈছে নিত্যানন্দ প্রেমে বিহ্বল
হইল ॥ যৈছে শ্রীঅষ্টৈক শ্রীবাসাদির উল্লাস । তাহা এক
বুধে কি কহিব শ্রীনিবাস ॥ অদ্ভুত বিলাস চন্দ্রশেখরের ঘরে ।
অক্ষাদি-দেবে ও অন্ত নারে করিবারে ॥ রজনী-প্রভাতে দ্বির
হইয়া প্রভুগণ । নিজ নিজ গৃহে সতে করিলা গমন ॥ (নৃত্য
মেশি আই মহাবিহ্বল হইয়া । বধূসহ গেলা গৃহে এই পথ
দিয়া ॥ রৈকবগৃহিণী-গণ উল্লসিত মনে । গৃহে গেলা বিদায়
হইয়া আই-স্থানে ॥ আচার্য্যের গৃহে সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত ।
রহিল সে মহাতেজ হইয়া মূর্তিমন্ত ॥) ওহে শ্রীনিবাস যে

দেখিলু রঙ্গ এথা । সঙরিভে সে সব হিয়ায় বাটে বেথা ॥ এ
পথে প্রভুর গৃহে হইল গমন । যে দেখে বারেক তার জুড়ার
নয়ন ॥ গৃহে গিয়া গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ সঙ্গে । এই পথে
শান্তিপু্রে গেলা মহারঙ্গে ॥ শান্তিপু্রে প্রভু মহারঙ্গ প্রকা-
শিরা । কিছু দিন রহি আইলা এই পথ দিয়া ॥ গৌর নিত্যা-
নন্দাঈবত শোভা মনোহর । যে দেখে বারেক তার উল্লাস
অস্তর ॥ তিন প্রভু গৃহে গিয়া হরিদাস সাঁথে । শ্রীবাস-
আলয়ে আইলেন এই পথে ॥ শ্রীবাস ভবনে আসি এথাই
বসিলা । মুরারি প্রথমে গৌরপদে প্রণমিলা ॥ শেষে নিত্যা-
নন্দে প্রণমিয়া দাঁড়াইলা । মুরারিরে কহে প্রভু ব্যতিক্রম
কৈলা ॥ আগে নিত্যানন্দে না করিলা নমস্কার । ব্যবহারবেত্তা
তুমি কহিব কি আর ॥ মুরারি কহয়ে প্রভু জানিব কেনতে ।
প্রভু কহে কালি সম পারিবা জানিতে ॥ অদ্য গৃহে যাহ,
কহি উল্লাস অস্তরে । সঙ্কীর্ণাবেশে রহে শ্রীবাসের ঘরে ॥
নিজ গৃহে গিয়া গুপ্ত করিলা শয়ন । নিশাবসানেতে দেখে
অপূর্ব স্বপন ॥ মহাতেজোময় নিত্যানন্দ বলরাম । হস্তে
শোভে শ্রীহল মুঘল অনুপাম ॥ জিনি চন্দ্র চন্দ্রত-রূপরাশি ।
ষারুণী-পানেতে মত্ত চল হাসি হাসি ॥ তার পাছে পাছে
যায় প্রভু বিশ্বস্তর । শিরে শিখিপঙ্ক শ্যাম অঙ্গ মনোহর ॥
এঁছে স্বপ্ন দেখি গুপ্ত হর্ষ অতিশয় । স্বপ্নে হাসি আপনে কনিষ্ঠ
প্রভু কর ॥ এঁছে দোঁহে দেখা দিয়া হৈলা অদর্শন । হইলা
বিহ্বল গুপ্ত পাইয়া চেতন ॥ বড় ভাই নিত্যানন্দ মুরারি

জানিলা । উল্লাসে শ্রীবাস গৃহে আসিয়া মিলিলা ॥ প্রভু
গৌরচন্দ্রবসি আছে দিব্যাসনে । নিত্যানন্দ প্রভু শোভে প্রভুর
দক্ষিণে ॥ আগে নিত্যানন্দ পাদপদ্মে প্রণমিলা । পাছে
গৌরচন্দ্রের শ্রীচরণ বন্দিলা ॥ হাসি প্রভু কহে গুপ্ত করয়ে
কেমন । মুরারি কহয়ে জানাইলেন যেমন ॥ প্রভু মহাহর্ষে
কত কহে মুরারিরে । হৈল যে কৌতুক তাহা কে কহিতে
পারে ॥ চর্চিত তাম্বূল দিল প্রভু মুরারিরে দিলা । খাইয়া
মুরারি হস্ত মস্তকে পুছিলা ॥ গুপ্তে কত কহিতে ঈশ্বরাবেশ
বাড়ে । কালীবাসি প্রকাশানন্দে গালি পাড়ে ॥ শ্রীগৌর-
চন্দ্রের চেষ্টা কে বুঝিতে পারে । শ্রীবাস-ভবনে স্তম্ভসমুদ্রে
সাঁতারে ॥ সঙ্কীর্ণনানন্দে প্রভু বিহ্বল হইয়া । নিজগৃহে
চলিলেন এই পথ দিয়া ॥ শ্রীমুরারি গুপ্ত গৃহে করিয়া গমন ।
পত্নী প্রতি কহে হর্ষে করিব ভোজন ॥ পতিব্রতা আনি অন্ন
গুপ্ত আগে দিল । স্নতগিক্ত অন্ন গুপ্ত কৃষ্ণে সমর্পিল ॥ তার
পর দিন প্রভু রজনী-বিহানে । আইলেন শ্রীমুরারি গুপ্তের
ভবনে ॥ প্রভুপদে প্রণমিয়া গুপ্ত নিবেদয় । কি লাগি হইল
প্রভু প্রভাতে বিজয় ॥ কভু কহে অজীর্ণের চিকিৎসা-কারণ ।
গুপ্ত কহে কালি কিবা হইল ভোজন ॥ প্রভু কহে না জানহ
সব পাসরিলা । খাও খাও বুলি বহু অন্ন খাওয়াইলা ॥ ভূমি
দিলা অন্ন তাহা না খাবো কেমনে । হইল অজীর্ণ কালি
গরিষ্ঠভোজনে ॥

জলপানে অজীর্ণ দমন এত কৈয়া । পিয়ে জল মুরারির

জলপাত্র লৈয়া ॥ প্রভু অনুগ্রহে গুপ্ত ধৈর্য্য নাহি বাঞ্ছে ।
 মুরারি গুপ্তের গোষ্ঠী মহাপ্রেমে কাঞ্ছে ॥ মুরারিরে করি প্রভু
 দৃঢ় আলিঙ্গন । এই পথে নিজগৃহে করিলা গমন ॥ মুরারি-
 গুপ্তের কথা কহিতে কি জানি । মুরারির প্রাণধন গোরা
 গুণমণি ॥ এক দিন গৌরচন্দ্র শ্রীবাস গৃহেতে । শঙ্খ চক্র পদা
 পদ্ম ধরে চারি হাতে ॥ তথা শ্রীমুরারি গুপ্ত হৈলা খগেশ্বর ।
 পসারিলা পাখা সর্ব্বজন মনোহর ॥ তার পৃষ্ঠে প্রভু করিলেন
 আরোহণ । তেঁহ কৈলা অঙ্গণে ভ্রমণ কতকণ ॥ দৌঁছে পুন
 পূর্ব্বমত হৈলা সেই কণে । দেখিলেন নেত্র ভরি প্রভু প্রিয়-
 গণে ॥ এক দিন গুপ্ত মনে মনে বিচারয় । প্রভুর অচিন্ত্য
 লীলা কবে কি করয় ॥ প্রভু আগে শরীর ছাড়িব মনে করি ।
 অতি খরশান অস্ত্র আনিলা মুরারি ॥ নিশায় করিব দেহত্যাগ
 কৈল মনে । তাহা জানি প্রভু আইলা মুরারিভবনে ॥ মুরারির
 মনোবৃত্তি সব প্রকাশিল । এ বরে সাগাই অস্ত্র বাহির করিল ॥
 মুরারির প্রেমাদীন প্রভু গৌররায় । মুরারিরে কহে যত কথা
 নাহি যায় ॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র দয়াময় । এক দিন এই
 পথে করিলা বিজয় ॥ এই বিশারদের জাঙাল এই খানে ।
 দেখা হৈল দেবানন্দপণ্ডিতের সনে ॥ যেহঁ শ্রীবাসের স্থানে
 অপরাধ কৈলা । প্রভু বাক্যদণ্ডে তেঁহ দুঃখিত হইলা ॥ এই
 দেখে গ্রাম-অন্তে মদ্যপের বাস । এ পথে যাইতে নিষেধিলেন
 শ্রীবাস ॥ প্রভুরে দেখিয়া দূরে মদ্যপ সকল । নাচিয়া করয়ে
 হরিধ্বনি কোলাহল ॥ প্রভু সে সকলে করি শুভ দৃষ্টিপাত ।

এই পথে চলিলেন নদীয়ার নাথ ॥ এই মহেশ্বর বিশারদের
আলয় । বাসুদেব সার্বভৌম তাঁহার তনয় ॥ প্রভুর ইচ্ছায়
তাঁর লীলাচলে স্থিতি । গোপীনাথার্চ্য যার হন ভগ্নীপতি ॥
গোপীনাথ প্রভুলীলা দেখে নদীয়ার । লীলাচলে গেলা অগ্রে
প্রভুব ইচ্ছায় ॥ তেই গে'লে যে যে ভক্ত প্রভুরে মিলিল ।
সে সবে না দেখে তাঁর মনে খেদ হৈল ॥ ওহে বাপ এস
কহিতে নাই পার । নবদ্বীপে গৌরান্বের অদ্বুত বিহার ॥ কে
বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের হৃদয় । এথা দাঁড়াইয়া চতুর্দিক্
নিরীখয় ॥ ভাবাবেশে গৌরচন্দ্র চলে এই পথে । গদাধর নর-
হরি-আদি সব সাঁথে ॥ এথা সঙ্কীর্ণনে মহানন্দ উথলয় । ক্রমে
ক্রমে প্রভু কত ভাব প্রকাশয় ॥

গীতে—যথা ॥

পুলকে পূরল তনু নিজ গুণ শুনি । প্রেমে অঙ্গ গর গর
লোটার ধরণী ॥ খেনে মালসাট মারে খেনে বোলে হরি ।
রাধা রাধা বলি কাঁদে ফুকরি ফুকরি ॥ খেনে নরহরি-অঙ্গে
অঙ্গ হেলাইয়া । গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরুছিয়া ॥ ললিতা
বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিখাস । ধৈর্য ধরিতে নারে গোবিন্দ-
দাস ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

গদাধর নরহরি, করে ধরি গৌরহরি, প্রেমাবেশে ধরনী

সোটাঘ । করিলে না হয় যত, ফুকরি ফুকরি কত, বৃন্দা-
 বিশিন গুণ গায় ॥ নিজলীলা নিধুবন, সঙরিয়া উচাটন, কাঁদে
 পছঁ যমুনা বলিয়া । নয়নে বহিছে কত, সুরধুনি ধারা মত, দর
 দর শ্রীবুক বাহিয়া ॥ স্ববলের শুদ্ধ সখা, বৃন্দাদেবীর প্রিয়-
 বাকা, ললিতার ললিত স্নেহ । বিশাখার প্রেমকথা, সোঙরি
 মরম বেথা, কহি কহি না ধরয়ে দেহ ॥ কাঁহা মোর প্রাণে-
 শ্বরি !, কাঁহা গোবর্দ্ধন গিরি, কাঁহা মোর বংশী পীতবাস ।
 প্রেমসিদ্ধ উথলিল, জগৎ ভরিয়া গেল, না বুঝিল যত্ননাথ-
 দাস ॥

পুনর্ধানশী ॥

শ্রীদাম স্ববল সঙ্গে, সে রস করিনু সঙ্গে, বলি পছঁ করে
 উত্তরোল । মুরলী মুরলী করি, মুরুছিত গৌরহরি, পড়ে পছঁ
 গদাধর কোল ॥ রাস রস বৃন্দাবন, প্রিয়সখা সখীগণ, উপজরে
 প্রেমার তরঙ্গ । বাহুঘোষ রামানন্দ, শ্রীবাস জগদানন্দ, নাচে
 পছঁ নরহরি সঙ্গ ॥ রাধার ভাবেতে ভোরা, বরণ হইল গোরা,
 রাধানাম জপে অনুরাগ । ললিতা বিশাখা বলি, পছঁ যান
 গড়াগড়ি, কাঁহা মোর গিরিগোবর্দ্ধন ॥ কাঁহা যমুনার তট,
 কাঁহা মোর বংশীবট, বলি পুন হরয়ে চেতন । এ দীন গোবিন্দ
 ঘোষে, না পায়ল লব লেশে, ধিক্ রহ এ ছার জীবন ॥

পুনঃ—সুহই ॥

পছঁ মোর শ্রীগোরাঙ্গ রায় । শিব শুক বিরিকি মহিমা

যার গায় ॥ কমলা বাহার ভাবে সদাই আকুলী । সে পছঁ
কাঁদয়ে হরি বলি বাহু তুলি ॥ যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল
কাম । কীৰ্ত্তন ধূলায় সে ধূসর অবিরাম ॥ ক্ষণে রাধা রাধা
বালি উঠে চমকিয়া । রহে নরহরি গদাধর মুখ চা'য়া ॥ পুরুষ
নিবিড় প্রেমে পুলকিত অঙ্গ । রামচন্দ্র কহে কেনা বুঝে ওনা
রঙ্গ ॥

ওহে শ্রীনিবাস কে না দেখিবারে ধায় । এই পথে নাচিতে
নাচিতে গোরা যায় ॥

গীতে—যথা ধানশী ॥

নাচত রসময় গৌর কিশোর । পুরুষক প্রেম রতনসরসে
ভোর ॥ নরহরি গদাধর শোহে দুই পাশ । হরি বলি চৌদিকে
ফিরে হরিদাস ॥ গায়ত মুকুন্দ মাধব বাসুঘোষ । কোরে করই
পছঁ হই পরিতোষ ॥ কিবা সে বরণ খানি কাঞ্চন জিনিয়া ।
চাঁচর চিকুর চুড়া ভালে সে বলিয়া ॥ জামু লম্বিত ভুজ খেনে
খেনে তুলিয়া । নাচত গছঁ মোর হরি হরি বলিয়া ॥ অরুণ
নুপুর চরণ রণ ঝনিয়া । শেখর রায় কহত ধনি ধনিয়া ॥

পুনর্ধানশী ॥

গোরা চাঁদ নাচে মোর গোরা চাঁদ নাচে । ভাগবতগণ সব
ধায় পাছে পাছে ॥ কনক মুকুর জিনি গোরা অঙ্গছটা । ঝল-
ঝল করে মুখ চন্দনের ফোটা ॥ বসু রামানন্দ শ্রীনিবাস আদি
সাজে । গদাধর নরহরি গোরাচাঁদ মাঝে ॥ ভকত মণ্ডল মাঝে

নাচে গৌররায় । অনন্ত নদীয়া-লোক দেখিবারে ধায় ॥ এই
স্থানে গৌরচন্দ্র মনের উল্লাসে । সঙ্কীৰ্ত্তনে নাচে কি অদ্ভুত-
ভাবাবেশে ॥

গীতে যথা—বেলাবলী ॥

বলি কলি দমন, শমন ভঞ্জন, নিখিল ভুবন জন রঞ্জন
কারী । ছলহ প্রেমধন, বিতরণ পণ্ডিত, স্বর তরু নিকর
গরব ভর হারী ॥ নাচত শচীশ্রুত কীর্তন মাঝ । কনক ধরাধর
নিন্দি রুচির তনু বিলসত জন্ম নব মনমথ রাজ ॥ ধ্রু ॥

পদতল তালে, ধরণি করু টল মল, ললিত ভঙ্গি ভুজ
রহই পমারি । হামত মুছ মুছ, অধর কম্প অতি, অধির গদা-
ধর বদন নেহারি ॥ ডগ মগ নয়ন,-কমল ঘন ঘূরত, নিরুপম
পুরুষ রঙ্গ পরকাশ । উলসিত পরম, চতুর পারিকরগণ, ইহ
রসে বঞ্চিত নরহরি দাস ॥

পুনঃ স্মৃহই ॥

ভাবভরে গর গর চিত । খেনে উঠে খেনে বসে না পায়
সম্বিৎ ॥ অতিরসে নাহি বাঁধে ধেহ । সোঙরি সোঙরি কাঁদে
পুরুষ স্বমেহ ॥ নাচে পহু গোরা নটরাজ । কি লাগি গোলাক-
পতি * সঙ্কীৰ্ত্তন মাঝ ॥ ধ্রু ॥

নিজ পর কিছু নাহি জানে । দীন হীন মন উত্তম নাই
মানে ॥ প্রিয় গদাধর কর ধরি । সরম কথাটি কহে ফুকরি

* “গোকুলপতি” পাঠান্তর ।

ହୁକ୍‌ରାରି ॥ ଡଗ୍‌ ଡଗ୍‌ ଆନନ୍ଦ ହିଲୋଲେ । ଲୁଲିଆ ଲୁଲିଆ ପଢ଼େ
ଭକ୍ତଭେର କୋଣେ ॥ ଗୋରା-ରସେ ସବ ରମୟ । ନା ନରପେ ବଳ-
ପାସାଣ ହୃଦୟ ॥

ପୁନର୍ଦ୍ଧାନଶୀ ॥

ଗୋବିନ୍ଦ ଶାନ୍ତବ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମାନନ୍ଦେ । ମୁରାରି ମୁକୁନ୍ଦ ମିଳି
ମାୟା ନିଃ ସୁନ୍ଦେ ॥ ଶୁନିଆ ପୁରୁଷ ଶୁଣ ଉନମତ ହୈୟା । କୀର୍ତ୍ତନ
ଆନନ୍ଦେ ପଢ଼ି ପଢ଼େ ମୁକୁଛିୟା । କି ଏ ଅପରୂପ କଥା କହନେ ନା
ସାୟ । ଗୋଲୋକେର ନାଥ ହୈୟା ଧୁଳାୟ ଲୋଟାୟ ॥ ଛ୍ର ॥

ଭାବେ ଗର ଗର ଚିତ୍ତ ଗଦାଧରେ ଦେଖି । କାନ୍ଦିଆ ଆକୂଳ ପଞ୍ଚ
ଛଳ ଛଳ ଆଖି ॥ ଶ୍ରୀପାଦ ବଳିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧ ଭୂମେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦେ ।
ବୁଝିଆ ଶରମ କଥା କାନ୍ଦେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦେ ॥ ଦେଖିଆ ତ୍ରିବିଧ ଲୋକ
କାନ୍ଦେ ଗୋରା-ରସେ । ଏ ସୁଖେ ବଞ୍ଚିତ ଭେଳ ବଳରାମ ଦାସେ ॥

ପୁନଃ କାମୋଦଃ ॥

ଗଦାଧର ଅଙ୍ଗେ ପଢ଼ି ଅଙ୍ଗ ହେଲାହିୟା । ବୁନ୍ଦାବନଶୁଣ ଗାନ
ବିଭୋର ହୈୟା ॥ ଋଣେ ହାସେ ଋଣେ କାନ୍ଦେ ବାହ ନାହି ଜାନେ ।
ରାଧାଭାବେ ଆକୂଳ ସଦା ଗୋକୁଳ ପଢ଼େ ମନେ ॥ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ
ଜିନି ଦେହେର ବଳିନି । କତ କୋଟି ଟାନ୍ଦ କାନ୍ଦେ ହେରି ମୁଖଧାନି ॥
ତ୍ରିଭୁବନ ଦରପିତ ଏ ଦୌହାର ରସେ । ନା ଜାନି ମୁରାରି ଶୁଣ
ବଞ୍ଚିତ କି ଦୋଷେ ॥

ପୁନଃ କାମୋଦଃ ॥

ଛଳ ଛଳ ଚାକ୍‌, ନୟନ ଯୁଗଳ, କତ ନଦୀ ବହେ ଧାରେ । ପୁଲକେ

পূরল, গোরা-কলেবর, ধরিণি ধরিতে নারে ॥ পঁহু করুণাসাগর
গোরা । ভাবের ভরেতে, অঙ্গ টলমল, গমনে ভুবন ভোরা ॥
খেনে খেনে কত, করুণা করয়ে, গরজে গভীর নাদে । অধম
দেখিয়া, আকুল হৃদয়, ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে ॥ চরণকমল, অতি
সুচঞ্চল, অধির তাহার রীত । বদনকমলে, গদ গদ সুরে, গায়
রাসকেলি-গীত ॥ আহা আহা করি, ভুজ যুগ ভুলি, বোলে
হরি হরি বোল । রাধা রাধা বলি, ডাকে উচ্চ করি, দেই
গদাধরে কোল ॥ মুরলী মুরলী, খেনে খেনে বুলি, স্বরূপ-মুখ
নেহারে । শিখিপুচ্ছ বুলি, উঠে ফুলি ফুলি, যত্ন কি বুঝিতে
পারে ॥

এই পথে গোরাটান্দ চলে ধীরে ধীরে । অঙ্গের ছটায় দশ
দিক্ আলো করে ॥ কি বলিব কীর্তনে নাচয়ে নানা ছান্দে ।
সে ভাব আবেশে কেহ থির নাই বান্ধে ॥

গীতে যথা—আভীরী ॥

কীর্তন লম্পট ঘন ঘন নাট । চলইতে অঁধিজলে না
হেরই বাট ॥ সুন্দর গৌর কিশোর । পুরুষ পিরিতি রসে ভৈ
গেল ভোর ॥ ৫ ॥

বলিতে না পারে মুখে আধেক বাণী । চম্বিতে ধরয়ে
দাস গদাধর পাণি ॥ অরুণ চরণ তল না বাঁধয়ে বেহা । কিবা
জল কিবা থল কিবা বন গেহ ॥ জপে হরি হরি নাথ আলাপে
আভীরী । স্মাধুরী করযুগে-কিবা ভঙ্গি করি ॥ চিত্ত নাগি
কিবা করে কেবা জানে ওর । পতিত দুর্গত দেখি ধান্ন করে

কোর ॥ অজ ভব আদি দেব পদে করে নতি । যত্ন কহে
কৃপা বিনে কে জানিবে মাত ॥

পুনর্ধানী ॥

দাস গদাধর প্রাণ গোরা । পুরুষ চরিতে ভেল ভোরা ॥
বিজুরি বরণ তনু চোরা । কমল নয়নে বহে নোরা ॥ কনক
কমল মুখ কাঁতি । হাসিতে খসয়ে মাণি মোতি ॥ নিপুল
পুলক ভরে কম্প । হরি হরি বুলি দেই বাম্প ॥ না জানে
অহর্নিশ নিজ রসে । মঘনে চিকুর চির খসে ॥ ঘন ঘন মহি
গড়ি যায় । হেমগিরি ধরনি লোচায় ॥ ভাসল ভুবন প্রেম-
রসে । যত্ন এড়াইল দীন দোসে ॥

এই পথে গোরা স্বরধুনি তীরে যায় । দেখি লোক-
আনন্দ উথলে নদীয়ায় ॥ যে ভাব-আবেশ তাহা কহিতে না
জানি । রাধা রাধা বলি ডাকে গোরা গুণমণি ॥

গীতে যথা—আশাবরী ॥

গোরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে । ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি
ডাকে ॥ স্বরধুনি দেখি পছ যমুনার ভাণে । ফুলবন দেখি
বৃন্দাবন পড়ে মনে ॥ পুরুষ আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে ।
পীত বসন আব সে মুরলী চাহে ॥ প্রিয় গদাধরেরে ধরিয়া
নিজ কোলে । কোথা ছিলা কোথা ছিলা গদ গদ বোলে ॥
ভাব বুঝি পাণ্ডিত রহয়ে বাস পাশে । না বুঝয়ে এহ রঙ্গ নর-
হরি দাসে ॥

শ্রীনরহরিসরকারঠাকুরস্য গীতমিদং ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

দুহুঁ দুহুঁ গিরিতি আরতি নাহি টুটে । পরশে পরমসুখ
জানি কত উঠে ॥ নাচয়ে গৌরান্স মোর গদাধর রসে । গদাধর
নাচে পুন গৌরান্স বিলাসে ॥ পুরুষপ্রকৃতি কিবা জানকী
শ্রীরাম । রাধা কান্ত কেলি কিবা রতি দেবকাম ॥ অনন্ত
অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি । উপমা মহিমা সীমা কি বলিতে
জানি ॥ মুখে কি তুলনা চাঁদ নিতি জীয়ে মরে । কর পদ পদ্ম
কিসে হিমে সব ঝরে ॥ প্রেম-সঙ্কীৰ্তন-সুখ নদীয়ানগরে ।
প্রেমের গৃহিণী সে পণ্ডিত গদাধরে ॥ প্রেম-পরশমণি শচীর
নন্দন । উদ্ধারিলা জগজনে দিয়া প্রেমধন ॥ কহয়ে নয়নানন্দ
আনন্দ বিহার । শুনিতে হরয়ে মন ইথে কি বিচার ॥

ওহে শ্রীনিবাস কিছু কহিল না হয় । সুরধুনীতীরে গোরা
রঙ্গে বিলসয় ॥

গীতে যথা কামোদঃ ॥

গোরা মোর বড়ই রঙ্গিয়া । সুরধুনীতীরে নাচে রঙ্গিয়া
সঙ্গিয়া ॥ গায় সহচরগণ মন মোহনিয়া । তার মাঝে নাচত
গোরা দ্বিজমণিয়া ॥ গদাধর নরহরি ডাইন বাম । শ্রীনিবাস
হরিদাস গায় হরিনাম ॥ মুকুন্দ মুরারি বাসু রামাই সংহতি ।
গায় দামোদর জগদীশ মহামতি ॥ চৌদিকে শুনিয়া যে হরি
হরি বোল । উথলিল প্রেমদিস্কু অগিয়া হিল্লোল ॥ দেখিয়া
বদনচাঁদ সব তাপ হরে । যত্ন কহে কেবা হেন একপ
পাসরে ॥

কামোদঃ ॥

কাঁচা কাঞ্চনমণি, গোরারূপ তাহে জিনি, ডগ মণি প্রেম-
তরঙ্গ । ও নব কুসুম দাস, গলে দোলে অনুপাম, হেলন নর-
হরি অঙ্গ ॥ গোরা, বিহরই পরম আনন্দে । নিত্যানন্দ করি
সঙ্গে, গঙ্গা পুলিন রঙ্গে, হরি হরি বোলে প্রিয়রন্দে ॥ ৬৮ ॥

ভাবে অবশ তনু, পুলক কদম্ব যনু, গরজই যৈছন সিংহে ।
প্রিয় গদাধর,-ধরি বাম কর, নিজগুণ গায়ই গোবিন্দে ॥ অরুণ
নয়ান কোণে, খেনে খেনে হাসত, বোলত কিবা অভিলাষে ।
সঙরি সে সব খেলা, বৃন্দাবন-রমণীলা, কি বলিব বাসুদেব
ঘোষে ॥

স্বরধুনি-তীরে বিলসিয়া গণসনে । এই পথে গেলা প্রভু
আপন ভবনে ॥ নগরিয়া লোকে বহু অনুগ্রহ কৈল । সঙ্কীৰ্তন
করিতে সকলে নিদেশিল ॥ নগরিয়া লোক স্নেহে করয়ে
কীৰ্তন । কাদিরে কহিল গিয়া পাষাণ্ডির গণ ॥ কাদি সঙ্কীৰ্তনে
দ্বেষ্ট কৈল অতিশয় । শুনি ক্রোধ-যুক্ত হৈলা শচীর তনয় ॥
মহাদর্পে গণসহ শচীর নন্দন । সাজিলেন কাদি ছুফে করিতে
দমন ॥ সঙ্কীৰ্তনানন্দে এই পথে চলি যায় । অদ্বৈত আচার্য্য
নাচে এক সম্প্রদায় ॥ আর এক সম্প্রদায় নাচে হরিদাস ।
এক সম্প্রদায় নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস ॥ আর সম্প্রদায় নাচে প্রভু
বিশ্বম্ভর । সঙ্গে নিত্যানন্দ শ্রীপণ্ডিত গদাধর ॥ বক্তেশ্বর আদি
আর সম্প্রদায় নাচে । কেহ দূরে যায় কেহ রয়ে প্রভুকাছে ॥

নাচয়ে অসম্ভ্য লোক লেখা নাই তার । নবদ্বীপে হৈল মহা-
আনন্দ পাথার ॥ নারদাদি ঋষি আর দেবতা সকল । মানুষে
মিশাই নাচে হইয়া বিহ্বল ॥ নগরিয়া লোক মহামত্ত সঙ্কী-
র্তনে । করে ধাওয়া ধাই পথ বিপথ না মানে ॥ লক্ষ কোটি
দীপ জ্বালে উজ্জ্বল আকাশ । রাত্রিকালে হৈল যেন সূর্যের
প্রকাশ ॥ কি অপূর্ব রজনী চন্দ্রমা শোভা করে । বিহরে
কীর্তনে প্রভু নগরে নগরে ॥ (অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচে শচীর
নন্দন । ঘরে বসি দেখে স্ত্রী বালক বৃদ্ধগণ ॥ হৈল শোভা-
অবধি নদীয়া ঘরে ঘরে । মঙ্গলবিধান যত কে কহিতে পারে ॥)
চতুর্দিকে জয় জয় ধ্বনি কোলাহল । গণিল প্রমাদ মূঢ় পাষণ্ড
সকল ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

আজু গৌরা নগর কীর্তনে । সাজিয়া চলয়ে প্রিয় পরিকর
মনে ॥ অঙ্গের স্বেশ ভাল শোহে । নাচে নানা ভঙ্গিতে
ভুবন মন মোহে ॥ প্রেম বরিষয়ে অনিবার । বহয়ে আনন্দ-
নদী নদীয়া মাঝার ॥ দেবগণ মিশাই মানুষে । বরিষে কুন্তল
কত মনের হরিষে ॥ নগরিয়া লোক সব ধায় । মনের মানসে
গোরাচাঁদ গুণ গায় ॥ মূঢ়গণ শুনি সিংহনাদ । হইয়া বিরল
মনে গণয়ে প্রমাদ ॥ লাখে লাখে দীপ জ্বলে ভালো । উপমা
কি অবনি গগণ করে আলো ॥ নরহরি কহিতে কি জানে ।
নাতিল জগৎ কেউ ধৈর্য না মানে ॥

পুনঃ কাগোদঃ ॥

ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়া নগরে । শুনিয়া বিবিধ লোক
না রহিল ঘারে ॥ ধ্রু ॥

হেনমনি আভরণ শ্রীঅঙ্গেতে সাজে । চন্দনে লেপিত অঙ্গ
ফাণ্ড-বিন্দু মাঝে ॥ চাঁদ চন্দনে কিবা স্নমেরু ভূষিত । মাল-
তীর মালা কিবা স্নমেরু বেষ্টিত ॥ কুঞ্চিত কুন্তল চারু বেড়ি
নানা ফুলে । সফুল করাব ডাল মল্লিকার দলে । নাটুয়া ঠগকে
কিবা পছ মোর নাচে । রামাই স্তন্দরানন্দ মকুন্দ গায় পাছে ॥
আগে নাচে অদ্বৈত বা লাগি অবতার । বাহিরে গৌরাঙ্গ
নাচে আনন্দ সবার ॥ নাচিতে নাচিতে গোরা যে না দিকে
যায় । লাগে লাগে দীপ জ্বলে লোকে হরি গায় ॥ কুলবতী
সকল ছাড়িয়া হরি বোলে । প্রেমসদী বহে সবার নয়নের
জলে ॥ কি করিব জপ তপ কিবা বেদ বিধি । হরিনামে
উদ্ধারিল অটঙালাবধি ॥ কুলবধু আদি করি ছাড়ে গৃহবাস ।
তপস্বী ছাড়য়ে তপ সন্ন্যাসী সন্ন্যাস ॥ যবনে হ নাচে গায় লয়
হরিনাম ॥ এ রসে বঞ্চিত হৈল দাস বলরাম ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু নাচিয়া নাচিয়া । গঙ্গাতীরে যায় তাঁর
সৌভাগ্য লাগিয়া ॥ এই নিজ ঘাটে কতক্ষণ নৃত্য করি ।
মাধাইর ঘাটে দিয়া চলে দীরি দীরি ॥ এই বারকোণা ঘাট
দেখ শ্রীনিবাস । এথা নৃত্য গীতে কৈলা অদ্বুত বিলাস ॥ এই
নগরিয়া ঘাটে রহি কতক্ষণ । গঙ্গাতীর হৈতে করে এ পথে

গমন ॥ এই নবদ্বীপে ক্ষেত্রপাল শিব হয় । অপার মহিমা
লিঙ্গরূপে বিলসয় ॥ নাচিলেন প্রভুর কীর্তনে মূর্তি ধরি । তাঁর
অভিলাস পূর্ণ কৈল গৌরহরি ॥ এথা গণেশের মনোরথ পূর্ণ
কৈলা । প্রভুর সন্ধ্যাসে তেহঁ অদর্শন হৈলা ॥ কি বলিব
গণেশের মূর্তি মনোহর । সবে দুঃখী হৈলা হৈতে নেত্র অগো-
চর ॥ এই সিমলিয়া গ্রামে অদ্ভুত বিলাস । করিলেন পূর্ণ
পার্বতীর অভিলাষ ॥ সিমলিয়া দেবীর আনন্দ অতিশয়
সঙ্কীর্ণ-সুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥ এই পথে গেলা কাদি যব-
নের ঘর । দেখি মহা-অধৈর্য্য কাদির হৈল ডর ॥ কাদি ছুঁই
দমন করিয়া অসুগ্রহ । এই পথে মহারঙ্গে চলে গণ সহ ॥
কাদির দমনে পাষণ্ডির গর্ব ক্ষয় । হেট মাথে রহে কারে
কিছুই না কয় ॥ ওই শ্রীধরের ভাঙা ঘর দেখি দূরে ॥ মন্দ
মন্দ হাসে এথা উল্লাস অন্তরে ॥ এ পথে শ্রীধর-ঘরে গিয়া
গণসনে । দেখে ফুটা লোহ-পাত্র আছয়ে অঙ্গণে ॥ বাহিরের
জল তাথে আছয়ে কিঞ্চিৎ ॥ তাহা পিয়ে গৌরচন্দ্র হৈয়া
উল্লসিত ॥ ভকতবৎসল প্রভু প্রেমায় বিহ্বল । সুরধুনি-ধারা-
প্রায় নেত্রে বহে জল ॥ শ্রীধর-অঙ্গণে হৈল অদ্ভুত কীর্তন ।
কান্দে নিত্যানন্দাঐত-আদি যত জন ॥ যে সুখ হইল এই
শ্রীধরের ঘরে । তাহা মনে করিতেই অন্তর বিদরে ॥ গাদি-
গাছা পাটডাঙ্গা-আদি গ্রাম দিয়া । চলে প্রভু সঙ্কীর্ণে মহা-
মত্ত হৈয়া ॥ কি বলিব নগরকীর্তনে হৈল যাহা । অদ্যাপিহ
ভাগ্যবন্ত-গণ দেখে তাহা ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ॥

অদ্যাবধি চৈতন্য এ সব লীলা করে । যাঁর ভাগ্য থাকে
সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥ নগরকীর্তনে যে কৌতুক ঠাঁই ঠাঁই ।
গায় শেষ সহস্র বদনে অন্ত নাই ॥ ব্রহ্মাদি দুর্লভ প্রেমভাক্তি
দান করি । এট পথে নিজ গৃহে গেলা গৌরহরি ॥ কি বলিব
শ্রীনিবাস প্রিয়গণ সঙ্গে । নিরন্তর ভাসে প্রেমসমুদ্র-তরঙ্গে ॥
এক দিন শ্রীবাস ভবনে এথা বসি । কালি কৃষ্ণ জন্মতিথি
কহে প্রভু হাসি ॥ শ্রীবাসাদি বুঝিলেন প্রভুর অন্তর । কালি
নাচিবেন গোপবেশে বিশ্বস্তর ॥ পরম উল্লাসে শ্রীবাসাদি
প্রিয়গণ । করিলেন সকল সামগ্রী-আয়োজন ॥ সে দিবস
মহানন্দ শ্রীবাসের ঘরে । কৃষ্ণের জনম-অভিষেক কর্ষ করে ॥
করি অভিষেক কিবা আবেশ হিয়ায় । সঙ্কীর্তনস্থখে সব
রজনী গোঞায় ॥ নিশি পোহাইলে গৌরচন্দ্র গণ সনে । ধরে
গোপবেশ সবে রহিয়ে নিৰ্জনে ॥ গোপবেশ নিৰ্ম্মাণে নিতাই
পরবীণ । হইল আপনি যেন গোয়ালা নবীন ॥ ধরিলেন শ্রী-
গৌরসুন্দর গোপবেশ । সে শোভা দেখিতে না রহয়ে ধৈর্য-
লেশ ॥ রামাই সুন্দরানন্দ গৌরিদাস আদি । গোপবেশ ধরে
সবে শোভার অবধি ॥ দধি নবনীত-ভাণ্ড-ভার লৈয়া কাঁধে ।
প্রবেশয়ে শ্রীবাস-অঙ্গণে চারু ছান্দে ॥ শ্রীবাস অদ্বৈত গোপ-
বেশে মত্ত হৈয়া । দেন দধি হলদি অঙ্গণে ছড়াইয়া ॥ নৃত্যগীত
বাদ্যে মহাকৌতুক বাঢ়য় । শ্রীবাসভবন যেন নন্দের আশয় ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

গোরা মোর গোকুলের শশী । কৃষ্ণের জনম আজি কহে
হাসি হাসি ॥ সে আবেশে থির হৈতে নারে । ধরি গোপবেশ
নাচে উল্লাস অন্তরে ॥ নিতাই গোপের বেশ ধরি । হাতে
লৈয়া লগুড় নাচয়ে ভঙ্গি করি ॥ গোবীন্দ রামাই সুন্দর ।
নাচে গোপবেশে কাঁধে ভার মনোহর ॥ শ্রীবাস অদ্বৈত
গোপবেশে । ছড়ায় হলদি দধি মনের উল্লাসে ॥ কেহ কেহ
নানা বাদ্য বায় । মুকুন্দ মাধব সে জনম-লীলা গায় ॥ করে
সুগঙ্গল নারীগণ । শ্রীবাস-আলয় যেন নন্দের ভবন ॥ জয়
ধ্বনি করি বারে বারে । ধায় লোক ধৈর্য ধরিতে কেউ
নারে ॥ কত মাধে দেখে আঁখি ভরি । শোভায় ভুবন ভুলে
ভণে নরহরি ॥

পুনর্ধানশী ॥

গোকুলের শশী, গোরা গুণরাশি, পুরুষ-জনম-দিনে ।
কত না উল্লাসে, নাচে গোপবেশে, সে ভাব আবেশ মনে ॥
নিতাই আনন্দে, নাচে গোপ ছন্দে, রামাই সুন্দর মাঁথে ॥
অদ্বৈত ধাইয়া, দধিভাণ্ড লৈয়া, ঢালয়ে নিতাই-মাথে ॥ শ্রী-
বাসাদি রঙ্গে, অদ্বৈতের অঙ্গে, হরিদ্রা সিকিয়া হাসে । শঙ্কর
মুরারি, কাঁধে ভার করি, নাচয়ে গোপের বেশে ॥ মুকুন্দাদি
গায়, নানা বাদ্য বায়, হেরি গোরা-মুখ-ইন্দু । নরহরি ভালে,
ভণে তিলে তিলে, উথলে আনন্দসিন্ধু ॥

পুনঃ মায়ুরঃ ॥

গৌর গুণমণি, বরজ শশধর, পুরুষ প্রকট, স্বঅট মিভা-
নর, আদরই প্রিয়, বৃন্দসহ শিরি,-বাস * ভবনে বিরাজয়ে ।
বান্ধি নট পটি, পাগ যুতুভর, কুসুম পল্লব, ধরত শিরোপর
বলয় কর কটি, বসন নব ব্রজ, গোপসম সব সাজয়ে ॥ ভাণ্ড
দধি বুত, চিহ্ন বাহুক, কান্ধে করু করে, লগুড় কাহুকো,
ভঙ্গি সঞ্চে চলি, হলদি দধি ঘৃত, পক্ষ অঙ্গণে শোহয়ে । হি হি
শব্দ, উচাৰি ঘন ঘন, বিপুল পুলকিত, তরল তনু মন, করত
স্বললিত, মৃত্যু নিরুপম, নিখিল ভুবন বিমোহয়ে ॥ হাসি হরষে,
নিতাই কাহি কত, হলদি দধি পছ, অঙ্গে ছির কত, তুরিতে
তহি, অদ্বৈত নবনী, নিতাই বদনে বিলেপয়ে । ধরল প্রবল,
নিতাই কোতুকে, ভারি কর্দমে, যতি গড়ি স্থখে, লপটি কট,
অদ্বৈত নট তহি, গগণে ভুজ বিক্ষেপয়ে ॥ বাসুদেব মুকুন্দ
নাথব, আদি গায়ত জনম উৎসব, ধা ধি ধি কি তক, ধিনি নি
নি বহু, বাদ্য বাদক বায়ই । দেবগণ ঘন, কুসুম বরষত, দাস
নরহরি, নাথে নিরখত, কোউ ধরই ন,-ধিরজ ভর নর, নারী
চহুদিশ ধায়ই ॥

কহিতে কি জানি ঐছে শচীর তনয় । পরিকর-সঙ্গে
মহারঙ্গে বিলসয় ॥ এক দিন এথা প্রভু শচীর তনয় । পুণ্ড-
রীক বিদ্যানিধি প্রতি হাসি কয় ॥ কালি ক্রীরাধিকা জন্মোৎস-
ব সেই খানে । শুনি বিদ্যানিধি মহা উল্লসিত মনে ॥ গৃহে
গিয়া সকল সামগ্রী সজ্জ করে । প্রভু পর দিন চলে বিদ্যা-

নিধি-ঘরে ॥ গগনসহ তাঁর ঘরে এই পথে গিয়া । এথা বৈসে
প্রিয়গণে বেষ্টিত হইয়া ॥ শ্রীরাধিকা-জন্ম অভিষেক এথা
হৈল । কি বলিব প্রভু ভাবাবেশে যাহা কৈল ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

আজু গোরাচাঁদ গগনসহ গোপবেশে । তিলে তিলে অধিক
বিভোল সে না রসে ॥ হাসে লহু লহু চাহে গদাধরপানে ।
বহুয়ে আনন্দবারি-ধারা ছনয়ানে ॥ যুকুন্দ মাধব বাসু উল্লাস
হিয়ায় । রাধিকা-জন্ম-চরিত সতে গায় ॥ বাজে খোল কর-
তাল ভুবনমঙ্গল । নাচে পছঁ ধরণী করয়ে টলমল ॥ গোঁরী-
দাস আদি নাচে তার করি কাঁধে । দেখিতে সে গোপবেশ
কেবা থির বাঁধে ॥ কত সাধে নাচে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ।
ছড়াইয়া নবনী হলদি দুধ দধি ॥ নিতাই অদ্বৈত শ্রীবাসাদি
রঙ্গ দেখি । ভাসে স্তম্ভসমুদ্রে ফিরা'তে নারে আঁখি ॥ (কি
নারী পুরুষ ধায় এ রঙ্গ দেখিতে । দাঁড়াইয়া অঙ্গণে চাহয়ে
চারি ভিতে ॥) দেখি গোরারূপের মাধুরী অনুপাম । কেহ
কহে নাচে ইকি কনকের কাম * ॥ দেবগণ নাচয়ে কুসুমবৃষ্টি
করি । জয় জয় দিয়া রঙ্গে নাচে নরহরি ॥

পুনর্ধানশী ॥

আজু কি আনন্দ, বিদ্যানিধি ঘরে, রাধিকা-জন্ম চরিত
গানে । নাচে সে আবেশে শচীসুত গোরা, সে নব ভক্তি কি
উপমা আনে ॥ চারি পাশে গোপ,-বেশে পরিকর, কাঁধে

* “কনকের দাম” পাঠান্তর ॥

ভার ফিরে অঙ্গণে রঙ্গে । (নবনীত দধি, হরিদ্রাদি দেই, হাসি
হাসি সন্তে সন্তার অঙ্গে ॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা, শঙ্খ করতাল, নানা
বাদ্য বায় বাদক ভালে । সুমধুর ধ্বনি, ভেদয়ে গগণ, কেনা
নাচে ধিগ ধিগ ধেম্মা না তালে ॥ বিবিধ মঙ্গল, করে নারী
কুল, পুলকিত চিত্ত উল্লু দিয়া ॥ / বৃষভানু পুর, সম শোভা
ভণে, ঘনশ্যাম স্থখে উথলে হিয়া ॥

বিদ্যানিধি-গৃহে প্রভু বিলনে যে স্থখে । তাহা নিবরিয়া
কি কহিব এক মুখে ॥ এক দিন এই পথে প্রভু বিশ্বস্তর ।
চলে কি মধুর গোরারূপ মনোহর ॥

গীতে যথা—সুহই ॥

গোরারূপে কি দিব তুলনা । তুলনা না নহিল রে কসিত-
বান্ সোনা ॥ মেঘের বিজুগী নহে রূপের সমান । তুলনা
নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥ তুলনা নহিল রূপে কেতকীর
দল । তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল ॥ কুম্ভ জিনিয়া রূপ
অতি মনোহরা । কহে বাহু কি দিয়া গড়িলা বিধি গোরা ॥

নটবর বেশে এই কদম্বতলায় । ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা
মুরলী বাজায় ॥

গীতে কানোদঃ ॥

চাঁচর চিকুর চুড়া চারু ভালে । বেঢ়িয়াছে মালতীর মালে ॥
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা । সপত্র সহিত ফুলশাখা ॥ কসিত
কাঞ্চন জিনি অঙ্গ । কটি মাঝে বসন সুরঙ্গ ॥ চন্দন তিলক
শোভে ভালে । আজানু লম্বিত বন মালে ॥ নটবরবেশ

গোরাচাঁদ । রমণীগণের কিবা ফাঁদ ॥ তা দেখিয়া বাসুদেব
কাঁদে । প্রাণ মোর থির নাহি বাঁধে ॥

পুনর্ধানশী ॥

মোড়রি পুরুবলীলা ত্রিভঙ্গ হইলা । মোহন মুরলী গোরা
অধরে ধরিলা ॥ মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিলা গোরাচান্দ । অঙ্গুলি
চালা'য়া করে স্থলনিত গান ॥ নগরের লোক যত শুনিয়া
মোহিত । স্রবধুনি তীরে তরু লতা পুলকিত ॥ বাসুদেবঘোষ
তাহা কি বলিতে জানে । ভুবনমোহিল গোরা মুরলীর গানে ॥

ওহে শ্রীনিবাস কি অদ্ভুত ভাবাবেশে । পূর্ব গোচারণ
লীলা এথাই প্রকাশে ॥

গীতে যথা—ভোড়ী ॥

পূর্বলীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল । সাঙলি ধবলি
বলি সঘনে ডাকিল ॥ শিঙা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি । হৈ
হৈ করিয়া ঘন ফিরায় পাঁচনৌ ॥ রামাই সুন্দর আর সঙ্গে
নিত্যানন্দ । গৌরিদাস আদি সভে হইলা আনন্দ ॥ বাসুদেব-
ঘোষে কহে মনের হরিষে । গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিলা
প্রকাশে ॥

এক দিন ভাবাবেশে প্রভু গৌররায় । পূর্ব দানলীলারঙ্গ
প্রকাশে এথায় ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

আজু গৌরান্দের মনে কি ভাব উঠিল । নদীয়ার পথে

গোরা দান সিরজিল ॥ কি রসের দান চাহে গোরা দ্বিজমণি ।
বেত্র দিয়া আশুলিয়া রাখয়ে তরুণি ॥ দান দেহ দান দেহ
বলি ঘন ডাকে । নাগর-নাগরী যত পড়িল বিপাকে ॥ কৃষ্ণ-
অবতারে আমি সাধিয়াছি দান । সে ভাব পড়িল মনে বাসু-
দেব গান ॥

এক দিন এই পুষ্পবাটী নিরখিয়া । পুষ্পের সময় ভাল
বোলয়ে হাসিয়া ॥ পুষ্পগুচ্ছ লইয়া পরম প্রিয়গণ । করে
পুষ্প সময় দেখয়ে সর্বজন ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

ফুল বল গোরাটাঁদ দেখিয়া নয়নে । ফুলের সময় গোরা
বলিল বচনে ॥ ঘন ঘন জয় দিয়া পারিষদ গণে । গোরাগায়ে
ফুল কেলি মারে জনে জনে ॥ গদাধর আদি আর সঙ্গে নিত্য-
নন্দ । ফুলের সমরে গোরা হইল আনন্দ ॥ গদাধর সঙ্গে
গোরা করয়ে বিলাস । বাসুদেবঘোষ কহে রস পরকাশ ॥

এক দিন গদাধরে সঙ্গে গৌরহরি । এ পুষ্পবাটীতে বসি
খেলে পাশা সারী ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

গৌরাঙ্গটাঁদের মনে কি ভাব পড়িল । পাশা সারী লইয়া
গোরা খেলা সিরজিল ॥ গদাধর সঙ্গে গোরা খেলে পাশা
সারী । ফেলিতে লাগিলা পাশা হারি জিনি বলি ॥ ছুয়া চারি
বলি দান ফেলে গদাধর । পঞ্চ তিন করি ডারে গৌরাঙ্গ

সুন্দর ॥ দুই জন মগ্ন হৈল পাখা-খেলা-রসে । জয় জয় দিয়া
গায় বাহুদেব ঘোষে ॥

এক দিন এই ঘাটে নিজগণ সঙ্গে । করে জলক্রীড়া প্রভু
পুরুষ প্রসঙ্গে ॥

গীতে সামুদ্রঃ ॥

জলক্রীড়া গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল । পারিষদ সঙ্গে
জলখেলা আরম্ভিল ॥ কারু সঙ্গে কেহ জল ফেলি ফেলি
মারে । গোরা-অঙ্গে জল ফেলি মারে গদাধরে ॥ জলক্রীড়া
করে গোরা হরষিত মনে । জল ফেলাফেলি সব করে জনে
জনে ॥ গোঁরাঙ্গচাঁদের লীলা कहেনে না যায় । বাহুদেব ঘোষ
এই গোরাগুণ গায় ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই গঙ্গার পুলিনে । প্রভু বনভোজন
করয়ে গণ সনে ॥

গীতে যথা-সারঙ্গঃ ॥

স্বরধুনীতীরে কত রঙ্গে । বিহরয়ে গৌর প্রিয় পারিষদ
সঙ্গে ॥ হইল প্রহর দুই দিবা । সে সময়ে না জানি প্রভুর
মনে কিবা ॥ শ্রীবাস মুরারি সেই বেলে । আনাইল বিবিধ
সামগ্রী ভরি খালে ॥ উলসিত নদীয়ার শশী । চাহে সীতানাথ
পানে লহু লহু হাঁসি ॥ অদ্বৈত পরমানন্দ মনে । বসাইলা
সবে কিবা মণ্ডলী-বন্ধানে ॥ পাতিয়া পলাশ পাত তায় ।
বিবিধ সামগ্রী পরিবেষয়ে সভায় ॥ অসংখ্য পাইয়া ভোজনে ।
সতে এক দিঠে চাহ গোরা-মুখ পানে ॥ লিলাই ধ্যানিতে নাহে

খেহা । উমড়য়ে হিয়ায় কে জানে কিবা নেহা ॥ কীর সর
নবনীত ছেনা । গোরার বদনে দিয় পাসরে আপনা ॥ অদ্বৈত
লইয়া নিজ করে । পিয়াইল ছেনা পানা নিতাই চাঁদেৱে ॥
নিতাই সুন্দরমহাবলী । মোদকাদি* অদ্বৈতবদনে দিল তুলি ॥
ওনা তনু পুলকে ভরিল । পরিকর মাঝে কি কোতুক উপ-
জিল ॥ কেহখায় কারু মুখেদিয়া । কেহ লেন কারু পত্র হইতে
কাড়িয়া ॥ মিঠাই অনেক পরকার । খাইতে সবার সুখ বাড়িল
অপার ॥ অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ভরি । পিয়ে সবে সুশীতল সুর-
ধুনীবারি ॥ পত্রশেষ যে কিছু রহিল । দাস নরহরি তা বতন
করি নিল ॥

পুনঃ সারঙ্গঃ ॥

আজু গোরা পরিকরসঙ্গে । ভোজন কোতুক, সারি
সুরধুনি, -তীরেতে ভ্রময়ে রঙ্গে ॥ রহি অতি উচ্চ শুক-ছায় ।
কহি কি মধুর, বাণী ঘন ঘন, সুরধুনী পানে চায় ॥ ধীরে
ধরিয়া গদাইর করে । লছ লছ হাসে, কি সুধা বরিষে, তাহে
কে ধৈর্য ধরে ॥ আহা মরি কি মধুর রীত । নরহরি ভণে,
মনে অভিলাষ, এ রসে মজুক চিত ॥

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায় । ছয় ঋতু সদা মূর্তি-
মন্ত নদীয়ায় ॥ বর্ষা ঋতু মনোহিত করিবার তরে । এথাই
ঝুলয়ে প্রভু হিড়োলা উপরে ॥

গীতে যথা—মল্লারঃ ॥

ঝুলত রসময় গৌর কিশোর । সুরধুনী তীর, তুঙ্গ তরু

তর তহি, বিরচিত নিরুপম ললিত হি ডোর ॥ ধ্রু ॥

পরিকর স্থঘন, ঝুলায়ত লহু লহু, গায়ত সরস তান রস
মাতি । উচরত রুচির, বচন ধিক ধিক ধিনি, বায়ত মধুর যন্ত্র
কত ভাঁতি ॥ [নদীয়াপুর নর, নারী নিকর ঘর, তেজি চলত
ধৃতি ধরই না পারি ॥] লোচন চপল, নিমিখ নাহি সঞ্চরু, হাস
মিলিত বিধুবদন নেহারি ॥ সুরগণ গগণে, মগন গণ সহ, বর
বরষত কুসুম করত জয়কারি । নরহরি প্রাণ,-নাথ গুণে অনু-
মত, ভণই নিরত গুণ গণই ন পার ॥

পুনঃ মল্লারঃ ॥

আজু, সুরধুনী তীরে গোরায়ায় । ঝুলে, কত না ভঙ্গিতে
ঝুলনায় ॥ প্রিয়, গদাধর মুখ পানে চা'য়া । রঙ্গে, রহিতে
নারয়ে থির হৈয়া ॥ সবে, পুরুষ ঝুলন লীলা গায় । শোভা,
দেখিতে কেবা বা নাই ধায় ॥ নর,-হরি প্রাণনাথে আঁখি
দিয়া । কেহ, কহে কত সখী ঘরে গিয়া ॥

পুনঃ মল্লারঃ ॥

ঝুলত সুন্দর, রসময় গোরা, অপরূপ রঙ্গে মাতিয়া গো ।
হেরি হেরি গদা,-ধর-মুখ আঁখি, ভঙ্গি করে কত ভাঁতিয়া
গো ॥ নিরুপম সব, সঙ্গিগণ তারা, যুহু যুহু হাসি
হাসিয়া গো । সুরচিত চারু, হিড়োলা ঝুলায়, না জানি কি স্থখে
ভাসিয়া গো ॥ মধুর স্বস্বরে, গায় কেহ কেহ, কে ধরে ধৈর্য
শুনিয়া গো । সে শোভা নিরখি, আঁখি কে ফিরাবে মনু মনু
মনে গুণিয়া গো ॥ এত দিনে কুল, লাজ যা'বে সব, বলিয়ে

শপথ খাইয়া গো । নরহরি নাথে, নেহারি বরেক, স্বরধুনী-
তীরে যাইয়া গো ॥

পুনঃ মল্লারঃ ॥

আজু গোরা স্বরধুনী তীরে । ঝুলে কিবা ললিত হি-
ড়োরে ॥ কিবা সে বরষা ঝড়ু তায় । অঙ্ককার মেঘের ঘটায় ॥
গোরাক্রুপ চমকে ঐজুরী । জগতের প্রাণ করে চুরি ॥ পারি-
ষদ স্বমধুর গায় । যেন কত সুধা বরষায় ॥ বাজয়ে মৃদঙ্গ গর-
জনি । নাচে শিখিকুলের রমণি ॥ নদীয়ানগর উলসিত । লতা
তরু-কুল পুলকিত ॥ সব লোক ধায় দেখিবারে । কেহ কত
মনোরথ করে ॥ নরহরি পছমুখ হেরি । ঝুলায় ঝুলনা ধীর
ধীরি ॥

পুনঃ কানোদঃ ॥

গোরা পছঁ ঝুলে হিড়োলাতে । কত সুখ সে ভাব
ভাবিতে ॥ গদাধর-মুখ-পানে চায় । পুলক ভরয়ে হেমগায় ॥
পারিষদ উলসিতচিত্তে । নামাইয়া হিড়োলা হইতে ॥ বসাইতে
নীপ তরুমূলে । নিতাই ভাসয়ে প্রেমজলে ॥ অট্টহত করয়ে
হৃহঙ্কার । বাঢ়ে মহাস্থখের পাথার ॥ শ্রীবাসাদি যতন করিয়া ।
দিল নানা দ্রব্য সাজাইয়া ॥ সভার পরাণ গোরারায় ।
ভুঞ্জিব কি সভারে ভুঞ্জায় ॥ যে কৌতুক কহিতে কি পারি ।
অবশেষ ভুঞ্জে হরহরি ॥

এথা গৌরচন্দ্র মহানন্দ প্রকাশিলা । পূর্ব রাস রসে অতি
বিস্ময় হইলা ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

বৃন্দাবনলীলা গোরার মনেতে পড়িল । যমুনার ভাগ স্মর-
ধুনিরে করিল ॥ ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান । সখাগণে
করে গোপীগণ অনুমান ॥ খোল করতাল গোরা স্মেলি
করিয়া । তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া ॥ ঢল ঢল
গোরাতনু কাঞ্চন জিনিয়া । আজানু লম্বিত ভুজ নব কম-
নিয়া ॥ বাহুদেবঘোষ তাহে করয়ে বিলাস । রাসরস গোরা
পছঁ করয়ে প্রকাশ ॥

পুনঃ শ্রীরাগঃ ॥

রাস স্মরধুনি, পুলিনবন, অবলোকি গৌরকিশোর, পুরুষ
রাস বি,-লাসে সোঙরি, উলাসে ভৈ গেল ভোর ॥ মদন-মদ-
ভর, হরণ তনু বনু, দমকে দাগিনীদাম । বদনবিধু বিধু,-কদন
মাধুরী, অমিয়া ঝরে অবিরাম ॥ আজু নিরুপম, নটন ঘটাইতে,
হোত ললিত ত্রিভঙ্গ । দৃগিকি দৃমি দৃগি, দৃকু বাজত, মধুর
মধুর মৃদঙ্গ ॥ সুষর পরিকর, বৃন্দ গায়ত, রাস-রস-মুদ মাতি ।
দেব ছলহ যে, বিপুল কোতুকে, উথলে নরহরি ছাতি ॥

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র-গণসঙ্গে । বিহরয়ে বসন্ত-ঋতুতে
মহারঙ্গে ॥ নদীয়ায় যে শোভা কি কহিব সে কথা । পরম
অদ্বুত ফাগু খেলারস্ত এথা ॥

গীতে যথা—বসন্তঃ ॥

বসন্ত সময় সুশোণিত । নদীয়ার কিবা তরুণতা প্রকু-

শ্লিত ॥ কুহকে কোকিল অনিবার । ভ্রময়ে ভ্রমরপুঞ্জ করয়ে
 শুঞ্জার ॥ বহে মন্দ মলয় সমীর । উথলয়ে হিয়া কেহ হইতে
 নারে থির ॥ গোকুল নাগর গোবা রঞ্জে । স্বরধুনীতীরে বিহ-
 রয়ে গণসঙ্গে ॥ মুকুন্দমাধব আদি গায় । সুদঙ্গ মন্দিরা নানা
 যন্ত্র সম্ভে বায় ॥ পুষ্পের পরাগ ফাণ্ড লৈয়া । হাসে মন্দ মন্দ
 কেহ গোরাগায়ে দিয়া ॥ কেহ কেহ নাচে নানা চাঁদে । সভার
 উপরে ফাণ্ড ফেলে গোরাচাঁদ ॥ নিতাই অদ্বৈত গদাধর ।
 শ্রীবাসাদি ফাণ্ডখেলা খেলে পরস্পর ॥ দেখি এ না অদ্ভুত
 বিহার । দেবগণ নারয়ে ধৈর্য ধরিবার ॥ কেবা না করয়ে
 জয়ধ্বনি । নরহরি ভণে স্তুখে ভরল অবনি ॥

পুনর্বাস্তবঃ ॥

ফাণ্ড, খেলত গৌরকিশোর । বনি, বেশ বিশেষ উজ্জোর ॥
 তনু, রুচি জিনি দানিনী দাম । তহি, নুরুছত কত শত কাম ॥
 গহি, কর কাঞ্চন পিচকাবি । বর, বরষত কেশর বারি ॥ ঘন,
 উড়ায়ত আনির গুলাল । স্বর,-পর পরশত মহিলাল ॥ লখি,
 পছ কর বয়ন ময়ঙ্ক । পরি,-করগণ নটত নিশঙ্ক ॥ মিলি,
 গায়ত বরজ বিহার । ধরু, ধৈর্য ধরই না পার ॥ বহু, বায়ত
 যন্ত্র রসাল । উষ,-টত ধিকি ধিকি তক তাল ॥ কহি, হো
 হো হরি বিভোর । নর,-হরি কি ভণব মতি থোর ॥

পুনর্বাস্তবঃ ॥

ফাণ্ডখেলে গোরাচাঁদ নদীয়ানগরে । হরয়ে যুবতি-চিত

নয়নের শরে ॥ সহচর মেলি ফাণ্ড মারে গোরাগায় । চন্দন
পিচকা লৈয়া কেহ কেহ ধায় ॥ নানা যন্ত্র স্তমেলি করিয়া
শ্রীনিবাস । গদাধর আদি সঙ্গে করয়ে বিলাস ॥ হরি বুলি বাছ
তুলি নাচে হরিদাস । বাস্তদেবঘোষ রস করিল প্রকাশ ॥

পুনর্বসন্তঃ ॥

ফাণ্ডয়া খেলত গৌরকিশোর । বিলসত পরিকর পছ চছ
ওর ॥ নিত্যানন্দ প্রেমে মাতোয়ার । নিরখই পছক সরস
শিঙার ॥ শ্রীঅদ্বৈত মধুর যুত্ৰ হাসি । পছ মুখ অমিয়া পিয়ই
রস ভাসি ॥ চতুর গদাধর স্বরূপ স্ত লেহ । ডারত ফাণ্ড নিরখি
পছ দেহ ॥ নরহরি হরি ছিরিবাস মুরারি । বরিসে রঙ্গ কর
গহি পিচকারি ॥ কেশর যুগমদ মলয়জ পঙ্ক । দাস গদাধর
লপটে নিশঙ্ক ॥ হো হো হরি কহে কি উলাস । নাচত বক্রে-
শ্বর চছ পাশ ॥ গোঁরীদাস অতি পুলক শরীর । উচরত জয়
জয় শব্দ গভীর ॥ মাধব বাস্ত মুকুন্দ উদার । গায়ত স্তমধুর
বরজ বিহার ॥ সঞ্জয় বিজয় বাজায়ত খোল । দ্বিজ হরিদাস
করত উতরোল ॥ নন্দন ঘন বানকায়ত ঝাঁজ । শ্রীহরিদাস
হরষ হিয়মাঝ ॥ শঙ্কর যত্ৰ আদিক স্তথী ভেলি । করল হি
বিবিধ যন্ত্র এক মেলি ॥ ধাই চলল নদীয়া নর নারী । স্তমধুনী-
তীরে রঙ্গ ভেল ভারী ॥ ধৈর্য ধরত ন দেবসমাজ । ভণ ঘন-
শ্যাম সফল ঋতুরাজ ॥

পুনর্বসন্তঃ ॥

গৌর গোকুল, নাই নটবর, বেশ বিরচি, অশেষ পরিকর,

সঙ্গে সুরধুনী,-তীরে বিহরে, বসন্ত ঋতু-মুদবর্দ্ধনা । কনক-
পর্বত, খর্ব্বকৃত তম্বু, কিরণ মঞ্জু, মনোজময় বনু, বারত অমিয়,
সুহাস ঝল কত, বদন বিধুমদ-মর্দ্ধনা ॥ কঙ্কলোচন, যুগল স্তল-
লিত, বন্ধুচাহনি, চপল অতুলিত, ভঙ্গি সঞ্চে পিচ,-কারি গহি
কণ্ঠ, ফেট ভরত উড়ায়ই । লসত চহুঁ দিশ, স্বেদ প্রিয়গণ,
সাজি অতিশয়, মগন ঘন ঘন, হোরি কহি কহি, পেথি পহুঁ
নুগ, কো না নয়ন জুড়ায়ই ॥ পরশ পরবশ, মাতি খেলত,
গগণ পহু হি, গুলাল মেলত, বাঁপি দিনকর,-কিরণ অম্বর,
অক্লণ অতিশয় শোহয়ে । দলিত যুগমদ, পঙ্ক কেশর, তারি
হরমে, নিতাই শিরপর, ভ্রুকুটি করি কর, তালিকা রচি,
অদ্বৈত জন মন মোহয়ে ॥ নটন পটু নট, উঘটি থুঙ্কট, থৈ তা
তক তক, ধো দি দৃমি কট, দাঁ দৃমি কি দৃমি, দৃমি কি মুরজ,
সুদঙ্গ বাদক বায়ই । ভগত নরহরি, বলিত শ্রুতি সুর, গান
করু গতি,-বৃন্দ সুমধুর, দিরব পরিহরি, নিখিল সুর নর, নারী
কৌতুকে ধায়ই ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

হোলি খেলত গৌরকিশোর । রসবতী নারী গদাধর
কোর ॥ স্বেদবিন্দু মুখ পুলক শরীর । ভাবভরে গলতহি
লোচনে নীর ॥ ব্রজরস গায়ত নরহরি সঙ্গে । মুকুন্দ মুরারি
বাস্ত নাচত রঙ্গে ॥ খেনে খেনে মুকুছই পণ্ডিত কোর । হের-
ইতে সহচর স্বে ভেল ভোর ॥ নিকুঞ্জ মন্দির পহুঁ কয়ল

বিথার । ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার ॥ কাঁহা গোব-
র্দ্ধন যমুনাকো কুল । কাঁহা মালতী বুথী চম্পক ফুল ॥ শিবা-
নন্দ কহে পছঁ শুনি রস বাণী । যাহা পছঁ গদাধর তাহা রস
খানি ॥

এক দিন এথা নিত্যানন্দ হৃদধর । পূর্ব-রাস- লীলারসে
উল্লাস অন্তর ॥

গীতে যথা—কেদারঃ ॥

কি মধুর মধুনিশা, চাঁদে আলো কৈলে দিশা, বহে মন্দ
মলয় সমীর । জাহ্নবী যমুনা প্রায়, নির্মল পুলিন তায়, কুহরে
কোকিল শিখী কীর ॥ আজু কি কোঁহুক নদীয়াতে । মোঙরি
পুরুষ রস, নিতাই পুলক-অঙ্গ, তিলেক নারয়ে থির হৈতে ॥

দেখিয়া নিতাইর মুক্তি, ক্রীণীর সুন্দর অঁকি, প্রেমা-
বেশে অবশ হইলা । কেহ না ঘেবন বাঁধে, গায় মতে নানা
ছাঁদে, বলাই চাঁদের রাসলীলা ॥ দেবতা মানুসে মিলি,
নাচে বাছ তুলি তুলি, নানা বাদ্য বায় অনিবার । দাস নরহরি
কয়, জগ ভরি জয় জয়, নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার ॥

এথা গৌরচন্দ্র পূর্বলীলা প্রকাশিলা । ক্রীত-গণের চীর
হরণ করিলা ॥

তথাহি ক্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে পঞ্চমসর্গে ॥

ততঃ কদাচিত্তজনীমুখে স বি-

বদ্রান্ সমাকৃষ্য বিলম্বভাবান্ ।

চক্রে করান্তোরুহকেণ চক্ৰা
 ভূত্যান্ রসজ্ঞো রসদো নরাণাং ॥
 এবং প্রভুঃ ক্রীড়নকং স কৃত্বা
 কৃণাদ্দদৌ বস্ত্রগগান্ সমস্তান্ ।
 তেভ্যঃ পুরস্তে পরিধায় হস্তা
 বাসাংসি সাকং জহুমুর্নারিণা ॥

গীতে যথা—শ্রীরাগঃ ॥

গোরা,-টাঁদের কি বা এ লীলা । পুরুষে গোপিকা,-চির
 হরে এবে সে ভাবে বিহ্বল হৈলা । চাহি, শ্রিয় পরিকর
 পানে । ভঙ্গী করি চীর, হরে সে সবার, কেবা এ মরম
 জানে ॥ সেন, হইল সকলি সেই । সুখের অবাধি, মাধি নিজ
 কায়, সবারে বসন দেই ॥ দেখি, দাস নরহরি ভণে । ভুবনের
 মাঝে, কেনা উনমত, এ চারু-চরিত-গানে ॥

গগনসহ এখা প্রভু শচীর তনয় । গোবর্দ্ধন-ধারণাদি-লীলা
 প্রকাশয় ॥ ওহে শ্রীনিবাস গৌরলীলা মনোহর । মনের
 আনন্দে কেনা চিস্তে নিরস্তর ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে

শ্রীমদ্রূপস্য শিক্ষাপরিচ্ছেদে ॥

কভু ভক্তি রসশাস্ত্র করয়ে লিখন । চৈতন্য কথা শুনে
 করে চৈতন্য চিস্তন ॥ চৈতন্যচন্দ্রের নিত্যলীলা রসায়ন ।
 নিশাস্ত নিশা পর্যাস্ত চিস্তে বিজগণ ॥



তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং ॥

নিশাস্তে গৌরচন্দ্রস্য শয়নঞ্চ নিজালয়ে ।

প্রাতঃকালে কৃতোস্থানং পর্য্যাক্ষাৎ স্বগণাস্থিতং ॥ ১ ॥

মুখপ্রক্ষালনং চৈব বাসিতৈর্ব্যারিতিমূদা ।

তৈলাভিমর্দনং তত্র স্নানং তদ্রোজনাদিকং ॥ ২ ॥

পূর্ব্বাহ্নসময়ে ভক্তমন্দিরে পরমোৎসুকং ।

মধ্যাহ্নে পরমাশ্চর্যাং কেলিং সুরসরিতটে ॥ ৩ ॥

অপরাহ্নে নবদ্বীপভ্রমণং ভূরিকৌতুকং ।

সায়াহ্নে গমনং চারু শোভনং নিজমন্দিরে ॥ ৪ ॥

প্রদোষে প্রিয়বর্গাচ্যং শ্রীবাসভবনে তথা ।

নিশায়াং স্বরসানন্দং শ্রীমৎসঙ্কীর্তনোৎসবং ॥ ৫ ॥

গীতে যথা—যথারাগঃ ॥

নিশি অবশেষে, লসত নদায়া শশী, শয়ন সেজে নিজ
মন্দির মাছি । ঝল মল অঙ্গ, কিরণ মন রঞ্জন, মনমথ মথন,-
ভঙ্গি সম নাহি ॥ প্রাতঃ সময়ে স্ন,-ক্রিয়া রত সুরধুনী,-অব-
গাহন করু পরম উলাস । গণ সহ বিবিধ ভাঁতি করি ভোজন,
পল ছন শয়ন সেবই সব দাস ॥ পূর্বাাহ্নে পরি তোষ করই
সবে, ধরি নব বেশ, নিকশে চিত-চোর । পরিকর সহ পরি,-
কর গৃহে বিলসত, বুঝব কি প্রেমক,-গতি ন ছ ওর ॥ ধন্য
লময় ম,-মধ্যাহ্নে সরসি বন,-রাজি স্মৃতিতল,-সুরধুনি তীর ।
বিবিধ কেলিতহি, কো কবি বরণব, নিরখত স্বরসন, ে ঠ
অধির ॥ অতি-অপরূপ, অপরাহ্ন সময়ে, নদায়া মধি, ভ্রমণ

করয়ে গণ সঙ্গ । শোভা ভুবন বি,-জই রস বাদর, নিরাধি
নগর নব নারী উমঙ্গ ॥ সাজ সময়ে নিজ, ভবনে গমন করু,
শ্রীশচীদেবী মুদিত মুখ হেরি । অদভূত রঙ্গ,-প্রকট পঙ্খ দর-
শনে, কত শত লোক, আয়ত কত বেরি ॥ সময় প্রদোষ হি,
তোষি জননী-মন, প্রিয় শ্রীবাস মন্দিরে উপনীত । অধিক
উচ্ছাহ, ভকত গণতহি, পঙ্খ রচই স্ববেশ মধুরতর রীত ॥
বিমল নিশার, সময়ে সঙ্কীর্ণনে, মাতি মুদিত হিয়, কোতুক
জোর । গণ সহ পুন নিজ,-ভবনে শুভই নর,-হরি পঙ্খ রস-
দয় গৌর কিশোর ॥

নবদ্বীপে বৈছে বিহরয়ে গোরারায় । ব্রহ্মাদিদেবেও
তার অন্ত নাই পায় ॥ যে নৃত্য কীর্তন ভাবাবেশ এই থানে ।
যে কৃপা প্রকাশ তা দেখয়ে ভাগ্যগানে ॥

গীতে যথা-কামোদঃ ॥

শচীর তুলাল গোরা নাচে ॥ দেবের তুলত ধন যারে
তারে যাচে ॥ ক্র ॥

পতিতেরে হেরিয়া ধরিতে নারে অঙ্গ । ক্ষণে ক্ষণে উঠে
কত ভাবের তরঙ্গ ॥ বল মল করয়ে কনক জিনি আভা ।
বিপুল পুলকাবলি বলিত কি শোভা ॥ ভাসয়ে শ্রীমুখ বুক
নয়নের জলে । দুটি বাহু তুলিয়া মঘনে হরি বোলে ॥ উন-
মত ভকত ফিরয়ে চারি পাশে । জয় জয় কলরব এ ভূমি
আকাশে ॥ পঙ্খ-পানে হেরি কেহ ধৈর্য না বাঁধে । নরহরি
ও রাঙ্গা চরণে পড়ি কাঁদে ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

নাচে গোরা গুণমণি, কেবল প্রেমের খনি, প্রিয়পরিকর
চারি পাশ । শোভা অপরূপ মেন, উড়ুগণ মাঝে যেন, কনক
চন্দ্রমা পরকাশ ॥ শিরীষ কুসুম জিনি, অকোমল তলু থানি,
পুলক বলিত মনোহর । প্রকুল কমল দূরে, বদনে মদন-ঝুরে,
হাসি মাখা অরুণ অধর ॥ কত না ভঙ্গিমা করি, ভুজ তুলি
বলে হরি, বরিশে অমিয়া অনিবার । অতিসকরণ হিয়া, পতি-
তেরে নিরখিয়া, অঁখি বহে অরধুনীধার ॥ বাজে খোল কর-
তাল, চরণ চালনি ভাল, দেখি কেবা না হয় মোহিত । না
রহিল দুঃখ শোক, মাতিল সকল লোক, নরহরি এ স্থখে
বঞ্চিত ॥

পুনঃ মেঘরাগঃ ॥

গোরা বড় দয়ার ঠাকুর । সঙ্গীর্তন মেঘে প্রেম বরিশে
প্রচুর ॥ পরিকরমাঝে সাজে ভালো । অপরূপ রূপেতে ভুবন
করে আলো ॥ নাচয়ে কত না ভঙ্গি করি । কেবা বা ধরিশে
হিয়া সে মাধুরী হেরি ॥ করতাল বাজয়ে মৃদঙ্গ । গায়য়ে মধুর
গীত অমিয়া তরঙ্গ ॥ কেহ হাসে কেহ কেহ কাঁদে । ভূমে
গড়ি যায় কেহ থির নাহি বাঁধে ॥ জয় ধ্বনি এ ভূমি আকাশ ।
মাতিল পামর হীন নরহরিদাস ॥

পুনর্ধানশী ॥

ভুবনপাবন গোরাচাঁদ । অখিল জীবের মন ফাঁদ ॥ নাচে

প্রভু প্রেমের আবেশে । অক্লণনয়ন জলে ভালে ॥ ভুজ তুলি
হরি হরি বোল । পতিতে ধরিয়া করে কোল ॥ নিজরসে
সরারে ভাসায় । চারি পাশে পারিষদ গায় ॥ সুকোমল অঙ্গ
আছাড়িয়া । গড়ি যায় ধুলায় পড়িয়া ॥ দেখিয়া সকল জীব
কাঁদে । নরহরি থির নাহি বাঞ্চে ॥

কি বলিব সঙ্কীৰ্ত্তন সুখে মগ্ন হৈয়া । শ্রীবাস-ভবনে চলে
নিজালয় গিয়া ॥ এক দিন রাত্রে প্রভু শ্রীবাস অঙ্গণে । দ্বারে
দিয়া কপাট বিহ্বল সঙ্কীৰ্ত্তনে । গোপাল চাঁপাল নামে পাষণ্ড
প্রধান । শ্রীবাসের দুঃখ যাতে এই কৰ্ম্ম তান ॥ মদ্যভাণ্ড
সিন্দূরাদি রাখি এই দ্বারে । মনের আনন্দে তেঁহ গেলা নিজ-
ঘরে ॥ প্রভাতে শ্রীবাস তা দেখায় শিফটগণে । সেন্থান সং-
স্কার করাইলা সেই ক্ষণে ॥ শ্রীবাসের স্থানে তেঁহ অপরাধ
কৈল । দিন দুই তিন মধ্যে কুষ্ঠন্যাতি হৈল ॥ গোপালচাঁপাল
কুষ্ঠে মহাদুঃখ পায় । কথোদিনে ভাল হৈল শ্রীবাসকৃপায় ॥
এক দিন প্রভু এথা নৃত্যে মগ্ন ছিল । দ্বারে এক বিপ্র তাঁরে
আসিতে না দিলা ॥ তাঁর ইচ্ছা ছিল সঙ্কীৰ্ত্তন দেখিবারে ।
দেখিতে না পাই দুঃখে গেলা নিজ-ঘরে ॥ এক দিন গৌর-
চন্দ্রে গঙ্গাতীরে পায় । শাপায়ে প্রভুরে মহাক্রোধযুক্ত হৈয়া ॥
বজ্রসূত্র ছিড়িয়া কহয়ে বার বার । সংসারের সুখ নাশ হউক
তোমার ॥ বিপ্রশাপ শুনি মহাহর্ষে গৌরহরি । আইলেন
গঙ্গাতীর হৈতে স্নান করি ॥ ব্রহ্মা করি প্রভু-ব্রহ্মশাপ যেই
শুনে । ব্রহ্মশাপ হৈতে মুক্ত হয় সেই জনে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে ॥

ইতি শ্রদ্ধা হরেঃ শাপং শ্রদ্ধয়া পরয়া সকৃৎ ।

ত্রক্ষশাপাবিমুচ্যেত নরঃ সুখমবাগ্নুয়াৎ ॥

ওহে শ্রীনিবাস গণসহ এই খানে । প্রভু মহামত হৈয়া
নাচে সঙ্কীৰ্তনে ॥

গীতে যথা—সুহই ॥

মহাভুজ নাচে চৈতন্য রায় । কে জানে কত কত, ভাব
শত শত, সোনার বরণ গায় ॥ প্র ॥

শুনিয়া নিজগুণ, নাম শ্রীসঙ্কীৰ্তন, বিহরে নটবর রঙ্গে ।
নদীয়া-পুর-লোক, খণ্ডিল দুঃখ শোক, ডুবিল প্রেমতরঙ্গে ॥
প্রেমে ঢল ঢল, অঙ্গ নিরমল, পুলক-অঙ্কুর শোভা । আর কি
কহিব, অশেষ অনুভব, হেরি জগমন লোভা ॥ করুণা নিরি-
খনে, অসিয়া বরিষণে, অখিল ভুবন সিঞ্চিত । চৈতন্যদাস
গানে, অতুল প্রেমদানে, মুই সে হইনু বঞ্চিত ॥

পুনঃ সুহই ॥

গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া । অখিল-ভুবনপতি বিহরে
নদীয়া ॥ দিক্ বিদিক্ না জানে গোরা নাচিতে নাচিতে ।
চাঁদমুখে হরি বোলে কাঁদিতে কাঁদিতে ॥ গোলোকের প্রেম-
ধন জীবৈ বিলাইয়া । সঙ্কীৰ্তনে নাচে গোরা হরিবোল বলিয়া ॥
এ ভূমি আকাশ ভরি জয় জয় ধ্বনি । গায়য়ে অনন্তগুণ দিবস
রজনী ॥

পুনর্দানশী ॥

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি শুনি পছ হাশে । কম্পিত অধরে
গোরা গদ গদ ভাষে ॥ নাচয়ে গৌরাঙ্গ যার সঙ্গে নিত্যানন্দ ।
অবনি ভাসল প্রেমে বাঢ়ল আনন্দ ॥ গোবিন্দ মাধব বাসু
গায়েন মুকুন্দ । ভুলিল কীর্তনরসে পা'য়া নিজবৃন্দ ॥ রঙ্গিয়া
সঙ্গিয়া সে অমিয়া-রসে ভোর । বসু রামানন্দ তাহে লুবধ
চকোর ॥

পুনঃ স্মৃহই ॥

মাচত নটবর গৌরকিশোর । অভিনব ভঙ্গি ভুবন কর
ভোর ॥ বল মল অঙ্গকিরণ অনুপাম । হেরইতে মুরছত কত
কতকাম ॥ টলগল লোচনযুগল বিশাল । দোলত কণ্ঠে বলিত
বনমাল ॥ ঝরত অমিয় বিধুবদন উজোর । পিবই নয়নভরি
ভকত চকোর ॥ ঘন ঘন ভণয়ে মধুর হরিনাম । শুনইতে কো
ন রোয়ই অবিরাম ॥ পামর পতিত প্রেমরসে মাতি । না
দরপে কঠিন এ নরহরি ছাতি ॥

এক দিন হরিধ্বনি শুনি গৌরদায় । মুচ্ছিত হইয়া ভূমে
পড়িল এখায় ॥ ভক্তগণ চেতন করায় সঙ্কীর্ণনে । ভাবাবেশে
প্রভু কত কহে খেনে খেনে ॥ কে বুঝিতে পারে সেই ভাবের
বিকার । শুন শুন শ্রীনিবাস কহি কিছু আর ॥ এক দিন শ্রী-
বাসের গৃহে এই খানে । গোপীভাবে অদ্বৈত নাচয়ে সঙ্কী-
র্ণনে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ॥

এক দিন অদ্বৈত নাচয়ে গোপীভাবে । কীর্তন করেন
সবে মহা-অনুরাগে ॥

গীতে যথা—আশাবরী ॥

আজু নীতাপতি, অদ্বৈত নাচয়ে, গোপীভাবে অতি মধুর
ছাঁদে । বিপুল পুলক,-ময় হেম তনু, শোভা হেরি কেবা
ধৈর্য বাঁধে ॥ বারিজ নয়নে, বহে বারি ধারা, নারে নিবা-
রিতে না রহে ধৃতি ॥ লহু লহু হাসি,-মাথা-মুখ থানি, ঝল-
মল করে চন্দ্রমা জিতি ॥ ভুজ ভঙ্গি করু, ধরু পদতল, তালে
টলমল করয়ে মহী । মন্দ নন্দ কিবা, মৃদঙ্গ মন্দিরা, বায় কেহ
কেহ চৌদিকে রহি ॥ মনের উল্লাসে, প্রিয়গণ গায়, সে চারু
চরিত অমিয়া ঝরু । ভণে ঘনশ্যাম, গুণে কেনা বুঝে, জয়
জয় রবে ভুগ্ন ভরু ॥

গোপীভাবে অদ্বৈতের মহানন্দ মনে । নীলাচলে এ বর
মাগিলা প্রভুস্থানে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ॥

দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যে ত এবোভয়ে

রাধামাধবনিষ্ঠয়া কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ ।

সখ্যাদাবুভয়ত্র যে চ কেচন পরে যে বাবতারাস্তরে

মব্যাবদ্ধহৃদো হখিলান্ বিতনবৈ বিনামসিনঃ ॥

পরম দুর্লভ গোপীভাবে মত্ত হৈয়া । নাচয়ে অদ্বৈত
নানা ভঙ্গি প্রকাশিয়া ॥ নৃত্যের বিরাম তিলার্দ্রেক নাহি হয় ।

দন্তে তৃণ ধরি ভূমে পড়ি কত কয় ॥ তিলে তিলে বাঢ়ে প্রেম
 অধৈর্য্য অন্তর । অদ্বৈতের আৰ্ত্তি জানি আইলা বিশ্বস্তর ॥
 অদ্বৈতে করিয়া স্থির প্রভু গৌররায় । দ্বার দিয়া এই ঘরে
 বসিলা এথায় ॥ কি বলিব এই ঘরে হৈল মহারঙ্গ । অদ্বৈ-
 তেরে প্রভু দেখাইল বিশ্ব-অঙ্গ ॥ অকস্মাৎ নিত্যানন্দ আসিয়া
 দেখিল । নিত্যানন্দাদ্বৈত দৌহে বিহ্বল হইল ॥ এ দৌহার
 চরিত্র বৃত্তিতে শক্তি তার । নিত্যানন্দাদ্বৈতে ভেদবুদ্ধি নাই
 যার ॥ প্রেমাবেশে প্রিয়গণ-সঙ্গে গৌররায় । নিজ গৃহে গিয়া
 পুন আইলা এথায় ॥ গণ সহ প্রভু এই শ্রীবাস-অঙ্গণে । হই-
 লেন পরম বিহ্বল সঙ্কীৰ্ত্তনে ॥ ব্যাধি-যুক্ত ছিলেন শ্রীবাসের
 নন্দন । হেন কালে হৈল তাঁর বৈকুণ্ঠে গমন ॥ প্রভু-সুখ-ভঙ্গ
 হবে এ হেতু শ্রীবাস । সবে মানা কৈলা কেহ না কৈল
 প্রকাশ ॥ অন্তর্যামী প্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্ । মৃতপুত্র-মুখে
 কহাইলা দিব্য জ্ঞান ॥ শ্রীবাস গোষ্ঠীর পুত্রশোক গেলো
 দূরে । প্রভু-পায়ে ধরি কত কহিল প্রভুরে ॥ প্রভু আর্জ হৈয়া
 কহে মধুর বচন । নিত্যানন্দ আমি ছুই তোমার নন্দন ॥ প্রভুর
 কারুণ্য বাক্য শুনি প্রেমানন্দে । চতুর্দিকে জয় ধ্বনি করে
 ভক্তবৃন্দে ॥ প্রভু কতক্ষণ রহি কার্য্য সমাধিয়া । নিজ গৃহে
 গেলা গদাধর সঙ্গে লৈয়া ॥ এক দিন আসি এই শ্রীবাস
 অঙ্গণে । গণ সহ হৈলা মহাবিহ্বল কীৰ্ত্তনে ॥ শ্রীবাসভবন
 পাশে দর্জি এক জন । শ্রীবাসের বস্ত্র সিঞ্জে জাতি দে
 যবন ॥ এথা চতুর্ভূজ প্রভু দেখাইল তারে । দেখিলু দেখিলু

বলিয়া সে নৃত্য করে ॥ প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইলা সে যবন ।
 ঐছে লীলা প্রকাশয়ে শচীর নন্দন ॥ এক দিন প্রভু অন্ন মাগি
 শুক্লাশ্বরে । এই পথে গণ সহ গেলা তার ঘরে ॥ কি বলিব
 এথা মহাকৌতুক বাঢ়িল । ভুঞ্জিলেন প্রভু শুক্লাশ্বর পাক
 কৈল ॥ থাইলা তাম্বুল বসি করিয়া ভোজন । গণ সহ প্রভু
 এথা করিলা শয়ন ॥ প্রভুর লেখক শ্রীবিজয় সেই খানে ।
 প্রভু-হস্ত-স্পর্শে কি দেখিল কেবা জানে ॥ কারে কিছু না
 কহিলা প্রভুর আজ্ঞায় । বাহুহীন ভ্রমে সপ্ত দিন নদীয়ায় ॥
 কি বলিব শুক্লাশ্বর-ঘরে নানা রঙ্গ । ঐছে সর্বত্রই বিলসয়ে
 গণ সঙ্গ ॥ এক দিন এই খানে প্রভু গৌরহারি । মধু আন মধু
 আন ডাকে উচ্চ করি ॥ হলধর-ভাবে প্রভু হইলা বিহ্বল ।
 নিত্যানন্দ ঘট ভরি দিল গঙ্গাজল ॥ নানা ভাবে নৃত্য প্রভু
 করে এই খানে । না ধরে ধৈর্য বৃন্দাবনলীলা-গানে ॥ এথা
 প্রেমাবেশে বংশী শ্রীবাসে মাগয় । গোপী হরি নিল * বংশী
 শ্রীবাস কহয় ॥ শুনি প্রভু বোল বোল বোলে হর্ষ হৈয়া ॥
 শ্রীবাস কহিল ব্রজলীলা বিস্তারিয়া ॥ শ্রীবাসের মুখে শুনি
 বৃন্দাবনলীলা । প্রেমাবেশে তারে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥ এক
 দিন নৃসিংহ-আবেশে গৌররায় । পাষণ্ডি মারিতে হাতে গদা
 লৈয়া ধায় ॥ নৃসিংহ-আকার দেখি লোক ভয়ে ভাগে । বাহু
 পাই গদা ফেলে শ্রীবাসের আগে ॥ এথা বসি প্রভু কিছু
 কহি শ্রীবাসেরে । শ্রীবাসের বাক্যে হর্ষে গৈলা নিজ ঘরে ॥

* “গোপী বংশী চোরাইল” পাঠান্তর ।

ওহে বাপ জীনিবাস বলিয়ে তোমারে । জগত মোহিত এই
নদীয়া বিহারে ॥ একদিন এথা বৈসে বিশিষ্ট সকল । পরস্পর
কহে হৈয়া প্রেমায বিহ্বল ॥ গোরা বড় দয়ালু উপমা নাই
দিতে । গোরা-রূপ গুণে কেবা না ঝুরে জগতে ॥

গীতে যথা-স্বহই ॥

নাহি, নাহিরে গোরাক্স বিষ্ণু, দয়ার ঠাকুর নাহি আর ।
রূপাময় গুণনিধি, সন মনোরথ সিধি, পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ অবতার ॥
কলি কবলিত যত, জীব সব মুরচ্ছিত, নাহি তার মহৌষধি
তন্ত্র । গতিহীন ক্ষীণ প্রাণী, দেখি মৃত সঞ্জীবনী, প্রকাশিলা
হরিনাম মন্ত্র ॥ রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে যুদ্ধে অস্ত্র ধরে,
অস্ত্রের করিল সংহার । এবে অস্ত্র না ধরিল কারু প্রাণে না
মারিল, মন শুদ্ধ করিল সবার ॥ এ হেন মহিমা তাঁর, পাষণ
হৃদয় বার, সে হইল মুনির সোমর ॥ দৈবকীনন্দনে ভণে, হেন
প্রভু যে না মানে, সে ভাড়িয়া গঁড়িয়া শৃকর ॥

পুনর্ধানশী ॥

বড় অবতার ভাই বড় অবতার । পতিতেরে বিলায়ল
প্রেমের ভাণ্ডার ॥ বড় অপরূপ যেন গোরাচাঁদের লীলা ।
রাজা হৈয়া কাঁধে করে বৈষ্ণবের কোলা ॥ হেন অবতা
রের উপমা দিতে নারি । সঙ্কীৰ্ত্তন-মাঝে নাচে কুলের
বৌহারি ॥ সব লোক ছাড়ে যারে অপরস বলি । দেবগণ
মাগে এবে তার পদধূলি ॥ যবনে হ নাচে গায় লয় হরিনাম ।

হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম ॥

পুনঃ কাগোদঃ ॥

জলের জীব কাঁদে, দেখিয়া প্রতিবিম্ব, কাননে কাঁদে পশু
পাখী । তরুয়া পুলকিত, পাষাণ দরবিত, শুনিয়া অন্ধ কাঁদে
ডাকি ॥ অপরূপ গোরাচাঁদের দেহ । অসীম অনুভব, এক
মুখে কি কব, মনে যে মুখে না আসে সেহ ॥ (কুলের কুলবধু,
ফুকরি সেহ কাঁদে, বধির জড় কাঁদে ধাঁদে। মায়ের স্তন ছাড়ি,
তুধের বালক, না জানি কিবা লাগি কাঁদে ॥) এমন অবতার,
হবেক নাহি আর, কেবল করুণার সিদ্ধু । পতিত মূঢ় জড়,
অজড় উদ্ধারল, কেবল বঞ্চিত যত্ন ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর । ভক্তে সে জানিতে
পারে প্রভুর অন্তর ॥ কুন কুন ভক্ত এই নির্জনে বসিয়া ।
কেহ কারু পানে চায় ব্যাকুল হইয়া ॥ কেহ কহে এই কথো-
দিবস হইতে । না জানি কি করে হিয়া প্রভুকে দেখিতে ॥
কেহ কহে যে দিবস চৈতন্য লৈয়া হাতে । ক্রোধ করি গেলা
প্রভু পটুয়া মারিতে ॥ সেই দিন হৈতে প্রভু হইলা কেমন ।
বুঝিবা করেন শীঘ্র সম্যাস গ্রহণ ॥ কেহ কহে এ কথা হইল
স্পষ্ট প্রায় । বিশেষে জানিনু নিত্যানন্দের চেষ্টায় ॥ ঐছে
কত কহি গেলা মুকুন্দ আলয়ে । তেঁহ বসি আছে মহাব্যাকুল
হৃদয়ে ॥ গদাধর পণ্ডিতের ঘরে সবে গিয়া । হইলা অর্ধৈর্ঘ্য
অতি তাঁরে নিরখিয়া ॥ চলিলেন সকলে শ্রীবাসের আশ্রয় ।
নিবারিতে নারে বারিধারা নেত্রে বয় ॥ হেন কালে আইলা

প্রভু শ্রীবাসের ঘরে । দেখিয়া ভক্তের চেষ্টা স্থির হৈতে
 নারে ॥ ভক্তসহ প্রভুর হইল বহু কথা । যুঁচাইতে নারে ভক্ত-
 হৃদয়ের ব্যথা ॥ প্রভু ভক্তে কহে পুন মধুর বচন । লোকরক্ষা
 লাগি মোর সম্মাস গ্রহণ ॥ না কর আশঙ্কা তোমা সব না
 ছাড়িব । জন্ম জন্ম তোমা সবাসহ বিলসিব ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ॥

“এই মত আছে আর দুই অবতার । কীর্তন আনন্দরূপ
 হইব আমার ॥ তাহাতে ও তুমি সব এইমত রঙ্গে । কীর্তন
 করিবা মহাস্থখে আগা সঙ্গে ॥” প্রভুর এ বাক্যে সবে কিছু
 স্থির হৈলা । সবে আলিঙ্গিয়া প্রভু নিজগৃহে গেলা ॥ পরস্পর
 শুনি আই সম্মাসের কথা । মহাস্থখে মুচ্ছিত হইয়া পড়ে
 এথা ॥ (এথা পুত্র প্রতি কত কহিলা জননী । বিদরে পাষণ
 সে সকল কথা শুনি ॥ দেখি প্রভু জননীর জীবন সংশয় । এই
 গোপ্যস্থানে মাতা প্রতি কত কয় ॥ যে যে অবতারে মাতা
 হৈলা শচী আই । তাহা কহি পুন কিছু কহেন নিমাই ॥ এবে
 মাতা কীর্তনাস্বাদিলা বহু পায়া । এছে কীর্তনারম্ভিব পুনর্জন্ম
 লৈয়া ॥)

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ॥

আর দুই বার এই সঙ্কীৰ্তনারম্ভে । হইব তোমার পুত্র
 অতি অবিলম্বে ॥ এইমত তুমি মোর মাতা জন্ম জন্মে ।
 তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্মে ॥” ইহা শুনি আই
 কিছু হইলেন স্থির । তথাপিহ নিবারিতে নারে নেত্রনীর ॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় প্রভু যন্ত্রে প্রবোধয় । তাঁর প্রেম-চেষ্টায় কেবা
বা স্থির হয় ॥ সন্তে প্রবোধিয়া প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর । সঙ্কীৰ্ত্তন-
আনন্দে বিহরে নিরন্তর ॥ এঁছে সন্তে নিমগ্ন হইলা সঙ্কীৰ্ত্তনে ।
প্রভু যে যাবেন কারু স্মৃতি নাই মনে ॥ করিব সম্যাস প্রভু
ইথে নদীয়ায় । যার যাতে শোভা তাহা হৈল হীনপ্রায় ॥

গীতে যথা—দেশপালঃ ॥

গোরাচাঁদ ছাড়ি, যাবে নৈদা * এথে, তরঙ্গরহিত জাহ্ন-
বী-ধারা । শান্তু ভগবতী, গণপতি মূর্তি, যত ছিল হৈল মলিন
পারা ॥ তরু লতা কুল, পল্লবিত নহে, নাবিক সে পুষ্প স্নগন্ধ
হীনা । তাহে না বৈসে, না পিয়ে পুষ্পরস, না গুঞ্জে ভ্রমর
ভ্রমরী দীনা ॥ পিকু কুল কল,-রব বিরহিত, না নাচে ময়ূর
ময়ূরী সনে । শারী শুক নানা, পাখী আঁখি বুঝে, নারে উড়ি-
বারে ব্যাকুল বনে ॥ ধেনুগণ হাঙ্গা,-রবে না ধায়য়ে, মুগাদি
পশু না ধরয়ে ধৃতি । ভণে নরহরি, শোভা দূরে দুখ, সম্বরিতে
নারে নদীয়া ক্রিতি ॥

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র ইচ্ছাময় । কখন ছাড়িব ঘর
কেহ না জানয় ॥ গৃহ ছাড়িবেন প্রভু, তার পূৰ্ব্ব দিনে । হই-
লেন এথা মহামত্ত সঙ্কীৰ্ত্তনে ॥ এথা সিংহাসনে বৈসে প্রভু
বিশ্বস্তর । দিব্য মালা চন্দনে ভূষিত কলেবর ॥ পরম সুন্দর
শোভা উপমা কি দিতে । দেবতা মানুষে মিলি আইসে

দেখিতে ॥ সতে প্রণমিয়া করে প্রভুর দর্শন । ত্রিচাঁচর কেশ
 দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ মন্দ মন্দ হাসি প্রভু উল্লাস অন্তরে ।
 আপন গলার মালা দেন সবা কারে ॥ পাইয়া প্রসাদ প্রভুগণ
 হর্ষ হৈয়া । করি হরি ধ্বনি রহে মুখ পানে চা'য়া ॥ প্রভু সবা
 প্রতি কহে যদি মোরে চাও । তবে সবে নিরন্তর কৃষ্ণগুণ
 গাও ॥ এছে সবে উপদেশে প্রভু বিশ্বস্তর । হেনকালে লাউ
 লৈয়া আইলা ক্রীধর ॥ হৈল রাত্রি কালি যাব প্রভু ভাবে
 মনে । ভক্তের সামগ্রী উপেক্ষিব বা কেমনে ॥ হেনকালে
 দুগ্ধ লৈয়া আইলা এক জন । মায়ে কহে দুগ্ধলাউ করিতে
 রন্ধন ॥ আই যত্নে দুগ্ধলাউ রন্ধন করিলা । কৃষ্ণে সমর্পিয়া এথা
 পুজি ভুঞ্জাইলা ॥ হৈল বহু রাত্রি প্রভু এ ঘরে শুইল । প্রভুর
 ইচ্ছায় সতে নিদ্রা আকর্ষিল ॥ প্রভুর নাহিক নিদ্রা চারিদিকে
 চায় । হৈল রাত্রি শেষ শীঘ্র প্রভুর ইচ্ছায় ॥ উষাকালে আই-
 পদধূলি লৈয়া মাথে । করিতে সম্মাস প্রভু গেলা এই পথে ॥
 গন্তুকালে ॥ কেবল ক্রন্দন, নাই কথা । হুইলা পৃথিবী সম
 আই জগন্মাতা ॥ জড়প্রায় বসিয়াছে বাহির দুয়ারে । যে পথে
 গেলেন প্রভু সে পথ নেহারে ॥ ভক্তগণ না জানেন এ সকল
 কথা । প্রভুকে দেখিতে প্রাতে উপনীত এথা ॥ দেখি শচী-
 মায়ের যোদন অতিশয় । সতে জানিলেন আজি হইল
 বিজয় ॥ অকস্মাৎ গেলা প্রভু যো সতে ছাড়িয়া । এত বলি

কাঁদে সতে এথাই পড়িয়া ॥ অদ্বৈত আচার্য্য এথা করয়ে
ক্রন্দন । শুনি সে বিলাপ ধৈর্য্য ধরে কুন জন ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ॥

হে বিশ্বস্তরদেব হে গুণনিধে হে প্রেমবারাং নিধে,

হে দীনোদ্ধরগাবতার ভগবন্ হে ভক্তচিন্তামণে ।

অক্ষৌক্য দিশো দশোহন্ধতমসীকৃত্যখিলপ্রাণিনাং

শূন্যীকৃত্য মনাংসি মুঞ্চতি ভবান্ কেনাপরাধেন নঃ ॥

শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত-আদি ভক্তগণ । ভূমে লোটাইয়া এথা
করয়ে ক্রন্দন ॥ কাঁদয়ে অসংখ্য লোক ব্যাকুলহৃদয় । অশ্রু-
জলে হৈল মহী পঙ্ক অতিশয় ॥ পরম নিন্দুক পাষণ্ডিরগণ
কাঁদে । না চিনিবু প্রভু বলি স্থির নাহি বাঁধে ॥ (কি নারী
পুরুষ বাল বৃদ্ধ নদীয়ার । কাঁদিয়া বিকল, নারে ধৈর্য্য ধরি-
বার ॥) কহিতে না পারে কেহো প্রবোধ বচন । দুঃখের
সমুদ্রে মগ্ন হৈলা সর্বজন ॥ দেখিবু যে সব তাহা কহা নাহি
যায় । অদ্যাপিহ সে অনল জ্বলিছে হিয়ায় ॥ ওহে শ্রীনিবাস
কি বলিব বিশ্বস্তর । গৃহ হৈতে চলে একা কণ্টকনগর ॥
নিত্যানন্দদেব শ্রীপণ্ডিত গদাধর । শ্রীমুকুন্দদত্ত আর শ্রীচন্দ্র-
শেখর ॥ এ সবে পশ্চাৎ গিয়া প্রভুরে মিলিল । প্রভুর সম্মাস
কথা সর্বত্র ব্যাপিল ॥ কৃপা করি কেশবভারতী ভাগ্যবানে ।
সম্মাসগ্রহণ প্রভু করে তাঁর স্থানে ॥ সম্মাস সমরে কেহো
স্থির হৈতে নারে । ভুবয়ে অসংখ্য লোক দুঃখের সাগরে ॥
মাঘমাস শুক্লশুক্ল সময় সুন্দর । করিলেন সম্মাসগ্রহণ বিশ্বস্তর ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ডে ॥

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘমাস । তার শুরুপক্ষে প্রভু
করিল। সন্ন্যাস ॥ সন্ন্যাস করিয়া প্রভু প্রেমায অস্থির । কণ্টক-
নগর হৈতে হইলা বাহির ॥ শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আসি নদীয়ায় ।
দেখে প্রভু বিচ্ছেদাগ্নি দন্ধয়ে সবায় ॥ শ্রীচন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসিতে
সবে ধায় । প্রভুর সংবাদ এথা কহে শচীমায় ॥ অষ্টৈতাদি
শুনি সবে প্রভুর সন্ন্যাস । হইলেন যৈছে তা কি কব শ্রীনিবাস ॥
প্রভু রাঢ়ে ভ্রমি রাঢ়-ভাগ্য জন্মাইলা । গঙ্গাভীরে আসি গঙ্গা-
স্নানে হর্ব হৈলা ॥ কুলিয়াগ্রামের সন্নিকটানে প্রভু গিয়া ।
নিত্যানন্দে দিল নদীয়ায় পাঠাইয়া ॥ নদীয়ায় আসি পদ্মাবতীর
তনয় । প্রথমেই প্রভুর ভবনে প্রবেশয় ॥ এথাই বসিয়া ছিল।
শচী ঠাকুরাণী । দ্বাদশ উপাসে অতি ক্ষীণ তনু থানি ॥ আইর
চরণে প্রণমিলেন নিতাই ॥ আইস হ বাপ বলি মূর্ছাপন্ন আই ॥
নিত্যানন্দে দেখি মহাভাগবত-গণ ॥ কহিতে কি জানি সৈছে
করয়ে ক্রন্দন ॥ সব। প্রতি নিতাই কহয়ে মৃদুভাসে । লইতে
আইনু সবে চল প্রভু-পাশে ॥ কুলিয়া গেলেন প্রভু মোরে
পাঠাইয়া । শান্তিপুত্র যাইবেন কুলিয়া হইয়া ॥ নিত্যানন্দবাক্যে
সবে আনন্দ বিহ্বল । হইয়াছিলেন ক্ষীণ হৈল মহাবল ॥
নিত্যানন্দ শ্রীশচী আইরে কত কৈয়া । করাইলা রক্ষন করিল
যত্ন পাশা ॥ অন্ন ব্যঞ্জনাদি আই ক্রমে সমর্পিল । আগে
আই নিত্যানন্দে প্রসাদান দিল ॥ তবে সর্ব বৈক্যবে করিয়া
পরিবেশন । সভা সম্ভোগিয়া আই করিলা ভোজন ॥ বিয়ুপ্রিয়া

দেবী এথা প্রসাদ ভুঞ্জিল । সর্ব বৈষ্ণবের মহা আনন্দ
 জন্মিল ॥ তবে নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভু-প্রিয়গণ । সাজিলেন
 গৌরচন্দ্রে করিতে দর্শন ॥ নদীয়ার শ্রীপুরুষ বাল বৃদ্ধ যত ।
 চলয়ে দর্শনে শোভা কে কহিবে কত ॥ পূর্বের নিন্দা কৈল যত
 পাবণ্ডির গণ । তারা চলে প্রভুপদে লইতে শরণ ॥ নবদ্বীপ
 ফুলিয়া মগর শান্তিপুরে । লোক গতায়ত সংখ্যা কে করিতে
 পারে ॥ নবদ্বীপবাসী যত প্রভু-প্রিয়গণ । শ্রীশচী মাতায়
 লৈয়া করিল গমন ॥ হেন কালে কেহো আসি কহে লহ লহ ।
 অদ্য অদ্বৈতের গৃহে আইলেন প্রভু ॥ শুনি চতুর্দিকে লোক
 করে ধাওয়া ধাই । (এই পথে শান্তিপুরে চলিলেন আই ॥
 অদ্বৈতের গৃহে গিয়া দেখি বিশ্বস্তরে ॥ কহিতে কি জানি বাহা
 হইল অন্তরে ॥ পুত্র কোলে করি আই দুঃখ পাসরিল ।
 করিয়া রন্ধন পুত্রে ভিক্ষা করাইল ॥ শ্রীবাস নুরারিগুণ-আদি
 ভক্তগণ । প্রভু বেড়ি করিল অদ্ভুত সঙ্গীর্ভন । নৃত্য করি
 তিন প্রভু বৈসয়ে উল্লাসে । শোভা দেখি লোক কত কহে
 যুহুভাষে ॥

গীতে কথা—কামোদঃ ॥

আহা মরি মরি, দেখ আঁখি ভরি, ভুবনমোহন রূপ ।
 অদ্বৈত আনন্দ,-কন্দ নিত্যানন্দ, চৈতন্য রসের ভূপ ॥ যিনি
 বিদুষটা, বদনের ছটা, মদনগরব হরে । লহ লহ হাসি, স্বধা
 রাশি রাশি, বরিসে রসের ভরে ॥ করে ঝল মল, তিলক
 উজ্জ্বল, ললিত লোচন ভুরু । কিবা বাহুশোভা, মুনিমনো-

লোভা, বক্ষ পরিসর চারু ॥ গলে শোভে ভাল, নানা ফুলমাল,
স্ববেশ বসন সাজে । অরুণ চরণ, বিলসয়ে ঘন, শ্যামের
হৃদয়-মাঝে ॥

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের কৃপায় । (স্ত্রী বালক বৃদ্ধ যুবা
সবে নাচে গায় ॥ প্রেমভক্তি রত্ন প্রভু সবে করে দান ।
অদ্বৈতভবন হৈল বৈকুণ্ঠসমান ।) শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত-আদি
ভক্তগণে । দিলেন পরমানন্দ প্রবোধ বচনে ॥ প্রভু জননারী
পরিতোষ জন্মাইলা । এই পথে আই নিজ ভবনে আইলা ॥
যে আনন্দ হইল শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে । তাহা বর্ণিবারে নারে
সহস্র বদনে ॥ সবে প্রবোধিয়া প্রভু করয়ে গমন । নিত্য-
নন্দ-আদি সঙ্গে চলে কত জন ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ॥

নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ । সংহতি জগদানন্দ
আর ব্রহ্মানন্দ ॥ পরম কোতুকে প্রভু নীলাচলে গেলা ।
সর্বত্র ভ্রমিয়া নীলাচলে বাস কৈলা ॥

গীতে যথা—কানোদঃ ॥

শচীশ্রুত গৌরহরি, নবরূপে অবতরি করিলেন বিবিধ
বিলাস । সঙ্গে লৈয়া শ্রিয়গণ, প্রকাশিয়া সঙ্কীৰ্ত্তন, বাড়াইলা
সবার উল্লাস ॥ কিবা সে সন্ন্যাসবেশে, ভ্রমি পছ দেশে দেশে,
নীলাচলে আসিয়া রহিলা । রাধিকার প্রেমে মাতি, না জানি
দিবা রাত্টি, সে প্রেমে জগৎ মাতাইলা ॥ নিত্যানন্দ বলরাম,
অদ্বৈত গুণের ধাম, গদাধর শ্রীধামাদি যত । দেখি সে অদ্ভুত

রীতি, কেহ না ধরয়ে ধৃতি, প্রেমায বিহ্বল অবিরত ॥ দেবের
 দুর্লভ রত্ন, বিলাইলা করি যত্ন, কৃপার বালাই লৈয়া মরি ।
 কৈলা কলিযুগ ধন্য, প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য, যশ গায় দাস নরহরি ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু রহি নীলাচলে । নিত্যানন্দে পাঠায়েন
 শ্রীগৌড়মণ্ডলে ॥ নিভূতে নিতাইচাঁদে কহিল যে কথা । প্রভুর
 ইচ্ছায় ব্যক্ত না হইল তথা ॥ গোড়ে আইসে নিত্যানন্দ
 করুণার নিধি । সঙ্গে অভিরাম দাস গদাধর-আদি ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ॥

রাম-দাস গদাধর-দাস মহাশয় । রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা ভক্তি-
 রসময় ॥ কৃষ্ণদাস-পণ্ডিত পরমেশ্বরী-দাস । পুরন্দর পণ্ডিতের
 পরম উল্লাস ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপের যত আগুগণ । নিত্যানন্দ-
 সঙ্গে সবে করিলা গমন ॥ গমনের কালে যে কহিলা গৌরচন্দ্র ।
 তাহাই করেন স্থির হৈয়া নিত্যানন্দ ॥ ভ্রমিয়া উৎকল দেশ
 গৌড়দেশে গতি । প্রেমাবেশে পতিত দুঃখিত দয়া অতি ॥

গীতে যথা—আত্মীৱী ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার । পতিত উদ্ধার লাগি
 বাহু পসার ॥ গদ গদ মধুর মধুর আধ বোল । যারে দেখে
 তারে প্রেমে ধরি দেই কোল ॥ ডগ মগ নয়ন ঘুরয়ে নিরন্তর ।
 সোনার কমলে ঘেন ফিরয়ে ভ্রমর ॥ দয়ার ঠাকুর নিতাই
 পরদুখ জানে । হরিনামের মালা গাঁথি দিল জগজনে ॥ পাপ
 পাষণ্ডী যত করিলা দমন । দীন হীন জনে কৈল প্রেমবিতরণ ॥
 আহা শ্রীগৌরানন্দ বলি পড়ে ভূমিতলে । শরীর ভিজিল

নিতাইর নয়নের জলে ॥ বৃন্দাবনদাস এই মনে বিচারিল ।
ধরণী উপরে কিবা বিজুরি পড়িল ॥

পুনঃ গঙ্গলঃ ॥

গজেন্দ্র গমনে যায়, সাকরুণ দিঠে চায়, পদভরে মহী
টলমল । মহামন্ত্র-সিংহ যিনি, কম্পবতী মেদিনী, পাষণ্ডিগণ
শুনিয়া বিকল ॥ আয়ত অবধূত করুণার সিদ্ধু । প্রেমে গর
গর মন, করে হরিসঙ্কীৰ্ত্তন, পতিতপাবন দীনবন্ধু ॥ ৫৮ ॥

ছকার করিয়া চলে, অচল সচল নড়ে, প্রেমে ভাসে অমর
সমাজ । সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ গেলুন সঙ্গে, অলখিত করে
সব কাজ ॥ শেষশায়ী সঙ্কীৰ্ত্তন, অবতারী নারায়ণ, ষাঁর অংশ
কলায় গগণ । কৃপাসিদ্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্তা, সেই
রাম রোহিণী নন্দন ॥ যার লীলা লাবণ্য ধাম, আগম নিগমে
গান, যার রূপ মদনমোহন । এবে অকিঞ্চন বেশে, কিরে পঙ্ক
দেশে দেশে, উদ্ধার করয়ে ত্রিভুজন ॥ ত্রজের বৈদগ্ধী মার,
যত যত লীলা আর, পাইবারে যদি থাকে মন । বলরাম
দাসে কয়, ননোরণ সিদ্ধি হয়, ভজ ভাই শ্রীপাদ-চরণ ॥

সর্বত্র হইল ধ্বনি নিত্যানন্দ রায় । আইলেন গোড়দেশে
বিহ্বল প্রেমায়া ॥ চতুর্দিকে ধায় লোক প্রভুরে দেখিতে ।
প্রভুর অদ্ভুত দয়া চুঃখিত পতিতে ॥

গীতে যথা—ধানশী ॥

গোরা-প্রেমে গর গর নিতাই আমার । অরুণ নখনে
বহে স্রবণি ধার ॥ বিপুল পুলকাবলি শোভে হেম গায় ।

গজেন্দ্র গমনে হিলি ছলি চলি যায় ॥ পতিতেরে নিরখিয়া
ছুবাছ পসারি । ফোড়ে করি সঘনে বোলায় হরি হরি ॥ এমন
দয়ার নিধি কে হইবে আর । নরহরি-অধম তারিতে অবতার ॥

পুনঃ পঠনশুরী ॥

নিতাইচাঁদ দরাময় নিতাইচাঁদ দরাময় । কলি জীবে এত
দয়া কভু নাই হয় ॥ খেনে কালা খেনে গোরা অঙ্গ হয় শীত ।
খেনে হাসে খেনে কাঁদে না পায় সম্বিত ॥ খেনে গোঁ গোঁ করে
গোরা বলিতে না পারে । গোরা-রাগে রাগা আঁখি জলেই
সাঁতারে ॥ আপনি ভাসিয়া রসে ভাসাইল ক্ষিতি । এ ভব
অচলে বড় রহল অবধি ॥

পুনঃ শ্রীরাগঃ ॥

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি । আনিয়া প্রেমের
বন্ডা ভাসালে অগনি ॥ প্রেমের বন্ডা লৈয়া নিতাই আইলা
গোড়দেশে । ডুবিল ভকতগণ দীনহীন ভাসে ॥ দীনহীন
পতিত পামর নাই বাছে । ব্রহ্মার ছল্লভ প্রেম সবাকারে
বাচে ॥ অবধি করুণাসিকু কাটিয়া মুহান । ঘরে ঘরে বুলে
প্রেম করুণার বান ॥ গোচন বোলে মোর নিতাই যেবা না
ভজিল । জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল ॥

প্রথমেই নিত্যানন্দ প্রিয়গণ সঙ্গে । পাণিহাটি গ্রামেতে
আইলা মহারঙ্গে ॥ রাঘবপণ্ডিত শ্রীমকরধ্বজ কর । সবার
হইল মহা-উল্লাস অন্তর ॥ রাঘবপণ্ডিত গৃহে যে নৃত্য কীর্তন ।
তাহা বর্ণিবার শক্তি ধরে কুন জন ॥ সঙ্কীৰ্তনে নিতাইচাঁদের

চারু শোভা । সে নৃত্য-ভঙ্গিমা মুনিজন মনো লোভা ॥

গীতে যথা—গান্ধারঃ ॥

আহা, মরি কি নিতাইর শোভা । কত না ভঙ্গিতে, নাচে
ভুজ তুলি, অখিল-ভুবন-লোভা ॥ ঘন ঘন গোরা বলে । হেম
ধরাধর, তনু অনুক্ষণ, ভাসয়ে আনন্দ-জলে ॥ করুণায় উমড়য়ে
হিয়া । দীনহীন জনে, করে মহাপ্রসাদ, প্রেম চিন্তামণি দিয়া ॥
কিবা, ভাবে মন্দ মন্দ হাসে । নরহরি কহে, কুলবতী সতী,
ধৈর্য ধরম নাশে ॥

পুনর্ধানশী ॥

কিবা নাচয়ে নিতাইচাঁদ । বালমল তনু অনুপম শোভা,
অখিল-লোচন-ফাঁদ ॥ ৫ ॥

কি নব ভঙ্গিতে, চাহে চারি ভিত্তে, না জানি কি রঙ্গে
ভোগা । আজানুলম্বিত, ভুজযুগ তুলি, সঘনে বোলয়ে গোরা ॥
কীর্তন বিলাস,-রসে ভাসে সদা, প্রিয় পারিষদ লৈয়া । দীন
হীন জন, ধায় চারি পাশে, করুণাবাস্তাস পা'য়া ॥ মাতিল
সকলে, ভাসে প্রেমজলে, কলির দরপ দূরে । নরহরি পছ,
গুণ গুণি গুণি, কেবা না জগতে বুঝে ॥

ত্রিনিত্যানন্দের অভিনেক হৈল তথা । অভিষেকে যে রঙ্গ
কি কহিব সে কথা ॥

গীতে যথা—আশাবরী ॥

আজু, আনন্দে নিতাই-চাঁদে । শোভাময় সিংহা,-সনে
বসাইয়া, কেহো না ধৈর্য বাঁধে ॥ স্রবা,-সিত গঙ্গাজল লৈয়া ।

পড়ি মন্ত্র মাথে, ঢালে জল দামো,-দর হরষিত হৈয়া ॥ জয় জয়
জয় ধ্বনি করি । মানুষে মিশা'য়া, স্বরগণ শোভা, নিরঞ্জে
নয়ন ভরি ॥ কেহো, গায় অভিষেক রঙ্গে । পরাইয়া শুষ্ক,-বাস
নরহরি, চন্দন দেই সে রঙ্গে ॥

বসিতে খটায় বনমালা পরাইয়া । শ্রীরাঘবানন্দ ছত্র ধরে
হর্ব হৈয়া ॥ পরিব কদম্বমালা রাঘবেরে কয় । রাঘব কহয়ে
এবে ফুল নাই হয় ॥ প্রভু কহে দেখহ অবশ্য ফুল আছে ।
দেখয়ে কদম্বফুল জন্মীরের গাছে ॥ ফুল আনি রাঘব গাঁথিয়া
দিব্য মালা । পরাইলা প্রভু-গলে এ অদ্বুত খেলা ॥ নিত্যানন্দ-
প্রভাব কহিতে শক্তি কার । সবে উপদেশে কৃষ্ণচন্দ্রে ভজিবার ॥
করুণাসমুদ্র প্রভু নিত্যানন্দরায় । পরম দুর্লভ ভক্তি দিলেন
সভায় ॥

তথাহি শ্রীচৈত্যান্ত্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ॥

যে ভক্তি গোপিকাগণে কহে ভাগবতে । নিত্যানন্দ হৈতে
তাহা পাইল জগতে ॥ কিছু দিনে ভূষণ পরিতে ইচ্ছা করে ।
হইলা ভূষিত বহুমূল্য অলঙ্কারে ॥ হইল ভূষণ-শোভা অতি
চমৎকার । প্রভু যে ভূষণ পরে আছে হেতু তার ॥ অবধূত-
বেশে প্রভু ব্রজের ভ্রমণে । করিলেন রূপা এক ভক্তে
গোবর্দ্ধনে ॥ অলঙ্কার পরাইতে তেহোঁ ইচ্ছা করে । প্রভু তাহা
জানি কহে কিছু দিন পরে ॥ ভক্তপ্রীতি লাগি গোবর্দ্ধন-শিলা
দিল । স্বর্ণে বদ্ধ করাইয়া কণ্ঠেতে রাখিলা ॥ ভক্ত-ইচ্ছা-মতে
এবে পরয়ে ভূষণ । প্রভুর এ লীলা না বুঝয়ে অন্য জন ॥

গৌর-প্রেমানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ রায় । সে দুর্লভ ভাবে সদা
ভৃত্যেরে মাতায় ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ॥

ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত যে সব কৃষ্ণভাব । গোপীগণে ব্যক্ত
যে সকল অনুরাগ ॥ ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দ রায় ।
দিলেন সকল ভৃত্যগণেরে রূপায় ॥ পাণিহাটি গ্রামে রহি
মহানন্দ মনে । নবদ্বীপে যাত্রা কৈল আইর দর্শনে ॥ ভুবন-
পাবন প্রভু লৈয়া পরিকরে । ভাবাবেশে চলে দাস-গদাধর-
ঘরে ॥

গীতে যথা--ধানশী ॥

ভুবন পাবন নিতাই মোর । না জানি কি ভাবে সদাই
ভোর ॥ গোরা গোরা বুলি ছুবাছ তুলি । মত্তগজ যেন চলয়ে
টুলি ॥ কণ্ঠে বলমল মালতী মালা । পরিসর বুকে করয়ে
খেলা ॥ স্থললিত মুখে মধুর হাসি । চাঁদে ঢালে যেন অমিয়া-
রাশি ॥ টল মল জলজারুণ আঁখি । সে চাহনি চারু করুণা
মাখি ॥ বারেক সে আঁখে দেখয়ে যারে । প্রেমের পাথারে
ভাসায় তারে ॥ দীন হীন দুঃখী কিছু না বাছে । হেন প্রেম-
দাতা কে আর আছে ॥ নরহরি হেন পছ না ভজি । বিষয়
বিয়েতে রহিল মজি ॥

দাস গদাধর গৃহে প্রভুর গমন । তথা যে আনন্দ তাহা না
হয় বর্ণন ॥ দাস গদাধরের রূপার নাই পার । সে গ্রামের
কাজি ছুটে যে কৈল উদ্ধার ॥ দাস গদাধর-আদি প্রিয়গণ

সনে । নিত্যানন্দ প্রেম প্রকাশয়ে স্থানে স্থানে ॥ খড়দহে
আইসেন প্রভু-নিত্যানন্দ । চারি দিকে শোভা করে পারিষদ্
বন্দ ॥ মধ্যে নিত্যানন্দ শোভে কন্দর্পমোহন । সে প্রেম
আবেশবেশ বন্দে সর্বজন ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

বন্দ প্রভু-নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দ কন্দ, বল মল অভ-
রণ সাজে । দুই দিকে ঞ্জতিমূলে, মকর কুণ্ডল দোলে, গলে
এক কৌস্তভ বিরাজে ॥ স্তবলিত ভুজদণ্ড, জিনি করিবর শুণ্ড,
তাহাতে শোভয়ে হেমদণ্ড । অরুণ অম্বর গায়, সিংহের গমনে
ধায়, দেখি কাপে অম্বর পাষণ্ড ॥ অঙ্গ দেখি শুদ্ধ স্বর্ণ, দুই
আঁখি রক্তবর্ণ, তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ । স্তমেরু বাহিয়া যেন,
গঙ্গাধারা বহে হেন, দেখি সুরনোকের আনন্দ । সর্বাস্ত্রে
পুলক ছটা, যেন কদম্বের ঘটা, লক্ষ্মিতে কম্পয়ে বসুমতী ।
বীরদর্প মালসাটে, শব্দে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে, দেখি ব্রহ্মলোক
করে স্তুতি ॥ চৈতন্যের প্রেমরত্ন, জীবেরে করিয়া যত্ন, দিল
পঙ্খ পরম আনন্দে । কহে বৃন্দাবনদাসে, আপনার কর্মদোসে,
না ভজিনু নিতাই পদদ্বন্দে ॥

পুনর্ধানশী ॥

নিতাই গুণনিধি, শোভার অবধি, কি সুধায়ে বিধি গঢ়িল
সাধে । প্রভাতের ভানু, যিনি তনু ছটা, হেরিয়া কেমন ধৈর্য
বাক্কে ॥ আজ্ঞানু লম্বিত, ভুজ ভুজঙ্গম, ভঙ্গি নিকূপম, রঙ্গিতে
ভাসি । বদন শরদ,-বিধু ঘটা ঘন, বরিষয়ে সুধা ঈষৎ হাসি ॥
গোরা গোরা বলি, গর গর হিয়া হিলি তুলি চলে, কুঞ্জর পারা ॥

টল মল জল,-জারুণ লোচনে, ঝর ঝর ঝরে আনন্দধারা ॥
স্বর নরগণ, ধায় চারিপাশে, সে তুলহ পদ-পরশ আশে । দাস-
নরহরি, পছ-পরতাপে, বলি কলিকাল, কাঁপয়ে ত্রাসে ॥

খড়দহে আসি প্রভু নিজগণ সঁহে । পুরন্দর পণ্ডিতের
দেবালয়ে রহে ॥ প্রভু নিত্যানন্দ পুরন্দর পণ্ডিতেরে । ডুবাইলা
সঙ্কীৰ্তন-সুখের সাগরে ॥ শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত যত ।
সবেই হইল সঙ্কীৰ্তনে উনমত ॥ খড়দহে নিত্যানন্দ নাচিয়া
নাচিয়া । বিলায় দুর্লভ ধন যাচিয়া যাচিয়া ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

নিতাই করুণানিধি । আনি মিলায়ল বিধি ॥ দীন হীন
ছঃখী জনে । ধনী কৈল প্রেমধনে ॥ প্রিয় পরিকর সঙ্গে ।
নাচিয়ে বুলয়ে রঙ্গে ॥ না জানি কি প্রেমে মাতি । না জানে
দিবস রাত্রি ॥ ধূলি ধূসরিত দেহা । তা হেরি কে ধরে থেহা ॥
গুণে কেবা নাই ঝুরে । একা নরহরি দূরে ॥

পুন ধানশী ॥

গোরা প্রেমে মাতিয়া নিতাই । জগৎ মাতায় সকরুণ
দিঠে চাই ॥ নাচয়ে আজানু বাহু তুলি । পতিতের কোলেতে
পড়য়ে ঢুলি ঢুলি ॥ কত স্নেহে হিয়া না উথলে । মুখ বুক
ভাসি যায় নয়নের জলে ॥ প্রতি অঙ্গে পুলকের ঘটা । মদন
মুরুছি পড়ে দেখি রূপভটা ॥ স্ফটাদ বদনে মুছ হাসি । কহিতে
মধুর কথা ঢালে স্খারাশি ॥ কি নব ভঙ্গিমা রাস্তা পায় ।
নরহরি পরাণ মজিল যেন তায় ॥

পুনঃ গুজ্জরী ॥

ভুবনে জয় জয়, নিতাই দয়াময়, হরয়ে ভবভয় নিজগুণে ।
অধম ছুরগত, তাহারে উনমত, করই অবিরত, প্রেমদানে ॥
গৌরহরি বুলি, নাচয়ে বাহু তুলি, পড়য়ে ঢুলি ঢুলি, ক্ষিত্তি-
তলে । কোমল কলেবর, কি হেম ধরাধর, সে ধূলিধূষর,
শোভে ভালে ॥ জিনি কমলদল, নয়ন টল মল, সঘনে ছল ছল,
জলধারা । বদনে মুছ হাসি, ঢালয়ে সুধারাশি, কলুষ তমনাশি,
শশী পারা ॥ কি ভাবে গর গর, কাঁপয়ে থর থর, রঙ্গ কি কব,
নরহরি দাসে । অখিল চরাচর, নিরখি পহুবর, * ভুলল দুঃখ
ভর, সুখে ভাসে ॥

কিছু দিন খড়দহ গ্রামেতে রহিলা । খড়দহ স্থান দেখি
বাস-ইচ্ছা কৈলা ॥ খড়দহ হৈতে প্রভু করিলা গমন । সপ্ত-
গ্রামে চলে যথা দত্ত উদ্ধারণ ॥ প্রিয়গণ-সঙ্গে কি অদ্ভুতভাবা-
বেশ । কেবা না ভুলয়ে দেখি সে সুন্দর বেশ ॥

গীতে যথা—সুহই ॥

নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া । পুরুষ বিলাসী রঙ্গী
সঙ্গের সঙ্গিয়া ॥ কঙ্কনয়নে বহে স্বরধুনী-ধারা । নাহি জানে
দিবা নিশি প্রেমে মাতোয়ারা ॥ চন্দনে চর্চিত সব অঙ্গ
উজোর । রূপ নিরখিতে জগজন মন ভোর ॥ আজানু লম্বিত
ভুজ করিবর শুণ্ড । কনক খচিত দণ্ড দলন পাষণ্ড ॥ শির'পর
পাণ্ডড়ি বাঁধে লট পটিয়া । কটি আটি পরিপাটি পরে নীল

ধটিয়া ॥ দয়ার ঠাকুর নিতাই জগতে প্রকাশ । শুনিয়া আনন্দে
নাচে পরসাদ দাস ॥

পুনঃ গান্ধারঃ ॥

জয় জয় পদ্মা,-বতী স্নত সুন্দর নিত্যানন্দ চন্দ্র গুণ, ভূপ ॥
জগজন নয়ন তাপ ভর ভঞ্জন, যিনি কনকাকুণ, অপরূপ রূপ ॥
শশধর নিকর-দরপ হর আনন, ঝলকত অমিয় বরত যুছু হাস ।
গৌর-প্রেম ভরে, গর গর অন্তর, নিরুপম নব নব, বচন
বিলাস ॥ টলমল অমল,-কমল লোচন জল, গিরত নিরত যনু
স্বরধুনী-ধার । পুলক কদম্ব, বলিত স্তললিত অতি পরিসর
বক্ষে তরল * মণিহার ॥ কুঞ্জর দমন, গমন মনরঞ্জন, বাহু
পসারি অধির অবিরাম । পতিত কোরে করি, বিতর সো ধন,
বঞ্চিত জগতে দুঃখিত ঘনশ্যাম ॥

উদ্ধারণ দত্তে কৃপা করি গগসনে । আইলেন দত্ত উদ্ধা-
রণের ভবনে ॥ সপ্তগ্রাম বাসী শুনি প্রভুর গমন । চতুর্দিকে
ধায় লোক করিতে দর্শন ॥ উদ্ধারণ-আদি গৃহে বাড়ে মহানন্দ ।
সদা নৃত্যকীর্তনে বিহ্বল নিত্যানন্দ ॥

গীতে যথা—ধানশী ॥

অনুকূণ অরুণ,-নয়ন ঘন সুরত, ঢর কত লোর বিথার ।
কিয়ে ঘন অরুণ, বরুণালয় সঞ্চরু, অমিয়া বরিষে অনিবার ॥
নাচেরে নিতাই বরচাঁদ । সিঞ্চই প্রেম,-সুধা রস জগজনে,
অদভুত নটন স্তম্ভাদ ॥ ধ্রু ॥

পদতল তাল,-বলিত মণি মঞ্জরী, চলত হি টলমল অঙ্গ ।
 মেরু শিখর কিষে, তনু অনুপাম রে, বলমল ভাবতরঙ্গ ॥
 রোযত হসত, চলত গতি মস্থর, হরি বুলি মুকুছি বিভোর ।
 খেনে খেনে গৌর, গৌর বলি ধায়ই, আনন্দে গরজত ঘোর ॥
 পামর পঙ্গু, অধম জড় আতুর, দীন অবধি নাহি মান । অবি-
 বত ছল্লভ, প্রেম রতন ধন, যাচি জগতে করু দান ॥ অবি-
 চল ছলহ, প্রেমধন বিতরণে, নিখিল তাপ দূরে গেল । দীন
 হীন সব হি, মনোরথ পূরল অবলাউ উনমত ভেল ॥ ঐছন
 করুণ, নয়ন অবলোকনে, কাহ্ন না রহ ছুরদীন । বলরাম দাস,
 তাহে ভেল বঞ্চিত, দারুণ হৃদয় কঠিন ॥

পুন ধ্যানশী ॥

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায় । আপে নাচে
 আপে গায় গৌরাঙ্গ বোলায় ॥ লক্ষ্মে লক্ষ্মে যায় নিতাই
 গৌরাঙ্গ-আবেশে । পাপিয়া পাবণী আর না রাখিল দেশে ॥
 পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে । বলমল বলমল করে নানা
 আভরণে ॥ সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই সুন্দর । গৌরিদাস-
 আদি করি যত সহচর ॥ চৌদিকে নিতাই মোর হরি বোল
 বোলায় । জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাইর গুণ গায় ॥

সপ্তগ্রামে লোকের কি অদ্ভুত উল্লাস । নিত্যানন্দ পদে
 অতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥ উদ্ধারণ সম্বন্ধ নিতাই দয়াময় । বণিকে
 যে কুপা কৈল কহিল না হয় ॥ শান্তিপূরে আসিবেন অদ্বৈত-
 ভবনে । তাহা জানাইলা প্রভু দত্ত উদ্ধারণে ॥ অদ্বৈত আচার্য্য

শান্তিপু্রে বিলসয় । শ্রীচৈতন্যভিন্ন দেহ রসের আলায় ॥
যে আনিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবনীতে । যাঁহার নিম্নল বশ
ব্যাপিল জগতে ॥

গীতে যথা—ধানশী ॥

শ্রীগৌর অভিন্ন তনু অদ্বৈত আমার । জগত জননী সীতা
ঘরনি যাঁহার ॥ যে আনিল গোরাটাঁদে হুঙ্কার করিয়া ।
গাওয়ায় গৌরাঙ্গগুণ ভুবন ভরিয়া ॥ হইয়া ঈশ্বর আপনাকে
মানে দাস । তিলে তিলে হৃদয়ে কত না অভিলাস ॥ দেবের
দুর্লভ প্রেমভকতি বিলাসে । বলি-কলি দমন করয়ে
অনায়াসে ॥ সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দ-দাতা দয়ার অবধি । না জানি
কতেক গুণে গড়াইল বিধি ॥ অধম দুঃখিতে সে না স্থখে
মাতাইল । নরহরি পছ যশে জগত্ ভরিল ॥

পুনঃ ভূপালী ॥

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময় । যার হুঙ্কারে গৌর-
অবতার হয় ॥ প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর । যাঁর
প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর ॥ যাহারে করুণা করি
কৃপা দিঠে চায় । প্রেমাবেশে সে জন চৈতন্যগুণ গায় ॥
তাঁহার চরণে যেবা লইল শরণ । সে জন পাইল গৌরপ্রেম
মহাধন ॥ এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিছু । লোচন বলে
নিজ মাথে বজর পাড়িছু ॥

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র নিজগণ লৈয়া সঙ্গে । ভাসে সদা গোরাপ্রেম-
সমুদ্র-তরঙ্গে ॥

গীতে যথা—বেলাবেলী

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র পছ মোর । গৌরপ্রেম ভরে, গর গর
অন্তর, অধিরত অরুণ নয়নে ঝরু লোর ॥ ধ্রু ॥

পুলকিত ললিত, অঙ্গ ঝলমল কত, দিনকর নিকর নিন্দী
বর জ্যোতি । কুঞ্জর দমন, গগন মনরঞ্জন, হসত স্থলসত, দশন
যনু মোতি ॥ সিংহ গরব হয়, গরজত ঘন ঘন, কম্পিত কলি
দূরে ছুরজন গেল । প্রবল প্রতাপে, তাপত্রয় কুণ্ঠিত, জগজন
পরম হরষ হিয়া ভেল ॥ করুণা জননি, উমড়ি চলু চছ দিশ,
পামর পতিত ভকতি রগে ভাসি । নরহরি কুমতি, কি বুঝব
রঙ্গ, নবগৌর চরিত, গুণ ভুবনে প্রকাশি ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

শান্তিপূর-পতি, পরমসুন্দর, চরিত বরলীলা যাত । ভাব
ভরে অতি, মত্ত অনুখন, বিপুল পুলকিত গাত ॥ প্রবল কলি
মদ,-দমন ঘন ঘন, ঘোর গরজি বিভোর । গৌরহরি হরি,
ভগত কম্পই, গিরত সহচর কোর ॥ অবনি ঘন গড়ি,-যাত
নিরুপম, ধূরি ধূসর দেহ । কঙ্কলোচন, ঝরই ঝর ঝর, যনু
সুশাউণ মেহ * ॥ দীন দুঃখিত, নেহারি করু, করুণা ভুবনে
পরচার । দাস নরহরি, পছক বলি,-হারি পরম উদার ॥

পুনঃ কর্ণাটঃ ॥

শ্রীমদ্ অদ্বৈত মুদ সদন গুণ ভূপ । কনক ভূধর গরব-

* যেন সুন্দর শ্রাবণমাসের মেঘ ।

হারি বররূপ ॥ ঝল কত ম্ললিত অবিরল পুলক পাতি ।
সঘন গরজত গৌর প্রেমরসে মাতি ॥ খিদিত ব্রজাণ্ড মদি
বিক্রম অপার । প্রবল পাষণ্ড কুল দলই অনিবার ॥ ভবভয়-
বিভঞ্জন মহাকরণ ধাম । পতিতপাবন পছকো নিছনি ঘন-
শ্যাম ॥

পুনঃ ভূপালী ॥

জয় জয় নীতাপতি পছ মোর । কনকাচল জিনি মুরতি
উজোর ॥ ৫ ॥

অবিরত গৌরপ্রেমে রসে মাতি । ঝলমল অবিরল পুলক
ক পাঁতি ॥ গর গর অঙ্গ অখির অনিবার । ঝরই নয়ন যমু
সুরধুনি-ধার ॥ হসই মধুর মৃদু গদ গদ বাণী । জপই কি
কোউ মরম নাহি জানি ॥ দীনহীন পামর পতিত নেহারি ।
করই কোরে ভুজ-যুগল পসারি ॥ বিতরত সেই রতন অনু-
শাম । বঞ্চিত করম-দোষে ঘনশ্যাম ॥

পুনঃ গুজরী ॥

কি ভাবে বিভোর মোর, অদ্বৈত গোসাইরে, ও দুটি
নয়নে বহে নোরা । মধুর মধুর হাসি, ও চাঁদ বদনে রে,
সঘনে বোলয়ে গোরা গোরা ॥ শিরীষ কুসুম জিনি, তনু
অনুপাম রে, বিপুল পুলক তাহে শোহে । কি ছার কুঞ্জর-
গতি অতিশয় শোভা রে, ভঙ্গিতে ডুবন মন মোহে ॥
শিরেতে সুন্দর শিখা, পদনে উড়ায় রে, মালতীর মালা গলে

দোলে । আজানু লম্বিত ছুটি, বাহু পসারিয়া রে, পতিতে
ধবিয়া করে কোলে ॥ ত্রজ্ঞার দুর্লভ প্রেম, ভকতি রতন রে,
জনে জনে যাচে কত রূপে । নরহরি হেন রূপাময় পছ
খা'য়ারে, না ভজি মজিলু ভবকূপে ॥

শ্রীসীতার প্রাণপতি অদ্বৈত গৌসাই । যে নৃত্য কীর্তনে
মত্ত কহি সাধ্য নাই ॥ নিজ গৃহে কভু নিজ পরিকর ঘরে ।
কভু হরধুনি-তীরে কভু স্থানান্তরে ॥ সঙ্কীৰ্তন বিমু অন্য
কিছুই না ভায় । নিরন্তর মগ্ন গোরাচাঁদের লীলায় ॥ সে-
ভাবে আবেশ নৃত্যে কেরা স্থির হয় । করি কত করুণা
অধমে উদ্ধারয় ॥

গীতে যথা—ধানশী ॥

নাচয়ে অদ্বৈত প্রেমরাশি । গোরাগুণ গরণে না জানে
দিবানিশি ॥ গোরা গোরা বলিতে কি সুখ । বিহিরে মাগয়ে
কত লাখ লাখ মুখ ॥ গোরা বলি মারে মালসাট । ভয়ে কাঁপে
কলি পলাইতে নাই বাট ॥ গোরা-নামে কি ভাব হিয়ায় ।
পুলক বলিত তনু সঘনে দোলায় ॥ পরিকরসেনা রসে মাতি ।
গায় গোরাচাঁদের চরিত কত ভাঁতি ॥ (কিবা খোল করতাল
ধ্বনি । কুলের বোহারি কাঁদে, সে শব্দ শুনি ॥ ডুবন
ভরিল ওনা যশে । দীন হীন পতিত পামর প্রেমে ভাসে ॥)
নরহরি জীবনে কি সুখ । হেন দয়াময় পছচরণে বিষুখ ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

দেখ মোর অদ্বৈত গুণের নিধি ॥ না জানি এ কত, সাথে
স্বধা দিয়ে, এ দেহ গঠল বিধি ॥ ধ্রু ॥

কনককেতকী কুম কুম জিনি, সূচাক্ষু রূপের ছটা । গর
গর গোরাপ্রেমে অতিশয়, শোভয়ে পুলক ঘটা নিরুপম
বিধুবদন ঝলকে, ঘন গোরা গোরা বুলি । ছু নয়নে ধারা
বহে অবিরত, নাচয়ে ছ বাহু তুলি ॥ পতিত পামরে, ধরি
করে কোরে, অমূল রতন যাচে । নরহরি পছ, বিনে কি
এমন দয়ালু ভুবনে আছে ॥

পুনঃ আশাবরী ॥

দেখ অদ্বৈত গুণের মণি । ভকতি রতন, করি বিতরণ,
জগৎ করয়ে ধনি ॥ ধ্রু ॥

কিবা, ভাবে পুলকিত হিয়া । গোরা গোরা বুলি, নাচে
ভুঞ্জ তুলি, ঘন কাঁথতানী দিয়া ॥ দুটি নয়নে আনন্দ ধারা ।
পুলক বলিত, তনু স্থললিত, ঝলকে কনক পারা ॥ মুখে
ঝরয়ে অমিয়া রাশি । কি নব ভঙ্গিতে, চাহে চারি ভিতে,
মধুর মধুর হাসি ॥ পছ বেড়ি পরিকর সাজে । মধুর স্বস্বরে,
গায় ধীরে ধীরে, খোল করতাল বাজে ॥ তাহা শুনি কে
ধৈর্য বাঁধে । দীন হীন বত, তারা উনমত, নরহরি পড়
ধাঁদে ॥

পুনঃ স্নেহই ॥

• কি ভাবে অদ্বৈত, চাঁদ অদভুত, লক্ষ দেই বীর দাপে ।

ছঙ্কার গর্জ্জন, করে ঘন ঘন, ভয়েতে পাষণ্ড কাঁদে ॥ অট্ট
অট্ট হাসে, কি রস প্রকাশে, কেহো না পায়য়ে থা । অরুণ-
নয়নে, চায় চারি পানে, পুলকে ভরয়ে গা ॥ ভুবনমোহন,
গোরা-গুণগণ, শুনয়ে বাহার মুখে । ছ বাছ পসারি, তারে
কোরে করি, নাচয়ে পরমমুখে ॥ পদতলে তালে, মহীতল
হালে, ভঙ্গি কি উপমা তায় । নিজ বাছবলে, বলি-কলি-দলে,
ঘনশ্যাম ঘশ গায় ॥

পুনঃ তোড়ী ॥

তদ্বৈত গুণমণি, অবনি করু ধনি, ভকতি ধন ঘন বিত-
রণে । সঙ্গতে প্রিয়গণ, আনন্দে নিমগন, নাচয়ে গোরা
গুণ কিরিতনে * ॥ কি নব ভঙ্গি ভরে, মদন মদ হরে, ঝলকে
নিরুপম রুচি ছটা । শিরীষ ফুল জিনি, যুতুল তনু থানি,
তাহে বিপুল পুলকের ঘটা ॥ তিলক শোভে ভালে, গালতী-
মালা গলে, দোলয়ে যজ্ঞসূত্র নেত্র লোভা । অতুল ভুজ তুলি,
কিরয়ে হিলি তুলি, চরণ চরু চালনী কি শোভা ॥ সঘনে
গৌরহরি, বোলয়ে উচ্চ করি, ঝরয়ে স্নধা যনু মুখচাঁদে ।
করুণ চাহনীতে, কে পারে থির হৈতে, পতিত নরহরি হেরি
কাঁদে ॥

ভাবাবেশে অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময় ॥ প্রিয়গণ সঙ্গ
নিজ গৃহে বিলসয় ॥ পুলকবলিত হৃকোমল কলেবর ।

লোটায় ধরনী তলে ধুলায় ধূসর ॥ অতিশয় প্রেমায় বিহ্বল
 ঢুলি ঢুলি । নিতাই নিতাই বলি নাচে বাহু তুলি ॥ হেনই
 সময়ে নিত্যানন্দ হলধর । সপ্তগ্রাম হৈতে আইলা অষ্ট-
 তের ঘর ॥ নিত্যানন্দাষ্টৈত দৌহে দেখিয়া দৌহারে ।
 প্রেমায় বিহ্বল দৌহে থির হৈতে নারে ॥ পরস্পর প্রসঙ্গে
 ছইল হৃথ যত । তাহা এক মুখে কেবা কহিবেক কত ॥
 দিন তিন চারি অষ্টৈতের ঘরে রৈয়া । নবদ্বীপে চলে অষ্ট-
 তানুমতি লৈয়া ॥ না জানি কি অষ্টৈত কহিলা গজুকালে ।
 নিত্যানন্দ মন্দ মন্দ হাসি হর্ষে চলে ॥ নবদ্বীপ শোভা দেখি
 উল্লাস অন্তর । নদীয়া প্রবেশে নিত্যানন্দ হলধর ॥ কি অদ্ভুত
 গতি সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণ । প্রথমে আইসে প্রভু আইর
 ভবন ॥ (আই নিজ গৃহে এই নির্জনে বসিয়া । নিশি দিশি
 গোড়ায় নিমাক্রির কথা কৈয়া ॥ পূর্বব্রাত্যো নিমাক্রিরে
 স্বপনে দেখিয়া । মালিনীকে কহে এথা নির্জনে পাইয়া ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

আজুকার স্বপনকথা, শুন লো মালিনি ! সই !, নিমাই
 আসিয়াছিল ঘরে । আসিগাতে দাঁড়াইয়া, গৃহ পানে চা,য়া
 চা,য়া, মা বৈলা ডাকিয়া ছিল মোরে ॥ গৃহেতে শয়নে ছিনু,
 অচেতনে বারি হনু, নিমাইর গলার সাড়া, পা,য়া । মায়ের
 চরণ ধূলি, নিল নিমাই শিরে তুলি, মা ! বোলে কাঁদিয়া
 কাঁদিয়া ॥ “তোার প্রেমে বন্দী হৈয়া, বেড়াইনু ভরমিয়া,

রহিতে নারিনু নীলাচলে । তোরে দেখিবার তরে, আইনু
নদীয়াপুরে” কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বোলে ॥ আইস মোর
বাছা বুলি, হিয়ার উপরে তুলি, হেন বেলে নিদ দূরে গেল ।
পুন না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে, কাঁদিয়া রজনী
পোহাইল ॥ (কাঁদিতে কাঁদিতে শচী, মুরুছি পড়ল ক্ষতি,
মালিনী কাঁদয়ে উভরায় । কি বলিব হায় হায়, এ দুখ না
সহে গায়, বাস্তু কেনে মরিয়া না যায় ॥)

(মালিনীর প্রেমচেষ্টা বুঝিতে কে পারে । হইয়া বিদায়
তৈঁহো গেলা নিজ ঘরে ॥ না ধরয়ে ধৈর্য কাতর শচী আই ।
বিষ্মগ্নিয়া কোলে লৈয়া কাঁদয়ে এথাই ॥ কতক্ষণে স্থির হৈয়া
ভাবে মনে মনে । আসিব নিতাই এথা বিলম্ব বা কেনে ॥)
নিতাই আইলে এথা যাইতে না দিব । দেখিয়া নিতাইচাঁদে
প্রাণ জুড়াইব ॥ হেন কালে নিত্যানন্দ হৈল উপনীত । নিত্য-
নন্দে দেখি আই মহা উল্লসিত ॥ আইস বাপ ! বলি আই
এথাই আইলা । নিত্যানন্দ জননীর পদে প্রণমিলা ॥ (আই
সহ নিতাইর হৈল যে যে কথা । সে সব শুনিতে যুঁচে অস্ত-
রের বেধা ॥ নিতাই আইর মহানন্দ জন্মাইলা । আইর
আজ্ঞায় নুবদ্বীপে স্থিতি কৈলা ॥ আইর চরণধূলি মস্তকে
লইয়া । শ্রীবাসভবনে গেলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ মালিনী
শ্রীবাসে সম্ভোষিয়া প্রতি ঘরে । গণসহ নিত্যানন্দ কীর্তনে
বিহরে ॥) নিত্যানন্দ অঙ্গে নানা রত্ন অলঙ্কার । হরিবেন দম্ভ-

গণ করিল বিচার ॥ পাইয়া অনেক দুঃখ মহাদস্যগণ । নিত্যা-
নন্দ পাদপন্দে লইল ॥ করুণাসমুদ্র পদ্মাবতীর কুমার । ভক্তি-
রত্ন দিয়া দসো করিল উদ্ধার ॥ এঁছে নিত্যানন্দ প্রিয়-পরি-
কর-সঙ্গে । নবদ্বীপে-প্রদেশে বিহরে মহারঙ্গে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ॥

নিজানন্দে সকল পার্শ্বদগণ সঙ্গে । প্রতি গ্রামে গ্রামে
ফিরে সঙ্কীৰ্ত্তন রঙ্গে ॥ খালাঘোড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া ।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥ বিশেষে স্মৃতি বড় বড়-
গাছি গ্রাম । নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান ॥ বড়গাছি
গ্রামের যতক ভাগ্যোদয় । তাহা কভু করিতে না পারি সমু-
চ্চয় ॥ নদীয়ায় নিত্যানন্দ পারিষদ সঙ্গে । বিলসয়ে নিরন্তর
সঙ্কীৰ্ত্তন রঙ্গে ॥ শান্তিপুৰ হৈতে আসি অদ্বৈত গোমাই ।
নিত্যানন্দ সহ স্তখে বিহ্বল সদাই ॥

গীতে যথা—ধানশী ॥

সীতানাথ যোর অদ্বৈতচাঁদ । প্রেমময় মহামোহন কাঁদ ॥
বাহার ছক্কারে প্রকট গোরা । নিত্যানন্দসহ আনন্দে ভোরা ॥
অনুপম গুণ করুণাসিকু । পতিত অধমজনের বন্ধু । ত্রিঙ্ক-
গত্-মাঝে দ্বিতীয় ধাতা । সঙ্কীৰ্ত্তন ধন দুলাহ দাতা ॥ ব্রজ-
লীলারসে ভাসিবে যে । অচ্যুত-জনকে ভজুক সে ॥ নরহরি
পছ যেন্নাহি ভজে । সেই অভাগিয়া ভুবন মাঝে ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈত দোহে সংকীৰ্ত্তন রঙ্গে । বিলসয়ে শ্রীবাস

নুরারি-আদি সঙ্গে ॥ একদিন শ্রীবাস-অঙ্গণে সর্বজন । আর-
 স্ত্রীলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীৰ্ত্তন ॥ গায় বাসু গোবিন্দাদি
 মনের হরষে । সুদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি গগন পরশে ॥ নাচে
 নিত্যানন্দ মহামধুর ভঙ্গিতে । না ধরে ধৈর্য কেহো সে
 শোভা দেখিতে ॥ নাচয়ে অদ্বৈত মহামত্ত অনিবার । সৰ্বাঙ্গে
 পুলক বহে নেত্রে অশ্রুধার ॥ শ্রীবাস নুরারি গঙ্গাদাস গদা-
 ধর । অভিরাম গারঙ্গ সুন্দর মনোহর ॥ শ্রীবিশারদের পুত্র
 বিদ্যাবাচস্পতি । যার জ্যেষ্ঠ সার্বভৌম নীলাচলে স্থিতি ॥
 বিদ্যাবাচস্পতি- আদি নাচে প্রেমাবেশে । কেবা না নাচয়ে
 লোক ধায় চারি পাশে ॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত দুই দিকে দুই
 জন । মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন । কোন কোন
 ভাগ্যবন্ত দেখে নেত্র ভরি । নাচে দেবগণ জয় জয় ধ্বনি
 করি ॥ উথলয়ে প্রেমের সমুদ্র সঙ্কীৰ্ত্তনে । মধ্যে মধ্যে ঐছে
 রঙ্গ শ্রীবাস-অঙ্গণে ॥ অদ্বৈত শ্রীবাস-আদি গুণের আলয় ।
 নিত্যানন্দ সঙ্গে মহানন্দে বিলসয় ॥ (নিত্যানন্দ চন্দ্রে বিবাহ
 করাইতে । হইল সভার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছা মতে ॥ বড়গাছি
 গ্রামে হরিহোড়ের সম্মান । কৃষ্ণদাস নাম তাঁর তেহঁ । ভাগ্য-
 বান্ ॥ নিত্যানন্দপদে তাঁর হৃদ ভরতি । করাইতে বিবাহ
 তাহার আৰ্ত্তি অতি ॥ নিত্যানন্দচন্দ্রের বিবাহ যেন মতে ।
 শুন শ্রীনিবাস তাহা কহি সজ্জপেতে ॥ নবদ্বীপ হৈতে অন্ন
 দূর মালিগ্রাম । তথা বৈসে পণ্ডিত শ্রীদূর্য্যদাস নাম ॥ গৌড়ে

রাজ্য ঘবনের কার্যে হুসমর্থ । সরথেল খ্যাতি উপার্জিল বহু
 অর্থ ॥ সূর্য্যদাস চারি ভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার । সর্বত্র বিদিত
 তাহা কহিব কি আর ॥ শ্রীসূর্য্যদাসের গুণ কহিল না হয় ।
 বহুধা জাহ্নবী নামে তাঁর কন্যাশয় ॥ রূপে গুণে দৌহার
 উপমা নাই দিতে । দৌহার বিবাহ লাগি সদা চিন্তে চিতে ॥
 বিপ্রগণে দেন ভার বিবাহ-বিষয় । আইসে সম্বন্ধ কথু গ্নির
 নাহি হয় ॥ সর্ব্বাংশে প্রবীণ এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ । তেঁহ
 সূর্য্যদাসে কহে মধুর বচন ॥ চিন্তায়ুক্ত হইয়া চাহিলু সব
 ঠাঞি । তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র কথু নাই ॥ অকস্মাৎ
 মনে এক হইল আমার । তাহা কহি যদি মনে আইসে
 তোমার ॥ রাঢ়দেশ-মধ্যে গ্রাম একচক্রানামে । ব্রাহ্মণ
 সজ্জন বহু বৈসে সেই গ্রামে ॥ তথা বিপ্র হাড়াইপণ্ডিত
 বিদ্যাবান্ । দ্বিতীয় মুকুন্দ নাম সর্ব্বাংশে প্রধান ॥

তথাহি শ্রীদেবকীনন্দনকৃত শ্রীমদ্বৈষ্ণবাভিধানে ॥

তথা পদ্মাবতী শ্রীমমুকুন্দো দ্বিজসত্তমো ।

নিত্যানন্দস্বরূপস্য পিতরাবতুলত্রিয়ো ॥

তথাচ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ॥

রোহিণীবহুদেবো যৌ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ ।

পদ্মাবতীমুকুন্দো তৌ সন্তৌ জাতৌ দ্বিজোত্তমৌ ॥

বিদিত সুন্দরামল বন্দিঘাটি গাঁই । যৈছে তাঁর করণ
 নিন্দিত কিছু নাই ॥ শ্রীহাড়াইপণ্ডিতের বিবাহ যেখানে ।

তাহারাও কুলীনে বেষ্টিত সবে জানে ॥ তাঁর শূন্য নিত্যানন্দ
 মহাতেজোময় । অল্পকালে তীর্থাটনে করিলা বিজয় ॥ তীর্থা-
 টন তপস্যা বিপ্রে'র এই কর্ম । তেহেঁ মহাবিদ্বান্ জানয়ে
 সব মর্ম্ম ॥ অবধূত হইলা লইয়া দণ্ড হাতে ॥ সর্ব্ব তীর্থ
 ভ্রমিয়া আইলা নদীয়াতে ॥ বুঝি তাঁর সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ
 হৈল । তেঞি নদীয়াতে দণ্ড পরিত্যাগ কৈল ॥ কৃষ্ণচৈতন্যের
 তেহেঁ অতি প্রিয়তম । কি দিব উপমা কেহো নাহি তার
 সম ॥ কৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে গিয়া । এই কথোদিন
 হৈল আইলা নদীয়া ॥ তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র তেঁহ হয় ।
 তাঁর যোগ্য তোমার দুহিতা স্থনিশ্চয় ॥ তেহেঁ যদি অনুগ্রহ
 করয়ে তোমা'রে । তবে এ মঙ্গল কার্য্য হইবারে পারে ॥
 এ হেন জামাতা মিলে বহু পুণ্য-ফলে । এ কার্য্যে পরমানন্দ-
 পাইবা সকলে ॥ শুনি মৌন ধরিয়া রহিলা সূর্য্যদাস । হৈল
 বহু রাত্রি বিপ্র গেলা নিজ বাস ॥ সূর্য্যদাসপণ্ডিত চিন্তিয়া
 মনে মনে । করিতে শয়ন নিদ্রা হৈল সেই ক্ষণে ॥ স্বপ্ন
 ছলে দেখে মহা মনের আনন্দে । (দুই কন্যা সম্প্রদান করে
 নিত্যানন্দে ॥ ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ সভার সম্মত । কৈল শাস্ত্র-
 বিহিত বিবাহ কার্য্য যত ॥ নিত্যানন্দে কন্যাদান করিল
 যখন । সে সময়ে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ ॥ নিজ কন্যা
 সহিত দেখয়ে জামাতায় । না জানয়ে কত সুখ উথলে
 হিয়ার ॥) আঁখি পালটিতে নারে বাঢ়ে মহা আর্তি । দেখিতে

নিতাই, দেখে বলরাম মূর্তি ॥ রজত-পৰ্বত-গৰ্ভ হরে অঙ্গ-
 ছটা । বদনচন্দ্রমা জিনি চন্দ্রসার ঘটা ॥ নানারত্ন ভূষণে-ভূষিত
 কলেবর । ভুবন মোহয়ে ঐছে সৰ্বাঙ্গ সুন্দর ॥ বসু জাহ্নবী-
 দেখে বারুণী রেবতী । অঙ্গছটা কনককুম্ভ পুঞ্জ জিতি ॥ বল-
 দেব-বামে দক্ষিণেতে বিলসয় । বিচিত্র বসন ভূষণাদি শোভা-
 ময় । ভক্তে স্থখ দিতে মহা ঐশ্বর্য প্রকাশ ॥ দেখি আত্ম-
 বিস্মরিত হৈলা সূর্য্যদাস । নেত্রে অশ্রুধারা না ধরিতে পারে
 অঙ্গ ॥ করিতেই নতি স্তুতি হৈল নিদ্রাভঙ্গ । কতকণে স্থির
 হৈয়া প্রভাত সময়ে ॥ আপনি গেলেন সেই বিপ্রে'র আসনে ।
 বিপ্রপ্রতি কহে যত্নে করি নমস্কার ॥ যে কহিলে কর্তব্য বিলম্ব
 নাই আর । শুনি বিপ্র হর্ষ, সঙ্গে লৈয়া জনা চারি ॥ করিলেন
 বাত্রা দুর্গা গণেশ সোড়রি । সৰ্ব্বত্র বিদিত তেহেঁ আসি নদী-
 যায় ॥ মনের উল্লাসে শ্রীবাসের গৃহে যায় । শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহে
 শ্রিয়গণ সনে । দেখি নিত্যানন্দ বসি আছে দিব্যাসনে ॥
 কল্পমোহন শোভা করি নিরীক্ষণ । আপনা মানয়ে ধন্য
 সজ্জল নয়ন ॥ বিপ্রে করি সম্মান শ্রীবাস মহাশয় । বসাইয়া
 আসনে কুশল জিজ্ঞাসয় ॥ বিপ্র কহে কুশল, আইনু বাটী
 হইতে । মনে যে আছয়ে তাহা কহিব নিভুতে ॥ শ্রীবাস
 গেলেন বিপ্রে নির্জনে লইয়া । (শ্রীবাসের প্রতি বিপ্র কহে
 হর্ষ হৈয়া ॥ বিবাহ মঙ্গল কথা শুনি পরম্পরা । কন্যা স্থির
 করিয়া আইনু এথা দ্বরা ॥ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা লক্ষ্মী-

সমা । দেখিনু সর্বত্র দিতে নাহিক উপমা ॥ যৈছে নিত্যানন্দ
 দেব তৈছে পত্নী তাঁর । সাক্ষাতে দেখিবে আমি-কহিব কি
 আর ॥ সূর্য্যদাস সরথেল সর্বাংশে প্রধান । নিত্যানন্দচন্দ্রের
 বিবাহযোগ্য স্থান ॥ বিলম্বের কার্য্য নাই কহিল তোমায় ।
 পরামর্শ করি মোরে করহ বিদায় ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত কহে স্তম-
 ধুর কথা । আপুনি যে করিয়াছ হইব সর্ব্বথা ॥ অদ্য কৃষ্ণদাসে
 বড়গাছি পাঠাইব । এথা হৈতে কালি সভে তথাই যাইব ॥
 পণ্ডিতে লইয়া তথা যা'নে নাই ব্যাজ । কহিতে কি আপুনি
 মাধিবে সব কায ॥ শ্রীবাসের বাক্যে নিশ্চয় হইয়া বিদায় ।
 মালিগ্রামে জানাইল পণ্ডিতে ত্বরায় ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত মহা-উল্লা-
 সিত হৈয়া । জানাইল সভারে অদ্বৈতার্থ্যে কৈয়া ॥ মন্দ মন্দ
 হাসে নিত্যানন্দ হলধর । অন্যের দুর্গম নিত্যানন্দের অন্তর ॥
 বিবাহ বিষয়ে হৈল সভার উল্লাস । বড়গাছি গ্রামে শীঘ্র গেলা
 কৃষ্ণদাস ॥ কৃষ্ণদাস রাজা হরিহোড়ের নন্দন । মহা বুদ্ধিমন্ত
 শীঘ্র কৈল আয়োজন ॥ সর্ব্বত্র ব্যাপিল শুভবিবাহের কথা ।
 অপূর্ব্ব সম্বন্ধ সভে কহে যথা তথা ॥ নবদ্বীপ হৈতে নিত্যানন্দে
 যভে লৈয়া । চলিলেন বড়গাছিগ্রামে হর্ষ হৈয়া ॥

বড়গাছি গ্রামের নিকটে প্রবেশিতে । গ্রামবাসী লোক
 আগে আগুসরি নিতে ॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন যত লেখা নাই তার ।
 দেখি নিত্যানন্দচন্দ্রে উল্লাস সবার ॥ কৃষ্ণদাস লৈয়া গেলা
 আপনার ঘর । হইল সবার বাসাস্থান মনোহর ॥ বড়গাছি

হৈতে সালিগ্রাম অল্প দূরে । পাইয়ে সংবাদ সবে উল্লাস
 অস্তরে ॥ সূর্য্যদাসপণ্ডিত-অনুজ কৃষ্ণদাসে ॥ কহয়ে নিভৃতে
 অতি হৃদয় ভাষে ॥ লৈয়া এ সামগ্রী বিপ্রগণের সহিতে ।
 পশ্চাৎ আইন আমি বাইব অগ্রেতে ॥ এত কহি বড়গাছি
 আসিয়া তুরিত । নিত্যানন্দ প্রভু আগে হৈলা উপনীত ॥
 লোটাইয়া পড়ে নিত্যানন্দ পদতলে । সূর্য্যদাস ভাসে ছুই নয়-
 নের জলে ॥ ছুই হাতে ধরি ছুই চরণ দুখানি । কহিতে
 চাহয়ে কিছু না ক্ষুরয়ে বাণী ॥ মন্দ মন্দ হাসি নিত্যানন্দ
 প্রেমাবেশে । কৃপা করি কৈলা আলিঙ্গন সূর্য্যদাসে ॥ সূর্য্যদাস
 আনন্দে বিহ্বল নিরস্তর । কে বুঝিতে পারে সূর্য্যদাসের
 অস্তর ॥ দেখিয়া ভ্রাতার প্রেম চেক্টা গৌরিদাস । না ধরে
 ধৈর্য অতিঅস্তরে উল্লাস ॥ হৈল সূর্য্যদাসের মিলন সব-সনে ।
 প্রভু অধিবাস স্থির কৈল শুভকণে ॥ নানা দ্রব্য লৈয়া বিপ্র-
 গণের সহিতে । কৃষ্ণদাসপণ্ডিত আইলা বাটী হৈতে ॥ বড়-
 গাছি গ্রামবাগী ব্রাহ্মণ সজ্জন । গোদুলি সময়ে হৈল সবার
 গগন ॥ ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ বৈসে চারি পাশে । মধ্যে নিত্যানন্দ
 শোভে শুভ অধিবাসে ॥ নেত্র ভরি দেখে নারী পুরুষ সকল ।
 হইল মঙ্গলময় বাদ্য কোলাহল ॥

গীতে যথা—মঙ্গলঃ ॥

আজু শুভকণে, নিতাইটাদের, অধিবাসে কিবা, শোভার
 ঘট। । নিরুপম বেশে, বিলসয়ে তালে, বলমল করে আগের

ছটা ॥ কত শত মন,-মথ মদ হরে, হাসি মিশা মুখচন্দ্রমা
 চারু । কল্প দল-দলি, ললিত লোচন, চাহনি না রাখে ধৈর্য
 কারু ॥ চারি পাশে বিপ্র, বেদ উচ্চারয়ে, চারু ভঙ্গি হেরি
 হরষ হিয়া । (নারীগণ মন, উথলে উলাসে, ঘন ঘন উলু লু লু
 লু দিয়া ॥ নানা বাদ্য ধ্বনি, ভেদয়ে গগন, নাচে নর্তক কি
 মধুর গতি । জয় জয় রবে, ভরয়ে ভুবন, ভণে ঘনশ্যাম
 কৌতুক অতি ॥

অধিবাসে আইলা যত ব্রাহ্মণ সজ্জন । নিজগৃহে কৈলা
 সবে সন্তোষে গমন ॥ বড়গাছি-সালিগ্রাম-আদি গ্রাম যত ।
 দিবা রাত্রি লোক গতায়াত কত শত ॥ নিত্যানন্দ চন্দ্রের
 হইলে অধিবাস । যানে চড়ি শীঘ্র গৃহে গেলা সূর্য্যদাস ॥ মনে
 মহা আনন্দ লইয়া বিপ্রগণে । করয়ে কন্যার অধিবাস শুভ-
 ক্ষণে ॥ যদ্যপি স্বপ্নেতে কন্যা প্রভাব দেখিলা । তথাপি বাৎ-
 সল্যে মহা বিহ্বল হইলা ॥ হইল মঙ্গলময় পণ্ডিত ভবন ।
 চতুর্দিকে গতায়াত করে লোকগণ ॥ বড়গাছি হৈতে অধি-
 বাস জব্য লৈয়া । সূর্য্যদাসালয়ে বিপ্র গেলা হর্ব হৈয়া ॥
 কহিতে কে জানে যে কৌতুক অধিবাসে । দেব স্ত্রীগণাদি
 দেখে সে শোভা উল্লাসে ॥

গীতে যথা—ভূপালী ॥

(বজ্রধা জাহ্নবী, দেবী শোভাবধি, অধিবাস ভূষা ভূষিত
 তনু । ঝলমল করে, চারু রুচি ছটা, তড়িত কুঙ্কম কেতকী

যনু ॥ চারি পাশে বিপ্র,-গণ ধন্য মানে, চাহি কন্যা-পানে
 হরষ হিয়া । শেদধ্বনি করি, করে আশীর্বাদ, ধান্য দুর্বা দুহু
 মন্তকে দিয়া ॥ পণ্ডিত দরগী, ধরণিতে পদ, না ধরয়ে হিয়া
 ধৈর্যম বাঁধে । নিবিধ মঙ্গল, করু সখী কুল,-উলু লু লু দেই
 কত না সাধে ॥ শঙ্খ ঘণ্টা আদি, বাদ্য বাজে বহু, কোলাহল
 নাহি, তুলনা দিতে । ভণে নরহরি, সুরনারী অল,-কিত দেখে
 কত কৌতুক চিতে ॥

অধিবাসক্রিয়া সাক্ষ হৈলে বিপ্রগণ । নিজ নিজ গৃহে হর্ষে
 করিলা গমন ॥ পাত্র কন্যা অধিবাসে স্তম্ভ সর্বোপরি । দেখি-
 লেন ভাগ্যবন্ত লোক নেত্র ভরি ॥ গোধূলি সময়ে প্রভু বড়-
 গাছি হৈতে । চলিলেন সালিগ্রামে বিবাহ করিতে ॥ বাজে
 নানা বাদ্য সে স্তম্ভের নাই পার । দেখি সে সমুজ্জ্বল লোকে
 হৈল চমৎকার ॥

গীতে যথা—দেশপালঃ ॥

কোটি গনমথ গরবভর-হর, পরম স্তম্ভর নিতাই হলধর,
 করত গগন চটি নব, চৌদলে ছবি চলকয়ে । বেশ বিরচি
 বিবাহ মত কত, তাঁতি ভূষণ অঙ্গে বিলম্বত, ললিত লোচন
 কঙ্ক মুগ যুহু, হাস মঞ্জল বলকয়ে ॥ রূপ পিবইতে মত্ত অতি-
 শয়, করত ভূস্বরূপ জয় জয়, বন্দিগণ মন মুদিত ঘন ঘন,
 বিসল যশ পরকাশয়ে । তেজি নিজ নিজ গেহ ধায়ত, নারী
 পুরুষ ন খেহ পায়ত, নিরখি রহু চহু গুর নিমিগন, দরশ রস-

ধুখে ভাসয়ে ॥ গান করু গুণী তান শ্রুতি হর, রাগ মুরুছন
 গ্রাম হুমধুর, নটত নর্তক উঘটি তক তক, থৈ তা থৈ থৈ থি
 নি নি না । বাদ্য বাদক বাওয়ে বহুতর, তাল প্রকট না হোত
 পটতর, থোঙ্ক না না না না, থোঙ্গ থুঙ্কট, ধো ধিলঙ্গ ধিকি ধি
 নি নি না ॥ দীপ দমকে অসংখ্য ক্ষিতি পর, দিবসসম ভেল
 রজনো উজর, বিপুল কল কল ধ্বনি নিরত, সব লোক গতি
 পথ শোহরে । গগন গত লখি দেব অলখিত, সরস বরষত
 কুসুম পুলকিত, দাস নরহরি পঙ্ক অতুল, বিলাস জন মন-
 মোহয়ে ॥

সালিগ্রামে প্রবেশিয়া নিত্যানন্দ রায় । সূর্য্যদাসালয়ে
 চলে উল্লাস হিয়ায় ॥ নিত্যানন্দপ্রভু-পাদপদ্ম স্পর্শমাত্র ।
 সালিগ্রামবাসী লোক হৈলা ভক্তিপাত্র ॥ (শ্রীবসু জাহ্নবী
 দৌহে হইয়া অলঙ্কিত । প্রাণনাথে দেখি হৈলা মহা উল্লা-
 সিত ॥ পণ্ডিতের পত্নী নিজ সখীর সহিতে । হইয়া মহা-
 বিহ্বল দেখিলা অলঙ্কিতে । সখীগণে লৈয়া কৈলা কন্যার
 স্তবেশ । দিতে কি উপমা শোভা হইল অশেষ ॥ সূর্য্যদাসা-
 লয়ে লোক ভিড় অতিশয় । ব্রাহ্মণ-সমাজে যৈছে কহিল
 না হয় ॥ লোক শাস্ত্রমতে সূর্য্যদাস ভাগ্যবান্ । নিত্যানন্দ-
 চন্দ্রে ছুই কন্যা কৈল দ্বান ॥ দেখি পাত্র কন্যা বিপ্রগণে
 প্রশংসয় ।) সর্গ মর্ত্য পাতালে হইল জয় জয় ॥ সালিগ্রাম-
 নিকটস্থ গ্রামবাসী যত । দেখিয়া বিবাহ প্রশংসয়ে কেবা

কত ॥ (বিবাহের পর দিন হৈল মহানন্দ । সর্ব-মনোরথ-সিদ্ধি
কৈলা নিত্যানন্দ ॥ বিদায় সময়ে সূর্য্যদাস দৈন্য করি ।
কহিল যতেক তাহা কহিতে না পরি ॥ শ্রীবসু জাহ্নবীসহ
প্রভু নিত্যানন্দ । আইলেন বড়গাছি হৈল মহানন্দ ॥ শ্রীবা-
সের ভাৰ্য্যা আদি প্রবীণা সকল । কৈল যে বিহিত হৈয়া
আনন্দে বিহ্বল ॥ শ্রীবসু জাহ্নবী শোভা দেখি চমৎকার ।
হৈল সাধ পূর্ণ মনে যে ছিল সভার ॥ শ্রীবসু জাহ্নবী নিত্যা-
নন্দের প্রেমসী । শ্রীবারুণী রেবতী সকল গুণরাশি ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্ ॥

শ্রীবারুণীরেবতী-বংশসম্ভবে

তস্য প্রিয়ে শ্রীবসুধা চ জাহ্নবী ।

শ্রীসূর্য্যদাসাখ্যমহাত্মনঃ সূতে

ককুদ্বিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ ॥

কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কালাবাণীং বিরূপতি ।

অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে ॥

উভয়ঞ্চ সমীচীনং পূৰ্ব্বন্যায়াং সত্যং যতং ॥

বড়গাছি গ্রামে নিত্যানন্দ দয়াময় । রহি কিছু দিন নানা
রঙ্গে বিলসয় ॥ ভক্তিদাতা শ্রীবসু জাহ্নবী প্রাণগতি । অগ-
ণিত গুণ গোরা প্রেমে যন্ত অতি ॥ পতিতপাবন-নিত্যা-
নন্দের চরিত । বর্ণয়ে কবীন্দ্র গণ জগতে বিদিত ॥

গীতে কামোদঃ ॥

কৃষ্ণের অগ্রজ রাম রোহিণীনন্দন । বারুণী রেবতী দুই
 প্রিয়া প্রাণধন ॥ ধন্য কলিয়ুগে সেই নিতাই সুন্দর । চৈতন্য-
 অগ্রজ পদ্মাবতীর কুমার ॥ বসুন্ধা জাহ্নবী-প্রাণপতি প্রেম-
 ময় । নিজগুণে প্রভু জীবে হইলা সদয় ॥ গোরাপ্রেমে মত্ত
 দিবা নিশি নাই জানে । পবিত্র করিল মহী প্রেমামৃতদানে ॥
 গোরা-অনুরাগে সে অরুণ তনু খানি । ঝল মল করয়ে তপত
 হেম জিনি । শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মূনি-মনলোভা । আজানু
 লম্বিত ভুজ নিরুপম শোভা ॥ পরিসর বুক দেখি কেবা নাই
 ভুলে । সতী কুলবতী তিলাঞ্জলি দেই কুলে ॥ ও চাঁদ বদনে
 সদা বোলে গোরা গোরা । মুখ বুক বহিয়া নয়নে বহে
 নোরা ॥ প্রিয় পরিকরগণ-সহ সে আবেশে । সঙ্কীৰ্ত্তন সুখের
 সাগরে সদা ভাসে ॥ ভুবনমোহন ছাঁদে নাচে গুণনিধি । দেবের
 দুর্লভ সব শোভার অবধি ॥ চাহিতে নিতাই চাঁদে কেবা থির
 পায় । পাষাণসমান হিয়া সেহো গলি যায় ॥ পাতকী-পতিতে
 করুণার নাই পার । হেন পছ না ভজিল নরহরি ছার ॥

কিছু দিনে সভা সহ নিত্যানন্দ রায় । (বড়গাছি হইতে
 আইলা নদীয়ায় ॥ শ্রীবসু জাহ্নবী দৌহে দেখি এথা আই ।
 করিল যতেক স্নেহ কহি সাধ্য নাই ॥ প্রভু-প্রিয় ভক্তগণ
 গৃহিণীসকল । বসু জাহ্নবীরে দেখি আনন্দে বিহ্বল ॥ আই-
 অনুমতি লৈয়া নিত্যানন্দ রাম । শান্তিপুর হইয়া গেলেন
 সপ্তগ্রাম ॥ ভক্তের ইচ্ছায় প্রভু ধড়দহে গিয়া । রাখিলেন

অপূর্ব আলয়ে নিজ প্রিয়া ॥ কিছু দিন তথা বিলসয়ে নিত্য-
নন্দ । প্রিয় পরিকরের হইল মহানন্দ ॥ খড়দহ প্রদেশে
বিলসি সঙ্কীর্ণনে । আইলেন নদীয়ায় আইর দর্শনে ॥ কহিল
প্রসঙ্গ সব সঙ্ক্ষেপ করিয়া । ভাগ্যবন্ত গণ বর্ণিবেন বিস্তারিয়া ॥
পরম দয়ালু পদ্মাবতীর নন্দন । বিবিধ প্রকারে গুণ বর্ণে
কবিগণ ॥

গীতে কামোদঃ ॥

প্রভু নিত্যানন্দ রাগ, রূপে গুণে অনুপাম, পদ্মাবতী-
গর্ত্তে জনমিলা । নিজগণ লৈয়া সঙ্গে, দ্বাদশ বৎসর সঙ্গে,
শ্রীএকচক্রায় বিলসিলা ॥ গোরা অবতীর্ণ হৈলে, সম্মাসির
সঙ্গ ছলে, বাহির হইলা ঘরে হৈতে ॥ তীর্থ পর্য্যটন ক'রে,
বিংশতি বৎসর পরে, আনন্দে আইলা নদীয়াতে ॥ পা'য়া
প্রাণ গোরাটাদে, পড়ি সে প্রেমের ফাঁদে, দণ্ড কমণ্ডলু ফেলে
দূরে । সদা মাতি সঙ্কীর্ণনে, ক্ষেত্রে চলে প্রভু-সনে, প্রভু
দণ্ড তিন খণ্ড করে ॥ প্রভুর আদেশ-মতে, গোড়ে আসি
ক্ষেত্র হৈতে, প্রভু মনোহিত কর্ম কৈলা ॥ দাস নরহরি গতি,
বহু জাহ্নবীর পতি, যারে তারে প্রেম বিলাইলা ॥

ওহে শ্রীনিবাস শ্রীঅদ্বৈত গণসনে । নিরন্তর মন্ত গৌর-
চরিত্র-কীর্তনে ॥ কভু শাস্তিপুরে কভু রহে নদীয়ায় ॥ শ্রী-
নাভানন্দন * গুণ কেবা নাই গায় ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

শ্রীঅদ্বৈত গুণমণি, সকল রসের খনি, নাভা-গর্ত্তে জনম
লভিলা । জন্ম নবগ্রাম বঙ্গে, তথা বিলসিয়া রঙ্গে, কিছু দিনে
শান্তিপূরে আইলা ॥ পিতা মাতা অদর্শনে, গিয়া তীর্থপর্য্য-
টনে, আসিয়া রহিলা শান্তিপূরে । হৈয়া শ্রীসীতার পতি, কত
তপ করি নিতি, আনিলেন কৃষ্ণ হলধরে ॥ নদীয়া বিহার
দেখি, সদা জুড়াইলা আঁখি, নাচিল কীর্ত্তনে নানা ছাঁদে ।
আপনার ঘরে পাঁয়া, সেবিলা আনন্দ হৈয়া, ন্যাসিশিরোমণি
গোরাচাঁদে ॥ নীলাচলে প্রভু স্থিতি, তথা কৈলা গতাগতি,
সবে মাতাইলা গোরাগুণে । দাসনরহরি কয়, শ্রীঅদ্বৈত দয়া-
ময়, এ যশ ঘোষয়ে ত্রিভুবনে ॥

শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত-আদি ভক্তগণ । নিরন্তর করে গৌর-
চরিত্র কীর্ত্তন ॥ কহিতে কি জানি সবে মহাদয়ানন্দ । বিবিধ
প্রকারে করে জীবের কল্যাণ ॥ দেখিলু যে সব তাহা কহিতে
না পারি । সে সব ভাবিতে বুক বিদরিয়া মরি ॥ ঐছে কত
কহিতে ঈশান মহাশয় । হইলেন প্রেমাবেশে অধৈর্য্যাতিশয় ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া লৈয়া তিন জনে । করিলা শয়ন রাত্রে
প্রভুর আগ্রণে ॥ হৈল বহু রাত্রি নিদ্রা নাই শ্রীনিবাসে । নির-
থয়ে প্রভুর ভবন চারিপাশে ॥ না জানি কি কোতুকে কহয়ে
মনে মনে । তুণাদি নিশ্চিন্ত এ প্রভুর ঘর কেনে ? ॥ করিয়া
বঞ্চিত এই নদীয়া বিহারে । দূর দেশী কেনে প্রভু কৈলা পরি-

করে ॥ পরম অদ্ভুত এই নদীয়াবিহার । দেখিতে না পাইল
 সে সব পরিবার ॥ ঐছে কত কহিতেই নিদ্রা আকর্ষণ স্বপ্নে
 প্রভু গৃহে শোভা বিলাস দেখয় ॥ আগে দেখে স্বর্ণময় নদীয়া
 নগর । স্বর্ণধূনীঘাট রত্নে বাঁধা মনোহর ॥ তার পর দেখে
 গৌরচন্দ্রের আলয় । ইন্দ্রাদির স্থান সে শোভার যোগ্য নয় ॥
 কৈছে কুন বিশ্বকর্মা নির্মিল ভবন । চতুর্দিকে স্বর্ণের প্রাচীর
 আবরণ ॥ পৃথক পৃথক খণ্ড সজ্জা নাই তার । যবে যথা ইচ্ছা
 তথা প্রভুর বিহার ॥ অন্তঃপুর মধ্যে পুষ্প-উদ্যান শোভায় ।
 তথা এক বিচিত্র মন্দির রত্নময় ॥ মন্দিরের মধ্যে চন্দ্রাতপ
 বিলক্ষণ । তার তলে শোভাময় রত্নসিংহাসন ॥ সিংহাসনো-
 পরি গৌরচন্দ্র বিলসয় । লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া বাম দক্ষিণে শো-
 ভয় ॥ নানা রত্নালঙ্কারে ভূষিত কলেবর । পরিধেয় বিচিত্র
 বসন মনোহর ॥ ভুবনমোহন শোভা করি নিরীক্ষণ । লক্ষ লক্ষ
 দাসী করে চামর ব্যঞ্জন ॥ যোগায় তাম্বূল মালা চন্দন সকলে ।
 প্রিয়াসহ প্রভু বিলসয়ে সখী মেলে ॥ ঐছে রঙ্গ নিরখিতে
 নিদ্রা ভঙ্গ হৈল । সেই ক্ষণে পুন নিদ্রা আকর্ষণ কৈল ॥ স্বপ্নে
 দেখে আর এক খণ্ডে রত্নগয় । বিচিত্র মন্দির শোভা স্বথের
 আলয় ॥ তথা রত্ননির্মিত বিচিত্র সিংহাসন । তাহার উপরে
 সাজে শচীর নন্দন ॥ কোটি কোটি কন্দর্পে মোহয়ে অঙ্গ ছটা ।
 বদনচন্দ্রমা চারু জিনি চন্দ্রঘটা ॥ নিত্যানন্দচন্দ্র শোভে পরম-
 সুন্দর । শ্রীঅদ্বৈতদেব শ্রীপণ্ডিত গদাধর ॥ বিদ্যানিধি গঙ্গা-

দাসপণ্ডিত শ্রীবাস । শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য মুরারি হরিদাস ॥ দামো-
 দরপণ্ডিত মুকুন্দ বক্রেশ্বর । গৌরিদাস সূর্য্যদাস দাসগদাধর ॥
 শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন । চিরঞ্জীবসেন আর সেন স্নলো-
 চন ॥ দ্বিজহরিদাস ব্রহ্মচারী শুক্লাশ্বর । শ্রীবাসপণ্ডিত নন্দনাচার্য্য
 শ্রীধর ॥ বিজয় শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য রতন । শ্রীস্বরূপ কানীশ্বর
 যদুনारायण ॥ শ্রীলক্ষ্মীপতি মাধবেন্দ্র পুরীশ্বর । বাহুদেব সার্ব-
 ভৌম কেশব শঙ্কর ॥ শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা রায় রামানন্দ ।
 ত্রিমল্ল বেক্ষটভট্ট শ্রীপ্রবোধানন্দ ॥ শ্রীগোপালভট্ট রঘুনাথভট্ট
 আর । সনাতন রূপ জীব বল্লভকুমার ॥ ভৃগুর্ভ শ্রীলোকনাথ
 রঘুনাথদাস । রাঘবপণ্ডিত গোবর্দ্ধনে যার বাস ॥ উত্তর দক্ষিণ
 পূর্ব পশ্চিম দেশেতে । অসংখ্য প্রভুর ভক্ত কে পারে
 জানিতে ॥ সর্ব ভক্তে বেষ্টিত বিলসে গৌররায় । দেখিয়া
 সে শোভা অতি উল্লাস হিয়ায় ॥ ভক্ত গোষ্ঠীসহ প্রভুপদে
 প্রণমিতে । হৈল নিদ্রাভঙ্গ জাগি চাহে চারি ভিতে ॥ হইতে
 ব্যাকুল পুন নিদ্রা আকর্ষয় । স্বপ্নে দেখে আর এক খণ্ড
 শোভাময় ॥ তথা শোহে রত্নসিংহাসনে বিশ্বস্তর । চতুর্দিকে
 দাসগণ সেবায় তৎপর ॥ ব্রহ্মা শিব ইন্দ্রাদি অনন্তদেব গণে ।
 করয়ে প্রভুরে স্তুতি পড়িয়া চরণে ॥ দেখিয়া প্রভুর মহা
 ঐশ্বর্য্য প্রকাশ । পুলকিত অঙ্গ অতি অন্তরে উল্লাস ॥ বৈকুণ্ঠ
 বিলাস আর খণ্ডে নিরখিয়া । ধরিতে নারয়ে অঙ্গ উল্লাসিত
 হিয়া ॥ অযোধ্যা-বিলাস আর খণ্ডে নিরখয় । উপজে আনন্দ

কত মনে মনে কয় ॥ দ্বারকাবিলাস আর খণ্ডে নিরখিয়া ।
 আনন্দ অধৈর্য্য না ধরিতে পারে হিয়া ॥ আর এক খণ্ডে
 দেখে মথুরাবিলাস । উপজে কোতুক মুখে মন্দ মন্দ হাস ॥
 আর এক খণ্ডে ব্রজবিহার নেহারে । গোপিকাগণের যুখে
 দেখে আপনারে ॥ শ্রীরাসমণ্ডলে মৃত্যু শোভা নিরখিতে ।
 মহানন্দে বিহ্বল কতনা উঠে চিতে ॥ দেখিতেই নিকুঞ্জবিলাস
 শোভাময় । হৈল নিদ্রাভঙ্গ দেখে প্রভাত সময় ॥ কতক্ষণে
 স্থির হৈয়া আচার্য্যাঠাকুর । মনে মনে বিচারয়ে করুণা প্রচুর ॥

এ সব প্রসঙ্গ যে শুনয়ে শ্রদ্ধা করি । তাঁর অভিলাষ পূর্ণ
 করে গৌরহরি ॥ নবদ্বীপভ্রমণ পরমানন্দ ময় । প্রভু কৃপা
 যাঁরে তার ইথে রতি হয় ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যচরণ চিন্তা করি ।
 ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনবদ্বীপভ্রমণাদিবর্ণনং
 নাম দ্বাদশস্কন্ধঃ ॥ * ॥ ১২ ॥ * ॥

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

--:~:--

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সৰ্বাশ্রয় । জয় জয় নিত্যানন্দ
প্রভু দয়াময় ॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত দেব গুণের সাগর । জয় জয়
শ্রীবাস পণ্ডিত গদাধর ॥ জয় গদাধর দাস শ্রীগুপ্ত মুরারি ।
জয় বক্রেশ্বর শ্রীনুকুম্ভ নরহরি ॥ জয় শ্রীপণ্ডিত গৌরিদাস
দামোদর । জয় শ্রীস্বরূপ হরিদাস শুক্লাশ্বর ॥ জয় জয় প্রভুর
যতেক ভক্তগণ । অনুগ্রহ করো সতে লইনু শরণ ॥ জয় জয়
শ্রোতাগণ গুণের আলায় । এবে যে कहিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম রামচন্দ্র । নবদ্বীপ ভ্রমণে পাইলা
মহানন্দ ॥ শ্রীঈশান ঠাকুরের চরণ বন্দিয়া । হইতে বিদায়
বিদরিয়া যায় হিয়া ॥ শ্রীঈশান ঠাকুর করিয়া আলিঙ্গন । হইলা
অধৈর্য্য অশ্রু নহে নিবারণ ॥ স্নেহাবেশে অত্যন্ত অবশ কলে
বর । কে বুঝিতে পারে তাঁর গভীর অন্তর ॥ कहিতে চাহয়ে
কিছু না পারে कहিতে । হাতসানে জানাইল দেখা এই
হৈতে ॥ তথাতে ছিলেন যে প্রভুর পরিকর । হৈল তাঁ স-
ভার মহা ব্যাকুল অন্তর ॥ অতি অনুগ্রহ করি দিলেন বিদায় ।
শ্রীআচার্য্য্য প্রণমিলা । তাঁসভার পায় ॥ নবদ্বীপধামে বার বার
প্রণমিয়া । কাঁদিতে কাঁদিতে চলে বিদায় হইয়া ॥ পথে
চলিতেই যথা যথা ভক্তালয় । তথা তথা গমনে হইল হর্ষো-

দয় ॥ শ্রীখণ্ডে আসিয়া কৈল গৌরাঙ্গ-দর্শন । শ্রীরঘুনন্দন সহ
 হইল মিলন ॥ শ্রীরঘুনন্দন অতিশয় স্নেহাবেশে । নবদ্বীপ-
 প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসে যুত্ভাসে ॥ শ্রীনিবাস নদীয়াভ্রমণ নিবেদিয়া ।
 কহয়ে ভক্তের কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥ পূর্বক বলু ভক্ত সঙ্গো-
 পন নদীয়ায় । এবে যে আছেন সেহো মৌনমুদ্রা প্রায় ॥
 প্রভুর ভবনে এক ঈশানের স্থিতি । তাঁহার অনন্ত গুণ 'কহি
 কি শক্তি ॥ পথে আমি লোক মুখে করিছু শ্রবণ । শ্রী-
 ঈশান ঠাকুর হইলা সঙ্গোপন ॥ দিনে দিনে নদীয়া হইছে
 অন্ধকার । কি বলিব না জানি কি হইবেক আর ॥ শুনি প্রেম
 উথলে ধৈর্য নাই বাঁধে । শ্রীনিবাস গলা ধরি কুকরিয়া কাঁদে ॥
 প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈলা কতক্ষণে । শ্রীরঘুনন্দন-চেষ্টা কহিতে
 কে জানে ॥ শ্রীনিবাসে প্রবোধিয়া বিবিধ প্রকারে । দিলেন
 বিদায় যাজিগ্রাম যাইবারে ॥ শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিয়া তিন
 জন । যাজিগ্রামে গেলা করি ধৈর্য্যাবলম্বন ॥ শ্রীগোকুলানন্দ-
 আদি মহাহর্ষ মনে । আশুসরি আমি লৈয়া গেলেন ভবনে ॥
 যাজিগ্রামবাগী লোক উল্লাস হৃদয়ে । করিল দর্শন আমি
 আচার্য্য-আলয়ে ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য ঠাকুর সে সে সভায় ।
 মিলিলেন যথাযোগ্য উল্লাস হিয়ায় ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্যের
 অদ্ভুত চরিত । কৈল সর্ব প্রকারে সবার মনোহিত ॥ বাড়ির
 বাহিরে এক স্থান স্থনির্জন । তথাই বসিলা সঙ্গে লৈয়া সর্ব-
 জন ॥ নবদ্বীপপ্রসঙ্গেতে হইয়া বিহ্বল । জিজ্ঞাসিল ক্রমে শিষ্য

বর্গের মঙ্গল ॥ প্রিয় নরোত্তমে অতি ধীরে ধীরে কর । “অদ্য
বীরহাস্তীর আসিব মনে লয় ॥ হেন কালে রাজার প্রেমিত এক
জন । অদ্য আসিবেন রাজা” কৈল নিবেদন ॥ এথা রাজা
শ্রীবীরহাস্তীর হর্ষ মনে । বনবিষ্ণু পুর হৈতে আইসে শুভ
ক্ষণে ॥ যাজিগ্রাম-দর্শনে উল্লাস অতিশয় । দূরে রহি রাজা
যাজিগ্রামে প্রণময় ॥ যাজিগ্রাম নিকটে দেখিয়া দিব্য স্থান ।
তথাই হইল স্থির করিতে বিশ্রাম ॥ অশ্ব গজ পদাতিক
আদি তথা থুইয়া । গ্রামে প্রবেশয়ে সঙ্গে কথো জন লৈয়া ॥
যে সব সামগ্রী আনিলেন গৃহ হৈতে । প্রথমেই পাঠাইলা
প্রভুর বাড়িতে ॥ শ্রীআচার্য্য-প্রভু-পদ করিয়া স্মরণ । ধীরে
ধীরে চলে যথা আচার্য্য-ভবন ॥ আচার্য্যপ্রভুর-পাদপদ্ম নির-
খিয়া । বার বার প্রণময়ে ভূমিতে পড়িয়া ॥ নরোত্তম-তেজ
দেখি মনে বিচারয় । এই প্রভু অবশ্য ঠাকুর মহাশয় ॥ হইলু
কৃতার্থ বলি হর্ষ অনিবার । নরোত্তম-পদে প্রণময়ে বার বার ॥
শ্রীআচার্য্যঠাকুর ঠাকুর নরোত্তম । অতি অনুগ্রহ করি কৈল
আলিঙ্গন ॥ রামচন্দ্রকবিরাজ-পদে প্রণমিয়া । নিবেদয়ে প্রভুগণে
দেহ চিনাইয়া ॥ হৈয়া হর্ষ রামচন্দ্র গুণের আলায় । জানাইলা
প্রভু-পরিকর-পরিচয় ॥ রাজা মহাহর্ষ ভূমে পড়ে প্রণমিতে ।
আলিঙ্গন কৈলা সবে নিহ্বল প্রেমেতে ॥ রাজা বীরহাস্তীর
মনে যে উল্লাস । কাহতে কি জানি যৈছে ভক্তির প্রকাশ ॥
যাজি-গ্রামবাসী লোক উল্লাস হিয়ায় । দেখিয়া রাজার ভক্তি

প্রশংসে রাজায় ॥ যত পরিকর বীর হান্সীর রাজার । সবার
নির্মল ভক্তিপথে অধিকার ॥ গণসহ রাজার সৌভাগ্যসীমা
নাই । পরস্পর সবে প্রশংসয়ে ঠাই ঠাই ॥ শ্রীআচার্য্য-
ঠাকুর ঠাকুর মহাশয় । দেখিয়া রাজার চেষ্ঠা হর্ষ অতিশয় ॥
আচার্য্য ঠাকুর রামচন্দ্রে নিরখিয়া । শ্রীবীরহান্সীরে তারে দিল
সমর্পিয়া ॥ বীর হান্সীরের মনে উপজয়ে বাহা । রামচন্দ্র
কবিরাজে জিজ্ঞাসেন তাহা ॥ যৈছে ইকগোষ্ঠী দৌহে সর্বত্র
প্রচার । অন্য গ্রন্থে বিস্তারি বর্ণিল গ্রন্থকার ॥ রাজা নিজ-
প্রভু-প্রিয়গণের দর্শনে । কে কহিতে পারে যে আনন্দ বাজি-
গ্রামে ॥ বাজিগ্রামে রহে এ রাজার মনোবৃত্তি । তিলে তিলে
বাজিগ্রামে বাঢ়ে মহা-আর্তি ॥ বিষ্ণুপুর যাইতে রাজার মন
নাই । জানাইলা রামচন্দ্র আচার্য্যের ঠাই ॥ আচার্য্য ঠাকুর
শ্রীঠাকুর মহাশয় । স্নেহাবেশে শ্রীবীর হান্সীরে প্রবোধয় ॥
প্রবোধিয়া লোক সঙ্গে দিয়া সেই ক্ষণে । পাঠাইলা সর্বরাধ্য
স্থান সন্দর্শনে ॥ রাজা অতি দীনপ্রায় সর্বত্র ভ্রমিলা । সর্ব
মহাস্তরের অনুগ্রহে হর্ষ হৈলা ॥ বাজিগ্রামে আসিয়া বিচারে
মনে মনে । প্রভুবিদা বিষ্ণুপুর যাইব কেমনে ॥ রাজার অন্তর
জানি আচার্য্য ঠাকুর । কহয়ে রাজার প্রতি বচন মধুর ॥
খেতরিগ্রামেতে গিয়া কিছু দিন পরে । তথা হৈতে এথা আসি
যাব বিষ্ণুপুরে ॥ খড়দহ হইতে শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী । পাঠা-
বেন সংবাদ আঁছিয়ে পথ হেরি ॥ এত কহিতেই কেহো

মনের উল্লাসে । খড়দহ হৈতে আইলা আচার্য্যের পাশে ॥
 তাঁরে দেখি আচার্য্যের উল্লাস হৃদয় । স্নমধুর বাক্যেতে মঙ্গল
 জিজ্ঞাসয় ॥ তেহেঁ অতি বিনয়পূর্ব্বক যত্নভাবে । নিবেদয়ে
 সজ্জেকপে শ্রী আচার্য্যের পাশে ॥ সকল মঙ্গল খড়দহে শ্রীঈশ্বরী ।
 বিতরণে প্রেমভক্তি জীবে রূপা করি ॥ রাধিকার শ্রীমূর্তি
 নির্মাণ করাইয়া । হৈলা মহাবিহ্বল সে শোভা নিরখিয়া ॥
 শ্রীপরমেশ্বরী দাস আদি বিজ্ঞগণে । আচ্ছা কৈলা লইয়া
 যাইতে বৃন্দাবনে ॥ সপ্ত শত মুদ্রা বস্ত্রালঙ্কারাদি দিলা । যত্ন-
 পূর্ব্ব অপূর্ব্ব নৌকায় চড়াইলা ॥ }

কহরে শ্রীগোপীনাথে করিয়া স্মরণ । শীঘ্র নিজ প্রিয়ায়
 করহ আকর্ষণ ॥ শ্রীঈশ্বরী-চেষ্টা কে বুঝিব অন্য জনে । করি-
 লেন বিদায় পরম শুভক্ষণে ॥ বিদায় হইতে নৌকা আইল
 ত্বরায় । এক দিন স্থিতিমাত্র হৈল নদীয়ায় ॥ অদ্য নৌকা
 আসিবেক কণ্টকনগরে । পত্নী লৈয়া মুই এথা আইল সত্বরে ॥
 এত কহি পত্নী দিলা আচার্য্যের হাতে । আচার্য্য লইয়া পত্নী
 ধরিলেন মাথে ॥ পত্নী পাঠমাত্রে মহা-উল্লাস অন্তরে । সভা-
 সহ চলেন শ্রীকণ্টকনগরে ॥ বস্ত্র অলঙ্কার আদি যে প্রস্তুত
 ছিল । দিবেন এ হেতু তাহা সঙ্গে করি নিল ॥ সহস্রেক মুদ্রা
 বীরহাস্মীর গোপনে । দিলেন শ্রীরামচন্দ্র-কবিরাজ স্থানে ॥
 রামচন্দ্র-আচার্য্য প্রভুরে জানাইল । হাসিয়া আচার্য্য তাহা
 সঙ্গে করি নিল ॥ কণ্টকনগরে শীঘ্র উপনীত হইলা । শ্রীকেশব-

ভারতী গোসাঁইর ঘাটে আইলা ॥ দেখেন সে ঘাটে নৌকা
 আইল সেই ক্ষণে । হৈল মহানন্দ পরস্পর সন্মিলনে ॥ শ্রী-
 পরমেশ্বরী দাস নৃসিংহ চৈতন্য । ঠাকুরকানাই আদি সর্কাংশে
 নৈপুণ্য ॥ কে বুঝিতে পারে এই সভার অন্তর । শ্রী আচার্য্য
 মিলি সুখ বাঢ়িল বিস্তর ॥ শ্রীনবদ্বীপের কথা আচার্য্য কহিতে ।
 হইলা ব্যাকুল কেহো নাহি স্থির হইতে ॥ শ্রীনিবাস-আচা-
 র্য্যাদি অধৈর্য্য হৃদয় । কতক্ষণে স্থির হৈল সবে প্রেমময় ॥
 শ্রীপরমেশ্বরী দাস আদি সর্দজনে । প্রণমিলা রাজা পড়ি
 সভার চরণে ॥ সকলেই পাইয়া রাজার পরিচয় । কৈলা
 গাঢ়ালিঙ্গনানুগ্রহ অতিশয় ॥ দেখি সে সভার তেজ শ্রীবীর-
 হাঙ্গীর । প্রেমানন্দে অধৈর্য্য হইতে নাহি স্থির ॥ কণ্টক-
 নগরবাদী দেখি প্রেনোদয় । রাজার মৌভাগ্য সকলেই প্রশং-
 সয় ॥ শুনিতে রাজার দৈন্য কেবা নাহি ঝুরে । নৃসিংহ চৈতন্য
 ধন্য কহয়ে রাজারে ॥ কেহো কহে আচার্য্যের কৃপা বলবান্ ।
 সে সম্বন্ধে রাজা যেন প্রাণের সমান ॥ রাজায় অন্তত স্নেহ
 বাঢ়িল সভার । কহিতে কি জানি জন্মে যে চেষ্টা রাজার ॥
 শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর উল্লাসে । লৈয়া গেলা নৌকায়
 আচার্য্য শ্রীনিবাসে ॥ আচার্য্যের প্রতি কহে গধুর বচন । শ্রী-
 ঈশ্বরী পুন নাইবেন বৃন্দাবন ॥ ঈরাধিকা শ্রীগোপীনাথেরে
 সর্গর্পিয়া । আমবা আসিব শীঘ্র নৌকায় চাপিয়া ॥ এত কহি
 যুঁচাইয়া বস্ত্র আবরণ । করাইল রাধিকার শ্রীমূর্তি দর্শন ॥

সৰ্ব্বাঙ্গ হৃন্দর দিতে উপমা না হয় । দেখিয়া আচার্য্য প্রেমে-
 বিহ্বলাতিশয় ॥ পুনঃ শ্রীপরমেশ্বরী দাস আচার্য্যেরে । দেখান
 সামগ্রী সব আনন্দ অন্তরে ॥ গোপীনাথ শ্রীগোপীনাথের
 প্রিয়াদ্বয় । এ তিনের বস্ত্র অলঙ্কারাদি এ হয় ॥ শ্রীগোবিন্দ
 মদনমোহন প্রভুগণে । সমর্পিব এ বস্ত্রালঙ্কার স্থানে স্থানে ॥
 পৃথক্ পৃথক্ ঐছে সব দেখাইল । দেখি আচার্য্যের মহা আনন্দ
 বাড়িল ॥ বস্ত্র অলঙ্কার কিছু মুদ্রা সহস্রেক । দিলেন আচার্য্য
 করি বিনয় অনেক ॥ শ্রীপরমেশ্বরী দাস পরমস্নেহেতে । করান
 দর্শন সতে আনিয়া নৌকাতে ॥ নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ
 শ্রীদাস । গোকুলানন্দাদি সতে দর্শনে উল্লাস ॥ গঙ্গাতীরে
 লোকের সংঘট্ট অতিশয় । দেখিয়া বৈষ্ণবশোভা হর্ষে কত
 কয় ॥ কতক্ষণ গঙ্গাতীরে রহি সর্বজন ॥ চলিলেন গৌরাঙ্গের
 করিতে দর্শন ॥ শ্রীঘটনন্দন আদি মহাহর্ষ মনে । সতে লৈয়া
 গেলেন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রাপ্তগণে ॥ গৌরাঙ্গের দর্শন করিয়া সর্ব-
 জন । হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নহে নিবারণ ॥ উখলিল প্রেমসিন্ধু
 গৌরাঙ্গপ্রাপ্তগণে । সকলে হইলা মত্ত শ্রীনামকীর্তনে ॥ শ্রীনাম-
 কীর্তন ধ্বনি ভেদয়ে গগণ । নৃসিংহ চৈতন্য করে অদ্ভুত
 নর্ত্তন ॥ প্রেমাবেশে কহয়ে পরমেশ্বরীদাস । গাও গাও ওহে
 নরোত্তম শ্রীনিবাস ॥ ঠাকুর কানাই স্থির হইতে না পারে ।
 রামচন্দ্রে আলিঙ্গন করে বারে বারে ॥ শ্রীদাস-গোকুলানন্দ
 গোবিন্দাদি যত । শ্রীনামকীর্তনে সতে হৈলা উনমত ॥ প্রভু

প্রিয়গণের সর্বস্ব সঙ্কীৰ্তন । সঙ্কীৰ্তনে কারে বা না করে
আকর্ষণ ॥ নামসঙ্কীৰ্তন স্বধা পিয়া কতক্ষেণে । হইলেন স্থির
মতে গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে ॥ যথা প্রভু করিলেন সম্মাসগ্রহণ । তথা
খুলি ধূসর হইলা সর্বজন ॥ কহিতে কি জানি প্রভুগণের যে
রীতি । সে দিবস কণ্টকনগরে কৈলা স্থিতি ॥ রজনীপ্রভাত
হইতেই পরম্পর । হইলা বিদায় মহাবাকুল অন্তর ॥ শ্রীপর-
মেশ্বরী দাস আদি কত কৈয়া । কণ্টকনগর হৈতে গেলা
নৌকা লৈয়া ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য লইয়া প্রিয়গণে । কণ্টক-
নগর হৈতে আইলা যাজিগ্রামে ॥ নিরুপম স্নেহ আচার্য্যের
শিষ্য প্রতি । রাজারে বিদায় দিব ইথে খেদ অতি ॥ বিষ্ণুপুর
যাইবেন শ্রীবীরহাস্বীর । বিদায় হইতে চিন্তে না বাঁধয়ে থির ॥
আচার্য্যপ্রভুর পাদপদ্ম ধরি শিরে । অশ্রুযুক্ত হইয়া কহয়ে
ধীরে ধীরে ॥ বনবিষ্ণুপুর শীঘ্র গমন করিয়া । করিবে সনাথ
কৃপাদৃষ্টিে নিরখিয়া ॥ আলিঙ্গন করি করে আচার্য্যঠাকুর ।
না হইবে বিলম্ব যাইতে বিষ্ণুপুর ॥ ইহা শুনি পড়ে নরোত্তম
পদতলে । সিংহে দুখানি পাদপদ্ম নেত্রজলে ॥ “করো অনু-
গ্রহ” কহে গদগদ বচনে । মোর সম অপরাধী নাই ত্রিভুবনে ॥
মোর কুক্রিয়ায় দুঃখ পাইলা অন্তরে । সে সব ভাবিতে হিয়া
কি জানি কি করে ॥ ইহা শুনি কহেন ঠাকুরমহাশয় । সে
কুক্রিয়া হৈতে হৈল সর্বত্র বিজয় ॥ এবে আর সে সকল না-
করিহ মনে । সাবধান হও ভক্তিরত্ন উপার্জনে ॥ এঁছে কত

কহি কৈল গাঢ় আলিঙ্গন । হইল রাজার মহা-উল্লসিত মন ॥
 রামচন্দ্র-গোবিন্দ-চরণে প্রণমিয়া । করয়ে যে দৈন্য, তা
 শুনিতে দ্রবে হিয়া ॥ শ্রীদাস গোকুলানন্দ দৌহার চরণে ।
 প্রণময়ে রাজা, অশ্রু বরয়ে নয়নে ॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর যতেক
 শিষ্যগণ । ক্রমে ক্রমে বন্দিলেন সভার চরণ ॥ যাজ্ঞিগ্রাম-
 বাসি লোকগণে প্রণমিয়া । বিদায় হইলা রাজা ব্যাকুল
 হইয়া ॥ রাজার মহিষী মহা উল্লাস অন্তরে । ছিলেন শ্রীআচা-
 র্য্যের ভবন-ভিতরে ॥ আচার্য্যের ভার্য্যা নাম দ্রৌপদী ঈশ্বরী ।
 সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণা অদ্ভুত মাধুরী ॥ আনিয়াছিলেন রাণী বস্ত্র
 অলঙ্কার । তাহা পরাইয়া দেখে শোভা চমৎকার ॥ সে দুই
 চরণ রাণী মস্তকে ধরিল। বিদায় হইতে মহাব্যাকুল হইলা ॥
 যাজ্ঞিগ্রাম-ভূমে বার বার প্রণমিয়া । চলিলেন রাণী চতু-
 র্দলেতে চাপিয়া ॥) যাজ্ঞিগ্রাম হইতে রাজা গিয়া কথোদূরে ।
 দিব্য যানে চড়ি গেলা বনবিষ্ণুপুরে ॥ শ্রীআচার্য্য-ঠাকুর
 তাহার পর দিনে । খণ্ডে গেলা নরোত্তম-রামচন্দ্র-সনে ॥ শ্রী-
 রঘুনন্দনে প্রণমিয়া নিবেদয় । কালি প্রাতে খেতরি যাইব
 আজ্ঞা হয় ॥ শ্রীরঘুনন্দন কহে যাইবা খেতরি । কিছু দিন রহিয়া
 আশিষা শীত্ৰ করি ॥ এত কহি বিদায় দিলেন আচার্য্যেরে ।
 যাজ্ঞিগ্রামে আসি সতে চিন্তয়ে অন্তরে ॥ আচার্য্যঠাকুর নরোত্তম
 প্রতি কয় । ঠাকুরের ঐছে আজ্ঞা কভু নাহি হয় ॥ চৈতন্যগণের
 চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার । না জানি কখন বা করেন অঙ্ককার ॥

এত কহিতেই অশ্রু বরষে নয়নে । হইয়া অধৈর্য্য স্থির হৈলা
কতক্ষণে ॥ আচার্য্য ঠাকুর শীঘ্র সভারে লইয়া । যাজিগ্রাম
হৈতে আইলা কাঞ্চনগড়িয়া ॥ তথা দুই দিবস করিলা অব-
স্থিতি । সঙ্কীৰ্ত্তন-আনন্দে নিমগ্ন দিবা রাত্রি ॥ চলিলেন কাঞ্চন-
গড়িয়া-গ্রাম হৈতে । আইলেন বুধরি গ্রামের প্রদেশেতে ॥
বুধরি-নিবাসী লোক মহাহর্ষ মনে । আগুসরি আনিলেন অপূর্ব
ভবনে ॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুর ঠাকুরমহাশয় । রামচন্দ্র-আদি হৈলা
উল্লাসাতিশয় ॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুর পরমানন্দমনে । দিবা নিশি
উন্মত্ত হইলা সঙ্কীৰ্ত্তনে ॥ বুধরি গ্রামেতে দুই দিন স্থিতি করি ।
পদ্মাবতী পার হইয়া গেলেন খেতরি ॥ শ্রীখেতরিবাসী লোক
মহাহর্ষ চিতে । লইয়া গেলেন পদ্মাবতীতীর হৈতে ॥ খেতরি
গ্রামেতে প্রবেশিয়া সর্ব জন । মনের আনন্দে কৈল প্রভুর
দর্শন ॥ কতক্ষণ রহি সবে প্রভুর প্রাপ্তি । নিজ নিজ বাসায়
গেলেন সর্ব জনে ॥ ভাগ্যবন্ত লোক বত খেতরি-নিবাসী ।
দর্শন-আনন্দে না জানয়ে দিবানিশি ॥ শ্রীআচার্য্য ঠাকুর,
ঠাকুর মহাশয় । দিবা রাত্রি সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে বিলসয় ॥ ভক্তিরস-
সামুদ্রে বা কারে না ডুগায় । দৌহার অন্ত্যুত দয়া কেবা নাহি
গায় ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম দৌহার চরিত । দিনে দিনে সর্বত্রই
হয়েন বিদিত এক দিন এক মহাপাষণ্ড দুৰ্জ্জয় । সঙ্কীৰ্ত্তনে
দৌড়ে দেখি হইলা বিস্ময় ॥ বঙ্গদেশী সেই বিপ্র ভাসি নেত্র-
জলে । লোটাইয়া পড়িলা দৌহার পদতলে ॥ তাত্ত্বিক বিষয়ী

বিপ্র হৈল ভক্তিময় । করিল। শ্রীআচার্য্যের পাদপদ্মাত্ময় ॥
 আচার্য্য সোঁপিলা প্রাণনরোত্তমে তারে । সবে হর্ষ হৈলা তার
 ভক্তি অধিকারে ॥ এছে রঙ্গ প্রকাশে আচার্য্য নরোত্তম । কে
 বুঝিতে পারে দৌহ-চরিত্র দুর্গম ॥ এক দিন আচার্য্য শ্রীনরো-
 ত্তমে লৈয়া । হইলেন ব্যাকুল নির্জ্ঞানে কিবা কৈয়া ॥ অতি
 অল্প দিন রহি হইয়া বিদায় । গণ সহ যাজিগ্রামে আইলা স্বরায় ॥
 চলিলা ঠাকুর রঘুনন্দনের পাশে । তেহো স্নেহাবেশে কোলে
 কৈলা শ্রীনিবাসে ॥ জিজ্ঞাসি কুশল শ্রীনিবাস-করে ধরি ।
 নির্জ্ঞানে বসিয়া কিছু কহে ধীরি ধীরি । আইসে সময় ইথে
 বিষম হইব । সভাকার মনে নানা সন্দেহ জন্মিব ॥

তথাহি শ্রীভজনামৃতং ।

কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেন নিত্যানন্দেন সংস্কৃতে ।

অবতারে কলাবশ্বিন্ বৈষ্ণবাঃ সর্ব্ব এব হি ॥

ভবিষ্যন্তি সদোদ্বিগ্নাঃ কালে কালে দিনে দিনে ।

প্রায়ঃ সন্দ্বিগ্নহৃদয়া উত্তমোত্তরমধ্যমাঃ ॥

নহিবে চিন্তিত ইথে প্রভু গৌররায় । সাধিব অনেক
 কার্য্য তোমার দ্বারায় ॥ চিরজীবী হইয়া রহিবে পৃথিবীতে ।
 রাখিবে প্রভুর ধর্ম্ম স্বগণ-সহিতে ॥ তোমার প্রভাবে কৃষ্ণ-
 বহিমুখগণ । হইব সম্মুখ লৈয়া তোমার শরণ ॥ এছে কত
 কহি শ্রীনিবাস প্রবোধিলা । মদনগোপাল গৌরান্বের আগে
 গেল ॥ লুভ্ত সমর্পিয়া গৌর-শ্রীগোপাল-চরণে । তিন দিন

মহামত্ত হৈলা সঙ্কীৰ্ত্তনে ॥ নরহরি পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ।
 গোপাল-গৌরান্ন-রূপে অর্পিতা নয়ন ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম
 লৈয়া বার বার । হৈলা সঙ্গোপন দেখি লোকে চমৎকার ॥
 ধন্য সে আবেণ শুক্লা চতুর্থী দিবস । কেবা নাহি গায় রঘুনন্দ-
 নের যশ ॥ শ্রীরঘুনন্দনপুত্র ঠাকুর কানাই । কৈলা মহোৎসব
 আয়োজন অস্ত নাই ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য খণ্ডে রহিলা তাবৎ ।
 মহামহোৎসব সাক্ষ নহিল যাবৎ ॥ হৈল মহোৎসব যৈছে না
 হয় বর্ণন । সকল মহাস্তু খণ্ডে করিলা গমন ॥ আচার্য্য ঠাকুর
 প্রাজ্ঞ সর্ব-সমাধানে । কহিতে কি জানি, যে আনন্দ সঙ্কী-
 র্ত্তনে ॥ শ্রীঠাকুর কানাইর পুত্র শ্রীমদন । তেহৌ সঙ্কীৰ্ত্তনে
 কৈলা অদ্ভুত নর্ত্তন ॥ মদনের গুণগণ কে কহিতে পারে ।
 প্রসঙ্গ পাইয়া কিছু কহি অল্লাঙ্করে ॥ কৈশোরে কানাইর ক্রমে
 হৈল পুত্রবয় । শ্রীমদন আর বংশী ভক্তিরসময় ॥ মদন পোগণ্ডে
 ভক্তিরত্ন প্রকাশিলা । প্রভু-নরহরি-পদে আত্ম সমর্পিতা ॥
 যারে দেখি মহানন্দ পায় সর্ব জনে । যে নৃত্য কীর্ত্তনে, তা
 বর্ণিতে কে বা জানে ॥ কি বলিব শ্রীখণ্ডে যে প্রেমের প্রকাশ ।
 হইল সম্পূর্ণ যার যেই অভিলাষ ॥ সকল মহাস্তু নিজ
 নিজালয়ে গেলা । শ্রীনিবাসাচার্য্য যত্নে বিদায় হইলা ॥ ঠাকুর
 কানাই যে কহিল গন্তুকালে । শুনি শ্রীনিবাস ভাগে নয়-
 নের জলে ॥ শ্রীরঘুনন্দন গুণগণ সোঙরিয়া । আইলেন
 বাজিগ্রামে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥ বাজিগ্রামে আচার্য্য রহিয়া দিন

চারি । বনবিষ্ণুপুরে গেলা অতি শীঘ্র করি ॥ গোষ্ঠীমহ রাজা
মহা উল্লাস অন্তরে । আগুসরি লৈয়া গেলা আচার্য্য ঠাকুরে ॥
বিষ্ণুপুরে আচার্য্যের অপূর্ব্ব আলয় । গণসহ কৈল তথা
আচার্য্য, বিজয় ॥ মহাভাগ্যবন্ত যত বিষ্ণুপুরবাসী । আচার্য্যের
দর্শনে বিহ্বল দিবা নিশি ॥

এক দিন শ্রী আচার্য্য ঠাকুর স্বপ্নেতে । করয়ে বিবাহ গৌর-
চন্দ্রের আজ্ঞাতে ॥ এ অতি কৌতুক জানাইয়ে সজ্জপেতে ।
আচার্য্যের দ্বিতীয় বিবাহ যেন মতে ॥ গোপালপুর নামেতে
গ্রাম রাঢ়দেশে । ব্রাহ্মণসমাজ তথা অশেষ বিশেষে ॥ সেই
গ্রামে রঘুনাথ বিপ্রের আলয় । শ্রীরাঘবচক্রবর্তী নাম কেহো
কয় ॥ (শ্রীমাধবী নামে হয় বিপ্রের বনিতা । তাঁর কন্যা শ্রী-
গৌরান্ধ্রপ্রিয়া সূচরিতা ॥ কন্যার সম্বন্ধ কথু স্থির নাই হয় ।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী চিত্তে চিন্তা অতিশয় ॥ একদিনে রজনীপ্রভাতে
ঠাকুরাণী । কহয়ে ভর্তার প্রতি স্নমধুর বাণী ॥ স্বপ্নে যোরে
কহে এক বিপ্র মহা আৰ্য্য । তোমার কন্যার ভর্তা শ্রীনিবাসা-
চার্য্য ॥ যত্নে যুই তাঁর আগমন জিজ্ঞাসিতে । তেহেঁ কহে
আইলাম শাস্তিপুর হৈতে ॥ পুন কিছু জিজ্ঞাসিতে নিদ্রা ভঙ্গ
হৈল । যে তেজ দেখিছু তাহা হৃদয়ে ব্যাপিল ॥ বিপ্র কহে
প্রভাতে যু দেখিছু স্বপন । শ্রীনিবাসাচার্য্যে কৈলু কন্যা সম-
পর্ণ ॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণী কহে বিলম্বে কি আর । যাই তথা
অবশ্য করিব অঙ্গীকার ॥ ব্রাহ্মণীর বাক্যে বিপ্র উল্লাস

অন্তরে । শীঘ্রগিয়া নিবেদন কৈল আচার্য্যে । শুনিয়া আচার্য্য
 স্তব্ধ হইয়া রহিল । সর্ব মনোহিত লাগি বিবাহ করিল ॥
 সর্বলোক ধন্য ধন্য কহে বার বার । যৈছে কন্যা তৈছে পাত্র
 শোভা চমৎকার ॥ গোষ্ঠীসহ রাজার উল্লাস অতিশয় । আচার্য্য
 বিবাহে বহু অর্থ কৈল ব্যয় ॥) কিছু দিন আচার্য্য রহিয়া বিষ্ণু-
 পুরে । আইলেন বাজিগ্রামে প্রবোধি সভারে ॥ সভাসহ
 আচার্য্য গমন নিজ ঘরে । গ্রামবাসী লোক দেখে উল্লাস
 অন্তরে ॥ (আচার্য্যের ভার্য্যা দুহুঁ দোহেঁ নিরখিয়া । স্বাভাবিক
 প্রেমানন্দে উথলয়ে হিয়া ॥ দৌহার যে প্রেমচেষ্টা কহি
 সাধ্য নাই । আচার্য্যের সেবাস্থখে নিহল সদাই ॥) আচার্য্য
 শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানন্দে বিলসয় । শিষ্যগণে ভক্তিগ্রন্থরত্ন বিতরয় ।
 এক দিন আচার্য্য কহয়ে শিষ্যগণে । অকস্মাৎ আনন্দ জন্মিছে
 মৌর মনে ॥ শ্রীপরমেশ্বরীদাস আদি প্রভুগণ । অদ্য বা সভার
 এথা হয় আগমন ॥ এত কহিতেই শ্রীপরমেশ্বরী দাস । আই-
 সেন দূরে দেখিলেন শ্রীনিবাস ॥ সভাসহ আগুসরি আচার্য্য-
 ঠাকুর । কৈল যে সম্মান তাহা বচনের দূর ॥ শ্রীপরমেশ্বরী
 দাস আদি সর্বজনৈ । জিজ্ঞাসে কুশল বসাইয়া দিব্যাসনে ॥
 শ্রীপরমেশ্বরীদাস কহে ধীরি ধীরি । নির্বিঘ্নে গেলাম বৃন্দাবনে
 শীঘ্র করি ॥ সেবাদিকারিণে গোপীনাথ আজ্ঞা কৈলা । লৈয়া
 গেলু যারে তাঁরে বাগে বসাইলা ॥

পূর্ব ঠাকুরাণী হর্ষে বসিলা দক্ষিণে । হইল অদ্ভুত শোভা

দেখিনু নয়নে ॥ ওহে শ্রীনিবাস কেহো নারে স্থির হৈতে ।
 প্রিয়াসহ সিংহাসনে দেখি গোপীনাথে । পরস্পর কহে দেখ
 কি অপূর্ব বেষে । শ্রীজাহ্নবীপ্রেমিত রাধিকা বামপাশে ।
 ঐছে কহি জাহ্নবী ঈশ্বরী-গুণ গায় । প্রকাশে মহিমা শুনি
 কেবা না জুড়ায় ॥ পুন সতে ঈশ্বরীর দর্শন লাগিয়া । করয়ে
 প্রার্থনা গোপীনাথ মুখ চা'য়া ॥ লোকের যে আর্তি তাহা
 কহিল না হয় । একদৃষ্টে শ্রীরাধিকা পানে নিরিখয় ॥ শ্রী-
 জাহ্নবী স্থাপিত রাধিকা এই কৈয়া । ইতস্ততঃ কিরে লোক
 উল্লসিত হৈয়া ॥ তথা মহা মহোৎসব করিয়া দর্শন । এথা
 অতি নির্দ্বিগ্নে আইলু সর্বজন ॥ কণ্টকনগরে অদ্য নৌকায়
 চড়িল । খড়দহে শীঘ্র এ সংবাদ জানাইব ॥ শ্রীঈশ্বরী পুন শীঘ্র
 যাইবেন তথা । তোমারেও কহিয়াছি আছে পূর্বকথা ॥ শুনি
 শ্রীআচার্য্য মহা উল্লাস হইলা । সবাসহ শ্রীকণ্টকনগরে
 আইলা ॥ শ্রীপরমেশ্বরী আদি চড়িলা নৌকায় । শ্রীনিবাস কহি
 কত হইলা বিদায় ॥ শ্রীপরমেশ্বরী আদি খড়দহে গেলা । শ্রী-
 বনু জাহ্নবী শ্রীচরণে প্রণমিলা ॥ কহিল সকল শুনি জাহ্নবী
 ঈশ্বরী । হৈলা প্রেমাবিস্ত যৈছে কহিতে না পারি ॥ ঈশ্বরীর
 মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে । শ্রীপরমেশ্বরী দাসে কহে ধীরে
 ধীরে ॥ তড়া আঠপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ । তথা রাধাগোপী-
 নাথসেবা প্রকাশ হ ॥ ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরী দাস ।
 রাধাগোপীনাথ সেবা করিলা প্রকাশ ॥ শ্রীঈশ্বরী গমন করিলা

মেই খানে । হৈল যে উৎসব তা দেখিল ভাগ্যবানে ॥ যে যে
 গ্রামে ঈশ্বরীর হইল গমন । সে সব গ্রামের ভাগ্য না হয়
 বর্ণন ॥ রাজবলহাটের নিকট ঝামট পুরে । গেলেন ঈশ্বরী
 এক ভূত্যের মন্দিরে ॥ তথা বিপ্র যদুনন্দনাচার্য্য বৈসয় ।
 ঈশ্বরীকূপায় তেহেঁ হৈলা ভক্তিময় ॥ (যদুনন্দনের ভার্ঘ্য।
 লক্ষ্মী নাম তাঁর । কহিতে কি অতি পতিব্রতা ধর্ম্ম যার ॥
 তার দুই দুহিতা শ্রীমতী নারায়ণী । সৌন্দর্য্যের সীমাহীন
 অঙ্গের বলনী ॥ শ্রীঈশ্বরী ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান্ । প্রভু
 বীরচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান ॥ বিবাহসময়ে মহাকৌতুক
 হইল । যদুনন্দনের বীরচন্দ্র শিষ্য কৈল ॥ জাহ্নবী ঈশ্বরী
 অতি উল্লাসিত হৈলা । শ্রীমতী শ্রীনারায়ণী দৌড়ে শিষ্য
 কৈলা ॥ বীরচন্দ্র বিবাহ দেখিল ভাগ্যবানে । বিবাহে যে
 শোভা তা বর্ণিতে কেবা জানে ॥ [মহাতেজোময় নিত্যানন্দের
 নন্দন । চৈতন্য অভিন্ন দেহ ভুবনমোহন ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্ ॥

সকর্ষণস্য মো ব্যূহঃ পয়োধিশান্নিনামকঃ ।

স এব বীরচন্দ্রেহভূচ্চৈতন্যভিন্নবিগ্রহঃ ॥

(বিবাহ করিয়া গৃহে আইলা বীরচন্দ্র । পুত্রবধূ দেখি বহু
 হৈলা মহানন্দ ॥ খড়দহগ্রামে হৈল উল্লাস সভার । দিলেন
 যৌতুক যত লেখা নাই তার ॥ ভ্রাতার বিবাহে গঙ্গাদেবী হর্ষ
 অতি । শ্রীগঙ্গাদেবীর গুণ কহি কি শক্তি ॥ তাঁর শুভ

বিবাহে কোতুক হৈল যত । সর্বত্র বিদিত তাহা কে কহিবৈ
কত ॥ গঙ্গা দেবী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা হয় । তাঁর ভর্তা
আচার্য্যমাধব ভক্তিময় ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ॥

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসীৎ সা নিজনামতঃ ।

নিত্যানন্দাঙ্গজা জাতা মাধবঃ শান্তনুর্নৃপঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণববন্দনায়াং ॥

“প্রেমানন্দময় বন্দ আচার্য্য মাধব । ভক্তিবলে হৈলা
গঙ্গাদেবীর বল্লভ” ॥ খড়দহে যে আনন্দ কহনে না যায় ।
বীরচন্দ্র-চরিত্র কেবা বা নাহি গায় ॥ পুত্রের বিবাহ দিলা
জাহ্নবী ঈশ্বরী । দীনহীন জনে কৈলা ভক্তি-অধিকারী ॥) পুনঃ
গণসহ শীত্র গেলা বৃন্দাবন । রাধাসহ থোপীনাথে করিলা
দর্শন ॥ মধ্যে গোপীনাথ রাধা দক্ষিণ বামেতে । মহাভূত
শোভা বিজে বর্ণে নানা মতে ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুনাথচক্রবর্তিকৃতস্তবামৃতলহর্যাং ॥

তাপিঞ্জঃ কিং প্রেমবল্লীমুপাস্তঃ

পার্শ্বদ্বন্দ্বদ্যোতিবিদ্যাদযনঃ কিং ।

কিস্বা মধ্যে রাধয়োঃ শ্যামলেন্দু-

র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতি নঃ ॥

শ্রীগোপীনাথের ভঙ্গি কহি কি শক্তি । শ্রীজাহ্নবী প্রেমা-
ধীন সে প্রেমমুরতি ॥

তথাহি তত্ৰৈব ॥

শ্রীজাহ্নব্যা মূর্তিমান্ প্রেমপুঞ্জো

দীনানাথান্ দর্শয়ন্ স্বঃ প্রসীদন্ ।

পুঞ্চন্ দেবালভ্যফেনঃ স্ন্যধাতি-

গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতি নঃ ॥

শ্রীঈশ্বরী গোড়ে হৈতে যে দ্রব্য আনিল । তাহা রাধা গোপীনাথে সমর্পণ কৈল ॥ অন্ন ব্যঞ্জনাদি নানা সামগ্রী করিলা । শ্রীরাধিকাসহ গোপীনাথে ভুঞ্জাইলা ॥ রাধা গোপীনাথে কৈল অশেষ প্রার্থনা । ঈশ্বরীর চেক্টা বা বুকিব কুন জনা ॥ শ্রীগোবিন্দ মদনমোহন-স্থানে গেলা । শ্রীরাধিকা সহ দেখি নেত্র জুড়াইলা ॥ শ্রীরাধিকা সহ তিন প্রভু দয়াময় । গোড়িরাগণের প্রাণ জীবন নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অস্ত্য খণ্ডে ।

“শ্রীরাধিকা সহ শ্রীশ্রীগদনমোহন ॥ শ্রীরাধিকা সহ শ্রীশ্রীগোবিন্দ চরণ । শ্রীরাধিকা সহিত শ্রীল গোপীনাথ ॥ এই তিন গোড়িয়া-জীবন প্রাণনাথ ।” শ্রীঈশ্বরী যৈছে বৃন্দাবনে বিলসয় ॥ তাহা এক মুখে কহিবার সাধ্য নয় । শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর গমনাগমন । বিস্তারিয়া এ সব বর্ণিব বিজ্ঞগণ ॥ শ্রীঈশ্বরী ব্রজে পুন গমন প্রকার । অনুরাগবল্লী-আদি গ্রহেতে প্রচার ॥

কিছু দিনে প্রভু বীরচন্দ্র গাতা-স্থানে । অনুরাগি মইল

যাইতে বৃন্দাবনে ॥ শুভক্ষণে খড়্গদহ হৈতে যাত্রা কৈলা । স্বগণ
 সহিত সপ্তগ্রামেতে আইলা ॥ পরম স্নকৃতিমন্ত বণিক-ভবনে ।
 দিন দুই রহে হৈয়া বিহ্বল কীৰ্তনে ॥ পতিত দুঃখিতে ভক্তি-
 রত্ন দান দিয়া । আইলেন শান্তিপুরে উল্লসিত হৈয়া ॥ প্রভু
 অবৈতের পুত্র কৃষ্ণমিশ্র সনে । হইলেন পরমবিহ্বল সঙ্কীৰ্তনে
 কৃষ্ণমিশ্রে না জানি কি নিৰ্জ্জনে কহিয়া । আইলা অম্বিকা
 প্রিয়গণ সঙ্গে লৈয়া ॥ তথা যে আনন্দ তাহা কহি কি শকতি ।
 নবদ্বীপে আসি দিন দুই কৈল স্থিতি ॥ নদীয়ায় যে প্রেম-
 প্রকাশ কৈলা প্রভু । তাহা এক মুখে না বর্ণিতে পারি কভু ॥
 নবদ্বীপ হৈতে শীঘ্র শ্রীখণ্ডে চলিলা । ঠাকুর কানাই আগুসরি
 লৈয়া গেলা ॥ শ্রীরঘুনন্দন-পুত্র ঠাকুর কানাই । তাঁর প্রেম-
 চেষ্ঠা যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥ সঙ্কীৰ্তনাবেশে প্রভু তাঁরে
 সম্ভোষিয়া । যাজিগ্রামে চলিলেন নিভৃতে কি কৈয়া ॥ গণসহ
 আচার্য্য ঠাকুর আগুসরি । লইয়া গেলেন ঘরে মহাযত্ন করি ॥
 তথা কৃষ্ণকথা-রসে বিহ্বল হইলা । না জানি নিভৃতে কিবা
 আচার্য্যে কহিলা ॥ কণ্টকনগর চলে যাজিগ্রাম হৈতে ।
 আচার্য্য চলয়ে সঙ্গে স্বগণ সহিতে ॥ কণ্টকনগরে এক দিন
 কৈল স্থিতি । তথা হৈলা প্রেমায়া বিহ্বল দিবা রাত্ৰি । শ্রী-
 নিবাসাচার্য্য প্রভু বিদায় করিয়া । শ্রীখেতরি গ্রামে গেলা
 বুধরি হইয়া ॥ শ্রীঠাকুর মহাশয় কত না আনন্দে । আগুসরি
 লৈয়া গেলা প্রভু বীরচন্দ্রে ॥ সঙ্কীৰ্তনে নৃত্য কৈলা গোরাঙ্গ-

প্রাক্ষণে । আইল অসম্মা লোক প্রভুর দর্শনে ॥ শ্রীঠাকুর মহা-
শয়ে নিজ্জনে কি কৈয়া । চলিলেন ত্রেজে গগনহ হর্ষ হৈয়া ॥

পথে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণে কৃপা কৈলা । সে ব্রাহ্মণ ভক্তি-
রত্ন-ধনে ধনী হৈলা ॥ এক বিপ্র নিদ্যা-গর্বে কাছ না গণয় ।
তার গর্ব চূর্ণ করি কৈল ভক্তিময় ॥ পথে নানা কৌতুক
প্রকাশি গণ সনে । মধুরায় প্রবেশ করিলা কথোদনে ॥ প্রভু
বীরচন্দ্রের সৌন্দর্য অতিশয় । দেখিতে ধাইল লোক স্থির
নাই হয় ॥ পরস্পর কহে লোক চাহি প্রভু-পানে । দেখ
নিত্যানন্দ বলদেবের সম্মানে ॥ কেহো কহে মনুষ্যে কি এত
শোভা হয় । কেহো কহে এ মেন মানুষ কভু নয় ॥ কেহো
কহে দেখ কি অপূর্ব সঙ্গিগণ । দেখিতে সবার তেজ জুড়ায়
নয়না ॥ এঁছে কত কহি, চাহি রহে সঙ্গজন । সর্বত্র ব্যাপিল
বীরচন্দ্রের গমন ॥ শুনি বীরচন্দ্রের গমন বৃন্দাবনে । আশুসরি
লইতে আইসে সর্ব জনে ॥ শ্রীজীবগোসাঞি শ্রীচৈতন্য-
প্রেমময় । কৃষ্ণদাস কবিরাজ গুণের আলায় ॥ গদাধর পণ্ডিত
গোসাঞি শিষ্যবর্য । গোবিন্দের অধিকারী শ্রীঅনন্তাচার্য ॥
তার শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোসাঞি । গোবিন্দাধিকারি-গুণ
কহি অন্ত নাই ॥ শ্রীগোবিন্দ যার প্রেমধীন জানাইলা । যার
ঠাই দুঃখ-অন্ন মাগিয়া খাইলা ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং ॥

প্রভোরাঙ্গাবলেনাপি শ্রীরূপেণ কৃপাকিনা ।

গুরোঁ মে হরিদাসাথে শ্রীশ্রীসেবা সমর্পিতা ॥

ষৎসেবয়া বশঃ শ্রীমদগোবিন্দো নন্দনন্দনঃ ।

পরমা সংযুতং ভক্তং * যাচতে করুণাস্বধিঃ ॥

শ্রীমদনগোপালের সেবা অধিকারী । গদাধরশিষ্য কৃষ্ণ-
দাস ব্রহ্মচারী ॥ গদাধরপণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য আর । গো-
সাঞি গোপাল দাসাধিক অধিকার ॥ শ্রীগোপীনাথাদিকারী
শ্রীমধুপণ্ডিত । গদাধরপণ্ডিতের শিষ্য এ বিদিত ॥ শ্রীমধু-
পণ্ডিতের সতীর্থ † ভবানন্দ । গোপীনাথ সেবায়ে ষাঁহার
মহানন্দ ॥ হরিদাস গোপাল শ্রীভবানন্দাদয় । গোবিন্দাধি-
কারী সবে আনন্দে চলয় ॥ কাশীশ্বর গোসাঞি যে সর্বত্র
বিদিত । শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত সহ যাঁর অতি প্রীত ॥ কাশীশ্বর
গোসাঞির শিষ্য মহা আর্ধ্য । গোবিন্দগোসাঞি আর শ্রী-
যাদবাচার্য্য ॥ গোবিন্দ যাদবাচার্য্য আদি যত জন । পরম
আনন্দে হৈল সবার গমন ॥ প্রভু বীরচন্দ্রে লৈয়া আইলা সর্ব
জনে । ব্রজবাসিগণ হর্ব প্রভুর দর্শনে ॥ প্রভু প্রেমভক্তি রীতে
কেবা না বিহ্বল । গায় গুণ ব্রজবাসী বৈষ্ণবসকল ॥ শ্রী-
গোবিন্দ গোপীনাথ সদনমোহন । সবাসহ বীরচন্দ্র করিলা
দর্শন ॥ শ্রীরাধাবিনোদ রাধারমণে দেখিলা । রাধাদামোদরে
দেখি নেত্র জুড়াইলা ॥ শ্রীভৃগুর্ভ শ্রীজীবগোস্বামি আদি স্থানে ।

* ভক্তং অন্নং “ভাত” ইতি বস্য প্রসিদ্ধিঃ ॥

† সতীর্থ—সহাধারী ॥

অনুমতি লৈয়া চলে শ্রীধনভ্রমণে ॥ যাদব আচার্য্য আদি
সঙ্গেতে চলিলা । মধু তাল কুমুদ বহলা বনে গেলা ॥ সবাগহ
রাধাকুণ্ডে গমন করিতে । শ্রীজীবগোস্বামী আদি মিলে সেই
পথে ॥ অনেক বৈকাবে প্রভু বেষ্টিত হইয়া । দেখয়ে অমৃত
শোভা কুণ্ডতীরে গিয়া ॥ প্রভু গৌরচন্দ্র বনভ্রমণের কালে ।
বসিয়াছিলেন কুণ্ডে তমালের তলে ॥ তথায় যাইয়া বীরচন্দ্র
প্রেমমগ্ন । হইলেন যৈছে দেখি সবার বিস্ময় ॥ কতক্ষণে স্থির
হইয়া প্রভু বীরচন্দ্র । কুণ্ডদ্বয় দর্শনে পাইলা মহানন্দ ॥ রাধা-
কুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধনে । হৈলা মহাবিস্ময় নাচিলা
সঙ্কীর্ণনে ॥ ব্রজবাসিগণে নানা দ্রব্য ভূজাইল । সবা সহ দিন
পাঁচ ছয় স্থিতি কৈল ॥ শ্রীজীব শ্রীভৃগুর্ভাদি ভাগবতগণে ।
করিলেন বিদায় যাইতে বৃন্দাবনে ॥ যদ্যপি যাইতে কেহো
না পারে ছাড়িয়া । তথাপি যায়েন তাঁর সন্তোষ লাগিয়া ॥
গোবর্দ্ধন হইতে গেলেন ধীরে ধীরে । শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের
কুটীরে ॥ তথা হৈতে বৃন্দাবন দুই দিনে গেলা । কৃষ্ণদাস-
কবিরাজ সঙ্গেই চলিলা ॥ বাসুদেব উদ্ধব যাদব কথোজ্ঞন ।
প্রভু বীরচন্দ্র সঙ্গে করিলা গমন ॥ গোবর্দ্ধন হৈতে দেখি কৃষ্ণ-
লীলা স্থান । সবা সহ কাম্যবনে করিলা পয়ান ॥ বিমানাদি
কুণ্ডে স্নান করি কাম্যবনে । বৃষভানু পুরে গেলা মহাহর্ষ
মনে ॥ বাসুদেব প্রভু বীরচন্দ্র প্রতি কর । এই খানে বৃষভানু
রাজর ঠালয় ॥ নানা ছলে কৃষ্ণ এথা আগমন করি । অল-

ক্ষিত দেখে রাধা অঙ্গের মাধুরী ॥ এক দিন কৃষ্ণ বসি ভাবে
মনে মনে । কিরূপে যাইব রূষভানুর ভবনে ॥ রূষভানু কন্যা-
জন্মতিথি উৎসবেতে । শ্রীদামে পাঠান নন্দালয়ে নিমন্ত্রিতে ॥
শ্রীদাম যাইয়া সবে কৈল নিমন্ত্রণ । রূষভানু-ভবনে আইলা
সর্বজন ॥ কৃষ্ণ মহানন্দে এথা আসি দাঁড়াইলা । সখীর ইঙ্গিতে
রাঙ্গি নির্জনে রহিলা ॥ রাধাকৃষ্ণ দৌহে দৌহা দেখি অল-
প্তিত । ফিরাইতে নারে নেত্র হৈয়া বিমোহিত ॥

গীতে যথা—তোড়ী ॥

রাধিকার জন্ম-তিথি দিন জানি, ত্রজে কেহো ধ্বতি
ধরিতে নারে । নন্দ যশোদাদি, অধিক উলাসে, আইসেন রূষ-
ভানুর ঘরে ॥ রূষভানু নন্দে, আগুসরি ঘরে, আসে যশোদাম
কুন্তিকা লৈয়া । দধি হরিদ্রাদি, ছড়া'য়া অঙ্গণে, নাচে গোপ-
গণ হরয় হৈয়া ॥ বাজে কত ভাঁতি, বাদ্য কোলাহলে, কেহো
কারু কথা না শুনে কাণে । পাইয়া সময়, কাল অলপ্তিত,
চাহি রহে রাঙ্গিমুগের পানে ॥ রাধা বিধুমুখী, শ্যামমুখ শোভা,
হেরি রহে নারে ফিরা'তে অঁাখি । নরহরি ভণে, না জানি-কি
রস, প্রকাশয়ে দুহুঁ দৌহারে দেখি ॥

প্রভু বীরচন্দ্র রূষভানু-পুর হৈতে । প্রবেশিলা নন্দগ্রামে
সভার সহিতে ॥ বাসুদেব কহে চাহি প্রভু মুখপানে । এথা
মহারঙ্গ কৃষ্ণ জন্মতিথি দিনে ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

রাণী যশোমতী, কহে নন্দ প্রতি, কৃষ্ণ-জন্মতিথি ইথে ।
করি নিমন্ত্রণ, আন বজ্রগণ, এ সাধ উপজে চিতে ॥ শুনি নন্দ-
ঘোষ, হইয়া সন্তোষ, উপনন্দহুতে আনি । বুঝতানু ঘরে,
পাঠায়েন তারে, কহিয়া বিনয়বাণী ॥ শুনি সেই ক্ষণে, ভাসুর
ভবনে, কৈলা নিমন্ত্রণ গিয়া । বুঝতানুগণ, সহিত গগন, করে
নানা দ্রব্য লৈয়া ॥ আনন্দে কৃত্তিকা, রাণী প্রেমাধিকা, রাধিকা
লইয়া সাঁথে । যশোমতী পাশে, যাইতে উল্লাসে, যশোদা
মিলিলা পথে ॥ কত না আদরে, লৈয়া গেলা ঘরে, আসনে
বসা'ণা রাণী । বুঝতানু নন্দে, মিলিলা আনন্দে, হইল মঙ্গল
ধ্বনি ॥ বরজনগরে, * প্রতি ঘরে ঘরে, রটেয়ে উৎসবকথা ।
গোপীগণ নেহে, চলে নন্দ গেহে, গাইয়া মঙ্গলগাথা ॥ নানা
আভরণ, দধি দুগ্ধ স্নাত, ঢালে নন্দালয়ে গিয়া ॥ নন্দাদিকসঙ্গে,
সবে নাচে রঙ্গে, বিবিধ তরঙ্গ তায় ॥ বাজে যন্ত্রগণ, ঘনশ্যাম
ঘন, নন্দমহোৎসব গায় ॥

পুনর্দানশী ॥

কৃষ্ণের জন্ম তিথি দিনে । আহা মরি কি আনন্দ নন্দের
ভবনে ॥ রাধিকা-বদন দূরে দেখি । অনিমিত্ত কৃষ্ণের করয়ে
ছুটি আঁখি ॥ রাধিকা ধৈর্য নাই বাঁধে । অলখিত চাহিয়া
শ্যামের মুখচাঁদে ॥ আঁখি কোণে সখীরে জানায় । গুরুজন-

মাঝে এবে কি হবে উপায় ॥ ভাবিতে ভাবিতে বিনোদিনী ।
হইলা বিরস ঘাসে তিতে* তনু খানি ॥ ললিতা রাঙ্গরে সেই
ক্ষণে । বিরচিয়া ছলে লৈয়া গেলা নিরঞ্জে ॥ নয়নইঙ্গিতে
কুন্দলতা । পাঠাইলা কাণুরে আছয়ে রাই যথা ॥ দৌহার মিলনে
মহারঙ্গ । নরহরি দেখে দূরে রহি সখী-সঙ্গ ॥

কৃষ্ণ-জন্মতিথি-রঙ্গ শুনি হর্ষ মনে । দেখে কৃষ্ণ বিলাসের
স্থান গণসনে ॥ শ্রীপাবন সরোবরে প্রভু স্নান কৈলা । দেখিয়া
খদিরবণ যাবটে আইলা ॥ কৃষ্ণলীলা-স্থান বহু দর্শনে উল্লাস ।
রামঘাটে গেলা যথা কৈলা রাম রাস ॥ বলদেব-চরিত্র গাইয়া
নৃত্য কৈলা । দেখিয়া ভাগীরথ স্থান হর্ষ হৈলা ॥ বাসুদেব
কহে এ ভাগীরথ-স্থান । শ্রীভাগীরথ বট হইলেন অন্তর্দ্বান ॥
শুনি প্রভু বীরচন্দ্র বসিয়া নির্জনে । ভাগীরথে যে ক্রীড়া তাহা
চিন্তে মনে মনে ॥ অকস্মাৎ দেখে রামকৃষ্ণ দুই ভাই ।
গোপাল সহিত বিলসয়ে সেই ঠাই ॥ শ্রীভাগীরথ শোভা
অতি মনোহর । দেখি বীরচন্দ্র প্রভু অধৈর্য্য অন্তর ॥ নন্দঘাট
চিরঘাট গেলা ভদ্রবন । ভাগীরথ শ্রীলোহ বনে করিলা ভ্রমণ ॥
গণসহ শ্রীগোকুল মহাবনে গিয়া । দেখিলেন কৃষ্ণ-জন্মস্থান হর্ষ
হৈয়া ॥ রাসলে দেখিয়া শ্রীরাধিকা-জন্মস্থান । মথুরায় শ্রী-
বিশ্রাস্তিঘাটে কৈলা স্নান ॥ দেখি গোকর্ণাখ্য শিব গেলেন
অক্রুরে । বৃন্দাবনে প্রবেশিলা গোবিন্দমন্দিরে ॥ সেই দিন

* তিতে—আর্দ্র হয় (তিঙে) ।

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি হয় । শ্রীগোবিন্দ-জন্ম-অভিষেক শোভা-
ময় ॥ দেখি এ সকল লোক মনের উল্লাসে । কেহো কত
কহয়ে মধুর মুখ ভাষে ॥

গীতে যথা—মঙ্গলঃ ॥

আজু শুভ ক্ষণে, জন্ম-অভিষেক, সিংহাসনে শোভে
গোবিন্দ-ইন্দু । অঙ্গভঙ্গি ভূরি, ভুবন মোহয়ে, নিরুপম রূপ,
অমিয়া-সিন্ধু ॥ মনমথ মদ, ভর হরমুখ, হেরি কেহো নাহি
ধৈর্য বাঁধে । দধি হরিদ্রাদি, ছড়া'য়া অঙ্গণে, নাচে সবে মহা-
মধুর ছাঁদে ॥ অভিষেক-গীত, গায় নানা ভাঁতি, ধরে তাল
তাহে উথলে হিয়া । বায় মৃদঙ্গাদি, বাদ্য দৃশি দৃশি, তাদৃশি
দৃমিকি তাধিক ধিয়া ॥ সুরপতি গতি, অতিঅলাক্ষিত, বরিসে
কুসুম স্বগণ সঙ্গে । জয় জয় ধ্বনি, ঘন ঘন ভণ, ঘনশ্যাম মন
মুদিতরঙ্গে ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

দেখ অভিষেক শুভ ক্ষণে । গোকুলবল্লভ বিলসয়ে সিংহা-
সনে ॥ আহা মরি কি রূপ মাধুরী । কুলবতী মজীর পরাণ
করে চুরি ॥ কি নব স্বগন্ধি দ্রব্য দিয়া । কে মাজিলে এ তরু
কেমনে ধরি হিয়া ॥ কে সাধে পরাইলে পীত-বাস । মেঘের
উপরে কি বিজুরী পরকাশ ॥ গোয়োচনা-চন্দন-সহিতে ।
কে দিলে তিলক ভালে ভুবন মোহিতে ॥ কে বাঙ্কিলে ফুলে
কেশ ঝুটা । জগতের দৈর্য ধরম ধন ছুটা ॥ কে দিলে কুণ্ডল

শ্রুতিমূলে । দোলে কি মধুর ইথে কেবা নাহি ভূলে ॥ কে
 দিলে গলায় মণিমালা । বাটাইলে অবলাকুলের কামজ্বালা ॥
 কে দিলে নৃপুংস রাজ্য পায় । ঝুন্সু ঝুন্সু ঝুন্সু রবে রমণী মাতায় ॥
 আপনা নিছয়ে ঘনশ্যাম । ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে মুরছয়ে কত কাম ॥

প্রভু বীরচন্দ্রের আনন্দ খেণে খেণে । মদনমোহন গোপী-
 নাতীর দর্শনে ॥ ভাদ্র শুক্লা অষ্টমীতে রাধিকা-জনম । দেখে
 তাঁর অভিষেক-শোভা নিরুপম ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

আজু কি মঙ্গল অভিষেক শোভাময় । রাধিকা-রতন
 সিংহাসনে বিলসয় ॥ জিনি কাঁচা মৌনা রূপ ঝলমল করে ।
 মূলচাঁদে কত-না চাঁদের মদ হরে ॥ নিরুপম নয়ন চাহনি
 চারু শোভা । প্রতি অঙ্গ বলনি ভুবন মন-লোভা ॥ কেবা
 না আইসে এ না শোভা নিরখিতে । ফিরাইতে নারে আঁখি
 বারেক চাহিতে ॥ জয় জয় ধ্বনি সবে করে চারি পাশে ।
 বিয়াপে বাদ্যের ধ্বনি এ ভূমি আকাশে ॥ নাচে কত সাধে
 লোক দেখা নাই তার । দধি দুধ হলদি ছড়ায় ভারে ভার ॥
 উপজয়ে পরম কোঁতুক তিলে তিলে । এ হেন আনন্দে কার
 হিয়া না উথলে ॥ আইল যাচক যত তোষয়ে সভায় । ভুবন
 ভরিল যশে নরহরি গায় ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

আজু কি মঙ্গল অভিষেক শুভ ক্ষণে । বিলসয়ে রাধিকা-

রতন সিংহাসনে ॥ দেখ দেখ ওনা রূপ নয়ন ভরিয়া । কুন
 বিধি নিরমিল কি মাধুরী দিয়া ॥ কনক-দামিনী-দাম রূপে
 কি উপমা । চাঁদের গরব হরে ও মুখচন্দ্রমা ॥ কি মধুর মধুর
 মধুর মুছ হাসি । বরিষয়ে সদাই অমিয়া রাশি রাশি ॥ ভুবন
 মোহন মন মোহন চাহনি । নয়ন নিছনি মীন খঞ্জন হরিণী ॥
 জগত আঁধার করে কালকেশ-ছটা । বিজুণী শিখরে যেন
 জলদের ঘটা ॥ অধর পরশে নাসা বেশর স্তম্ভাতি । ভুরু
 ভুজঙ্গিনী কিয়ে ভ্রমরের পাঁতি ॥ মদন মুরুছে হেরি চকুরের
 আভা । কনক যুগল জিনি ভুজযুগ শোভা ॥ ঝলকে অঙ্গুলী
 গুলি চাঁপার কলিকা । রাঙ্গা করতল নখে কুটিল মল্লিকা ॥
 কি মধুর গ্রীবার ভঙ্গিমা বক্ষ পীন । যুগপতি নিন্দি মাজা
 খানি অতিক্রম ॥ নিরুপম ললিত নিন্দ্য পরিসর । উলট
 কদলী উরু পরম সুন্দর ॥ চরণকমল-তলে অরুণ উদয় ।
 নরহরি হিয়ার মাঝারে বিলসয় ॥

রাধিকার জন্ম-অভিষেক নিরখিয়া । প্রভু বীরচন্দ্র না
 ধরিতে পারে হিয়া ॥ কিছু দিন রহি মহানন্দে বৃন্দাবনে ।
 গোড়দেশে গমন করয়ে গণসনে ॥ সর্বত্র বিদায় হইলেন
 যেন মতে । তাহা এক যুগে কিছু নারি নিবেদিতে ॥ গম-
 নের কালে সঙ্গে চলে সর্দা জন । কথোদূরে গিয়া সবে
 করয়ে ক্রন্দন ॥ প্রভু বীরচন্দ্র নেত্রজলে সিত হৈয়া । করি-

লেন সকলে বিদায় কত কৈয়া ॥ প্রভু বীরচন্দ্র করি ধৈর্য্যা-
বলম্বন । মথুরা হইয়া গোড়ে করিলা গমন ॥ গোড়ে আসি
পূর্বমত সর্বত্র ভ্রমিলা । বৃন্দাবনপ্রসঙ্গ সবারে জানাইলা ॥
নিরন্তর সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে মগ্ন হৈয়া । খেড়দহে জননীরে প্রণমিলা
গিয়া ॥ প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে গমনাগমন । কহিলু সজ্জেকপে বিস্তা-
রিব বিজ্ঞগণ ॥ গঙ্গা-বীরচন্দ্রের চরিত্র সুধাময় । বিস্তারিতে
নারি, ঐহ বাহুল্যের ভয় ॥ শ্রদ্ধা করি এ সব শুনয়ে যেই
জন । অনায়াসে যুঁচে তার এ ভববন্ধন ॥ দস্তে তৃণ ধরিয়া
কহিয়ে বার বার । ভক্তিরত্নাকর মধ্যে ডুব অনিবার ॥ শ্রীনি-
বাস আচার্য্যচরণ চিন্তা করি । ভক্তিরত্নাকর কহে দাসনরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাসাচার্য্যস্য বিবাহাদি-
বর্ণনং নাম ত্রয়োদশস্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ১৩ ॥ * ॥

চতুর্দশ তরঙ্গ

—:~::~:—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বাশ্রয় । জয় নিত্যানন্দ রায়

রোহিতীনয় ॥ জয় শ্রীঅবৈতচন্দ্র কুবের নন্দন । জয় গদা-
 ধর তাঁর গোরাঙ্গ জীবন ॥ জয় জয় শ্রীবাস মুরারি প্রেমময় ।
 জয় জয় বক্রেস্বর গুণের আलय ॥ জয় হরিদাস জয় দাস গদা-
 ধর । জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর ॥ জয় নরহরি গোঁরী-
 দাস ধনঞ্জয় । জয় রামানন্দ ভবানন্দের তনয় ॥ জয় শ্রীবিজয়
 বাহু মাধব মুকুন্দ । জয় কাশীশ্বর যদু শ্রীপরমানন্দ ॥ জয় জয়
 শ্রীনন্দন আচার্য্যরতন । জয় গৌরচন্দ্রপ্রিয় রূপ সনাতন ॥
 জয় রঘুনাথ রঘুনাথ শ্রীগোপাল । শ্রীভৃগুর্ভ লোকনাথ শ্রীজীব
 দয়াল ॥ জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তগণ । যাঁ সভার স্মরণে
 মিলয়ে ভক্তিধন ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আलय । এবে
 যে कहিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ শ্রীআচার্য্যাঠাকুর পরমানন্দমনে ।
 ভক্তিগ্রন্থ সদা আশ্বাদয়ে গণ সনে ॥ সর্বশাস্ত্রে অধ্যাপক
 প্রভুর কৃপায় । ভক্তিনিরোধির গর্বি হরয়ে সদায় ॥ আচার্য্যের
 প্রেমভক্তি চেষ্টা অন্ত নাই । যাঁর অত্যাচার করে শ্রীজীব
 গোসাঁই ॥ শ্রীজীবের স্নেহ যৈছে কে कहিতে পারে । ব্রজে
 হৈতে কৃপাপত্রী লেগে আচার্য্যেরে ॥ একদিন আচার্য্য कहয়ে
 নিজগণে । আসিব গোসাঁইর পত্নী বিলম্ব বা কেনে ॥ হেনই
 সময়ে বিজ্ঞ শ্রীবসন্তরায় । পত্নী লৈয়া আইলা তেঁহো আচার্য্য-
 সভায় । ব্রজের সংবাদ জানাইয়া অশ্লোকরে । শ্রীজীবগোসাঁ-
 ইর পত্নী দিলা আচার্য্যেরে ॥ আচার্য্য পরমাদরে পত্রিকা
 লইয়া । করে পত্নী পাঠ, নেত্রজলে সিক্ত হইয়া ॥

শ্রীপত্রিকা । ১

শ্রীবৃন্দাবননাথো জয়তি ॥

—:~::~:—

স্বস্তি মদীয়সমস্ত-সুখপ্রদ-পদদ্বন্দ্ব-শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেষু—

জীবনাগা সোহ্যং নগন্ধত্যা বিজ্ঞাপয়তি ।

ভবতাং কুশলং সদা সমীহে, তত্ত্ববহুদিনং যাবন্ন প্রাপ্ত-
মিতি তেন বয়মানন্দনীয়াঃ, তত্রাহং সম্প্রতি দেহনৈরুজ্যেন
বর্তে অন্যেচ তথা বর্তন্তে, কিন্তু শ্রীভৃগুর্ভগোস্বামিচরণা দেহং
সমর্পিতবস্তু আত্মানন্ত শ্রীবৃন্দাবননাথায় জ্ঞানপূর্ব্বকমিতি বি-
শেষঃ । স্বপরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য কুশলং
লেখ্যং কিঞ্চিদসৌ পঠতি নবেত্যপি ।

পরঞ্চ । শ্রীব্যাগশর্মাণং প্রতি কথং কুত্র বর্ততে শ্রীবাসু-
দেবকবিরাজো বা তদপি লেখ্যং ॥

অপরঞ্চ । শ্রীরসামৃতসিন্ধু-শ্রীমাধবমহোৎসবোত্তরচম্পু-
হরিনামায়ুতানাং শোধানানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্তন্ত ইতি বর্ষা-
শ্চেতি সম্প্রতি ন প্রস্থাপিতানি, পশ্চাত্ত্বদৈবানুকূল্যেন প্রস্থা-
প্যানি । কিঞ্চাত্রকীয়সর্কেষাং যথাযথং নমস্কারাদয়ো জ্ঞেয়াঃ ।
তত্রকীয়েষু তু মম নমস্কারাদয়ো বাচ্যাঃ ॥ ইতি ভাদ্র সুদী ।
শ্রীরাজমহাশয়েষু শুভাশিষঃ ॥

পত্নী মধ্যে বৃন্দাবনদাস নাম বীর । তেঁহো আচার্য্যের
জ্যেষ্ঠ নন্দন প্রচার ॥ পুত্র হবা-মাত্র ত্রেজে সংবাদ হইল ।
শ্রীজীবগোস্বামী হর্ষে এ নাম খুইল ॥ বাস বাসুদেব আচা-
র্য্যের শিষ্যদ্বয় । রাজা নাম শ্রীগীরহাঙ্গীর শ্রেষ্ঠাশয় ॥

ইত্যেকপত্রিকা ॥

কিছু দিনে পুনঃ পত্নী আইল আচার্য্যেরে । সতর্কমধ্যে
আচার্য্য পত্রিকা পাঠ করে ॥

শ্রীপত্রিকা । ২

শ্রীবৃন্দাবননাথো জয়তি ।

—••••—

স্বস্তি সমস্ত-গুণ-প্রশস্ত-বন্ধুবর-শ্রীনিবাসাচার্য্যমহত্তমেষু,
ইতঃ শ্রীবৃন্দাবনাং জীবনান্নস্তুত্যা সপ্রণামানিঙ্গনশুভাশংসনকং ।
স্বস্তি মুখমিদং—

শমিহ সমীহিতং শ্রীবৃন্দাবনবাসরূপং বসতোব । ভবতাং
তদনুভাবায় ঙ্গ সমুৎসুকোহপি মধ্যে মধ্যে তদশ্রবণ-তদ্বি-
রুহপ্রণাত্যাং দুর্নিতচিত্তোহস্মি । তস্মাদবধাযতং সাম্প্রতে-
নাপি তচ্ছ্রাবণেন সাক্ষয়িতব্যোহস্মি ।

পরঞ্চ । পূর্বভবৎ * পত্রিকাপ্রতিবচনং পূর্বমেব লিখিতবন্তঃ
স্ম । সম্প্রতি চ নিবেদয়ামঃ,-বিবোধী ভগবদ্ভক্তৈর্বিদাহীন্দ্রিয়-
দেহয়োঃ শোকস্তথাপি কর্তব্যো যদি শোচো নিবর্ততে ॥ইতি॥

অন্যচ্চ । এতে শ্রীশ্যামদাসাচার্য্যঃ পারমার্থিকাঃ ভবতাং
স্বাসনা ভবন্তি ব্যাংপন্ন্যশ্চ তস্মাদেতৈঃ সমং ব্যতিস্মহ শ্রী-
ভগবদ্ভক্তি-বিচারাদিকং কর্তুং উচিতং, ঐদৃশেন সহায়েন
পাশ্চিন্দ্যশ্চ পণ্ডিতাঃ স্মাঃ । সম্প্রতি শোধ্যিত্বা বিচার্য্যচ
নৈষ্যবতোমণী-দুর্গমসঙ্গমনী শ্রীগোপালচম্পু-পুস্তকানি তত্রা-
নীভিনীয়মানানি সন্তু ততঃ পুস্তকবিচারয়োঃ শোধনায় চ
ব্যতিসক্তব্যমেতিঃ, আত্মীয়পালবুদ্ধিশ্চ কর্তব্যাত্রেতি ।

অপরঞ্চ । পূর্বং যৎ হরিনামাশ্রয়তব্যাকরণং ভবৎসু প্রস্থা-
পিতমাসীৎ তদগদি পাঠ্যতে তদা তত্র ভাষ্যাদিবৃত্তাদিদৃষ্ট্য
ভ্রমাদিকং শোধ্যং অন্যপরিণেষপুস্তকান্তরং চাত্র বর্ততে,
তদ্বদি যুগ্যতে তদাত্মাপ্রব্যাং, সম্প্রতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পু-
লিখিতাস্তি, কিন্তু বিচারয়িতব্যাস্তি ইতি নিবেদিতং । পুনস্তা-
দৃশং ভাগ্যং কদা স্যাৎ, যদা ভবৎপ্রসঙ্গ ইতি দূরাদপি শ্রদ্ধানু-
ধ্যানং কার্য্যং । শ্রীবৃন্দাবনদাসাদিয়ু শুভানুধ্যানং । শ্রীগোপাল-
দাসপ্রভৃতিষু শুভানুধ্যানং । শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেষু ॥

পত্রীমধ্যে শ্যামদাসাচার্য্য ঝাঁর নাগ । তেহঁ ব্যাঙ্গা-
চার্য্যের নন্দন বিদ্যমান * ॥ বৃন্দাবনদাস শ্রীনিবাসের নন্দন ।
আদি শব্দে জানো তাঁর ভ্রাতা ভগ্নীগণ ॥ বীরহান্নীরের পুত্র

* “পূর্বভবতঃ” ইত্যপি ।

* “বিদ্যাবান্” এইটী পাঠান্তর ।

শ্রীগোপালদাস । শ্রীজীবগোস্বামি-দত্ত এ নাম প্রকাশ ॥ শ্রী-
খাড়ি হাশীর নাম সর্বত্র প্রচার । শ্রীজীবগোস্বামী শুভ চিন্তে
এ সতার ॥

ইত্যেকপত্রিকা ॥

গোস্বামির পত্নী আচার্য্যেরে আসে যৈছে । আচার্য্য
পাঠান গোস্বামিরে পত্নী তৈছে ॥ সদা প্রাপ্ত সংবাদ বৈষ্ণব-
গতায়ান্তে । পত্নীদ্বারে যে আনন্দ না পারি কহিতে ॥ আচার্য্য
ঠাকুর যাজ্ঞগ্রামে বিলসয় । রামচন্দ্রে দেখিবারে উদ্বিগ্ন হৃদয় ॥
রামচন্দ্র নরোত্তম শ্রীগোবিন্দ ৭ তিনে । শ্রীখেতরি এায়ে
সদা মত্ত সঙ্কীৰ্তনে ॥ এক দিন বগিয়া আছেন তিন জন । হেন
কালে আইল শ্রীজীবের লিখন ॥ পরম আদরে পত্নী মন্তকে
ধরিয়া । গোবিন্দ পঢ়েন পত্নী প্রেমাবিন্দি হৈয়া ॥

শ্রীপত্রিকা । ৩

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রে জয়তি ॥

—১০৪—

স্বস্তি সমস্ত-বৈষ্ণবগণ-প্রশস্ত-শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজ-শ্রীনরো-
ত্তমদাস-শ্রীগোবিন্দদাসাখ্য-মদ্বিধনুখাম্পদ-সম্প্রজ্ঞপেযু—

শ্রীবৃন্দাবনাজীবনামাহং সালিঙ্গনং নিবেদয়ামি, সমীহা-
বিশেষস্তু ভবতাং কুশলং । স্নেহসূচকপত্রস্য সমুপলব্ধাত্ত-
দেব মুহূৰ্বাকামি, তত্র যস্যস্মি স্নেহং বিধায় শ্রীমন্তি গীতানি
প্রস্থাপিতানি তেন তু অতীবমঙ্গলসঙ্গতোহস্মি, কিং বহুনা
নামন্যভাগবতচূষণমহাপরেশপুত্রকে “শ্রীগোবিন্দ”দ্বানে শ্রীনিবাস পাঠ আছে

নিরুপাধিস্থিত্তেষ্ণু । অথ যন্মুহুর্নিত্যস্মরণপ্রক্রিয়া যুগ্যতে তত্ত্ব-
রসায়তসিকৌ ব্যক্তমেবাস্তি “সেবা সাধকরূপেণ” ইত্যাদিনা,
অত্র সাধকরূপেণ বহির্দেহেন, সিদ্ধরূপেণ নিজেচ্চসেবানু-
রূপচিস্তিতদেহেনেত্যর্থঃ । তত্রচ সিদ্ধরূপেণ রাগানুসারেণৈ-
বেতি কালদেশলীলাভেদা বহুধেতি কিয়তী লেখ্যা, সাধক-
রূপেণ সেবা তু ত্রিবিধপ্রক্রিয়ায়া আগমাদ্যানুসারেণ জ্ঞেয়া,
শ্রীমদাচার্য্যমহাশয়াস্তত্র তাং * উপদেক্ষ্যস্তি, এ তেহি অস্মা-
কং সর্ব্বস্বমেণেতি, কিমধিকং ॥ বৈশাখস্য চতুর্দশেহহনি ॥
ইত্যেকপত্রিকা ॥

গোস্বামির কৃপাপত্রী করিয়া শ্রবণ । সবে হর্ষে গায়
গোস্বামির গুণগণ ॥ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ খেতরি হইতে ।
আইলা বিদায় হৈয়া বুধরি প্রামেতে ॥ নিজ্জনে বসিয়া নিজ
গীতরত্ন-গণে । করেন একত্র অতি উল্লাসিত মনে ॥ হেন
কালে পত্রিকা আইল ব্রজ হৈতে । পত্রী পড়ে গোবিন্দ
ধরিয়া নিজ মাথে ॥

ত্রীপত্রিকা । ৪

শ্রীন্দাবনচন্দ্রো জয়তি ।

—০ঃঃঃ—

স্বস্তি পরমপ্রেমাস্পদ—শ্রীগোবিন্দকবিরাজ মহাভাগ-
বতেষু, জীবস্য কৃষ্ণস্মরণং শ্রীমতাং ভবতাং শুভানুধ্যানেন
অত্রত্যকুশলং তত্রতাং তদীহেতমাং—

* তাং সাধকরূপেণ সেবাং ।

তত্র ভবন্ত এবাস্যাকং মিত্রতয়া বিরাজন্তে তস্মাদ্ভবদীয়-
কুশলং শ্রোতুং সদা যাজ্জামস্তত্রাবধানং কর্তব্যং, সম্প্রতি যং
শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাময়-স্বীয়ানি গীতানি প্রস্থাপিতানি পূর্ব্বমপি যানি
তৈরমৃতৈরিব তৃপ্তা বর্ত্তামহে, পুনরপি নূতনতত্তদাশয়া মুহুরণ্য-
তৃপ্তিঞ্চ লভ্যামহে, তস্মাদ্ভত্র চ দয়াবধানং কর্তব্যং ।

পরঞ্চ । পূর্ব্বং শ্যামদাসমাদর্শিকহাস্তন * শ্রীশ্রীনিবা-
চার্য্যাগোস্বামিকৃতে † বৃহদ্ভাগবতামৃতং প্রস্থাপিতমাসীৎ তত্র
প্রবিক্টং নবেতি বিলিখ্য যয়ং সন্দেহামিবর্ত্তনীয়াঃ, কিং বহুনা,
স্বতএব দয়ালুযু শ্রীমৎ শুভবৎসু লিখিতমিদং ॥ চৈত্রম্য শুক-
তৃতীয়ায়াং ।

ইহ শ্রীমন্নরোত্তমকবিরাজৌ ‡ প্রতি শুভাশীর্বাদাঃ নিবে-
দনং চেদং । ইহ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য নমস্কারাঃ ॥

পত্নী-মধ্যে কবিরাজ রাগচন্দ্র কয় । নরোত্তম রাগচন্দ্র
দৌহে এক হয় ॥ পত্নী-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণদাসের নমস্কার । কৃষ্ণ-
দাসকবিরাজ গোস্বামি প্রচার ॥

ইত্যেকপত্রিকা ॥

পত্নী পাঠে শ্রীগোবিন্দ বিহ্বল হইয়া । পাঠাইলা গীতা-
মৃত জ্যেষ্ঠে জানাইয়া ॥ গোবিন্দের কাব্য মৈছে উপমা কি
কি তায় । কেবা না প্রশংসে তাঁর গুণ কে না গায় ॥

তথাহি গীতে ॥

* মাদর্শিকঃ—মুদঙ্গবাদ্যকারী ।

‡ কৃতে নিমিত্তায় ।

† রাধিকানাদিকুরসং পুস্তকে “কবিরাজভক্তেতি” সমস্তং পদং প্রতিশব্দো নাতি

জয় গোবিন্দ বিদিত মহী-নাথ । প্রেমরতন ধন, বিতরণ
পণ্ডিত, নিরুপম মধুর চরিত কবিরাজ ॥ ৬৫ ॥

পরম বিচিত্র, কাব্য বিন্যাস কি, রচব সুকৌশল নহু অব-
গাহ । তিথিনবাণ সম, বেধই হিয় শির, ঘুমই রসিকগণ শুনই
উচ্ছাহ ॥ বৃন্দাবিন পিন সমাজ রাজতহি, শ্রীমজ্জীব জগত-জন
প্রাণ । প্রমুদিত চিত্রপর, শংসি পরম্পর, কারু নিত্য গীত
অগিয়া রসপান ॥ শ্রীল নরোত্তম, রামচন্দ্র সহ, উমড়ই হিয়া
সুখ কহই না যায় । গারই অগিল, লোক অতি উনমত, নর-
হরি কুমতি বিমুখ ভেল তায় ॥

এ সব সংবাদ শুনি আচার্য্যঠাকুর । ধরিতে নারয়ে অঙ্গ
আনন্দ প্রচুর ॥ আচার্য্যের আকর্ষণে খেতরি হইতে । আই-
লেন রামচন্দ্র শ্রীযাজ্ঞানমেতে ॥ শ্রীআচার্য্য দেখি রামচন্দ্র-
কবিরাজে । না জানি কি আনন্দ উথলে হিয়ামাঝে ॥ রামচন্দ্র
লোটা'য়া পড়িতে পদতলে । কোলে লৈয়া আচার্য্য সিকয়ে
নেত্রজলে ॥ জিজ্ঞাসিয়া শ্রীনরোত্তমের সমাচার । আজ্ঞা কৈল
বাহ এবে ভবন মাঝার ॥ শ্রীরামচন্দ্রের মহানন্দ হৈল মনে ।
প্রণমিল গিয়া ছুই ঈশ্বরীচরণে ॥ দ্রোপদী ঈশ্বরী শ্রীগৌরাঙ্গ-
প্রিয়া দৌহে । কৈল যে বাৎসল্য স্নেহ উপমা কি তাহে ॥
রামচন্দ্রে দেখিয়া সভার হর্ষ মন । সভাসহ যথাযোগ্য হইল
মিলন ॥ শ্রীরামচন্দ্রের চেষ্ঠা অতি সুমধুর । যঁার প্রেমাধীন
সদা আচার্য্যঠাকুর ॥ রামচন্দ্রে লৈয়া শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস ।
কহিতে কি জানি কৈল যে প্রেমপ্রকাশ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের অতি

অদ্ভুত চরিত । অন্যে বিস্তারিল গুণ সর্বত্র বিদিত ॥ এথাহ
 বর্ণিব কিছু পূর্বের মনে কৈলু । গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে বর্ণিতে
 নারিলু ॥ একদিন পূর্ণিবারজনী চন্দ্রোদয়ে । রামচন্দ্র হাসে মহা
 উল্লাসহৃদয়ে ॥ রামচন্দ্র হাসে দেখি দ্রৌপদী ঈশ্বরী । শ্রী আ-
 চার্য্য প্রতি যত্নে কহে ধীরি ধীরি ॥ কি লাগি হাসয়ে কিছু না
 পারি বৃষ্টিতে । আচার্য্য কহেন কহি শুন সাবহিতে ॥ শ্রী-
 রাধিকা কৃষ্ণ দৌহে পুষ্পের কাননে । করে পুষ্পচয়ন বেষ্টিত
 সখীগণে ॥ অপূর্ব প্রস্ফুট কুম্ভপুষ্প কোলে রাঙ্গি । ভ্রমে চন্দ্র-
 জ্যোত্স্না তাহা তোলায়ে মাধাই ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের ভ্রম সখীগণ
 হাসে । রামচন্দ্র হাসে তথা রহি মোর পাশে ॥ শুনি শ্রীঈশ্বরী
 মনে হৈল চমৎকার । ঐছে রঙ্গ প্রকাশয়ে কহিতে কি আর ॥
 রামচন্দ্রসহ শ্রী আচার্য্য নিরন্তর । গোপামির গ্রন্থান্বাদে বিহ্বল
 অন্তর ॥ রামচন্দ্রকবিরাজ মহানন্দ্যাবান্ । তাঁর বিদ্যা উপমা
 দিবার নাই স্থান ॥ যাজ্ঞিগ্রামে মহানন্দ বাঢ়ে দিনে দিনে ।
 সতে মহাবিহ্বল প্রভুর সঙ্কীৰ্ত্তনে ॥ কিছু দিনে আচার্য্য লইয়া
 প্রিয়গণ । কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে করিলা গমন ॥ তথা মহা সঙ্কী-
 র্ত্তনানন্দে মগ্ন হৈলা । অনায়াসে জীবের কল্যাণ দূর কৈলা ॥ সব
 সহ কিছু দিন রহি মহাত্মণে । আইলা বুধরিগ্রামে পরম কো-
 তূকে ॥ শ্রীখেতরি গ্রামে শীঘ্র লোক পাঠাইলা । তেহৌ এ
 সংবাদ মহাশয়ে নিবেদিল ॥ শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজগণ সনে ।
 আইলা বুধরিগ্রামে মহানন্দমনে ॥ যে প্রেম-আবেশ পরস্পর
 সম্মিলনে । নেত্র ভরি দেখে তাহা ভাগ্যবন্ত গণে ॥ আচার্য্য-

শোভায় সবে বিহ্বল অন্তর । কেবা বা না গায় রূপ গুণ
মনোহর ॥

গীতে যথা—সারঙ্গঃ ॥

জয় জয় গুণমণি শ্রী শ্রীনিবাস । ধনি ধনি অবনি,-ভাগ
কি এ অপরূপ, গৌর প্রেমময় মুরতি প্রকাশ ॥ ধ্রু ॥

কুম্‌কুম্‌-কনক, কঞ্জ জিনি তনু রুচি, রুচির বদনবিধু
অধর স্থধার । মধুরিম হাস, ভাষ মুহু মঞ্জুল, যনু বরিসয়ে নব
অমিয় অপার ॥ চন্দন তিলক, ভাল ভুরু নিরুপম, ডগ মগ-
লোচন কমল বিশাল । কোমল ভুজযুগ, জানু বিলম্বিত, কঙ্গু-
কণ্ঠ উরুমণ্ডিত মাল ॥ শোহই পহিরণ, বসন কুশোদর,
ত্রিবিল স্থবলিত নাভি অভিরাম । উরু উরু-জঙ্ঘ পর্বী,-জন
রঞ্জন,-পদনখ-নিছনি দাস ঘনশ্যাম ॥

পুনঃ বেলাবলী ॥

জয় শ্রীনিবাস, আচার্য্য জগত-জন,-জীবন পরমরসিক গুণ-
ধাম । পায়র অগতি, পতিত গতি দায়ক, দীনবন্ধু বর চরিত
ললাম * ॥ স্থললিত ভাব,-ভুষণে অতি ভূষিত, চম্পক শোণ
কুসুম সম দেহ । নিরুপম গৌর,-চন্দ্র প্রিয় পবিকর, যাছে
হেরি হির না বাঁধই থেহ ॥ ভুবন স্থবিদিত, প্রেমরসবাদর,
স্থখদ নরোত্তম পছ জছু প্রাণ । নিরবধি যুগল, কেলি অমিয়া
পিবি, মাতি বিলসে কি রচব কবি আন ॥ মুরি মুরি যাক চরণ

কিঙ্কর, করুণাময় রামচন্দ্র কবিরাজ । কি কহিব কি এ নব,
ভকতি কলপতরু, নরহরি লাগি রোপল মহীমাঝ ॥

শ্রীনরোত্তমের শোভা সবারে মাতায় । নরোত্তম রূপ গুণ
কেবা নাই গায় ॥

গীতে যথা—বেলাবলী ॥

জয় শ্রীনরোত্তম পরম উদার । জগজ্জন রঞ্জন, কনক কঞ্জ
রুচি, জলু মকরন্দ বরিমে অনিবার ॥ ৬ ॥

ঝলমল বিপুল, পুলক কুলমণ্ডিত, নিরুপম বদনে নিরত
মুদ্রহাস । টলমল নয়ন, করুণরস রঞ্জিত, হরই শ্রাবণ মন রচন
নিলাস ॥ নিরুপম তিলক, ললাট ময়ূরতর, তুলসীমালকুল
কণ্ঠ উজ্জোর । স্তবলনি বাহু, ললিতকর পল্লব, পরিসর উর
উপমা নহু থোর ॥ কটিতট ক্ষণ, নীল নব অম্বর, পীন প্রবর
উরু গড়ল স্তচার । কোমল চরণ, যুগল অতিশীতল, বিলম্বত
নরহরি হৃদয় মাঝার ॥

শোভাময় বৈষ্ণবমণ্ডল মনোরম । দেখে সবে সে
সবার তেজ সূর্য্যসম ॥ আচার্য্য বৃধরিগ্রামে সে, সবার
মনে । দিবা নিশি হইলা বিহ্বল সঙ্কীর্ণনে ॥ কিছু দিন
শ্রীবধুরিগ্রামে বিলসিয়া । বোরাকুলি গ্রামে যাত্রা কৈলা
হর্ষ হৈয়া ॥ শ্রীগোবিন্দচক্রবর্তী বিহ্বল প্রেমায়ে ।
গণসহ আচার্য্যে দিলেন নিজালয়ে ॥ আচার্য্যের অতিপ্রিয়
শিষ্য চক্রবর্তী । গীতবাদ্য নিদ্যায় নিপুণ ভক্তি মূর্তি ॥ শ্রীগো-

বিন্দ যৈছে আচার্য্যের শিষ্য হৈলা । মহলা হইতে যৈছে
 বোরাকুলী আইলা ॥ যৈছে বোরাকুলিগ্রামে করিলেন বাস ।
 ইহা কি বর্ণিব, ইহা সর্বত্র প্রকাশ ॥ শ্রীগোবিন্দ-ভবনে
 আনন্দ উথলিল । সবা মহ আচার্য্যের গমন হইল ॥ মহা-
 মহোৎসব আয়োজন করাইলা । সর্বত্রেই নিমন্ত্রণপত্রী পাঠা-
 ইলা ॥ আইলেন বীরচন্দ্র নিজগণ-সনে । কৃষ্ণমিশ্র আইলা
 বেষ্টিত নিজগণে ॥ শ্রীহৃদয়ানন্দ-শিষ্য শ্রীগোপীরমণ । অম্বিকা
 হইতে তিঁহো করিলা গমন ॥ ঠাকুর-রামাই মহা উল্লাস-
 হিয়ায় । আইলা বলরাম-আগে হইয়া বিদায় ॥ ঠাকুর-কানাই
 রঘুনন্দনতনয় । গঙ্গাসহ খণ্ড হৈতে করিলা বিজয় ॥ কণ্টক-
 নগর হৈতে শ্রীযত্ননন্দন । গৌরচন্দ্রে প্রণমিয়া করিলা
 গমন ॥ শ্রীনয়নানন্দমিশ্র মহাহর্ষ হৈয়া । করিলা গমন প্রিয়-
 গণ সঙ্গে লৈয়া ॥ আইলা সবে বোরাকুলিগ্রাম-সন্নিধানে ।
 হৈল যে আনন্দ তা' বর্ণিতে কেবা জানে ॥ শ্রীআচার্য্য-ঠাকুর,
 ঠাকুর-যশাশয় । রামচন্দ্র শ্রীদাস গোকুলানন্দাদয় ॥ আগু-
 সরি গিয়া আনিলেন সর্ব্বজনে । হইল অদ্ভুত রঙ্গ গোবিন্দ-
 ভবনে ॥ সে দিবস নৃত্য গীতানন্দে গোড়াইলা । প্রাতঃ-
 কালে সবে স্নানাদিক ক্রিয়া কৈলা ॥ সবে আসি বসিলেন
 মন্দির-প্রাঙ্গণে । হইল অপূর্ব্ব শোভা দেখে সর্ব্বজনে ॥
 শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীবিগ্রহ আনাইল । দেখিয়া সবার মহা
 আনন্দ বাড়িল ॥ অভিষেকাদিক কার্য্য করিবার তরে । সবে
 অনুমতি দিলা আচার্য্য-ঠাকুরে ॥ সকলের অনুমতি লইয়া

আচার্য্য । করয়ে আনন্দে অভিষেকাদিক কার্য্য ॥ শ্রীবিগ্রহ
নাম কি হইবে বিচারিতে । অকস্মাৎ হৈল শব্দ মন্দির
মধ্যেতে ॥ শ্রীরাধাবিনোদনামে কর অভিষেক । শুনি সর্ব-
চিন্তামোদ জন্মিল অনেক ॥ শ্রীআচার্য্য যত্নে সব কার্য্য
সমাধিল । সিংহাসনে বসায় বিচিত্র বেশ কৈল ॥ শ্রীরাধা-
বিনোদ-শোভা অতিচমৎকার । দেখিতে সবার নেত্রে বহে
অশ্রুধার ॥ শ্রীরাধিকা-পানে নেত্র দিয়া সর্বজন । পরস্পর
কহে এ কি অদ্ভুতদর্শন ॥ শ্রীরাধিকা শ্রীরাধাবিনোদ দৌহে
দেখি । ফিরাইতে নারে কেহ অনিগিষ আঁখি ॥ আইসে
অসম্ভ্য লোক লেখা নাই তার । গোবিন্দভবনে আনন্দের
নাহি পার ॥ হইল মঙ্গলময় গোবিন্দভবন ॥ চতুর্দিকে জয়
ধ্বনি করে সর্বজন । সে দিবস যে উৎসব কহিতে নারিয়ে ।
তার পর দিন যে, তা' কিছু নিবেদিয়ে ॥ প্রভু-বীরচন্দ্র কৃষ্ণ-
মিশ্রাদি সকলে । করিলেন সবে স্নানাদিক প্রাতঃকালে ॥
শ্রীরাধাবিনোদের প্রাপ্তগে সবে আসি । কৈল রাধাবিনোদ-
দর্শন সুখে ভাসি ॥ শ্যামদাস দেবী-গোকুলাদি সবে আইলা ।
হইয়া হৃদয় সঙ্কীর্ণনারত্ত কৈলা ॥ শ্যামদাস দেবীদাস
বাজায় মৃদঙ্গ । তাহে উপজায় কত রসের তরঙ্গ ॥ ভেদয়ে
গগন যুহু মৃদঙ্গের ধ্বনি । কেহ গির হৈতে নারে তাল পাঠ
শুনি ॥ গোকুলাদি নানা ছাঁদে রাগ আলাপয় । রাগালাপে
উৎকট গমক * প্রকাশয় ॥ সপ্তম্বর গ্রামাদিক হৈল মৃতিমান ।

প্রথমেই করে গৌরচন্দ্রগুণ গান ॥ গানমন্ত্রে প্রভু-গৌরচন্দ্রে
 আকর্ষিল । গণসহ প্রভু যেন সাক্ষাৎ হইল ॥ শ্রীনরোত্তমের
 কণ্ঠধ্বনি মনোহর । বরিশয়ে কি নব অমিয়া নিরন্তর ॥ উপমা
 কি দেবের দুর্লভ সঙ্কীর্তনে । হইলেন পরমবিহ্বল সর্বজনে ॥
 প্রেমময়াচার্য্য-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া । নাচে বীরচন্দ্র-প্রভু
 অধৈর্য্য হইয়া ॥ কৃষ্ণমিশ্র প্রভু-অদ্বৈতাচার্য্যতনয় । নিজ-
 নেত্রজলে সিল্প হৈলা অতিশয় ॥ শ্রীরঘুনন্দনপুত্র ঠাকুর-
 কানাই । প্রেমাবেশে মত্ত যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥ শ্রীনয়না-
 নন্দমিশ্র ধূলায় ধূসর । নাচিয়া বলয়ে কিবা ভঙ্গী মনোহর ॥
 ঠাকুর-রামাই নাচে অদ্ভুত ভঙ্গিতে । হুঙ্কার গর্জন করি ফিরে
 চারি ভিতে ॥ শ্রীদাস-গদায়ের শিষ্য শ্রীবহুদনন্দন । দেখি
 তাঁর দশা কে না করয়ে ক্রন্দন ॥ শ্রীগোপীরমণচক্রবর্তী প্রেম-
 ভরে । ডুবিলেন সঙ্কীর্তন-স্বথের সাগরে ॥ রামচন্দ্র শ্রীদা-
 সাদি বৈষ্ণবসকল । ধরিতে নারয়ে ধৈর্য্য প্রেমাগ্নি বিহ্বল ॥
 প্রভু-বীরচন্দ্র নৃত্যাবেশে স্থির হৈয়া । করয়ে ক্রন্দন নরোত্তমে
 আলিঙ্গিয়া ॥ হইল পরমপ্রেম-আবেশ সবার । কেবা কারে
 আলিঙ্গয়ে লেখা নাই তার ॥ আত্মবিস্মরিত সবে ভূমে গড়ি
 যায় । কেহ কেহ কাঁদিয়া ধরয়ে কারু পায় ॥ যে ভাব-
 আবেশ তা' বর্ণিতে কেবা পারে । দেখি দেবগণ ধন্য মানে
 আপনারে ॥ সঙ্কীর্তন স্থির হৈতে সবে স্থির হৈলা । প্রভুর
 প্রাঙ্গণে মহা আনন্দে বসিলা ॥ রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যচরিত্র আলা-
 পনে । সবে যৈছে মগ্ন, তা' দেখয়ে ভাগ্যবানে ॥ সবে স্থির

হৈয়া শ্রীঅঙ্গণে প্রশংসয় । প্রেমের সাগর এ অঙ্গণ স্নানিশ্চয় ॥
 চক্রবর্তী-গোবিন্দের দেখি ভাবাবেশ । সবার অন্তরে হৈল
 উল্লাস অশেষ ॥ “শ্রীভাবক-চক্রবর্তী” হৈল তাঁর খ্যাতি ।
 কেবা না প্রশংসে দেখি প্রেমভক্তি রীতি ॥ কিছু দিন বোরা-
 কুলিগ্রামে সর্পজনে । রহিলেন মহামত্ত হৈয়া সঙ্কীর্ণনে ॥
 প্রভু-বীরচন্দ্র কৃষ্ণমিশ্রাদি সকলে । হইলা ব্যাকুল অতি-
 বিদায়ের কালে ॥ বিদায় হইয়া নৈছে সবার গমন । তাহা
 একমুখে কিছু না হয় বর্ণন ॥ আচার্য্যঠাকুর-মহাশয় গণসনে ।
 পাঁছে পাঁছে চলে অগ্র বরয়ে নয়নে ॥ বিবিধ সামগ্রী অতি-
 ঘটন করিয়া । লোকদ্বারে পশ্চাৎ দিলেন পাঠাইয়া ॥
 শ্রীআচার্য্য-প্রিয় নরোত্তমাদি সহিতে । কিছু দিন রহিলেন
 শ্রীবোরাগুলিতে ॥ আর যে যে শিষ্য গৃহে করিলা বিজয় ।
 তাহা না বর্ণিল গ্রন্থ-বাহুল্যের ভয় ॥ বোরাগুলিপ্রদেশে যে
 আনন্দ জন্মিল । নৈছে ভক্তি বুদ্ধি, তাহা বর্ণিতে নারিল ॥
 শ্রীআচার্য্য-ঠাকুরের কৃপাবলোকনে । হৈল মহামগ্ন সর্প-
 লোক সঙ্কীর্ণনে ॥ শ্রীগোবিন্দ-অলয়ে আচার্য্য গণসঙ্গে ।
 শ্রীরাধাবিনোদ-শোভা দেখে মহারঙ্গে ॥ শ্রীরাধাবিনোদে
 মনোবৃত্তি জানাইয়া । চলিলা খেতরি পদ্মাবতী পার হৈয়া ॥
 সব সহ গিয়া গৌরচন্দ্রের প্রাঙ্গণে । হইলা দিহ্বল প্রভু-
 গণের দর্শনে ॥ কত দিন সঙ্কীর্ণনরসে মগ্ন হৈলা । খেতরি-
 নিবাসী-লোকে মহানন্দ দিলা ॥ প্রাণাদিক নরোত্তমে করি
 কি নিভূতে । বিদায় হইয়া আইলা বৃন্দবিগ্রামেতে ॥ আচার্য্য

দর্শনে অণু দেশী কত জন । পরস্পর কহে আচার্য্যের গুণ-
 গণ ॥ কেহ কহে গৌরপ্রেমস্বরূপ আচার্য্য । আচার্য্যের
 দ্বারে প্রভু সাধে বহু কার্য্য ॥ গোস্বামিগণের গ্রন্থ করিয়া
 প্রচার । ভক্তিবিরোধির দর্প করিল সংহার ॥ কেহ কহে অহে
 ভাই বহির্গুণগণ । হইয়া স্বতন্ত্র ধর্ম্ম করয়ে লজ্জন ॥ বহির্গুণ-
 গণমধ্যে যে প্রধান তারে । রঘুনাথ মাজাইয়া ভাড়ায় লোকেরে ॥
 স্বমত রচিয়া সে পাপিষ্ঠ ছুরাচার । কহয়ে কবীন্দ্র বঙ্গ-
 দেশেতে প্রচার ॥ কেহ কহে দেখিলাম মহাপাপিগণ ।
 আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন ॥ কেহ কহে রাঢ়-
 দেশে এক বিপ্রাধম । “মল্লিক” খেয়াতি, দুষ্ট নাহি তার
 সম ॥ সে পাপিষ্ঠ আপনারে গোপাল কহায় । প্রকাশি
 রাঙ্গসমায়া লোকেরে ভাড়ায় ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥

“সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ ধন্য বঙ্গদেশে । শ্রীচৈতন্যসঙ্কী-
 র্ত্তন করে স্ত্রী পুরুষে ॥ মধ্যে মধ্যে কতমাত্র পাপিগণ গিয়া ।
 লোক নষ্ট করে আপনারে লুকাইয়া ॥ উদরভরণ লাগি
 পাপিষ্ঠসকলে । রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বোলে ॥
 কোন পাপী সব ছাড়ি কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন । আপনারে গাওয়ায়
 কতক ভূতগণ ॥ দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার ।
 কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার ॥ রাঢ়ে আর এক
 মহাব্রহ্মদৈত্য আছে । অন্তরে রাঙ্গস বিপ্র কাছনাত্র কাছে ॥
 সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল । অতএব তারে

সবে বোলয়ে শিয়াল ॥ কেহ কহে মহা অমঙ্গল এ সবার ।
 এ সব স্নেহের শাস্তা কঙ্কী-অবতার ॥” ঐছে কত কহি
 নবে উল্লাসিত মনে । প্রণমিল শ্রীনিবাসাচার্যের চরণে ॥
 পূর্ণ কৈলাচার্য্য সে সবার অভিলষ । সব সহ যাজিগ্রামে
 আইলা নিজবাস ॥ যাজিগ্রামে লোকমুখে করয়ে শ্রবণ ।
 প্রভু-বীরচন্দ্র কৈল ধর্মসংস্থাপন ॥ রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে
 গ্রাম হয় । তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আশ্রয় ॥ তথায়
 কায়স্থ-জয়গোপালের স্থিতি । বিদ্যা-অহঙ্কারে তার জন্মিল
 দুঃস্বপ্ন ॥ গুরু-বিদ্যাহীন ইথে হয় অতিশয় । জিজ্ঞাসিলে
 পরমগুরুকে গুরু কয় ॥ প্রভু-বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত
 কৈল । লজ্জিল প্রদাদ তেঞি তারে ত্যাগ দিল ॥ ইহা
 শুনি আচার্য্যের হৈল হর্ষমন । হেনকালে আইল বীর-
 চন্দ্রের লিখন ॥ আচার্য্য পরমাদরে পত্রিকা লইয়া । করে
 পত্নী পাঠ অতি-প্রফুল্লিতহিয়া ॥

শ্রীপত্রিকা । ৫

—:~:~:~:—

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দো জয়তঃ ।

“ভবদীয়াবশ্যস্মরণীয়-শ্রীবীরচন্দ্রদেবঃ প্রেমালিঙ্গন-

পূর্বকং নিবেদয়তি, শ্রীল-শ্রীনিবাসাচার্য্য ! হং শ্রীশ্রী৮-
মহাপ্রভোঃ শক্তিঃ, অতএব একয়া শক্ত্যা প্রভুশক্তি-
রূপাদি-শ্রীমদ্ভূপগোষ্মামিদ্ধারা গ্রহং প্রকাশিতং, অপরয়া
শক্ত্যা গোড়মণ্ডলে মহাজনসংসদি গ্রহবিস্তারং করোষি ।
ইতি ভবতোহন্তিকে মদীয়বার্তাং প্রেষয়ামি । জয়গোপাল-
দাসেন মৎপ্রসাদোল্লঙ্ঘনং কৃতং, তচ্চ জগতি বিদিত-
মিতীহ তেন সার্কং মদীয়জনেন কেনাপালাপাদিকং ন
ক্রিয়তে, ময়াপি নিষিদ্ধং ভবতাপি তথালাপাদিকং ন
কর্তব্যমিতি ॥”

কাঁদরা হইতে এঁছে পত্নী পাঠাইবা । পুত্রে জানাইল
প্রভু খড়দহে গিয়া ॥ [যৈছে প্রভু-বীরচন্দ্র গুণের আলায় ।
তৈছে তাঁর তিন পুত্র প্রেমভক্তিময় ॥ জ্যেষ্ঠ-পুত্র গোপী-
জনবল্লভ প্রচার । মধ্যম শ্রীরামকৃষ্ণ পরম উদার ॥ কনিষ্ঠ
শ্রীরামচন্দ্র পরম-সুশাস্ত । এ তিনের চরিত্র বর্ণিবে ভাগ্য-
বস্ত ॥] প্রভু-বীরচন্দ্রগুণে কেবা নাহি বুঝে । করিলেন ত্যাগ
পাপি-জয়গোপালে ॥ এ সকল কথা হৈল সর্বত্র বিদিত ।
আলাপাদি কেহ না করয়ে কদাচিত্ ॥ যাজিগ্রামে আচার্য্য
লইয়া শিষ্যগণে । গোড়ায়েন সদা শাস্ত্রালাপ সঙ্কীৰ্তনে ॥
শিষ্যগণ নাম এথা লিখিতে নারিনু । শ্রীনিবাস-চরিত্র গ্রন্থেতে
বিস্তারিনু ॥ আচার্য্যের গুণে কার্ হিয়া না জুড়ায় । আচা-
র্য্যের চরিত্র কেবা বা নাহি গায় ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

এ মোর জীবন প্রাণ, পরমকরণাবান্, আচার্য্য-ঠাকুর
 শ্রীনিবাস । জিনিয়া কাঞ্চনদেহ, জগতে বিদিত যেহ, শ্রীচৈ-
 তন্য প্রেমের প্রকাশ ॥ চৈতন্যের প্রিয় যত, করে স্নেহ
 অবিরত, কহিতে কি জানি গুণগণ । অলপ বয়স্ হৈতে,
 বিদ্যায় নিপুণ চিতে, চিন্তে সদা চৈতন্যচরণ ॥ একদিন
 রাত্রিশেষে, শ্রীচৈতন্য-স্নেহাবেশে, নিতাইচাঁদেরে সঙ্গে লৈয়া ।
 শ্রীনিবাস-পাশে আসি, স্বপ্নচ্ছলে হাসি হাসি, কহে শ্রীনি-
 বাস-মুখ চা'ঞা ॥ যাবে শীঘ্র বৃন্দাবন, তথা রূপ সনাতন,
 রচিল বিচিত্র গ্রন্থগণ । বিতরিব তোমাছারে, এত কহি বারে
 বারে, নিত্যানন্দে কৈল সমর্পণ ॥ হেনকালে স্বপ্নভঙ্গ,
 ধরিতে নারয়ে অঙ্গ, শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইলা । নীলাচল
 গোড়দেশে, ভ্রমিয়া সে প্রেমাবেশে, বৃন্দাবনে গমন
 করিলা ॥ কত অভিলাষ মনে, উল্লাসে অলপ দিনে, মথুরা-
 নগরে প্রবেশিল । শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, এ দৌহার অদর্শন,
 শুনি তথা নৃচ্ছিত হইল ॥ কান্দয়ে চেতন পাঞা, কহে
 ভূমে লোটাইঞা, হা হা প্রভু রূপ সনাতন । কি লাগি
 বঞ্চিত কৈলা, না বুঝি এ সব খেলা, কি লাগিয়া রাখিলা
 জীবন ॥ ঐছে খেদযুক্ত মন, জানি রূপ সনাতন, স্বপ্ন-
 চ্ছলে আসি প্রেমাবেশে । শ্রীনিবাসে কোলে লৈয়া, নেত্র-
 বারি নিবারিয়া, কহে অতিশয়ধুর ভানে ॥ শীঘ্র গিয়া বৃন্দা-
 বন, কর আত্মসমর্পণ, শ্রীগোপালভট্টের চরণে । না ভাবিবে
 কোন ছুখ, পাইবে পরমসুখ, ঐছে দেখা দিব ছুই জনে ॥

এত কহি অদর্শন, হৈল রূপ সনাতন, শ্রীনিবাস প্রভাতে
উঠিয়া । প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে, প্রেমধারা ছু'নয়নে, বৃন্দাবন-
শোভা নিরখিয়া ॥ শ্রীজীব শ্রীশ্রীনিবাসে, পাইয়া আনন্দা-
বেশে, গোস্বামিগণেরে মিলাইলা । শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে,
অতিশ্নেহে শ্রীনিবাসে, শ্রীগোপালভট্ট-শিষ্য কৈলা ॥ শ্রীজীব-
গোস্বামিগণের যত, স্নেহ কে কহিবে কত, করাইলা শাস্ত্রে
বিচক্ষণ । শ্রীবাস আনন্দমনে, প্রিয়-নরোত্তম-মনে, কিছু
দিনে হইল মিলন ॥ নরোত্তমে লৈয়া সঙ্গে, ব্রজে ভ্রমিলেন
রঙ্গে, গোবিন্দের আভ্রামালা পাঞা । গোস্বামির গ্রন্থগণ,
করিলেন বিতরণ, শ্রীগৌড়মণ্ডলে স্থির হঞা ॥ গৌরপ্রেম-
সুধাপানে, সদা মত্ত সঙ্কীর্ণনে, জগতে ঘোষয়ে যশঃ যার ।
কহে নরহরি দীনে, উদ্ধারে আপনা গুণে, এমন দয়ালু নাহি
আর ॥

পুনঃ বেলাবলী ॥

জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম । দীনহীন তারণ, প্রেম
রসায়ন, ঐছন মধুরিম নাম ॥ ৩৫ ॥

কাঞ্চনবরণ, হরণ তনু স্থললিত, কৌশিক বসন বিরাজি ।
প্রেমনাম করি, কহত ভাগবতে, সেই বরণ তনু সাজে ॥ নিজ
নিজ ভকত পারিষদ সঙ্গি, প্রকট সূচরণারবিন্দে । নিরবধি
বদনহি'নাম বিরাজিত, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দে ॥ যুগল ভজন,
লীলা আশ্বাদন, গ্রন্থ-কল্পতরু হাতে । তুয়া বিনু অধমে,
শরণ কো দেওব, গোবিন্দদাস-অনাথে ॥

আচার্য্যচরিত্রে কিছু বর্ণিতে নারিল । যে সে মতে আপন
সৌভাগ্য জন্মাইল ॥ আচার্য্যের প্রিয় শ্রীঠাকুর-মহাশয় ।
কেবা নাহি গায় সে চরিত্রে প্রেমময় ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

ও মোর করুণাময়, শ্রীঠাকুর-মহাশয়, নরোত্তম প্রেমের
স্বরতি । কিবা সে কোমল তনু, শিরীষকুহুম যনু, জিনিয়া
কনক দেহ-দ্যুতি ॥ অলপ বয়স্ তায়, কোন স্থখ নাহি ভায়,
গোরাগুণ শুনি সদা ঝুরে । রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া, অতি
অলঙ্কিত হৈয়া, গমন করিলা ব্রজপুরে ॥ প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে,
পরম আনন্দমনে, লোকনাথে আত্মসমর্পিল । কৃপা করি
লোকনাথ, করিলেন আত্মসাৎ, রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিল ॥
নরোত্ত-চেক্টা দেখি, বৃন্দাবনে সবে স্থখী, প্রাণের সমান করে
স্নেহ । শ্রীনিবাসাচার্য্য মনে, যে মর্ম্ম তা কেবা জানে, প্রাণ
এক ভিন্নমাত্র দেহ ॥ শ্রীরাধাবিনোদে দেখি, সদাই জুড়ায়
আঁখি, প্রভু-লোকনাথ-সেবারত । ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে, মহা-
নন্দ বাড়ে মনে, পূর্ণ হৈল অভিলাষ যত ॥ প্রভু-অনুমতি-
মতে, শ্রীব্রজমণ্ডল হৈতে, শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রবেশিলা । প্রভু-
অনুগ্রহবলে, নবদ্বীপ নীলাচলে, ভক্তগৃহে ভ্রমণ করিলা ॥
কিবা সে মধুর রীতি, খেতরিগ্রামেতে স্থিতি, সেবে গৌর
শ্রীরাধারমণে । শ্রীবল্লবীকান্ত নাম, রাধাকান্ত রসধাম, রাধা-
কৃষ্ণ শ্রীব্রজমোহনে ॥ এ ছয় বিগ্রহ মেন, সাক্ষাৎ বিহরে
হেন, শোভা দেখি কেবা নাহি ভুলে । প্রিয়-রামচন্দ্র-সঙ্গে,

নরোত্তম মহারঙ্গে, ভাসে প্রেমরসের হিল্লোলে ॥ নরোত্তম-
গুণ যত, কে তাহা কহিবে কত, প্রেমবৃষ্টি যাঁর সঙ্কীর্ণনে ।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ, গণসহ গৌরচন্দ্র, নাচয়ে দেখিল ভাগ্য-
বানে ॥ গৌরগণ-প্রিয় অতি, নরোত্তম মহামতি, বৈষ্ণব-
সেবনে যাঁর ধ্বনি । কি অদ্ভুত দয়াবান্, কারে বা না করে
দান, নির্মল ভকতি-চিন্তামণি ॥ পাষণ্ডি-অম্বরগণে, মাতা-
ইলা গৌরাঙণে, বিহ্বল হইয়া প্রেমাবেশে । অলৌকিক
ক্রিয়া যার, হেন কি হইবে আর, সে না যশঃ ঘোষে দেশে
দেশে ॥ কহে নরহরি হীন, হ'বে কি এমন দিন, নরোত্তম-
পদে বিকাইব । সম্মনে ছু'বাহু তুলি, প্রভু-নরোত্তম বলি,
কাঁদি কি ধুলায় লোটাইব ॥

পুনঃ দেশপালঃ । রঙ্গবর্দ্ধিনী ছন্দঃ ॥

জয়তু শুভমণ্ডিত স্থপণ্ডিত, নরোত্তম-মহাশয় মনোজ
মব রীত, বরগৌরব গভীর অতিধীর গুণধাম । প্রেমময় রূপ
উপমারহিত, মত্ত দিন রাতি রত গান নব তান, গতি নৃত্য
হুত চিত্ত যুহু অঙ্গ অভিরাম ॥ সেবন হৃবিগ্রহ নিরন্তর মহা-
মুদিত, গৌর হরিভক্ত-প্রিয়পাত্র করুণা বিদিত, দীনজন-বন্ধু
কৃতপূর্ণ সব কাম । মঞ্জুতর কীর্তি জগদ্বষণ ন দূষণ, অপার
গুণ পার নাহি পায়ত, কবীন্দ্রগণ গায়ত অমুকগহি দাস ঘন-
শ্রাম ॥

শ্রীনরোত্তমের চারু চরিত্র অপার । তাহা একমুখে কি
বর্ণিব মুঞি ছার ॥ শ্রীঠাকুর-মহাশয়গুণে কে না বুঝে ।

চিস্তিতে চরিত্র অমঙ্গল যায় দূরে ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্যচরণ
চিস্তা করি । ভক্তিরত্নাকর কহে দাস-নরহরি ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্রীমদাচার্য্য-শিষ্যগৃহে
জন্মণাদিবর্ণনং নাম চতুর্দশস্তরঙ্গঃ ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

ভক্তিরত্নাকর ।

পঞ্চদশ তরঙ্গ ।

জয় গৌর নিত্যানন্দাঈত গদাধর । জয় জয় শ্রীবাস
মুরারি বক্রেশ্বর ॥ জয় শ্রীমুকুন্দ গৌরীদাস গদাধর । জয়
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর ॥ জয় সূর্য্যদাস কৃষ্ণদাস ধনঞ্জয় ।
জয় নরহরি রঘুনন্দন বিজয় ॥ জয় বসু রামানন্দ গুণের
আলয় । জয় জগদীশ শ্রীশঙ্করানন্দময় ॥ জয় কাশীমিশ্র
কাশীশ্বর কর্ণপূর । জয় জয় চক্রবর্তী শ্রীনাথ-ঠাকুর ॥ জয়
শ্রীমুন্দরানন্দ খঞ্জ ভগবান্ । জয় মালিনীর প্রাণনাথ অভি-
রাম ॥ জয় রঘুনাথভট্ট স্নাতন রূপ । জয় শ্রীভূগর্ত্ত লোক-
নাথ ভক্তিভূপ ॥ জয় শ্রীগোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ । জয় জয়
শ্রীজীব যে জগতে বিখ্যাত ॥ জয় প্রেমময় কবিরাজ-কৃষ্ণ-
দাস । জয় বৃন্দাবনদাস গৌরলীলা-বাস ॥ নামপ্রেমে মত
সদা জয় হরিদাস । জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীআচার্য্য-শ্রীনিবাস ॥
জয় জয় নরোত্তম জয় রামচন্দ্র । জয় জয় ভক্তিরত্ন-দাতা
শ্যামানন্দ ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয় । এবে যে
কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ একদিন শ্রীআচার্য্য নিজগণ প্রতি ।
শ্যামানন্দ-চেফা কহে হৈয়া হর্ষ অতি ॥ হেনকালে শ্রীশ্যামা-

নন্দের শিষ্যদ্বয় । পত্নী লৈয়া আইলেন আচার্য্য-আলয় ॥
 শ্রীশ্যামানন্দের পত্নী দিলা আচার্য্যেরে । পত্নী পাঠে আচা-
 র্য্যের উল্লাস অন্তরে ॥ শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্যে অতিশ্নেহে
 কৈল । নিধিয়া সম্বাদপত্নী শীত্র পাঠাইল ॥ পত্নী পাঠে
 শ্যামানন্দ আনন্দে বিহ্বল । শ্রীশ্যামানন্দের চারু চরিত্র
 নির্যল ॥ পূর্বে শ্যামানন্দরীত সজ্জপে কহিল । এবে কিছু
 কহি যৈছে জীব নিস্তারিল ॥ পূর্বে ব্রজ হৈতে আসি শ্রী-
 গোড়মণ্ডলে । অম্বিকা হইয়া শীত্র চলিলা উৎকলে ॥ জন্ম-
 ভূমি দণ্ডেশ্বর ধারেন্দ্রগ্রামেতে । প্রকাশিয়া প্রেমভক্তি চলে
 রয়নৌতে ॥ মল্লভূমি মধ্যেতে রয়নৌনামে গ্রাম । গ্রামপাশে
 নদী সে স্বর্ণরেখা নাম ॥ তথায় স্বর্ণরেখা উত্তরবাহিনী ।
 অখিল জীবের মহা-কল্যাণনাশিনী ॥ রয়নী নিকট বারায়িত
 নামে গ্রাম । নিকটে ডোলঙ্গনদী-তীর রম্য স্থান ॥ বারায়িতে
 রাম দশরথের নন্দন । রামেশ্বর নামে শিব করিল স্থাপন ॥
 রামচন্দ্র জানকী লক্ষ্মণ সহ স্বধে । কিছুদিন ছিলা বনভ্রমণ
 কোতুকে ॥ অচ্যুত নামেতে সে দেশের অধিপতি । প্রজা-
 পালনেতে শ্রীত অতিশুদ্ধ রীতি ॥ রয়নীগ্রামে প্রসিদ্ধ অচ্যুত-
 তনয় । শ্রীরসিকানন্দ শ্রীগুরারি নামদ্বয় ॥ রসিক মুরারি
 নাম প্রসিদ্ধ লোকেতে । সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ অল্পকাল হৈতে ॥
 পরমনিপুণ মাতা পিতার সেবাতে । অতিপতিব্রতা মাতা
 ভবানী নামেতে ॥ মুরারির ভার্য্যা ইচ্ছা সেই গুণবতী । ঘণ্ট-
 শিলাগ্রামে কিছুদিন কৈল স্থিতি ॥ ঘণ্টশিলা স্বর্ণরেখার

সন্নিধানে । বনবাসে পাণ্ডবের বিশ্রাম সেখানে ॥ একদিন
মুরারি নির্জনে বসি তথা । চিন্তয়ে অস্তরে শিষ্য হইবেন
কোথা ॥ হইল আকাশবাণী চিন্তা না করিবে । এথায় শ্রী-
শ্যামানন্দ-স্থানে শিষ্য হ'বে । ইহা শুনি রসিক মুরারি হর্ষ
হৈলা । শ্যামানন্দনাম-মন্ত্র জপিতে লাগিলা ॥ তিলে তুলে
উৎকণ্ঠা বাঢ়য়ে অতিশয় । প্রভু-শ্যামানন্দনামে নেত্রে ধরা
বয় ॥ মুরারি উদ্বেগে প্রায় রাত্রি গোড়াইল । নিশান্ত-সময়ে
কিছু নিদ্রা আকর্ষিল ॥ স্বপ্নে শ্যামানন্দদেবে দেখয়ে মুরারি ।
পরম অদ্ভুত প্রতি-অঙ্গের মাধুরী ॥ হাসিয়া শ্রীশ্যামানন্দ কহে
মুরারিরে । রজনী-প্রভাতে এথা পাইবা আমারে ॥ এত
কহি অদর্শন হৈলা শ্যামানন্দ । রসিকানন্দের মনে হৈল
মহানন্দ ॥ মহাবিজ্ঞ শ্রীরসিক রজনী-বিহানে । কারে কিছু
না কহি চাহয়ে পথ-পানে ॥ কিছু দূরে শ্যামানন্দ আনন্দে
আইসে । শ্রীকিশোরদাস আদি শিষ্য চারি পাশে ॥ সূর্য্যসম
তেজ শোভায় কলেবর । সহাস্রবদন পীন বক্ষঃ মনোহর ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দনাম লৈয়া । প্রেমায় বিহ্বল চলে
তুলিয়া তুলিয়া ॥ রসিক মুরারি দেখি প্রভু-শ্যামানন্দে । চরণ-
পরশে ভূমে পড়ি মহানন্দে । শ্যামানন্দ মনের আনন্দে করি
কোলে । রসিকে করিলা সিক্ত নিজ-নেত্রজলে ॥ শ্রীরসি-
কানন্দ ধন্য মানে আপনায় । নেত্র সমর্পিল নিজ-প্রভুর
শোভায় ॥ মুরারিরে শ্যামানন্দ অনুগ্রহ কৈল । মহানন্দে
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিল ॥ শ্রীরসিকানন্দে শিষ্য করি হর্ষ

মনে । সমর্পিল নিত্যানন্দ-চৈতন্যচরণে ॥ রসিক মুরারি হৈলা
 থেণায় বিহ্বল । নিরন্তর নয়নে ঝরে অশ্রুজল ॥ রয়নি-
 গ্রামেতে নিজ-প্রভু লৈয়া গেলা । সঙ্কীর্তন-স্থখের সমুদ্রে
 মগ্ন হৈলা ॥ শ্রীরসিক মুরারির যৈছে গুরুভক্তি । একমুখে
 তাহা কি কহিতে মোর শক্তি ॥ মুরারিরে পরীক্ষা করিলা
 শ্যামানন্দ । দেখি মুরারির চেষ্টা হৈল মহানন্দ ॥ শ্যামানন্দ
 কিছু দিন এখায় রহিয়া । করিল অনেক শিষ্য ভক্তি প্রকা-
 শিয়া ॥ রয়নি হইতে শ্যামানন্দের গমন । চতুর্দিকে বেষ্টিত
 পরম-প্রিয়গণ ॥ দামোদর নামে এক যোগাভ্যাসী ছিল ।
 তাঁরে কৃপা করি ভক্তিরসে ডুবাইলা ॥ শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য
 হৈয়া দামোদর । নিতাই চৈতন্য বলি কঁাদে নিরন্তর ॥ সে
 প্রেম-আবেশে দেখি কেবা দৈর্ঘ্য ধরে । সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভক্তি
 বলিয়া নৃত্য করে ॥ শ্যামানন্দদেব দামোদরে উদ্ধারিয়া ।
 সর্বত্র ভ্রময়ে ভক্তিরত্ন বিলাইয়া ॥ বলরাগপুরে শ্যামানন্দ
 দয়াময় । একাশে যে প্রেমভক্তি কহিল না হয় ॥ কিশোর
 মুরারি দামোদরাদি সহিতে । মহাগহোৎসব কৈল ধারেন্দ্র-
 গ্রামেতে ॥ শ্যামানন্দে দেখি বহু গ্রামবাসী লোক । আনন্দে
 বিহ্বল ভুলে মহাছুঃখ শোক ॥ শ্যামানন্দ শিষ্য করিলেন
 স্থানে স্থানে । কেবা না পবিত্র হয় তা' সবার নামে ॥ রাধানন্দ
 শ্রীপুরুষোত্তম মনোহর । চিন্তামণি বলভদ্র শ্রীজগদীশ্বর ॥
 ঠাকুর অক্রুর গধুবন শ্রীগোবিন্দ । জগন্নাথ গদাধর শ্রীআনন্দা-
 নন্দ ॥ শ্রীরাধামোহন আদি শিষ্যগণ সঙ্গে । সদা ভাসে

ন্দানন্দ ॥ শ্রীরাধামোহন আদি শিষ্যগণ সঙ্গে । সদা ভাসে
সঙ্কীৰ্ত্তনস্থখের তরঙ্গে ॥ শ্রীশ্যামানন্দের মহা-অদ্ভুত বিলাস ।
বর্ণে কবিগণ যাতে সভার উল্লাস ॥

গীতে যথা—বেলাবলী ॥

জয় জয় স্থখময় শ্যামানন্দ । অবিরত গোঁর, প্রেম-রসে
নিমগন, ঝলকত তনু নব পুলক আনন্দ ॥ ধ্রু ॥

শ্যামর গোঁর, চরিত চয় বিলপত, বদন-সুমাধুরী হরয়ে
পরান । নিরুপম পছ পরি, কর গুণ শুনইতে, ঝর ঝর ঝরই
স্বকমলনয়ান ॥ উমড়ই হিয় অনি,-বার চুয়ত ঘন, স্বেদ বিন্দু
সহ, তিলক উজোর । অপরূপ নৃত্য, মধুরতর কীর্তনে,
তুলসীমাল উর চঞ্চল থোর ॥ সুমধুর গীম, ধুনত অনুমোদনে,
ভুজ ভঙ্গিমকর তরল ললাম । পদতলে, তাল, ধরত কত
ভাঁতিক, মরি মরি নিছনি দাস ঘনশ্যাম ॥

ধারেন্দা-গ্রামেতে শ্যামানন্দ গণ সনে । এক দিন মহা-
মত্ত হৈলা সঙ্কীৰ্ত্তনে ॥ বাজয়ে মৃদঙ্গ করতাল মনোহর ।
গায় গীত শ্রীকিশোর-আদি পরিকর ॥ প্রথমেই গোঁর নিত্য-
নন্দ-গুণ-গানে । মাতিল বৈষ্ণবগণ ধৈর্য্য নাই মানে ॥ স-
নের নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর । ভূমিতে লোটায় সবে ধূলায়
ধূষর ॥ সঙ্কীৰ্ত্তনে নাচয়ে ঠাকুর শ্যামানন্দ । সে ভঙ্গি দেখিতে
দেবীগণের আনন্দ ॥ পাষণ্ড অসুরগণ সে নৃত্য দেখিয়া ।
প্রেমায় বিহ্বল কাঁদে ভূমে লোটাইয়া ॥ “প্রভু শ্যামানন্দ
উদ্ধারহ এই বার” । ইহা বলি চরণে পড়য়ে বার বার ॥ কৃপা-

দৃষ্টে শ্যামানন্দ চাহি মে সবারে । ডুবাইল প্রেমভক্তি-রসের
সায়রে ॥ সহস্র সহস্র লোক করে ধাওয়াধাই । সঙ্কীৰ্তন-
স্থলের উপমা দিতে নাই ॥ শ্যামানন্দ-গুণে কেহ ধৈর্য না
ধরে । ঐছে রঙ্গ প্রকাশিলা শ্রীনৃসিংহপুরে ॥ শ্রীগোপীবল্লভ-
পুরে প্রেমরুষ্টি কৈলা । শ্রীগোবিন্দসেবা শ্রীরসিকে সমর্শিলা ॥
রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার । কৃপা করি কৈল দম্ভ
পাষণ্ডি-উদ্ধার ॥ ভক্তিরত্ন দিলা কৃপা করিয়া যবনে । গ্রামে
গ্রামে ভ্রমিলেন লৈয়া শিষ্যগণে ॥ দুষ্ঠের প্রেরিত হস্তী, তারে
শিষ্য কৈল । তারে কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিল ॥ মে দুষ্ঠ
যবন রাজা প্রণত হইল । না গণিলা ঘর, কত জীব উদ্ধারিল ॥
শ্রীরসিকানন্দ সদা মত্ত সঙ্কীৰ্তনে । কেবা না বিহ্বল হয় তাঁর
গুণগানে ॥

গীতে যথা—বেলাবলী ॥

জয় জয় রসিক সুরসিক মুরারি । করুণাময় কলি কল্লুদ
বিভঞ্জন, নিরমল গুণগণ জন মন হারী ॥ হ্র ॥

প্রবল প্রতাপ, পূজ্য পরমাদ্বুত, ভক্তি প্রকাশক সুখদ
সুধীর । ডগ মগ প্রেম, হেমসম উজ্জ্বল বালকত কতিশয়
ললিত শরীর ॥ শ্যামানন্দ চরণ চিত চিস্তন, অনুগন সঙ্কীৰ্তন
রস পান । যাকর সব রস, গৌরচন্দ্র বিমু, কি কহব সপনে
না জানয়ে আন ॥ অপরূপ কীর্তি, লসত ত্রিজগতমধি, কবি-
বর কাব্য বিদিত অনুপাম । নিপট উদার, চরিত চারু কছু,
সমুখি না শকত পতিত ঘনশ্যাম ॥

শ্রীরসিকানন্দের চরিত্র অন্ত নাই । প্রভু শ্যামানন্দগুণে
বিহ্বল সদাই ॥ শ্রীশ্যামানন্দের গুণে কেবা না মোহিত ।
বিবিধ প্রকারে করি গায় সে চরিত ॥

গীতে যথা—কামোদঃ ॥

ও মোর পরাণ বন্ধু, শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু, সদাই বিহ্বল
গোরা-গুণে । গৃহ পরিহরি দূরে, আনন্দে অশ্বিকাপুরে,
আইলেন প্রভুর ভবনে ॥ হৃদয়চৈতন্য দেখি, অঝরে ঝরয়ে
আঁখি, ভূমিতে গড়য়ে লোটাইয়া । শিরে ধরি সে চরণ, করি
আত্ম সমর্পণ, এক ভিতে রহে দাঁড়াইয়া ॥ দেখি শ্যামানন্দ
রীত, ঠাকুর করিয়া প্রীত, নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈল । করি
অনুগ্রহ অতি, শিখাইয়া ভক্তি-রীতি, নিতাইচৈতন্যে সমর্পিল ॥
কথোক দিবস পরে, পাঠাইতে ব্রজপুরে, শ্যামানন্দ ব্যাকুল
হইলা । প্রভু নিতাই চৈতন্য, শ্যামানন্দে কৈলা ধন্য, যাত্রা-
কালে আচ্ছা-মালা দিলা ॥ শ্যামানন্দ পথে চলে, ভাসয়ে
আঁখির জলে, মোড়রিয়া প্রভুর গুণগণ । একাকী কথোক
দিনে, প্রবেশিলা ব্রজভূমে, বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ॥ দেখিয়া
শ্রীকৃষ্ণারণ্য, আপনা মানয়ে ধন্য, আনন্দে ধরিতে নারে থেহা ।
গিষ্ঠ হৈয়া নেত্রজলে, লোটায় ধরণী-তলে, বিপুল পুলকময়
দেহা ॥ গিয়া গিরি গোবর্দ্ধনে, কৈল বে আছিল মনে, শ্রী-
অধ্বাকুণ্ডের তটে আগি । প্রেমায় বিহ্বল হৈলা, দেখি অনু-
গ্রহ কৈলা, শ্রীদামগোসাই গুণরাশি ॥ শ্রীজীব নিকটে গেলা,
নিজ পরিচয় দিলা, তেহৌঁ কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে । যোগ

মনোরথ ছিল, তাহা যেন পূর্ণ হৈল, হৃদয়চৈতন্য-রূপা হৈতে ॥
 ভ্রমিলা দ্বাদশ বন, কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন, হৈলা অতি নিপুণ
 সেবায় । ত্রীগোড়-অম্বিকা হৈয়া, রহিলা উৎকলে গিয়া, ত্রি-
 গোস্থামিগণের আশ্রয় ॥ পাষণ্ডি-অম্বর-গণে, মাতাইলা
 গোরাগুণে, কারে বা না কৈলা ভক্তিদান । অধম আনন্দে
 ভাসে, শ্যামানন্দ-রূপালেশে, কেবা না পাইল পরিত্রাণ ॥ কে
 জানিবে তাঁর তত্ত্ব, সদা সঙ্কীৰ্ত্তনে মত্ত, অবনীতে বিদিত মহিমা ।
 নিজ-পরিকর-সঙ্গে, বিলসে পয়মরঙ্গে, উৎকলে অথের নাই
 সীমা ॥ ঘে বারেক দেখে তাঁরে, সে ধৃতি ধরিতে নায়ে,
 কিবা সে যুক্তি মনোহর । নরহরি কহে কভু, রসিকানন্দের
 শ্রুত, হবে কি এ নয়নগোচর ॥

পুনঃ শ্রবণ ॥

জয় ত্রিছুংখিনী, রুঞ্চদাস-গুণ, কহিতে শক্তি কার ।
 হৃদয়চৈতন্য, পদাশুজে সদা, চিত্ত মধুকর যার ॥ রুন্দাবনে
 নব,-নিকুঞ্জে রাঙ্গির, নৃপূর পাইল যে । শ্যামানন্দ নাম, বিদিত
 তথায়, স্ফুটিত নৃসিংহ কে ॥ মহামুঢ়মতি, উৎকলেতে যার,
 না ছিল ভক্তিলেশ । গৌরপ্রেমরসে, ভাসাইল সব, সফল
 করিল দেশ ॥ পরদুঃখে দুঃখী, শ্যামানন্দ মোর, রসিক-
 নন্দের শ্রুত । কি কব করুণা, যেহেঁ নরহরি, দীনে না
 ছাড়য়ে কভু ॥

শ্যামানন্দ-চরিত্র সজ্ঞাপে জানাইমু । গ্রন্থ-বাহু
 বিস্তারি বর্ণিতে নারিমু ॥ উৎকলাদি দেশ ধন্য কৈল শ্যামা-

নন্দ । শুনি গোড়দেশে হৈল সবার আনন্দ ॥ গোড়ে শ্রীনি-
বাস নরোত্তম প্রিয়গণ । ভক্তিরত্ন-প্রদানে পরমবিচক্ষণ ॥
সর্বদা ব্যাপিল দুহুঁ শাখানুশাখায় । কহি কিছু যাহা শুনি
পরাণ জুড়ায় ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য প্রিয়তম । রাম-
চন্দ্র-কবিরাজ গুণে অনুপম ॥ শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য হরিরামা-
চার্য্য । সর্বত্র বিদিত অলৌকিক সব কার্য্য ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
প্রেমভক্তি বিলাইয়া । জীবের কল্মষনাশে উল্লসিত হৈয়া ॥
সঙ্কীৰ্ত্তনে পরমবিহ্বল নিরন্তর । গায় কবিগণ সে চরিত্র মনো-
হর ॥

গীতে যথা—পৌরবী ॥

জয় জয় শ্রীহরিরাম আচার্য্য বর্ষ্য, আশ্চর্য্য চরিত চিত-
হারী । গুণগণ বিষদ, বিপদ মদমর্দন, মধুর মুরতি মূদবর্দ্ধন-
কারী ॥ পছ-পদ-বিমুখ, অস্বর দুর্জয় জয়, কারক কীর্ত্তি জগত
পরাচর । পরমসুধীর, ধীর ধৃতি হারক, করুণাময় মতি, অতি
হি উদার ॥ অনুখন গৌর,-প্রেমভরে উনমত, মত্ত করীন্দ্র
নিন্দী গতি জোর । সঙ্কীৰ্ত্তন-রস, লম্পট পটু বৈষ্ণব,-সেবা
মুখ কো কহ ওর ॥ শ্রীমদ্ভাগবতাদিক, গ্রন্থ কখন, অনুপম
রস অমৃতধার । শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় যজ্জীবন, ভগব কি নরহরি
গন্ধি অপার ॥

শ্রীনরোত্তমের শিষ্য রামকৃষ্ণাচার্য্য । পরমপণ্ডিত ভক্তি-

মহা-আর্য্য ॥ দীনহীন অকিঞ্চন জনে অতি প্রীত ।

যে পাষণ্ড-মত সর্বত্র বিদিত ॥ সঙ্কীৰ্ত্তন-রস আশ্বাসে

নিরন্তর । কেবা বা না গায় সে চরিত্র মনোহর ॥

গীতে যথা—গৌরী ॥

জয় জয় রামকৃষ্ণ, আচার্য্য স্বধীর, মহাশয় স্বখদ উদার ।
ভাবাবেশ নিরন্তর, কীর্তন লম্পট, অতিশয় স্বঘর প্রচার ॥ স্বপ-
নয় রমিক, জন মন রঞ্জন, তাপ পুঞ্জতম ভঞ্জনকারী । দ্বিজকুল
মণ্ডল, গুণগণ মণ্ডিত, পণ্ডিতবর দুর্গমুখ সদহারী ॥ শ্রীমন্মো-
হন,-রায় সুবিগ্রহ সেবা, সতত নিযুক্ত প্রধান । অদ্বুত রতি,
উল্লসিত দিবা নিশি, গৌরচন্দ্রচরিতামৃত পান ॥ পরমদয়াল,
নরোত্তম পদযুগ, যছু সর্বদা ন জানিত অন্য । কো সমুখ
উহ,-রীত রুচির যশ, গায়ত নরহরি মানত ধন্য ॥

শ্রীচাকুর নরোত্তম পতিতপাবন । তাঁর শিষ্য চক্রবর্তী
গঙ্গানারায়ণ ॥ গঙ্গানারায়ণ নিদ্যাবন্ত অতিশয় । খণ্ডিয়া পাষণ্ড
সত ভক্তি প্রকাশয় ॥ সঙ্কীৰ্তন-স্বধা-পানে মত্ত দিবা নিশি ।
গায় কবিগণ সে চরিত্র সুখে ভাসি ॥

গীতে যথা—গৌরী ॥

জয় জয় শ্রীগঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্তী, অতি ধীর গভীর ।
ধৈর্য হরণ, বরণের মাধুরী, নিরুপম মৃদুতর রুচির শরীর ॥
অবিরত সঙ্কী,-র্তন-রস লম্পট, ললিতনৃত্য-রত প্রেম-বিকোর ।
শ্রীল নরোত্তম,-চরণ সরোরুহ, ভজন পরায়ণভূবন উজোর ॥
শ্রীচৈতন্য,-চন্দ্রচরিতামৃত,-পানে মগন মন সহত উল্লাস ।
শ্রীগোবিন্দ, মনোহর বিগ্রহ, যজ্ঞীবন ধন প্রাণ আধার ॥
পরমদয়াল, দীন জন বান্ধব, প্রবলপ্রতাপ তাপতম হারী ।

পঞ্চদশ স্তরঃ ।] ভক্তিরত্নাকর ।

১৫৩

বরণি না শক্তি, কিরিতি অতি অদভূত, বিদিত দাস-নরহরি
সুখকারী ॥

ঐছে দৌহাকার শাখা প্রশাখাসকল । রূপা করি নাশয়ে
জীবের অমঙ্গল ॥ কহিতে কি জানি গুণ অতিরসায়ন । বর্ণি-
বেন বিস্তারিয়া ভাগ্যবন্তগণ ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্যচরণ চিত্ত
করি । ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥

। ॥ * ॥ ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্যামানন্দচরিত্রাঙ্কি-
বর্ণন নাম পঞ্চদশস্তরঃ ॥ * ॥ ১৫ ॥ * ॥
